বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ + ৮ম বর্ষ।

১২৯৯ সাল + ১৩০০ সাল।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৯৩নং মানিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

এই পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক
সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
৪৭নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট্।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়। কলিকাতা।

৭ম বর্ষ + ৮ম বর্ষ

৭ম ভাগ + ৮ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

বৈরাগ্য।

ও

সভ্যতা-বিবেক।

২য় প্রস্তাব।

বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সভ্যতার অধিকারী মানবগণ কি পরিমাণে সভ্যতার প্রকৃত ফলের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা হইবেন এই প্রস্তাবে সেই বিষয়েরই বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। পূর্ব্বপ্রস্তাবে স্পষ্টরূপে দেখান গিয়াছে যে পার্থিব দুঃখমিশ্রিত সুখ, বর্ত্তমান সভ্যতার সাহায্যে মানবজাতির সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত হইতে পারে, এ প্রকার কথা দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিতে পারে, এরূপ সভ্যতাধিকারী জীব এজগতে একালে বিদ্যমান নাই।

জ্ঞানজগতের সর্ব্বপ্রথম সোপানে পদবিন্যাস করিয়া মানবজীবের অন্তিম জ্ঞানোন্মেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণ যে সুখের কল্পনাময় মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতে গড়িতে মৃত্যুরূপ মহা বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়; যে সুখের প্রাপ্তির আশায় সৃষ্টিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত জীবনিবহ শত শত কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘন করিতেছে; অনন্ত অকার্য্যের স্রোতে অনন্ত কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়ত-লক্ষ্যহীন জীবন, অকাতরে ভাসাইয়া দিতেছে—সেই জীব জগতের দুরপনেয় অনাদি ইন্দ্রজালময় সুখ, যে সভ্যতার সাহায্যে মানব লাভ করিতে পারিবে এরূপ আশাও সুদূরপরাহত। এখন বিবেচনা করিয়া বলদেখি সে অন্তঃসার হীন বাহ্য সৌন্দর্য্যময় সভ্যতা লইয়া মনুষ্যের কি লাভ?

সভ্যতার প্রতি এইপ্রকার দোষারোপকারীগণকে নিরস্ত করিবার জন্য সভ্যতারস্তাবকগণ এইপ্রকারেই উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন, যে বাহ্য সৌন্দর্য্যের উন্নতির সাধন দ্বারা বৈষয়িক সুখ বা স্বাচ্ছন্দের বিধান বর্ত্তমান সভ্যতার সাহায্যে সংশয়িত হইলেও সভ্যতাই মনুষ্যের আন্তরিক বলসাধনের একটি সুদৃঢ় উপায় তাহার কোন সংশয় নাই। যে আন্তরিক বলের সাহায্যে মানবজাতি নিজে জীবজগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াও পরিদৃশ্যমান জীবনিবহের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে আন্তরিক বলের একমাত্র অধিকারী বলিয়া, বর্ত্তমান সময়ের সভ্য মানবগণ, বিজ্ঞানশাস্ত্রের কণ্টকাবৃত বর্ত্মনিচয়কে সুপরিস্কৃত করিয়া স্বজাতিগণের অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ের নিরুচ্ছাসময় তীব্র ব্যাকুলতাকে অপনীত করত যথার্থ জ্ঞানসুধাকরের বিমল চন্দ্রিকায় প্রাসাদময় ... ব্যাপি পয়োনিধির অবতারণা করিয়াছে, যে আন্তরিক বল না থাকিলে জড়প্রকৃতি মানবজাতিকে পশুজাতি অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানময়, ... সাদময়, তমোময়, না জানি কি দুরন্ত অবস্থায় লইয়া যাইত তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় সিহরিয়া উঠে। যে আন্তরিক বলের সাহায্যে মনুষ্যজাতির অকুতোভয় ধীরে ধীরে জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে করিতে কালে সম্পূর্ণ জড়ের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড় নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিতে স্বজাতীয়গণকে প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, এক কথায় বলিলে চলে যে, যে আন্তরিক বলের অভাবে মনুষ্য মনুষ্য ভাব ধারণ করিতেই অসমর্থ হয় বা সামান্য পশুনিবহের ধর্ম্ম পালন করিতে প্রস্তুত হয়, সেই আন্তরিক বল মনুষ্য কোথা হইতে অর্জ্জন করিয়াছে? বর্ত্তমান সভ্যতা মানবজাতির সেই আন্তরিক বল প্রদান করিয়াছে! সভ্যতার উপাসনা মানব যত অধিক করিবে ততই তাহার আন্তরিক শক্তিনিচয় বৃদ্ধি পাইবে, কালে সভ্যতারই প্রসাদে মনুষ্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে; সুতরাং এই বর্ত্তমান সভ্যতা মানবজাতির একমাত্র রক্ষণীয় মহারত্ন। ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ যে কেবলমাত্র এই সভ্যতাবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানাভাবের ফল তাহার আর সংশয় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতাস্তাবকগণের এই প্রকার স্তুতিবাক্যগুলি শুনিতেই ভাল, প্রকৃত পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত এই প্রকার বাক্যের সম্বন্ধ যে অত্যল্প ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে, এই উজ্জ্বল সত্যটী স্বয়ংই প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহার সন্দেহ নাই। কেন? তাহা বলি!

কথা হইতেছে—মানবজাতির আন্তরিক সারবত্তা সম্পাদন করিবে বলিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার এত আদর দিন দিন মনুষ্য সমাজে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান হেতু; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতির আন্তরিক সার সাধনে সক্ষম কি না তাহা একবার বিচারপূর্ব্বক জানা উচিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি আছে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে মানবজাতির প্রকৃত আন্তরিক সার কাহাকে বলে ও তাহা কোন কোন উপায়

সাধিত হয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সেই অন্যতম উপায়ের মধ্যে স্থান পাইতে পারে কিনা?

পারলৌকিকসুখাশা বা নির্ব্বাণ সম্পত্তির বলবতীপ্রত্যাশা যে সভ্যতার মূলভিত্তি নহে সে সভ্যতার দ্বারা মানসিক বল মানবজাতির বাড়িতে পারে ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ যাহার নাম আন্তরিক সামর্থ্য, যাহার সাহায্যে মনুষ্য মনুষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া ও দেবতার বরণীয় সিংহাসনে অনায়াসে সমুপবিষ্ট হইতে পারে, যাহার প্রসাদে সংসারে দ্বেষ্ট দ্বেষকভাব একেবারে বিলীন হইয়া যায়! যে সম্পদের অধিকারী ইহলোকে প্রকৃত স্বাধীনতার সুখানুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, তাহারই নাম যদি আন্তরিক বল হয় তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় এই দৃশ্যমান পাশ্চাত্য সভ্যতা সে আন্তরিক বল সাধন করিতে একান্ত অক্ষম বরং সে আন্তরিক বলের একটী দুরপনেয় অন্তরায়, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কথাটা একটু বিশদভাবে বুঝাইতে হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতাধনের অধিকারীগণ অন্য মনুষ্যজাতির নিকট যে ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে সাধারণ লোকের মনে এই বিশ্বাসটী দিন দিন প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে, "যে মনুষ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যগ্রহণ না করিয়া কোন রূপেই স্বীয় স্বাধীনতার রক্ষা বা পরিচালনা করিতে একান্ত অক্ষম! কিন্তু জড়জগতের কতকগুলি পদার্থের কতকগুলি বিমিশ্রশক্তির উদ্ভাবনা দ্বারা ইচ্ছানুসারে সেই সকল শক্তির যথাস্থানে প্রয়োগ দ্বারা জীবজগতের ও জড়জগতের উপর আংশিক প্রভুতা লাভই বুঝি বিজ্ঞানানুগৃহীত সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য ও সেই প্রভুতার পরিচালনা দ্বারা নিজের বা স্বজাতীয়গণের স্বাধীনতা রক্ষাই বুঝি পুর্ণতা লাভোন্মুখ মানবজাতির চরম কৃতকৃত্যতা!"

উপরে লোকসাধারণের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যে ধারণার কথা উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল কল্পনার ফল নহে। বেশীদিনের কথা নহে দুই শত বৎসরের মধ্যে মনুষ্যজাতির মধ্যে সঙ্ঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এই বিষয়টী সকলের নিকটই প্রতিভাসিত হইয়া যাইবে। দুই শত বৎসর পুর্ব্বে ইয়ুরোপ, মানসিক যে জাতীয় ধারণায় যে জাতীয় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত অদ্যকার ইয়ুরোপীয় জাতির জাতীয় কার্য্যের দ্বারা অনুমিত মানসিক ধারণাগুলি সেই পুর্ব্বকালের কার্য্যের দ্বারা অনুমিত পুর্ব্বকালের ধারণাগুলির সহিত কত বিসদৃশতাধারণ করিয়াছে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলেই পুর্ব্বোক্ত কথাটী আরও বিশদভাবে বুঝা যাইবে। দুই শত বৎসরের পুর্ব্বে ইয়ুরোপে যে কার্য্যটী সৎসাহসে সদবলম্বনে ও সদধ্যবসায়ে অনায়াসে সাধিত হইত, অদ্য সেই কার্য্যটীই সাধন করিতে গিয়া সভ্যতার অধিকারী মানবগণ সভ্যতারূপ লোকবিমোহকর যন্ত্রটী সম্মুখে রাখিয়া কি পরিমাণে সৎসাহস সদবলম্বন ও সদধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছেন, তাহা দেখিলেই প্রবীণ ঐতিহাসিক বুঝিয়া লইতে পারেন যে পুর্ব্বোক্ত মানসিক ধারণা না ঘটিলে ইয়ুরোপ অদ্য এই প্রকার পুর্ব্ববিশ্বাসের বিরুদ্ধ বৃত্তির পরিচালনা কখনও করিত না।

মনুষ্যজাতির ন্যায় লব্ধপ্রকৃতস্বাধীনতা রক্ষা ও সময়ক্রমে পরিচালনার একটি মহত্তম উপায় বলিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সমাজের বরণীয় সিংহাসনে বসাইতে হইবে; কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা মনুষ্যজাতির আন্তরিক সামর্থ্যকে বর্দ্ধিত করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার দ্বার সুপ্রশস্ত করিয়া দেয়!!

কিন্তু বল দেখি ভাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অধিকারী জগতের উৎকৃষ্ট জীব! প্রকৃত মানবজাতির স্বাধীনতা কাহাকে বলে! সভ্যতার প্রসাদে স্বাধীনতাধন যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সত্য কথায় সরল ভাষায় তাঁহারা বলুন দেখি এ জগতে তাঁহারা কি পূর্ণ স্বাধীন! এ সংসারে তাঁহারা কি কোন কার্য্যে কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না?! বিজ্ঞানের বলে বশীভূত জড়প্রকৃতিকে সময়ক্রমে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তাঁহাকে কি আবার প্রকারান্তরে সেই জড়প্রকৃতির সাহায্যগ্রহণ করিতে হয় না? নিজের অভিলষিত বিষয়ের চরিতার্থতা সাধনা করিতে তাঁহাকে কি আপনা হইতে অন্যভিন্নপ্রকৃতি-ব্যক্তি-বিশেষের প্রসাদভিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না? পারিবারিক সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষম বিশৃঙ্খলতায় ব্যাকুল হইয়া প্রতিনিয়ত জড়সমষ্টি বা জীবসমষ্টির দাসত্বে কিছু কালের জন্য কি তাঁহাকে জীবন বিক্রয় করিতে হয় না? তিনি কি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন যে প্রাণিজগতে বা জড়জগতে তাহার ইচ্ছা অনন্তকালের জন্য অনিবারিত রহিয়াছে বা থাকিবে?!

ইহাই যদি হইল না, তবে আমি স্বাধীন! আমি সংসারে পথপ্রদর্শক! আমি জগতের আদর্শ জীব! এ কথা প্রকাশ করিয়া সংসারে নিজের অল্পজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা কি সভ্য মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য?

যে সভ্যতার সুখে প্রিয়ত্ব বুদ্ধি প্রতিদিন বাড়ীতে থাকে! দুঃখের প্রতি উত্তরোত্তর দ্বেষ বুদ্ধি যাহার অব্যভিচরিত ফল, বিষয়ের আসক্তি যে সভ্যতার সাহায্যে বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া মনুষ্য জাতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে, কেবলমাত্র কএকটী জড় বস্তুর সাহায্যেই জনসাধারণের মধ্যে শক্রভাব ও মিত্রভাব রাখিয়াছে এ ভ্রান্তিময় বিশ্বাস অপনয়ন করিতে যে সভ্যতা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রস্তত নহে! সেই সভ্যতা মনুষ্যজাতির প্রকৃত স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিবে! হায়! এ বিশ্বাসকে হৃদয়ের ধন করিয়া মনুষ্যজাতির কি অধঃপতনের পথ প্রতিদিন প্রশস্ততর হইতেছে তাহা কি অদ্য কেহ একবার দেখিতে চাহে!!

অনন্ত বৎসরের অনন্ত অধ্যবসায়ের সাহায্যে যুগযুগান্তর ব্যাপি কঠোর ক্লেশে সংসারের সকল জীবের প্রিয়সুহৃদ, সংসারে দুঃখব্যাকুলহৃদয় সেই সকল পবিত্র ও স্পৃহণীয় চরিত্র আর্য্য ঋষিগণ এই অজ্ঞান সমুদ্রের দুঃখময় তরঙ্গাবলীতে ব্যাকুলিতপ্রাণ মানব জাতির প্রকৃত লক্ষ্য ও বাস্তব স্বাধীনতা দেখাইয়া, সেই ধনে প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য যে সকল অব্যভিচরিত উপায় রাশির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উৎপ্লাবক যুগধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাবে সেই সকল উপায় বিষয়ের অনুসন্ধিৎসাও আজ সভ্য জগতে উন্মত্তের বুদ্ধি বলিয়া উপহসিত হইতেছে। মানব জাতির প্রকৃত স্বাধীনতার পথে কণ্টক প্রদানকারী আসুরিক ভাবোন্মত্ত সভ্য নাম মাত্রধারী বিপ্লাবক মনুষ্যগণের

মধ্যে, সেই যুগসহস্রব্যাপি নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণা প্রযুক্ত তীব্র-তপস্যার ফলে আবিষ্কৃত মানবের যথার্থ স্বাধীনতারক্ষিণী সভ্যতা প্রতি, বিদ্বেষবুদ্ধি দিন দিন অধিক ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া প্রকৃত চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ে বিষময়ী জ্বালা উৎপন্ন হউক বা না হউক তাহাতে আমরা তত ক্লেশ অনুভব করি না! কিন্তু যখন দেখি, সেই সভ্যতার জন্মভূমি। সেই আর্য্য সভ্যতার পরম পবিত্র লীলাক্ষেত্র, সেই আর্য্যসভ্যতার আবিষ্কারক আর্য্য ঋষি গণের হৃদয়ের ধন এই পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষে—বলিতে লজ্জা রে সেই আর্য্য জাতির পবিত্র শোণিত এখনও যাহাদের শিরায় বহিতেছে সেই আর্য্যজাতিরই আবিষ্কৃত সভ্যতারই অবলম্বনে আজও যাহারা জগতে সমাজবন্ধনে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতেছে, সেই আর্য্যজাতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়াই যাহারা অদ্য সভ্য সমাজে বন্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হয়না; তাহারাই সেই জগৎপূজ্য কুলে জন্মগ্রহণকারী অথচ নিজ কুলমাহাত্ম্যানভিজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষদ্বেষী অধম অজ্ঞান অকৃতী ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ আজ উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রকৃত কুলাঙ্গারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে, পিতৃপুরুষগণের অনন্ত তপস্যা সঞ্চিত সভ্যতার উচ্ছেদে সর্ব্বাপেক্ষা নিজেই অগ্রসর হইতেছে! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আর্য্য সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা না বুঝিয়া, আর্য্য সভ্যতা বুঝিতে হইলে কোন উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারও অনুসন্ধান না করিয়া, আর্য্য সভ্যতার অধিকারী প্রাচীন মানবগণের কার্য্য স্রোত, উৎসাহ, প্রবাহ চিন্তার বেগ কোন পথে কিরূপ ভাবে প্রধাবিত হইত, অল্প মাত্রায়ও তাহা না জানিয়া, অকাতর ভাবে সাধারণ সমক্ষে নির্লজ্জ হইয়া আর্য্য সন্তান, অদ্য পিতৃপুরুষগণের রীতি নীতি ও ব্যবহার নিচয়ের প্রতি অজস্রগালিবর্ষণ করিয়া বিদেশীয়গণের নিকটে নিজের সুপুত্রতা প্রকটিত করিতে যত্নবান হইতেছে! তখন সত্য সত্যই ইচ্ছা হয়, পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও জ্ঞানালোকের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি ভূমি এই পবিত্র ভারতবর্ষে পিশাচগণের এ বিকট ব্যবহার আর দেখিতে পারা যায় না!

এক্ষণে একবার দেখিতে হইবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে মনুষ্য আন্তরিক বল লাভ করত তাহার দ্বারা প্রকৃত মানবীয় স্বাধীনতার পরিচালনা করিয়া স্বীয় সমাজকে পশুভাব হইতে কেন রক্ষা করিতে পারে না? কেন পারে না তাহা বলিতেছি।

পশুগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিচয়ের সহিত মানব জাতির যে সকল প্রবৃত্তি নিচয় সমান ভাবে মানব জাতির মধ্যে উৎপন্ন হইয়া মানবীয় আত্মাকে দুঃখের আধার করিয়া তুলে, সেই সকল প্রবৃত্তির দমন যতক্ষণ মনুষ্যজাতি না করিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত মানব, প্রকৃত পশুভাব দূর করিয়া যথার্থ মানবীয় স্বাধীনতার সুখাস্বাদন করিতে পারিবে না। একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এইক্ষণে দেখিতে হইবে মনুষ্যজাতির মধ্যে সেই সকল পশুভাবব্যঞ্জক প্রবৃত্তি গুলি কি কি কারণে উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে ও কাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে ঐ সকল প্রবৃত্তি গুলিকে দমন করা যাইতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই কয়েকটী বৃত্তির উদয় হইলেই জীবের আত্মা দুঃখভারে ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং এই সকল বৃত্তিই প্রকৃত পশুভাবব্যঞ্জক। অধিক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আশা করি এ কথাটী সভ্য সমাজকে বুঝাইতে হইবে না, যে হেতু সকলেই প্রতিনিয়ত নিজ নিজ অন্তঃকরণে এই সকল বৃত্তির উদয় প্রযুক্ত দুঃখ ভোগ প্রায় সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কাম (বিষয়াভিলাষ) নামক বৃত্তিটীই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিগণিত। কারণ সর্ব্বপ্রথমেই জীবের এই কাম নামক বৃত্তিটী উৎপন্ন হয়, পরে কোন কারণে সেই বৃত্তিটী নিজ বিষয় লাভে অসমর্থ হইয়া ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুঃখহেতু বৃত্তিনিচয়ের উৎপত্তির প্রতি হেতুভাব ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যকে প্রকৃত দুঃখাবিমিশ্র সুখের আস্বাদন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই কাম বৃত্তিটীর দমন করিতে হয়।

দুঃখের হেতুভূত এই কাম বৃত্তিটীর এক মাত্র উৎপাদক বাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধে একান্ত আসক্তি (অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে একান্ত ইষ্টতা জ্ঞান) বা প্রিয়তা বুদ্ধি।

তমোগুণ লেশ মিশ্রিত রজগুণ যাহাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আধিপত্য করিয়া থাকে, বাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ প্রিয়তা-জ্ঞান সেই সকল ব্যক্তির অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় জীবগণই কাম নামক বৃত্তির অত্যন্ত বশীভূত হয়। এবং শব্দাদি অভিলষিত পদার্থ নিবহের নিরন্তর আশায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও অবস্থা এবং অদৃষ্টানুসারে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অশান্তির বৃশ্চিক দংশনের বিষময়ী জ্বালায় এই জাতীয় মনুষ্যের হৃদয় সর্ব্বদা গাঢ় কালিমাঙ্কিত থাকে, শান্তি সুখ ইহাদের পক্ষে মরুভূমির নৈদাঘমরীচিকা?

তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে তামস প্রবৃত্তির সহচরী রাজসপ্রবৃত্তির পূর্ণ দমন করিতে না পারিলে জীবনে শান্তিলাভ একান্ত অসম্ভব। বিশুদ্ধ আহার, পবিত্র সংসর্গ, পারলৌকিক চিন্তা, অনিন্দিত আলাপ, নিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা ও মানসিক বেগদমন এই সকল ব্যাপারের সাহায্য ব্যতিরেকে সকল প্রকার বৃত্তি নিচয়ের দমন কিছুতেই হইতে পারে না। এবং এই রাজস বৃত্তি পূর্ণ রূপে দলিত না হইলে অনন্ত দুঃখপ্রদ অশান্তিময় অবস্থা হইতে মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তসত্ত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি বিশেষ প্রবিষ্ট, আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমিক অবস্থা প্রণালী যাঁহাদের মানসপথ সর্ব্বদা অঙ্কিত রহিয়াছে, পবিত্রসত্যের অবিসম্বাদি সম্মান রক্ষা করিয়া সভ্যতার প্রকাশ্য বাজারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলুন দেখি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে এই দুঃখদায়ক রাজস প্রবৃত্তির দমন কি হইতে পারে? কাম ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক দুর্জ্জয় শত্রুনিচয়কে দমন করিবার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা অদ্য পর্য্যন্ত জগতে কোন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে কি? যদি তাহা না হইল জীবনের প্রথম শ্বাস হইতে শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত যদি অশান্তির তীব্র যন্ত্রণা হইতে ক্ষণকালের জন্য উদ্ধার পাইবার কোন আশাই পাইলাম না, সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত তুচ্ছ সুখ লাভের জন্যই যদি জীবনের সমস্ত সময় দুঃসহ কার্য্য করিতে করিতেই অতিবাহিত

হইল, সামান্য পশুর ন্যায় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য বৃত্তির দাস হইয়া সমগ্র জীবন যদি হাহাকার করিয়াই কাটিয়া গেল, তবে বল দেখি এ বাহ্যচটকমাথা পাশ্চাত্য সভ্যতা লইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বাভিলাষী মানবের কি উপকার লাভ হইবে?! অনন্তযন্ত্রণাময় কার্য্যভার বহন করিতে করিতেই যদি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে হইল, নিস্বার্থপরোপকারিতা, নিরবচ্ছিন্নশমসুখানুভব, পরলোকের পবিত্র বিশ্বাস জন্য সুখময় উৎসাহ যদি এক দিনের জন্যও হৃদয়ে স্থান পাইল না! তবে বল দেখি পাশ্চাত্য সভ্যতায় চিরোপাসকগণ! তোমাদের এ সভ্যতায় এত প্রশংসাধ্বনি শান্তিপ্রয়াসী প্রকৃতসভ্যসন্তানগণের কর্ণে তীব্রজ্বালা কেন উৎপাদন না করিবে? তোমাদের ঐ সভ্যতার নামে কেন তাহাদের হৃদয়, কাঁপিয়া না উঠিবে!!!

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা (তর্কভূষণ)।

বিশ্বনাথ রামায়ণ। †

যে কোন কার্য্যই হউক প্রথমে তাহার উপক্রমণিকা না করিলে কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয় না। তাই আমার বক্তব্যবিষয়েও একটি উপক্রমণিকা করিতে হইতেছে! উপক্রমণিকাটি যদিও বিরক্তিকর তথাপি ভরসা করি পাঠকগণ তাহা সহ্য করিবেন। গান শুনিতে গেলেই যন্ত্রাদি মিল করার বিরক্তি সহ্য করিতে হয়।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের চোরপঞ্চাশিকা পর্য্যন্ত বহুকাব্যের প্রত্যেকেরই অনেক অর্থ আছে এ কথা পণ্ডিতগণ প্রায়ই জানেন। তাহার একটি অর্থ প্রকাশ্য এবং অপর গুলি রহস্য। আলঙ্কারিকগণ সেই প্রকাশ্য অর্থটিকে বাচ্যার্থ আর রহস্য বা গূঢ় অর্থগুলিকে ব্যঙ্গার্থ বলিয়া থাকেন। একটি উদাহরণ দেখাই

চত্বারি শৃঙ্গাত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যানাবিবেশ।

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫ম অধ্যায়ের ৫৮ সূক্তের ৩য় ঋক্।

এই ঋকের প্রকাশ্য অর্থ যে, একটা বড় ও দিব্য ষাঁড় মনুষ্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছে, ইহার চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পা, দুইটী মস্তক আর পরিমাণ সাত হাত।

সায়নাচার্য্য নিজ কৃত ভাষ্যে বলিয়াছেন যে "এই ঋকের পাঁচটী অর্থ আছে। তাহার একটি অগ্নিপক্ষে, একটি সূর্য্যপক্ষে একটি অপ্পক্ষে একটি গোপক্ষে একটি ঘৃতপক্ষে। এতদ্ভিন্ন শাব্দিকগণ শব্দ ব্রহ্মপক্ষেও ইহার ব্যাখ্যা করেন। অন্যে অন্য প্রকারেও করেন"। সেই পাঁচটি অর্থ বলিতে হইলে প্রস্তাব দীর্ঘতর হয়, তাই একটি মাত্র অর্থ বলিতেছি। এই যে যজ্ঞাত্মক অগ্নি, চারিটি বেদ ইহার চারিটি শৃঙ্গ, ত্রিসবন তিনটি পা, ব্রহ্মৌদন ও প্রবর্গ্য দুইটি মস্তক, সাতটি ছন্দ সাত হস্ত, এই অগ্নি, বৃষভ অর্থাৎ কর্ম্মফলের বর্ষণকারী, এই বৃষভ, মন্ত্র, কল্প, ও ব্রাহ্মণ তিন প্রকারে বদ্ধ আছে এবং ঋক, যজু, সাম উকেথব শব্দে বারম্বার রব করিতেছে এই মহতী দেবতা যজমান রূপে মর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই ঋকের অন্য প্রকার অর্থও হয়। ধর্ম্মপক্ষেও ইহা লাগাইতে পারা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি ফল ধর্ম্মের শৃঙ্গ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ তিনটী পা। প্রবৃত্তি পথ ও নিবৃত্তি পথ এই দুইটি মস্তক, ছয়টি বসন্তাদি ঋতু ও সম্বৎসর এই সাতটি কাল হস্ত। ঋক যজুঃ সাম এই তিন বেদ দ্বারা ইহা তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছে পুরুষার্থ বর্ষণকর্ত্তা এই মহাদেব মর্ত্ত্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই রূপে এই ঋকের অর্থ নানাদিকে লইয়া যাওয়া যায়। তাই আচার্য্য দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন যে—

গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ।
দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গোত্বং প্রয়োক্তুঃ সৈব শংসতি॥

যে ভাষা সুন্দর রূপে প্রযুক্তা হয় বোদ্ধারা তাহাকে কামদুঘা ধেনু বলেন। কেন না কামদুঘা গোর ন্যায় সে ভাষাও ইচ্ছানুরূপ নানা অর্থ দোহন করে। আর যে ভাষা দুষ্টরূপে প্রযুক্তা হয় সে ভাষা প্রয়োগকর্ত্তার গোত্বই (মূর্খত্ব) প্রকাশ করিয়া দেয়।

বেদের ভাষা কামদুঘা ধেনু। যাহা চাহিবে দুহিলে তাহাই পাইবে। হায় আমরা সেই বেদকে দুহিতে জানি না বলিয়া আমরা আজ তাহাকে কৃষকের গান ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে বসিয়াছি। লোকে যে বলে "থোঁট আখুরে গোরাঘা" তা আমরাই। সমুদ্রের মধ্যে মুক্তা প্রবালাদি নানা রত্ন জন্মে একথা যে না জানে তাহার পক্ষে সমুদ্র ভয়ঙ্কর, আর যাহারা তাহার মধ্যে ডুবিয়া মুক্তা প্রবালাদি রত্ন তুলে তাহাদের পক্ষে রত্নাকর।

আর্য্য কবিগণ ও আর্য্য সহৃদয়গণ ঐ রূপে অন্ততঃ দুইটি অর্থেরও বোধক কাব্য নির্ম্মাণ করেন এবং পছন্দ করেন। ঐ দুইটি অর্থের মধ্যে প্রকাশ্য (বাচ্য) অর্থ অপেক্ষায় রহস্য (ব্যঙ্গ্য) অর্থ যদি অধিক চমৎকারক হয় তবে আর্য্যগণের মতে তাহা উত্তম কাব্য বলিয়া ধ্বনি নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রকাশতঃ কোন লৌকিক পদার্থের বর্ণনা দ্বারা অলৌকিক কোন পদার্থ সূচনা করিতে আর্য্য কবিগণের অলৌকিকী শক্তি ছিল বা আছে, সেই জন্য অন্যান্য দেশীয় কবিগণের অপেক্ষায় আর্য্য কবিগণ আমাদের মতে শ্রেষ্ঠ। নতুবা অন্যান্যদেশীয় কবিগণ লৌকিক পদার্থ বর্ণন বিষয়ে আর্য্য কবিগণের অপেক্ষায় কম সৌভাগ্যশালী নহে, সেক্ষপীয়রের লোকচরিত্র, বস্তু স্বরূপ সাংসারিক ঘটনা বৈচিত্র্যাদি বর্ণন অতি চমৎকার। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যে ঐরূপ দুই তিনটি ভাব প্রায়ই আইসে না। তাই আমাদের মতে তাঁহারা আর্য্য কবিগণের অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ ন্যূন।

হিন্দুদিগের ঐরূপ দ্বিভাব বোধক গাণ শুনিয়া মহম্মদীয়ান বাদসাহগণও চমৎকৃত হইতেন। তাই তাঁহারা দ্বিভাব বোধক রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গাণ (দূষ্য হইলেও) আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। দিল্লীদরবারস্থ হাফেজ কবি হিন্দু গাণের অনুকরণে

---

† স্বর্গগত ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রণীত বাল্মীকি রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অথবা বিশ্বনাথ প্রতিপাদক অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যঞ্জক রামায়ণ।

ঐরূপ দ্বিভাববোধক বহুগান বা কাব্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে গুলির একভাব লৌকিক প্রেম পক্ষে, আর এক ভাব ঐশ্বরিক প্রেম পক্ষে তাই হাফেজ কবি এত প্রশংসিত হইয়াছেন।

বেদের মন্ত্রের এক একটি লৌকিক অর্থ এবং এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, তাই মাঘ কবি বলিয়াছেন "গূঢ়ার্থমেষ নিধিমন্ত্রগণং বিভর্ত্তি" যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, তেমনি প্রত্যেক সূক্তের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক বেদেরও এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, সে অর্থ গুলি এতই গূঢ় যে বিনা উপদেশে বোধগম্যই হয় না। আবার তাহার উপদেশকও এক্ষণে পাওয়া যায় না। রহস্যার্থের কথা দূরে থাকুক, প্রকাশ্য অর্থের উপদেশকও পাওয়া দুষ্কর। সে যাহা হউক বেদের যেমন প্রকাশ্য ও রহস্য দ্বিবিধ অর্থ আছে, রামায়ণ মহাভারতাদিরও তেমনি প্রকাশ্য ও রহস্য দ্বিবিধ অর্থ আছে। তাহার প্রকাশ্য অর্থটি লৌকিক আচারাদির উপদেশদ্বারা প্রবৃত্তি পথপ্রদর্শক, আর রহস্য অর্থটি ব্রহ্ম প্রতিপাদনদ্বারা নিবৃত্তিপথ প্রদর্শক। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে কবিগুরু নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ॥

এই শ্লোক দ্বারা গৃহস্থের উপযোগী ফল বলিয়াছেন, আর

আদিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং গতিম্॥

এই শ্লোকদ্বারা মুমুক্ষুর উপযোগী ফল বলিয়াছেন।

বাল্মীকি মুনি স্নানার্থ তমসা নদীতীরে গিয়া যখন ব্যাধবিদ্ধ ক্রৌঞ্চপক্ষীর কষ্ট দেখিয়া শোক করেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাস্ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই কবিতাটি নির্গত হইয়াছিল।

এই কবিতাটির বাচ্য অর্থ এই যে, হে ব্যাধ! তুমি অনন্ত বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না, যে হেতু ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীর মধ্যে কামবিহ্বল ক্রৌঞ্চটিকে তুমি মারিলে, মুনিচূড়ামণি ক্রৌঞ্চীর কষ্ট দর্শনে ব্যাধকে ঐরূপ শাপ দিয়াই আবার তজ্জন্যও শোক করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন ক্রৌঞ্চ তো মরিলই, আবার ব্যাধকেও কেন চিরকালের জন্য কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিলাম, এই ভাবিতে ভাবিতে মুনির মনে সত্ত্বগুণের উদয় হইল, সেই সত্ত্বগুণেরই নাম বিশ্বনাথ রামায়ণে নারদ বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণ শুভ্র নারদও শুভ্র। সত্ত্বগুণ কামক্রোধাদিরহিত, নারদও কামক্রোধাদিশূন্য, সেই নারদনামক সত্ত্বগুণের উপদেশানুসারেই বাল্মীকি কবি ঐ কবিতার অর্থ নিষাদের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা হইতে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া ভগবৎপক্ষেই লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন তাই তিনি বলিলেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো যে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

সমসংখ্যক অক্ষরদ্বারা গ্রথিত, চারিপাদে বদ্ধ এবং বীণার লয়ের সহিত গানযোগ্য আমার এই বিলাপ, যাহা আমি শোকার্ত্ত হওয়াতে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা শ্লোক হউক, অর্থাৎ পরমেশ্বরের যশো গানরূপে পরিণত হউক, তদ্ভিন্ন উহা যেন অন্যথা, অর্থাৎ নিষাদের অনিষ্টজনক না হয়। মহা কবির উক্ত ইচ্ছা ব্রহ্মার, অর্থাৎ জীব সমষ্টির আশীর্ব্বাদে সফল হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সেই বিলাপ বাক্যের অর্থ ভগবদ্গুণ পক্ষেও লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাই কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্যে বলিয়াছেন

"নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ"

ব্যাধবিদ্ধ পক্ষী দর্শনে যে মহাকবির শোক উত্থিত হইয়া—শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছিল।

রামায়ণের "পাদবদ্ধোঽক্ষরসমঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি আর কালিদাসের কবিতাটি সমানার্থক। এই দুটি কবিতারও দুটি অর্থ আছে, একটি প্রকাশ্য ও অপরটি গূঢ়। তন্মধ্যে প্রকাশ্য অর্থ এই যে, মুনির শোক প্রকাশক বাক্যটি শ্লোক নামক ছন্দো বিশেষ রূপে পরিণত হউক বা হইয়াছিল। আর গূঢ় অর্থ এই যে, তমোগুণাত্মক মুনির শোক পরমেশ্বরের যশোবর্ণন রূপে সাত্ত্বিকভাবে পরিণত হউক বা হইয়াছিল।

পদ্যে যশসি চ শ্লোকঃ ইত্যমরঃ॥

কালিদাসাদি মহা কবিগণও যে "মা নিষাদ" কবিতাটির এত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা কি উহার প্রকাশ্য অর্থে চমৎকৃত হইয়া? কখনই নহে। উহার গূঢ় অর্থে মুগ্ধ হইয়াই তত দূর প্রশংসা করিয়াছেন এবং সেই গূঢ় অর্থ থাকাতেই উহা আদিকাব্য রামায়ণের বীজ রূপে রামায়ণেই উক্ত হইয়াছে।

যখন ছেলেদিগকে শ্লোক শিখান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে, সর্ব্বাগ্রে "মা নিষাদ" শ্লোকটিই শিখান হইত, তাহারও কারণ এই যে, উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ অতীব চমৎকার এবং নানাবিধ।

তন্মধ্যে বিশ্বনাথ রামায়ণোক্ত অর্থ এই যে, হে মা নিষাদ! লক্ষ্মীর আশ্রয়! অর্থাৎ রামরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণু! তুমি অনন্ত বৎসর পর্য্যন্ত, লোকের চিত্তে দৃঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিবে, কেন না মন্দোদরীও রাবণ নামক কুটিল স্ত্রীপুরুষ দ্বয়ের মধ্যে কামমোহিত অর্থাৎ পরদারকামুক একটিকে অর্থাৎ রাবণকে বধ করিলে এই এক অর্থ।

দ্বিতীয় তাৎপর্য্যার্থ। হে মানিষাদ! যে বিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে সেই বিদ্যাশক্তির আশ্রয়! তুমি অনন্ত বৎসর পর্য্যন্ত যোগীদিগের চিত্তে দৃঢ়তর রূপে অবস্থান করিতেছ, কেন না আমার অন্তঃকরণ বৃত্তি ও কাম এই দুইটি কুটিলতাকারক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আমার কামমোহাত্মক শোকটিকে একেবারে বিনষ্ট করিলে।

এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ গুলিই অত্যন্ত চমৎকারজনক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে কাব্যের বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিক চমৎকারক হয় তাহাই উত্তম কাব্য। এক্ষণে দেখুন মা নিষাদ কবিতার বাচ্যার্থ কেবল অভিশাপ প্রদান, আর তাহার ব্যঙ্গ্যার্থ দুইটি ক্রমে ক্রমে কত দূর উন্নতি পথে ধাবিত হইয়াছে। প্রথম সোপানে সাকার পরমেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বর্ণনে এবং দ্বিতীয় সোপানে একেবারে নিরাকার ব্রহ্মের মহিমায় উঠিয়াছে। রামায়ণ কাব্য গ্রন্থনের মূলসূত্র "মা নিষাদ" কবিতাটির যেমন সাকার ঈশ্বর পক্ষে একটি অর্থ এবং নিরাকার ব্রহ্ম

পক্ষে আর একটি অর্থ আছে, সমুদয় রামায়ণ সন্দর্ভেরও তেমনি দুই পক্ষে দুটি অর্থ আছে, তন্মধ্যে যে প্রকার অধিকারী যে অর্থ বুঝিতে পারে, সে প্রকার অধিকারী সেই অর্থ ধরিয়াই সৎপথে গমনোন্মুখ হউক, ইহাই রামায়ণাদি কাব্য নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য।

বিশ্বনাথ রামায়ণ হইতে আর একটি তাৎপর্য্যার্থ উদ্ধৃত হইতেছে। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়া পরাজিত হইলে ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এ প্রস্তাব বোধ হয় সকলেই জানেন সেই জন্য প্রস্তাবটি সবিশেষ লিখিলাম না। তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—

বিশ্বামিত্র শব্দে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদ বুঝিতে হইবে, আর বশিষ্ঠ শব্দে তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ উপনিষদ্ ভাগ বুঝিতে হইবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ও উপনিষদ্‌ভাগে বিরোধ আছে। কেন না কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশক আর উপনিষদ্ গুলি নিবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ, তাই বিশ্বামিত্রে আর বশিষ্ঠে বিবাদ। সেই কর্ম্মকাণ্ড গুলি ক্রমে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগোক্ত ফলাভিসন্ধি শূন্যতা প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, তাহাতেই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইল, তখন বশিষ্ঠের সহিত অর্থাৎ উপনিষদের সহিত তাহার সামঞ্জস্যও হইল। এইরূপে তাৎপর্য্যার্থ গুলি অতি চমৎকার ও অতি মনোরম হইয়াছে। আবার তাৎপর্য্যার্থ গুলির দৃঢ়তা সাধনার্থ শব্দগুলির যে যোগার্থ করা হইয়াছে তাহাও অতি সুন্দর। পাঠকগণের দর্শনার্থ দুই তিনটি বলিতেছি।

দশরথঃ। দশ ইন্দ্রিয়ানি রথাঃ গমনসাধনানি যস্য স দশরথঃ মনঃ।

লোমপাদঃ। লোমানি শ্মশ্রুপ্রভৃতীনি পদ্যতে প্রাপ্নোতীতি লোমপাদঃ কৈশোরান্তো দেহঃ।

বিভাণ্ডকঃ। বিগতং ভাণ্ডং প্রয়োজনং যস্মাৎ স বিভাণ্ডকঃ নিরপেক্ষতাভাবঃ। ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় একজন যথার্থ কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, আবার তাঁহার যেমন কবিত্ব বিচারের শক্তি ছিল, তেমনি কবিতানির্ম্মাণেরও অসাধারণী শক্তি ছিল, তিনি ঐ গ্রন্থের প্রথমে যে কএকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাব ও শব্দবিন্যাস দুই মনোরম।

বিশ্বনাথ রামায়ণের অনুবাদাংশও অবিকল এবং বিশদ হইয়াছে রামায়ণের ঐরূপ অনুবাদ প্রায়ই দেখা যায় না।

রামায়ণের তাৎর্য্যার্থ যদিও অনেক প্রকার হইতে পারে, একপ্রকার তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের পক্ষেও দুষ্কর। যিনি অন্ততঃ একটি তাৎপর্য্যার্থও সর্ব্বত্র সঙ্গত রূপে বাহির করিতে পারেন, তিনিই আমাদের মতে সহৃদয় শিরোমণি ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র। তর্কভূষণ মহাশয় সমস্ত রামায়ণ সন্দর্ভের যে ঐরূপ তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন তাঁহার প্রকাশিত বালকাণ্ডের তাৎপর্য্যার্থ দেখিয়া আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সমস্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে সময় পান নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উক্ত রামায়ণ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই মহাশয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে জানাইলেই উহা অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, অতএব যাঁহার ঐ তাৎপর্য্যার্থ দেখিতে ইচ্ছা হয় তিনি ঐরূপে পুস্তক খানি আনাইয়া কৌতূহল পূর্ণ করুন এবং গ্রন্থকারের সহৃদয়তা দেখুন ইতি—

শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণিঃ
রাজারামপুর। দিনাজপুর।

শ্যামাপূজা।

কোন একটী বিষয় নিয়া তর্ক উপস্থিত হইলে মধ্যস্থ ব্যতীত তাহার মীমাংসা দুষ্কর। মধ্যস্থ উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া যে পক্ষের যুক্তি প্রমাণ ভ্রমমূলক মনে করেন, সেই পক্ষেরই তর্কে পরাজয় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান সময় অতীত ৺শ্যামাপূজা নিয়া নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই বিচারে এক পক্ষ যাঁহারা ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন, অপর পক্ষ যাঁহারা ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার ঐ পূজা শাস্ত্রসম্মত বলেন। আমাদের নিকট বঙ্গবাসীর পাঠকবর্গই মধ্যস্থ রূপে মাননীয়। এইক্ষণ পাঠকবর্গকে দেখাইব, শিবচন্দ্র শর্ম্মা ভ্রমে পতিত হইয়া ২৯শে তারিখের বঙ্গবাসীতে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন "১৫ই কার্ত্তিক তারিখে বঙ্গবাসীতে ঐরূপ ব্যবস্থা বাহির হইয়াছে বলিয়া বঙ্গবাসীর অনুরাগী অনেক হিন্দু ১৬ই তারিখে পূজা করিয়াছেন।" আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বঙ্গবাসী ঐরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া সাধারনের উপকারই করিয়াছেন; যেহেতু শাস্ত্রালোচনায় দেখিতে পাই পরদিন অর্থাৎ ১৬ ই তারিখে পূজা করাই শাস্ত্রানুমোদিত। শিবচন্দ্র শর্ম্মা যে প্রমাণবলে শ্যামাপূজা পূর্ব্ব দিন কর্ত্তব্য বলিতে চাহেন, আমাদের বক্ষ্যমান প্রমাণদ্বারা তাহা খণ্ডিত হইবে; সুতরাং বলিতে পারি শিবচন্দ্র শর্ম্মা ভ্রমবশতঃই বলিয়াছেন, বঙ্গবাসী সাধারণের হিত করিতে গিয়া দায়ী হইয়াছেন।

পরে বলিয়াছেন ৺ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতি ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণের বাক্যাপেক্ষা শিববাক্য প্রমাণ, অতএব এ বিষয়ে শিববাক্যই প্রমাণরূপে অনুসন্ধেয়। একথার রহস্য কত দূর তাহা শিক্ষিত পাঠক বিবেচনা করুন। শিববাক্য প্রমাণরূপে সন্নিবেশিত করিয়াই ঐ ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছে, স্বকীয় বাক্য কোন স্থলে প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত নাই; এই স্থলে শিবচন্দ্রের ভ্রম ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, দেখা যাক্ প্রস্তাবিত বিষয়ে শিবচন্দ্র কি বলিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ বচনদ্বারা চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার নিশার্দ্ধে দীপান্বিতা পূজা বিধেয় বলিয়া নির্ণয় করেন। ভগবানের বাক্য বিধি বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি বুঝিতে হইবে বিধি চতুর্ব্বিধ—সামান্য বিধি, বিশেষ বিধি, নিয়োগ বিধি ও নিষেধ বিধি। শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধি সঙ্কোচিত হয়, যথা "মা হিংস্যা সর্ব্বভূতেষু" এই হইল সামান্য বিধি, আবার "তস্মাজ্জজ্ঞে বধো-

হবধঃ” এই বিশেষ বিধিদ্বারা আমরা দেবার্চ্চনায় বলিদান দিয়া থাকি। নিয়োগ বিধি যথা “অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত” এই নিয়োগ বিধিকে নিষেধ বিধিদ্বারা সঙ্কোচিত করিয়া দ্বাদশী প্রভৃতি তিথিতে সন্ধ্যা বাদ করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য যে ভূতযুক্ত অমাবস্যায় নিশার্দ্ধে পূজার বিধান যে সকল বচন দ্বারা শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত বচনই নিয়োগ বিধি ও সামান্য বিধির জ্ঞাপক, বিশেষ বিধি এবং নিষেধ বিধিদ্বারা উহাকে সঙ্কোচিত করিতে হইবে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

“দ্বিজাতিনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দ্বিবিধা বিধিরুচ্যতে।
দিবা চ পাশবং কর্ম্ম রাত্রৌ কর্ম্ম চ কৌলিকং॥”
ন দিবা পূজয়েদ্বীরঃ পশূ রাত্রৌ ন পূজয়েৎ।
বিপরীতং মহেশানি অভিচারায় কল্পতে॥”

গুপ্তসাধনতন্ত্রে চ—শিব উবাচ—

“কালীতন্ত্রাদিতন্ত্রেষু পূজাজাগাদি পার্ব্বতি।
লিখিতঞ্চ ময়া পূর্ব্বং কিমন্যং শ্রোতুমিচ্ছসি॥”

দেব্যুবাচ—

“আচারঃ কীদৃশস্তত্র কো বা তত্র প্রপূজয়েৎ।
কথং বা কালিকা দেবী শ্মশানালয়বাসিনী॥
নিশা বা কীদৃশী নাথ কীদৃশ্যথ মহানিশা।
ভাবভেদে মহাদেব তদ্বদস্ব দয়ানিধে॥”

শিব উবাচ—

পূজায়াঃ পূর্ব্বদিবসে আদৌ ক্ষৌরাদিকঞ্চরেৎ।
হবিষ্যান্নং ভোজনঞ্চ অথবাপি নিরামিষং॥
অতঃ পরস্মিন্ দিবসে প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাধকঃ।
নিত্যং পূজা সমাপ্যাদৌ দেববৎ শুদ্ধমানসঃ॥
গুরুর্ব্বা গুরুপুত্রো বা গুরুপত্নী চ সুব্রতে।
আগমোক্তবিধানেন অধিকারী গুরুঃ স্বয়ং॥
গুরুপত্নী মহেশানি যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
বলিদানাদিকং সর্ব্বং তত্র হোমং বিবর্জ্জয়েৎ॥
নিশা তু পরমেশানি সূর্য্যে চাস্তমুপাগতে।
প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বে পরে চ যে॥
মহানিশা সমাখ্যাতা ততশ্চাপি মহানিশা।
অর্দ্ধরাত্রগতে দেবি পশুভাবে ন পূজয়েৎ॥
দশদণ্ডে তু যা পূজা তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
ষষ্ঠক্রোশে মহেশানি তৎসর্ব্বমমৃতোপমম্॥
সপ্তমক্রোশকে দেবি সর্ব্বং ক্ষীরোপমং ভবেৎ।
অষ্টমক্রোশকে দেবি দ্রব্যতুল্যং ন সংশয়ঃ॥
অতঃপরং মহেশানি বিষতুল্যং ন সংশয়ঃ।
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি পশুভাবে ময়োদিতম্॥
দিব্যবীরমতে দেবি অর্দ্ধরাত্রে প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় যদি পূজাপরো ভবেৎ॥

ইত্যাদি—

এবিষয় আরও বলিয়াছেন, যথা তন্ত্রান্তরে বীরাচারক্রমে—

দিবা ন পূজয়েৎ দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ।
সর্ব্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবারাত্রবিবর্জ্জিতঃ॥

প্রদর্শিত প্রমাণ সমূহের মধ্যে ২টী বচনে পাঠকের আশঙ্কা হইতে পারে। একটী বচনে পশুকে রাত্রপূজা নিষেধ করা হইয়াছে, অপর বচনে বীরকে দিবারাত্র উভয় সময় পূজা নিষেধ করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতে বলিয়াছেন। ভরসা করি ভূতভাবন ভবানীপতি জগদম্বার প্রশ্নের যে উত্তর করিয়াছেন তাহা দেখিলেই সংশয় বিদূরীত হইবে, যথা—দেব্যুবাচ

“কা দিবা কথিতা নাথ কা বা রাত্রিরুদাহৃতা।
সর্ব্বদা কা সমাখ্যাতা তদ্বদস্ব দয়ানিধে॥”

শিব উবাচ—

দিবা চার্দ্ধপ্রহরিকা আদ্যন্তে পরমেশ্বরি।
* * * রাত্রিরুক্তা তদন্তিকা॥
ততস্তু দশনাড্যশ্চ সা নিশা চ মহানিশা।
সর্ব্বদা সা সমাখ্যাতা দিব্যবীরপ্রপূজনী।

তথাচ মহালক্ষ্মীতন্ত্রে—

বেদৈঃ রসৈঃ সমাযুক্তং দিবা প্রোক্তা মহেশ্বরি।

ইত্যাদি—

শিব শিবার এই প্রশ্নোত্তরদ্বারা নির্ণীত হইল, যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড ও সূর্য্যাস্তের পর চারি দণ্ড দিবা নামে অভিহিত, তৎ সময়ের পূর্ব্বাপর ছয় দণ্ডের নাম রাত্র। পরন্তু মহালক্ষ্মীতন্ত্রের বচন দ্বারা সূর্য্যাস্ত হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত দিবা সংজ্ঞা প্রমাণ করা হইয়াছে। নিরুত্তর তন্ত্রে বীরকে দিবাপূজা নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতেই দশ দণ্ডের মধ্যে পূজা নিষেধ করা হইয়াছে, এবং পশুকে রাত্র পূজা নিষেধ করিয়াছেন; তদ্দ্বারা দশ দণ্ডের সময় পূজা বিধি অভিহিত হইয়াছে। সে বচনদ্বারা দিবা রাত্র উভয় সময়ে বীরপূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বদা সময় পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে তদ্দ্বারা সূর্য্যের উদয় অস্তের পূর্ব্বাপর দশ দণ্ড বাদে মধ্যের দশ দণ্ড যাহাকে গুপ্ত সাধন তন্ত্রে অতি মহানিশা, তন্ত্রান্তরে মধ্যরাত্র মহানিশা নামে নির্দ্দেশ করেন, এই সময়ই বুঝাইয়াছে। পরন্তু

অমাবস্যামর্দ্ধরাত্রে দক্ষিণাং পূজয়েৎ পরাং।
বর্ষৈশ্চতুর্ভির্যৎ পুণ্যং বিধিবৎ পূজ্য চণ্ডিকাং॥
তৎ ফলং লভতে বীর অমাবস্যানিশার্দ্ধকে।
* * * * * * *
কার্ত্তিকস্যাপ্যমাবস্যা তস্যাং কালীপ্রপূজনং।
কুলবৃক্ষেষু যঃ কুর্য্যাৎ স গচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিং॥
অথবা পূজয়েৎ কালীং কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীং।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

ইত্যাদি শিব চন্দ্রোদিত বচনদ্বারা ও বীর পক্ষে অর্দ্ধরাত্রে পূজা বিধি উক্ত হইয়াছে। এতাবৎ বাক্যের ফল শিবচন্দ্র শর্ম্মা যে সকল বচন প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন আচার বিশেষ উল্লেখ নাই, যে স্থানে উল্লেখ আছে সেখানে বীরের নামই দেখিতে পাই। আমাদের উদ্ধৃত বচন সমূহে আচার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কৌলাচার মতে দিব্য বীর প্রভৃতিকে অর্দ্ধরাত্রে বা অতি মহানিশায় বা সর্ব্বদা সময়ে পূজা করিতে বলা হইয়াছে। পশ্বাচারিদিগের পক্ষেও রাত্র দশ দণ্ডে পূজার প্রশস্ত কাল নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামান্যবিধি ও নিয়োগ বিধি অপেক্ষা নিষেধ বিধি এবং

বিশেষ বিধির প্রধান্যতা শাস্ত্রকারেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। যেরূপ সাধারণের পক্ষে মহাষ্টমীর উপবাস বিধি উক্ত হইয়া বিশেষ বিধি দ্বারা পুত্রবান গৃহীকে উপবাস করিতে নিষেধ আছে, এস্থানেও ভূতভাবন ভবানীপতি সামান্যবিধি দ্বারা সাধারণকে অর্দ্ধরাত্রে পূজা করিতে বলিয়া পশুকে বিশেষ বিধি দ্বারা দশ দণ্ডে পূজা করিতে বলিয়া নিষেধ বিধি দ্বারা অর্দ্ধরাত্র অতি মহানিশায় পূজা নিষেধ করিয়াছেন। ১৫ই কার্ত্তিক রাত্রে দশ দণ্ডে অমাবস্যা ছিল না, ১৬ই কার্ত্তিক অমাবস্যা ঘটিক দশ দণ্ডই সম্ভব হইয়াছিল; সুতরাং ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার ৺ শ্যামাপূজা করাই পশুর পক্ষে কর্ত্তব্য। বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন, শিবচন্দ্র শর্ম্মা ভ্রমে পতিত হইয়াই সামান্য বিধিকে বিশেষ বিধি বলিয়া বিশেষ বিধিকে সামান্য বিধি বলিয়া অনর্থক চীৎকার করিয়াছেন। বিপক্ষ আশঙ্কা করিতে পারেন যে বিশেষ বিধি বলে পশ্বাচার মতে রাত্র দশ দণ্ডে পূজা প্রশস্ত হইলেও জন্ম নিমিত্তক ৺ শ্যামাপূজা সকল মতেই অর্দ্ধরাত্রে কর্ত্তব্য; যেহেতু তান্ত্রিক মীমাংসক বলিয়াছেন, যেরূপ বিষ্ণু পূজা রাত্রে নিষেধ থাকিলেও জন্মাষ্টমী পূজা রাত্রে করা হয়। এখানেও কৌলাচার অতিরিক্তের অর্দ্ধ রাত্রে পূজা গর্হিত হইলেও দীপান্বিতা পূজা অর্দ্ধ রাত্রে করিবার বাধা নাই। ভরসা করি সহজেই এ আশঙ্কা পাঠকবর্গের ভ্রমমূলক বলিয়া অনুমিত হইবে। জন্মাষ্টমীর সহিত দীপান্বিতা অমাবস্যার দৃষ্টান্ত কোন মতেই সম্ভব হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে বসুদেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাহাতেই বাসুদেব নামে বিখ্যাত; তিনি একটী অবতার বিশেষ, এ বিষয়ে বহুল শাস্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহামায়া আদ্যা কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। পাঠক বিবেচনা করুন—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্ব্বিধ জন্ম, মায়ের ইহার কোন জন্ম সম্ভব হইতে পারে? যিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে কীট পতঙ্গ, অধিক কি চেতন অচেতন সমস্ত জগতের জনয়িত্রী, যিনি ব্রহ্মাণ্ড উদরে ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডোদরী নামে পরিচিতা তাঁহার আবার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জন্মাষ্টমীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত করা অজ্ঞতা সুলভ বিড়ম্বনা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? এ বিষয়ে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, তাহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে,

যথা নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রমাণপটলে—

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা [illegible] জগৎ।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে।
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা ক্বচিৎ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্।

সমুদ্র মথন সময়ে ইন্দ্রের সহিত মহাদেব ও অসুরবর্গ বিপাকে পড়িয়া জগদম্বার পূজা করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্তে আমাদের আদি পুরুষ ভগবান্ মনু পৃথিবীতে পূজা করেন (এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ শোভাবাজার রাজবাটীর ব্যবস্থাতেই প্রকটিত হইয়াছে, তাই পৃথক্ লিখিলাম না)। যে সময় ভগবান্ মনুর পূজা গ্রহণ করিতে মহামায়া যোগিনী সঙ্গে মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলেন, যদি সেই সময় ধরিয়া জন্মাষ্টমীর সঙ্গে ভ্রমমূলক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তাহাতেও ১৫ই কার্ত্তিক পূজা সম্ভাবিত হয় না; কারণ জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থায় নক্ষত্রেরই প্রধান্যতা যথা—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—

"সপ্তমীসহিতাষ্টম্যাং ভূত্বা রিক্ষং দ্বিজোত্তম।
প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়েঽহ্নি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ভবেদ্‌যদি॥
তদাষ্টম্যামিকং জ্ঞেয়ং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃ পুরা।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে পূর্ণ তিথি পর দিনে অল্প থাকিয়াও যদি রোহিনী নক্ষত্র যুক্ত হয় এরূপ স্থলে পর দিবসেই জন্মাষ্টমী ব্যবস্থা ব্যাসাদি সম্মত। প্রস্তাবিত বিষয়েও বুঝিতে হইবে মহামায়া দক্ষিণা মনু পূজোপলক্ষে মর্ত্ত্যে আগমন করেন, তখন স্বাতি নক্ষত্র, এবার ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার স্বাতি নক্ষত্র ছিল, পূর্ব্ব দিনে ছিল না, সুতরাং কৃষ্ণের জন্ম নক্ষত্র যে দিনেতে থাকে সেই দিনই জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থার ন্যায় দীপান্বিতা শ্যামাপূজাও পর দিন রবিবারে সর্ব্ববাদি সম্মত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয় বিশ্বতন্ত্রে যথা—

কুহুঃ কার্ত্তিকমাসীয়া স্বাতিনক্ষত্রসংযুতা।
নিশীথব্যাপিনী যা তু কালিকা কলিদর্পহা॥
তস্যাং পৃথ্যাং সমায়াতা অতস্তামত্র পূজয়েৎ।
মৎস্যমাংসাদিভির্বীরশ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে॥

শিবচন্দ্র শর্ম্মা প্রথমত বলিয়াছেন, এ বিষয়ে শিব শিবার বাক্যই প্রমাণ রূপে গ্রহণীয়। তান্ত্রিক মীমাংসক গোস্বামি কুলোদ্ভব একটী সামান্য ব্যক্তি, তাঁহার বাক্য আবার প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করা শিবচন্দ্রের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে পাঠক বিবেচনা করুন। বিপক্ষ বলিতে পারেন চতুর্দ্দশী শনিবার যুক্ত অমাবস্যাতে পূজাবিধি যখন উক্ত হইয়াছে, তখন সকল আচারীর পক্ষেই ইহাকে বিশেষ বিধি বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এ আশঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ কৌলাচার পক্ষেই চতুর্দ্দশী শনিবার মঙ্গলবার প্রভৃতি আচারোক্ত ক্রিয়ায় প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা সময়াতন্ত্রে

"চতুর্দ্দশ্যাং ভৌমবারে তথা শনিশ্চরদিনে।
বিনা মৎস্যৈর্ব্বিনামাংসৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাং॥
নিরামিষার্চ্চনাৎ দেব্যা বীরোপি পশুতাং ব্রজেৎ।

ইত্যাদি বহুল শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, শনিবার চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথি কৌলাচারোক্ত ক্রিয়ায়ই প্রশস্ত। বলা বাহুল্য যে ১৫ই কার্ত্তিক শনিবারযুক্ত অর্দ্ধ নিশাব্যাপিনী অমাবস্যা সম্ভব হইয়াছিল, সুতরাং সেই দিন কৌলাচারিদিগেরই পূজা করা কর্ত্তব্য, পশ্বাচারির পক্ষে নহে। পাঠক যদি বলেন, আমরা যে ভাবে মায়ের অর্চ্চনা করি ইহাকেই কৌলিক পূজা বলিব একথা অতীব অসঙ্গত, কারণ প্রকৃত কৌল না হইলে কৌলাচারোক্ত পূজা করা যাইতে পারে না। কৌল জগতে অতীব দুষ্প্রাপ্য। শাস্ত্রে কৌলের বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যথা—নিরুত্তরতন্ত্রে—

"শুদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরঃ ন বীরো মদ্যপানতঃ।"

তথাচ কালিকুলার্ণবে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরং।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্ ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

তথাচ উড্ডীশে—

"শৃণু পুত্র! পরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বজ্ঞানান্তরস্থিতঃ।
বৈষ্ণবে গাণপত্যে বা শৈবে বা শাম্ভবে তথা॥
যোগিসন্ন্যাসধর্ম্মে বা কৌলধর্ম্মঃ প্রশংস্যতে।"

তথাচ কুলাগমে—শ্রীশিব উবাচ—

"কুলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে।
ন কৌলেন সমো ধর্ম্মঃ সত্যমেতৎ বদামি তে॥"

তথাচ কুলার্ণবে

কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।
কৌলজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে॥
ন তস্য পাপপুণ্যাদি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।
অশ্বমেধশতেনাপি ব্রহ্মহত্যাশতেন চ।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যন্তে তেষাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতং॥

নীলতন্ত্রে চ—

বহুভির্জ্জন্মভির্নানাতপোভির্ম্নিসত্তমাঃ।
মোক্ষং লভন্তে মরণাদ্জীবন্মুক্তাশ্চ কৌলিকাঃ॥
কৌলিকো হি গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌলিকঃ শিব এব সঃ।

বোধ হয় এ সকল শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানী সাধক না পাইলে কৌলাচারোক্ত শ্যামাপূজা সিদ্ধ হয় না। আমরা যে ভাবে মহামায়া দক্ষিণার অর্চ্চনা করি, তাহা পশ্বাচার সম্মত। কৌলাচার দিব্যাচার ও বীরাচারোক্ত পূজা করিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের আবশ্যকতা, যে হেতু ঐ সকল আচারে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে—

"মধুমাংসং বিনা যস্তু কুলপূজাং সমাচরেৎ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতিস্তস্য নশ্যতি॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মকারপঞ্চকৈর্যজেৎ।"

তথাচ বৃহন্নীলতন্ত্রে—

"পঞ্চতত্ত্ববিহীনানাং নিন্দনং পরমেশ্বরি।
তন্মধ্যে কালিকাতারাসাধকানাং কুলেশ্বরি॥
মদ্যং বিনা সাধনঞ্চ মহাহাস্যায় কল্পতে।"

পরন্তু আমরা অজ্ঞানী পশু, আমাদের প্রকৃত কৌলিক সাধক প্রাপ্ত হইলেও স্বীয় আশ্রমে ঐ আচারোক্ত পূজা করা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শাস্ত্র যথা—

"দিব্যভাবযুতানাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানং সদা ভবেৎ।
বীরভাবযুতানাং বৈ তত্ত্বং সেব্যং সদাহনঘে।
ন পশোরালয়ে কুর্য্যান্ন পশোর্জ্জনিগোচরে।"

যদি অজ্ঞানী সাধকদ্বারা (যাহাকে শাস্ত্রে পশু বলিয়া উল্লেখ করেন) কৌলাচারোক্ত পূজা করাইতে ইচ্ছা করা যায়, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মদ্যাদি ব্যতীত কৌলাচারোক্ত পূজা হয় না। পশু সেই সকল তত্ত্বদ্বারা পূজা করিলে অবশ্য নীরয়গামী হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে শাস্ত্র, যথা—

আগমকল্পদ্রুমে—

"ব্রাহ্মণো মদিরাং দদ্যাৎ যথাবিবিধিবিধানতঃ।
বিশেষবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যশ্চরেৎ স তু পাতকী॥
যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব মুক্তিসাধনম্।
তস্মাৎ সাবহিতো বিপ্রঃ কুলধর্ম্মং সমাচরেৎ॥"

তথাচ রুদ্রযামলে—

"বেদত্যাগাৎ মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবনাৎ।
তৎক্ষণং জায়তে বিপ্রশ্চাণ্ডালাদপি গর্হিতঃ॥"

এতাবৎ বাক্যপ্রমাণদ্বারা প্রমিত হইল যে, ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার কৌলাচার বা দিব্যাচার বা বীরাচার মতে ৺শ্যামাপূজা করা বিধেয়, কিন্তু পশ্বাচার মতে তৎপর দিন ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার পূজা করাই শাস্ত্রানুমোদিত, অতএব আমরা যে উপকরণে যে সাধকদ্বারা মহামায়ার অর্চ্চনা করি, তাহা পর দিনে অর্থাৎ ১৬ই কার্ত্তিক রবিবারে করাই বিধেয়, তবে যাহারা অজ্ঞানী হইয়া আলখেল্লা ধারণ পূর্ব্বক ভালে সীন্দুর লেপন করিয়া জ্ঞানী বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে চাহেন, এবং এই সকল ধূর্ত্তকে যাঁহারা জ্ঞানী সাধক মনে করেন, তাঁহারা কৌলাচারোক্ত পূজা মনে করিয়া পূর্ব্বদিনে পূজা করিতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সকলেরই পরদিনে পূজা করা নিশ্চিত মত। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। *

পতির প্রতি পত্নীর ব্যবহার।

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥

যে স্ত্রী ব্যভিচারদোষের দ্বারায় পতিকে ক্লিষ্ট করে, সেই স্ত্রী ইহ লোকে নিন্দা প্রাপ্ত হয় এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ও নানাবিধ পাপ এবং কুষ্ঠাদিরোগের দ্বারা পীড়িত হয়।

ম, স, ৫। ১৬৪।

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

স্বামী বিদেশগামী হইলে যাবৎ পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী ক্রীড়া, দেহের মার্জ্জনাদি সংস্কার, বহুজনের মধ্যে যাইয়া উৎসব দর্শন, হাস্য, পরগৃহে গমন, এই সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিবে।

যা, সং ১। ৮৪।

---

* সকলেই জ্ঞাত আছেন, বিগত ১২৯৮ সনে ৺দীপান্বিতা পূজোপলক্ষে ব্যবস্থা-সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন নানা প্রকার ব্যবস্থা বাহির হইয়া গত বৎসরের কার্য্য একরূপ নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় বঙ্গবাসীতে এক ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার এক প্রতিবাদ প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু যথা সময়ে আমরা প্রবন্ধ না পাওয়ায় প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরের (১২৯৯ সালে) পঞ্জিকায় দেখিতে পাইলাম, ঠিক গত বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান সালেও পূজাসম্বন্ধে গোলযোগ হইয়াছে, তাই আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ আগে থাকিতেই প্রকাশিত করিলাম। আমরা আশা করি, এই প্রতিবাদ বিষয়ে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কি মত, তাহা তিনি অবশ্যই সকলকে জানাইবেন। বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই ইহার একটা বিশেষ মীমাংসা হইয়া থাকা আবশ্যক।

নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণং চরেৎ।
ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥

স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে এবং অন্য পুরুষের মুখ নিরীক্ষণ করিবে না, অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না ও অন্য পুরুষকে নিজের অঙ্গ দেখাইবে না।

স, নি, ৩৮। ১০৫।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে॥

স্ত্রীগণ পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রগণের সহিত নিজের বিচ্ছেদ কামনা করিবে না, যে স্ত্রী ইহাদের সহিত পৃথক্‌ভাবে অন্যত্র বাস করে, সেই স্ত্রী পিতৃকুল এবং স্বামিকুলকে নিন্দনীয় করে।

ম, সং ৫। ১৪৯।

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাশ্চ বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন কচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥

অবিবাহিতা কন্যাকে পিতা রক্ষা করিবেন, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা রক্ষা করিবেন এবং বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রগণ রক্ষা করিবেন, যে স্ত্রীর পুত্রাদি না থাকে, তাহাকে জ্ঞাতিগণ রক্ষা করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের কদাচ স্বাতন্ত্র্যভাব অবলম্বন বিধেয় নহে।

যা, সং ১। ৮৫।

স্ত্রীজাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ববন্ধুভিঃ।
জনকস্বামিপুত্রৈশ্চ গর্হিতান্যৈশ্চ নিশ্চিতম্॥

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অবলা, সুতরাং পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রাদি-স্ববন্ধুগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোক অন্যকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেই নিন্দা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্র, বৈ, পু ৪। ১৮।

স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে নিবসতির্যাত্রোৎসবে সঙ্গতি-
র্গোষ্ঠী পুরুষসন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।
সংসর্গঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্‌বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্যুর্ব্বার্দ্ধকমীর্ষিতং পরবশো নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ॥

স্বাধীনতা, পিতৃগৃহে সর্ব্বদা বাস, যাত্রা ও উৎসব কার্য্যে গমন, সভা, পুরুষসন্নিধানে অনিয়ম, বিদেশে বাস, অসতী স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ, পুনঃ পুনঃ আপন বৃত্তির উচ্ছেদ, পতির বার্দ্ধক্য, ঈর্ষা, এবং আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের অধীনে বাস, এই সকল রমণীগণের সতীত্বনাশের কারণ।

হি, উ।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্॥

মদিরাদি মাদকদ্রব্য পান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, স্থানে স্থানে ভ্রমণ, অসতর্কভাবে নিদ্রা এবং পরগৃহে বাস, এই ছয়টী নারীগণের দোষ জানিবে।

হি, উ।

বিধবা স্ত্রীর অবস্থা বর্ণন।

দুঃখার্ত্তো বন্ধুবিচ্ছেদে পুত্রাণাঞ্চ ততোঽধিকঃ।
সুদারুণঃ স্বামিনশ্চ দুঃখং নাতঃ পরং স্ত্রিয়াঃ॥

বন্ধুলোকের বিচ্ছেদ হইলে লোক দুঃখার্ত্ত হয়, এবং পুত্রের বিরহে মনুষ্যের বন্ধুবিচ্ছেদ অপেক্ষায় অধিক দুঃখ জন্মে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃবিরহে যাদৃশ সুদারুণ দুঃখ জন্মে, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কিছুতেই হয় না।

ব্র, বৈ, পু ৪। ১৭ ৮৮।

নান্নং ভুক্ত্বা জলে তৃষ্ণা সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা।
বিরহাগ্নৌ মনো দগ্ধং বহ্নৌ শুষ্কতৃণং যথা॥

বহ্নিতে যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি ভর্ত্তৃবিরহিণী সাধ্বী রমণীর চিত্ত বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। যেমন জলের তৃষ্ণা অন্ন ভোজনে নিবৃত্তি হয় না, তেমনি সাধ্বী স্ত্রীর রমণীয় বসন ভূষণাদির দ্বারা পরিতৃপ্তি হয় না।

ঐ—৯০।

নহি কান্তাৎ পরো বন্ধুর্নহি কান্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
নহি কান্তাৎ পরো দেবো নহি কান্তাৎ পরো গুরুঃ॥
নহি কান্তাৎ পরো ধর্ম্মো নহি কান্তাৎ পরং ধনম্।
নহি কান্তাৎ পরাঃ প্রাণা নহি কান্তাৎ পরঃ স্ত্রিয়াঃ॥

স্ত্রী লোকের কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ভর্ত্তার তুল্য অধিক প্রিয়পাত্র, কান্তের তুল্য পরম দেব, পতির তুল্য পরম গুরু, পতি হইতে পরম ধর্ম্ম, স্বামী অপেক্ষায় পরম ধন এবং পতির তুল্য পরম প্রাণ আর কিছুই নাই। (একমাত্র পতিই পতিব্রতার সর্ব্বস্ব, পতি ব্যতীত আর কোন রত্নাদিই সাধ্বীর আদরের বস্তু নহে)।

ব্র—বৈ—পু—৪। ১৭। ৯১। ৯২।

মরণং জীবনং তাসাং জীবনং মরণাধিকম্।
সদ্ভর্ত্তৃরহিতানাঞ্চ শোকেন হতচেতসাম্॥

যে রমণীগণের সাধু পতি বিরহিত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই শোকের দ্বারা আহতচিত্তে কাল যাপন করেন, এমন কি পতিব্রতাগণ ভর্ত্তৃবিরহিত হইয়া আপন মৃত্যুকেও জীবন বলিয়া জ্ঞান করেন এবং প্রাণধারণকে মরণাপেক্ষায় অশেষ ক্লেশদায়ক বিবেচনা করেন।

ঐ—৯৬।

শোকো নিমগ্নশ্চান্যেষাং কালে চ পানভোজনাৎ।
বিপরীতঃ কান্তশোকো বর্দ্ধতে ভক্ষণাদহো॥

কিছু কালাতিপাত হইলে ক্রমশঃ পান ভোজনের দ্বারা অন্যান্য শোক শান্তি পায়, কিন্তু পতির বিরহজনিত শোকে উহার বিপরীত, কেননা ঐ শোক ভোজনাদি সুখ-সম্ভোগ কালেই আর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

ঐ—৯৭।

জীবহীনো যথা দেহো ক্ষণাদশুচিতাং ব্রজেৎ।
ভর্ত্তৃহীনা তথা যোষিৎ সুস্নাতাপ্যশুচিঃ সদা॥

কা—খ—৪। ৪৯।

চৈতন্যরহিত দেহ যেমন ক্ষণকাল মধ্যেই অশুচি হয়, তেমনি ভর্ত্তৃহীনা রমণী সুন্দররূপে স্নান করিলেও যেন সর্ব্বদাই অশুচি থাকে।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি?

যে ভারতবর্ষকে লোকে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিত, যে ভারতবর্ষ স্বর্গ হইতেও গরীয়সী কীর্ত্তিভূমি, যে ভারতবর্ষ একমাত্র ধর্ম্ম-বলে সমস্ত অবনীমণ্ডলকে তিরস্কৃত করিয়াছিল, সেই ভারত আজ সমস্ত সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনবেশে কালাতিপাত করিতেছে। ভারতে আর সেই ধর্ম্ম বল নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, অতিথি-সৎকার নাই, সেই প্রগাঢ় জ্ঞান চর্চ্চা নাই, ভারত প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত, যেন মৃতপ্রায়। যে ভারত একদিন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও সর্ব্বোচ্চ করিয়াছিল, সেই ভারত আজ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলিলে কি বুঝিতে হয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষায় অনুতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশ সকল বিবিধ গুণে গুণান্বিত হইলে ও বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক এই দুইটী বিরুদ্ধ ভাব একমাত্র ভারত রাজ্য ব্যতীত আর কুত্রাপি একাধারে পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের এক দিকে যেমন প্রজ্জলিত ধর্ম্মবল, অপর দিকে তেমনি যুদ্ধ বিগ্রহাদি বৈষয়িক বল। এতাদৃশ বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমাবেশ এক ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই জনক প্রভৃতি রাজন্যগণকে "রাজর্ষি" রাজ্যাশ্রম মুনি" ইত্যাদি নামের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহারা একাধারেই ধর্ম্মবল ও বৈষয়িক বলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে ও এই দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। ভগবান্ পরশুরাম নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় শত সহস্র ক্ষেত্রিয় ধুরন্ধরকে সংহার করিয়াছিলেন, যাঁহাদের তেজঃ-প্রভাবে ধরামণ্ডল বিকম্পিত, যাহারা ইচ্ছা মাত্রেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোক বিজয় করিতে পারিতেন, যাঁহারা শত শত সেনানিচয়ের অধীশ্বর, যাঁহাদের তেজঃ-প্রতাপ প্রজ্জলৎ হুতাশনের ন্যায় ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্ত, তাদৃশ ক্ষত্রিয়চূড়ামণিগণকে একমাত্র পরশুরাম এক বিংশতি বার সংহার করিয়াছিলেন, ইঁহার বৈষয়িক বল, বৈষয়িক বুদ্ধি, বৈষয়িক কৌশল অতুলনীয় নয় কি? আর অন্য ভাবে দেখিলে ইঁহাকেই দেখিতে পাইবেন, ধীর, গম্ভীর, অতীব শান্তমূর্ত্তি, ব্রহ্মময় তেজের দ্বারা যেন সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতিত হইয়া রহিয়াছেন। সংসারের সহিত কোনই সংস্রব নাই, সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত। পদ্মপত্রস্থ সলিল যেমন পদ্ম পাতায় থাকিয়া ও নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, তেমনি এই মহাত্মা বিষয়ে থাকিয়া ও বিষয় হইতে সম্পূর্ণ আলাগ। এই মহাত্মা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষেত্রিয় করিয়া একুশ বারই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে মহর্ষি কশ্যপকে পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করেন। ক্ষেত্রিয় কুলকে বিনষ্ট করিয়া আমি পৃথিবী ভোগ করিব, এইরূপ ইচ্ছা মহাত্মা পরশুরামের কখনই ছিল না, তিনি অধ্যাত্ম জগতের লোক, সর্ব্বদা সেই জগতেই বিহার করিতেন। তবে অবশ্যই পিতৃ নিহন্তার সমুচিত দণ্ড বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তেজের বা ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতির কিছুমাত্র বিশ্বলন হইয়া ছিল না। আমরা ঋষিকুলাগ্রণী পরশুরামের যে প্রকার প্রকৃতি বর্ণন করিলাম এই প্রকার ভারত ভূমে শত শত মুনি ঋষি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্রাপি একাধারে আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উভয় বিধ উন্নতি দেখিতে পাইবে না। আমি স্বীকার করি অন্যান্য দেশে শত শত যোগী, শত শত সাধু মহাত্মা থাকিতে পারেন, কিন্তু উভয়বিধ ভাব একেতে কদাচ লক্ষিত হইবে না, বিষয়ের ভিতরে থাকিয়া ও যে বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অধ্যাত্ম জগতে অবস্থান করা, এইটী একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাইবে। কিন্তু আর ভারতের সেই সৌভাগ্য নাই। ভারতের ভাগ্যালোক দুরদৃষ্ট-বাত্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ভারত আজ নিরালোকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। হায়! ভারত বর্ষের কি এই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না? ভারত! একবার জাগ, জাগিয়া দেখ তোমার এই পাঁচ শত বৎসরের নিদ্রায় গৃহ শূন্য হইয়াছে। যাহারা তোমার প্রবল শত্রু, তাহারা তোমার পরম ধন হরণ করিয়া লইয়াছে; যাহা নিয়া তুমি সর্ব্বদা গর্ব্ব করিতে, আর সে ধন নাই, আর সে ধর্ম্ম-সম্পত্তি নাই, আজ ভারত শ্মশান ভূমিবৎ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জানি না ভারতের সে স্পৃহনীয়তা কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে? আজ ভারত নির্জীব, ভারতের আর হৃদয়ের সম্বল নাই।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে ভারত যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, এই স্রোত যদি আর কিছু কাল প্রবহমান হইয়া চলে, তবে আর ভারতের অস্তিত্ব থাকিবে না।

ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, ধর্ম্মই ভারতের অবলম্বন ভিত্তি, সুতরাং ধর্ম্ম বিহীন হইয়া ক্ষণকালও ভারত তিষ্ঠিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ের কল কারখানার উন্নতি, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ইটামারত বিলডীং বালাখানার উৎকর্ষ, ভাল ভাল রাস্তা ঘাটের নির্ম্মাণ, রেল গাড়ির বিস্তার, শিল্প কার্য্যের প্রাচুর্য্য, ইহারা কেহই ভারতের জীবন দিতে পারিবে না, ইহারা কেহই ভারতের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম—তাপ বিমোক্ষণ করিয়া ফেলিলে, অথবা জলের ধর্ম্ম—শৈত্য বাহির করিয়া নিলে উহাদিগকে অতি উৎকৃষ্ট কাচের পাত্রেই রাখ, স্বর্ণ পাত্রেই রাখ, উহাদিগকে যতই সাজাও, যতই বাহ্য পরিচ্ছদ দাওনা কেন, আর অগ্নি থাকিবে না, অঙ্গার হইয়া যাইবে, আর জল থাকিবে না, বরফ হইয়া যাইবে, কেননা, উহাদের যাহা প্রাণ, উহাদের যাহা অবলম্বন ভিত্তি, যাহা উহাদের অস্তিত্বের সহায়, সেই তাপ ও শৈত্যের অভাব হইয়াছে, সুতরাং উহারা কেবলমাত্র বাহ্য অবলম্বনে থাকিতে পারে না, তেমনি ধর্ম্ম প্রাণ ভারত ধর্ম্ম বিহীন হইয়া—প্রাণ হারাইয়া থাকিতে পারে না। যতই বাহ্য আড়ম্বর কর না কেন ধর্ম্ম পদার্থটী ভারতের অন্তরে অন্তরে প্রত্যেক অণুতে অণুতে অনুস্যূত না থাকিলে ভারতের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। তাই সমস্ত বাহ্য উন্নতির অপেক্ষায় ভারতের সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মোন্নতির প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য, একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই আমাদের সমস্ত রক্ষা হইতে পারে, আমরা অস্তিত্ববান্ হইতে পারি, পরে যতই বাহ্য সাজে সাজিনা কেন কিছুতেই আমাদিগকে

অধঃপতিত করিতে পারিবে না। একথা আর আমরা এখানে অধিক বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠকগণ আমাদের গুরুদেব পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যা পড়িলেই ধর্ম্ম না থাকিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না কেন, এ রহস্য অতি বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম যখন আমাদের অস্তিত্বের সহায়, ধর্ম্ম বিহীনে যখন আমাদের অধঃপতিত হইবার আশঙ্কা, এমন কি ধর্ম্ম না থাকিলে যখন সমাজবিপ্লবাদি সমস্ত প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা, তখন সর্ব্বাগ্রে সেই ধর্ম্মের সংস্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর্থিক চিন্তা, বৈষয়িক চিন্তা, সাংসারিক চিন্তা অপেক্ষায়ও আমাদের সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করা একান্ত বিধেয়, কেননা আমার যদি আমিত্ব রক্ষিত হয়, তবেই আমার সমস্ত বিষয়ের চিন্তার আবশ্যক হয়, যদি আমার অস্তিত্বই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, আমি যদি পশুরূপে পরিণত হইয়া যাই, তাহা হইলে আমার কোন চিন্তারই আর দরকার থাকে না, সুতরাং আমাদের ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষিত হয়, যাহাতে তাহার পরিপুষ্টি হইতে পারে, তাহাই প্রথমে করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই নিমিত্ত সেই ধর্ম্মভিত্তি সংস্থাপনের উদ্দেশে, ভারতবাসীর প্রত্যেকের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-বীজ রোপণ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত ভারতবাসীকে ধর্ম্মভাব শিক্ষা দিবার জন্য এই কলিকাতা মহানগরীতে ধর্ম্মমণ্ডলী নামে এক মহাসভা সংস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতবাসীকে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা, কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলী কেবলমাত্র ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, যাহাতে আমাদের সমাজের মলিনতা বিদূরিত হয়, সমাজ আবার নূতন কলেবর ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ রূপে শাস্ত্র অনুযায়ী আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি শিক্ষা করিতে পারে, ইহাই ধর্ম্ম-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। আজ কাল বিজাতীয় শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই দিন দিন শাস্ত্র-বিশ্বাস লুপ্ত হইতেছে, সমাজ শাস্ত্রের প্রকৃত গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা উন্মার্গগামী হইতেছেন, কেহ বা শাস্ত্রকে অসার পদার্থ বোধে উপেক্ষা করিতেছেন, ফল পক্ষে কেহই শাস্ত্রের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, আবার যাঁহাদের শাস্ত্রের উপরে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে, তাঁহাদেরও নানা প্রকার বিরুদ্ধ তর্ক বিতর্কাদি শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রের সম্বন্ধে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। যাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে শাস্ত্র বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকিতে পারে, এই প্রকারে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই ধর্ম্ম-মণ্ডলীর আবির্ভাব হইয়াছে। যে স্থানে শাস্ত্রীয় রহস্য বুঝানের নিমিত্ত যে প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, ধর্ম্মমণ্ডলী সেই স্থানে সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিবেন। আমরা স্থানাভাব বশতঃ ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি পাঠকগণকে জানাইতে পারিলাম না, কিন্তু সংক্ষেপে কএকটী মাত্র নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান। এদেশের সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন করিতে সমর্থ হন না, এবং তাঁহারা অনেক সময়ে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক, এই উভয়বিধ বিষয়ে স্বাধীন ভাবে উপদেশ ও আদেশ করিতে পারেন না। আজ কালিকার ভীষণ জীবনসংগ্রামে, অন্ন চিন্তায় ও অর্থের অভাবে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়াই তাঁহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও স্বাবলম্বন সকলেরই বিঘ্ন হইতেছে। তাঁহাদিগের আর্থিক আনুকূল্য করিতে পারিলেই তাঁহারা রীতিমত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও স্বাধীনভাবে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে ও ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হইতে পারিবেন।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম মণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানীতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু-ধর্ম্মের যে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করণের ব্যবস্থা। ইত্যাদি।

এখন আমরা ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য কতকটা বুঝিতে পারিলাম যাহাতে ধর্ম্মমণ্ডলী সুচারু রূপে আপন কার্য্য করিতে পাবেন, সে বিষয় আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসী, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলকারই প্রাণপণে চেষ্টা কর আবশ্যক, নতুবা এক জন, দুই জন বা দশ জনের যত্নে হই বার জিনিষ নহে, যদিও ধর্ম্মমণ্ডলী কলিকাতায় সংস্থাপিতা হইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক নগরী, প্রত্যেক গ্রামের সাহায্য ব্যতীত এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা একবার মোহ নিদ্রা পরিত্যাগ করুন, একবার আপন ঘরে আপন সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, আলস্য পরিত্যাগ করুন, যাহাতে পুনরায় আপন সম্পত্তি সেই ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন।

আর একটী নিবেদন এই,—আমরা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বেদব্যাস পত্রিকা খানি ধর্ম্মমণ্ডলীকে সমর্পণ করিলাম। এখন হইতে ধর্ম্মমণ্ডলী হইতেই যথা সাধ্য বেদব্যাসের অর্চ্চনা হইবে। বেদব্যাসই ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখ পত্র রূপে গৃহীত হইবেন, এবং ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাহা মন্তব্য, সে সমস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইবে এবং শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যাদি সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ক্রমে ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। অতএব বেদব্যাস যাহাতে দেশে বিদেশে পবিত্র, সনাতন সেই আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন, সেই বিষয়ে সমস্ত ভারতবাসীর তীব্র অধ্যবসায় থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বেদান্ত-সম্প্রদায়।

ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য মরীচি প্রভৃতি ঋষিদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরম্পরা সম্বন্ধে বেদের প্রবৃত্তিপথ প্রসারিত হইয়াছিল, উহাতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। আবার সনক সনন্দনাদিদ্বারা বেদোক্ত নিবৃত্তি পথ পরিস্কৃত হইয়া ভগবত্তত্ব বিকীর্ণ হইতে থাকে। নিবৃত্তি পথের পথিকগণ সিদ্ধকাম হইয়া জগতের উদ্ধার করেন, উহারাই বেদান্তকৃৎ ভগবানের বেদান্ত-সম্প্রদায়। যুগভেদে জ্ঞান-বিকাশের অন্তরায় উপস্থিত হইয়া মোহান্ধকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, মোক্ষপথ তিমির সমাচ্ছন্ন হইলেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তের প্রধান আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বথা ত্যাগধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। দূরদর্শিজনগণ একান্তমনে ব্রহ্মামৃত পান করিয়া, জগতে ব্রহ্ম রসের প্রস্রবণ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। জগৎ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এবম্প্রকারে বেদান্ত সম্প্রদায় সংস্কার পরিহার করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছেন।

প্রতিকল্পের আদিতে ভগবান্ ব্রহ্মাই তপোবলে জ্ঞানময় দেহে বেদ প্রকাশ করিয়া, তন্মানস-সম্ভূত প্রজাপতিগণদ্বারা বেদধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মা হইতে বেদান্ত সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব।

অতএব—

১। ব্রহ্মা। ২। বিষ্ণু। ৩। রুদ্র।	ইঁহারা সত্য যুগে বেদান্তাচার্য্য।
৪। বশিষ্ঠ। ৫। শক্তি। ৬। পরাশর।	ইঁহারা ত্রেতাযুগে বেদান্তাচার্য্য।
৭। ব্যাস। ৮। শুক।	দ্বাপর যুগের বেদান্তাচার্য্য।
৯। গৌড়পাদ। ১০। গোবিন্দ। ১১। শঙ্কর।	কলিযুগে বেদান্তাচার্য্য।

উল্লিখিত মোক্ষোপদেষ্টৃগণ বেদান্তাচার্য্য।

দারুণ গ্রীষ্মে জীবগণ তপ্ত, পৃথিবী যেন বায়ু বিহীন, সমস্ত স্তব্ধীভূত, ক্ষণকাল প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া, প্রখর তাপের কারণ উন্মূলিত করিয়া ফেলিল, জগৎ শান্তভাব ধারণ করিল, প্রকৃতির যে শক্তি যেখানে স্তৈমিত্য ধারণ করে, তখন সেই অভাব পরিপূরণ জন্য প্রকৃতির চেষ্টা জন্মে। শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইল সেই কণ্টক অপসারণ জন্য প্রকৃতির প্রয়াস জন্মে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। জগৎ যখন অধর্ম্ম ও অত্যাচারে সম্পূর্ণ হয়, তখন তাহার নিরাকরণ জন্য ভগবদবতারের প্রয়োজন হয়, সেই জন্য ভগবান্ "সম্ভবামি যুগে যুগে" এরূপ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়াছেন। তদানীন্তন দুরবস্থা অপনোদন জন্য ভগবানের উপযুক্ত অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকে, এজন্য কদাপি ভয়ানক নৃসিংহমূর্ত্তি, কখন সৌম্য বামনমূর্ত্তি। জগৎ যখন বৌদ্ধাধিকারে পরিপূর্ণ হইয়া নাস্তিক্যের প্রসার হইল। মোহান্ধকারে জগৎ সমাচ্ছন্ন। সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে ও অনুষ্ঠানে একান্ত সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা, ও ছলে * জগতে অশেষ বঞ্চনা উপস্থিত হইল, তখন সেই ধর্ম্মগ্লানি অপনয়ন জন্য, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান-সূর্য্যবিভা বিকাশার্থ ভগবান্ জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্কর, শঙ্করাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইলেন। রাত্রিঞ্চর যেমন দিবাকর দর্শনে, ধ্বান্তময় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, ক্রমে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দূরাদ্দূরে ধাবমান হয়, তেমন ভগবান্ শঙ্করাবতারে অধর্ম্মাচারনাস্তিকদল দলে দলে নাস্তিক্য পরিহার করিতে লাগিল। অথবা দূরে প্রস্থানপর হইল।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি। তিনি দুষ্টাচার বিনাশের জন্য মহীতলে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন। তিনি অষ্টম বর্ষে চারিবেদ, দ্বাদশবর্ষে, সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন, ষোল বৎসর বয়সে জগৎ বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্য সুমধুর ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

"দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাদুর্ভূতোমহীতলে।
সএব শঙ্করাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কঃ॥
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ।
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।"

তখন বৌদ্ধাধিকারের প্রাবল্য ছিল। ভারতের প্রায় অল্প স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথের চিদম্বর † নামক স্থান জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ভারতের নাস্তিক্যান্ধকার নিরস্ত করিয়াছিলেন। অধুনা বেদান্তশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মরসে রসিক হইয়া, ভারতে তাহার প্লাবন-বিস্তার করিয়াছিলেন এবং রসস্বরূপ অমৃত প্রদানের অভিলাষে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে শৃঙ্গগিরিতে, দ্বারিকায় ও বদরিকাশ্রমে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া, প্রধান চারি শিষ্যকে উহার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য
ইঁহার শিষ্য প্রধান—

১ স্বরূপাচার্য্য।	২ পদ্মপাদাচার্য্য।
৩ ত্রোটকাচার্য্য।	৪ পৃথ্বীধবাচার্য্য।
১ তীর্থ। ২ আশ্রম।	৩ বন। ৪ অরণ্য।
৫ গিরি ৬ পর্ব্বত ৭ সাগর	৮ সরস্বতী ৯ ভারতী ১০পুরী

"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশকীর্ত্তিতাঃ॥"

উপরোক্ত প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়ের শিষ্যগণ তীর্থাশ্রম প্রভৃতি দশ নাম সন্ন্যাসী নামে বিখ্যাত হইয়া পবিত্র পাণিতে ব্রহ্মা-

* "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ॥ ১২॥
৭ স্কন্ধ, ১৫ অ, ভাগবত।

† বর্ত্তমান আর্কট জেলায় অবস্থিত।

মৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন। উক্ত উপাধিগুলি সন্ন্যাসীর। ‡ অধুনা কলিপ্রভাবে অনেকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করিতে পারেন না। কেহ ধারণা শক্তির অভাবে ভক্তি-পথের পথিক হইয়াও উদ্ধার পাইয়াছেন। শচীনন্দন চৈতন্য-দেব ও কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, শেষে ভক্তিপথের পথ-প্রদর্শক হইয়া উঠেন। অনেকের ইন্দ্রিয় স্খলিত হইয়া পাতিত্য লাভ হইয়াছে। কেহ বা ঘোর বিষয়ের কিঙ্কর হইয়া, বিলাস-পরবশ হইয়াছেন। তারকেশ্বরের মাধবগিরি ও রঙ্গপুরের সুমেরু গিরিকে দেখিলে, সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। কলিকালে কতই হইবে!!!

পূর্ব্বোক্ত দশ নাম সন্ন্যাসিগণের প্রত্যেক নামের বিভিন্ন তাৎপর্য্য আছে, তাহা পরে লিখিত হইতেছে। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান বিস্তারের জন্য, বহুবিধ সুগম গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ অতি মধুর ভাষায় লিখিত। ৺কাশীধামে যেমন ব্যাসাসন চিরবিরাজিত। এক এক জন করিয়া ব্যাস উহাতে সমাসীন, তেমন দক্ষিণাপথের শৃঙ্গগিরিমঠে অদ্যাপি শঙ্করাসন বর্ত্তমান আছে, এবং উক্ত মঠের অধিনায়ক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন। শঙ্করজয়, শঙ্করদিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে উহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। যাহা হউক, বেদান্ত সম্প্রদায়দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত পরমহংসগণ বেদান্ত সম্প্রদায়গত। যুগমাহাত্ম্যে যদিও এখন বিষয়-বাসনা বলবতী। বৈরাগ্যলাভকারী অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। তথাপি তাঁহারাই প্রকৃত পূর্ণ মনুষ্য।

জগতে ত্যাগ-শিক্ষার শিক্ষক সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিমণ্ডলের অধিস্বামী ভগবান শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম রক্ষা ও অধর্ম্ম-প্রভাব অপসারণ জন্য অশেষ উপায় বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, যেমন দশনাম সন্ন্যাসীর দ্বারা বৈরাগ্য বিস্তারের সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন, তেমন সুললিত সরল ভাষায় বহুভাষ্য ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রচনা এতই সুমধুর যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তাহাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে তন্ত্রনামে প্রচারিত বহু আগম শাস্ত্রের বিস্তার। তন্ত্রে বহুবিধ সাধন প্রণালীর উপদেশ আছে এবং তান্ত্রিক ঔষধাবলী অনেক রোগেরই মহৌষধ। শ্যামারহস্যাদি গ্রন্থনিচয় শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। কিন্তু তত্তৎ গ্রন্থ প্রণেতা শঙ্কর কদাপি বেদান্তাচার্য্য ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য নহে, শঙ্করাচার্য্যের কোন শিষ্য তদীয় জীবন ব্যাপার বর্ণনা পূর্ণ কোন গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই। ধারাবাহিক শঙ্কর-সম্প্রদায় অদ্যাপি বর্ত্তমান। যদি শঙ্করাচার্য্য, শৈবশাস্ত্রে বা তন্ত্রশাস্ত্রে মুগ্ধ হইতেন, তবে বেদান্ত দর্শনে "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে আগম শাস্ত্রাদির তটস্থে ঈশ্বর-কারণবাদনিরসন করিয়া আবার তাহাতে মুগ্ধ হইবেন, ইহা অসম্ভব। যদি ঐ স্থলে তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিত, তবে তিনি তাহার উদ্ধার করিতেন, এবং তৎ সম্প্রদায় ভুক্ত শিষ্যগণ পরিবর্ত্তিত হইতেন তন্ত্রপথে বিচরণ করিতে অশক্ত বলিয়া কোন কোন শিষ্য বর্জ্জিত হইতেন না। পদ্মপাদাচার্য্য ভগবান শঙ্করের একজন প্রধান শিষ্য এবং বিষ্ণুর অবতার, এরূপ অন্যান্য কোন শিষ্যই বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক কিম্বদন্তীর প্রচারে লেশমাত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন না। নব্য বেদান্তকার কদাপি শঙ্কর পথ ভ্রষ্ট হন নাই। মাধবাচার্য্য, (বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর) ও বেদান্তসার-কারাদি ও বঙ্গদেশীয় কথাদিতে অজ্ঞ থাকিয়া শঙ্কর পথে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় তন্ত্রভক্তগণ বলিয়া থাকেন, শঙ্করাচার্য্য শক্তি মানিতেন না পরে ভ্রম বিদূরিত হইয়া শাক্ত হইয়াছিলেন। আমরা সনির্ব্বন্ধে বলিতেছি জ্ঞান গুরু শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে এরূপ বাক্-বিতণ্ডা সম্পূর্ণ অমূলক। অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই। যে রামানুজ সম্প্রদায় দ্বৈতবাদে নির্ভর করিয়া শাঙ্করভাষ্যের দোষ প্রদর্শনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই বলে শঙ্করভাষ্যের পূর্ণ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তাহারা তাহা করিয়াছেন কি? যাহা শত্রুগণ পর্য্যন্ত জানিয়াছিল না। তাহা জানিলেন বঙ্গ দেশের তন্ত্রভক্তগণ। ইহা অতি আশ্চর্য্য। বঙ্গদেশে কোনরূপে বেদবেদান্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত না হউক, ইহাই যাহাদের ইচ্ছা তাহারাই শঙ্করাচার্য্যের নামে এরূপ বর্ণনা করিতে প্রস্তুত। শ্যামারহস্যাদি কদাপি বেদান্তাচার্য্য জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্যের নহে। ইহা নিশ্চয়। উহা শঙ্করাচার্য্যের হইলে অধস্তন অপর কোন মঠস্বামী শঙ্করের হইতে পারে। অধুনা নামে নামে মিল হইলেই একটা সিদ্ধান্ত করার প্রথা প্রচলিত হইতেছে। তান্ত্রিক কিম্বদন্তী ও তাহাই। তা বলিয়া আমরা তন্ত্রকে অমান্য করিতেছি, তাহা নহে। আবার অনেকে "তন্ত্রশব্দ" শুনিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিতে উপনীত হন, ইহাও দিক্ দর্শনের ফল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ তিন প্রকার-সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও কারণ। এই তন্ত্র কি, আগমনামক তন্ত্র? মীমাংসাকে ও তন্ত্র বলে এবং মীমাংসার অনেক গ্রন্থ ও তন্ত্র নামে প্রচারিত, উহাও আগমনামক তন্ত্র নহে। আমরা দেখিতেছি নাম শুনিয়াই অনেকে একটা সিদ্ধান্তের প্রয়াস পান। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক পূর্ব্ব-মীমাংসা বহুস্থলে পূর্ব্বতন্ত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে, উহাও বোধ হয় আগমনামক তন্ত্র বলিয়া বঙ্গদেশে স্থির মীমাংসা হইবে। ধন্য বঙ্গদেশ! বোধ হয় এই সকল কারণেই তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে বঙ্গদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গৌড্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি।"

পূর্ব্ব লিখিত দশনাম সন্ন্যাসীর বিভিন্ন লক্ষণ লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি।—

১ তীর্থ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥

২ আশ্রম॥

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতে-বিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥

৩ বন॥

সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥

‡ বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় তীর্থোপাধি প্রচার করিতে-ছেন ইত্যাদি নূতন সৃষ্টি।

৪ অরণ্য ॥

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমানন্দলক্ষণং কিল ॥

৫ গিরি ॥

বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥

৬ পর্ব্বত ॥

বসেৎ পর্ব্বত-মূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যান-ধারণাৎ।
সারাৎ সারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

৭ সাগর ॥

বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

৮ সরস্বতী ॥

স্বরজ্ঞানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারোঽভিজ্ঞো যোহি সরস্বতী ॥

৯ ভারতী ॥

বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতা ॥

১০ পুরী ॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥

ইহাদের বঙ্গানুবাদ লেখা নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় সকলেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ভারত এখন বিষয় মুগ্ধ ইউরোপের অনুকরণে রত। সর্ব্বদা আত্মনাশে উদ্যুক্ত। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সুগুণগুলি ক্রমে ক্রমে বিলয় পাইতেছে এবং উহা অসভ্যতা মূলক বলিয়া কথিত হইতেছে। ধর্ম্ম নির্ণয়ে ভক্ত ধার্ম্মিকের কথা প্রায়ই গ্রাহ্য হয় না, যাহারা বেশভূষাপর সম্পন্ন, তাহারাই ধর্ম্ম নির্ণয়ে প্রলাপ বিস্তার করিয়া থাকেন। কাযেই

"যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তির্ন বিদ্যতে।
ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়সিদ্ধয়ে॥ স্কান্দে

বাক্যের আদর সঙ্কুচিত হইতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিতে প্রস্তুত।

বেদান্ত সম্প্রদায় যদি আবার প্রোজ্জ্বলিত হয়, তাহা হইলে এ দেশের ভূয়িষ্ঠ মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে। আজ কাল যেমন প্রায় প্রতিপদে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তেমন সন্ন্যাসে ও ঘটিয়াছে। কেহ দোষ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, কেহ জীবিকা নির্ব্বাহ বা অন্যবিধ সাধনজন্য কেহ বা অলৌকিক কৌশল প্রদর্শন জন্য সন্ন্যাস-বেশ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ভক্ত-সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গদেব ও ভক্তি পথে বৈরাগ্য ব্রত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপ্রদর্শিত সম্প্রদায়গত বৈরাগী গুলি বৈরাগ্য ধর্ম্ম হইতে এবং আশ্রম ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা বিচ্যুত হইয়া কেবল ভিক্ষা বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। ফল কথা উহাদের কোন ধর্ম্মই নাই। আশ্চর্য্য এই যে, উহারা ভিক্ষায় এখন তণ্ডুল চাহে না, অর্থ যাচ্ঞা করিয়া থাকে। এবম্ভূত বৈরাগ্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিবর্ণের সন্ন্যাসাধিকার নাই। ঘোর কলিকালে ধর্ম্মের দুর্দ্দিনে কুপ্রবৃত্তি-প্রবণ মানুষের স্বেচ্ছাচারে আর সাধুতার আশা নাই। ক্রমশঃ অনুষ্ঠাতার অভাব হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি-সরস্বতী।

সদাচারোপদেশ।

মহর্ষি মনু এক দিন সদাচারের সুফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "অনভ্যাসেন বেদানাং আচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু। ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥ আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥ সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ। শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥" যাহারা সম্যক্‌রূপে বেদ অভ্যাস করে না, যাহারা সদাচারবর্জ্জিত, যাহারা আলস্যপরতন্ত্র এবং যাহারা অখাদ্য-ভোজী, তাদৃশ ব্রাহ্মণগণকে মৃত্যু শীঘ্র শীঘ্র আক্রমণ করে। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সমস্ত সদাচার বিহিত হইয়াছে এবং যাহা স্বকীয় অধ্যয়নাদির অঙ্গ, তাদৃশ সাধুসেবিত আচারকে সর্ব্বদা আলস্যশূন্য হইয়া সেবা করিবে। সদাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, অভীপ্সিত সন্তান এবং প্রভূত ধন লাভ হইয়া থাকে এবং সদাচার অশুভ-সূচক অলক্ষণগুলিকে বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারসম্পন্ন, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে আস্থাবান্ এবং অসূয়াপরিশূন্য, তিনি শুভলক্ষণসম্পন্ন না হইলেও শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন।" অন্যান্য মহর্ষিগণও একবাক্যে বলিয়াছেন,—আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ॥ বেদ সমস্ত প্রকার পাপীকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, একমাত্র সদাচার বিহীন মানবের প্রতি বেদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাকে বেদও কদাপি পবিত্র করিতে পারেন না। হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য? যে আচার পরিত্যাগের দ্বারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা, সে আচারের অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের কিছুমাত্র যত্ন নাই, ইহা অপেক্ষায় আর মূর্খতা, আর অদূরদর্শিতা কি আছে? চতুর্দ্দিকেই শুনিতে পাই, "ভারত বড়ই সভ্য হইয়াছে, ক্রমেই উন্নতি-সোপানে অধিরোহন করিতেছে" হায়! কি আশ্চর্য্য, যাহারা আপন মৃত্যুকেও একবারমাত্র চিন্তা করে না, যাহারা আপন মৃত্যুর দ্বার উন্মোচন করিয়া অবলীলাক্রমে দুরাচারে রত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে, তাহারাও যদি উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইয়া থাকে, তবে সংসারে অবনতি যে কাহার ঘটিবে, তাহা আমরা অবগত নই।

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—যাহাদের চরিত্র, যাহাদের সদাচার প্রণালী সমস্ত জগৎবাসীদের শিক্ষনীয় ছিল, তাই মনু বলিয়াছিলেন, "এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।" সেই ভারতবাসী, থাকুক সদাচারের অনুষ্ঠান, সদাচার বলিলে কি বুঝিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত অবগত নয়, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদিনী কথা আর কি আছে? ইহা হইতে অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

আপনারা শুনিয়া হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিবেন না, আমি [illegible] দিন কোন কথা প্রসঙ্গে কোন একটী নব্য শিক্ষিত [illegible] যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাপু! তোমাদের [illegible] কোন অখাদ্য খাদক লোক নাই ত? যদি থাকে তাহাকে তোমরা বাসায় স্থান দিও না, কেননা কদাচারী লোকের সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে করিতে আপন প্রকৃতিও তদনুবর্ত্তিনী হয়, তখন তাহাকে শত চেষ্টার দ্বারাও প্রতিরুদ্ধা করা যায় না।" সে আমায় বলিল "মহাশয়! অখাদ্য কি? তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, আপনি আমায় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন" আমি প্রথম তাহার কথায় আমাকে বিদ্রুপ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে পারিলাম, পরে তাহার অন্যান্য বাক্যের দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, সে আমাকে ঠাট্টা করে নাই, সরল ভাবেই অখাদ্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তখন পূর্ব্বতন দৈশিক অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যথিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অখাদ্য শব্দের অর্থটী বুঝাইয়া বলিলাম। এইত হইল দেশের উন্নতি অবস্থা যে, নিজ ভাষাটী পর্য্যন্তও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তবে কাব্য কবিত্বের কতগুলি কথা সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষাতেও সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে বটে, তাহাতে মজ্জাগত কোনই উপকারিতা নাই। আমরা এখন হইতে যুক্তিতর্কের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় দুই একটী অনুষ্ঠের বিষয়ও পাঠকগণকে জানাইব, তাই আমরা আজ যুক্তি তর্ক বাদ দিয়া কেবল শাস্ত্রীয় বচনগুলি [illegible] তাহার অনুবাদের দ্বারা পাঠকগণকে সদাচার বুঝাইব এই [illegible] উদ্দেশ্য, কিন্তু যাহাদের ঘরে ঘরে সদাচার বিরাজিত [illegible], তাহাদের সদাচার আবার আজ নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? এবং আমার এই বিফল প্রয়াসই বা কি নিমিত্ত, [illegible] কথাটী বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইল।

এখন আমরা সদাচারের লক্ষণগুলি বলিতেছি, এই সদাচার লক্ষণগুলি মার্কণ্ডেয় পুরাণে রাজ্ঞী মদালসা স্বীয় প্রিয় পুত্র অলর্ককে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ [illegible] সদাচারের লক্ষণগুলি জানিতে পারিবেন।

মদালসোবাচ।

এবং পুত্র! গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা।
সম্পূজ্যা হব্যকব্যাভ্যামন্নেনাতিথিবান্ধবাঃ॥
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশুপক্ষিপিপীলিকাঃ।
ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্যে বসতা গৃহে॥
সদাচাররতা তাত! সাধুনা গৃহমেধিনা।
[illegible] নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥

[illegible], বৃদ্ধ [illegible] সদাচার [illegible], [illegible] (দেবতার উদ্দেশে যে অন্নাদি দান করা হয়) কব্য [illegible] প্রদানপূর্ব্বক [illegible], পিতৃগণ, ভূতগণ, [illegible], [illegible], [illegible] ও পিপীলিকাগণ, ভিক্ষুকগণ ও [illegible] যাচক ব্যক্তি- এবং নৈমিত্তিকী ক্রিয়া উল্লঙ্ঘন করিলে [illegible] পাপভাগী হইতে হয়।

অলর্ক উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া মাত! নিত্যং নৈমিত্তকং চ যৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্ম পৌরুষম্॥
সদাচারমহং শ্রোতুমিচ্ছামি কুলনন্দিনি!।
যৎ কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

তখন অলর্ক বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! পূর্ব্বে আপনি আমাকে নিত্য, নৈমিত্তিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক এই পুরুষোচিত ত্রিবিধ কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। অয়ি কুলনন্দিনি! ইদানীং সদাচারের লক্ষণসমূহ শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে (আপনি সৎকুলসম্ভূতা, সুতরাং সমস্ত সদাচার পরম্পরাই আপনার বিদিত আছে) মানব এই সদাচারের আনুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই সুখভাজন হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

সম্পাদকের নিবেদন।

আমরা আগামী বৎসর হইতে অর্থাৎ সন ১২৯৯ সাল হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় আর্থিক যাবতীয় স্বত্ব ধর্ম্মমণ্ডলীকে প্রদান করিলাম। বেদব্যাস এখন হইতে ধর্ম্ম মণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ হইয়া পরিচালিত হইবে। বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে চারি টাকা ও অসমর্থ পক্ষে দুই টাকা ধার্য্য হইল। ইহার ন্যূন মূল্যে আর কাহাকেও বেদব্যাস দেওয়া হইবে না। এইরূপ বৃহৎ আকারে, সুন্দর আয়তনে, উত্তম কাগজে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত হইয়া যথা নিয়মে প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ জমিদারী পঞ্চায়েৎ নামক পত্রিকা যেরূপ আকারে প্রকাশিত হইতেছে ঐরূপ ভাবে অন্যূন চারি ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। স্বধর্ম্মানুরাগী প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুলেখক কর্ত্তৃক সুন্দর সুন্দর ভাবপূর্ণ রচনা যাহাতে অধিকতর প্রকাশিত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ বেদব্যাসকে যথোচিত আসন প্রদান জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালনের প্রয়োজন তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না। বেদব্যাসের যাহাতে অকাল বিশ্রাম না হয় সাধ্যমতে সে পক্ষে যত্নবান্ বলিয়াই আমরা এ বন্দোবস্তে অগ্রসর হইলাম। সেই জন্যই ধর্ম্ম মণ্ডলীর সহিতও আমরা এই সর্ত্তে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলাম যে ধর্ম্ম মণ্ডলী যদি কখন বেদব্যাস পরিচালনে অনিচ্ছুক বা অপারগ হন, অথবা কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করেন, তখন পুনরায় উঁহার উক্ত স্বত্ব ধর্ম্মমণ্ডলী আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অতএব হে স্বধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণ! আপনারাও বেদব্যাসকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য এখন হইতে স্বীয় কর্ত্তব্যানুরূপ সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

প্রত্যেক কার্য্যেরই নূতন কোন বন্দোবস্ত করিতে হইলে কিছু অধিক সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম, তাই আমাদের বেদব্যাসের এই নব উদ্যোগে, নব আয়োজনে, বেদব্যাসের অর্চ্চনায় ও কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় সভ্য পাঠকগণ অবগত আছেন, জগদম্বার অর্চ্চনায় যত কাল বিলম্ব, যত উপকরণের অভাব একমাত্র সপ্তমী পূজার দিনই হইয়া থাকে, একবার কার্য্যের সুপ্রথা নিবদ্ধ হইলে, আর কোনই বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে না। বেদব্যাসের অর্চ্চনার ভার পাঠকগণের প্রতি, পাঠকগণ যদি শীঘ্র শীঘ্র পূজার আয়োজন করেন, তাহা হইলে আমরা ও যথা সময়ে পূজা করিতে পারিব, তাই পাঠকগণের প্রতি একান্ত নিবেদন এই যে, তাঁহারা বর্ত্তমান সনের নিজ দেয় মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আপন কর্ত্তব্যতা প্রতিপালন করুন।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, আমরা অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও বেদব্যাস পাঠাই না, ইহা আমাদের দৃঢ় নিয়ম, কিন্তু বৎসরের প্রথমেই পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় জানি না কে কি মনে করিয়া টাকা পাঠাইতেছেন না; এই ভাবিয়া এবার সকলকেই পত্রিকা পাঠান গেল, আমরা অনুরোধ করি, আর যেন কাহাকেও টাকার জন্য তাগাদা করিতে না হয়। এবার যাঁহারা টাকা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন, আগামী বারে তাঁহাদের পত্রিকা আমরা পাঠাইতে পারিব না।

আর একটী নিবেদন এই যে, যাঁহাদের নিকট গত বৎসরের টাকা বাকী আছে; তাঁহারা শীঘ্র আপন আপন দেয় টাকা পাঠাইয়া স্বধর্ম্মানুরাগিতা ও উৎসাহিতার পরিচয় দিন। আর যেন আমাদের কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য নেয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।
বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ—
৪৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৯০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্
অবনি যন্ত্রে
শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহকারী সম্পাদক
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ | কলিকাতা, ১২৯৯ সন, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। | ২য়, ৩য় সংখ্যা

জাতিভেদ।

শিষ্য। গুরুদেব! আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদি বর্ণভেদ কেন?

গুরু। বৎস! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের বিরুদ্ধে অনেকেই দণ্ডায়মান হইয়াছেন। খৃষ্টান, অখৃষ্টান, অহিন্দু, অমুসলমান সকলেই এক বাক্যে বলেন "জাতিভেদ প্রথায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জাতিভেদ প্রথা থাকায় "একতা" "ভ্রাতৃভাব" ভারত হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে, একমাত্র জাতিভেদ প্রথাই ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে বাধা দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।" ফলতঃ জাতিভেদ জাতিভেদ আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু জাতিভেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখি না। তাই আজ জাতিভেদ প্রথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য তোমায় বলিতেছি। জাতিভেদ প্রথা যে ঈশ্বরানুমোদিত আমি তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। ইহা বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে যাহা ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই আমাদের ধর্ম্ম এবং তাহাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব ভরসা করি তুমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিবে। তুমি যে ভাবে, যে ভাষায় সহজে বুঝিতে পারিবে, আমি সেই ভাবেই তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিব।

গুরু। আমাদের সামাজিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনাদি কাল হইতে বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আজ আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সেই সুপ্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। যাহা হউক, তুমি এই একটী শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ কর, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" গুণকর্ম্ম ভেদে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এখানে কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে, যে মানুষ যে কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে, সে তদনুসারেই ক্ষত্রিয়াদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, যে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে ক্ষত্রিয়। যে যাজন অধ্যাপনাদির দ্বারা জীবিকা রক্ষা করিয়াছিল, সে ব্রাহ্মণ। যে তাহাদের সেবা করিয়াছিল, সে শূদ্র ইত্যাদি। বস্তুতঃ গুণকর্ম্ম শব্দের ঐ প্রকার অর্থ কোন ভাষ্যকারই করেন নাই এবং উহা সর্ব্বথা অযৌক্তিকও বটে। "গুণ" এই পদে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আর কর্ম্মশব্দে সত্ত্বাদিগুণানুসারী শম দমাদি ক্রিয়া বুঝাইয়াছে; সত্ত্ব গুণাধিক্য সম্পন্ন হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। রজঃ গুণাধিক যিনি তিনিই ক্ষত্রিয়, তমোগুণাধিক হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন, তিনিই শূদ্র ইত্যাদি। বাহ্য ক্রিয়াতো প্রাকৃতিক গুণের স্ফূরিত শক্তির ফলমাত্র। এই প্রকৃতি ভেদই জাতিভেদের মূল। যদি বল ঈশ্বর কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না, তবে ব্রাহ্মণকে অধিক সত্ত্বগুণ ও শূদ্রকে অধিক তমোগুণ দিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক পদার্থই ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার পুরুষভাগে বা ব্রহ্মভাগে সৃষ্টিক্রিয়া আরোপিত হইতে পারে না, কেননা তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতিই ক্রিয়া শক্তির মূলাধার। ব্রহ্মের সন্নিধান থাকাতে প্রকৃতি অনাদি কাল হইতে সংসার প্রসব করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টির বৈচিত্রই প্রকৃতির মহিমা। এই জন্যই বৃক্ষজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি ইত্যাদি ইত্যাদি সকল জাতিতেই জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই বিচিত্র চিত্রকারিণী প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশল সর্ব্বদাই বিচিত্র, সুতরাং মানব জাতিতে যে সৃষ্টি বৈচিত্র হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্রই ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির বর্ণভেদের কারণ। এখানে যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতের আশঙ্কা হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্টির যে দিকে তাকাইবে, সেখানেই ঈশ্বরের পক্ষপাত দেখিতে পাইবে।

শিষ্য। কোথায়, আমিত কোথাও তাঁহার পক্ষপাত দেখিনা।

গুরু। আমিত জগতের যে কোন শ্রেণীর দ্রব্য কি যে কোন জাতীয় জীব দেখি, তাহাতেই প্রকৃতিগত বর্ণভেদ দেখিতে পাই। যাক তোমার সহিত বাক্ বিতণ্ডার দরকার কি? চল একটু বাহিরের দিকে বেড়িয়ে আসি।

শিষ্য। চলুন।

গুরুদেব। তোমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এই যে কলাগাছ গুলি দেখিতেছ, এ দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। এই বাগানে কি কি কলাগাছ আছে?

শিষ্য। এখানে অমৃত সাগর, কানাই বাঁশী অগ্নীশ্বর (বিক্রমপুর রামপাল, অর্থাৎ যথায় এক সময় বল্লাল সেনের বাড়ী ছিল, তথায় এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কলা পাওয়া যায়) চাঁপা, সফরী, (চাটিম কলা) কবরী (কাটালিয়া কলা) বিচে ও কাচকলা ইত্যাদির গাছ আছে।

গুরু। এখানেও তুমি ঈশ্বরের পক্ষপাত মনে করিতে পার। ভাল, তিনি কেনই বা বিচে কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর কেনই বা অমৃতসাগর, সফরী ইত্যাদি কলা সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি এক শ্রেণীর কলা সৃষ্টি করিলেইত পারিতেন। তুমি বিচে কি চাঁপা কলাকে শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও কি সফরী কলার ন্যায় করিতে পার? কখনই পারিবেনা। যে বিচে কি চাঁপা কলা তাহাই থাকিবে, তবে বিশেষ যত্নে কি ভূমির অবস্থানুসারে কোথায়ও একটুকু বাহ্য আকার কি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। কিন্তু মূল প্রকৃতি কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। এই যে অমৃত সাগর কলা দেখিতেছ, ইহার সর্ব্ব উপরের কলাগুলি নিম্ন শ্রেণীর কলা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট পুষ্ট। এ ভিন্ন এই সমস্ত কলা গুলির মধ্যে ১০।১২টি কলা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ঐ যে সর্ব্ব নিম্নের কত ছোট কলাটি দেখিতেছ, মনে রাখিও ইহা বিচে কলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ঐ যে বিকৃত কলা গুলি, ইহারা কিন্তু বিচে কি চাঁপা কলার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। যাহা হউক বিচে কলাও বলিতে পারে হে ঈশ্বর! তুমি আমায় কলা শ্রেণীর মধ্যে এত নিকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন?

এই রূপ প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষ ও ফলই স্ব স্ব জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৃক্ষ ও ফল দেখিয়া আক্ষেপ করিতে পারে ও ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারে। বৃক্ষাদির সমস্ত অবস্থা আমরা জ্ঞাত নই, কিন্তু প্রত্যেক জাতীর, প্রত্যেক শ্রেণীর বৃক্ষেরই বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নির্ম্মাণের ন্যূনাধিক প্রভেদ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যাক চল তোমার ঐ পুষ্করিণীর সিঁড়িতে গিয়া একটু বিশ্রাম করি।

শিষ্য। চলুন।

গুরু। দেখ বৎস! এই যে পিপীলিকা শ্রেণী আমাদের নিকটে বেড়াইতেছে, ইহাদের দিকে দৃষ্টি কর। দেখ ইহাদের মধ্যেও প্রকৃতি, আকৃতি, বর্ণ, ক্ষমতাগত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। এক এক জাতীয় পিপীলিকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা দেখা যায়। এই যে অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পিপীলিকাও আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারে হে ঈশ্বর! তুমি আমায় পিপীলিকা শ্রেণীর মধ্যে এত নিকৃষ্ট জাতীয় পিপীলিকা করিলে কেন? তোমার এই পুষ্করিণীতে কি কি মৎস্য আছে?

শিষ্য। রোহিত, কাতল, মিরগেল, বোয়াল, শোল, গজার কৈ, মাগুর, পুঁটি, খলিয়া ইত্যাদি নানা প্রকার মৎস্য আছে।

গুরু। দেখ বৎস! মৎস্যের মধ্যেও তিনি প্রকৃতি, বল ও ক্ষমতাগত প্রভেদ করিয়া নানা জাতীয় মৎস্য সৃষ্ট করিয়াছেন। ঐ পুঁটি মৎস্যও আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারে হে ঈশ্বর। তুমি আমায় মৎস্যের মধ্যে এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মৎস্য করিলে কেন? আর রোহিত মৎস্যকেই বা এত উৎকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন?

তোমার পুষ্করিণীর উত্তর দিকে ঐ একটা বৃহৎ বন দেখিতেছি না?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। ঐ স্থানে এক সময় এক জন বড় লোকের বাড়ী ছিল, এখন ওখানে জনশূন্য, হাতি, বাঘ, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীবের বাসস্থান হইয়াছে।

গুরু। এই যে তুমি সাপের নাম করিলে ইহাদের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখত। আমাদের দেশে সাপের তত প্রাদুর্ভাব নাই, তথাপি কত জাতীয় সাপ আমরা সচরাচর দেখিতে পাইয়া থাকি। দেখ, ধোড়া ও গোখুরা সাপে কত প্রভেদ। ধোড়া সাপও ত ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া আক্ষেপ করিতে পারে।

হস্তির মধ্যেত নানা জাতীয় হস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু মহোদয়গণ হস্তির মধ্যে প্রকৃতি, আকৃতি, বর্ণ, ও ক্ষমতা ইত্যাদির প্রভেদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে প্রধানতঃ বিভাগ করিয়াছেন§। ফলতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টির যে দিকে তাকাইবে, সেখানেই বর্ণ-ভেদ দেখিতে পাইবে। যদি জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বর্ণভেদ করিতে পারিলেন, তবে মনুষ্য জাতীতে পারিবেন না কেন? তিনি যে কি উদ্দেশ্যে বিচে, চাপা ও সফরী কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, কি জন্য গোখুরা ও ধোড়া সাপ করিয়াছেন, কি জন্য রোহিত ও পুঁটির সৃষ্টি করিয়াছেন, কি জন্য যে নেকড়ে বাঘ ও গোবাঘ, সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার গভীর রহস্য আমরা কি বুঝিব? অবশ্যই তাঁহার উদ্দেশ্য আছে। যে উদ্দেশ্য সাধণের নিমিত্ত সর্ব্বত্রই বর্ণ ভেদ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যেই মনুষ্য জাতিতেও বর্ণ ভেদ করিয়াছেন।

শিষ্য। আপনার কথাতে ব্রাহ্মণই যে সর্ব্ব বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতো, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমি ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা বলিতেছি। সর্ব্বাগে দেখা যাক মনুষ্য অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? বিজ্ঞান পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্য জাতির মস্তিষ্কের গঠন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা উন্নত। মনুষ্য অপেক্ষা হস্তী ও হোয়েল মৎস্যের মস্তিষ্ক গুরুত্বে অনেক অধিক। মস্তিষ্কের উচ্চ ভাব ও নিম্ন ভাব (যাঁহারা পাঁঠা ইত্যাদির মগজ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে, মগজের সর্ব্ব উপরের পদার্থগুলি কোন স্থানে উচু, কোন স্থানে নিচু ও রেখাযুক্ত) সংখ্যা ও গভীরতা মনুষ্যের সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা অধিক ও উন্নত বলিয়াই, মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পণ্ডিতেরা বহুতর পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, দয়া, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, আবার কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া ইত্যাদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমস্ত প্রবৃত্তির আকর স্থান মস্তিষ্ক রাশি। মস্তিষ্ক বহু অংশে বিভক্ত। এক এক অংশ এক এক প্রকার মনোবৃত্তির বা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্থান। মস্তিষ্কের যে অংশ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, সে স্থানোদ্ভূত মনোবৃত্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজস্বিনী ও বলবতী হয়। ক্রিয়ানুযায়ী হস্ত, পদ, স্কন্ধ ইত্যাদি যেমন পুষ্ট, বলিষ্ঠ বা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, সেই প্রকার মস্তিষ্ক রাশির নানা অংশ নানা কারণে পুষ্ট, বলিষ্ঠ বা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, তদনুযায়ী তত্তৎ অংশ সমুদ্ভূত মনোবৃত্তি বা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী ও তেজস্বিনী বা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। পিতৃ মাতৃ দোষগুণ, বিবাহ, আহার, সংসর্গ, শিক্ষা ইত্যাদি কারণে মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিশেষের সবলতা ও দৌর্ব্বল্য জন্মে। যে প্রবৃত্তি মনুষ্যের জন্ম সময়ে সবল হয়, যদি শিক্ষা, সঙ্গ বা অন্য কোন কারণে তাহার তেজ হানি না হয়, তাহা হইলে সেই

---

§ এই সমস্ত বিষয় গুলি প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়, নতুবা, লোকে বিশ্বাস করে কি? বে, স,

প্রবৃত্তির উত্তেজনা অনুসারে মনুষ্য কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে কোন ক্রমেই অন্যথাচরণ করিতে পারেনা।

শিষ্য। কীট, পতঙ্গ ও পশু হইতে মনুষ্যের কি কি বৃত্তি অধিক আছে?

গুরু। কীট, পতঙ্গ ও পশুদের হইতে মনুষ্য জাতির এই সকল বৃত্তি অধিক রহিয়াছে। যথাঃ—

(১) ধৃতি (ধারণ করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি) (২) ক্ষমা, (কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করিতে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তিদ্বারা নিরোধ করা যায়) (৩) দম, (শোক তাপাদিদ্বারা কোন প্রকার চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তিদ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়) (৪) অস্তেয়, (অবিধিপূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তির দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়) (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্ম্মল ভাব) (৬) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, (যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়) (৭) ধী, (শাস্ত্রাদির দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় শক্তি ধী শক্তি) (৮) বিদ্যা, (যে শক্তির দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্ রূপে জানা যায়, যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকলকে মানসিক প্রত্যক্ষ করা যায়) (৯) সত্য, (কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা) (১০) অক্রোধ (যে শক্তিদ্বারা ক্রোধ প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা যায়) এ ভিন্ন ভক্তি, শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি।

পশু পক্ষী ইত্যাদি শ্রেণীর প্রাণীতেও উপরোক্ত কোন কোন বৃত্তির সামান্যভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু মনুষ্যাতেই ঐ সকল বৃত্তির ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকাশ, অথবা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ থাকাতেই মনুষ্য সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

শিষ্য। জীবের ক্রমোন্নতি প্রণালীর সহিত মস্তিষ্কের গঠনের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

গুরু। জীবের ক্রমোন্নতি প্রণালীর সহিত মস্তিষ্কের গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্যের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী যেরূপ উন্নত, অন্য কোন প্রাণীর সেরূপ নয়। মনুষ্য অপেক্ষা পশু জাতির মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হীন, পশু অপেক্ষা কীট পতঙ্গ ইত্যাদি জীবের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী আরো হীন। পাশ্চাত্য দেশের ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্পষ্ট ভাবে বলেন। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সৃষ্টি, তৎপূর্ব্বে বৃক্ষ সৃষ্টি। প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্য রূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে কোন ক্ষুদ্র কীট, কীট হইতে কোন পতঙ্গ, পতঙ্গ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু ও পশু হইতে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমতঃ দেখ বৃক্ষাদিতে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের শক্তি, রস (আহার) গ্রহণের শক্তি, হ্রাস বৃদ্ধি হইবার শক্তি ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। তৎপর কীট পতঙ্গাদিতে সন্তান উৎপাদনের শক্তি, মল মূত্র ত্যাগের শক্তি, আহার করিবার শক্তি, স্থানান্তরে যাতায়াতের শক্তি ইত্যাদি অধিক দৃষ্ট হয়। মৎস্য ইত্যাদি জীবের ভয়, সামান্যভাবে সন্তান রক্ষণ ইত্যাদি শক্তি অধিক রহিয়াছে। পক্ষী জাতীর মধ্যে সন্তানের প্রতি স্নেহ, অনুকরণ ইচ্ছা, বাক্‌শক্তি ইত্যাদি অধিক দেখা যায়। তৎপর পশু জাতিতে স্ত্রী পুরুষের অনুরাগ, প্রতি বিধান ইচ্ছা, হননেচ্ছা, গোপন করিবার ইচ্ছা, হিংসা, ক্রোধ, ইত্যাদি বৃত্তির ক্রিয়াও কোন কোন পশু জাতিতে অতি সামান্য ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, পশু, ইত্যাদি জীবের মধ্যে যে সকল বৃত্তি আছে, মনুষ্যেত তাহা আছে, এভিন্ন উপরি উক্ত বৃত্তিগুলির ক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। পাশ্চাত্য দেশের ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে বানর হইতে মনুষ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আপনিও কি ইহা বিশ্বাস করেন?

গুরু। ঠিক বানর হইতেই যে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে, এমত কথা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারিনা। তবে বানর হইতে মনুষ্যে পরিণত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ বানরের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠন ও শক্তির সহিত মানুষের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমি নিজে একটী মাত্র বানরের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মনুষ্যের মগজের গঠনের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ছিলাম।

শিষ্য। মনুষ্য জাতির মস্তিষ্কের সহিত ইতর জীবের মস্তিষ্কের নির্ম্মাণের কি প্রভেদ আছে? এ সংসারে এমন প্রাণী আছে কিনা, যাহার মস্তিষ্ক নাই, অথচ মানসিক কোন ক্রিয়া আছে।

নিতান্ত ক্ষুদ্র জন্তুগণের শরীরে ও ঠিক মস্তিষ্ক না থাকুক, তদাকার এক প্রকার পিণ্ড থাকে, উহাকে মজ্জাপিণ্ড কহে। পরে ক্রমে যত উৎকৃষ্ট জন্তুর বিষয় বিবেচনা করিবে, ততই দেখিবে মস্তিষ্ক বৃহদাকার, উহাতে নূতন নূতন অবয়ব আছে, উহার গঠন পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং মনোবৃত্তির সংখ্যাও ক্রমশঃ অধিক হইয়া থাকে। প্রবাল নামক জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধম শ্রেণীতে সন্নিবেশিত আছে, ঐ প্রবাল জন্তুর পঞ্জরে পলা হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী শম্বুক, অর্থাৎ শামুক। শামুকের উপরিতন শ্রেণীতে মাকড়শা, কাঁকড়া, চিংড়ীমাছ, জোঁক ও উদরের কৃমি, ইহারা সন্নিবেশিত আছে। আর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জন্তু মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, পক্ষী, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি। ইহাদের সকলের শরীরেই মস্তিষ্ক, অথবা উহার প্রতিরূপ মজ্জাপিণ্ড দৃষ্ট হইবে। নীচ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জন্তুর মস্তিষ্ক ক্রমশ বৃহত্তর ও অধিক অবয়ব ধারণ করে। পরিশেষে মানুষের মত পূর্ণ অবয়ব ও সুপক্ক মস্তিষ্ক আর কোন জন্তুর দৃষ্ট হয় না।

শিষ্য। মনুষ্য জাতির মধ্যে ও মস্তিষ্কের গঠনের কোন প্রভেদ আছে কি?

গুরু। মনুষ্য জাতির মধ্যে ও মস্তিষ্কের গঠনের যে প্রভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই তোমাকে এত কথা বলিতে হইয়াছে। মানুষ হইলেই যে তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল, এমত নহে। ধর্ম্ম জগতে উন্নত হইতে উপরি উক্ত মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির সম্যক্ রূপে স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের একান্ত প্রয়োজন। বৃক্ষ হইতে পশু

জীবন লাভ করিতে দেখ কত জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আর মানুষ কি এক জন্মেই এতগুলি বৃত্তির চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে? মনুষ্য জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৃত্তিগুলির উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ এই জন্যই ধর্ম্ম জগতে চণ্ডাল অপেক্ষা শূদ্র উন্নত। শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় উন্নত, বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মনুষ্য জাতির যে সকল বৃত্তির কথা তোমায় বলিয়াছি, সেগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ জাতির সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, অথবা উপরি উক্ত বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া যে জাতিতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা সেই জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈশ্যাদির ঐ সকল বৃত্তি নাই, তাহা নহে, তাঁহাদের অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণের ঐ সমস্ত বৃত্তির ক্ষমতা অধিক, অথবা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের মত। দেখ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণজাতি অনার্য্য জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এখন এই যে ব্রাহ্মণ জাতির এত অধোগতি হইয়াছে, তথাপি এখনোত ভারতে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহাদের সহিত অন্যান্য জাতির (শূদ্রাদি জাতির) ব্যক্তি বিশেষের তুলনা হয় না। তোমরা, ধন, সম্পদ, চাকরী ইত্যাদির সহিত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে তুলনা করিয়া থাক, কাজেই তোমরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কোন প্রভেদ আছে বুঝিতে পার না। যাক এ সম্বন্ধে আমি আরোও অনেক কথা পরে বলিব। এখন ক্রমোন্নতি প্রণালী তুমি বুঝিতে পারিলে কিনা, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শিষ্য। গুরুদেব! আমি এখনোত ভাল রূপ বুঝিতে পারি নাই। বৃক্ষ হইতে কীট পতঙ্গ, কীট পতঙ্গ হইতে পশু ও পশু হইতে মনুষ্য, আবার মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস! এ সম্বন্ধে আমি মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব হইতে “বেদব্যাস ও কীট সংবাদ” নামক একটি সুন্দর উপাখ্যান তোমাকে শুনাইতেছি, তুমি মনোযোগের সহিত শুনিলে হিন্দুদের ক্রমোন্নতি প্রণালী সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের মত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিব।

গুরু। “পুরাকালে বিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্মস্বরূপে বিচরণ করত আকাশ পথে শীঘ্র ধাবমান এক কীটকে অবলোকন করিলেন। সর্ব্ব ভূতের গতিজ্ঞ ও প্রাণীমাত্রেরই ভাষাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সেই বেদব্যাস তৎকালে কীটকে বিলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন, কহিলেন, হে কীট! তোমাকে অতি ত্রস্ত ও ত্বরিত ভাবাপন্ন লক্ষিত হইতেছ, ধাবিত হইয়া কোথায় যাইতেছ, তাহা বল। কোন ব্যক্তি হইতে তোমার ভয় হইয়াছে কি?

কীট কহিল, হে মহামতে! এই বৃহৎ শকটের শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার ভয় হইয়াছে, এই অতি দারুণ শব্দ শ্রুত হইতেছে, কিন্তু আমাকে হনন না করে, এজন্য এস্থল হইতে যাইতেছি। মদ্বিধ কীট যোনি ঈদৃশ শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, তজ্জন্য এই সুদারুণ ভয় বশত, এই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছি। জীবগণের মৃত্যুই দুঃখ, জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, অতএব আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছি, ব্যাসদেব বলিলেন, হে কীট! কি হেতু তোমার সুখ হয়? আমি বিবেচনা করি, তুমি তীর্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব মরণই তোমার সুখ, তুমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং বহুবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে জাননা, অতএব হে কীট! তোমার মরণই শ্রেয়। কীট কহিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ! জীব সর্ব্বত্রই নিরত আছে, অতএব ইহাতেও আমার সুখ আছে, আমি ইহা চিন্তা করিয়া থাকি, এই জন্য জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি। এই কীট শরীরে দেহানুসারে সমস্ত বিষয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মানব ও স্থাবর জীব সকলের ভোগ সমুদয় পৃথক্ পৃথক্। প্রভো! আমি পূর্ব্ব জন্মে বহুবিত্ত সম্পন্ন শূদ্র জাতীয় মনুষ্য ছিলাম, আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইয়া নৃশংস, কৃপণ, বৃদ্ধিজীবী, তীক্ষ্নবাদী, নিকৃতিপ্রজ্ঞ এবং সর্ব্বতোভাবে সকলের দ্বেষ্টা ছিলাম। আমি বৃদ্ধা জননীকে পূজা করিতাম ও একবার জাতিগুণ সমন্বিত কোন অতিথি সঙ্গতক্রমে আমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলাম, এই দুই কারণেই আমার স্মরণশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। হে তপোধন! আমি কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যৎ সুখ লক্ষ্য করিতেছি, অতএব আপনার নিকট হইতে সেই শ্রেয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেন, হে কীট! তুমি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শুভ কর্ম্মদ্বারা যে মুগ্ধ হইতেছ না, তাহা আমারই কর্ম্ম, আমি তপোবলে দর্শনমাত্র তোমার উদ্ধার করিব, তপোবল অপেক্ষা প্রবল বল আর কিছুই নাই। আমি জানিতেছি, তুমি নিজ কৃত পাপ সমূহদ্বারা কীটাণুকীট হইয়াও, যদি ধর্ম্ম মান, তবে পুনরায় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। দেব, তির্য্যক্ প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মভূমিতে কৃত পাপ পুণ্য ভোগ করিয়া থাকে। মনুষ্যগণের ধর্ম্ম ও গুণ সমুদয় কামের নিমিত্ত হয়, বাক্য, বুদ্ধি, পাণি, পাদবিহীন বিপশ্চিৎ অথবা মূর্খ মনুষ্য যে জীবিত থাকে, তাকে উপহাস করে। বিপ্রবর জীবিত থাকিয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা করেন এবং পবিত্র কথা কহিয়া থাকেন। অতএব হে কীট! আমি তোমাকে সেই ব্রাহ্মণযোনিতে প্রেরণ করিব। সেই কীট তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া, পথিমধ্যে অবস্থিত হইল, ইত্যবসরে সুবৃহৎ শকটসমূহ সমাগত হইল, চক্রের আক্রমণদ্বারা বিদলিত হইয়া, সেই কীট তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অপরিমিত তেজোনিধান ব্যাসদেবের প্রসাদাৎ সেই কীট নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে ক্ষত্রিয়বংশে প্রসূত হইল, সে শ্বাবিৎ, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও ক্রমশঃ বৈশ্য জাতি হইয়া, যখন যে যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিত তৎক্ষণেই সেই ঋষিসত্তমকে দর্শন করিতে যাইত। অনন্তর, সেই কীট ক্ষত্রিয় হইয়া বলিল, আমি আপনার কৃপায় দশ জন্মেই এই অভিলষিত অতুল পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, যেহেতু আমি কীটত্ব লাভ করিয়া রাজপুত্র হইয়াছি। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনাকে প্রণাম করি, আমি কি করিব? আমাকে আদেশ করুন! আমি আপনার তপোবলের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এই পদ প্রাপ্ত

হইয়াছি। ব্যাস কহিলেন, রাজন্! অদ্য আমি তোমার ঈদৃশ বাক্যদ্বারা অর্চ্চিত হইলাম, কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এক্ষণে তোমার স্মৃতিশক্তি জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে তুমি নৃশংস, আততায়ী, ধনাঢ্য শূদ্র হইয়া যে পাপের উপচয় করিয়াছিলে, তাহার বিনাশ নাই, তুমি তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে আমার অর্চ্চনা করিয়াছিলে, সেই সুকৃতদ্বারা আমার দর্শন লাভ করিয়াছ। তুমি রণাঙ্গনে গো, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়া প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক রাজপুত্রত্বরূপে আপনাকে হত করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবে। হে রাজপুত্র! তুমি অনায়াসে যজ্ঞ সকল নির্ব্বাহ করিয়া স্বর্গপুরে সুখী ও অব্যয় ব্রহ্মময় হইয়া প্রমোদিত হইবে। তির্য্যক্ যোনি হইতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্রত্ব হইতে বৈশ্যত্ব এবং বৈশ্যত্ব হইতে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়া থাকে, সাধুবৃত্ত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন এবং সৎস্বভাব সুশীল ব্রাহ্মণ পবিত্র স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

সেই বীর্য্যবান্ কীট ক্ষত্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করতঃ কীটত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপুল তপশ্চরণ করিয়াছিল, সেই ধর্ম্মার্থবেত্তার তাদৃশ সুমহৎ তপস্যা দর্শন করিয়া তৎকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার নিকট আগমন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে কীট! ক্ষত্রধর্ম্ম ভূতসকলের পরিপালন নিবন্ধন দেবব্রত, অতএব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে দেবব্রতরূপে ধ্যান করতঃ তদনন্তর বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি শুভাশুভবেত্তা ও আত্মবান্ হইয়া সম্যক্‌রূপে প্রজাগণকে পালন কর, পবিত্র শুভ কামদ্বারা অশুভ সমুদয়ের সংবিভাগ কর, স্বধর্ম্মাচরণে রত থাকিয়া আত্মবান্ ও সুপ্রীত হও, অনন্তর ক্ষত্রিয় দেহ পরিহারপূর্ব্বক বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর সেই কীট মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্য শ্রবণ করিয়া,ধর্ম্মত প্রজাপালন করিয়া পুনরায় অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক প্রজাপালনদ্বারা পরলোকে যাইয়া, বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর ব্যাসদেব বলিলেন, ভো শ্রীমন্ ব্রাহ্মণবর! তুমি শুভ যোনিতে শুভ কার্য্য করিয়াছ এবং পাপযোনিতে পাপাচরণ করিয়াছ, তথাচ কোন প্রকারে ব্যথিত হইও না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পাপের ফল যেরূপ হউক, তাহা উপপন্ন হইয়া থাকে, অতএব হে কীট! তুমি মৃত্যুভয় বশতঃ কদাচ ব্যথিত হইও না, তোমার যদি ধর্ম্মলোপের ভয় হয়, তবে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ কর। কীট কহিল ভগবন্! আপনার নিমিত্তই আমি সুখ হইতে অতিশয় সুখ লাভ করিয়াছি, ধর্ম্মমূল সম্পত্তি সকল লাভ করায় এক্ষণে আমার পাপ নষ্ট হইয়াছে। কীট ভগবান্ ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে শত শত যজ্ঞ-যূপদ্বারা অঙ্কিত করিল। অনন্তর সেই ব্রহ্মবিত্তম কীট ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে তৎকালে স্বকর্ম্ম ফল নির্ব্বৃত্ত সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল।"

শিষ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারা যদি এক জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারে, তবে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

গুরু। তুমি যে প্রশ্ন করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঠিক এই প্রশ্নই মহাত্মা ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে ভীষ্মদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমি তাহাই কালিকাপুরাণ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব হইতে তোমাকে সংক্ষেপে শুনাইতেছি। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে নরনাথ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণত্রয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব লাভ যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে মহানুভব বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া কিপ্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। বিশ্বামিত্রের বহুতর কর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, ইহাতে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা কিপ্রকার আপনি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। তিনি দেহান্তর লাভ না করিয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? হে তাত! মতঙ্গ যে ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃসহ তপস্যার দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু বিশ্বামিত্র কিপ্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে তাত পৃথা তনয়! ভরতবংশে আজমীঢ় নামে যাজ্ঞিক ও ধার্ম্মিকপ্রবর এক পার্থিব ছিলেন। সেই বংশের শ্রীমান্ গাধিনামক জনেশ্বর অনপত্য হওয়ায় সন্তানার্থ বনবাসী হইয়াছিলেন। তিনি বনমধ্যে বাস করিতে তাঁহার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম সত্যবতী। অতীব তপস্বী ভৃগুবংশোদ্ভব চ্যবনের আত্মজ, যিনি ঋচীক নামে বিখ্যাত আছেন, তিনি সেই কন্যাকে প্রার্থনা করেন। নৃপসত্তম গাধি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে এক কর্ণ শ্যামবর্ণ ও চন্দ্রতুল্য কীর্ত্তিসম্পন্ন বাতবেগশালী সহস্র তুরঙ্গরূপ শুল্ক প্রদান কর, তাহা হইলে মদীয় দুহিতাকে পরিণয় করিতে পারিবে। মহাত্মা ঋচীক বরুণের সমীপে ঐরূপ এক সহস্র তুরঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। বরুণ বলিলেন, "তোমার যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থান হইতে এইরূপ গগনাক্রান্ত বাজিগণ উত্থিত হইবে। অনন্তর সেই এক সহস্র তুরঙ্গ গাধিকে প্রদান করিলেন। গাধিরাজ তাহার কন্যা সত্যবতীকে সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত করিয়া ভৃগুনন্দনকে প্রদান করিলেন। হে ভারত! ব্রহ্মর্ষি ঋচীক তাঁহার চরিতদ্বারা হর্ষলাভ করিলেন এবং তাহাকে পুত্র দান করিব বলিয়া প্রলোভন প্রদর্শন করিলেন। সত্যবতী তাহার মাতাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা বলিলেন তোমার জন্য যেরূপ একটী পুত্র প্রার্থনা করিবে, আমার জন্যও তাঁহার নিকট একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিও।" সত্যবতী মহাত্মা ঋচীকের সমীপে তাহার জননীর জন্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন ঋচীক কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার তপোবলে তোমার জননী গুণবান্ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন, তোমারও শ্রীমান্ মহান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে কল্যাণি! তিনি এবং তুমি যখন ঋতুস্নাতা হইবে, তখন অশ্বত্থ ও উডুম্বর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। তিনি এবং তুমি এই মন্ত্রপূত চরু ভোজন করিবে, তাহা হইলেই সেইরূপ গুণাত্মক পুত্র সন্তান লাভ করিবে। অনন্তর সত্যবতী মাতাকে ঋচীকের উপদেশ ও চরুর বিষয় বলিলেন। মাতা তখন সত্যবতীকে কহিলেন, বৎসে, আমি তোমার পতি অপেক্ষা গরীয়সী, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর, তোমার পতি তোমাকে যে মন্ত্রপূত চরু প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাকে দেও এবং আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তুমি গ্রহণ কর। অনন্তর সত্যবতী ও তাহার মাতা পূর্ব্বোক্ত কথা অনুসারে তথাবিধ অনুষ্ঠান

করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে গর্ভবতী হইলেন। মহাত্মা ঋচীক নিজ পত্নীকে গর্ভবতী দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, কল্যাণি! চরুবিপর্য্যয় করা তোমার উপযুক্ত হয় নাই, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে, এবং তুমি যে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষবিপর্য্যয় করিয়াছ, তাহা বিস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মবীর্য্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম এবং তোমার জননীর চরুমধ্যে সমস্ত ক্ষত্রিয় তেজ নিবেশিত করিয়াছিলাম। তুমি বিপ্রপুত্র প্রসব করিবে, আর তোমার মাতা উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তান প্রসব করিবেন, এই নিমিত্ত আমি একরূপ করিয়াছিলাম। হে শুভে! তোমরা যখন তাহা বিপর্য্যয় করিয়াছ, তখন তদীয় জননী এক উত্তম ব্রাহ্মণপুত্র উৎপাদন করিবেন, আর তুমি এক উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়পুত্র প্রসব করিবে। হে ভদ্রে! তুমি মাতৃস্নেহবশতঃ এরূপ চরু ও বৃক্ষের ব্যত্যয় করিয়া ভাল কর নাই।

রাজন্! সত্যবতী এই কথা শুনিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্যবতী ভর্ত্তাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন। হে বেদজ্ঞ-প্রবর বিপ্রর্ষে! আমি আপনার ভার্য্যা, আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার যেন ক্ষত্রিয় পুত্র না হয়। আপনার ইচ্ছা হয়ত আমার পৌত্র উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে, কিন্তু আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয় না হয়। মহাতপা ঋচীক স্বীয় ভার্য্যাকে "এইরূপ হউক" এই কথা বলিলেন। হে রাজাগ্রগণ্য! অনন্তর সত্যবতী শুভ লক্ষণ সম্পন্ন জগদগ্নিকে প্রসব করিলেন, আর যশস্বিনী গাধিভার্য্যা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জননী হইলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণ বংশের কর্ত্তা হইলেন।"

শিষ্য। মহাতপা বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করাতেই, যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানিতাম না। জাতিভেদের বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রবল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই "বিশ্বামিত্র এক জন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অতএব জাতিভেদ কিছুই নয় ইত্যাদি" অনেক বিষয়ই ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে উদার ভাবে বলিয়াছেন যে, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রোব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" মনুষ্যমাত্রেই শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সংস্কারদ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, বেদাধ্যয়ন করিলে বিপ্র ও ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হয়। তবে ত এই অর্থে কেহই ব্রাহ্মণ নহেন। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ সকলেই ত এক শ্রেণীভুক্ত।

গুরু। এই শ্লোকটী যেখানে লিখিত আছে, সেখানে ব্রাহ্মণ জাতির বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, অন্য জাতির কথা নাই। শ্লোকটীর অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র শূদ্রবৎ, তৎপরে উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইলে, তাহাকে দ্বিজ বলা যায়, সেই দ্বিজ বেদাধ্যয়ন করিলেই বিপ্র, বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ব্রাহ্মণকে যে শূদ্র, দ্বিজ, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ এই চারিটী সংজ্ঞা দেওয়া হইল, ইহা কেবলমাত্র আত্মার উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষ্য করিয়া, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণই যে এক সময় শূদ্রাদি থাকিয়া পরে ক্রমে ব্রাহ্মণ হইলেন, ইহা ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে. ব্রাহ্মণ জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ, (এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে) তবে সংস্কারাদির দ্বারা অব শ্যই ব্রাহ্মণ্যের উজ্জ্বলতার তারতম্যে এক একটী সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শিষ্য। শাস্ত্রে অনেক স্থানেই জাতিভেদ মানে নাই, যথা মহাভারতে "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জায়তে বৈশ্যো বিদ্যাদ্বৈশ্যস্তথৈব চ।" শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

গুরু। এই শ্লোকদ্বারা শূদ্র. ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, একরূপ বুঝায় না। স্ব স্ব অনুষ্ঠানের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে. শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব, অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রকৃতি লাভ করে। শূদ্র সংস্কারদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রকৃতি লাভ করিলে জন্মান্তরে সেই প্রকৃতির পরিপূরণস্বরূপ ব্রাহ্মণের দেহ লাভ করিতে পারিবে। কেননা শারীরিক মানসিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে বহু সময়ের আবশ্যক। একজন্মে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তাই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

শিষ্য। তবে কি শূদ্র কখনই এবং কিছুতেই বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না?

গুরু। "হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন পারিবে, কিন্তু এজন্মে নয়। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে যেমন বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হই. যাছে, এজন্মে তেমনি আপন বর্ণ ধর্ম্ম পালন করিয়া এবং ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে, পর জন্মে উচ্চতর অবস্থা, অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণ ও ব্যবসায় প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার ক্রমে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করিতে করিতে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। গৌতম বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতি কুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তচিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।" (সংহিতা, ১১শ অধ্যায়) অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বর্ণের ও সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের লোক সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মরণানন্তর স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মফল অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, শ্রুত, বৃত্ত, চিত্ত, সুখ ও মেধা লাভ করত জন্ম গ্রহণ করে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে এজন্মে যে উত্তম কর্ম্ম করে, পর জন্মে সে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রাপ্তি—উত্তম ধর্ম্মচর্য্যা এবং উন্নত আধ্যাত্মিকতার ফল। একথার অর্থ এই যে, পার্থিব জীবনে বর্ণভেদ প্রণালীর কার্য্য কারিতা থাকিলেই সে প্রণালী প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রণালী। অর্থাৎ সে প্রণালী মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপান। জীব— জগতে ক্রমোন্নতির এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত জীবশ্রেণী ও যা, হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত বর্ণশ্রেণীও তাই। জীব জগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ জীব শ্রেণী আছে, তাহাতে যদি অবিচার এবং বৈষম্য না থাকে, তবে হিন্দুর আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ বর্ণশ্রেণী আছে, তাহাতে অবিচার এবং বৈষম্য নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারদের মতে বর্ণভেদ প্রণালীতেও পার্থিব অবস্থা ও মর্য্যাদা ইত্যাদির উন্নতি আছে। তবে ইউরোপে যে প্রণালীতে সে উন্নতি হয়, ভারতের তদ্বিষয়ক প্রণালী তাহা হইতে দুইটী

বিষয়ে ভিন্ন। প্রথম বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি পার্থিব চেষ্টার ফল, ভারতে পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মচর্য্যা বা আধ্যাত্মিকতার ফল। ইউরোপে বাহ্য সম্পদের জন্য চেষ্টা করিয়া যে যত কৃতকার্য্য হয়, লোক মধ্যে তাহাতে সুখ সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ভারতে যে যত ধর্ম্মচর্য্যা ও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে, সমাজে তাহার ততসুখ, সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে পার্থিব উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। ভারতের পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির ফল মাত্র এবং ধর্ম্মোন্নতির একান্ত অনুগামী। দ্বিতীয় বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি ইহ জন্মে হইয়া থাকে, ভারতে পার্থিব উন্নতি জন্মান্তরেও হয়। অর্থাৎ ইউরোপে ইহ জীবন ইহ জীবনেই শেষ হইয়া যায়, ভারতে ইহ জীবন ইহ জীবনে শেষ হয় না, বহু জীবনের সহিত সম্বন্ধ, ইউরোপে ইহজীবন, লইয়াই সম্পূর্ণ, ভারতে ইহজীবন অনন্ত জীবনের একটি অঙ্গমাত্র। ইউরোপে ইহজীবন ছাড়া আর কাল নাই, ভারতে ইহজীবন অনন্ত কালের একটি অণুমাত্র। ইউরোপের অংশ--সমষ্টি হইতে পৃথক্, ভারতে অংশ--সমষ্টির সহিত সম্পূর্ণ রূপে সংযুক্ত। ইউরোপ অংশদর্শী, ভারত সমগ্রদর্শী। ভারতের অংশ ইউরোপের সম্পূর্ণতা, ইউরোপের সম্পূর্ণতা ভারতের অংশ। তাই ইউরোপে ইহজীবন লইয়াই পার্থিব উন্নতি, ভারতে অনন্ত জীবন লইয়া পার্থিব উন্নতি।"

শিষ্য। ইউরোপের বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির ধর্ম্ম-জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে আমার আরো অনেক কথা জানিবার আছে, ক্রমে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কি কি প্রভেদ আছে, আমি তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই স্বধর্ম্ম পালন করেন না। তাঁহারা জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধন, সম্পদ্ ইত্যাদি লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ধর্ম্ম-আলোচনা, ধর্ম্ম প্রচার, শাস্ত্র আলোচনা, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকার করা ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের এখন অনেকেরই আদৌ দৃষ্টি নাই। সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। শূদ্র প্রভৃতি জাতিরা ধর্ম্ম জীবনে উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আর ব্রাহ্মণ জাতি ক্রমেই অধোগতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এ অবস্থায় ব্রাহ্মণও শূদ্রে যে অতি অল্পই প্রভেদ দেখিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার প্রকৃত কথা এই যে, ব্রাহ্মণ সন্তানগণ যদি অর্থের দাস না হইয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম আলোচনা করেন ও ধর্ম্ম-জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা ধর্ম্ম জগতের যে উচ্চস্থান লাভ করিতে সক্ষম, অন্য কোন জাতি সেরূপ সক্ষম নহেন। ব্রাহ্মণগণের ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করিতেছেন, ইহাতে উন্নতি হইবে কিসে? যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির যে এত অধোগতি হইয়াছে, এখনোও যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পালন ও ধর্ম্ম আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যক্তি বিশেষের সহিত, অন্যান্য জাতির ব্যক্তি বিশেষের তুলনা করা যায় না। তোমরা মনে কর, অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ একমাত্র ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতেই তাঁহারা ধর্ম্ম জগতে উন্নত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা তোমাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই তোমরা বুঝিতে পার।

শিষ্য। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যান্য জাতির যাহাতে অচলা ভক্তি থাকে, এ জন্য অনেক কঠোর নিয়ম (অন্যান্য জাতির প্রতি) বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গুরু। এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা না বলিয়া বর্ত্তমান সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ লোক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু তাঁহার মনুষ্য ভক্তি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"হিন্দু ধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ও আপামর সাধারণের ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্য-প্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষে এত অল্প কালে এত উন্নতি হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভদ্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই ভক্তি ব্রাহ্মণভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছেন।

গুরু। তুমি যে কলার নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি, বিধান, ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষি কার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—উঞ্ছবৃত্তি (লড়া কড়ান) কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে ধান্যাদি কাটিয়া লইয়া গেলে ক্ষেত্রে যাহা কিছু অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিবে, তাহা কুড়াইয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। যদিও যাজনাদি আর কএকটী বৃত্তি আছে সত্য, কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আর নাই। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া উঞ্ছবৃত্তি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষা দানে বিঘ্ন ঘটে। এক মন, এক ধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাঁহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করি-

য়াছে, তাহারাই পরহিত ব্রতে সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতো তাদের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে সমাজ শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জর্ম্মান বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না, রোমক ধর্ম্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিল না।"

সে সময়ের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উন্নত বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন করিতেন বলিয়াই তাঁহারা জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এখনও যে ২। ৪ জন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের উন্নত বৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে অনুশীলন করেন, তাঁহারও সেই প্রাচীন কালের মহাত্মাদের ন্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত। ব্রাহ্মণগণ স্ব ইচ্ছায় স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন না, ইহাতে জাতিভেদ প্রথার দোষ কি? ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদি জাতির প্রতি কঠোর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তোমরা তাঁহাদিগকে স্বার্থপর ইত্যাদি শব্দে ব্যাখ্যা কর। কিন্তু মূর্খ, অজ্ঞান, অধার্ম্মিক, বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহারা কিপ্রকার কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিয়াছ কি? ‡

ক্রমশঃ—

মা শ্মশানে কেন?

মা কেন শ্মশানবাসে? মা দিবানিশি শ্মশানে থাকে কেন, সমস্ত ছাড়িয়া মা এই অপবিত্র ভয়াবহ শ্মশানে থাকেন, মার কি কিছু নাই? মা কি কাঙ্গালিনী? মা'র কি এ ত্রিলোকের মধ্যে কেহ "আমার" বলিবার নাই? তাই মা শ্মশানবাস-নিবাসিনী? কৈ না, তাহাতো না! মা [illegible] রাজেশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধ! মা, পার্থিব ও স্বর্গীয় সমস্ত রাজগণের রাজা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ঈশ্বরী এ নিমিত্ত "রাজরাজেশ্বরী।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব এই পাঁচ জনে একমনে এক চিত্তে সভয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে, ধ্যানযোগে নিবিষ্ট, তাঁহাদের কিরীটের উপরে মায়ের মণিমাণিক্য খচিত হেম পর্য্যন্ত, তদুপরি প্রেতপ্রায় হইয়া দেবদেব শয়িত, তাঁহার নাভিসরোবর হইতে অপূর্ব্ব সরোরুহ উদ্ভিন্ন হইয়াছে, তাহার অরুণ কিঞ্জল্ক পরিবেষ্টিত কর্ণিকাক্ষেত্রে মা বিরাজ করিতেছেন! তবে মায়ের কিছু নাই। ইহা কি প্রকারে বলিব?

আর এক নাম মায়ের "অন্নপূর্ণা ও অন্নদা" মা ত্রিভুবনের অন্নবতী, ত্রিভুবনের অন্নদাত্রী। আর এক নাম "কমলা"। মা ত্রিলোকের শ্রীরূপিণী, ত্রিলোকের ধনেশ্বরী। স্বয়ং কুবের মায়ের কোষাধ্যক্ষ, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ মায়ের দশ দ্বারের দৌবারিক, মা ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী। তথাপি মায়ের কিছু না থাকিলে, মা'র কেহ না থাকিলে, আছে কাহার?

ঐ দেখ,—কত লক্ষ লক্ষ সুমনোহর বাস-ধাম মায়ের প্রতীক্ষায় ধরণীমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত সুরভি কুসুমামোদিত বিচিত্র তরু লতা রঞ্জিত নন্দনোপম উদ্যানাবলী মায়ের নিমিত্ত সুসজ্জিত রহিয়াছে। কত যত্নে কত সাধে বিরচিত কত গোলোকধামোপম বিচিত্র ধামসমূহ দণ্ডায়মান। তাহারা মায়ের মোক্ষপ্রদ শ্রীপদ সংস্পর্শ বাসনায় কলেবর ক্ষয় করিতেছে, অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিয়া স্তিমিতনেত্রে মায়ের শুভ সমাগম ধ্যান করিতেছে। কত ধনী মানীগণ, কত ভূমিপাল, দিক্‌পালগণ আপনাপন ভবনে কত মনোহর মন্দিরাবলী নির্ম্মাণ করিয়া মায়ের বসতির নিমিত্ত কত আরাধনা করিতেছে। অমরনাথ পীযূষ-পরিবারে অমরার হৃদয়স্থানীয় শুদ্ধান্তে মায়ের সমাগম কামনায় কত সাধনা করিতেছেন। যক্ষনাথ মায়ের শুভাগমে নিরাশ্বাস হইয়া অলকা নির্ম্মাণের ব্যয় ও প্রযত্নকে বন্ধ্য মনে করিতেছেন। সুধাকর আপন হৃদয়ক্ষেত্রে সুধাময়ী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া মায়ের প্রতীক্ষায় জা[illegible]ন অতিবাহিত করিতেছেন, মা আসিবেন আসিবেন বলিয়া পীযূষস্রাবী কিঞ্জল্কাবলীর দ্বারা এক একবার চান্দ্রভবন সুসজ্জিত করিতেছেন, উৎসাহ আনন্দে স্ফীত হইতেছেন, আবার মা আসিতেছেন না দেখিয়া সমস্ত শোভারাশি অপসৃত করিয়া স্থানে স্থানে মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছেন। গ্রহরাজ, ত্রিলোকীর নয়ন সহায় অংশুমালায় সেবিত রথ খানি সুসজ্জিত করিয়া মায়ের আরোহণ কামনায় আজন্ম মায়ের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত্তি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অধিক কি, সত্যলোকের চূড়ামণি, ত্রিলোকের অতীত, সর্ব্ব দেবর্ষি মহর্ষির বাঞ্ছনীয়, সর্ব্বামর প্রপূজিত সর্ব্বাভয়প্রদ নির্ম্মল সুখধাম ত্রিতাপ-পরিশূন্য সেই কৈলাসধামও অনেক সময়ে শূন্যধাম হইয়া থাকে। এই সমস্ত পরিত্যাগ কা[illegible] মা শ্মশান বাসে কেন? শ্মশান এত ভাল বাসে কেন?

মা কি তনয়গণের প্রতি অথবা আমাদের বাবার প্রতি অভিমান করিয়া এই বীভৎসিত ভয়প্রদ শ্মশানে শ্মশানে বেড়াইতেছে? অথবা মা কি পাগলিনী? এই জন্যই কি অনেকে মাকে "ক্ষেপী বেটী" বলে? না, তাহাও বোধ হয় হইবে না। মা

‡ মহাশয়। আগামী বার হইতে এক একটী বিষয় বিশদ করিয়া লিখিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। এক প্রবন্ধে অনেক বিষয় নিয়া হিজি বিজি করিলে পাঠকগণ ভাল বুঝিতে পারেন না, সুতরাং এক একটী বিষয় খুব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এবং শাস্ত্রীয় বচনগুলির অর্থ করিবার সময় বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া করিবেন। লিখিত কাপিগুলিও বিলক্ষণ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, নতুবা আমাদের বড়ই কষ্ট হয়।

বে, স,

পাগলিনী কি না তাহাতে কিছু সন্দেহ আছে, কিন্তু অভিমানের তো কোন কারণই নাই। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত কেহই ত কখনো মায়ের অনভিমতে কিছু করেন নাই, করিতেও সমর্থ নহেন, বাবাও নহেন, তবে আর অভিমান হইবে কেন ? তবে মা শ্মশানে কেন ?

মা'র কি ভালমন্দ মেধ্যামেধ্য বোধ নাই ? মা'র কি ঘৃণা পিত্ত নাই ? ভয় ভীতিও নাই ? যাহার ভালমন্দ বোধ থাকে, সে কি এই অপবিত্র ভয়াবহ শ্মশানক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে ? শ্মশানে কি ভাল লোক থাকে ? কখনই না। এই চিতাঙ্গারাস্থি-সমাকীর্ণ, পূতিগন্ধান্বিত ছিন্ন শবাদিনিচিত, অমঙ্গলরবা শিবা শব্দে নিনাদিত শ্মশানে কি ভাল লোক থাকে ? এ দিকে দহ্যমান বসার দুর্গন্ধে নাসাবিবর অবরুদ্ধ হইতেছে, শবধূমে দিঙ্মণ্ডল সমাকুলিত, গলন্মজ্জা-অস্থিসমূহ, ছিন্ন ভিন্ন নাড়ী ভুঁড়ী, এবং কেশ, অক্ষি,নখ, হস্ত, পদ ও মাংসখণ্ডাদি, শকুন, কাক ও শৃগাল, কুকুরাদির দ্বারা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহার দুর্গন্ধে প্রাণ অধীর হইয়া পড়ে। এইরূপ আরো কত ভয়ানক ও বীভৎসিত অবস্থা আছে, তাহা মনে করিতেও রোমাঞ্চ হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে কি ভাল লোক থাকে ? যাহার নাড়ী পিত্ত আছে, সে কি ইহার নিকটে যাইতে পারে ? এখানে থাকে ভূত আর প্রেত, আর থাকে পিশাচ, আর থাকে মুর্দাফরাস ডোম, আর থাকে রাক্ষস এবং শৃগাল শকুনাদি ক্রব্যাদগণ। মা এখানে বাস করে কিরূপে, কিরূপে মা স্থির হইয়া থাকে, কেনই বা এত আনন্দের উপলব্ধি করে !

তবে কি মা ভূত, না প্রেত, না পিশাচ ? ওঃ ! কেবল মাও-তো নহেন ! ঐ দেখ, বাবাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে পাছে পাছে থাকিয়া পাগলের মত নৃত্য করিতেছেন ! তবে কি মা বাবা উভয়েই ভূত, আর প্রেত, না পিশাচ ? না, তাহাওতো বলিবার জো নাই ! শাস্ত্র, যুক্তি, দৃষ্টান্ত এবং পণ্ডিতগণ যে সন্দেহের অবকাশ দিতেছেন না। মূল বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র পর্য্যন্ত সকলেই এক বাক্যে একতানে মা ও বাবাকে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই দেখ ঋগ্বেদ কি বলিতেছেন, অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং। অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাং। তাম্মা দেবাব্যদধুঃ পুরত্রা ভূরিস্থাত্রা ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং। ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং। অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত ! শ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥ অহমেব স্বয়মিদম্বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং॥ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ॥ অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বা উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পরএ না পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব॥ (ঋগ্বেদসং) ভাবার্থ—

অম্ভৃণ ঋষির বাক্‌নাম্নী কন্যাতে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহার মুখের দ্বারা মা বলিতেছেন, "আমি একাদশ রুদ্ররূপে বিচরণ করিতেছি, আমিই সমস্ত বসুরূপে অবস্থিতি করি। আমি বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য হইয়া বিচরণ করি, আমিই সমস্ত দেবগণের আকারে অবস্থিতি করিতেছি। আমিই আত্মারূপে অবস্থিতি করিয়া মিত্র এবং বরুণকে ধারণ করিতেছি, আমিই ইন্দ্র এবং অগ্নিকে ধারণ করিতেছি, আমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। কারণ আমাতেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, আমার সত্তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। যে মায়ার দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, সেই মায়া আমাতেই অবস্থিতি করে (১)। দেবগণের শত্রুনাশক সোমকে আমিই ধারণ করিতেছি, আমিই ত্বষ্টাকে ধারণ করিতেছি, আমিই পূষা এবং ভগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। সোমযজ্ঞের দ্বারা যাহারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করে, তাহাদের সেই যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই দান করিয়া থাকি (২)। আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, আমিই উপাসকগণের ধনাদি ইষ্টফলদাত্রী, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শিনী, উপাস্য দেবগণের মধ্যে আমিই প্রধানা, আমি সর্ব্বরূপে সর্ব্ব দেহে বিরাজ করিতেছি, নিখিল পদার্থের সত্তা বা জীবনরূপেও অবস্থিতি করিতেছি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু করেন, তাহা আমারই আরাধনা করেন (৩)। আমিই সকলের ভোজন শক্তিরূপা এবং ভোজনশক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, আমি দর্শন-শক্তিস্বরূপা এবং দর্শনশক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, আমিই জীবন-শক্তিরূপা এবং জীবনশক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, আমিই শ্রবণ শক্তিরূপা এবং শ্রবণ শক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, অতএব আমার দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকে। যাহারা আমার এইরূপ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, তাহারা সংসারের জন্ম মৃত্যুরূপ ক্লেশের দ্বারা প্রপীড়িত হয়। বহুশ্রুত ! তোমাকে এই দুর্লভ উপদেশ দান করিলাম, তুমি শ্রবণ করিয়া ইহা স্মরণ রাখিও (৪)। দেবগণ এবং মনুষ্যগণ যে তত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই দুর্লভ তত্ত্ব আমি নিজ হইতে তোমাকে বলিলাম। আমি ইচ্ছা করিলে, উপাসককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া থাকি, আমি ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্বও দান করিয়া থাকি, আমি মহাযোগী করিয়া থাকি, আমি তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী করিয়া থাকি(৫)। রুদ্র যে ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা আমারই কার্য্য, আমিই তাহাকে নিহত করার নিমিত্ত, আপন শক্তির দ্বারা রুদ্রের ধনু বিস্তৃত করিয়াছি, সাধু জনের রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া থাকি, আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহিরন্তরে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি (৬)। সর্ব্বভূতের মূল কারণ স্বরূপ এই আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি, আমার পরমাত্মা রূপ হইতে আমি এই আকাশাদিকে প্রকাশ করিয়াছি, আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি, প্রকৃতিরূপেও সমস্ত অণু প্রবিষ্ট হইয়া আছি (৭)। আমি স্বাধীনা, আমার কোন কার্য্য করিতে অন্যের সহায়তার অপেক্ষা নাই, আমি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া, ইহার অন্তর বাহিরে বায়ুর ন্যায় বিরাজ করিতেছি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই নিজ

মহিমার সহিত আমি অধিষ্ঠিতা আছি, কিন্তু আমি স্বয়ং নির্লিপ্তা। আমাতে কোনরূপ অবিদ্যা মালিন্য নাই (৮)।"

কিঞ্চ, "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥ কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরং। সরস্বতীমদিতীং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাং॥ নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্। (ঋক্ সং) অর্থ,—

যাঁহার অঙ্গের বর্ণ অগ্নির বর্ণের ন্যায় সুগাঢ় পীত, যিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিভায় সর্ব্বদা প্রদ্যোতিতা, যাঁহার সমুজ্জ্বল কান্তির দ্বারা দশদিক্ আলোকিত হয়, যথাযথ ফললাভের নিমিত্ত নিখিল বৈদিক, স্মার্ত্ত, ও তান্ত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যিনি সর্ব্বদানবগণ-কর্ত্তৃক উপাসিতা হইতেছেন, আমি এই দুস্তর ভবসাগর সন্তরণের নিমিত্ত, সেই দুর্গা দেবীকে শরণ লইলাম। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কাল যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য সাধন করিতেছে, যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্যা, অথবা ব্রহ্মার আরাধ্যা, যিনি শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারী, বনমালা বিভূষিত, শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ রূপ ধারণে "বৈষ্ণবী" অর্থাৎ বিষ্ণুপত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ষড়াননের জননীরূপে মহেশ গেহিনী, যিনি সরস্বতী রূপে ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গহরা, যিনি অদিতীরূপে কশ্যপের পত্নী হইয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের জননী, সেই পরম মঙ্গলরূপিণী, সর্ব্ব পাবন-পাবনা দক্ষদুহিতা দুর্গা দেবীকে বারম্বার প্রণাম।" 21378

আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "অথ হৈনাং পরমব্রহ্মরূপিণীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি। অব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ভবতি। অশ্রোত্রিয়ো শ্রোত্রিয়ো ভবতি। স সর্ব্বস্মাৎ পাপ্মনা বিমুক্তো ভবতি, বিমুচ্যতে এতদ্বৈতৎ। (অথর্ব্ব বেদ সং) অর্থ, যিনি বহুজন্মের উপার্জ্জিত ভাগ্যবলে এই পরমব্রহ্মরূপিণী দক্ষিণাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অনুভব করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন, সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ হইলেও তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অশ্রোত্রিয় হইলেও তিনি সমস্ত বেদার্থের পারদর্শী এবং নিখিল পাপরাজি হইতে প্রবিযুক্ত হয়েন। কেবল ইহাই নহে, তিনি ভব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

কিঞ্চ, "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং বিভুং ত্রিলোচনং লোকসাক্ষী-স্পরস্তাৎ। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং যদব্যয়ং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ (অথর্ব্ব, ও যজুর কৈবল্যোপনিষৎ) অর্থ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের পরমেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত লোকের সাক্ষিস্বরূপী, জড়াতীত, সর্ব্বভূত নিদান, সনাতন ত্রিলোচন দেবকে উমার সহিত ধ্যান করিয়া মুনিগণ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ ধীরগণ তাঁহাকেই সেই অব্যয় পুরুষ বলিয়া জানেন॥"

এইরূপ সাম ও যজুর্ব্বেদেও অসংখ্যস্থানে মা এবং বাবাকে পরম ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

আবার পৌরাণিকগণ বলিতেছেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততন্তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ। চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ *** বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥" (মার্কণ্ডেয় পুং) অর্থ,—যিনি সর্ব্বপ্রাণীর চৈতন্যরূপিণী, সেই দেবীকে বারম্বার প্রণাম। যিনি যাবৎ প্রাণীর অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে থাকিয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, যিনি সমস্ত জড়ভূতের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগের অত্যদ্ভুত অপরিসংখ্যেয় কার্য্যাবলী সাধন করিতেছেন, যিনি সমস্ত প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণিত করিতেছেন, সেই ব্যাপ্তিরূপিণী দেবীকে ভূয়োভূয় নমস্কার। যিনি চৈতন্যরূপে এই অনন্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়া ত্রিলোকের অণুতা বিদূরিত করিতেছেন, তাঁহাকে ভূয়োভূয় প্রণাম। (ব্রহ্মা বলিতেছেন) মাগো! ও মা! আমি কেমন করিয়া তোমার সমস্ত গুণ ও মহিমাদির বর্ণনা করিব? মা! আমি, বিষ্ণু, এবং সর্ব্বমহেশ্বর শিবও তোমা হইতেই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং তুমি অনাদি, আমরা সাদি, তুমি ব্যাপিকা, আমরা তোমার ব্যাপ্য, অতএব আমরা তোমার মহিমার অন্ত পাওয়ার সম্ভাবনা কি? মাগো! ত্রিলোকের সৃষ্টি, স্থিতি লয়কর্ত্তা হইয়াও আমরাই যদি তোমার গুণের পারে যাইতে অসমর্থ হইলাম, তবে এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে ক্ষমতাবান্ হইবে?

তৎপর অসংখ্য তন্ত্ররাশিও এই মতেরই প্রতিপোষণের নিমিত্ত প্রবাহিত হইয়াছেন। তাঁহারাও বলেন যে, "একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বত্র কথিতং ময়া। উপাধিভাবভেদেন নানাত্বং ভজতে সতী।" (বরদাতন্ত্র ১০প) কালীই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ, একথা আমি সর্ব্বত্র বলিয়া আসিয়াছি। তিনি উপাধিভেদে নানাকার পরিগ্রহ করিয়া নানাভাবে বিরাজ করিতেছেন।

কিঞ্চ, প্রসূতে সংসারং জননী! জগতীং পালয়তি চ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং॥ (কালীর স্বরূপাখ্য) অর্থ, (মহাকাল বলিতেছেন,) মাগো! তুমিই রজোগুণদ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সচরাচর সংসারকে প্রসব করিয়াছ, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা এই ত্রিলোকের রক্ষা করিতেছ, আবার মহাপ্রলয় কালে তমোগুণের আশ্রয় করিয়া তুমিই এই স্থূল ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলকে সংহার করিবে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি সমষ্টি যাবৎ পদার্থই তোমা হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তুমি, সুতরাং তোমাকে আর স্তব করিব কি? তোমার বিষয়ে স্তুতিবাক্যতো কিছুই নাই!"

যাবৎ শাস্ত্রেই মা আর বাবাকে এই রূপে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তুকে কেমন করিয়া ভূত প্রেতের সন্দেহ করিব?

তবে মা আর বাবা শ্মশানে থাকে কেন? শ্মশান এত ভাল বাসে কেন? কৈলাস হইতে আরম্ভ করিয়া তন্নিম্নস্থ সপ্তলোক এবং এই ভূলোকের যাবৎ রমণীয় পরম পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই বীভৎসিত শ্মশানাগারে কেন? কি জানি, কেমন

করিয়া বলিব মা শ্মশানে থাকে কেন। সকল থুয়ে শ্মশান এত ভাল বাসে কেন, তাহা মাই জানে, মাই বলিতে পারে। আর জানে বাবা, আর জানে মায়ের বাবা, মায়ের চৌদ্দপুরুষ। আর কে ও রঙ্গভঙ্গাদি জানিবে, আর বলিবে!

সাধক! তুমি এই সমস্যা পূরণ করিতে পার? অথবা এই রূপ প্রশ্ন তোমার মনে কখনো আসিয়াছে কি? যদি আসিয়া থাকে আর নিজে তাহার উত্তর করিতে না পারিয়া থাক, তবে তুই একজন ক্ষেপার সহিত সম্মিলিত হও, তৎপর চিন্তা করিয়া দেখ মা শ্মশানে থাকে কেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় চিন্তা করার পূর্ব্বে, জগতের ভালমন্দ ও মেধ্যামেধ্যাদি বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করা আবশ্যক মনে করি। নতুবা মায়ের পক্ষে শ্মশান এত ভাল হইল কেন, তাহা বুঝিতে পাইব না।

পবিত্রতা ও অপবিত্রতাদি বিচারে এ জগৎ হইতে দুই প্রকার বিভাগ নিরূপিত হয়। এক বাহ্য পবিত্রতাদি, দ্বিতীয় আন্তরিক পবিত্রতাদি। বাহ্য পবিত্রতাদি বাহ্য আকার প্রকার ও বাহ্য ক্রিয়াদিঘটিত। আর আন্তরিক পবিত্রতাদি আন্তরিক আকার প্রকার ক্রিয়াদিঘটিত। বাহ্য আকারাদিব দ্বারা সকল বস্তু বিষয়েই এক এক প্রকার অনুকূল বা প্রতিকূল বোধ জন্মিয়া থাকে, তদ্দারা বস্তুর বাহ্য পবিত্রতাদি বুঝিতে হয়। আন্তরিক ক্রিয়াদির দ্বারা যে অনুকূল প্রতিকূল বোধ জন্মে, তদ্দারা আন্তরিক পবিত্রতাদি প্রতিপন্ন হয়। যে বস্তু বাহ্য আকার প্রকারে হৃদয়ের অনুকূলবেদ্য, তাহা বাহ্য পবিত্র বা ভাল। আর যাহা প্রতিকূল বেদনীয়, তাহা বাহ্য অপবিত্র বা মন্দ। যে বস্তু আন্তরিক আকার প্রকাবাদির দ্বারা অনুকূল বেদনীয়, তাহা আন্তরিক পবিত্র বা ভাল। আর যাহা প্রতিকূলবেদনীয়, তাহা আন্তরিক অপবিত্র বা মন্দ।

এই নিয়মে কোন বস্তু কেবলই পবিত্র, অথবা কেবল অপবিত্রও হইতে পাবে। আবার কোন বস্তু পবিত্রতা ও অপবিত্রতা উভয় মিশ্রিত হইবে। যে বস্তু বাহ্য এবং আন্তরিক উভয় রূপেই পবিত্র বা অপবিত্র, তাহা কেবল পবিত্র, অথবা অপবিত্রের মধ্যে পতিত হইবে। যাহা বাহ্য পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক অপবিত্র, তাহা, কিম্বা বাহ্য অপবিত্র আন্তরিক পবিত্র তাহা পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এই উভয় মিশ্রিত হইল। সদ্যোজাত গব্য ঘৃত, গব্য দুগ্ধ, এবং গঙ্গোদকাদি দ্রব্য কেবলই পবিত্র। উহা বাহ্যতায়ও পবিত্র, অন্তরেও পবিত্র। মনুষ্যের মল মূত্রাদি উভয়থা অপবিত্র, সুতরাং কেবলই অপবিত্র। পলাণ্ডু, লশুন, ছত্রাকু, গৃঞ্জন, ও নিষিদ্ধ মৎস্য মাংসাদি বাহ্যতায় পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক অপবিত্র। হিলমোচী, গান্ধালী প্রভৃতি শাক শবুজী আন্তরিক পবিত্র, কিন্তু বাহ্যতায় অপবিত্র। গোময় গোমূত্র প্রভৃতি বাহ্যতায় অপবিত্র, কিন্তু আন্তরিক পবিত্র। উহার আন্তরিক ক্রিয়া শারীরিক এবং মানসিক নিতান্তই অনুকূল।

আতর, গোলাপ জল প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য বাহ্যতায় পবিত্র, কিন্তু অন্তরে নিতান্তই অপবিত্র। কারণ উহা ঘোরতর রজোগুণজ বস্তু। উহার আন্তরিক ক্রিয়ার দ্বারা মানবের অভ্যন্তরে নিতান্ত অশুভ ঘটিয়া থাকে। উহার দ্বারা ভোগ স্পৃহাদি বৃদ্ধি হয়, কামাদি পাশব বৃত্তির উদ্দীপনা হয়। ধূপ গুগ্গুলু প্রভৃতি আন্তরিক পবিত্র বস্তু। উহার আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ের ভক্তি প্রেমাদি সাত্ত্বিকী বৃত্তির উদ্দীপনা হয়। বকুল, পাঠল, মাধবী, মালতী, জাতী, জুতী, কণ্টকী-চম্পকাদি পুষ্প গুলি বাহ্য পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক নিতান্ত অপবিত্র। ঐ সকল পুষ্পের আঘ্রাণাদির দ্বারা চিত্তের আভোগ বৃদ্ধি এবং পাশব প্রবৃত্তির পরিদীপনা দর্শনই ইহার অখণ্ড প্রমাণ। জবা, করবীর, দ্রোণ ও অপরাজিতা আন্তরিক পবিত্র। বাহ্যে উহার পবিত্রতা, বা অপবিত্রতা কিছুই নাই। নাগকেশর, কনক, চম্পক, গন্ধরাজ ও ধুস্তুরাদি পুষ্প উভয়থা পবিত্র। উহাদের ঘ্রাণাদি অন্তর বাহির উভয়ত্রই অনুকূল বেদনীয়। জাতি, যূতী, মাধবী প্রভৃতি রচিত কুঞ্জাদি বাহ্য পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক অপবিত্র। তুলসী কানন, ধাত্রী কানন এবং বিল্ব কাননাদি আন্তরিক পবিত্র। ভোগানুরাগী আর বিরাগীর প্রিয়তা আর অপ্রিয়তাই এতদুভয়ের জলন্ত প্রমাণ। যাহা ভোগানুরাগী-প্রিয়, তাহাই রজ আর তমোমূলক দ্রব্য, তাহাই বাহ্য পবিত্র, আন্তরিক অপবিত্র। আর যাহা বিরাগীব প্রিয়, তাহাই সত্ত্বগুণ-মূলক, এবং আন্তরিক পবিত্র। হারমোনিয়ম, বেহালা, সেতারা, মন্দিরা, বেণু, তবল, আর খোল, (অনেক পরিমাণে) এই সকল বাদ্য বাহ্যে পবিত্র আন্তরিক অপবিত্র। আর করতাল, মৃদঙ্গ, শিঙ্গা, ডমরু, শঙ্খ, কাঁশী, ঘণ্টা, ঘড়ী, ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্য আন্তরিক পবিত্র। বাহ্য পবিত্র কুসুমামোদে আমোদিত, বাহ্য পবিত্র বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত, বিচিত্র শয্যাসনাদি সাধিত মনোহর পর্য্যঙ্কাদি সুসজ্জিত রমণীয় দ্বিতল, ত্রিতল প্রাসাদ মালায় পরিপূর্ণ সৌধভবন বাহ্য পবিত্র কিন্তু আন্তরিক নিতান্ত অপবিত্র। কারণ ঐরূপ স্থানে গেলে ঘোরতর ভোগ স্পৃহা ও নানাবিধ পশুভাবের সন্দীপন হয়, এ জন্যই উহা তাদৃশ প্রকৃতি সম্পন্ন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর বিবিক্ত নদী তীর, মধ্য মাঠের চতুষ্পথ, রাজস তামস বৃক্ষ লতাদি পরিশূন্য বিজন অরণ্য, ছাড়া বাড়ী, এইরূপ সকল স্থান বাহ্যে অপবিত্র হইলেও অন্তরে পরম পবিত্র। এখানে গেলে রাজসাদি পাশবভাব এক বারেই বিদূরিত হয়, এবং বৈরাগ্যাদি সত্ত্বভাব সমুদিত হয়।

এই যে দেখিতেছ মহাভয়াবহ মহাশ্মশান, আন্তরিক দর্শনে উহা পরম পবিত্র ধাম। উহাব তুল্য সর্ব্বপাবন মহাতীর্থ ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ। শ্মশান বাহ্যে অপবিত্র বটে, কিন্তু আন্তরিক পবিত্রতায় উহা সর্ব্ব পাবন পাবন। ঐ মহাক্ষেত্রে উপস্থিত হইবা মাত্র মহানরক সদৃশ হৃদয়ও অগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় সুপরিষ্কৃত হয়। শ্মশানে গেলে ছাগলের ন্যায় কামাতুব শিহ্লনাচার্য্যের ন্যায় কাম পরিশূন্য হয়। ধনাভিমান ও পদাভিমানেব পর্ব্বত ঐখানে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়। রূপ যৌবনের সুদারুণ অহঙ্কার-স্তূপ ঐ থানে যাইবামাত্র ভস্মসাৎ হয়। ঘোরতর বিষয়ামিষ-পিপাসা একবারে প্রশান্ত হইয়া যায়। বিষয়োন্মত্ত ব্যক্তিগণেরও পরম বৈরাগ্য বিকসিত হয়। যে মনুষ্য-পশুর এজন্মে কখনো বিবেকের সহিত পরিচয় নাই, তাহারো নির্ম্মল বিবেকোদয় হয়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ পামরেরও রূপ, যৌবন, দেহ ধনাদির পরিণাম স্মরণ হইয়া শেষের এক মাত্র শরণ্য সেই

জগন্মাতার স্মরণ লইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অধিক কি, একমাত্র শ্মশানই পরম শান্তির নিকেতন, সর্ব্ব পাপ বিমোচন, পরম শুভাবহ পবিত্র ধাম। পৃথিবীর যাবৎ পুণ্য ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া যেরূপ পবিত্রতা লাভ করা যায় না, ক্ষণ মাত্র শ্মশান সঙ্গে অপ্রার্থিত ও অলক্ষিত রূপে তাহা করস্থ হয়। গঙ্গা যমুনাদি সমস্ত সলিলময় তীর্থে আজন্ম অবগাহন করিয়া যে ফলের লাভ করা যায় না, শ্মশান ধাম স্পর্শ মাত্রে সেই ফল উপনীত করে। যাবজ্জন্ম সাধু সেবা করিয়া যে ফল লাভের আশা করা যায় না। শ্মশান ধাম দর্শন মাত্রে সেই ফলে উপনীত করে। যাবজ্জীবন দেব সেবা করিয়া যে ফল প্রাপ্তি ভাগ্যে ফলিয়া উঠে না, শ্মশান একবার দর্শন মাত্রে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব শ্মশান সদৃশ পবিত্র ধাম ত্রিভুবনেই দুর্ল্লভ। সাধক! এখন বল দেখি মা কোথায়, থাকিবেন, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থান মা এবং বাবার থাকার যোগ্য?

আবার আর একটি কথাও শুন। এই যে বাহ্য এবং আন্তরিক পবিত্রতা অপবিত্রতাদি প্রদর্শিত হইল, ইহা কেবল জড় বস্তুর পক্ষেই নহে, প্রাণিরাজ্যেও এই উভয়বিধ পবিত্রতা ও অপবিত্রতা আছে। পবিত্রতা অপবিত্রতার এই বাহ্যাভ্যন্তর-বিভাগ জড় চেতন সাধারণ জানিবে।

বাহ্য আকার প্রকারাদি যাহাদের অনুকূল বেদনীয়, অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, তাহারা অন্তরে নরককীট হইলেও বাহ্য পবিত্র। আর আন্তরিক আকার প্রকারাদি যাঁহাদের অনুকূল বেদনীয় বা পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা বাহ্যে অপবিত্র হইলেও আন্তরিক পবিত্র। কিন্তু যাঁহাদের উভয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, অথবা অনুকূল বেদনীয়, তাঁহারা উভয়থা পবিত্র।

এই ত্রিবিধ পবিত্রাপবিত্র আত্মার সহিত ত্রিবিধ পবিত্রাপবিত্র দ্রব্যের সমসামঞ্জস্য আছে। যাহারা বাহ্য পবিত্র আত্মা, তাহারা আন্তরিক পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কোন সম্পর্ক রাখে না, কেবল বাহ্য পবিত্রতা অপবিত্রতার সঙ্গেই তাহাদের সম্বন্ধ। যে বস্তু বাহ্যে পবিত্র, তাহা অন্তরে তীক্ষ্ণতর নরকাকার হইলেও বাহ্য পবিত্র আত্মার প্রীতিকর হয়। কিন্তু অন্তরে অতীব সুপবিত্র হইলেও বাহ্যে অপবিত্র বস্তু উহাদের প্রিয় হইতে পারে না। তবে বাহ্য পবিত্রতা ঠিক থাকিয়া যদি অন্তরেও পবিত্রই হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এ নিয়মে জানা গেল যে, বকুল, মালতী, যূতা, জাতী প্রভৃতি পুষ্প, জাতী, যূতী রচিত কুঞ্জাদি এবং তাদৃশ তরু লতায় পরিবেষ্টিত মনোহর পর্য্যঙ্কাদি-পরিসারিত বিচিত্র অট্টালিকা, আর হারমোনিয়ম ও সেতার বেহালাদির বাদ্য এবং আতর গোলাপাদির গন্ধ ইত্যাদি বাহ্য পবিত্র বিষয়গুলি কেবলমাত্র বাহ্য পবিত্র-আত্মারই প্রিয়তর হইবে, কিন্তু অন্তঃপবিত্র ব্যক্তির নহে।

যাঁহারা অন্তঃপবিত্র-আত্মা, তাঁহাদের পক্ষে অন্তঃপবিত্র বিষয়-জাতই বিশেষ প্রীতিকর হইবে। তাহা বাহ্যতায় অতি ঘৃণিত হইলেও অন্তঃপবিত্র ব্যক্তির অতি আদরের বস্তু। তৎপর যদি উভয়থাই পবিত্র হয়, তাহাতেও কোন বাধা নাই। ইহার দ্বারা জানা গেল যে, জবা, অপরাজিতা, দ্রোণ, করবীর ও নাগকেশরাদি কুসুম, তুলসী, বিল্বাদির কানন, করতাল, ডমরু প্রভৃতির বাদ্য, ধূপ গুগ্গুল প্রভৃতির গন্ধ এবং মহাশ্মশানাদি স্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তঃপবিত্র আত্মার প্রিয়তম বস্তু।

এখন মাকে ইহার কোন্ শ্রেণীর আত্মা বলিতে চাও? যে সকল আত্মা অন্তরে অপবিত্র, কিন্তু বাহ্য পবিত্র, তাহা ক্রিমি কীটের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই না। আর যাঁহারা বাহ্য পবিত্রতা অপবিত্রতার কোন ধার না ধারিয়া সতত অন্তঃপবিত্র তাঁহারাই দেবদুর্লভ আত্মা। অন্তঃপবিত্র ব্যক্তির নিকট যখন বাহ্য পবিত্রতাদি একবারেই অলক্ষিত বিষয়, তখন তাঁহাদের নিকট উভয় পবিত্র বস্তু আর কেবল অন্তঃপবিত্র বস্তু, এই দুয়ের কিছু পার্থক্য বোধ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে উভয় পবিত্র অপেক্ষায় অন্তঃপবিত্রই শ্রেষ্ঠতর। কারণ, প্রকৃত অন্তঃপবিত্র আত্মার মোটে বাহ্য সংজ্ঞাই থাকিতে পারে না, সুতরাং বাহ্য পবিত্রতা তাঁহারা কিরূপে রক্ষা করিবেন? যতক্ষণ সম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ বাহ্য দৃষ্টিও কিছু কিছু থাকে, ততক্ষণই আত্মার উভয়ের পবিত্রতা হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির চরমাবস্থায় নহে, অতএব অন্তঃপবিত্রতার শেষাবস্থায়ও নহে। সুতরাং উভয় পবিত্র অপেক্ষায় কেবল অন্তঃপবিত্র আত্মা অধিকতর পূজনীয়।

মা ও বাবা, কিন্তু বেদ পুরাণাদির দ্বারা আত্মার আত্মা পরমাত্মারূপে নিরূপিত হইয়াছেন, যাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মায়ের বাহ্য আর অভ্যন্তর এই দুই নাই। মা কেবলই অন্তরাত্মরূপিণী, অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মময়ী। যাহা সর্ব্ব জীবের অন্তরের অন্তর, তাহাই মা। মা কেবলই অন্তররূপিণী। তাঁহার বাহ্যরূপ নাই, বাহ্য জড়দেহ নাই, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতে রচিত জড় দেহ নাই। মায়ের দেহ ইচ্ছাময়, সুতরাং তাহাতে হস্ত পদাদি থাকিলেও অন্তর বাহির নাই। তাই কেবলই অন্তর। অতএব মা বাহ্য পবিত্রতা অপবিত্রতার কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখে না। বাহ্যে নরকাকার হইলেও মায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আবার পরম স্বর্গীয় বস্তু হইলেও কোন সংস্রব নাই। সংস্রব আছে অন্তঃপবিত্রতাদির সহিত। যাহা অন্তরে অপবিত্র তাহা বাহ্যে পরম পবিত্র হইলেও মায়ের ঘৃণার্হ হইবে। আর যাহা অন্তরে পবিত্র, তাহা বাহ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, কিন্তু মায়ের পরম প্রীতিকর হইবে। অন্তর বাহির উভয়থা পবিত্র আর কেবল অন্তঃপবিত্র এতদুভয়ের মধ্যেও মায়ের দৃষ্টিতে কোন ইতর বিশেষ নাই। কারণ মায়ের বাহির পদার্থই আদৌ নাই, এ কথা বলা হইয়াছে। অতএব অন্তঃপবিত্র আর উভয়থা পবিত্র এই দুইই মায়ের সমান প্রীতি-বন্ধন। ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

এখন বল দেখি, মা ও বাবা কোথায় থাকিবেন, কোন্ ফুলে সাজিবেন, কোন্ বাদ্য শুনিবেন, এবং কিরূপ ঘ্রাণে পরিতৃপ্তা হইবেন? মাকি এই অন্তনরক বাহ্য পবিত্র বিচিত্র অট্টালিকায় থাকিবেন, অথবা ঐ বাহ্যে অপবিত্র অন্তরে পরম পবিত্র সর্ব্ব পাবন পাবন-দেবারাধ্য মহাপুণ্য ক্ষেত্র মহাশ্মশানেই থাকিবেন? অথবা এই অন্তরে অপবিত্র বকুলাদি কুসুম, আতর গোলাপের গন্ধ, জাতী যূতীর উদ্যান, সেতারাদির বাদ্যই মায়ের প্রীতিকর হইবে? কিম্বা, অন্তঃপবিত্র ঐ জবা করবীরাদি

কুসুম, ধূপাদির ঘ্রাণ, বিল্বাদির উদ্যান, এবং করতাল ঢক্কাদির বাদ্যই মায়ের প্রিয়তম হইবে ? ঐ দেখ, হৃদয়বান্ সাহসী সাধক উর্দ্ধ বাহু হইয়া বলিতেছেন "মা শ্মশানে থাকিবেন ;—মা শ্মশানে থাকিবেন"—"জবাদি কুসুম, বিল্বাদি কানন, ধূপাদির ঘ্রাণ এবং ঢক্কাদি বাদ্যই মায়ের প্রীতিকর হইবে। মা কমলা, কেবল বাহ্য পবিত্র নরকসদৃশ অট্টালিকাদি প্রীতিকর মনে করিবেন না—মা শ্মশানে থাকিবেন, শ্মশানে থাকিবেন" এখন এই মহা বাক্যের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছ, অতএব ইহা শিরোধার্য্য কর।

এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, "শ্মশানং শূন্যমাগারং বিজনঞ্চ চতুষ্পথং। তথারণ্যং নদীতীরং জগন্মাতুরুপাশ্রয়ঃ॥" এবং "কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাৎ ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ। করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ভুবনসুন্দরী। জবা সাক্ষাদ্ভগবতী সর্ব্ববিশ্বস্বরূপিণী॥ যে সাধকা জগন্মাতবর্চ্চয়ন্তি শিবপ্রিয়াম্। এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি! তে শিবেন সমা ধ্রুবম্॥" এবং কিংশুকৈস্তগরৈশ্চৈব তথা কনকচম্পকৈঃ।" ইত্যাদি।

আরো তিনটি কারণে মা আর বাবা শ্মশানালয়ে অবস্থিতি করেন। ১ম,—মা আর বাবা ষড়্‌বিকাররহিত আত্মারাম-পদার্থ। ষড়্‌ভাবরহিতা নিত্যা।" অতএব বিকারী বস্তু মায়ের প্রীতিকর হইতে পারে না। মৃগতৃষ্ণাস্বরূপ মিথ্যাবিষয়জাল মায়ের আনন্দজনক হইতে পারে না। "নহি বাত্মারামং বিষয় মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি।" এজন্য মিথ্যা, বিকারী, বিষয়ামোদ পরিশূন্য মহাশ্মশানই মা ও বাবার অধিষ্ঠান ভূমি।

(অন্তর্জগতেও সেই ষড়্‌বিকার রহিত ব্রহ্মরন্ধ্রের পরম ধাম মায়ের বসতিস্থান। আবার লৌকিক রাজ্যেও সত্যলোকের অতীত সেই নির্ব্বিকার কৈলাস ধামে মায়ের বসতি !

"অথ হৈনাং পরম ব্রহ্মরূপিণীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি।" "কৈলাসবাসিনী কালী কৈলাসামোদকপ্রিয়া।" এইরূপ যোগিগণের হৃদয়ধাম প্রভৃতি নির্ব্বিকার স্থানমাত্রেই মা আর বাবার বসিবার স্থান।

দ্বিতীয়ঃ—সৃষ্টির আদিতেও কেবল মাত্র মা আর বাবাই ছিলেন, সর্ব্ব সংহারের পরেও মা আর বাবাই থাকিবেন। "সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেবাসীস্ত্বমেবান্তেঽবশিষ্যসে" পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা।" এই কথা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত মা সর্ব্বান্তভূমি মহাশ্মশানে অবস্থিতি করেন। অপিচ, যখন জীবনাবসান হইবে, যখন এই রূপ যৌবনের অভিমানের খনি তোমার এই তনু খানি ভস্মীভূত হইবে, তখন আর কেহই থাকিবে না, এই পরম প্রেয়সী রমণী তোমার সঙ্গে যাইবেন না, তনয় তনয়া সহোদর সহোদরাগণও সুদূরে অদৃশ্য হইয়া রহিবে, ধন, সম্পদ্, অট্টালিকাদিও সঙ্গী হইবে না, শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভুত্বাদি দেহের সঙ্গেই ভস্মরাশি হইবে, আর কিছুই থাকিবে না, কেহই যাইবে না। তোমার প্রতি ফিরিয়া চাইতে, তোমাকে "আমার" বলিতে তোমার দুঃখে দুঃখী হইতে আর কেহই থাকিবে না, একমাত্র মাই তখন অবস্থিতি করিবেন। ভীষণাকার প্রেতরাজের অনুচরগণ আসিয়া যখন তোমার শেষশয়নের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইবে, করে করমর্দ্দ শত দণ্ড কড়মড়া সহিতে বিঘূর্ণিত রক্তনেত্রে সেই ভৈরব দেহে যখন তোমার প্রতি ভীষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবে, যখন শ্লেষ্মার বিক্ষোভে তোমার সমস্ত অবয়ব অবসন্ন হইবে, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইয়া আসিবে, আরক্ত ও স্ফুটিত নেত্রদ্বয় স্পন্দরহিত হইবে, বাগিন্দ্রিয় মগ্ন হইয়া যাইবে, কর, চরণ শিথিল হইয়া পড়িবে, তখন কে তোমার সহায়তা করিবে ! কে তোমাকে পরিত্রাণ করিবে ! যদি অন্তরে অন্তরে প্রাণপণে ডাকিতে পার, তবে একমাত্র শমনবারিণী মাই তখন সেই অভয় প্রদ করপল্লব উত্তোলন করিয়া "মা ভৈঃ" "মা ভৈঃ" বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবেন। শ্লেষ্মার তরঙ্গে তোমার সমস্ত অবয়বশক্তি, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ডুবিয়া গেলে তোমাকে এ দেহ হইতে নিষ্কর্ষণের নিমিত্ত যখন সেই অতিঘোরা উৎক্রান্তিদা শক্তির দ্বারা আপাদমস্তক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাঘাতে ভগ্ন করিতে থাকিবে, যখন সেই নিদারুণ যন্ত্রণার বিবরণ বান্ধবগণে নিবেদনের নিমিত্ত প্রাণান্ত চেষ্টাও বিফল হইতে থাকিবে, যখন এক এক বার মুখ ব্যাদান করিয়াও বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পাইবে না, বান্ধবের আশ্রয়ের নিমিত্ত ঈষৎ প্রসারিত না হইতেই বাহুদ্বয় পড়িয়া যাইতে থাকিবে, যখন স্ফুটিত নয়নদ্বয়ের সম্মুখে প্রথমে ধূমাদিক্রমে অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে, যখন অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে থাকিবে, তখন আর কেহই সাহায্য করিতে পারিবে না, তখন প্রাণে প্রাণে ডাকিতে পারিলে কেবলমাত্র মাই তোমার পরিত্রাণের ভরসা, মায়ের নামশ্রবণমাত্রেই যমদূতগণ দেশান্তরিত হয়। তীব্র নিষ্পেষণের উৎপীড়নে যখন তুমি অস্থিমজ্জাদিরহিত জড়বৎ সূক্ষ্ম দেহ লইয়া এ দেহ ছাড়িয়া পলাইতে থাকিবে, আর অমনি রোমাঞ্চ প্রেতপুরুষগণ তোমাকে পশুমারবৎ লইয়া যাইতে থাকিবে, তখন আর কেহই জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহই থাকিবে না, থাকিবেন কেবল মা। উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া ক্রন্দন করিলে, "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া মাই তখন সম্মুখীনা হইবেন। প্রেতরাজ্যে যাইতে যাইতে অনতিদূরবর্ত্তী কুম্ভীপাকাদি নরকের সেই প্রাণনাশক পূতিগন্ধ আসিয়া যখন তোমার পঞ্চ প্রাণ আতঙ্কিত করিবে, আগ্নেয় নরকের জ্বালা-মালা আসিয়া, যখন তোমার হৃদয় শুষ্ক করিতে থাকিবে, নারকীগণের ভয়াবহ আর্ত্ত নিনাদ তোমার শ্রবণ স্পর্শ করিয়া যখন কম্পনাপন্ন করিবে, তখন চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, তখন স্ত্রীও নাই, পুত্রও নাই, পিতাও নাই, মাতাও নাই, ভ্রাতাও নাই, [illegible] সম্বন্ধী বন্ধু বান্ধব কেহই তোমার অভয় দানের নিমিত্ত উপস্থিত হইবে না, প্রাণপনে ডাকিতে পারিলে, সেই যমভয়-বারিণী মহানরক তারিণী, সর্ব্বদুঃখনাশিনী, পরব্রহ্মস্বরূপিণী, একমাত্র আনন্দময়ী মাকেই তখন সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিবে। এই উপদেশ প্রকাশের নিমিত্ত, মা মহাশ্মশানে বাস করিতেছেন।

তৃতীয়।—মা আর বাবাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্ত্তা। শিব দুর্গা হইতেই ত্রিলোকের সৃষ্টি, তাঁহা হইতেই পরিপালিত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার দ্বারাই সংহার প্রাপ্ত হইয়া প্রবিলীন হইবে। এজন্য যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই মা বাবার শক্তির আবির্ভাব থাকিবে, এবং পালন আর সংহার স্থানেও বিশেষরূপে অধিষ্ঠান থাকিবে। তাই দেখ, সর্ব্বপ্রাণীর পিতা মাতার দেহে শিব দুর্গা বাস করিতেছেন "স্ত্রিয়ঃ

সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ"। "পুমান্ পুমাশ্চ" (চণ্ডী ও শ্রুতি) এই জন্য সধবা ও কুমারীতে মায়ের, এবং বালক ও পুরুষে বাবার পূজা হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণরক্ষার নিদান ধান্যাদি শস্যও শিবদুর্গার বসতিস্থান। "লক্ষ্মিত্বং ধান্যরূপেণ" (পুরাণ) এজন্যই শ্রীদুর্গোৎসবাদিতে ধান্যাদির উপরে মায়ের অর্চ্চনা করে। অবশেষে এই সর্ব্বসংহারভূমি মহা শ্মশানও মা আর বাবার অধিষ্ঠানের স্থান। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়স্থানে শিবদুর্গা বিরাজ করিতেছেন।

এখন জিজ্ঞাসিতে পার যে, যে শ্মশানে ব্রহ্মময়ী মা এবং সদাশিব বাস করিতেছেন, সেখানে আবার প্রেত পিশাচ বসতি করে কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রেত ও পিশাচগণ শ্মশানে অবস্থিতি করে, যদি ইহা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তাহা হইলেও মা বাবার সহিত উহাদের কোন সম্পর্কই নাই, দেখা সাক্ষাৎও নাই। প্রেত পিশাচগণ শ্মশানের যে স্তর অধিকার করিয়া থাকে, তাহা মা বাবার বসতি স্তর নহে। মায়ের বসতি রাজ্য কখনো প্রেতগণ দেখিতেও পায় না। প্রেতগণ বাহ্যাভ্যন্তর উভয়থা অপবিত্র প্রাণী। উহারা শ্মশানের সেই অপবিত্র বাহ্য ভূতে রচিত বাহ্য স্তর অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে। বাহ্য স্তরের অভ্যন্তরবর্ত্তী যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম রাজ্য আছে, তাহা কখনো প্রেত পিশাচের দৃষ্টিগোচরও হয় না। মা, বাবা, বাহ্যভূত রাজ্যের অতীত বস্তু, থাকেনও বাহ্যভূতের অতীত সেই সূক্ষ্ম রাজ্যে, সুতরাং ভূত প্রেত তাঁহাকে কি প্রকারে সন্দর্শন করিবে?

ভাবিয়া দেখ, আমরা এই পার্থিব রাজ্যে বাস করিতেছি, কিন্তু মা এবং বাবাও যে এখানে নাই, তাহা বুঝিও না। মা সত্তা বা চিদ্রূপে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমানা রহিয়াছেন। মা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুর অন্তর বাহিরেও ওত প্রোত রূপে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আমরা যেখানে আছি এখানেও মা আছেন। শ্মশান কেবল মায়ের বিশেষ আবির্ভাবস্থান বলিয়াই এত কথা হইতেছে, নতুবা মা অন্তর্নিহিতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন না, এমত কোন স্থান ত্রিভুবনের মধ্যেও ঘটিবে না। তবে বল দেখি এখানে আমরা মাকে এবং বাবাকে দেখিতে পাইনা কেন? যে কারণে একস্থানে থাকিয়াও আমরা মাকে দেখিতেছি না, ঠিক সেই কারণেই ভূতপ্রেতগণ মাকে দর্শন করিতে পাবে না, কোন তত্ত্বও রাখে না। আমরা বহিরাজ্যের প্রাণী, জড়জগতের স্থূল জড়স্তরে বাস করিতেছি, মা অধ্যাত্মতত্ত্বরূপিণী, সর্ব্বান্তর্নিবাসিনী। তিনি ইহার অন্তঃস্তরে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে সন্দর্শন করিব? প্রেতপিশাচগণও সেইরূপ জড় রাজ্যে থাকিয়া মাকে দেখিবে কিরূপে? তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব ভূত প্রেতের সহিত মায়ের কোনই সংস্রব নাই।

সাধকগণ শ্মশানে গিয়া মায়ের রাজ্যে উপনীত হওয়ার বাসনায় অনুরূপ চেষ্টা করিতে করিতে এই অতিস্থূল আমাদের জড় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন ইহা অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর প্রেতরাজ্যে উপস্থিত হয়েন, তখন ভূতপ্রেত দর্শন এবং তাহাদের কুস্বভাবজনিত উৎপীড়ন অনুভব করিয়া থাকেন। যে সাধক মায়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, তিনি ঐ রাজ্যকে এই পার্থিব অতিস্থূলরাজ্য অপেক্ষায় একটু অন্যরূপ দেখিয়া উহাকেই মায়ের রাজ্য মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাই যদি দুর্ভাগ্যবশাৎ আর অধিক উন্নতস্তরে উঠিতে না পারেন, তবে মাকে এবং বাবাকে ভূতপ্রেত সহচারিণী বা সহচারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। জাগ্রত হইয়া অন্যকেও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন।

বাস্তবিক বাবার ও মায়ের বিভূতিপ্রসূত ভূত ও যোগিনী নামে এক প্রকার মহোন্নত আত্মা সমূহ আছেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও আরাধ্য বস্তু। কোন কোন যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই জন্য শাস্ত্রের কোন স্থানে বাবাকে ভূতপতি, এবং মাকে যোগিনী-কোটি-পরিবৃতা বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই ভূত আর যোগিনী, প্রকৃত ভূত বা যোগিনী নহেন। তাঁহারা প্রকৃত ভূত প্রেতের অদৃশ্য বস্তু। তাঁহারা এই ভূতপ্রেতের অধিবাস স্থূলজড়স্তরের অধিবাসী নহেন। প্রমাণ যথা, "নিশ্বাসান্ মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা। তএব সদ্যঃ সম্ভূতাগণাঃ শত সহস্রশঃ যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ॥ (চণ্ডী) ফলকথা, শ্রীরামের অনুচর হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ যেমন বানরাকারধারী হইলেও এই মর্কট বা হনু বানর নহেন। সেইরূপ, মা ও বাবার বিভূতিরূপ যে সকল গণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ভূতপ্রেত নহেন।

এখন আর একটি কথা বলিয়াই প্রস্তাবের শেষ করিব। প্রকৃত বিষয়ের উপরে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মা যদি শ্মশানেই থাকিবেন, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট পুষ্পাদিই মায়ের প্রিয়তর হইল, তবে শ্মশান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে তাঁহার পূজা করা হয় কিরূপে? এবং মালতী যূথী প্রভৃতি পুষ্পাদির দ্বারাই বা তাঁহার অর্চ্চনা কি প্রকারে হয়?

ভরসা করি অতি সহজেই আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইব। সত্য বটে মা শ্মশান বাসিনী। কিন্তু সাধক যত ক্ষণ কেবল বাহ্য পবিত্র এবং অন্তরে অপবিত্র থাকিবেন, ততক্ষণ সেই বাহ্যতায় অপবিত্র শ্মশানে সে কিপ্রকারে যাইবে? শ্মশানের নাম শ্রবণ মাত্রই যে তাহার ভয় ও ঘৃণাদির সঞ্চার হইবে! তবে সে শ্মশানে গিয়া উপাসনা করিবে কিরূপে? অতএব নিজে যতক্ষণ বাহ্য পবিত্র এবং অন্তরে অপবিত্র থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে সেই পূর্ব্বোক্ত বাহ্য পবিত্র স্থান এবং বাহ্য পবিত্র উপহারাদির দ্বারাই মায়ের পূজা করিতে হইবে। পরে যখন অন্তঃ পবিত্রতা জন্মিবে, তখন সেই অন্তঃ পবিত্র শ্মশানাদি স্থানে গিয়া অন্তঃ পবিত্র উপহারাদির দ্বারা মায়ের আরাধনা করিবে। ব্যবহারও তাহাই আছে। এজন্যই, বাহ্য পবিত্র স্থান এবং বাহ্য পবিত্র উপহারাদি মায়ের উপাসনায় শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে। আমরা সকলেই বাহ্য পবিত্রাবস্থার লোক। অতএব আমাদিগের কদাপি মহাশ্মশানাদিতে যাইবার অধিকার নাই। আমাদিগকে এই বাহ্য পবিত্র স্থানাদি সহায় করিয়াই মায়ের সাধন করিতে হইবে। মা যখন সত্তা বা চৈতন্যরূপে সর্ব্ব ব্যাপক বস্তু, তখন আমাদের নিরাশ্বাস হওয়ারও কোন কারণ নাই। শ্মশান কেবল মায়ের বিশেষ আবির্ভাব স্থান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অত-

এব তোমরা ঘরে বসিয়া মায়ের সেবা করিবে, আর অন্তঃপবিত্র যোগিগণ শ্মশানারোহণ করিয়া মায়ের চিন্তা করিবেন। যেহেতু মা শ্মশানবাসিনী। এখন বুঝিলাম, কি জন্য মা শ্মশান নিবাসে, আর কি জন্য মা শ্মশান ভাল বাসে। ইতি।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

বিধবা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্ণয়।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছেদপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, এই প্রকার ব্রহ্মচারিণী রমণী পুত্রহীনা হইলেও ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

স—সং ৫।১৬০।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াং পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

পতির মরণান্তর সাধ্বী স্ত্রী বিশুদ্ধ পুষ্প, ফল ও মূলাদির দ্বারা দেহ ধারণ করিবেন, কিন্তু কদাচ কামপরবশ হইয়া অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবেন না।

স—সং ১।১৫৭।

আসিতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রতচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥

যে স্ত্রী একপত্নীগণের (পতিব্রতার) পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পতির মৃত্যুর অনন্তর ক্ষমান্বিতা হইয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন।

ঐ ১৫৮।

সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মদ্যৈঃ স্বাদুসুবাসুরৈঃ।
বস্ত্রৈর্ম্মনোহরৈর্ম্মাল্যৈঃ কামঃ স্ত্রীষু বিজৃম্ভতে॥

মাংস প্রভৃতি স্নিগ্ধ ভোজনীয় দ্রব্য, নানাবিধ মদ্য, সুন্দর বস্ত্র ও মনোহর মাল্যদ্বারা স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, সুতরাং বিধবা স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত বস্তু বর্জ্জন করিবে।

দ্বির্ভোজনং পরান্নঞ্চ মৈথুনামিষভূষণং।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ॥

দুইবার আহার, পরান্নভক্ষণ, মৈথুন, মৎস্যাদি আমিষভোজন, ভূষণপরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, ও রক্তবস্ত্রপরিধান এই সমস্ত কার্য্য বিধবা রমণী বর্জ্জন করিবেন।

স—নি-ত ১১।৫৬।

নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈর্গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎকালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাস্থিতা॥

বিধবা রমণী সুগন্ধি তৈলাদির দ্বারা গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে না এবং অশ্লিল আলাপ পরিত্যাগ করিবে, কেবল মাত্র বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেবতার অর্চ্চনায় নিরতা হইয়া কাল অতিবাহিত করিবে।

ঐ—৪৮।

একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতে।
শ্রীরামনবম্যাঞ্চ শিব রাত্রৌ পবিত্রয়া॥

বিধবা স্ত্রীলোক অতি পবিত্রভাবে থাকিয়া একাদশী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, এবং শিবরাত্রিতে ভোজন করিবেন না।

ব্র—বৈ-পু ৪।৮৩ ৯৬।

অঘোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চন্দ্র সূর্য্যোপরাগয়োঃ।
ভ্রষ্টদ্রব্যং পরিত্যাজ্যং ভুজ্যতে পরমেব চ॥

অঘোরা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দিবসে বিধবা নারী ভ্রষ্টদ্রব্য আহার করিবেন না, এই সমস্ত দিন অতীত হইয়া পরে খাইতে পারেন।

ব্র—বৈ-পু ৪।৮৩ ৯৭।

তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
সন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসং সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥

বিধবা স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে তাম্বূল গোমাংস ও মদিরা তুল্য বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে (অতএব ইহারা তাম্বুল ভক্ষণ বর্জ্জন করিবেন)।

ঐ ৯৮।

রক্তশাকং মসূরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেবচ।
অলাবু বর্ত্তুলাকারং বর্জ্জনীয়ঞ্চ তৈরপি॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ব্যক্তিগণ রক্তবর্ণ শাক, মসূর দাইল, জাম, তাম্বুল, এবং গোলাকার লাউ (অলাবু) কদাচ ভোজন করিবেন না।

ঐ ৯৯।

বিধবা-কবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে।
শিরসোবপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা॥

যে স্ত্রী বিধবা হইয়া কবরী বন্ধন করে, সে প্রকারান্তরে আত্মপতিকেই বন্ধন করে (পতির সদ্গতি হইতে পারে না) সুতরাং বিধবা স্ত্রী সর্ব্বদাই মস্তক মুণ্ডন করিবে।

কা—খ ৪।৪৭।

একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রম্বা পক্ষব্রতমথাপি বা॥
মাসোপবাসং বা কুর্য্যাৎ চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা॥
যবান্নৈর্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং ব্রজেৎ॥

বিধবা চিরকালই দিবা রাত্রিতে একবার মাত্র আহার করিবে, কদাপি দুইবার আহার করিবে না, যাবৎ পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করা যায়, তাবৎকাল ত্রিরাত্র (তিন দিন পরে আহার করিতে হয়) পঞ্চরাত্র (পাঁচ দিন উপবাসাত্মক ব্রত) পক্ষব্রত (একপক্ষ উপবাসাত্মক ব্রত) এক মাস উপবাসাত্মক ব্রত, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র, পরাক, তপ্তকৃচ্ছ্র, যবাহার, ফলাহার, শাকাহার, দুগ্ধাহার, ইত্যাদি কঠোর ব্রতের আচরণ করতঃ প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

কা—খ ৪।৭৫।৭৮।

পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।

তস্মাৎ ভূশয়নং কার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া॥

বিধবা খট্টায় শয়ন করিলে তাহার পতির অধোগতি হয়, অতএব পতির সুখ কামনা করিয়া মৃত্তিকাতে শয়ন করিবে।

ঐ ৭৮।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎ পিতৃস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রদিপূর্ব্বকম্॥

বিধবা প্রত্যেক দিন কুশ, তিল ও জলের দ্বারা স্বামী এবং স্বামীর পিতা ও পিতামহের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে।

ঐ ৮০।

বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা নচান্যথা।
পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং পরং॥

ভর্ত্তাকে বিষ্ণুরূপধারী পরম দেবতা মনে করিয়া ধ্যান করিবে এবং বিষ্ণুকেও পতিবুদ্ধিতেই অর্চ্চনা করিবে, অন্য প্রকার কোন ভাব কল্পনা করিবে না (সাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র পতিই আরাধ্যদেবতা, সুতরাং তিনি যখন অন্য দেবতাকে পূজা করিবেন, তখনও তাঁহাকে পতির মূর্ত্তি বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে)।

ঐ ৮১।

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং পতিপ্রীণনকাম্যয়া॥

পতিব্রতা রমণী ইহলোকে যে যে বস্তু মানুষের অতিশয় প্রিয়, তাহাই পতির তৃপ্তিকামনায় গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিবে, যদি তাহা দান করিতে অসমর্থ হয়, তবে ভর্ত্তা যাহা ভাল বাসিতেন, তাহাই গুণিগণকে অর্পণ করিবে।

ঐ ৮২।

নাতিরোহেদনড্বাহং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
কঞ্চুকং ন পরীদধ্যাৎ বাসো ন বিকৃতং বসেৎ॥
অপৃষ্ট্বা তু সুতান্ কিঞ্চিৎ ন কুর্য্যাৎ ভর্ত্তৃতৎপরা।
এবং চর্য্যাপরা নিত্যং বিধবাপি শুভা মতা॥

প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও অনড্বাহ (ষাঁড়) আরোহণ, কঞ্চুক (কাচুলি) পরিধান, এবং অন্য কোন প্রকার বিকৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না। পতিপরায়ণা রমণী পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না, এই প্রকার আচরণশীলা স্ত্রী বিধবা হইলেও তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময়ী বলিয়া পরিগণিতা হয়েন।

ক—খ ৪।১০ অ-১০৪।

ইতি ধর্ম্মসমাযুক্তা বিধবাপি পতিব্রতা।
পতিলোকানবাপ্নোতি ন ভবেৎ ক্বাপি দুঃখিতা॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীলা পতিব্রতা স্ত্রী বিধবা হইয়াও পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখভোগ করিয়া থাকেন, কস্মিন্ কালেও তাঁহার দুঃখ হয় না।

ঐ ১০৫।

পত্যৌ মৃতে চ যা যোষিৎ বৈধব্যং পালয়েৎ ক্বচিৎ।
সা পুনঃ প্রাপ্য ভর্ত্তারং স্বর্গভোগান্ সমশ্নুতে॥

যে রমণী স্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে, বৈধব্য ব্রতের যথাবিধি পরিপালন করেন, তিনি মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে পুনরায় স্বামীসমাগমলাভ করিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

কা—খ ৪। ৭৩।

ন গঙ্গয়া তয়া ভেদো যা নারী পতিদেবতা।
উমাশিবসমা সাক্ষাৎ তস্মাত্তাং পূজয়েদ্বুধঃ॥

যে নারী পতিকে দেবভাবে জ্ঞান করিয়া তাহাতেই অনুরক্তা হয়, তাঁহার সহিত গঙ্গার কোনই প্রভেদ থাকে না, তিনি সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতীসদৃশী, সুতরাং পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পূজা করিবেন।

ঐ ১০৬।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে বিধবা নারীকে অন্য পুরুষে নিয়োগ করিবে না, তাহাতে বিধবাদের একপত্নীত্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

ম—সং ৯। ৬৪।

ক্রমশঃ।

হিন্দু বিবাহ।

হিন্দুর চক্ষে বিবাহ একটি সংস্কার। সামাজিক এবং সাংসারিক সুবিধার প্রতি তত দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল পারলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্যই বিবাহ প্রথার প্রচলন। এই সংসারে আমরা কেহই কেবল খাইতে, পরিতে, শুইতেই আসি নাই। শাস্ত্রানুযায়ী অনেকগুলি ঋণ, অনেকগুলি দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে। দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে আমরা বাধ্য। যাগ, যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধের পন্থা দেখিতে হইবে এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যোগ তপস্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবে। দেবঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ চেষ্টার প্রধান অবলম্বন বিবাহ, সুতরাং শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী ধর্ম্মসাধনই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজধর্ম্ম এবং সাধনধর্ম্ম দুই ধর্ম্মই ইহার দ্বারা অনেকটা পরিপুষ্ট হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন, ইংরাজী ভাবে অনেক কথার মানে মতলব লাগাইতে পারেন, তাঁহারা বিবাহের এই বিবৃতি পাঠ করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। ম্যালথাস্ তাঁহাদের দীক্ষাগুরু, সোসিয়াল সায়ান্স তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশ বিশেষ তাঁহাদের বীজমন্ত্র; কাযেই তাঁহাদের হাসিবার আর ভাবনা কি? তবে নাকি ইহাদের মধ্যে অনেকেরই এক আজগুবী ব্যাপার সংঘটিত হইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং এই অদ্ভুত ব্যবহার হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত; বিশেষতঃ সকলেই প্রকৃত হিন্দু না হইলেও, সমাজের খাতিরে এবং সুবিধার জন্য, হিন্দু প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং এই প্রথার মধ্যে কি একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড লুকান আছে, তাহা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

বলিয়াছি, দশ সংস্কারের মধ্যে শেষ সংস্কার বিবাহ। শূদ্র এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে বিবাহই একমাত্র সংস্কার। শুধু তাই কি—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ গৃহ গৃহই নহে, গৃহিনীই গৃহ বলিয়া খ্যাত, বিশেষতঃ তাঁহারই সহিত সকল পুরুষার্থ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্ত্রী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুখে দুঃখে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ইহকালে পরকালে হিন্দুর স্ত্রী পতির ছায়াসদৃশী। তাই জগৎলক্ষ্মী মহাদেবী সীতা দেবর লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, "আর্য্যপুত্র রামচন্দ্র রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বনচারিণী করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মনে রাখিতে বলিও যে আর্য্যকুলাঙ্গনার ;—

"পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥"

পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, সুতরাং প্রাণ দিয়াও পতির প্রিয় কার্য্য সাধন করা শ্রেয়। যথাধর্ম্ম আমাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না, তবে আমি বনবাসিনী দুঃখিনী হইলে তাঁহার কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাই হউক, এ নশ্বর দেহ পাত করিয়া পতির প্রিয় কার্য্যই করিব।" যে ক্রিয়াদ্বারা সীতার ন্যায় অমূল্য নিধি উদ্ভূত হইতে পারে, তাহার আলোচনা অত্যাবশ্যক।

শাস্ত্রে বিশ্বাসী সদাচারী হিন্দুর নিম্নোক্ত তিনটি কারণের জন্য বিবাহ কর্ত্তব্য।

(১) বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার এবং সংস্কারদ্বারা বীজ গর্ভদোষ সকল প্রক্ষালিত হইয়া যায়। সংস্কৃত না হইলে বীজ দেহ অশুচি অবস্থায় থাকে।

(২) পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাতা একমাত্র ঔরসজাত পুত্র। বিবাহ ব্যতিরেকে যথাশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন অসম্ভব। অপিচ পুত্র পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষকে পরিতৃপ্ত করে।

(৩) বিবাহ না হইলে বহুবিধ কাম্য কর্ম্মাদি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ যাগ ও যজ্ঞাদি হইতে বিরত থাকিতে হয়। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ এই যে ;—

"অনন্তরং সমাবৃত্তো কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।"

গুরু গৃহ হইতে বিদ্যার্জ্জন সমাপন করিয়া প্রত্যাগমনানন্তর দারপরিগ্রহ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিসমাপ্তি করিয়া বিবাহ প্রশস্ত। তাই মনু বলিয়াছেন ;—

"ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের যুবা, বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে এবং চব্বিশ বৎসরের যুবা ৮ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে, সেই বিবাহ প্রশস্ত বিবাহের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। মনুর মতে ইহা হইতে অল্প বয়সে বিবাহ করিলে, পাপ স্পর্শ করিবে। আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে আমরা আর্য্যকুলগুরু মনুর মত হতাদর করিয়া, নূতন আইন চালাইয়াছি। বালক, কিশোর কিশোরীর বিবাহ হইয়া যাইতেছে। বিবাহ ব্যাপার বুঝুক আর নাই বুঝুক, মন্ত্র সকলের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারুক আর নাই পারুক, ব্রহ্মচর্য্য একাদশ দিনে অথবা তিন দিনে (এবং যাঁহারা তীক্ষ্ণাতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ তাঁহারা ৮ কালীঘাটে যাইয়া তিন দণ্ডে) সমাধা করিয়া, নেড়া মাথায়, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। বিবাহ এখন রং তামাসার মধ্যে পড়িয়াছে, পিতা মাতার সাধ মিটাইবার উপায় হইয়াছে। কিন্তু বিবাহ শ্রৌত কর্ম্ম। শাস্ত্র বলিতেছেন যে,—

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোহপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ॥"

শ্রৌত কর্ম্ম কর্ত্তা স্বয়ং করিবে। স্মার্ত্ত কর্ম্ম অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। শ্রৌত কার্য্য ও কর্ত্তা করিতে অপারগ হইলে (রোগাদিদ্বারা অসক্ত হইলে) অন্যের দ্বারা তাহার পরিসমাপ্তি হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌত কার্য্য কর্ত্তারই কর্ত্তব্য, প্রতিনিধিদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কার্য্যকর্ত্তা কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং মর্ম্ম এবং অর্থবোধ না করিতে পারিলে, শ্রৌত কার্য্য সুপ্রশস্ত হইবে না। তাহার প্রাপ্য ফল পূর্ণরূপে পাইবে না, শাস্ত্রোপদিষ্ট বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ইংরাজী মতে চুক্তিনামার বিবাহ হইতে পারে। হিন্দুর বিবাহ সংস্কার হইবে না। যাহার জন্য এত কারখানা, তাহাই নিষ্ফল হইবে। আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই এ কথা পাঠ করিয়া শীহরিয়া উঠিবেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে বাঙ্গালার পনের আনা লোকের বিবাহ সংস্কার হয় নাই। অথচ বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত নহে।

জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। করিলে পরিবেদনা নামক দোষ ঘটে। তবে যদি জ্যেষ্ঠের কোন কারণবশতঃ শাস্ত্রমত বিবাহ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে, তাঁহার অনুমতি লইয়া, কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি পাত্র ;—

"কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারী-বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥"

কুলশীলহীন হয়, পাণ্ডিত্য গুণশূন্য এবং পতিত হয়, অপস্মারী (মূর্চ্ছাদি দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হয়) হয় এবং বিধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে, বাগ্দত্তা কন্যা হইলেও সে পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে না। মূর্খ, গুণশূন্য, পতিত, অত্যাচারী, মহারোগী, ধর্ম্মত্যাগী, সমাজবিদ্বেষীগণের হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ-সংস্কার অসম্ভব।

যে কন্যাকে বিবাহ করিবে, সে বয়ঃকনিষ্ঠা হইবে, দীর্ঘকায়া হইবে না, অর্থাৎ পাত্র হইতে কন্যা লম্বা হইবে না, এবং কন্যা অনন্যপূর্ব্বা হইবে (অর্থাৎ অন্য কাহারও সহিত ইতিপূর্ব্বে যাহার বাগ্দান হয় নাই, তাহাকে "অনন্যপূর্ব্বা" কহে) বিধবা বিবাহকে বিবাহ-সংস্কার বলা যায় না, উহা কামজ বিবাহ। যে কন্যার জ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা, সে কন্যা বিবাহের অযোগ্যা। এবং মনু বিবাহবিষয়ে বক্ষ্যমাণ এই দশ কুল বর্জ্জন করিয়াছেন ;—

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো লোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥"

যে বংশ হীনক্রিয়-শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত-কর্ম্মবিবর্জ্জিত, যে বংশে পুত্রোৎপন্ন হয় নাই (আঁটকুড়ার মেয়ে), যে বংশ বেদপাঠ-রহিত, যে বংশ অতিশয় রোমশ আছে, এবং অর্শ, ক্ষয়, গ্রহণী আদি অজীর্ণ রোগ, অপস্মার, (হিষ্টিরিয়া আদি মূর্চ্ছা রোগ) শ্বেতি রোগ এবং কুষ্ঠরোগাশ্রিত, সে বংশে বিবাহ কদাচ করিবে না। কটাচুল কন্যা, অঙ্গশূন্যা অথবা অধিকাঙ্গী কন্যা (খোঁড়া, খাঁদা, বোঁচা, চারি অঙ্গুলিবিশিষ্টা, ছয় অঙ্গুলি-বিশিষ্টা ইত্যাদি প্রকারের কন্যা), চিররোগিণী, লোমসা অথবা লোমশূন্যা, প্রগল্ভা (যে কন্যা অধিক কথা কহে, সভা সমিতিতে যিনি বক্তৃতাদি করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন) এবং যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, এমন কন্যাকে কদাপি বিবাহ করিবে না। কেননা উপরি উক্ত দোষ সকল শ্রৌত কর্ম্ম বিঘ্নকর। মনু আরও বলিয়াছেন ;—

"অসপিণ্ডাতু যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মনি মৈথুনে॥"

ভাবার্থ ;—দ্বিজাতিগণের দারকর্ম্ম জন্য এবং পুত্রোৎপাদন জন্য সেই কন্যাই প্রশস্তা, যে কন্যা বরের পিতার এবং মাতামহের সগোত্রা নহে এবং যে বরের পিতার ও মাতামহের সপিণ্ডাও নহে। তবে আর একটি বচন দ্বারা সপিণ্ড সম্বন্ধ নিশ্চয় করা হইয়াছে যথা ;—

"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ
সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥"

অর্থাৎ সকল বর্ণের পক্ষে মাতামহ পক্ষে উর্দ্ধ পঞ্চম পুরুষ এবং পিতৃ পক্ষে উর্দ্ধ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা বর্ত্তমান থাকে। এই সপিণ্ড এবং সগোত্র লইয়া স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক তর্ক বিচার আছে, তাহা আমাদের জানিয়া আবশ্যক নাই, তবে মোটামুটি নিম্নোক্ত এই কয় প্রকারের কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ ;—

(১) পিতার সপিণ্ডা এবং সগোত্রা কন্যা।

(২) মাতামহ বংশের সপিণ্ড সম্বন্ধ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ উর্দ্ধ পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত।

(৩) পিতৃবন্ধু সম্বন্ধে সপ্তম পুরুষ বর্জ্জন করিবে।

(৪) মাতৃবন্ধু সম্বন্ধে পঞ্চমী কন্যা বর্জ্জন করিবে *।

এই নিষিদ্ধ কন্যাকে বিবাহ করিলে বরকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এবং সে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া তাহাকে মাতার ন্যায় পালন করিবে। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চ কুলীন বংশধর মহাশয়েরা কুলের খাতিরে, পাল্‌টি ব্যবস্থার তাড়নায় কত যে মহাপাপ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কদাচারের প্রভাবে, মূর্খতার অবসাদে, দুরভিসন্ধির বিষদংশনে আমাদের জাতীয় চরিত্র যে কতটা ম্লান হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা কঠিন। শাস্ত্র পাঠ করিলে মনে হয় আমরা বুঝি আর্য্য সন্তান নহি, এক যেন কোন ভীষণ পিশাচের দল।

এতক্ষণ আমরা বর কন্যার বিচারে ব্যস্ত ছিলাম। বিবাহ কার্য্যের কথা উত্থাপন করিতে পারি নাই। বিবাহ শাস্ত্রমতে অষ্টবিধ। যথা (১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্ষ (৪) প্রাজাপত্য (৫) গান্ধর্ব্ব (৬) আসুর (৭) রাক্ষস (৮) পৈশাচ। প্রথম চারি প্রকারের বিবাহ সর্ব্ববর্ণ পক্ষে প্রশস্ত, এবং আসুর গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহ কেবল ক্ষত্রিয় পক্ষে প্রশস্ত এবং পৈশাচ বিবাহ নরাধম সেব্য। ব্রাহ্ম, দৈব আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ ধর্ম্মজনক, বাকী কয় প্রকারের বিবাহ ভোগজনক। প্রথম চারি প্রকারের যে বিবাহ উল্লেখ হইয়াছে, ইহার দান বিষয়ে কন্যার অভিভাবক বরকে কন্যা দান করিবে, তবে বর বিবাহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। যদি অভিভাবক কন্যা দানে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে কেবল ক্ষত্রিয় রাজা জোর জবরদস্তি করিয়া কন্যা কাড়িয়া আনিতেও পারেন। ইহা স্মরণ করিয়া রাখা উচিত যে কন্যার পিতা কন্যা দান করেন মাত্র, বর বিবাহ না করিলে তাঁহার বিবাহ দিবার ক্ষমতা নাই। বিবাহ কর্ত্তা বর, তাঁহাকে যথাযোগ্য কন্যা সম্প্রদান করিলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। অন্যান্য বিবাহের বিবরণ অনাবশ্যক, আমাদের দেশে এখন কেবল ব্রাহ্ম, আসুর এবং প্রাজাপত্য বিবাহ প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ কার্য্য ব্রাহ্ম মতেই হইয়া থাকে। মনু বলিতেছেন,—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

বস্ত্রাচ্ছাদন দ্বারা ভূষিত করিয়া সালংকৃতা কন্যাকে, বেদজ্ঞ এবং সুশীল পাত্রে স্বয়ং সসম্মানে আহ্বান করিয়া পাত্রসাৎ করিতে হইবে। কন্যার পিতা মনে করিবেন যে, তিনি সৎপাত্রে কন্যা দান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাই ব্রাহ্ম বিবাহের সামান্য লক্ষণ। প্রাজাপত্য বিবাহে বর পক্ষ হইতে কন্যা প্রার্থনা করা হয়। আসুর বিবাহে বর কন্যাকর্ত্তাকে কন্যার বিনিময়ে অর্থাদি দান করিবেন। আমাদের দেশে বংশজ এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। তাঁহাদের টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। অন্যান্য বিবাহ প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

কন্যা সম্প্রদানের দিন সাধারণতঃ যে দিনকে বিবাহের দিন বলিয়া থাকে, বর পক্ষে এবং কন্যা পক্ষে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুর সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়াতেই পিতৃ পুরুষের সেবা হইয়া থাকে, তাঁহাদের সন্তুষ্টি না করিতে পারিলে হিন্দুর চক্ষে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ নহে। সুতরাং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রথমে কর্ত্তব্য। তাহার পর সবান্ধবে কন্যা গৃহে যাত্রা। তথায় শুভলগ্নে কন্যা সম্প্রদাতা কর্ত্তৃক বরকে পাদ্যার্ঘ দান করা হইলে, অন্তঃপুরে স্ত্রী আচার। তাহার পর যথানিযুক্ত লগ্নে সামাজিকগণের অনুমতি লইয়া, নারায়ণ এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া সম্প্রদান এবং বর কর্ত্তৃক কন্যা প্রাপ্তি স্বীকার এবং কামস্তুতি ;—

* পিতৃবন্ধু যথা,—পিতার পিসতুত ভাই, পিতার মাসতুত ভাই, পিতার মাতুলপুত্র, এবং মাতৃবন্ধু ;—মাতার পিসতুত ভাই, মাতার মাসতুত ভাই, মাতুলভাই।

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবসেৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে। দান সমাপ্ত হইলে বাসরঘরের বিষম বিড়ম্বনা আছে।

বিবাহসংস্কারের তিনটি প্রধান অঙ্গ আছে পাণিগ্রহণ, উত্তরবিবাহ এবং সমাপ্তিকার্য্য এই তিনটি। পাণিগ্রহণের প্রথমাঙ্গ (১) লাজহোম অর্থাৎ শমীর সহিত লাজ (খই) মিশ্রিত করিয়া হোম, (২) শিলারোহণ শিলের উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ (৩) সপ্তপদীগমন (৪) অঙ্গুষ্ঠগ্রহণ। উত্তরবিবাহের মধ্যে প্রথম কর্ম্ম অনড়ুাহচর্ম্মোপবেশন (২) ধ্রুব তারা দর্শন (৩) অনুরাধা বা অরুন্ধতী দর্শন (৪) পতিগোত্রাভিবাদন, অর্থাৎ কন্যা বরের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পতির গোত্রে সগোত্রা হইলাম বলিয়া স্বীকার করা। শেষ কার্য্যের পাঁচটি অঙ্গ আছে। (১) চরুহোম (২) ধৃতিহোম (৩) গৃহপ্রবেশ (৪) যানারোহণ, সমাধান হোম (৫) চতুর্থী-হোম। এই কয়টি কার্য্য শেষ হইলে স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী সম্বন্ধ স্থির হইল। কিন্তু এ সকল ত আধ্যাত্মিক, অলৌকিক এবং শ্রৌত কর্ম্ম, বর কন্যার মধ্যে বুঝা পাড়া হইল; সমাজের জন্য ত এ সব নহে। সুতরাং সমাজ দেশান্তরের কন্যা নিজ গৃহে আনিলে আপত্তি করিতে পারেন। তাই পাকস্পর্শের (বৌভাতের) ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন কালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অনুলোম বিবাহ হইত, তাই সমাজের সম্মতি লইবার জন্য পাকস্পর্শভোজন। এই পাকস্পর্শের পর কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আর তুমি পাশ করা, চশমা পরা, টেড়ী চেরা সুসভ্য যুবক, তুমি অমনি সগন্ধ, সচিত্র পত্রিকা সকল প্রিয়তমার নামে পাঠাইতে আরম্ভ করিবে, ছুটীর জন্য দিন গণিতে থাকিবে, তোমার ব্যাপার দেখিয়া, তোমার প্রেমময়, কবিতাময়, আবেশময়, অবসাদময় পত্র সকল পাঠ করিয়া অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা অবাক্ হইয়া থাকিবেন, হয় ত তোমাকে কি এক জানোয়ার মনে করিয়া তোমার নিকট হইতে পালাইবেন। তুমি উদার হৃদয়—অভ্যুন্নত শিক্ষিত বাবু, তোমাতে সেক্ষপীয়ার—বায়রণ—সেলী—টেনিসন এবং ফল্গুনদীর ন্যায় ভিতরে ভিতরে রেণল্ডস্ তাপমান যন্ত্রের ১৩২ অঙ্কের উষ্ণতা পাইয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, ফুলিতেছে, উছলিয়া উঠিতেছে, তুমি আর থাকিতে পারিবে না, তোমার অসহ্য জ্বালা হইবে, তুমি অবিলম্বে ও অব্যাজে পিতা, পিতামহকে নরকের পথ দেখাইয়া দিবে, তোমার শাস্ত্রকারগণকে এবং সমাজকে বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবাইবার প্রস্তাব করিবে। যদি এতই তাড়াতাড়ি ছিল ত গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেই ত সকল বালাই চুকিয়া যাইত।

বিবাহের সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বপ্রধান সংস্কার হইল গর্ভাধান সংস্কার। স্ত্রী প্রথমে ঋতুমতী হইলে, এই কার্য্য প্রশস্ত। ইহার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীতে উপগত হওয়া নিষেধ, একান্তে শয়ন, আলাপন নিষিদ্ধ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে দ্বিরাগমনের পূর্ব্বে শ্বশুরবাটীর গ্রামের পথ দিয়া হাঁটিতে নাই। এপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিলে, জামাই ষষ্ঠির আমোদটা মারা যাইত। যাহা হউক, সে দিনকার নব আইনের মহান্দোলনে শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এবং "বঙ্গবাসীর" কল্যাণে বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাঁণা, খোঁড়া, মূর্খ, পণ্ডিত সকলেই গর্ভাধান ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছে। আমাদের তাহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই। তবে বলিতে হয় যে, পাড়ার ঠাকুরুণদিদীদের অনুগ্রহ না থাকিলে, স্বামী মহাশয়ের কেবল পত্রের তোড় কম হইলে, বালিকা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্বে প্রায়ই ঋতুমতী হয় না। বিবাহের তিন বৎসর পরে প্রায়ই স্ত্রী ভোগ্যা হয়েন। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, নাটক, নভেলের এখন বড় আদর, স্বামীর সোহাগ এখন বড় অধিক, কাযেই কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীগণ তাঁহার আশু মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত হয়েন, ফলে স্বভাবের প্রভাব পরাভূত হয়। বাঙ্গালীর গৃহে, বাহিরে, পুরুষ পরিবারের মধ্যে যে অজীর্ণতার বিরাট ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার নিবারণ চেষ্টা না দেখিলে আমাদের আর উন্নতির কোন আশাই নাই। বালিকা বিবাহের আনুষঙ্গিক দোষ সামলাইবার জন্য গর্ভাধান প্রথার প্রচলন। সুস্থ, সুকান্তিযুক্ত পুত্রোৎপাদন জন্য গর্ভাধান ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির প্রভাবে, ভাগ্যদোষে হিতে বিপরীত হইয়াছে। অগাধ, অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া পাঁচ সাতটা পাশ করিয়া, চক্ষু শক্তিহীন হইয়া, দুর্ব্বল ধাতুশূন্য হইয়া, বাঙ্গালী যুবক তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলেন; তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যার গুণে, তাঁহার ব্যবহারদোষে স্বরায় হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়া, অজীর্ণতার পুঁটুলি বগলে করিয়া, এক অপূর্ব্ব জন্তু হইয়া তিনি সমাজে প্রবেশ করেন। তাঁহার গৃহিণী মৃতবৎসা দোষযুক্তা হয়েন, রুগ্না এবং অকর্ম্মণ্যা হইয়া পড়েন। সুখের সংসারে দুঃখের ক্রন্দন চিরদিন বিরাজিত থাকে।

বিবাহ ব্যাপার একপ্রকার বর্ণিত হইল, এখন পতি-পত্নীর পরস্পর ব্যবহার-বিষয় আলোচনা করিয়া, আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, "পতিস্ত্বপতিতং ভজেৎ।" অর্থাৎ স্ত্রী অপতিত পতিকেই ভজনা করিবে। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যে যে কারণে পাতিত্য ঘটিয়া থাকে স্বামীতে সেই সকল কারণ উপস্থিত হইলে স্ত্রী কর্ত্তৃক সেই হতভাগ্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যদি স্বামী উন্মাদ হয়েন, মহা পাতকী হয়েন, ক্লীব হয়েন, কুষ্ঠরোগী হয়েন, মদ্যপ হয়েন, যবনীগামী হয়েন, ম্লেচ্ছান্নভোজী হয়েন, উপদংশ আদি ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়েন এবং স্ত্রীকে অযথা প্রহার ও তাহার সহিত কটু ভাষণ ইত্যাদি অসৎ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে, সেই স্ত্রী অবশ্যই পতি ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি অযোগ্যা হয়েন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥"

যিনি সুরাপী, দুরারোগ্য রোগান্বিতা, কলহপ্রিয়া, বন্ধ্যা, অর্থঘ্নী (বৃথা অর্থ নষ্টকারিণী) অপ্রিয়ম্বদা, কন্যাপ্রসবকারিণী, এবং স্বামীদ্বেষিণী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্ত্রী ত্যাগ দুই প্রকারের, এক ত্যাগ (২য়) অধিবেদনা। ত্যাগ অর্থে একেবারে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া এবং তাহার ভরণ পোষণের ভার হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া। পতি কর্ত্তৃক

ত্যাগ স্ত্রীগণের পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ইহ সংসারে সর্ব্ব প্রধান দণ্ড। অধিবেদনা ও ত্যাগ, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে স্বামীর ভরণপোষণ দিতে হইবে, সে স্ত্রী পত্নীত্ব হইতে পূর্ণ বর্জ্জিতা হইবে না। উপরের শ্লোকোল্লিখিত গুণপ্রাপ্তা স্ত্রীগণকে "অধিবেত্তব্যা" বলিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আদেশ করিতেছেন। সুতরাং এমৎ স্থলে স্বামী অন্য দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না, ভার্য্যার ভরণপোষণের ভার চিরজীবন তাঁহার ঘাড়ে থাকিবে। তবে মনুও আদেশ করেন যে,—

"স্বচ্ছন্দগা হি যা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।
নচৈব স্ত্রীবধঃ কার্য্যো নচৈবাঙ্গবিকর্ত্তনম্॥"

যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী (বেশ্যা) তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধি। কারণ স্ত্রীবধ করিতে নাই এবং স্ত্রীর কোন অঙ্গ বিকর্ত্তন করিতে নাই। কাজেই কেবল দ্বিচারিণী হইলে, অসতীত্ব বিচারে স্ত্রীত্যাগ বিধি ও ব্যবস্থা। বিশেষ কোন প্রকার রাজদণ্ডের দ্বারা স্ত্রীজাতি নির্জ্জিত হইতে পারে না। পরন্তু পক্ষান্তরে যদি স্বামী,

"অনুকূলামবাগ্দুষ্টাং দক্ষাং সাধ্বীং প্রজাবতীম্।
ত্যজন্ ভার্য্যামবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা॥"

অনুগতা, বিনীতা, যোগ্যা, সাধ্বী এবং পুত্রবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। মনুর এই আজ্ঞা। কিন্তু এই বিষয়ে যদি সমাজে কোন দৃঢ় বন্ধন থাকিত, তবে অনেক সুরাপায়ী, উদ্ধত,ধনীপুত্র, যাহারা গৃহলক্ষ্মী দেবীকে ত্যাগ করিয়া পিশাচী-দানবীর সেবায় নিরত, তাহারা হয় ত সমুচিত দণ্ড পাইতে পারিত, তাহা না থাকায় সেই সমস্ত পাষণ্ডদল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছে। পাষণ্ডদিগের কদাচারে, সতী সাধ্বীর নয়নজলে দিন দিন সুবর্ণপ্রসূ ভূমি বিকট মরুভূমে পরিণত হইতেছে। আমাদের নিজেদের চরিত্রের প্রতি তাকাইয়া দেখিলে মনে হয় বটে যে বঙ্গোপসাগরের অগাধ জলে বাঙ্গালাকে না ডুবাইলে তাহার আর পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। বিবাহ লইয়াই মনুষ্যত্ব এবং সমাজ, বিবাহ প্রথার সংব্যবহারে দেশের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি এবং বংশের মুখোজ্জ্বল, সেই বিবাহপ্রথাই আমাদের দেশে কলুষ কল্মষময়ী। ইংরাজী শিক্ষার গুণে কাম প্রবৃত্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি হইয়াছে, শিক্ষিতগণ মুখে না বলুন ব্যবহারে বিবাহে এক প্রকার আইনানুমত বেশ্যাবৃত্তি করিয়া তুলিয়াছেন, এমন কি সাধু পুত্রোৎপাদনের প্রতি ও বহুতর লোকের দৃষ্টি নাই, বরং যাহাতে পুত্র না হয় সাড়ে বার আনা লোকের ভিতরে ভিতরে তাহাই চেষ্টা এবং তদ্বির। কাজে কাজেই পত্নী সহধর্ম্মিণী না হইয়া বিলাসিনী-রঙ্গিণী হইয়াছেন, সতীত্ব নাই, পবিত্রতা নাই, সাধন নাই, সংযম নাই; কেবল পশুত্ব, কেবল বাক্যে, মনে, ভিতরে বাহিরে ব্যভিচার। হায় মাতঃ ভারতলক্ষ্মী কোন পাপে তোমার সোণার সংসার ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, শ্মশানের পেতিনী ডাকিনী, পিশাচ-পামরের নৃত্য স্থান হইল! কোথায় তোমার ব্রহ্মচর্য্য, কোথায় তোমার পাতিব্রত্য, কোথায় তোমার যম, নিয়ম? তোমার বৈরাগ্য কোথায় হারাইলে মা? তোমার সত্যনিষ্ঠা কাহাদের বিলাইয়া দিয়াছ মা! তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় ফেলিলে মা? সে তেজ, সে গর্ব্ব, সে স্পর্দ্ধা, কোন সাগরের জলে ডুবাইয়া দিয়াছ মা? চারিদিকেই ত ক্ষুধার্ত্তের পীড়িতের হা হা দেহি দেহি শব্দ। সে শান্তি, সে মাধুর্য্য, সে সদানন্দ ভাব ঘূর্ণি বাতাসের সহিত আকাশ পথে উড়িয়া গিয়াছে। এ গাড় তিমিরে কোথাও ত আশার দিব্য জ্যোতি-রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে না। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ত নরকপালের অট্ট অট্ট খট্ খট্ শব্দ। এ কি প্রেতপুরী! কি জানি মন্দভাগিনি, আর ও কত দুঃখের বোঝা তোমার মাথায় চাপিয়া বসিবে; ভবিষ্যতের কোলে আরও কত লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা রাশি তোমার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে!

সদাচারোপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মদালসোবাচ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র বা॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥

মদালসা বলিলেন, গৃহস্থ ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই সাধু আচারের প্রতিপালন করিবেন, যেহেতু আচার বিহীন পুরুষেরা না ইহকালে না পরকালে সুখ লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সদাচার সমুল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সংসার পথে যথেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যতই যজ্ঞ, দান ও তপস্যার আরম্ভ করুন না কেন, কিছুই তাঁহাদের শ্রেয়স্কর হয় না।

দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্ব্বিন্দতে মহৎ।
কার্য্যোযত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণং॥
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য পুত্রক!।
তন্মমৈকমনাঃ শ্রুত্বা তথৈব পরিপালয়॥

দুরাচারনিরত পুরুষ এই সংসারে দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারে না, অতএব সদাচার পরিপালনে অতিশয় যত্ন করিবে, কেননা সদাচারের দ্বারা অশুভ-সূচক লক্ষণ সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। বৎস! আমি (তোমার নিকট) সেই সদাচারের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া সম্যক্রূপে উহার প্রতিপালন কর।

ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ॥
পাদেনার্থস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতং॥
পাদঞ্চাত্মার্থমায়স্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুত্র! অর্থঃ সাফল্যমর্হতি॥

গৃহস্থ লোকের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনার সাধনবিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যে গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা সংসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের ইহলোক এবং পরলোকে সিদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। আত্মবান্ ব্যক্তি উপার্জ্জিত অর্থকে চতুর্ভাগ করিয়া এক ভাগকে পারলৌকিক কার্য্যের (যাগ, যজ্ঞ, দানাদি) নিমিত্ত

সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন, এবং অর্দ্ধাংশের দ্বারা আত্মপরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ও নিত্য (অতিথিসৎকারাদি) নৈমিত্তিক (শ্রাদ্ধ শান্ত্যাদি) কার্য্যের সম্পাদন করিবেন, অপর চতুর্থ ভাগকে মূলধনরূপে গণ্য করিয়া, উহার দ্বারা অর্থের বৃদ্ধি করিবেন। বৎস! এই প্রকারে যাহারা অর্থের ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অর্থেরই প্রকৃত সফলতা জানিবে।

তদ্বৎ পাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থং তথৈবান্যঃ কামোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কাম্যস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।
দ্বিধা কামোপি গদিতস্ত্রিবর্গস্যাবিরোধতঃ॥
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্মাদীংস্তান্ শৃণুষ্ব মে॥
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধা কামস্তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ॥

অর্থ ব্যবহারের ন্যায় পাপ দূরীকরণের নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন, ধর্ম্মও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে সকাম ধর্ম্ম ইহলোকে ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং নিষ্কাম ধর্ম্ম পরকালে ফল দান করে। কিন্তু প্রত্যবায়ভয়ে সকাম ও নিষ্কাম উভয় বিধ ধর্ম্মই অবিরোধে সেবা করিবে। ত্রিবর্গের অবিরোধে কাম ও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে, এই ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামকে পরস্পর পরস্পরের সহায়ীভূত জানিবে এবং সম্যক্ রূপে ধর্ম্মাদির ব্যবহার করিতে না পারিলে আবার উহারাই পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া থাকে। (যেমন অর্থের সদ্ব্যবহারের দ্বারা—যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, সুতরাং অর্থ ধর্ম্মের সহায়, আবার অর্থের অসদ্ ব্যবহারের দ্বারা—বেশ্যাবৃত্ত্যাদি দুষ্কার্য্যের আচরণের দ্বারা অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সুতরাং অর্থ-ধর্ম্মের বিরোধী হইল। এই প্রকারে কামনা ও প্রকারভেদে কখনও ধর্ম্মের সহায় আবার কখনও অসহায় হইয়া থাকে, জগদম্বার নিকট যদি সদ্বিষয়িণী কামনা করা হয়, তবে উহার দ্বারা আত্মার সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, এবং নানা প্রকার ধর্ম্মেরও বিকাশ হইতে পারে, কিন্তু ঐ কামনাই যদি অসদ্বিষয়িণী হয়, তবে ঐ কামনাই ধর্ম্মকে বাধিত করে এবং অসংখ্য যাতনাও ভোগ করিতে হয়, কেননা অসৎ কামনার ফলও অসৎ হইবে।) ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধার্থ ধর্ম্ম ইহারা আত্মার্থের বাধক নহে, এই উভয় বিধ ধর্ম্মের দ্বারা যেমন ধর্ম্মানুবন্ধ কাম ও অর্থানুবন্ধ কাম এই দ্বিপ্রকার, তেমনি কামের দ্বারায় ও ধর্ম্ম ও অর্থ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চাপিচিন্তয়েৎ।
কার্য্যক্লেশাংস্তু তন্মূলান্ বেদতত্বার্থমেব চ॥
সমুত্থায় তথাচাম্য প্রাঙ্মুখোনিয়তঃ শুচিঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্॥
উপাসীত যথা ন্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগ্রৎ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও ধর্ম্মার্থ মূলক কার্য্যের ক্লেশ সমুদয় এবং বেদের তত্বার্থ চিন্তা করিবে, পরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ সংযত চিত্তে বিশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব মুখীন হইয়া আচমন করিবে, অনন্তর দুই একটী নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে প্রাতঃ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। এবং এতাদৃশ নিয়মে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইবার প্রাক্কালে সায়ং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে, জন্ম ও মরণাশৌচ (এবং দ্বাদশ্যাদি নিষিদ্ধ কাল) ব্যতীত আর কখনই সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে না।

অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক।॥

বৎস! অসৎ বিষয় লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করা, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা, নিষ্ঠুর বাক্য বলা, অসৎ শাস্ত্রের আলাপ, অসাধু লোকের সহিত কথপোকথন এবং কুৎসিত ব্যক্তির অনুগত হইয়া তাহার সেবা এই সমস্ত কার্য্য (একেবারে) বর্জ্জন করিবে।

সায়ং প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্।
নোদয়াস্তমনে বিম্বমুদীক্ষেত বিচক্ষণঃ॥
কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্॥

এবং সংযত চিত্তে আত্মনিষ্ঠ হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম করিবে, উদয়াস্তকালে সূর্য্য বিম্ব নিরীক্ষণ করিবে না, এবং কেশ পরিষ্করণ, দর্পণে মুখবিম্ব দর্শন, দন্ত ধাবন ও দেবতাদিগের তর্পণ এই সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিতে হইবে।

গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি।
বিন্মূত্রং নানুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে নচ গোব্রজে॥
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেৎ ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ।
উদক্যাদর্শনং স্পর্শোবর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষম্বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ।
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্রকেশভস্মকপালিকাঃ॥
তুষাঙ্গারাস্থিশীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ।
নাধিতিষ্ঠেৎ তথা প্রাজ্ঞঃ পথি চৈবং তথা ভুবি॥

গ্রাম, আবসথ, তীর্থ ও ক্ষেত্র এই সকল স্থানে যাইবার রাস্তা ও কৃষ্ট ভূমি এবং গোষ্ঠেতে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। উলঙ্গিনী পরস্ত্রীকে দর্শন করিবে না এবং নিজের উৎসৃষ্ট পুরীষ নিজে নিরীক্ষণ করিতে নাই। রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ একেবারে বর্জ্জন করিবে। জলের ভিতরে অবস্থান করিয়া বিষ্ঠা মূত্রের পরিত্যাগ ও মৈথুন কদাচ করিবে না। বিষ্ঠা, মূত্র, কেশ, ভস্ম, কপালিকা (ঘটাদির খাপরা) তুষ, অঙ্গার, অস্থি, রজ্জু ও বস্ত্রাদির উপরে উপবেশন করিতে নাই এবং পথ-মধ্য ও সাধারণ ভূমিতেও বসিবে না।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্।
কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্গৃহস্থোভোক্তুমর্হতি॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তোবাগ্যতঃ শুচিঃ।
ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানুঃ সদা নরঃ॥

গৃহী মনুষ্য প্রথমতঃ আপন বিভবানুসারে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও ভূতগণের পূজা করিয়া পরে আপনি ভোজন করিবে। আহারের সময় সুন্দররূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া অতি শুদ্ধ ভাবে পূর্ব্ব মুখ বা উত্তর মুখ হইয়া জানুদ্বয় সংহত করিয়া, উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিবে, ঐ সময়ে কাহারও সহিত কোন প্রকার আলাপ করিবে না।

উপঘাতাদৃতে দোষং নাস্যস্তোদীরয়েদ্বুধঃ।
প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্জ্যামন্নমত্যুষ্ণমেব চ॥

কোন ব্যক্তি নিজের কোন গুরুতর অপকার না করিলে কদাচ তাহার সত্য দোষ ও উদ্ঘাটন করিবে না। এবং দাইল তরকারী প্রভৃতি যে লবণদ্বারা পক্ক করা যায়, তদ্ভিন্ন দুষ্ট লবণ ও অত্যুষ্ণ অন্ন বর্জ্জন করিবে।

ন গচ্ছন্ নচ তিষ্ঠন্ বৈ বিন্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্।
কুর্ব্বীত নৈব চাচমন্ যৎ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ॥
উচ্ছিষ্টোনালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গাং ব্রাহ্মণং তথা চাগ্নিং স্বমূর্দ্ধানঞ্চ ন স্পৃশেৎ॥
ন চ পশ্যেৎ রবিং নেন্দুং ন নক্ষত্রাণি কামতঃ।
ভিন্নাসনং তথা শয্যাং ভাজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অন্তঃসাবধান্ গৃহী গমন করিতে করিতে, অথবা অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে না এবং আহারের পর আচমন করিয়া পুনর্ব্বার আর কিছু খাইবে না। উচ্ছিষ্ট মুখে কাহার সহিত আলাপ ও স্বাধ্যায় (বেদ পাঠ) করিবে না। এবং গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও আপন মস্তক স্পর্শ করিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মুখ থাকে, ততকাল সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখিতে নাই। ভগ্ন আসন, শয্যা ও পাত্র পরিত্যাগ করিবে।

গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসৎকৃতম্।
অনুকূলং তথালাপমভিবাদনপূর্ব্বকম্॥
তথানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্জপেৎ॥

গুরু কখনও নিকটে আসিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অভ্যুত্থানাদি সৎকারপূর্ব্বক আসন প্রদান করিবে, অনন্তর অভিবাদন করিয়া তদীয় অনুকূল আলাপ করিবে, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, কদাচ গুরুর প্রতিকূলে বাক্য প্রয়োগ করিতে নাই।

নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্।
ন বাহয়েদ্দ্বিজান্ নাগ্নৌ মেহং কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্॥
স্নায়ীত ন নরোনগ্নোন শয়ীত কদাচন।
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডুয়েত শিরস্তথা॥
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কুর্য্যাৎ নিষ্কারণং নরৈঃ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ॥

এক বস্ত্র হইয়া কখনই ভোজন বা দেবতার পূজা করিবে না, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বাহন করিবে না। অগ্নিতে প্রস্রাবাদি করিবে না এবং নগ্ন (নেংটো) হইয়া স্নান ও শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে এবং এক সময়ে হস্তদ্বয়ের দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে নাই। কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে পুনঃ পুনঃ শিরঃ স্নান (মস্তক ধুইয়া স্নান) করিবে না, এবং মস্তকটী মাত্র ধুইয়া ফেলিয়া অন্যান্য অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে না।

অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্রাহ্মণানিলগোসূর্য্যান্ ন মেহেত কদাচন॥
উদঙ্মুখো দিবারাত্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ।
অবাধাস্থ যথাকামং কুর্য্যান্মূত্রপুরীষয়োঃ॥

শাস্ত্রবিহিত অনধ্যায় তিথিতে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) বর্জ্জন করিবে, এবং কদাপি ব্রাহ্মণ, বায়ু, গো ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে না। কোন প্রকার বাধার সম্ভব না থাকিলে, উক্ত প্রকারে বিন্মূত্র পরিত্যাগ করিবে, যদি কোন রূপ বিঘ্ন বাধা থাকে, তবে যথেচ্ছভাবে বিষ্ঠা, মূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে।

দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধঞ্চৈনং প্রসাদয়েৎ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্॥
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য তু।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য যবীয়সঃ॥
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তোস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ॥

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিলেও তাহা প্রকাশ করিতে নাই, যদি ইঁহারা কখনও ক্রুদ্ধ হন, তবে ইঁহাদিগকে প্রসন্ন করাইবে, অন্য ব্যক্তিরা ইঁহাদের কোন অপবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করিবে না। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখার্ত্ত, বিদ্যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, গর্ভবতী, অধিক ভারের দ্বারা আক্রান্ত, মূক, বধির, মদ্যপানে মত্ত, উন্মত্ত, অসতী, কৃতবৈরব্যক্তি, বালক এবং পতিতগণের পন্থা অবরোধ করিবে না।

দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুষ্পথম্।
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥
উপানৎ বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥
চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেবালয়, চৈত্য বৃক্ষ (গ্রামের প্রধান বৃক্ষ) চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) বিদ্যাধিক লোক, পিতা মাতাদি গুরুজন এবং দেবতা, ইঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে। জুতা, খড়ম, বস্ত্র, মালা, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার এবং কমণ্ডলু এই সমস্ত বস্তু অন্যের ব্যবহৃত হইলে, তাহা ব্যবহার করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথি এবং সংক্রান্ত্যাদি পর্ব্ব দিনে তৈল মর্দ্দন ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন করিবেন।

ন ক্ষিপ্তপাদজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ॥
মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দম্ভাভিমানতীক্ষ্ণাণি ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ॥
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা।
ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধিকাঙ্গাংশ্চ নোপহাসৈর্বিদূষয়েৎ॥

মনীষিগণ পদ ও জঙ্ঘাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া অবস্থান করিবে না এবং চরণদ্বয়কে বিক্ষিপ্ত ও এক পদের দ্বারা অপর পদকে আক্রমণ করিবে না। বিচক্ষণ পুরুষ মর্ম্মাভিঘাতী আক্রোশ, খলতা, দম্ভ, অভিমান, উগ্রভাব অবলম্বন করিবেন না এবং মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদ্গ্রস্ত, কুৎসিত লোক, মায়াবী, অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, এই সমস্ত ব্যক্তিকে উপহাসাদি করিয়া ইহাদের চিত্তবিকার উৎপাদন করিবে না।

পরস্য দণ্ডং নো যচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
তদ্বন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাক্রম্য চাসনম্॥

সংযাবং কৃসরং মাংসং নাত্মার্থমুপসাধয়েৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্॥

অন্যের প্রতি এবং শিক্ষার্থ আগত পুত্র ও শিষ্যের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবে না এবং প্রাজ্ঞ পুরুষ পাদের দ্বারা আসন ঠেলিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিবে না। সংযাব, কৃসর ও মাংস নিজের জন্য, অর্থাৎ আমিই উহা ভোগ করিব এইরূপ কামনা করিয়া সংগৃহীত করিবেনা, (কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তু দেবতা বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত করিলে তাহাতে কদাচ পাপ হইতে পারে না) এবং গৃহী মনুষ্য অতিথিসৎকারপুরঃসর দিবা ও রাত্রিতে ভোজন করিবে।

প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি বাগ্যতো দন্তধাবনম্।
কুর্ব্বীত সততং বৎস! বর্জ্জয়েদ্বর্জ্জনীরুধঃ॥
নোদক্শিরাঃ স্বপেজ্জাতু নচ প্রত্যক্শিরা নরঃ।
শিরস্ত্বগস্ত্যামাস্থায় শয়ীতাথ পুরন্দরম্॥
নতু গন্ধবতীম্বপ্সু স্নায়ীত ন তথা নিশি।
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিনমুদাহৃতম্॥
অপমৃজ্যাৎ চাস্নাতো গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ।
ন চাপি ধূনয়েৎ কেশান্ বাসসী নচ ধূনয়েৎ॥
নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ কর্হিচিদ্ বুধঃ।
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রাসিতধরোপি বা॥

বৎস! সংযতবাক্য হইয়া, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশনপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে, দন্তধাবনে যে সমস্ত কাষ্ঠ নিষিদ্ধ আছে, তাহার দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। (প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং চৈব সত্তমঃ। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্॥ প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী এই সমস্ত তিথিতে দন্তধাবন করিবে না। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে। যদি দন্তকাষ্ঠের অভাব হয় এবং পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ দিনে কেবলমাত্র দ্বাদশ গণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। দন্তধাবন শব্দে শাস্ত্রবিহিত কাষ্ঠের দ্বারা দন্ত পরিষ্করণ বুঝিতে হইবে। জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাকে দন্তধাবন শব্দে বুঝায় না। পারস্করসূত্রে উডম্বর (ডুমুর) কাষ্ঠই দন্তধাবনে প্রশস্ত বলিয়াছেন। গৃহী ব্যক্তি কদাচ উত্তর ও পশ্চিমশিরা হইয়া (উত্তর ও পশ্চিমের দিকে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক) শয়ন করিবে না, দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ন করিবে। কোন প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত জলে এবং রাত্রিকালে স্নান করিবে না, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণে রাত্রিতে স্নান করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই। স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বা হস্তের দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না এবং আর্দ্র কেশ ও আর্দ্র বস্ত্র কাঁপাইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অস্নাত অবস্থায় গন্ধ চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য গাত্রে প্রক্ষণ করিবেন না এবং রক্তবস্ত্র, কৃষ্ণবস্ত্র ও নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিবেন না।

পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্জ্যমাংসঞ্চ পুত্রক!।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ॥
বর্জ্জ্যং চিরোষিতং পুত্র! ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারান্ নৃপনন্দন!॥
তথা মাংসবিকারাংশ্চ তে চ বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ।
উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

বৎস! যে যে মাংস খাইতে শাস্ত্রে বিধি আছে, তাহার ও পিঠের মাংস খাইতে নাই, এবং যে মাংস দেবতা বা পিতৃগণের উদ্দেশে সংস্কৃত হয় নাই, তাদৃশ মাংস (বৃথা মাংস) এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিবে না এবং যে লবণের দ্বারা দাইল প্রভৃতি পাক করা হয়, তদ্ব্যতীত দৃষ্ট লবণ খাইবে না। অন্ন বহুদিনের বাসিই হউক, অথবা দুই এক দিনের বাসীই হউক, উহা ভক্ষণ করিবে না। এবং পিষ্টক, শাক, ইক্ষু ও দুগ্ধ অতিশয় পর্য্যুষিত হইলে, খাইবে না এবং কোন কারণে মাংস বিকৃত হইলে, তাহাও পরিত্যাগ করিবে। অপর সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে (ভোর সময় ও সন্ধ্যাকালে) শয়ন করিবে না।

ন স্নাতো নৈব সংবিষ্টো নচৈবান্যমনা নরঃ।
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দবৎ॥
ন চৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি॥

স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ শয়ন করিবে না, বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ, অন্যমনস্ক হইয়া শয়ন করিবে না এবং বিছানা ও মৃত্তিকাতে শব্দ করিয়া বসিবে না এবং উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া, কথা বলিতে বলিতে ও মিষ্টাদি বস্তু দর্শকগণকে (নিকটস্থ লোককে) না দিয়া ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু পুরুষেরা স্নান করিয়া যথাবিধি বিধানে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহার করিবেন।

পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তায়ুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্॥
নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণম্॥

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাচ পরস্ত্রী গমন করিবেন না, কেননা মনুষ্যমাত্রেরই পরদারাভিমর্ষণের দ্বারা ইষ্টাপূর্ত্ত ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়। পরদারাভিগমনের ন্যায় আয়ুর্নাশকর আর কোন কার্য্যই নাই।

দেবার্চ্চনাগ্নিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজিক্রিয়াম্॥
অফেণাভিরগন্ধাভিরদ্ভিরচ্ছাভিরাদরাৎ।
আচামেৎ পুত্র! পুণ্যাভিঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা॥

দেবতার অর্চ্চন, হোম, গুরুগণকে অভিবাদন এবং অন্নাদি ভোজন এই সমস্ত কার্য্য করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া বসিবে এবং ফেণরহিত দুর্গন্ধশূন্য পবিত্র ও নির্ম্মল জলের দ্বারা আচমন করিবে।

অন্তর্জ্জলাদাবসথাদ্বল্মীকান্মূষিকস্থলাৎ।
কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ॥

জলের ভিতরের মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, (উইমাটি) ইন্দুরের মাটি এবং যে মাটিদ্বারা একবার মৃত্তিকাশৌচ করিয়াছে, সেই মাটী, এই পাঁচ প্রকার মৃত্তিকার দ্বারা মৃত্তিকাশৌচ করিবে না।

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ।
অন্তর্জানুস্তথাচামেৎ ত্রিশ্চতুর্ব্বা পিবেদপঃ॥
পরিমৃজ্য দ্বিরান্তস্তং তথা মূর্দ্ধানমেব চ।

সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চৈব যত্নতঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্ব্বীত সততং নরঃ॥

মৃত্তিকাশৌচানন্তর হস্ত, পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক শরীরে জলের অভ্যুক্ষণ দিয়া সমাহিতচিত্তে জানুদ্বয়কে অন্তর্নিবিষ্ট করতঃ, যথাবিধি আচমন করিবে, অথবা তিন চারি বার সামান্য কিছু জল পান করিবে। পরে মুখের প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই বার মার্জ্জনা করিয়া, আপন মস্তক স্পর্শ করিবে। এই প্রকারে মনুষ্য জলের দ্বারা সম্যকরূপে আচমন করতঃ শুদ্ধভাবে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া অতি যত্নসহকারে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পূজা করিবেন।

ক্ষুত্বা নিষ্ঠীব্য বাসঞ্চ পরিধায়াচমেৎ বুধঃ।
ক্ষুতেঽবলিঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু॥
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ॥

ক্ষুৎ ফেলিয়া (হাঁচি দিয়া) নিষ্ঠীবন করিয়া (থুথু ফেলিয়া) বস্ত্র পরিধান করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি আচমন করিবেন। ক্ষুত, অবলেহন, বমন এবং নিষ্ঠীবনাদি ক্রিয়া করিয়া আচমন করাই প্রশস্ত, তাহাতে অসমর্থ হইলে গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, তাহাতে অসমর্থ হইলে সূর্য্যদর্শন, তাহাও সম্ভব না হইলে আপন দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, * এই প্রকারে আপন শক্তি অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়ের অভাব হইলে পর পর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কেননা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে, পর পর বিহিত কার্য্যই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

ন কুর্য্যাৎ দন্তসঙ্ঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বপ্নাধ্যয়নভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা পন্থানমেবচ॥

দন্ত দ্বয়ে পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ এবং নিজ দেহ তাড়ন করিবে না, এবং দিন রাত্রির ও রাত্রিদিনের সন্ধি সময়ে নিদ্রা, অধ্যয়ন, ভোজন, মৈথুন এবং পথ ভ্রমণ করিবে না।

পূর্ব্বাহ্নে তাত! দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে।
ভক্ত্যা তথাঽপরাহ্নে চ কুর্ব্বীত পিতৃপূজনম্॥
শিরঃস্নাতশ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পৈত্রমথাপি বা।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোবাপি শ্মশ্রু কর্ম্ম চ কারয়েৎ॥

বৎস! ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে দেবগণের অর্চ্চনা করিবে, মধ্যাহ্নে অতিথি সেবা করিবে এবং অপরাহ্নে পিতৃগণের পূজা করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন করতঃ করিতে হইবে। এবং ক্ষৌর কার্য্য করাইতে হইলে আপনি প্রাঙ্মুখ অথবা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিবে।

রজস্বলাং ত্যজেদীর্ষ্যাং দিবা চ স্বপ্নমৈথুনে।
পরোপতাপকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্।
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীমপি বর্জ্জয়েৎ॥
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং শ্রেষ্ঠোযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সম্বিশেত সদা নরঃ॥
বিধর্ম্মিণোঽহ্নি পূর্ব্বাহ্ণে সন্ধ্যাকালে চ পুণ্ডকাঃ॥

সহধর্ম্মিণীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে এবং ঈর্ষা (পরের উন্নতি বিষয়ে অসহিষ্ণুতা) দিবসে নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভোগ, পরের শারীরিক ও মানসিক পরিতাপ জনক কার্য্য করিবে না এবং প্রাণিগণকে পীড়িত করিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণ সঙ্কর জাতিরা রজোযোগের দিন হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী সম্ভোগ করিবেন না। যাহারা কন্যোৎপত্তি ইচ্ছা করে না, তাহারা, পঞ্চম দিনেও স্ত্রীগমন করিবে না অনন্তর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ষষ্ঠী রাত্রিতে এবং অন্য যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারেন। এবং যাহারা পুত্রোৎপত্তিপ্রার্থী, তাহারা সমস্ত ঋতুতেই যুগ্ম দিনে স্ত্রী গমন করিবে। পূর্ব্ব বচনে দিবসে মৈথুন করা নিষেধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দিবসের পূর্ব্বভাগে যদি সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সেই সন্তান স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়, এবং সন্ধ্যা কালে জন্ম হইলে নপুংসক হয়। (অতএব দিবসে এবং উভয় সন্ধ্যাতে মৈথুন করিবে না)।

ক্ষুরকর্ম্মাণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক!।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ॥

বৎস! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষুর কর্ম্ম, বমন, স্ত্রীসম্ভোগ ও শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া সবস্ত্র স্নান করিবেন।

দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাত্মনাম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজ্ঞতপস্বিনাম্॥
পরিবাদং কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক!।
কুর্ব্বতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন॥

পুত্র! দেবতা, বেদ, দ্বিজাতি, সাধু, সত্যপ্রিয় ব্যক্তি, মহাত্মা লোক, গুরু, পতিব্রতা স্ত্রী, যাজ্ঞিক, এবং তপস্বিগণের পরিহাস ত্যাগ করিবে, যদি কোন অবিনীত লোক ইহাদিগকে নিন্দা বা উপহাস করে, তাহাও কদাচ শুনিবে না।

নোৎকৃষ্টশয্যাসনয়োর্নাপকৃষ্টস্য চারুহেৎ।
নচামঙ্গল্যবেশঃ স্যান্ন চামঙ্গল্যবাগ্ভবেৎ।
ধবলাম্বরসম্বীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ॥

নিজ হইতে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট ব্যক্তির শয্যা ও আসনে শয়ন ও উপবেশন করিবে না, এবং কুৎসিত বাক্য পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা ধবল বস্ত্র (পরিষ্কার বস্ত্র) পরিধান করিবে ও ধবল পুষ্পের দ্বারা ভূষিত হইবে।

নোদ্ধতোন্মত্তমূঢ়ৈশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ।
গচ্ছেন্মৈত্রীং সদাঽশীলৈর্ন চ চৌর্য্যাদি-দূষিতৈঃ॥
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ।
ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈঃ বন্ধকীপতিভিস্তথা॥
সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যাৎ নচ ন্যূনৈর্ন নিন্দিতৈঃ।
ন সর্ব্বশঙ্কিভির্নিত্যং নচ দৈবপরৈর্নরৈঃ॥

---

* এই বিষয়ে গ্রন্থান্তর হইতে আর দুই একটী প্রমাণ দেওয়া গেল। যথা,— অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যানিলাস্তথা। সর্ব্ব এবেহ বিপ্রাণাং কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে॥ গঙ্গাচ দক্ষিণে শ্রোত্রে + + + + ব্রাহ্মণের কর্ণে অগ্নি, সলিল, চতুর্ব্বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এবং গঙ্গা ইহারা অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং দক্ষিণ কর্ণের স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণগণ পবিত্র হন।

কুর্ব্বীত সাধুভির্মৈত্রীং সদাচারাবলম্বিভিঃ ॥
প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মণ্যুদ্যোগভাগিভিঃ ॥

উদ্ধত, উন্মত্ত, মূর্খ, অবিনীত, অশীল, চৌর্য্যাদিদূষিত, অতি ব্যয়স্বভাব, লুব্ধ, পূর্ব্বশত্রু, বন্ধকী, নীচ, অসতীর পতি, বলবান্, হীনজাতি, নিন্দিত, সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত এবং দৈবনিরত (যাহারা অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টবাদী, অর্থাৎ অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহাই হইবে, পুরুষকারে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, এতাদৃশ অদৃষ্টপরায়ণ ব্যক্তিকে দৈবপর বলে) ব্যক্তিদিগের সহিত পণ্ডিত লোক কদাচ মিত্রতা করিবেন না। আর যাঁহারা সাধুস্বভাবসম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ, সদাচারানুষ্ঠানে তৎপর, পণ্ডিত, ক্রূরতাবিহীন এবং সমস্ত কার্য্যেতে অধ্যবসায়শালী, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবে।

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতৈঃ সহাসীত সদা বুধঃ।
সুহৃদ্দীক্ষিতভূপালস্নাতকশ্বশুরৈঃ সহ ॥
ঋত্বিগাদীন্ ষড়ার্ঘ্যার্হানর্চ্চয়েচ্চ গৃহাগতান্।
যথা বিভবতঃ পুত্র! দ্বিজান্ সম্বৎসরোষিতান্ ॥
অর্চ্চয়েন্মধুপর্কেণ যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেয়স্কামো দ্বিজোত্তমঃ ॥
নচ তান্ বিবদেদ্ধীমান্ আক্রুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদা (১) ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি বেদবিদ্যারত, সুহৃৎ, দীক্ষিত, রাজা, স্নাতকব্রতাবলম্বী * এবং শ্বশুর ইঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিবেন, এবং সম্বৎসরোষিত দ্বিজাতিগণ ও পুরোহিত, সুহৃৎ, দীক্ষিত, ভূপাল, স্নাতক এই সমস্ত পূজার্হ ব্যক্তিগণ নিজ গৃহে সমুপাগত হইলে, তৎক্ষণাৎ আলস্য পরিহারপূর্ব্বক যথাসাধ্য মধুপর্কের দ্বারা ইঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবেন এবং মঙ্গলকামী ব্যক্তি ইঁহাদিগের শাসনে অবস্থান করিবেন, ইঁহারা কোন বিষয়ে তিরস্কার করিলেও পণ্ডিত লোকেরা ইঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিবেন না।

তত্র পুত্র! ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী ॥
জিতামিত্রো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃ কুনৃপতৌ সুখম্ ॥
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যবতী মহী।
পৌরাঃ সুসংযতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ ॥
যত্রামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ।
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিভোগিনঃ ॥
যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেৎ তত্র বিচক্ষণঃ ॥
তত্র পুত্র! ন বস্তব্যং যত্রৈতৎ ত্রিতয়ং সদা।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ ॥
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহবাসিষু পণ্ডিতঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র! ময়া তে হিতকাম্যয়া ॥

বৎস! যে স্থানে ঋণদাতা, সৎ বৈদ্য, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, এবং স্রোতবহা নদী নাই, সে স্থানে বসতি করিবে না। আর যেখানে ধর্ম্মনিরত ভূপাল সমস্ত শত্রু বিজয় করিয়া বাস করেন, সেই স্থানে পণ্ডিত লোক বাস করিবেন, কেননা কুনৃপতির নিকট বসতি করিলে কদাচ সুখ হইতে পারে না। যে দেশে সুশীল রাজা আছেন, যে দেশ শস্যপরিপূর্ণা, যেখানকার পুরোবাসীলোক সুসংযতচিত্ত এবং সর্ব্বদা ন্যায়পথবর্ত্তী এবং পরস্পরের প্রতি সৎস্বভাবপরিপূর্ণ, সেই স্থানে বাস অতি সুখের হেতু হইয়া থাকে। যে দেশে কৃষকগণ অতিশয় ভোগালু নয়, এবং নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, বিচক্ষণ লোক তাদৃশ স্থানে বাস করিবেন। পুত্র! যে স্থানে জিগীষু পূর্ব্বকৃত শত্রু ও সতত উৎসবপ্রিয় লোক বাস করে, সেই স্থানে বসতি করিবে না, কিন্তু যে স্থানের প্রতিবাসীগণ সুশীল, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই স্থানে বাস করিবেন। বৎস! আমি তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া এই প্রকার হিতকর সদাচারপরম্পরা তোমার নিকট বলিলাম।

সদাচার লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল। আমাদের সুবুদ্ধি পাঠকগণ ইহার দ্বারাই সদাচারের লক্ষণগুলি বুঝিতে পারিবেন। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু ব্যাখ্যা করা হইল, ইহাকেই সদাচার বলিয়া আর্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলির অনুষ্ঠান করিলেই সদাচারের অনুষ্ঠান করা হয় এবং ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারাই আয়ুর্বৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয়ের যথাবিহিত অনুষ্ঠান না করিলে কোন ধর্ম্মেরই প্রকৃত অধিকার জন্মে না, অতএব গৃহস্থ মাত্রেই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আচারের পরিশীলন করিবেন। এই সদাচার সমূহের মধ্যে অতীব গূঢ় রহস্য ও মহদুদ্দেশ্য আছে, তাহা আমাদের এ প্রস্তাবে আলোচ্য নহে। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি যে, তাহার উপকারীতা ও অবশ্য অনুষ্ঠেয়তা পাঠকগণ নিজে নিজেই সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিবেন।

অধ্যাস।

যেমন আলোক ও অন্ধকার পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। [illegible] চেতন ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধ। দৃশ্যমান কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি দ্রব্যগুলি চেতনা শক্তিবিহীন জড়পদার্থ। আমরা চেতন। আমার মধ্যে আবার আমি চেতন, আমার দেহ অচেতন। সুতরাং আমি চেতনা-চেতন সংবলিত। এই চেতনা সম্বন্ধে আস্তিক ও নাস্তিকগণ পরস্পর বিসংবাদিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। নাস্তিকের বাক্যে এই চৈতন্যপদার্থ আর স্বতন্ত্র নহে, যেমন অন্নাদি দ্রব্য নিহিত মাদকতাশক্তি তত্তৎ তণ্ডুলাদি দ্রব্যের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়, তেমন ভূতচতুষ্টয়ের বিশেষ সংযোগে আমাদের চৈতন্যের বিকাশ হয় মাত্র। বস্তুতঃ চৈতন্য পদার্থ দেহারম্ভক ভূতচতুষ্টয়ের

---

(১) ইহার পর হইতে কতটা অংশ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

* সান্তানিকং যক্ষ্যমানমধ্বগং সর্ব্ববেদসম্। গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ ॥ নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্ব্রাহ্মণান ধর্ম্মভিক্ষুকান্। নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ ॥ কেবলমাত্র সন্তানার্থী হইয়া (কামপরবশ হইয়া নয়) বিবাহেচ্ছুক, অবশ্য অনুষ্ঠেয় জ্যোতিষ্টোমাদি চিকীর্ষু, পান্থ, সর্ব্বস্ব দাক্ষিণার্থে অর্পণ করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, শিক্ষক গুরু এবং পিতা মাতার ভরণ পোষণার্থী, বেদপাঠ করিবার নিমিত্ত গ্রাসাচ্ছাদনার্থী ব্রহ্মচারী এবং চিররোগী এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে স্নাতক বলিয়া জানিবে। ইহাদিগের সম্বন্ধে বিদ্যার তারতম্যানুসারে গো, হিরণ্যাদি দান করিবে। (ইতি মনুসংহিতা) স্থানে স্নাতকশব্দে এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়াছে।

গুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্রমে ক্রমে এই চৈতন্য শক্তিও দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়, অতএব মৃত্যুত্তর কাল অর্থাৎ পরকাল নাই। ইহ কালের কর্ম্মের জন্য তিরস্কার বা পুরস্কার নাই। সুখ দুঃখ নাই, কিছুই নাই, সুতরাং জীবিতকালে স্বেচ্ছাবশে সংসার সাধনই পুরুষার্থ। আস্তিকগণ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহ-কাল-কৃত সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে পরকালে সুখ বা দুঃখের ভোগ হয়, চৈতন্য, ভৌতিক শক্তি নহে। ব্রহ্ম-চিন্ময়, চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ, অন্তর ইন্দ্রিয়ে চিৎ প্রতিফলিত হইয়া এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব রূপে সংসারে বিচরণ করিতেছে। আস্তিক ও নাস্তিকের এই বিসংবাদ মীমাংসার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা হয় নাই সুতরাং এই সম্বন্ধে অধিক কথা এ প্রস্তাবে বলিব না। তবে এই বিষয়ে এইটুকুমাত্র আমাদের বক্তব্য আছে যে, মদিরার উপাদান তণ্ডুলাদি পদার্থে পূর্ণভাবে না থাকিলেও কিছু কিছু মাত্রায় মাদকতা শক্তি আছে, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তণ্ডুলাদির পরস্পর সম্মিশ্রণে তীব্র মাদকতাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভূতচতুষ্টয়ের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) যখন চৈতন্য শক্তি কোন প্রকারেই অনুভূত হয় না, তখন উহার সংযোগে কখনই চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়, যদি চৈতন্য দৈহিক ভূতচতুষ্টয়েরই গুণ হইবে, তবে মৃত্যুর পরেও চৈতন্যের বিলয় হইতে পারে না, কারণ ভূতসমষ্টির গুণ হইলে, ভূতসমষ্টি যত কাল থাকে, চৈতন্যেরও তত কাল থাকা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহা কদাচও থাকে না। ইত্যাদি কারণেই দেহ হইতে চৈতন্য পৃথক্ বস্তু, উহা দেহের গুণ বা দেহ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য নহে। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যদি চৈতন্য দেহ হইতে অতিরিক্ত বস্তু হইল, তবে প্রাণী মাত্রেরই দেহের উপরে আমিত্ব বোধ হয় কেন ?

আমরা দেখিতেছি জীবগণ প্রত্যেকেই "আমি" "আমি" বলিয়া থাকে ; মনুষ্য কি পশু সকলেরই "অহং" জ্ঞান আছে। আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী বা দুঃখী বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, জগতীতলে দ্বিবিধ পদার্থ একটা "আমি" আর একটা "ইহা" এই, 'আমি' 'ইহা' পরস্পর বিভিন্ন। আমি বা অহং প্রতীতির বিষয় চেতন, আর ইহা বা ইদং প্রতীতির বিষয় বিরুদ্ধ। আমি বা অহং প্রত্যয় গম্য চিৎস্বভাব আত্মা। আর ইহা বা ইদং প্রত্যয় গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা। এই আত্মা ও অনাত্মার বিশেষ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও পরস্পর যেন সংমিশ্রিত হইয়া থাকে। এই মিশ্রণ তাত্ত্বিক না হইলেও নৈসর্গিক-ব্যবহারে সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে, যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে, পক্ষান্তরে যাহা অনাত্মা, তাহা ও আত্মা নহে এবং যাহা অন্ধকার তাহাও আলোক নহে। অতএব আমি বা অহংজ্ঞান জ্ঞেয় আত্মার সহিত, ইহা বা ইদংজ্ঞান জ্ঞেয় অনাত্মার, অর্থাৎ চেতন ও জড়ের পরস্পর তাদাত্ম্য বিভ্রম হওয়া অযুক্ত, অসম্ভব তথাপি অগ্ন্যুত্তাপে সুতপ্ত লৌহ শলাকাগাত্র দগ্ধ করিয়া থাকে, তখন লোকে "লৌহে পুড়িল" বলিয়া ব্যবহার হইতে থাকে, বাস্তবিক পক্ষে লৌহের দহন শক্তি নাই। লৌহের সহিত অগ্নি একাত্মতা লাভ করিয়া থাকে, ইহাতেই গাত্র সংস্পর্শে গাত্র দগ্ধ হয়, ইহা সকলেই জানেন। লৌহ আর অগ্নি পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ হইয়াও তাদাত্ম্য যোগে লৌহের দহন ক্ষমতার আরোপ হইয়া থাকে। দেহী ও দেহের সংযোগও তদ্রূপ। জীব একবার বলিতেছে আমার দেহ, মন, বুদ্ধিঃ, আবার বলিতেছে আমি খঞ্জ, কুব্জ, অন্ধ। সুতরাং একটু বিবেচনা করিলে আমি কি ? "আমি" এই তত্ত্ব নিরূপণে জীবের স্থিরতা নাই। অথচ এবংবিধ ব্যবহার লোক প্রসিদ্ধ, এই লোক সিদ্ধ অনাদি গত ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি ? কি কারণেই বা এরূপ বিসদৃশ ঘটন ঘটিয়া থাকে ? ইত্যাদি বহুবিধ ভাবনার উপস্থিত হয়। আত্মা ও অনাত্মা অত্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া তাদাত্ম্য বিভ্রম হওয়া অযুক্ত এবং উহাদের ধর্ম্ম, চৈতন্য ও জাড্যের পরস্পর তাদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তি-যুক্ত বোধ হয় না। জবা ও স্ফটিক বিভিন্ন দ্রব্য হইলেও জবার সংসর্গে স্ফটিক লৌহিত্য ধারণ করিয়া থাকে। ঐ লৌহিত্যের ন্যায় অধ্যাসানুরূপ আত্মা ও অনাত্মার ঐকাত্ম্য হইয়া যাওয়া ও অসম্ভব। সুতরাং আমি দেহী, অথবা আমার দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহার জীবের নিকট যথার্থ বলিয়াই প্রতীতি হয়, কিন্তু জীব স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর একটা সংযোগ হইয়া থাকে, আপাততঃ উহা যুক্তির দ্বারা হৃদ্বোধ না করিতে পারিলেও নাই বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

জীব আমি ও আমার ব্যবহার করিয়া থাকে। চিৎ ও জড় বিভিন্ন পদার্থ। চিৎ ও জড় বিভিন্ন হইয়াও কেন জড়কে আপনার করিয়া সম্বন্ধ বন্ধন করে ? অনাদিসিদ্ধ অবিবেক বশতঃই অত্যন্ত বিবিক্ত আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর আরোপজ্ঞান হইয়া অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। অবিবেকই উহার নিদান, অবিবেক বশতঃ পৃথক্ বোধ হয় না, সেই জন্য জীব আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং দেহাদিতে আত্মার ও আত্মধর্ম্মের আরোপ করিয়া "আমি" "আমার" এরূপ উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে, ঐ আরোপই অধ্যাস। উহা মিথ্যা অজ্ঞান প্রসূত, সত্য মিথ্যা উভয় জড়িত। উহা স্বাভাবিক ও অনাদি সিদ্ধ। সংসারে অধ্যাস ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝায় যে, আত্মা ও অনাত্মা একান্ত বিভিন্ন হইলেও পরস্পর পরস্পরে কেমন একটা সম্পর্কে সংপৃক্ত। ঐ সম্পর্কটাই অধ্যাসমূলক। তাহা হইলে এখন এই আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে যে, অধ্যাস কাহাকে বলে ? এবং উহা কিং স্বরূপ ?

জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"। এক পদার্থে পূর্ব্ব দৃষ্ট কোন অন্য পদার্থের যে প্রতীতি, তাহার নাম অধ্যাস, ইহা স্মৃতিস্বরূপাতিরিক্ত নহে। যেমন ভূপতিত রজ্জুদণ্ডে সর্প প্রতীতি হইলে, রজ্জু বাস্তবিক সর্প নহে, ঐ সর্পজ্ঞান ভ্রম, সুতরাং অধ্যাস। একখণ্ড শুক্তি (ঝিনুক) দর্শনে রজত বলিয়া ভ্রম হইলে উহা অধ্যাস। ভ্রম জ্ঞানের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, ভ্রমের আধারটী সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রতীতি হয়, তাহা মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে সর্প-ভ্রমের আধার রজ্জুটী সত্য, সর্প

মিথ্যা, মিথ্যা হইলেও আকাশকুসুমের ন্যায় অত্যন্ত মিথ্যা নহে। অত্যন্ত মিথ্যা হইলে তাহা প্রতীতি-গোচর হইত না। রজ্জুতে পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্পের অবভাস হইয়াই সর্পভ্রম হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে যে, আরোপ্য বিষয়টী অনির্ব্বচনীয়। অধ্যস্ত বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা তুচ্ছ, কিন্তু প্রতীতি হয় বলিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা নহে, আবার সত্যও নহে, এজন্য অধ্যাসটী শাস্ত্রে "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ঃ" বলা হইয়াছে। এখন এই অধ্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি কথা উঠিতে পারে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

আপত্তি—চিদাত্মা অবিষয়, স্বয়ং প্রকাশ, অন্যবস্তুর দ্বারা তাহার প্রকাশ হয় না। শ্রুতি বলেন, —শশী দিবাকর প্রভৃতির প্রকাশে প্রকাশিত "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এবম্ভূত অবিষয়, অতীন্দ্রিয় প্রত্যগাত্মাতে দেহাদি বিষয়ের এবং জরামরণাদি বিষয় ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে না। প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস অথাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে। অদৃষ্টচর অবিষয় পদার্থে কখনও অধ্যাস হইতে পারে না। রজ্জু ও শুক্তি পরাধীনপ্রকাশ, সেই জন্য সর্প ও রজতের অধ্যাস হইতে পারে, কিন্তু চিদাত্মায় কি প্রকারে অধ্যাস হইতে পারে?

উত্তর,—প্রথম দেখা যাউক যে, আত্মা একান্ত অবিষয় কি না। জীবাবস্থায় তাহাতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ, অথবা প্রতীত হওয়াতে প্রত্যক্ষতা ও আছে। আত্মা যখন অহং আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না এবং পরোক্ষও বলা যাইতে পারে না। চৈতন্যমাত্র স্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যা কল্পিত অহং উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানের গোচর বা বিষয় হইয়াছেন। বিবেককালে আত্মা নিরুপাধিক ও নিরংশ, কিন্তু যাবৎ বিশুদ্ধ বিবেকের উদ্রেক না হইবে, তখন তিনি সাংশ ও সোপাধিক, অবিদ্যা কল্পিত অহং যত কাল আছে, ততকাল আত্মা অহং বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য, অতএব অবিদ্যাকল্পিত অহং উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন, অহং বৃত্তির বিষয়, যাহা অহং বৃত্তির বিষয় তাহাতে দেহাদির ও দেহ ধর্ম্মের অধ্যাস থাকা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, আবার আত্মা একান্ত অপ্রত্যক্ষও নহে। তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ, যেহেতু জীব মাত্রেই আপনাকে "অহং" "আমি" এতদ্রূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কেবল যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাতেই বিষয়ান্তরের ভ্রম হইয়া অধ্যাস হইবে, অন্যত্র অধ্যাস হয় না এমত নহে। আকাশ তদ্রূপ প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি উহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস দৃষ্ট হয়, প্রাকৃত লোকে অপ্রত্যক্ষ আকাশে তল মলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। আকাশে যখন মেঘ থাকে না, তখন উহা নিবিড় নীলবর্ণ দেখা যায়, আকাশের কোন বর্ণ নাই, উহা চক্ষু গ্রাহ্য নহে। সুতরাং তল মলিনতাদির বোধ অধ্যাসমূলক। অতএব আত্মা সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাতে অনাত্মার, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির ও বুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মের অধ্যাস হওয়ার বাধা নাই। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ অধ্যাসকে অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেকদ্বারা—বিচার জনিত প্রজ্ঞা বিশেষদ্বারা তদ্বস্তুর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া জানেন। ঐ অবিদ্যা বহুল অনর্থের মূল, ঐ অবিদ্যা-পাশ ছেদনের জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলেও রজ্জুতে সর্পের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষগুণ রজ্জুতে স্পৃষ্ট হয় না, আবার সর্পের রজ্জুর দোষগুণ অনুক্রান্ত হয় না। এই যুক্তিদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার দোষগুণ অণুমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। অতএব চিদাত্মায় বিষয়ের অধ্যাস হইলেও বিষয়ের দোষগুণ চিদাত্মায় অনুক্রান্ত হইতে পারে না। পদার্থ মাত্রেরই এক একটা উপাদান থাকে। উপাদান ব্যতীত কোনদ্রব্য গঠিত হয় না, উপাদান দ্বিবিধ, বিবর্ত্ত, পরিণামী ও আরম্ভক। নিরুপাধি নিরঞ্জন পরব্রহ্মে পরিণামী ও আরম্ভোপাদানের সম্ভব হয় না, তন্তুর আরম্ভে বস্ত্র গঠন, তন্তু ও বস্ত্র এক পদার্থ, আতান বিতান ভাবে তন্তু বিস্তারের ন্যায় ঈশ্বর জগৎরূপে বিতত হইলে জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মাংশ হয়, তাহা অসঙ্গত। আবার নির্ব্বিকার নিরবয়ব পর ব্রহ্মের বিকার সঙ্ঘটন ও অসম্ভব। দুগ্ধ, দধিরূপে বিকৃত হইলে দুগ্ধের পরিণাম দধি হইল। জগৎ তাদৃশ পরিণাম প্রাপ্ত নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সর্পের যে উপাদান তাহারেই বিবর্ত্তোপাদান বলে। বিবর্ত্তোপাদানে রজ্জুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরব্রহ্মে বিবর্ত্তোপাদানতাই যুক্তি যুক্ত। সুতরাং আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ বা সংশ্লিষ্টতা নাই, কেহ কাহার দোষগুণে লিপ্ত হয় না।

সংসার অধ্যাস মূলক, সংসারের যাবতীয় ব্যবহার ও অবিদ্যাধীন, প্রমাণ ব্যবহার, প্রমেয় ব্যবহার, অহং মমাদিজ্ঞান, লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহারপ্রভৃতি ঐ অবিদ্যানামক আত্মা অনাত্মায় পরস্পর অধ্যাস হইতে উৎপন্ন ও নির্ব্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধিশাস্ত্র, সমস্ত নিষেধ শাস্ত্র, সমুদায় মোক্ষশাস্ত্র, (অধ্যাত্মবিদ্যা, বেদান্তাদি) সমস্তই অবিদ্যামূলক। অবিদ্যা ব্যতীত, অর্থাৎ আত্মা অনাত্মার অধ্যাস ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। আত্মা ও অনাত্মা পরস্পরে অধ্যস্ত হইয়াই এই বিশ্ব সংসার এবং এতদন্তর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি লৌকিক ব্যবহার সকল নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছে। এখন এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র এ সকল অবিদ্যাবৎ বিষয় কেন? অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অধিকারভুক্ত কেন? প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদিশাস্ত্র এ সমস্ত যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় হয়, তাহা হইলে, ঐসকল কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? ভ্রম ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলে, প্রমার সাধকের নাম প্রমাণ। প্রমাণসকল অবিদ্যা বিষয় হওয়া অথবা জীবের হিতশাসনপর বেদাদি শাস্ত্র অবিদ্যাবদ্বিষয় কিরূপে সম্ভবে? অবশ্যই সম্ভব। ভাবিয়া দেখা উচিত যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপর অহং মমাদি জ্ঞান উদয় না হইলে, অর্থাৎ দেহাদির উপর অভিমানবর্জ্জিত হইলে, প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না। অথবা কর্তৃত্বাদি জীবভাব থাকে না। প্রমাতৃত্ব ব্যতীত,

অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, দেহাদির উপর অহং মমাদি জ্ঞান না থাকিলে, অন্য কোন প্রকারে চক্ষুরাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাম অধিষ্ঠান ব্যতীত, দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত, স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অহং মমাদি জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইলে, কি দিয়া, কিপ্রকারে দেখিবে ও শুনিবে? এবং দেহ ভুলিয়া গেলে, ইন্দ্রিয়গণই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন আপন কার্য্য করিবে। যে শরীরে অহং মমাদির অধ্যাস নাই, যে দেহে অহং মমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহদ্বারা কোন জীব কি কার্য্যসাধন করিতে পারে? কোন ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপার থাকে। অসঙ্গচেতন পরমাত্মা অহং বৃত্তির যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গ সকলকে পরিচালন করিতেছেন। যখন জীবভাব থাকে না, তখন তাহার ব্যাপারও থাকিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও জীবাশ্রিত। অতএব অধ্যস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং কর্ত্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্তিও থাকে না, তখন ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বেদাদি শাস্ত্র, তদ্ঘটিত ব্যবহার সমস্তই অবিদ্যামূলক-অধ্যাসমূলক, কাজে কাজেই উহাদের ব্যবহারিক প্রামাণ্য, ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্বিক প্রামাণ্য বা পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক ব্যবহার, অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই থাকে, সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকালপর্য্যন্ত থাকে। কেবল অজ্ঞান মানবেরাই যে, প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত আছে এমত নহে। জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাঁহাদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারাও ব্যবহারকালে ঐরূপ ঐরূপ অধ্যস্ত ভাব শ্রবণ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যবহার কালে জ্ঞানী মনুষ্য পশুদিগের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ পশুরা যেমন অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানিগণও ব্যবহারকালে অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধ্যাস ব্যতীত কাহার কোন ব্যবহার চলিতে পারে না, বা থাকিতে পারে না। শব্দাদি বিষয়ের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে পারে, জানিয়া অনুকূলে প্রবৃত্ত, প্রতিকূলে নিবৃত্ত হয়, জ্ঞানিগণও ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং অনুকূলে প্রবৃত্ত ও প্রতিকূলে নিবৃত্ত হন। পশুগণে দণ্ডোদ্যত হস্ত মনুষ্যকে স্বাভিমুখে আসিতে দেখিলে, "আমায় মারিতে আসিতেছে, ভাবিয়া পলায়ন করে, তৃণপূর্ণ হস্তে আগমন করিতে দেখিলে, তাহার অভিমুখীন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানি ব্যক্তিও স্বাভিমুখে রোষকষায়িতনেত্রে খড্গহস্ত পুরুষ আসিতে দেখিলে, পলায়ন করে, অনুকূল দেখিলে অভিমুখীন হয়। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মানব জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই পশুদিগের তুল্য, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। পশুদিগের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার অবিবেকপূর্ব্বক, অতএব অবিদ্যামূলক (অজ্ঞানমূলক) ইহা সকলেই জানেন। তাহাদের বিবেক জ্ঞান নাই, কারণ বিবেকজ্ঞান উপদেশলভ্য। উপদেশ না থাকাতে বিবেকজ্ঞান নাই, কিন্তু আত্মপর জ্ঞান আছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে স্থির প্রতীতি হয় যে, পশুবৎ জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহারও অধ্যাসমূলক। ব্যবহারকালে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অধ্যাস থাকে। অতএব যখন যখন অধ্যাস, তখন তখনই ব্যবহার, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত। সুপ্তিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস, অর্থাৎ অহং জ্ঞান থাকে না, সুতরাং তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে না। জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, তজ্জন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে। আবার জ্ঞানিগণ যখন যোগসমাধিতে সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহাদের অধ্যাস থাকে না, তখন তাঁহারা দেহাদি হইতে পৃথক্ হন, এজন্য প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয় ব্যবহার লুপ্ত থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবহারে জ্ঞানী মনুষ্যেরাই অধিকারী। জ্ঞানিগণ পরলোক সম্বন্ধ ব্যতীত শাস্ত্রীয় ব্যবহার যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব বেদাদি শাস্ত্রও অবিদ্যাশালী জীবের অধিকার ভুক্ত। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্রসকল প্রবৃত্ত থাকে। পরে তাহার কিছুই থাকে না, অর্থাৎ শাস্ত্রাদির আবশ্যকতা ও থাকে না। এতদ্দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্ব-পর্য্যন্তই থাকে, পরে অনাবশ্যক, তখন তাহারা অবিদ্যা-বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ অধ্যাসের অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল ঐ কারণে অধ্যাসমূলক। উদাহরণদ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণোযজেত" এই একটী বেদ শাসন বাক্য। যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" এরূপ শত শত শাসন বাক্য তাহাকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তৎপ্রতি ঐ শাস্ত্র বিফল। যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, অষ্ট বর্ষাদি বয়স, শুচিত্বাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে, সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবর্ত্তক হয়, সফল হয়। স্বশক্তি প্রচার করিতে পারে, অন্যথা বিফল হইয়া যায়।

"অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ" অর্থাৎ যাহা যদ্রূপ নহে, তাহাতে তাহার বা তদ্রূপ জ্ঞানের নাম অধ্যাস, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চৈতন্য-মাত্রস্বভাব নির্ব্বিশেষে অনাত্ম-বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান, এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্ম পদার্থ—অহং মমাদি জ্ঞান, এইরূপ পরস্পর অধ্যাস ব্যতীত কোনও শাস্ত্র ও কোন ও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না। পুত্র ভার্য্যাদি ক্লিষ্ট হইলে, অথবা অক্লিষ্ট থাকিলে জীব "আমি ক্লেশে আছি, অথবা আমি সুখে আছি" এরূপ মনে করিয়া থাকে। বাহিরের পুত্র ভার্য্যাদির দুঃখাদুঃখ আপনাতে আরোপ বা অধ্যস্ত করিয়া এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। আবার স্থূলত্ব, কৃশত্বপ্রভৃতি দেহধর্ম্মসমূহকে আপনাতে আরোপ করিয়া "আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি" ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান ও সংব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। "আমি মূক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি কাণ", ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ধর্ম্মদিগকে ও আপনাতে আরোপিত করিয়া আমি মূক-কথা কহিতে পারি না, আমি বধির-শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ-দেখিতে পাই না, জীব

এরূপ ভাবিতেছে। আবার দ্বেষ, সঙ্কল্প, বিকল্পপ্রভৃতি মানস ধর্ম্মকে আত্মার উপর ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া "আমি ইচ্ছা করি, আমি সঙ্কল্প করি, আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি আমি নিশ্চয় করি" ইত্যাদি ইত্যাদি জ্ঞান ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে। ঐ রূপে লোক সকল "অহং-প্রত্যয়ীকে, অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আধার বা উৎপত্তি স্থান অন্তঃকরণকে তৎ-প্রকার-সাক্ষীতে, অর্থাৎ অন্তঃকরণের অস্তিত্ব সাধক, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্যনামক প্রত্যগাত্মাতে + অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে, তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে এবং সাক্ষি-স্বরূপ সর্ব্বাভাসক-প্রত্যগাত্মাকে ও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা তত্তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি করাইতেছে। এবম্বিধ অনাদি ও আবহমান কালাগত স্বতঃ প্রবর্ত্তমান মিথ্যা প্রত্যয়-রূপ অধ্যাস, সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভব গোচর। এই অনাদি অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসই কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বপ্রভৃতির প্রবর্ত্তক।

এতাবতা জ্ঞানগুরু শঙ্করকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অধ্যাস-স্বরূপ বর্ণিত হইল। অধ্যাসই সংসার-মোহের নিদান, অধ্যাস সকল অনর্থের মূলস্বরূপ। অধ্যাসের অপর অভিধান অবিদ্যা। অবিদ্যাগ্রস্ত সংসারের দুচ্ছেদ্য পাশ বিনাশার্থে পরা বিদ্যা বিচার একান্ত প্রয়োজন। ঋক্, যজু, সাম প্রভৃতিও অপরা বিদ্যা, বেদান্ত পরা বিদ্যা। "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কিন্তু তা বলিয়া অপরা বিদ্যা তুচ্ছ নহে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তত্বজ্ঞানের পূর্ব্বেই শাস্ত্রের অধিকার। সুতরাং অধিকারানুরূপ শাস্ত্র প্রতিপালন শ্রেয়স্কামের অবশ্য বিধেয়। মন স্থির না হইলে, অন্তরে সত্বাধিক্য না থাকিলে ব্রহ্মভাব নিরত-প্রসর প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং স্বাধিকারানুরূপ সর্ব্বশাস্ত্রেরই হিতশাসন শিরোধার্য্য। সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, নির্গুণ জ্ঞেয়। অধিকারা-নুরূপ উপাসনা বা জ্ঞান-বিকাশ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অবিদ্যা-ধ্বান্ত অপনোদিত হইবে। অবিদ্যা নাশের জন্যই সাধনা। নিত্য-সিদ্ধ-বস্তু-বোধের পরিপন্থী অবিদ্যা। অবিদ্যার বিনাশ হই-লেই স্বয়-প্রকাশ নিত্য, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অনুভূত হন। আমরা অবিদ্যাবশে সেই হৃদয়স্থ অন্তরাত্মার বিদ্যমানতাও অনুভব করিতে সমর্থ হই না। অতএব অবিদ্যা বিনাশের জন্য যথারীতি নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবিৎ আচা-র্য্যের অনুসরণ করিতে হইবে। পরম কারুণিক আচার্য্য অধ্যা-রোপ ও অপবাদ ন্যায়ে ব্রহ্ম ভাবের বিকাশ করিয়া দিবেন, এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"।

ধর্ম্মমণ্ডলী এতদিন কি করিলেন ?

আজ এক বৎসর হইল, কলিকাতায় ধর্ম্মমণ্ডলীর সূচনা হই-য়াছে। ১৮১৩ শকের ১৩ই আষাঢ় ইহা; গর্ভের জন্মদিন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ধর্ম্মমণ্ডলীর পরিপুষ্টির নিমিত্ত এপর্য্যন্ত বহুতর স্থান হইতে যথাসম্ভব উৎসাহ ও সহানুভূতি উপনীত হই-য়াছে। প্রস্তাবিত মতে সংস্থিত হইতে পারিলে, ধর্ম্মমণ্ডলী যে, এই মৃত হিন্দুজাতির মৃতসঞ্জীবনীরূপ হইবে, তাহা ক্রমে অনে-কেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাঁহারা হিন্দু-সমাজবহিষ্কৃত হইয়া নূতন সমাজ গঠনের প্রয়াসী, তাঁহারাও ধর্ম্মমণ্ডলীর পরিণাম বিশ্বাস করিয়া বিশেষ ভীত হইয়াছেন। হিন্দু সমাজ পুনরুজ্জীবিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিতান্ত বিপদ মনে করেন, সুতরাং ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহাদের বিষম ভয়ের কারণ হইয়াছে। একন্য ধর্ম্ম-মণ্ডলী মাতৃগর্ভস্থ থাকিতেই তাঁহারা ইহাকে প্রৌঢ়াবস্থ অতি প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত করিয়া, কত প্রকার প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহারা ধর্ম্মমণ্ডলী না জন্মিতেই, ইহার নামে নানাবিধ অভিযোগ আনি-তেছেন, সমাজের নিকট আপনা হইতেই সাক্ষাৎ স্বরূপে দাঁড়া-ইয়া কত কথা বলিতেছেন। অথচ ধর্ম্মমণ্ডলী কিন্তু এখনও স্বীয় কলেবর গ্রহণ করেন নাই! এইরূপ প্রকৃতির লোককে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তাহা আমাদের বলিবার আর অপেক্ষা করে না। নাস্তিকদের এইরূপ ভয়বিহ্বলতা প্রসূত প্রলাপাবলী শুনিয়াই স্বধর্ম্মরত হিন্দুমাত্রেরই বোধ হয় এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হই-য়াছে যে, ধর্ম্মমণ্ডলীই তাঁহাদের প্রকৃত আদরের বস্তু হইবেন। এখন নানাবিধ কারণেই, বোধ হয়, হিন্দুমাত্রেই ধর্ম্মমণ্ডলীর শুভ চর্চ্চার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। ধর্ম্মমণ্ডলী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন কি না, যদি জন্মিয়া থাকেন তবে কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কেমন করিয়া বৃদ্ধিস্থ হইতেছেন, ইত্যাদি বিবরণ জানিতে সকলেরই অভিলাষ।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্ম্মমণ্ডলী এতদিন যাবৎ গর্ভেই বাস করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু এখন গর্ভের পুষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছে, বুঝি অল্প দিন মধ্যেই প্রকৃতরূপে আবির্ভূত হইবার সম্ভব। দিন দিন গর্ভের যতই পুষ্টি হইতেছে, ধর্ম্মমণ্ডলীর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুমাত্রেই কত দিনে সেই বহু কালের আকাঙ্ক্ষিত মহামায়ার প্রিয়পুত্র ধর্ম্মমণ্ডলী সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর, সুঠাম, অথচ বীর্য্যবত্বে বিভূষিত হইয়া ধরাধামে আবির্ভূত হইবেন, সেই আশাপথ চাহিয়া দিন গণিতেছেন। কিন্তু শত্রুর মুখ বিমর্ষ-মলিন। দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ জন্মিবেন শুনিয়া, হরিভক্তগণের হৃদয়ে দিবানিশি আনন্দের তুফান বহিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু হরি অরি দৈত্য-গণের প্রাণ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পাষণ্ডগণ ভীষণ আতঙ্কে ব্রহ্মাণ্ডময় সেই দয়ালসাগর হরিকে ঘোর শত্রুরূপে দেখিয়াছিল। গর্ভস্থ হরিভক্ত প্রহ্লাদকে কেবল চিনিয়াছিলেন যাঁহারা হরির প্রেমভিখারী, কিন্তু দৈত্যগণ আমলকবৎ করস্থ করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। যে প্রহ্লাদ কেবল ভক্তি-বলে কালে পাষণ্ডাধম-পাষণ্ড ভীষণ মূর্ত্তি দৈত্যকুলকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি নামমাহাত্ম্যে অগ্নিতে শৈত্যগুণ, জলে কঠিনতা, বিষে অমৃত উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি নামবলে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ধীর গম্ভীর, অথচ সুচ্ছস্বরে ধর্ম্মরূপ মহামহীরুহের উচ্চ শিখায় দণ্ডায়মান হইয়া হরি নামের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাঁহার

\+ প্রতি-অঞ্চ + ক্বিপ্ প্রত্যক্—"একঃ কূটস্থো নিত্যো নিরংশঃ প্রত্যগাত্মা অশক্যানির্ব্বচনীয়েভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্ব্বচনীয়মঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যক্, স চাসৌ ঋতি প্রত্যগাত্মা।" বাচস্পতিমিশ্রঃ।

মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আজিও ভক্তগণের নয়নে আনন্দাশ্রু বহিয়া যায়, সেই মহানুভব মহাত্মাকে মাতৃক্রোড়ে সামান্য শিশুবৎ দর্শন করিয়া দৈত্যকুল কি পরিহাস করে নাই? কিন্তু যখন ভক্তের ভক্তিকীর্ত্তি জগতে প্রচারিত হইল, তখন সেই হরি-অরি দৈত্যকুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত, ভয়ে বিহ্বল-প্রাণে সেই মহানুভবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম ধর্ম্মমণ্ডলীর জন্মাবস্থায় শিশুবৎ দর্শন করিয়া, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন পাষণ্ডগণ উপহাস করিতে পারে, কিন্তু ভক্ত-বিশ্বাসীর প্রাণে এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশায়ও যে আশার সঞ্চার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি বিশ্বাসী, যিনি ভক্ত, যিনি হরিপ্রাণ, তিনি এই দুঃসময়ে, এ দুর্দ্দিনে ধর্ম্মমণ্ডলীর জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, পুলকিত না হইয়া কি থাকিতে পারেন? ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই এখন হইতেই ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবক হইবার জন্য লালায়িত। যাঁহার যাহা সাধ্য তদ্দারাই তিনি নানা ভাবে অপকট উৎসাহ প্রদর্শন করিতে উদ্যত। কেহ অর্থ, কেহ শারীরিক পরিশ্রম, কেহ বুদ্ধি, কেহ অনুরাগ, যাঁহার যাহা সম্বল, তিনি তাহাই ধর্ম্মমণ্ডলীর চরণে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং ধর্ম্মসেবকের আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এখন ভরসা হইতেছে যে, সত্বরেই ধর্ম্ম-মণ্ডলীর ভূমিষ্টবার্ত্তা ভক্ত ও বিশ্বাসীগণ মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ধর্ম্মমণ্ডলী যাহাতে যথানিয়মে যথাপ্রণালীতে ও সযতনে সঞ্চিত সুখাদ্যদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পারেন, তাহার জন্য সেবকমণ্ডলী সতত উৎযোগী হউন। এই শত্রুসঙ্কুল দৈত্যসমাজে ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে বিপন্ন করিবার জন্য পাষণ্ডগণ সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে; নানা বিপদজালে জড়িত করিয়া ইহার অকালে বিনাশ সাধনের সতত উপায় চিন্তা করিবে। সুতরাং অতি সন্তর্পণে ধর্ম্ম-শিশুকে লালন পালন করা কর্ত্তব্য। অতএব হে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ! ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবার জন্য আজ আমরা সকাতরে আপনাদের আহ্বান করিতেছি। শৈশব কালেই সকলে সর্ব্বদা পরসেবার অধীন হইয়া থাকে। সাবধানে শৈশবকাল অতি-বাহিত হইলে তখন সুবুদ্ধিমান্ আত্মরক্ষায় অনায়াসে সমর্থ হন। ধর্ম্মমণ্ডলী কেবল আপনাদেরই মঙ্গল সাধনার্থ ভূমিষ্ট হইতে-ছেন। শৈশবে সুপালিত হইলে সময়ে ধর্ম্মমণ্ডলী ধর্ম্মরক্ষার জন্য—সুতরাং ধার্ম্মিকের রক্ষার জন্য, বিপুল বিক্রমে দৈত্যগণ সহ মহাসমরে অবতীর্ণ হইবেন। অতএব, হে ধার্ম্মিক-সুধী-মণ্ডলী! ভাবি শুভ সংবাদ স্মরণ করিয়া এই সময় একবার জাগ্রত্ হউন, মোহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হউন। অচিরে শুভ ফল ফলিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ধর্ম্মমণ্ডলী যখন যথা সময়ে উপযুক্ত আয়োজনে তাঁহার জন্মবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন তখন প্রকৃত রূপে দেহধারণ করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? কারণ অনেক থাকিলেও এস্থলে আমরা একটী মাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া অদ্যকার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই অগ্র পশ্চাৎ বিশেষরূপ চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা বিবেকী যাঁহারা পরিণামদর্শী, তাঁহারা কদাচ সহসা কোন কার্য্যে অগ্রসর হয়েন না। সেজন্য মহাকবি ভারবি বলিয়াছিলেন—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাম্পদং।
বৃণতেহি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥

পণ্ডিত লোকেরা সহসা কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবেন না, কেননা একমাত্র অবিবেকই সমস্ত প্রকার বিপদের আস্পদ, কিন্তু যাঁহারা সদসৎ বিবেচনা করিয়া—কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, সেই বিমৃষ্যকারী ব্যক্তির নিকট সম্পদ্ স্বয়ং বশীভূতা হইয়া আপনিই উপস্থিত হন। সুতরাং সফলতার আশা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বাহ্ণে চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য—অধ্যবসায়হীন বাবুদলের হুজুক প্রিয়তার আধিক্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয়, পাছে ধর্ম্মমণ্ডলীও কালদোষে উক্ত দলে মিলিয়া যান। সেইজন্য ধর্ম্মমণ্ডলী চারিদিক দেখিয়া, পরিণাম চিন্তা করিয়া তবে আত্ম কলেবর প্রকাশ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া এতদিন যাবৎ গুপ্তভাবে সাময়িক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বৎসরাধিক কাল পরীক্ষার পর ধর্ম্মমণ্ডলী সে সমন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনি স্বরূপ ধারণ করিলে নিঃসংশয়ই অভিষ্ট ফল লাভে সক্ষম হইবেন।

21, 3/8

ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক।

বিবিধ।

বিগত বৈশাখ মাসের বেদব্যাসে শ্যামাপূজা নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, শ্যামা পূজা সম্বন্ধে আরও বাদ প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, এই নিমিত্ত শ্যামাপূজা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য কিছুই এবার প্রকাশিত হইল না। এ বিষয় আমরা পরে যথাসাধ্য চিন্তা করিয়া দেখিব।

কলিকাতার জীব হুজুগ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। হুজুগ তাঁহাদের প্রাণ। সুতরাং হুজুগের অভাব হইলে তাঁহারা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ান। তবে তাঁহাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখানে কদাচ হুজুগের অভাব হয় না। কলিকাতা হুজুগ-সমুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হুজুগ সমুদ্রে আবার একটী নূতন বুদ্বুদ দেখা দিয়াছে। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক "মৌতাতের মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে চড়াইয়া" বৃদ্ধা মাতামহীকে গঙ্গাযাত্রা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। এখন সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি উপায়ে বিলাত যাইয়া ধর্ম্ম ও জাতি নাশ করিতে পারা যায়, সে জন্যই বিব্রত হইয়া ফিরিতেছেন। আবার যাঁহারা আধুনিক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বলিয়া পরিচিত, তাহারাও না কি এই হুজুগে যোগ দিয়াছেন। কালের বিচিত্র গতি দেখিয়া অনেকে

অবাক ও শঙ্কিত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হই নাই। আমরা মহারাজ-অধিরাজ-কুমার বাহাদুরকেও জানি এবং পলিটিকেল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়কেও জানি, আর তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যে জাল পাতিয়াছেন তাঁহাও আমাদের চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমরা বাহ্য সভা সমিতি বা প্রস্তাবনার হুড়াহুড়ি দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত নহি। হিন্দুগণ! আপনারাও নিশ্চিন্ত থাকুন—অন্তঃসারশূন্য লোকের দ্বারা স্থিরপ্রজ্ঞ কখন কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করেন না।

বেদব্যাসের নব আয়োজনে গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। অনেকে আমাদের নানাবিধ উৎসাহ ও আশা বাক্য দিয়া সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেছেন। এইরূপ উৎসাহ পাইলে আমরাও দিন দিন বেদব্যাসের উন্নতির বিষয়ে যত্নশীল হইব। গ্রাহক ও পাঠকগণ তৃপ্ত হইতেছেন শুনিলে আমাদের সকল পরিশ্রম লাঘব বোধ হয়। ভরসা করি পাঠকগণ সময়ে সময়ে প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। কারণ তাহা হইলে আমরা পাঠকগণের অনুপপত্তি বুঝিতে পারিয়া সেইরূপ ভাবে শাস্ত্রকথার আলোচনা করিতে সক্ষম হই, আর গ্রাহকগণ যত্নসহকারে বেদব্যাস পাঠ করিতেছেন ইহা জ্ঞাত হইয়া, আমাদেরও কথঞ্চিৎ আনন্দ লাভ হয়। স্বীয় কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইলে, যদি অন্যে তাহা দেখাইয়া দেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ সুখ বোধ হয়। কারণ জীবমাত্রেই কার্য্য প্রণালী দোষগুণে মিশ্রিত। সুতরাং ত্রুটি সকল মনুষ্যেই সম্ভব। যিনি যে পরিমাণে সাবধানতার সহিত কার্য্য করেন, তিনি সেই পরিমাণে নির্দ্দোষ ভাবে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া থাকেন। যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ না করে, তত দিন তাঁহাকে ত্রুটির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অন্যে আমাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিলে, আমাদের অভিমান বা ক্রোধ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বরং তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দোষদর্শীর সমালোচনাংশ প্রণিধান পূর্ব্বক জ্ঞাত হইয়া, তাহার প্রতিবিধান করাই বিধেয়। আমরা সেইজন্য বেদব্যাসের গ্রাহকগণের নিকট হইতে সর্ব্বদা আমাদের দোষাংশের সমালোচনা শুনিবার জন্য লালায়িত থাকি। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এ আশা কেহই পূরণ করেন না। তবে আমরা মধ্যে মধ্যে বেদব্যাস অনিয়মিতরূপে প্রকাশ জন্য অভিযোগ পত্র পাইয়া থাকি সত্য। কিন্তু সে দোষ ততটা আমাদের নহে। সে দোষ বরং গ্রাহকগণের স্কন্ধে আমরা নিশঙ্কোচে ন্যস্ত করিতে পারি। গ্রাহকগণ যথা সময়ে বেদব্যাসের প্রাপ্য মূল্য প্রেরণ করিলে এরূপ ঘটনা ঘটে না। সংসারে অর্থ নহিলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সাধিত হয় না। বেদব্যাসের গ্রাহকগণ যদি যথানিয়মে তাঁহাদের মূল্য পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা বেদব্যাসের শতগুণ উন্নতি বৃদ্ধি করিয়া যথা নিয়মে যথা আয়োজনে প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় বারংবার অনুরোধ করিয়াও আমরা বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি। বেদব্যাস এখন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে, এখন ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি, এখন যদি পূর্ব্ববৎ মূল্য প্রদানে গ্রাহকগণ শৈথিল্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে ধর্ম্মমণ্ডলীকেই বিপন্ন করা হইবে। অতএব আমাদের গ্রাহকগণ সমীপে সানুনয় অনুরোধ যে তাঁহারা আমাদের অদ্যকার মন্তব্যটী প্রণিধান পূর্ব্বক হৃদয়স্থ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য করিতে কদাচ যেন আলস্য না করেন। অনেকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে বেদব্যাস পাইবার জন্যও নানা ছন্দে আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনয়সহ নিবেদন যে, এখন বেদব্যাসের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষ বা সম্পাদকের আয়ত্তাধীন নহে। সুতরাং সম্পাদককে তজ্জন্য অনুরোধ করিলে কোন ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের বিবেচনা, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের মঙ্গলকামী তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, বেদব্যাসের নির্দ্দিষ্ট মূল্যই যে কোন উপায়ে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যের সহায়তা করা। ধর্ম্মমণ্ডলী সুপুষ্ট হইলে, সময়ে উহা ধর্ম্মরক্ষার মূল ভিত্তিস্বরূপ হইবে। আর বেদব্যাস যখন ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি, তখন বেদব্যাসের উন্নতিতে ধর্ম্মমণ্ডলীর যে উন্নতি হইবে তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। অতএব বেদব্যাসের নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রেরণ পক্ষে বিলম্ব করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। অলমতিবিস্তারেণ।

সমালোচনা।

বিধবাবিবাহখণ্ডন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রণীত। রাজসাহি জেলার অন্তঃপাতি বেলঘুরিয়া নিবাসী শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১০০।১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্। বাল্মীকি যন্ত্রে, বিশ্বনাথ নন্দি দ্বারা মুদ্রিত। পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, পুস্তক খানিতে বিধবাবিবাহ খণ্ডন বিষয়ে অনেকগুলি প্রমাণ প্রয়োগ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তক খানিতে মনোগত ভাব ভাষাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় নাই। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমরা বলি যে, বৃথা অর্থব্যয় করিয়া বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশের আবশ্যক নাই, যাহাদের মধ্যে নিকা হইয়া আসিতেছে, তাহাদের চিরদিনই হইবে, উহার নিবারণের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। গণ্য মান্য ভদ্রলোকের মধ্যে বিধবা বিবাহ কখন হয়ও নাই, হইবেও না।

তন্ত্র-প্রসঙ্গ। ধুবড়ি ধর্ম্মসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন লাহিড়ী বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ৩৪।১নং কলুটোলা বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত। পড়িলাম, ইহাতে যোগ, ও তাহার অঙ্গ, যম নিয়মাদি, ভক্তির লক্ষণ, জগদম্বার সহস্র নাম স্তবপ্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমরা জগদম্বার সহস্রনাম স্তবটী পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত-হইলাম।

ধর্ম্মপ্রচারবার্ত্তা।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিগত ফাল্গুণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট, কাছার, হালিয়াকান্দি, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর এবং নারায়ণগঞ্জ এই সাত স্থানে ৪২টী ব্যাখ্যা করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক স্থানেই চূড়ামণি মহাশয়ের ভাবপূর্ণা ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হিন্দুর হৃদয় পুনঃ ধর্ম্মরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যার বিষয়গুলি স্থানাভাব বশতঃ এবার প্রকাশ হইল না।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে খুলনা-বাগেরহাটে তিন দিন এবং পাবনা-দোগাছি একদিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্মভাবে তত্রত্য লোকের চিত্ত সমুচ্ছাসিত হইয়াছিল। এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয় আষাঢ় মাসে ২৪ পরগণা—গুঁড়া ধর্ম্মসভাতে এক দিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ও ৺ কালিঘাটে একদিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শুভ-সংবাদ।

ত্রিপুরা—জাহারপুর। ২২ শে আষাঢ় হইতে ২৪ শে আষাঢ় পর্য্যন্ত জাহারপুর শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার, ৪র্থ বাৎসরিক মহোৎসব সমারোহের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে।

বরিশাল—১৩ই আষাঢ় রবিবার হইতে ১৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বরিশাল ধর্ম্মরক্ষণী সভাগৃহে বাল্যাশ্রমের ষষ্ঠবার্ষিকোৎসব নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

যশোহর—মুনিয়ামপুর—শোলখাদ। এ গ্রামে সম্প্রতি একটী "ধর্ম্ম-রক্ষণী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। গত ১লা ও ২রা আষাঢ় মঙ্গল ও বুধবার উক্ত সভার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

হাবড়া—উলুবেড়িয়া—ঝিকুরা। এখানকার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। গ্রামের জমিদার নিজ ব্যয়ে একটী হরিমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন।

রংপুর—গাইবান্ধা—খোলাহাটী। প্রায় ২ বৎসর যাবৎ এখানে একটী হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে এবং ভগবল্লীলার পর্ব্ব দিবসে সভার অধিবেশন হয়।

ঢাকা—বিক্রমপুর। ৺কাশীধাম-নিবাসী জনৈক ব্রহ্মচারী মহাশয় এখানে আসিয়া, ক্রমাগত ৬ দিবস হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন।

২৪ পরগণা—হালিসহর। অত্র গ্রামে কয়েক মাস হইল বাজারপল্লীতে এক হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার কৃষ্ণদশমী হইতে শ্রীশ্রী ৺হরিসভা প্রথম সাম্বৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়া, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সম্পন্ন হইয়াছে।

বশীরহাট—বাজিৎপুর। গত অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা হইতে পীড়িত দরিদ্রগণকে ঔষধ পথ্যাদি প্রদান করা হয়।

হুগলী—শ্রীরামপুর—মাহেশ। অত্রত্য হরিসভার প্রথম যাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শত হরিপ্রেমিক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আসাম—জোড়হাট। এখানকার হরিসভার গৃহটী এখন প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ এবং সংকীর্ত্তনাদি যথারীতি হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান—রাণীগঞ্জ—মেজিয়া। এখানে সম্প্রতি একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ দেবালয়ে 'পান্থাবাসের' কার্য্য ও চলিবে। সাধারণের ইহাতে মহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক। সাহায্যকারী রাণীগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত মাখমলাল বক্সীর কাছে দেয় অর্থাদি পাঠাইতে পারেন।

কৃষ্ণনগর—গোয়াড়ী। ঘড়াদহ-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী উত্তরপাড়া-বালিনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন চেষ্টা এবং ব্যয়ে গোয়াড়ীতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বরিশাল-কীর্ত্তিপাশানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় এখন এই চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি ও ব্যাকরণ পড়াইতেছেন। পাঁচ ছয়টী ছাত্র হইয়াছে। টোলের সমস্ত ব্যয়, ছাত্রদের আহারাদি. এখন উক্ত চৌধুরী ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই দিতেছেন। ইহাঁদের সবিশেষ সুখ্যাতি সন্দেহ নাই। কিন্তু গোয়াড়ীর প্রবাসীবর্গের ইহা দারুণ কলঙ্কের কথা! এ বিষয়ে গোয়াড়ার হিন্দু অধিবাসী মাত্রেরই প্রাণপণে সাহায্য করা উচিত।

২৪ পরগণা—পানিহাটী। এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-ত্রয়োদশী তিথিতে নবদ্বীপনিবাসী রঘুনাথ গোস্বামীর মহোৎসব উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম। ভাগীরথীর তীরস্থিত একটী প্রাচীন বটবৃক্ষের তলে ঐ মহোৎসবকার্য্য হয়। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ঐ বটবৃক্ষটী শ্রীশ্রী৺ চৈতন্য মহাপ্রভুর রোপিত। বাস্তবিকই সে স্থানটীর এমনই মহাত্ম্য যে, তথায় উপস্থিত হইলে, অতি বড় পাষণ্ডেরও ভক্তির উদ্রেক হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি। বেদব্যাসের ক্ষতিতে ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি। হিন্দু হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি করান নিতান্ত অবিধেয়, তাহা অধিক করিয়া হিন্দুর নিকট লেথার প্রয়োজন নাই। আমরা বারম্বার এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তথাপি অনেকের জ্ঞানোদয় হইতেছে না দেখিয়া আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের সানুনয়ে গ্রাহকগণ সমীপে অনুরোধ যে, যাঁহাদের নিকট গত বর্ষের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহার দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, অথবা কাগজ লইতে ইচ্ছা না থাকিলে পত্রদ্বারা কাগজ বন্ধ করিতে আদেশ করেন। আর বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম দেয় হিসাবে যাঁহাদের নিকট প্রাপ্য, তাঁহারাও যেন অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। বেদব্যাস অসমর্থ পক্ষে দুই টাকা ন্যূনে দিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য আমাদের নাই। অতএব সকলেই যেন দুই টাকা করিয়াই মূল্য পাঠাইয়া দেন।

এবার হইতে আপন আপন প্যাকেটের উপরে যে নম্বরটী থাকিবে, তাহাই গ্রাহক নম্বর বলিয়া জানিবেন এবং বেদব্যাস সম্বন্ধে টাকা কড়ী চিঠী পত্র লিখিবার সময়ে অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যেক গ্রাহক ঐ নম্বরটী নিজ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন, নতুবা টাকা জমা বা পত্রের উত্তর দিতে আমরা পারি না, এবং সময় সময় গ্রাহকগণের সহিত টাকা কড়ী লইয়া গোলযোগ হয়। যিনি নূতন গ্রাহক হইবেন, তিনি পত্রে কি মনি-অর্ডারের কুপনে "নূতন গ্রাহক" এই কথাটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন। এখানে পত্রাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইবে।

বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী-কার্য্যালয় আগামী ১০ই ভাদ্র হইতে ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া যাইবে, অতএব ১০ই ভাদ্রের পর হইতে বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী-সংক্রান্ত পত্রাদি যাহা কিছু উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রত্যেক কার্য্যেরই নূতন কোন বন্দোবস্ত করিতে হইলে কিছু অধিক সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম, তাই আমাদের বেদব্যাসের এই নব উদ্যোগে, নব আয়োজনে, বেদব্যাসের অর্চ্চনায় ও কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অবগত আছেন,জগদম্বার অর্চ্চনায় যত কাল বিলম্ব, যত উপকরণের অভাব একমাত্র সপ্তমী পূজার দিনই হইয়া থাকে, একবার কার্য্যের সুপ্রথা নিবদ্ধ হইলে, আর কোনই বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে না। বেদব্যাসের অর্চ্চনার ভার পাঠকগণের প্রতি, পাঠকগণ যদি শীঘ্র শীঘ্র পূজার আয়োজন করেন, তাহা হইলে আমরা ও যথা সময়ে পূজা করিতে পারিব, তাই পাঠকগণের প্রতি একান্ত নিবেদন এই যে, তাঁহারা বর্ত্তমান সনের নিজ দেয় মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আপন কর্ত্তব্যতা প্রতিপালন করুন।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, আমরা অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও বেদব্যাস পাঠাই না, ইহা আমাদের দৃঢ় নিয়ম, কিন্তু বৎসরের প্রথমেই পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় জানি না কে কি মনে করিয়া টাকা পাঠাইতেছেন না; এই ভাবিয়া এবার সকলকেই পত্রিকা পাঠান গেল, আমরা অনুরোধ করি, আর যেন কাহাকেও টাকার জন্য তাগাদা করিতে না হয়। এবার যাঁহারা টাকা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন, আগামী বারে তাঁহাদের পত্রিকা আমরা পাঠাইতে পারিব না।

আর একটী নিবেদন এই যে, যাঁহাদের নিকট গত বৎসরের টাকা বাকী আছে, তাঁহারা শীঘ্র আপন আপন দেয় টাকা পাঠাইয়া স্বধর্ম্মানুরাগিতা ও উৎসাহিতার পরিচয় দিন। আর যেন আমাদের কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য নেয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহকারী সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯।　　　　　　　　　　　　　　　　　　শ্রাবণ ও ভাদ্র।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কলিকাতা

২৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহকারী সম্পাদক
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, যিনি বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন, তিনি অবশ্যই আলস্য এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এক খানি পোষ্টকার্ড দ্বারায় নিষেধ করিয়া পাঠান, নতুবা কেবল মাত্র কাগজখানি ফেরত পাঠাইলে কে ফেরত পাঠাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ শিরোনামটী কাগজখানি আফিসে ফিরিয়া আসিতে আসিতেই ছিঁড়িয়া যায়, খালি কাগজখানি আফিসে আসে, সুতরাং কার নামে পাঠান হইয়াছিল, কে ফেরত দিলেন, তাহা কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। পুনঃপুনই বেদব্যাস পাঠাইতে হয়। অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, আপনারা আলস্য করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি জনক কার্য্য করিবেন না।

অনেকে বেদব্যাস পাই নাই বলিয়া পত্র লিখেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া আবার আমাদের পাঠাইতে হয়, কিন্তু গ্রাহকগণ একটু অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিবেন, এবং পিয়নকে সতর্ক করিয়া দিবেন। আফিস হইতে কাহারও বেদব্যাস পাঠাইতে ভুল হয় না, ইহা নিশ্চয়।

১৫।২০ দিন পূর্ব্বে কোন এক গ্রাহক "গ্রাহক নম্বর ২১৫। কিম্বা ২১২" এই কথাটী মাত্র লিখিয়া একখানি ২৲টাকা মণি অর্ডার পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আলস্যে নামটী পর্য্যন্তও লিখিতে পারেন নাই। আমরা ইঁহার টাকা জমা করিতে পারি নাই। ইহার বিশেষ পরিচয় ভূধর বাবুর বাল্মীকী রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণ নাম ধাম জেলা ইত্যাদী লিখিবেন। প্রায়ই এইরূপ বিপদে আমাদের পড়িতে হয়। অতএব প্রত্যেক গ্রাহকেরই যেন প্যাকেটের উপরের নূতন নম্বরটী ও নাম ধাম লিখিতে বিস্মরণ না হয়।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, শ্রাবণ, ভাদ্র। { ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা।

শিবাষ্টকস্তোত্রম্।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজাম্।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ১॥

গলে রুদ্রমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম্।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ২॥

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরং তম্।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৩॥

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৪॥

গিরীন্দ্রাত্মজাসংগৃহীতার্দ্ধদেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদাসন্নদেহম্।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্ব্বন্দ্যমানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৫॥

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্।
বলীবর্দ্দযানং সুরাণাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৬॥

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রং বিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৭॥

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারম্।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৮॥

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপানেঃ
পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ।
সুপুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
বিচিত্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রযাতি॥ ৯॥

ইতি শিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য।

প্রথম প্রস্তাব।

অবতরণিকা।

উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগে মুমূর্ষু প্রায় হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, সামাজিক চিন্তায় যাহাঁদের মস্তিষ্ক পরিচালিত হয়, তাহাদের নিকট ইহার সবিশেষ বর্ণনা পুনরুক্তি মাত্র। উনবিংশ শতাব্দী-রূপ শ্মশান ভূমিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুগত সর্ব্বনাশকর নাস্তিকতার অর্দ্ধ পৃথিবী ব্যাপিনী অনন্ত চিতায় প্রাণ হীন নিশ্চেষ্ট শবপ্রায় হিন্দুসমাজ পুড়িয়া ছাই হইতে চলিল! লক্ষ লক্ষ বৎসরের দিব্য জ্ঞান বলে অর্জ্জিত উপায় সমষ্টিদ্বারা পরিপোষিত ও সুশোভিত সমাজ শরীর, ভস্ম শেষ হইয়া বাতাসে উড়িতে আরম্ভ করিল! প্রাচ্য সভ্যতা মনুষ্য জাতির চির গৌরবের অদ্বিতীয় হেতু, সেই প্রাচ্য সভ্যতা ধ্বংসময়, মহা সাগরের অচিন্তনীয় মহা কুক্ষিতে অনন্ত কালের জন্য ডুবিতে চলিল! ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহনীয় চরিত, নরপতি বৃন্দ ও আর্য্য সভ্যতার রত্নমুকুটায়মান ঋষিবৃন্দের অযোগ্য সন্তানগণ, দিন দিন গারো, কুকি, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতির সদৃশ বলিয়া নব্য সভ্য সমাজে অভিহিত হইতে চলিল। সকল হিন্দু সন্তানই সর্ব্ব সংহারক মহা কালের এ প্রচণ্ড প্রহার অনবরত মস্তকে ধারণ করিতেছে, যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে কে? এই দুরন্ত বিপত্তিময় প্রলয় হুতাশনের তীব্র জ্বালায় কোন্ হৃদয়বানের অন্তরাত্মা দগ্ধ না হইতেছে? কিন্তু মূল কারণ ও তাহার নিরাকরণের উপায় কয় জন লোকে ভাবিতেছে? হাহাকার সকলে করে, কিন্তু হাহাকার নিরাকরণের প্রকৃত উপায় কয় জন লোকে বুঝে বা বুঝায়?

অবনতি-গহ্বরের স্বল্পাবশিষ্ট আবরণকে অপসৃত করিবার জন্য হিন্দু সমাজের এই নিশ্চেষ্ট ভাব, নৈরাশ্যের সহচর হইয়া আজই যে দেখা দিয়াছে, তাহা নহে, দুই বা এক শতাব্দীর কথা নহে, বহু শতাব্দী হইতেই এই নৈরাশ্য জড়িত নিশ্চেষ্টতা, আমাদের সমাজের জীবনী শক্তিকে গ্রাস করিবার জন্য সদল-বলে দেখা দিয়াছে, এ কথা আমরা সময়ক্রমে বিস্তৃতরূপে বুঝা-ইতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু আশা করিতে সাহস হয় না, বিশ্বাস করিতে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, বলিতে যেন কেমন একটা বাধ বাধ ঠেকে, এই সর্ব্বনাশকারী নিশ্চেষ্টতার মধ্যে যেন অনেক দিন পরে আজ কাল অল্প, অত্যল্প, ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, মহা সমুদ্রে ক্ষীণ সৈকত রেখার ন্যায়, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতে ঈষৎ মুক্ত সুদূরস্থিত নক্ষত্র রশ্মির ন্যায় সচেষ্ট ভাব এই হতভাগ্য হিন্দু সমাজে দেখা দিয়াছে। এ সচেষ্ট ভাব কোথা হইতে আসিল, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, সুতরাং তাহা প্রকাশ করিয়া কি লাভ? ইহার ভবিষ্যত্ সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা এ প্রকারও বলিয়া থাকেন যে, যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ, আপনিই একবার জ্বলিয়া উঠে ফল কিন্তু তাহার অচিরভাবি অন্ধকার, সেই প্রকার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের দৃশ্যমান এই সচেষ্টতা, ইহারও অচিরে একেবারে ধ্বংস দেদীপ্যমান। এ সকল যুক্তি রহিত মত লইয়া অসার বিবাদ করা নিরর্থক। এই সচেষ্ট ভাবের ফল ভীষণ ধ্বংসই হউক, অথবা হিন্দুর চিবসঞ্চিত আশার পূর্ণতাই হউক, সে বিষয়ে বিচার না করিয়া, এই দৃশ্যমান নূতন ক্রিয়াশীল সমাজের গতি কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ফিরাইলে, ভবিষ্যতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা এক্ষণে সমাজ হিতৈষিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং সেই বিষয়ের স্থির লক্ষ্য দেখাইবাব জন্য এবং যথা শক্তি তাহাকে প্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য আমি এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশা আছে যাহাঁরা যথার্থ সমাজের হিত চিন্তা করেন, তাহাদের পক্ষে এই বিস্তৃত প্রবন্ধ বিবক্তিকব না হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী।

যে কোন বিষয়ের পরিদৃশ্যমান অবস্থা যদি পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বোধ করা যায় এবং সেই বিষয়ের আত্যন্তিকী স্থিতির ঐকান্তিক আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে সেই পরিদৃশ্যমান দুরবস্থা গ্রস্ত বস্তুটার পূর্ণ স্বরূপ ও তাহার মূলীভূত বস্তুর যথার্থ অবস্থা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রথমে অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যেমন এক জন বিকার গ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসার দ্বারা রোগহীন করিতে হইলে, চিকিৎসক সর্ব্ব প্রথমে রোগের দৃশ্যমান অবস্থা-গুলি বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া বিকারের প্রকৃত উপাদানের ও রোগীর দেহের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহাতে ঐ বিকার প্রাপ্ত রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা দূর হইতে পারে এবং তৎ-পরে ঐ রোগীর শরীর পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহাঁরা তৎকালীন বিকারাবস্থামাত্র দেখিয়া তাহারই নাশার্থে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাঁরা ভাগ্য ক্রমে সেই বর্ত্তমান রোগটী অপনয়ন করিতে সমর্থ হইলেও প্রায়ই সেই রোগনির্ম্মুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বতন স্বাভাবিক অবস্থার বিরোধি এমনি একটী অবস্থান্তর আনয়ন করিয়া দেন, যাহাতে সময়ে সময়ে ঐ রোগ-নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি, স্বীয় রোগ হীন অবস্থা হইতেও রোগাবস্থাকে প্রিয়তর বলিতে প্রস্তুত হয়, অথবা সমগ্র জীবনকে এক মহা বিড়ম্বনাময় ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া চিকিৎ-সকের রোগনাশিনী শক্তিকেও সর্ব্বনাশ কারিণী শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেই প্রকার হিন্দুসমাজরূপ সুবিশাল জীর্ণ শরীরে বর্ত্তমান দুর্দ্দশারূপ যে বিকার দেখা যাইতেছে, ইহার অপনয়নার্থ এই প্রকার ঔষধ প্রয়োগেরই আবশ্যকতা, যাহার বলে বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনীত হয় ও সমাজ নিজের অতীত স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিময়ী অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই প্রকার ঔষধ প্রযোগ কর্ত্তাগণের সর্ব্ব প্রথমে বিশেষরূপ প্রণিধান সহকারে দেখিতে হইবে যে, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কি পূর্ণস্বরূপ, অতীত পূর্ণ অবস্থাব সহিত ইহার কত পরিমাণে বৈষম্য, কোন একটী নূতন পরিবর্ত্তন হইলে হিন্দুসমাজের অতীত পূর্ণাবস্থার আংশিক ক্ষতিসাধন হইতে পারে কি না, হিন্দুসমাজের পূর্ণাবস্থার স্বরূপ ও তাহাব স্থিতির প্রকৃত উপায় কি? এবং সেই অতীত পূর্ণাবস্থা পুনরায় এই দৃশ্যমান জীর্ণ সমাজ প্রাপ্ত হইতে পারে কি না, এই সমস্ত বিষয় যে পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বিবেচিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পাবে না এবং এই সকল বিষয় না বুঝিয়া যাঁহাবা এক্ষণে সমাজের কর্ত্তব্য উপদেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, হয় তাঁহাবা ঘোর ভ্রান্ত, না হয় তাঁহারা দুরন্ত প্রতাবক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু-সমাজের অতীত অবস্থা চিত্র করিয়া তাহার সহিত, বর্ত্তমান অবস্থার কোন পরিমাণে বৈষম্য হইয়াছে, এই বিষয়টী পূর্ব্বেই দেখিয়া লইতে হইবে। হিন্দু জাতির অতীত পূর্ণতা-প্রাপ্ত সমাজ চিত্রের পূর্ব্বে সাধারণ সমাজরূপ শরীরের গঠনপ্রণালী, তাহাব উপাদান ও ফল বিষযে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

কোন একটী বিস্তৃত ভূখণ্ডের অনেক পরিমাণে সমান ধর্ম্মা-ক্রান্ত বহু ব্যক্তিনিচয়ের স্বীয় সাধারণ স্বার্থনিচয়কে সুসাধিত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম বিশেষের অধীনতায় আচার-গত ও ব্যবহারগত বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক একটী বিরাট সম্মিলনই সাধারণতঃ সমাজ-শরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জগতে যত প্রকার জীব বর্ত্তমান সময়ে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদেয় মধ্যে মনুষ্য জাতির এই একটী বিলক্ষণ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজের জীবন ধারণোপযোগী যে কোন উপায়ের অনু-ষ্ঠান করে, তাহাতেই তাহাদিগের স্বজাতীয় জীবের সাহায্য (অর্থাৎ মনুষ্যান্তরের সাহায্য) অবশ্যই অবলম্বন করিতে

হয়। দল বাঁধিয়া বিচরণ করিয়া থাকে, এপ্রকার অনেক পশু-জাতির ও পক্ষীজাতীয় বা অন্য জাতীয় জীব দেখা গিয়া থাকে এবং এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন জীবনানুকূল কার্য্যে তাহারা স্বজাতীয় সাহায্যের অপেক্ষাও করিয়া থাকে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, এই প্রকার অন্য জাতীয় জীব গণের স্বজাতীয় জীবের সাহায্যা-পেক্ষা হইতে মানবজাতির স্বজাতীয় জীবের নিকট সাহায্যা-পেক্ষা অত্যন্ত বৈষম্যাক্রান্ত, কেন তাহা দেখাইতেছি।

স্তন্যপায়ী জীবগণের জন্মানন্তর স্বীয় জীবনধারণের জন্য অবশ্যই স্বীয় স্বীয় জননীর সর্ব্ব প্রকারে অপেক্ষা রাখিতে হয়, ইহা সকলেই সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন, এই প্রকার বল্মীক-প্রভৃতি কতকগুলি কীটজাতীয় আছে, তাহারাও আবাস নির্ম্মাণাদি কতকগুলি অত্যন্ত উপযোগি কার্য্যে স্বজাতীয় জীবের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে, ইহাও প্রাণী তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। কিন্তু মনুষ্য ভিন্ন এমত কোন জীব অদ্যাপি জীব জগতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, যাহারা প্রাকৃতিক উৎপাত নিবারণ, ভিন্ন জাতীয় জীবগণকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা অভিলষিত সামগ্রী সম্পাদন, স্বজাতীয় সম্মিলন সাধ্য নিত্য নূতন নূতন সুখোপায়ের আবিষ্করণ, জড় প্রকৃতির সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবন সংরক্ষণ এবং স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ, অন্য প্রাণি জগতে দুর্ল্লভ মানসিক বৃত্তির পরিচালনাদ্বারা অলৌকিক উপায় স্বার্থ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা স্বীয় জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করিবার জন্য স্বজাতীয় জীবান্তরের অপেক্ষা করিতেছে। জীবন ধারণোপযোগী কার্য্যের কোন কোন বিষয়ে অন্য জীব, স্বজাতীয় জীবের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে স্বজাতীয় জীবের সাহায্য পূর্ব্বে তাহাদের চিরানুশীলন সংমার্জ্জিত বুদ্ধি বৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া পরে অবলম্বিত হইয়াছে, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বনের ফল, মূল, তৃণ, পত্র প্রভৃতি অযত্ন সিদ্ধ আহার্য্য বস্তুর উপর তাহাদের যে প্রকার আজীবন স্থায়ী প্রকৃতি দত্ত সাধারণ অধিকার বুদ্ধিপূর্ব্বক আবিস্কৃত হয় নাই, সেই প্রকার স্তূপাকৃতি কৌশলময় মৃত্তিকাময় আবাস স্থান নির্ম্মাণাদি কার্য্য ও স্বজাতীয় গণের অবশ্যম্ভাবী সাহায্যের উপর তাহাদের আজন্ম সিদ্ধ অবুদ্ধি সম্পাদিত প্রকৃতি দত্ত অধিকার, তাহাদের জাতীয় সত্তার সহিত চিরানুস্যূত, সেই প্রকার অধিকার তাহারা যেমন বুদ্ধি বলে আবিষ্কার করিয়া লাভ করে নাই, সেই প্রকার বুদ্ধিবলে সেই অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন জাতীয় অধিকার লাভ করিবার ক্ষমতা ও তাহাদের জাতীয় জীবনে লক্ষিত হয় না, জীব জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস দৃঢ়তার সহিত এই পূর্ণ সত্যটী প্রকাশ করিয়া দিতেছি—সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যে জাতীয় পশু প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবকে যে যে অধিকার বলে যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে দেখা গিয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে 'সম্ভবতঃ এই ভাবেই যুগযুগান্তর ও কাটিয়া যাইবে। অদ্যাপি ও সেই জীব জগতের প্রথম বিকাশের প্রথম অঙ্কে লব্ধ-স্বভাব দত্ত অযত্ন সম্পাদিত অধিকার, আবহমান কাল' সমভাবে সেই নিকৃষ্ট জাতীয় জীবগণের উপর দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কেন্দ্রী করণ শক্তি বা একীকরণ শক্তিদ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয় জীবগণের সেই স্বভাব দত্ত অধিকার হ্রাস বা বৃদ্ধির ভাগী হইতে পারে না।

কিন্তু জীবরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মনুষ্য জাতির প্রকৃতি লব্ধ অধিকার, তাহাদের বুদ্ধি সম্পাদিত বহু প্রযত্নে অর্জ্জিত অধিকারের নিকট পরাভব লাভ করিয়াছে। কারণ মনুষ্যজাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মনুষ্য জাতির যাহা কিছু সারধন—যাহার বলে মনুষ্য জাতির জীব জগতে অসাধারণ প্রাধান্য, যাহার অভাব হইলে মনুষ্য হয়ত এতদিনে জীবজগত্ হইতে অন্তর্দ্ধান লাভ করিত, সেই মনুষ্যের সারধন, ভবিষ্যত্ অতীত ও বর্ত্তমান চিন্তার অমৃতময় ফল স্বরূপ বিরাট সমাজ শরীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অদ্বিতীয় যন্ত্রভূত এই বিরাট সমাজ ইহাকে লাভ করিতে মনুষ্য জন্ম-গ্রহণ করিয়াই প্রকৃতির হস্ত হইতে ইতর জীবের ন্যায় অযত্ন সাধ্য অধিকার লাভ করে নাই, প্রত্যুত এই অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রকৃতি দত্ত অধিকারের বিরোধ যুগযুগান্তর ব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয় গণের অমূল্য জীবন সমূহকে,অকাতরে বলিপ্রদান করিয়া মনুষ্যজাতি জগতে মহনীয়তা লাভ করিবার জন্য, সমগ্র জীব জগতে আত্ম প্রাধান্য চিরদিনের তরে স্থির রাখিবার জন্য অনন্ত যোগ বলে সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী অতি-ক্লেশ কর তপস্যার বলে-অলৌকিক প্রতিভার বিস্ময় কর অমানুষিক সাহায্যে এই বিরাট সমাজ শরীর বাঁধিবার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং দেখিতে হইবে, যাহাকে মনুষ্য জাতির প্রকৃত জীবন বলা গিয়া থাকে—যে প্রকৃত জীবনের অভাবে মনুষ্য পশু হইতে স্বীয় জাতিতে কোন বৈলক্ষণ্য রাখিতে সমর্থ হয় না, সেই মনুষ্য জীবনের রক্ষা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হইলে যে সকল উপায়ানুষ্ঠানের ঐকান্তিক আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়, সেই সকল উপায় সমষ্টির অনুষ্ঠান করিতে হইলে মনুষ্য জাতির নিয়তই কৌশল সম্পাদিত স্বজাতীয়গণের সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য রাশির অপেক্ষা না রাখিলে কিছুতেই চলিতে পারে না।

প্রকৃত মনুষ্য জীবন রক্ষা করিতে হইলে বুদ্ধির বলে মনুষ্য জাতির সমাজ বন্ধনী শক্তির প্রণিধান সহকারে পরিচালনা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই, এই কথা স্থির করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ের প্রশ্নটী মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া থাকে যে, প্রকৃত মনুষ্য জীবন কাহাকে বলে? সুতরাং এই ক্ষণে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনুষ্য এ জগতে কি করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথার সাক্ষাদ্ ভাবে উত্তর অত্যন্ত কঠিন হইলেও এ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর করিবার জন্য পরম জ্ঞান সম্পন্ন এই ভারতেরই দার্শনিক সূত্রকর্ত্তা ঋষিগণ যে যে উপায় আশ্রয় করিয়া এবং যাহার বলে এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইতেও পারে, তাহার নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এ প্রসঙ্গে সেই সকল যুক্তি সমষ্টির উপর ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বিধেয় হইতেছে।

মনুষ্য কি করিতে জগতে আসিয়াছে, ইহার উত্তর দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, এক যিনি জগতে সর্ব্ব বিষয়ক

জ্ঞানবান্, সুতরাং যিনি মনুষ্যের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে পূর্ণ ক্ষমতা ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি যদি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দেন "মনুষ্য জাতির দ্বারা অমুক কার্য্য সাধিত করিবার জন্য আমি ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছি।" দ্বিতীয় যদি বুদ্ধিজীবী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবিসম্বাদিত অতি স্বচ্ছ প্রমাণ বৃত্তি, যুগপত্ বলিয়া দেয় যে "অমুক কার্য্যের জন্য মনুষ্য জাতি জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং কালে তাহাদের দ্বারা সেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে" তাহা হইলেই নিঃসংশয়িত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, সেই কার্য্য সাধন করিতেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ইতিহাস, প্রমাণ, যুক্তি, সম্ভাবনা, সকলেই মিলিত হইয়া বলিয়া দিতেছি পূর্ব্বোক্ত দুইটী ব্যাপারই জগতে সঙ্ঘটিত হইয়াছে ও হইবে। হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্র, হিন্দুর কাব্য, হিন্দুর আচার ব্যবহার আর হিন্দুর—শুধু হিন্দুর কেন, জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অবিনশ্বর কোহিনুর, জীব জগতের অদ্বিতীয় সুহৃদ্ বেদ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ এক বাক্যে সমস্বরে প্রমাণ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থান অধিকার করিয়া জলদ-গম্ভীর ধ্বনিতে ঘোষণা করিয়া দিতেছে যে, এই ভ্রান্ত সংশয়িত ব্যাকুল জীব লোকের প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাদের প্রাণের ব্যাকুলতা পরিহার করিবার জন্য, প্রেমাশ্রু ধারা সিক্ত বদন, গুণ গানে অবিরত কণ্ঠ, লীলা স্মরণে রোমাঞ্চিত শরীর, পরম জ্ঞানী পরমেশ্বর-কর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত বৃন্দের চিরসঞ্চিত হৃদয়ের-প্রাণের-আত্মার-আশা মিটাইবার জন্য, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি সংহারকারী নিরবধি করুণা-সাগর সর্ব্ব জগতের অধীশ্বর ভগবান্ অনেক বার লীলাময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বীয় যশোময় সুধা-সাগরের ভক্তিময় দিগন্তব্যাপী উচ্ছ্বাসে সংসার প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহারই আশ্বাস বাণী বলিয়া দিতেছে, পুনর্ব্বার সময় ক্রমে তিনি এই কার্য্যই সিদ্ধ করিবার জন্য এ দগ্ধ সংসারে আসিবেন।

> যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
> গীতা ৪ অধ্যায় ৭। ৮ শ্লোক।

আবার তিনিই আশ্বাসময়ী মধুর বাণীতে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমার প্রিয়ভক্ত পরম জ্ঞানী সাধক বৃন্দ সর্ব্ব প্রাণীর মঙ্গলের জন্য, জীব জগতের সংশয় জনিত তীব্র ব্যাকুলতা পরিহার করিবার জন্য, ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন, সংসারের হিতের জন্য তাঁহারা বহু মূল্য দেব দুর্লভ জীবন, অনায়াসে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রোধ নাই, দ্বেষের লেশও নাই দয়ার সাগর, সর্ব্বদা উচ্ছ্বাসিত! উদ্বেগের রেখা মাত্রও নাই, সন্তোষের নন্দন কানন, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিকশিত, সেই ভক্ত সাধু দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ঋষি সম্প্রদায় মনুষ্যের কর্ত্তব্যোপদেশ করিবার জন্য নানা উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণেও অতর্কিতভাবে সর্ব্বদাই কর্ণকুহরে অলৌকিক ভাবে অমৃতময় সাগরের তরঙ্গ বহাইয়া কত তত্ত্ব দিয়া যে ভক্ত সাধক বৃন্দের হৃদয়ের তাপ হরণ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

> তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
> অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
> ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
> মদর্থে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।
> মদাশ্রয়কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
> তপন্তি বিবিধা স্তাপা নৈতান্ মদ্‌গতচেতসঃ॥
> ত এতে সাধবঃ সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
> সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
> ভাগবত। ৩য় স্কন্ধ ২৬ অধ্যায় ২১—২৪।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি দার্শনিক হিন্দু শাস্ত্রের এই কথা কবির কল্পনা নহে, সম্ভাবনাময় প্রমাণ হীন চিন্তার শুষ্ক উচ্ছ্বাস নহে, আরব্য দেশীয় উপন্যাস নহে, ইহা পূর্ণ সত্য, ইহার বিরোধী শুষ্ক তর্কাড়ম্বরকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য শত শত অবিসম্বাদিত প্রমাণরূপ তীক্ষ্ণধার অসি আর্য্য দার্শনিক গণের মানস-পটে প্রথম উদয়প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়া বসিয়াছে। পাঠকগণকে সেই প্রমাণ তত্ত্বের যথাসম্ভব আস্বাদন করাইবার জন্য আমাদিগকে আপাততঃ সেই মার্গেরই অনুসরণ করিতে হইতেছে। ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সুরাপান।

বর্ত্তমান সময়ে মদ্য পান একটী বিশেষ ভীষণ রোগ হইয়া উঠিয়াছে। এই মদ্যপায়ী লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ইহারা ভিন্ন ভিন্ন কারণে মদিরা পানে ব্যাসক্ত। ১ম শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা শাস্ত্র মানে না, ইহারা সুরাপান সম্বন্ধে বৈদেশিক সভ্য জাতির অনুকরণ ও দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে, কেননা বৈদেশিক সভ্য জাতিরা বালক কাল হইতে সুরাপান করিয়া হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয়, সুতরাং আমরা মদিরা খাইব, হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইব, ভারতের মুখোজ্জ্বল করিব, দেশ স্বাধীন করিব, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকার কল্পনা করিয়া মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়। ২য় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা প্রথমতঃ কুসংসর্গে পড়িয়া ক্রমশঃ মদিরা পানে উন্মত্ত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু সুরাপান করিতে করিতে তাহারা এতদূর পানাসক্ত হইয়া পড়ে যে, আর মদ না খাইয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না। এই দলের লোকেরা বড় শাস্ত্র প্রমাণের ধার ধারে না এবং সভ্য জাতির অনুকরণ বা দৃষ্টান্তও জানে না, কুৎসিত বিষয়ে প্রবৃত্তি এতই প্রবল হইয়াছে যে, তাহা না করিয়াই থাকিতে পারে না। ৩য় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা চন্দন ভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছেন, মালা ভ্রমে তীক্ষ্ণবিষ-বিষধরকে মস্তকে স্থান দিতেছেন, ইহাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সাধনের অঙ্গ বলিয়া সুরাপান করিয়া থাকেন, ইহাঁদের বিশ্বাস যে, শাস্ত্রে সুরাপান বিধি আছে, যে ব্যক্তি সুরাপান করিয়া জগদম্বার উপাসনা করেন,

তিনি এক কি দুই দিনের মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যান, কিন্তু শাস্ত্রের আভ্যন্তরিক তত্ত্বের কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন না, এবং সিদ্ধির লোভে এই সম্প্রদায়ীরা সুরাপান করিয়া থাকেন এবং নিজ কর্ম্মের দৃঢ়তা রক্ষার্থ তন্ত্র হইতে দুই চারিটী বচন প্রমাণও মুখস্থ করিয়া রাখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মণির আশায় ফণি-শিরে হস্ত দিয়া ইহকাল পরকাল সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। লোকে একটা কথায় বলে যে "ধনে প্রাণে মারা গেলাম" ইহাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটে। বর্ত্তমান সময়ে এই তিন প্রকার মদ্যপায়ী সমাজে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এক হইল, বৈদেশিক সভ্যতার অনুকারী মদ্যপায়ী। দ্বিতীয়, কুসঙ্গ-দোষে মদ্যপায়ী। তৃতীয়, সাধনেচ্ছু মদ্যপায়ী।

ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকে আমাদের উপদেশ দেওয়ার অধিকার নাই, কেননা তাহারা শাস্ত্র টাস্ত্র বড় একটা মানে না এবং যাদৃশ সভ্য জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত, তাহাতে শাস্ত্রের কথা বা আমাদের মত লোকের বাক্য গ্রাহ্যেই আসিবে না, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলার অধিকার আমাদের নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের লোক সম্প্রদায় যে প্রকার আত্মসর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বদা উন্মার্গগামী, তাহাতে হিতকর উপদেশ ইহাদের হৃদয়-কন্দরে কখনই স্থান পাইতে পারে না, শাস্ত্রই বল, আর দৃষ্টান্তই দেখাও, কিছুতেই ইহাদের মোহ-নিদ্রার অবসান হইবার নয়। আপনারা মনে করিতে পারেন যে, আত্মসর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী লোক কি কখন ও কোন সংসারে থাকে? ইহা অতীব অসঙ্গত কথা। প্রাণীমাত্রেই আপন হিতাকাঙ্ক্ষা, কেহই আপন অনিষ্ট প্রার্থনা করে না। আমরা বলি যে, যদিও বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি লোক "আমার সর্ব্বনাশ হউক" ইহা বলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ বা অমঙ্গল প্রার্থনা করে না সত্য, কিন্তু ঘোরতর অমাঙ্গলিক বিষয় বুঝিয়া সুঝিয়া, পরিণামে সর্ব্বনাশ, পরম দুঃখ ফল জানিয়া শুনিয়া ও সেই সমস্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং "আমার সর্ব্বনাশ হউক" এই বাক্যটাই মাত্র মুখে উচ্চারণ করিল না, কিন্তু কার্য্যের পরিণাম ফল-সর্ব্বনাশ জানিয়াও যদি তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল, তবে "সর্ব্বনাশ আকাঙ্ক্ষা করিল নয় কি? সকলেই একবাক্যে বলিবেন, সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষাই করিল। একটা দৃষ্টান্ত বুঝুন, তবেই আপনাদের ও সন্দেহ দূরীকৃত হইবে।—

প্রথমতঃ বেশ্যা বৃত্তি একটা অসৎ কার্য্য, ইহার ফল সর্ব্বনাশ, ইহা কে প্রত্যক্ষীকৃত না করিয়াছে? বালক হইতে বৃদ্ধপর্য্যন্ত সকলেই ইহার সর্ব্বনাশ ফল, বিষময় ফল অবগত আছে, কিন্তু তাহা জানিয়াও কে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে? আরও শুনিতে পাই, বেশ্যাবৃত্তির স্রোত দিন দিনই খরতর বেগে সমাজে প্রবাহিত হইতেছে। বিবেকীরা যাহাকে "বেশ্যা শ্মশান-সুমনা ইব বর্জ্জনীয়া" শ্মশানভূমিজ পুষ্পের ন্যায় বর্জ্জনীয়া বলিয়াছেন, তাহাকেই আজ সমাজে সুরম্য নিকুঞ্জের পুষ্প মনে করিয়া শিরে ধারণ করিতেছে। যদিও পল্লীগ্রামে বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে একটু চাপা চাপি আছে, একটু শাসন আছে, কিন্তু নগর নগরীতে ত উহা একটা দোষের বলিয়াই বড় গণ্য নহে। ইহার চরম ফল কি কাহার ও অজ্ঞাত আছে? তাহা কাহারও নাই, দেখুন,—প্রথমতঃ বেশ্যাসক্তের নিজকৃত এবং পৈত্রিক যাহা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, যদি কাহারও ভাগ্যক্রমে সমূলে না যাউক, আংশিক হানি অনিবার্য্য, অনেক হতভাগ্য আর নিজে উপার্জ্জন করিবার অবকাশই পায় না, যৌবনের প্রথমেই কুসঙ্গে, কুকার্য্যে লিপ্ত থাকায় কখন অর্থের উপার্জ্জন করিবে? পরে যখন আত্ম সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, যত দিন পর্য্যন্ত রাজা জানিতে না পারেন, ততদিন চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি করিয়াই এক প্রকারে দিন কাটিয়া দেয়, পরে একবার রাজা জানিতে পারিলেই যথোচিত দণ্ড পাইতে হয়। এই প্রকার কত হতভাগা পুত্র পিতার বহু কষ্টে উপার্জ্জিত সম্পত্তি বিনষ্ট করে, তাহার কি সীমা পরিসীমা আছে? পিতা কত পরিশ্রম করিয়া, একাহারে অনাহারে থাকিয়া, আর কত কি করিয়া, কত পাপকার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, দুর্ভাগা পুত্র পিতার ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কার্য্যের নিমিত্ত তাহার একটী পয়সাও ব্যয়িত না করিয়া অনায়াসে-অক্ষুব্ধচিত্তে বেশ্যার চরণে ঢালিতেছে, ইহাও কি সর্ব্বনাশ নয়? ইহাকেও কি সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী বলিব না? তবে সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী কে হইবে? এই প্রকারে অর্থ-ক্ষয়, এবং দেহটী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। শরীরটী ক্রমে ক্রমে অতি দুরারোগ্য ভয়ানক যাতনাময় রোগে আক্রান্ত হয়, তখন উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, জরাজীর্ণ দেহ, যেন কিম্ভূত, কিমাকার, দেখিলে এক অপূর্ব্ব নরকের কীট বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখন অতি সন্নিহিত আত্মীয়বর্গেরা, অধিক কি স্ত্রী, পুত্র পর্য্যন্তও তাহার নিকটে আসিতে আপনাকে যেন পাপময় মনে করে, আপনাকে যেন অপবিত্র মনে করে, সেই সময়ে যে কত দুর্গতি, কত ক্লেশ, কত অনুতাপ, তাহা বর্ণনার অতীত। জীবন্ত শরীরেই যেন অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। তখন অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, লজ্জায় সমাজে প্রবেশের ক্ষমতা নাই, তখন কেবলই পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির অনুতাপ মানস রাজ্য দগ্ধ করিতে থাকে, ইহা ও কি সর্ব্বনাশ নয়? এক বেশ্যাবৃত্তি হইতে অর্থ নষ্ট, সামর্থ্য নষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, সমাজে পরাজিত, ভীষণ ব্যাধি-প্রপীড়িত, ইহা হইতেই আত্মগৃহে নানা প্রকার ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়। আরও যে কত কি ইহার কুফল হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই প্রকার জলন্ত সর্ব্বনাশ ফল, ঘোর দুঃখময় কুফল সকল দেখিতে পাইয়াও ত লোক বেশ্যাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হয় না, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে,—ধনীলোক, নির্দ্ধন লোক, ছোট জাতি, বড় জাতি, কত শত শত লোক এক বৃত্তিতে রসাতল গত হইতেছে, উৎসন্ন যাইতেছে, শেয়াল, কুকুর অপেক্ষায় ও হীনতা, অনাদরনীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং ইহকাল পরকাল কণ্টকময় করিতেছে, তথাপিও ত উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব এতাদৃশ বামশীল প্রাণীকে সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী না বলিয়া আর কি বলিব? পরিণামের বিষময় ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন লোক তাহাতেই উন্মত্ত, সর্ব্বনাশরূপ ফল আস্বাদ করিয়াও যখন তাহাতেই লোলুপ, তখন

ইহাকেই প্রকৃত আত্ম-সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই একটা দৃষ্টান্ত আপনাদিগকে দেখাইলাম, বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের প্রাণী এতই উন্মার্গগামী যে, এই প্রকার শত শত কার্য্য সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ জানিয়াও অবলীলাক্রমে তাহারই আচরণ করিতেছে। এই যেমন আত্ম সর্ব্বনাশ কামনা করা বুঝিলেন, এই প্রকার মদিরা পান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতঃ যতই দোষ থাকুক না কেন, যতই অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ সম্ভাবনা থাকুক না কেন, কিছুতেই উহা হইতে নিবৃত্তি হইবে না। মদিরা পান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিষেধ ব্যতীত ও ঐ সম্বন্ধে এতই দৃষ্ট দোষ রহিয়াছে যে, তাহা আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই উহাতে প্রবৃত্তিশালী হইতে পারেন না। আমরা বেশ্যা বৃত্তির যে সমস্ত অবশ্যম্ভাবী দোষ দেখাইয়া আসিলাম, মদিরা পান সম্বন্ধেও ঐ গুলি সমস্তই বিদ্যমান আছে। স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহা সমস্তই অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়, পরে অভাব হইলেই চৌর্য্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে এবং অতিশয় পানাসক্ত ব্যক্তির যকৃৎ (লিবার) দূষিত হইয়া যায় এবং অচিরেই যমালয়ের পথিক হইতে হয়। আজ কালকার সভ্য সমাজে যে কত হতভাগ্যই একমাত্র পানদোষে অমূল্য জীবন রত্ন চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহার সীমা পরিসীমা নাই। যাহারা এ হেন জীবনকে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, যাহারা জানিয়া শুনিয়াও জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের নিকট দুই চারিটা উপদেশবাক্য কোনই ফলোপধায়ক হইতে পারে না। ধরিয়া লইলাম যেন, মদিরা পানে জীবন যাইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও আর কতই গঞ্জনা, বিড়ম্বনা, জীবদ্দশাতেই পাইতে হয়, তাহাও অবর্ণনীয়, অসহনীয়। প্রথমতঃ মদিরা পানাসক্ত ব্যক্তিকে দেখিলেই অমনি লোক ভয়ে পালাইয়া যায়, যেন একটা হিংস্র প্রাণী বলিয়া মনে করে, এবং যাহারা কখনও মদ্যপান করে নাই, তাহাদের পক্ষে বিষ্ঠার গন্ধ অপেক্ষায়ও সুরার গন্ধ দুঃসহনীয়, তাই তাহারা সুরাপায়ীর নিকট হইতে দূরে পালাইয়া যান। আপনারা বলিলে বোধ হয় হাসি পাইবেন, সত্য সত্যই এক স্থানে একটা ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এতই মদ খাইয়াছে যে, আর সংজ্ঞা নাই, তখন একটা দুষ্ট যুবক তাহার নিকট আসিয়া কতকগুলি ভর্ৎসনা করিল, পরে সেই মদ্য পায়ীর মুখে প্রস্রাব করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই মদ্যপায়ী যেন মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, সুতরাং সে কিছুই জানিতে পারিল না, অথবা জানিতে পারিয়াও কোন শক্তি নাই বলিয়াই কিছুই করিতে পারিল না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, অপমান আর কি আছে? এই প্রকারে সম্পত্তি ক্ষয়, দুরারোগ্য ব্যাধিসঞ্চয়, সমাজে অনাদরনীয়তা, পরিণাম দুঃখতা এবং চরমে পরিতাপ এই গুলি বেশ্যাবৃত্তি আর মদিরা পানে সমান সমান, কিছুই তারতম্য নাই। তবে বলুন ত জানিয়া শুনিয়াই লোকে সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয় না কি? আপনার সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষাই করে না কি? অবশ্যই করে, সুতরাং এই শ্রেণীর লোককে যতই বুঝাও না কেন, কিছুতেই তাহারা নিবৃত্ত হইবার পাত্র নয়। তাই বলিয়াছিলাম যে প্রথম শ্রেণীর মদ্যপায়ীদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য বিষয় নাই, যাহারা সাক্ষাৎ সর্ব্বনাশ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারা যে আমাদের দুই একটা কথায় বাধ্য হইয়া মদ্যপান হইতে বিরত হইবে, এ আশা আমাদের নাই।

অন্যান্য সভ্য দেশবাসীরা মদ্যপান করিয়াও ত সভ্য, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, তবে এদেশবাসীরা খাইবে, তাহাতে দোষ কি? মদিরা পান সম্বন্ধে যে এত নিন্দা, এত গ্লানি, এটা দেশের কুসংস্কার বলিলে হানি কি? এই আপত্তি আমাদের মনে আসিতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তর অতি সহজ, কারণ বস্তুমাত্রে-রই গুণানুসারে হেয়তা ও উপাদেয়তা করিতে হয়। আমার সম্বন্ধে যে বস্তুর ফল নিকৃষ্ট, ঐহিক ও পারত্রিক ক্লেশ দায়ক, তাহাই আমার পক্ষে হেয়, আর যাহার ফল উৎকৃষ্ট, ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধক, তাহাই আমার সম্বন্ধে উপাদেয়। ইহাই হেয় ও উপাদেয়ের লক্ষণ। এখন বুঝিলাম, অন্যান্য দেশীয়ের পক্ষে মদ্য প্রকৃতই উপকারী হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমা-দের পক্ষে যখন উহা বিষস্বরূপ, ঐহিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক, তখন উহা অন্যদেশীয়ের পক্ষে অমৃতোপম হইলেও আমাদের পক্ষে উহা উপাদেয় হইতে পারে না, উহা আমাদের পক্ষে বিষবৎ হেয়। যেমন বিষ বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে অমৃতো-পম হইলেও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে উপাদেয় নহে, কেবল বিকারী রোগীর পক্ষেই পরমোপকারক, সুতরাং উপাদেয়। তেমনি মদ্য ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয় লোকের পক্ষে অমৃত স্বরূপ হইলেও আমাদের পক্ষে উহা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বস্তুতঃ কোন সভ্য জাতিরই বহুল পরিমাণে মদিরা পান অনুমোদিত নহে, তবে স্থানীয় প্রকৃতির বৈচিত্র অনুসারে কোন কোন দেশ বিশেষে কিছু কিছু মদিরা পান হিতকর হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশ সম্বন্ধে মদিরা পান কায়িক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক সকল প্রকারেই সর্ব্বনাশ কারক, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি এবং মদ্য পান করিয়া যে শত শত প্রাণী অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে এবং দৈহিক ও আর্থিক সর্ব্বনাশগ্রস্ত হইতেছে, ইহা সকলকারই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়, সুতরাং আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। অতএব বৈদেশিক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশে মদিরা পানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে আমরা আর যুক্তির অনুসরণ করিব না, কারণ দিবাকর নিরীক্ষণ করিয়াও যাহাদের দিঙ্মোহ অপসারিত না হয়, তাহা দের যেমন শত শত দৃষ্টান্ত, সহস্র সহস্র যুক্তি তর্কও দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত করিতে পারে না, তেমনি মদিরা পানের এতাদৃশ সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান কুফল দেখিয়াও যাহারা উহা হইতে নিবৃত্ত না হইবে, তাহাদের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর কথা, আমরা মনে করি। কেননা যতই সুস্পষ্ট যুক্তি তর্কের অনুসরণ কর না কেন, কেহই অন্ধ চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারিবে না, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর মদ্যপায়ী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা কুসঙ্গে পড়িয়া একবার মদিরা পান করিতে শিখিয়াছে, তাহারাও উহা হইতে নিবৃত্ত

হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। ১ম কারণ,—চিরদিন মদ্য পান করিতে করিতে আপন বিবেক শক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহার যত দোষই উপস্থিত কর না কেন, তাহার চক্ষুতে উহার একটীও দোষ বলিয়া প্রতীতি হইবে না, যতক্ষণ সুদৃঢ়রূপে দোষ বলিয়া ধারণা না হইবে, ততকাল উহা পরিত্যক্তও হইতে পারে না। সুতরাং যখন মদিরাই উহাদিগকে ছাড়িবে, যখন পান করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, যখন অর্থ যুটিবে না, সামর্থ্য থাকিবে না, দেহ ক্ষীণ হইবে, তখনই যদি মদিরা ছাড়িতে পারে, নতুবা তাহাদের পক্ষে মদ ছাড়িবার আর উপায় নাই। ২য় কারণ, মদ্যপায়ী লোকের সহিত কোন জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তির দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয় হইবার সম্ভব নাই, কেননা জ্ঞানী লোক মাতালের দেখামাত্রেই সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া যান, সুতরাং সৎসংসর্গে চরিত্র পরিবর্ত্তনের কোনই আশা নাই। মাতালের নিকট কখনই ভাল চরিত্রবান্ লোক বাস করেন না। সুতরাং ঐ মহা নরক হইতে উহাদিগের উদ্ধর্ত্তা এক মাত্র কৃপাময় ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তিনিই দয়াসিন্ধু, দয়া হইলে কখনও উদ্ধার করিতে পারেন।

৩য় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সাধনের অঙ্গ বলিয়া মদিরা পান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কারণ যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলিতে ইচ্ছু, তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রের রহস্য জানিতে পারিলে তদনুবর্ত্তী হইবেন এবং পূর্ব্বে যদি কোনরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন, আমাদের এই বিশ্বাস আছে, তাই তাহাদের জন্য আমরা যথাসাধ্য শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া মদিরা পানের রহস্য প্রকাশ করিব।

প্রথমতঃ মদিরা পান বিষয়ে সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের প্রসবিত্রী শ্রুতি কি বলিতেছেন, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে, পরে ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। শ্রুতি আদেশ করিতেছেন, "মদ্যমপেয়মগ্রাহ্যম্" (শ্রুতি) অর্থ সরল। তৎপর মনু বলিতেছেন, —

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥
কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড়্‌ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ॥
সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥

(মনুসংহিতা)

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণহরণ, গুরুপত্নীতে অভিগমন এবং এতাদৃশ পাপীয়ান্‌দিগের সহিত সম্বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ এই কএকটীকে মহাপাপ বলে। সুরা অন্নের মলস্বরূপ এবং মল শব্দে পাপকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে, (সুতরাং সুরাপায়ী সাক্ষাৎ পাপ ভক্ষণ করে) অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সুরা পান করিবে না। মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব (সদ্যজাত মদ্য) এই গুলি যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচযোনির ভক্ষ্য বস্তু, অর্থাৎ নিতান্ত মলিন আত্মাদিগেরই খাদ্য, দেবগণের অবশিষ্টাংশ-হবিভু্ক্ ব্রাহ্মণ কদাচ উক্ত মদিরাদি পান করিবেন না। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ (নানা প্রকার দুঃসহ নরক ভোগাবসানে) কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠা ভোজী পক্ষী জাতি ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। মোহবশতঃ ব্রাহ্মণ সুরা পান করিলে অগ্নিবর্ণা সুরা (যে মদিরা অগ্নির উত্তাপে অগ্নির মত বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে অগ্নিবর্ণা সুরা বলে) পান করিবে, সেই সুরার দ্বারায় যখন আত্ম দেহ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাইবে, তখন মদিরাপানজ পাপ হইতে মুক্তি হইবে। এই হইল মনুর আদেশ, তৎপরে বিষ্ণুসংহিতায় বলিয়াছেন,—

সুরাপঃ সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিতঃ কণান্ বর্ষমশ্নীয়াৎ।

সুরাপায়ী সমস্ত সাংসারিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত কণা আহার করতঃ বাস করিবে, এবং—

মদমাংসাদীনাঞ্চ অন্যতমপ্রাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ঠা প্রভৃতি মল এবং মদ্য পান করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। বিষ্ণুর মতে মদ্য ও বিষ্ঠা ভক্ষণের একরূপই প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। অনেকের হয় ত আপত্তি হইতে পারে যে, মনুসংহিতা ত সত্য কালের ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং কলিতে উহার ব্যবস্থার অনুগত না হইলেই বা দোষ কি? এই নিমিত্ত কলির ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশর কি বলিতেছেন, তাহা এক বার শুনুন,—

অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥

অজ্ঞান পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ যদি মদ্য পান করেন, তবে পুনস্বার সংস্কার করিয়া শুদ্ধ হইবেন। সুতরাং কলির ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশরও মদ্য পান একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। এই হইল ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ, তৎপর পুরাণ কি বলিতেছেন, শুনুন,—

মদ্যপানাৎ দ্বিজাতীনাং গর্হিতং পাতকং নহি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ স্পৃষ্ট্বা পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥

(দেবীপুরাণ)

দ্বিজাতিগণের পক্ষে মদ্য পান অপেক্ষায় অধিকতর নিন্দনীয় পাপ আর নাই, মদ্য স্পর্শ করিবামাত্রই দ্বিজাতিগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং পান করিলে নরকগামী হইতে হয়।

এখন একবার তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহাতে মদিরা পান সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন,

বেদত্যাগান্মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবণাৎ।
তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চাণ্ডালাদপি [illegible]

([illegible]যামল)

সুরা বৈ মলমন্নানাং [illegible]
তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ [illegible]ৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ [illegible]
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়াম[illegible]

(কুলার্ণব)

ভুক্ত্বা মৎস্যঞ্চ মাংসঞ্চ স্পৃষ্ট্বা হেতুঞ্চ ভৈরবী।
ত্রিরাত্রোপষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

(কুব্জিকাতন্ত্র)

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরী।
* * * ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ ক্বচিৎ॥

(বারাহীতন্ত্র)

অত্যন্তপানান্মদ্যস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী।
বুদ্ধির্ব্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্॥
বিভ্রান্তবুদ্ধের্ম্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
স্বানিষ্টং বা পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে॥
অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ॥
নিখিলানর্থযোগস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তঞ্চ পার্থিবঃ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

অর্থ,—বেদোক্ত পন্থা পরিত্যাগী, সুরাপায়ী এবং শূদ্রদারাভিগামী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জাতি অপেক্ষায়ও নিকৃষ্ট হয়েন। মদিরা অন্নের মলস্বরূপ এবং মলশব্দে বিষ্ঠাকেও বুঝায়, অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা সুরাপান করিবে না, কেননা সুরা পান ও বিষ্ঠা ভক্ষণ একই কথা, কারণ উভয়ই মল বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ সুরা অবলোকন করিবা মাত্র সূর্য্যবিম্ব নিরীক্ষণ করিবেন, আর যদি কোন প্রকারে উহার ঘ্রাণ গ্রহণ করা হয়, তবে তিন বার প্রাণায়াম করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন। দ্বিজাতিগণ মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিয়া এবং মদিরা স্পর্শ করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করতঃ পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইবেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন এবং নরবলি এই গুলির ব্যবহার দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা স্মরণ করাও নিষিদ্ধ। যাহাদের অতিশয় মদিরা পান করিতে করিতে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িণী বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। মদিরা পানের দ্বারা বিভ্রান্তবুদ্ধি মনুষ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে সম্পূর্ণ অসক্ত, সুতরাং নিজের অনিষ্ট বা পরের অনিষ্ট আচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, অতএব রাজা বা সম্রাট্ সুরাসক্ত ব্যক্তিকে শারীর ও আর্থিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করিবেন। মদ্যপায়ী সমস্ত প্রকার অকর্ম্ম করিতে পারে এবং উহাদের আত্মা এতই পাপাক্রান্ত হয় যে, ঈশ্বরেতেও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না। এতাদৃশ নরাধমকে রাজা জিহ্বা দগ্ধ করিয়া সমস্ত অর্থ হরণপূর্ব্বক দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন। এই তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশ বুঝিতে পারিলাম।

এখন এতাবৎ পর্য্যালোচনাদ্বারা আমরা কি বুঝিলাম, তাহা পাঠকগণ একবার প্রত্যালোচনা করিয়া মনে রাখুন। আমরা এ পর্য্যন্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মদিরা পান একেবারেই নিষিদ্ধ। মনুর মতে ও তন্ত্রের মতে মদিরা পান কেন, উহার দর্শন, স্পর্শনও অতি নিষিদ্ধ। মনুর মতে সুরা পানের প্রায়শ্চিত্তও অতি ভয়ানক। সুরাপায়ী দ্বিজাতির জীবনাশই উহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহার দ্বারাই পাপের গুরুত্ব বুঝুন। তন্ত্রের মতে ও সুরাপান ও বিষ্ঠা ভক্ষণ এক শ্রেণীর অপকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই বহুল শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা দ্বিজাতির সম্বন্ধে মদিরা পান একেবারে নিষিদ্ধ, ইহাই সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদিত হইল।

এখন আমাদের একটী চিন্তনীয় বিষয় আছে। তাহা এই,—যদি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্তের (যাহা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মদ্যপায়ী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) দ্বারা সুরাপান দ্বিজাতির পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ হইল, ভয়ানক পাপকারী হইল, অতি ভীষণ নরকের সোপান হইল, তবে "সুরাপান করিয়া জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে, এ প্রকার চিরন্তনী কিম্বদন্তীর কারণ কি? দ্বিতীয়,—সাধারণেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে, ইহা কি ভ্রান্ত বিশ্বাস? না সত্যই নিষেধের ন্যায় বিধিও আছে? এবং যদি তন্ত্র শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধি থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের দ্বারা যে সুরাপান নিষেধ করা হইয়াছে, ইহারই বা কারণ কি? একই শাস্ত্র এক স্থানে বলিবেন যে, সুরাপান অতীব অকর্ত্তব্য, আবার স্থানান্তরে বলিবেন সুরা অবশ্যই পেয়, এই প্রকার বিরুদ্ধ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? ইত্যাদি আপত্তি অবশ্যই মনে উদিত হইতে পারে।

আমরা এখন দ্রষ্টব্য এই কয়েকটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু ভবিষ্যৎ আলোচনায় আমরা যাহা অবগত হইব, সেই সিদ্ধান্ত কয়েকটী অগ্রেই জানিয়া রাখিলে পরে মীমাংসা বিষয় বুঝিতে সহজ হইবে, অতএব নিম্নে সিদ্ধান্ত কয়েকটী বুঝুন, পরে শাস্ত্রের অনুসরণ করা যাইবে।

১ম,—তন্ত্র শাস্ত্রে সুরাপানের ব্যবস্থা আছে।

২য়,—শাস্ত্রে মদিরা পানের ব্যবস্থা থাকায় সমাজে চিরন্তনী কিম্বদন্তী আছে যে, মদিরা পান করিয়া জগদম্বার উপাসনা করিবে, সুতরাং উহা ভ্রান্ত বিশ্বাস নহে।

৩য়,—শাস্ত্রে অধিকারী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার সমাবেশ আছে, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর কোন বিরোধ নাই। এক প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মদিরা পানের বিধি করিয়াছেন, আবার যাদৃশ অধিকারীর পক্ষে অতীব অহিত কর, তাহার সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রের কুত্রাপি বিরোধ নাই।

এখন দেখা যাউক তন্ত্র শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধি আছে, কিনা। যথা,—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
পঞ্চমাত্তু পরং নাস্তি শাক্তানাং ভোগমোক্ষয়োঃ॥

(কালীকুলার্ণব)

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন এই পাঁচটীকে তত্ত্ব বলে, এই পঞ্চ তত্ত্বের অবলম্বন ব্যতীত শাক্তদিগের ভোগ ও মুক্তির উপায় নাই। (এখানে "পঞ্চমাত্তু" এই পঞ্চম শব্দে পাঁচের পূরণ এই অর্থটী না বুঝিয়া পাঁচই বুঝিতে হইবে)।

শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরোদ্গমঃ।
মদ্যং বিনা তথা দেব্যাঃ পূজনং নিষ্ফলং মতম্॥

(কামাখ্যা তন্ত্র)

প্রস্তরের উপরে যেমন শস্য বপন করিলে, তাহা হইতে কদাচ অঙ্কুরের উদ্গাম হয় না, তেমনি মদ্য ব্যতীত জগদম্বার অর্চ্চনা নিষ্ফল হয়।

কলৌ তু সর্ব্বশাক্তানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
মদ্যং বিনা সাধনন্তু মহাহাস্যায় কল্পতে।

কলি যুগে সমস্ত শাক্তের পক্ষে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য ব্যতীত মহাদেবীর কখনই সাধন হইতে পারে না।

দিবসে পরমেশানি। ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥

(বিশ্বসার তন্ত্র)

পরমেশ্বরি! দিবাভাগে সাধক ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত চিত্তে অবস্থান করিবেন, অনন্তর নিশা কালে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবেন।

এই কয়েকটী তান্ত্রিক বাক্যের দ্বারাই তন্ত্রের মদ্যপানের ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলাম, এই প্রকার আরও অনেক বচন আছে, অনাবশ্যক বোধে সেই গুলির উল্লেখ করিলাম না। এই প্রকার শাস্ত্রে মদ্যপান করিয়া উপাসনার বিধি থাকাতেই সমাজে চিরন্তনী জনশ্রুতি আছে যে, মদিরা পান করিয়া জগদম্বার উপাসনা করিবে, সুরাপান ব্যতীত শাক্তের উপাসনা হয় না। ফলপক্ষে কি রহস্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধিও নিষেধের সমাবেশ আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাই মদ্য পান করিয়া নানারূপ বিড়ম্বনা পাইতে হয়।

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যপানের বিধি আছে এবং শাস্ত্রে বিধি থাকাতেই মদ্যপান, সাধনের অঙ্গ বলিয়া প্রত্যেকেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে।

একটা জিজ্ঞাস্য এই যে, এক তন্ত্র শাস্ত্রেই স্থানে স্থানে মদ্যপানের বিধি, আবার স্থানে স্থানে নিষেধের সমাবেশ আছে, (বিধি ও নিষেধ প্রতিপাদক বচনগুলি পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে) এই প্রকার বিরুদ্ধ বাক্য শাস্ত্রে থাকার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক বাক্যাবলির দ্বারা মদিরা পানের বিধি বুঝিয়াছি, আবার এই তন্ত্রোক্ত বাক্য সমষ্টির দ্বারা মদিরা পানের নিষেধ বুঝিতে পারিলাম, সুতরাং ইহার কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এই বিষয়ে বড়ই সমস্যা উপস্থিত হয়। কিন্তু আমাদের বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, শাস্ত্রই ইহার সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়াছেন। একটু নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সেই বিরোধের মীমাংসা বিষয়ে কিছু চিন্তা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রীয় এই বিরোধের মীমাংসা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আদৌ "আচার" ও "ভাব" বলিতে কি বুঝিতে হয়, তাহা বুঝিয়া রাখুন, পরে প্রস্তাবিতব্য বিষয়টী বুঝিতে বড়ই সুখকর হইবে। কুলার্ণব তন্ত্রে আচার সাত প্রকারে এবং ভাব তিন প্রকারে, বিভক্ত করিয়াছেন এবং বিশ্বসারতন্ত্রে প্রত্যেক্ আচার ও ভাবের লক্ষণ করিয়া সাতটীকেই দেখাইয়াছেন। আমরা এখানে সেই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। শাস্ত্রে আচার পদার্থটীকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপরে আচার ও ভাব এই কথা দুইটার অর্থ কি, তাহা ব্যক্ত করেন নাই, যেমন ঘট তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা;—কৃষ্ণ ঘট, শুক্ল ঘট, রক্ত ঘট এই কথা বলিলে, ঘটের বিভাগমাত্রই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঘট জিনিষটী যদি জানা না থাকে, তবে তাহা যেমন জানিতে পারা যায় না, তেমনি আচার সাত প্রকার, ভাব তিন প্রকার এই কথায় ইহার বিভাগমাত্রই জানা যায়, কিন্তু আচার ও ভাব পদার্থটী যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না, সুতরাং আচার ও ভাবের বিভাগের দ্বারাই আচার ও ভাব পদার্থটী আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। আচার বলিতে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কার্য্য বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে বাক্যগুলি বিধেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহার অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই আচার বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠেয় কতকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে, আর অনুষ্ঠেয় কার্য্য সমষ্টির মধ্যে কতগুলি একত্রিত করিয়া এক এক আচার নামে বিভক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠেয় বিষয়ের বেদাচার, কতকগুলির নাম বৈষ্ণবাচার ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। অতএব আচার বলিতে অনুষ্ঠেয় কার্য্যসমষ্টিকেই বুঝাইবে। আর ভাব শব্দে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হইবে, যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ এক ভাব, পরে যখন ভেদ জ্ঞান দুর্ব্বল হইয়া ভেদজ্ঞানের ক্ষীণতা, এবং অভেদজ্ঞানের প্রবলতা হয়, অভেদজ্ঞানের বিকাশাবস্থা হয়, তখন আর একটী ভাব এবং যখন ভেদজ্ঞান লেশমাত্রেও থাকে না, অভেদজ্ঞানেরই প্রবলতা, অভেদজ্ঞান তীব্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন আর একটী ভাব, এইরূপে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষে এক একটী ভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের অবস্থার ইতর বিশেষ অনুসারে ভাব ও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এ কথা পরেই বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। এখন আচার ও ভাবের বিভাগ শুনুন। যথা,—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

সাধারণ আচার অপেক্ষায় বেদাচারই শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার অপেক্ষায় দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার, বামাচার অপেক্ষায় সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তের পর কৌলাচার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে, কৌলাচারই আচারের শেষ সীমা, ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ আচার নাই।

ইহার দ্বারা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার এই সাত প্রকার আচারের বিভাগ বুঝিতে পারিলাম। এখন ইহার প্রত্যেকটীরই লক্ষণ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ বেদাচার। যথা,—

সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
অপাবৃতশরীরঃ সংসিদ্ধ্যৈ স্নানমাচরেৎ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যথা বিহিত ভাবে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার

উপাসনা করিয়া পরে আবশ্যক সাংসারিক কার্য্য সমাপন করিবে, এবং গাত্রাবরণ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে।

রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্ণকে।
ঋতুকালং বিনা দেবি! স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ॥

রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং অপরাহ্ণ সময়ে বেদাচার নিরত ব্যক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিবেন না। এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় ভার্য্যাতে উপগত হইবেন না।

মৎস্যং মাংসং মহেশানি! ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদন্যদ্বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়মতৎপরঃ॥

পঞ্চ পর্ব্ব দিনে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবির সংক্রমণ কাল সংক্রান্তি, এই পাঁচটীকে পঞ্চ পর্ব্ব বলে) মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিবে না। বেদাচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে এই কয়েকটী নিয়ম বলা হইল, প্রকৃত পক্ষে বেদবিহিত যজ্ঞাবতীয় নিয়মেরই প্রতিপালন করিতে হইবে। এই হইল সংক্ষিপ্ত বেদাচারের বর্ণনা, অতঃপর বৈষ্ণবাচার শুনুন,—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি! বৈষ্ণবাচারমুত্তমং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্‌ভীতির্ন বিদ্যতে॥

মহেশ্বরি! অনন্তর তোমার নিকট বৈষ্ণবাচারের ব্যাখ্যা করিতেছি, এই বৈষ্ণবাচার বেদাচার অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট, এই আচার বিশেষরূপে অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যমভয় নিবারিত হয়, অকালে কাল স্বকবলে গ্রাস করিতে পারে না এবং এতাদৃশ আচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাহাদের দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঈদৃশ অমেধ্য, নিয়ত বিনাশী দেহের বিনাশ আশঙ্কায় কালের নিকট কিছুমাত্র ভীত হন না।

বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়ততৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

পূর্ব্বোক্ত বেদাচারের নিয়ম অনুসারে সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মৈথুন ও তৎসম্বন্ধী সংলাপ বর্জ্জন করিবে, কথনই মৈথুনাদি বিষয়ক চিন্তা করিবে না।

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ॥

হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা এবং মাংস ভক্ষণ বর্জ্জন করিবে, রাত্রিতে পূজা ও মালাজপাদিও করিবে না।

বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েদ্দেবি! বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি! সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

দেবি! পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে এবং সংসারে যাহা কিছু ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা সমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে এবং আপনার দেহ, মন, আত্মা অবধি আর সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় ভাবনা করিবে। আপন অস্তিত্ব তাঁহাতে সংন্যস্ত করিতে হইবে, আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই সমস্ত তাঁহারই কার্য্য, তাঁহার প্রেরণায়ই আমার দেহাদি স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপার করিতেছে, আবার দেহেন্দ্রিয়াদিও তাঁহারই বৃহৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অংশমাত্র, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি সর্ব্বময়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, এই প্রকার ধারণা করিতে হইবে, মুখে তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপ বলিলে হইবে না, তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব অন্তরে অনুভব করিতে হইবে, ইহাই ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব ভাবনা, ইহাই সত্য ধারণা, ইহাই সত্য বিশ্বাস। (এই স্থানে বিষ্ণু শব্দে ঈশ্বরের সমস্ত প্রকার আকার,—কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি বুঝিতে হইবে, কেবলমাত্র চতুর্ভুজ ভগবানের মূর্ত্তি নহে, সুতরাং যিনি বিষ্ণুর উপাসক, তিনি বিষ্ণুকে অর্চ্চনাদি করিবেন, যিনি শিবোপাসক, তিনি সদাশিবকেই অর্চ্চনাদি করিবেন, এবং যিনি মায়ের উপাসক, তিনি মাকেই অর্চ্চনা, মার নিকটই সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবেদন এবং মাকেই জগন্ময়ীরূপে ধারণা করিবেন, আর আর উপাসকদিগের সম্বন্ধেও এই রূপই বুঝিতে হইবে। কারণ সমস্ত উপাসকের পক্ষেই ক্রমে এই সাতটী আচার বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বৈষ্ণবের পক্ষেই কেবলমাত্র বৈষ্ণবাচার বুঝিতে হইবে না।) আর একথা বিস্তারের আবশ্যক নাই।

তপঃকষ্টাতিসহনে সর্ব্বত্রাচ্যুতচিত্তয়া।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি! বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥

ঈশ্বরি! বৈষ্ণবাচারে নানা প্রকার চান্দ্রায়ণাদি তপঃ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সুতরাং ক্রমশঃ চিত্তের রজস্তম মল কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় এবং জগদীশ্বর বা ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের প্রসার হয়, অতএব সাধক ক্রমে উর্দ্ধ সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে, এই নিমিত্ত বৈদিকাচার অপেক্ষায় বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

এই বৈষ্ণবাচারের বর্ণনা, অতঃপর শৈবাচার শুনুন,—

বেদাচারক্রমোদেবি! শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ।
তদ্বিশেষো মহেশানি! পশুহিংসাবিবর্জ্জনম্॥
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
তোষয়েৎ বক্তৃবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হবম্।
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
সিধ্যত্যাশু মহেশানি! শৈবাচারনিষেবণাৎ।
অতস্তাভ্যাং পরোধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

দেবি! বেদাচারে যে যে ক্রম বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই শৈবাচারে অনুষ্ঠেয় এবং বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। কিন্তু শৈবাচারে পশু হিংসাদি একেবারেই করিতে হইবে না। এই প্রকারে হিংসাদি দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রশান্ত মহেশ্বর সদাশিবের চিন্তা করিবে এবং তাঁহাতেই সমস্ত কার্য্য ও তৎফল বিন্যস্ত করিবে এবং বক্তৃবাদ্যের দ্বারা চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাকেই শরণরূপে প্রপন্ন হইয়া মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্মের দ্বারায় তাঁহারই পরিকর্ম্ম করিতে হইবে। মন তাঁহারই ধ্যান করিবে, তাঁহাকেই সর্ব্বময়, সর্ব্ব-নিয়ন্তারূপে ধারণা করিবে, বাক্য তাঁহারই গুণাখ্যাপন, তাঁহারই মহিমা বর্ণন করিবে, শরীরও যাহা কিছু কার্য্য করে, সে সমস্তই তাঁহার নিমিত্ত করিবে—অধিক কি, যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই তদর্থ ইহা মনে করিবে, নিজের নিমিত্ত, আত্মভোগের উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবে না। এই প্রকারে শৈবাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে

সাধক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। শৈবাচারে পশুহিংসাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময়ভাব দৃঢ় বদ্ধ হইতে থাকে, অতএব বেদাচার ও বৈষ্ণবাচার অপেক্ষায়ও শৈবাচারোক্ত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

এই শৈবাচারের ব্যাখ্যা, অনন্তর দক্ষিণাচার শ্রবণ করুন,—

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে!।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥

অর্থ সরল।

প্রবর্ত্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ।
অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি! শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ॥

দক্ষিণাচার দিব্য ও বীর ভাবের প্রবর্ত্তক, সাধকের দক্ষিণা চারে কৃতকৃতার্থতা হইলেই ক্রমে বীর ও দিব্যভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার অপেক্ষায়ও এই আচার শ্রেষ্ঠ।

বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃতা বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে।
* * * *

সাধক রাত্রিতে বেদাচারোক্ত পদ্ধতিক্রমে ভগবতী জগদম্বার অর্চ্চনা করিয়া বিজয়া (সিদ্ধি) পান করিয়া অনন্য চিত্তে মায়ের মন্ত্র জপ করিবেন। (এই সময়ে সাধকের হৃদয় ক্ষেত্র মাময় হইয়া যায়, ভেদ জ্ঞানও ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন সাধকের বহির্দৃষ্টি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, ক্রমে বীর ভাব ও দিব্য ভাব বিকাসিত হইতে আরম্ভ হয়। এ নিমিত্তই দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক পূর্ব্বে বলিয়াছেন,) দক্ষিণাচারী সাধক চতুষ্পথ, শ্মশান, শূন্য গৃহ এবং নদীতীরে মায়ের উপাসনা করিবে। (আর কতগুলি স্থানের নাম আছে, তাহা এখানে বলার আবশ্যক নাই)।

এই সময়ে সাধক সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, দক্ষিণাচারী সাধকের রজস্তমোগুণ প্রায় প্রক্ষীণ হইয়া যায়, সত্বগুণের বিকাস হয়, ভেদজ্ঞানের বিজৃম্ভণ সঙ্কোচিত হইয়া আসে, চিত্ত একাগ্র হইয়া মাকেই চিন্তা করিতে থাকে, তখন চিত্তের বিক্ষেপ অবস্থা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়। এই অবস্থার একটু দৃঢ়তা হইলেই সাধক তখন বামাচারে উপস্থিত হন। ইহাই দক্ষিণাচারের লক্ষণ।

অতঃপর বামাচারের বিবরণ শ্রবণ করুন,—

বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যৎশ্রুত্বৈব মহেশানি! সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ॥

মহেশ্বরি! এখন বামাচারের বিবরণ করিতেছি, বামাচার দিব্য ও বীরভাবাবলম্বীদিগেরই সম্মত, এই আচার শ্রবণ করিয়া ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধকের সমস্ত সাধনই সফল হয়। বামাচার পশুভাবাপন্ন লোকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে, যে পর্য্যন্ত পশুভাব অন্তর্হিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই আচারানুষ্ঠানে অধিকার হয় না, ইহা দিব্য ও বীরভাবেরই পরিপোষক, সুতরাং দিব্য ও বীরাবলম্বীদিগেরই সম্মত।

দিবসে পরমেশানি! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্বীরসাধনং॥

পরমেশ্বরি! সাধক দিবাভাগে ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত চিত্তে থাকিবে, অনন্তর রাত্রিযোগে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা (মদ্য মাংসাদির দ্বারা) দেবীকে পূজা করতঃ শাস্ত্রানুসারে চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া মায়ের মূল মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবীর পদারবিন্দ ধ্যান করিবে। বীরভাবাবলম্বীর পক্ষেই বামাচার বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বীরভাবে মায়ের উপাসনা করিতে হইবে।

সাধক যখন এই বামাচারে উপস্থিত হন, তখন সাধকের বড়ই উচ্চ অবস্থা হয়, এই সময়ে সাধক সমস্তই মাময় অবলোকন করেন, সাধকের অন্তরও মায়াবিপ্লাবিত, বাহিরেও যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেও মাকেই দেখিতে পান, সাধকের অস্তিত্ব যেন মায়ের সহিত মিশাইয়া যায়, ভেদজ্ঞান আরও ক্ষীণ হইয়া যায়, সাধক প্রত্যেক বস্তুতে কেবলমাত্র মায়েরই সত্বা, মায়েরই মহিমাবিস্ফূর্তি অনুভব করেন। এই অবস্থায় চিত্ত সুনির্ম্মল হয়, ঐন্দ্রিয়িক বিকার বিদূরিত হয়, বিবেক বৈরাগ্য সদ্‌গুণগুলি সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান থাকে, সাধক পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন। (চক্রের অর্থ কি? তাহা আমরা এখানে বলিতে পারিব না, তাহাতে অনেক মন্ত্রতন্ত্রের কথা বলিতে হয়, এই নিমিত্ত সেগুলি গুরুর নিকট শিক্ষনীয় বিষয়। যিনি পুস্তক পড়িয়া মাত্র জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দেখিবেন। ভাবের বিষয় পরেই বিস্তার করিয়া বলিতে হইবে, আর এখানে পুনরুক্তির আবশ্যক নাই)।

এই বামাচার ব্যাখ্যাত হইল, এখন সিদ্ধান্তাচারের বিষয় শ্রবণ করুন,—

অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণং।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি! প্রপদ্যতে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ংজ্ঞানমিদং প্রিয়ে!।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥

দেবি! এখন সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ শ্রবণ কর, সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা হইলেই সাধকের তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়, সাধক তখন কৃতকৃত্য হন। কাষ্ঠের অভ্যন্তরস্থিত অগ্নি যেমন লুক্কায়িত ভাবে থাকে, ক্রমে ঘর্ষণের দ্বারা উহা হইতে বিকসিত হয়, তেমনি বেদাদি শাস্ত্রে এই পরম জ্ঞান অন্তর্নিহিতাবস্থায় আছে, ক্রমে অনুশীলন করিলেই সাধকের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া সাধককে চরিতার্থ করে।

দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্বিশোধিতং।
সেবেত সাধকোদেবি! পশুশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ॥
সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্তপানদোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিন্ তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ॥

মন্ত্রের দ্বারায় সম্যকরূপে বিশোধিত পঞ্চতত্ত্ব মায়ের বড়ই প্রীতিকর, অতএব সাধক প্রথমে মন্ত্রের দ্বারায় পঞ্চতত্ত্ব পরিশোধিত করিয়া মাকে অর্পণ করিবে, পরে মায়ের প্রসাদ জ্ঞানে আপনিও তাহা গ্রহণ করিবে। সাধক যতক্ষণ পশুভাবাবলম্বী

থাকে, ততকাল বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিবে, তাহার পর পশু ভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন সাধক অবিশঙ্কিত চিত্তে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা মায়ের পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারে। কৌলাচারীতে যে প্রকার প্রকাশিত ভাবে সুরাপান দোষাবহ নহে, তেমনি এই সিদ্ধান্তাচারে সুপ্রকাশিতরূপে সুরাপান করিলে কোনই দোষ হয় না।

অশ্বমেধক্রতৌ বাজিহত্যাদোষো ন বিদ্যতে।

অস্মিন্ ধর্মে তথেশানি! পশূন্ হিংসন্ ন দুষ্যতি॥

যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে তদায় অঙ্গ অশ্ববধ দোষাবহ নহে, তেমনি সিদ্ধান্তাচারের অঙ্গ মৎস্য মাংসাদির নিমিত্ত পশু হিংসা দোষজনক নহে।

কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্।

বিহরেদ্ভুবি দেবেশি! সাক্ষাৎ ভৈরবরূপধৃক্॥

শঙ্কাত্যাগাৎ ব্যক্তভাবাৎ তথৈব সত্যসেবনাৎ।

বামাদপি কুলেশানি! সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥

এই সময়ে সাধক কপালপাত্র, রুদ্রাক্ষ, অস্থি-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ শিবরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকে। এতাদৃশ সিদ্ধান্তাচারী সাধকের পশুভাব রহিত হইয়া যায়, সাধকের হৃদয়ে তখন বীর ভাবের অভিব্যক্তি হয় এবং বিপর্য্যয়াদি মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া সত্য জ্ঞানের উদয় হয়। কুলেশ্বরি! এই সমস্ত কারণেই বামাচার অপেক্ষায়ও সিদ্ধান্তাচার আরো উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

সাধক যখন ভাগ্য ক্রমে সিদ্ধান্তাচারে উপস্থিত হন, তখন মায়ের সহিত প্রায় অভিন্নভাব হইয়া যায়, সিদ্ধান্তাচারের চরম অবস্থায় আর কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে না, তখনই "সোহহং" এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন আর সাধক সিদ্ধান্তাচারীও নহেন, সেই সময়ে সাধক কৌলাচারে উপস্থিত হন, সাধক কৃতকৃত্য হন, কেবল অন্তরে বাহিরে মাকেই দেখিতে থাকেন, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, সাধক তখন অনন্ত সংসারে একমাত্র মারই সত্তা দেখিতে পান, তখন আর আমার আমিত্ব থাকে না। তখন আর বিধিও নাই, নিষেধও নাই, ইহাই সিদ্ধাচারের চরম অবস্থা এবং কুলাচারের প্রথম অবস্থা, ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলে।

এই হইল সিদ্ধান্তাচার, এখন সর্ব্বাচার শ্রেষ্ঠ কৌলাচার শ্রবণ করুন,—

কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবোভবতি নান্যথা॥

এখন কৌলাচার পদ্ধতি বলিতেছি, অতিসাবধান ভাবে ইহা শ্রবণ কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এই কৌলজ্ঞান সাধকের হৃদয়ে উদিত হইলেই তখন সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। আর কর্ত্তব্যাবশেষ থাকে না, এই সাধনের চরম অবস্থা।

দিক্কালনিয়মোনাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ।

ন কোপি নিয়মোদেবি! কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥

কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।

কৌলঃ পূজ্যতমোলোকে লোকাৎ পরতরো নহি॥

কুলাচারী সাধকের সাধন বিষয়ে কোন দিক্ বা কালের নিয়ম নাই (প্রাঙ্মুখ হইয়া উপাসনা করিবে, রাত্রিতে উপাসনা করিবে ইত্যাদি কোন বিধিই নাই) এবং কৌল সাধক কোন বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী নহেন, কারণ-কুলাচারী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব মূর্ত্তি, ত্রিলোকের পূজনীয়, তাঁহা হইতে আর, শ্রেষ্ঠ সাধক নাই, তিনি আর কোন্ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবেন, তাঁহার ক্রিয়া কলাপই সকলের আদরণীয়।

কর্দ্দমে চন্দনে দেবি! পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।

শ্মশানে ভবনে দেবি! তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।

ন ভেদো যস্য দেবেশি! স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ং।

ভূতান্যাত্মনি দেবেশি! স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥

দেবি! সাধক যখন কুলাচারের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, তখন কর্দ্দম চন্দন, পুত্র শত্রু, প্রিয় অপ্রিয়, শ্মশান অট্টালিকা এবং স্বর্ণ তৃণ ইত্যাদি ভাল মন্দ বস্তু বলিয়া কিছুমাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে না, তিনি সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থে এক সত্তামাত্র বিভু অব্যয় পরমাত্মাকেই—চিদানন্দময়ী মাকেই দেখিতে পান, এবং নিখিল ভূত ভৌতিক পদার্থ এক আত্মারূপেই দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়, মেধ্যামেধ্য, শত্রু মিত্র জ্ঞান কেমন করিয়া থাকিবে? কদাচ থাকিতে পারে না। ইহাকেই উত্তম কৌল বা শ্রেষ্ঠ কুলাচারী বলে। সাধক এতাদৃশ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন, আর কর্ম্ম থাকে না, কর্ম্ম বন্ধন ও কাটিয়া যায়, এবং দেহ পাতের পর কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হন, "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইহার আর এই সংসারে পুনঃ আবৃত্তি হয় না, ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলে, এতাদৃশ জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে। এই হইল কুলাচারের চরম অবস্থা—শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কুলাচারের প্রথম ও মধ্যম অবস্থা শুনুন,—

যস্তু ধ্যানপরো দেবি! জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।

সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলোমধ্যমঃ স্মৃতঃ॥

জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ।

আরুরুক্ষুর্জ্ঞানভূমিং সকৌলঃ প্রাকৃতোমতঃ॥

দেবি! পূর্ব্বোক্ত কৌলাচারে ধ্যান, জপ, পূজা হোমাদি কিছুই থাকে না, তখন কৌলাচারী সাধক আত্মময়ই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করেন, যতক্ষণ তাদৃশ উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে পারা না যায়, তাবৎ জ্ঞান নিষ্ঠ হইয়া জগদম্বার ধ্যান করিবে এবং পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তাঁহার সাধনা করিবে। ইহাকে মধ্যম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলে, আর যে পর্য্যন্ত সাধক ভেদাভেদ জ্ঞান সম্পন্ন থাকে, কিন্তু অভেদ জ্ঞানেরই প্রাবল্য অবস্থা হয়, তখন বীরভাবে জপ, পূজা, হোমাদির দ্বারা উপাসনা করিবে। এই অবস্থার সাধককে নীচ অবস্থার বা অধম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলিয়া জানিবে। ইহাই সিদ্ধান্তাচারের শেষ অবস্থা ও কুলাচারের কেবলমাত্র প্রথম অবস্থা, ইহার পর যতই সাধক উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবেন, ততই বাহ্য পূজাদি নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, ক্রমশই জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইবে, এই প্রকারে ক্রমে উচ্চ জ্ঞান ভূমিতে অধিরোহণ করিলেই আর জপ পূজাদি থাকিবে না, তখন এক চিন্ময়ী মাকেই

সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন, সেই অবস্থায় সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, ধ্যানও নাই, ধ্যেয়ও নাই "একমেবাদ্বিতীয়ং" এক মাই তখন অবশিষ্ট থাকিবেন, আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইবে, মনের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে, ইন্দ্রিয় প্রাণাদি নিরুদ্ধ হইবে। তাই শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোহন্যং পশ্যেৎ, অন্যোহন্যৎ বিজানীয়াৎ। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।

ভাবার্থ,—যে পর্য্যন্ত চিত্তে দ্বৈতভাব থাকে, যতক্ষণ আত্ম-ভিন্ন পদার্থের ভান হয়, ততক্ষণই "আমি ইহা দেখিতেছি, আমি ইহা জানিতেছি", এইরূপ পৃথক্‌ভাবে আমিত্ব ও বিষয়ের উপলব্ধি হয়, কিন্তু যখন যোগীর চিত্ত আত্মা হইতে অভিন্ন ভাবে সমস্ত দেখিতে পায়, তখন কেহই কাহাকে দেখে না, কেহই কাহাকে জানে না, একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই—ব্রহ্মময়ী মাই অবশিষ্ট থাকেন, যোগীর সত্তাও তৎকালে মার সত্তাতেই বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে? সেই সময়ে দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, জ্ঞানও নাই, জ্ঞেয়ও নাই, একমাত্র পদার্থই তখন বর্ত্তমান থাকে, এক চৈতন্যরূপিণী মাই বিদ্যমানা থাকেন। ইহাই কুলাচারের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।

এখন আমরা সাত প্রকার আচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটীরই অনুষ্ঠান এত দুর্গম যে, তাহা আনুষ্ঠানিক না হইলে বুঝাও যায় না, বুঝান ও দুঃসাধ্য। লক্ষণগুলির অর্থ শুনিতে যেমন সুখকর বোধ হয়, এবং আরম্ভ করিলে শীঘ্রই এক একটী সমাপ্ত করিতে পারিব বলিয়া ধারণা হয়, বাস্তবিক অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে তেমনি হয় না। আচারের স্তর-স্থান-বেদাচার লইয়াইতেই সাধকের অনেক দিন কাটিয়া যায়। অন্য গুলিত আরো দুর্গম, দুরনুষ্ঠেয়। এই আচারের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কত কত সাধু মহাত্মা আজীবন কত ক্লেশে, তীব্র অধ্যবসায়ে একাহার, অনাহার স্বীকার করিয়া বিজন দুর্গম কান্তারে, মহাশ্মশানে, ভীষণ পাহাড় পর্ব্বতে পড়িয়া থাকিয়া মায়ের আরাধনা, মায়ের অর্চ্চনা করিতেছেন কিন্তু তথাপি সকলের ভাগ্যে চরম অবস্থাটী ঘটিয়া উঠে না, তবে অবশ্যই বহু যত্নে, বহু আয়াসে ক্রমেই মায়ের নিকট অগ্রসর হইতে পারা যায়। কত সাধকের জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যায়, তথাপি দুই তিনটী আচারের উপর আর উঠিতে পারেন না।

আচারের বিবরণ এক প্রকার জানিতে পারিলাম, এখন ভাব কাহাকে বলে, সেই বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক,—

আমরা পূর্ব্বে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষকে ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি এবং তাহার দ্বারাই ভাব শব্দের মোটামোটি একটা অর্থের ধারণা হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাব তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা,—

আদৌ পশুস্ততো বীরশ্চরমোদিব্য উচ্যতে।
জ্ঞানেন পশুকর্ম্মাণি জ্ঞানেন বীরভাবনম্॥

ভাব তিন প্রকার, প্রথম পশুভাব, দ্বিতীয় বীরভাব, শেষ দিব্য ভাব। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে এই প্রকার ভাবের বিভাগ হইয়াছে, পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব এই ভাবত্রয় জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষমাত্র। যথা,—

জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোর্ভেদো হি দিব্যভাবে উদাহৃতঃ।
ভেদাভেদবিদোবীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং ক্রমঃ প্রিয়ে!॥
পশুভাবঃ সোপরমঃ বীরভাবাববোধকঃ।
দিব্যাববোধকোবীরভাবঃ সোপরমস্তথা॥
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে!।

* * * * *

তথা ভাবত্রয়ং দেবি! উত্তরোত্তরসাধনম্।
অতএব মহেশানি! বীরাণাং কারণং পশুঃ।
দিব্যানাং বীরভাবশ্চ * * * ॥

(বিশ্বসারতন্ত্র)

প্রথমতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ,—ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান, যে জ্ঞানে ঘট পটাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে আভাসিত হইতেছে,—যে জ্ঞানের দ্বারা আমি আর ঘট পটাদির ভিন্ন রূপে প্রতীতি হইতেছে, তাহার নাম ভেদজ্ঞান, আর যে জ্ঞান উদয় হইলে ঘট পটাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা থাকে না,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক সত্তাময়ই উপলব্ধ হয়, তুমি, আমি, জগৎ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সত্তা অন্তর্হিত হয়, তাহার নাম অভেদ জ্ঞান। ভেদ জ্ঞানকে পশুভাব, ভেদাভেদ জ্ঞানকে বীরভাব এবং এক মাত্র অভেদ জ্ঞানকে দিব্য ভাব বলে এবং যতক্ষণ সাধক ভেদজ্ঞান সম্পন্ন থাকেন, ততক্ষণ তিনি পশুভাবাপন্ন, যখন ভেদ জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য এবং অভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য হয়, তখন সাধক বীরভাবাপন্ন বা ভেদাভেদ জ্ঞান সম্পন্ন, আর যখন সাধকের ভেদজ্ঞান একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, সর্ব্বদাই সাধক একমাত্র আত্মসত্তাতে আরত থাকেন, তখন সাধককে দিব্য ভাবাপন্ন বলা যায়, সুতরাং জ্ঞানেরই অবস্থা ভেদে পশ্বাদি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে। ইহার ক্রম এই যে, যেমন প্রথমতঃ বাল্য অবস্থা তৎপর যৌবন ও তৎপর বার্দ্ধক্য, ক্রমে এক একটী অতিক্রম করিয়া মনুষ্য অপর অবস্থাতে উপসর্পণ করে, কিন্তু যখন একটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা বিলীন হইয়া যায়, তেমনি সাধকেরও প্রথম পশুভাব বা ভেদজ্ঞান থাকে, পরে ভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য নষ্ট হইয়া যখন অভেদ জ্ঞানের বিকাশ অবস্থা হয়, তখন আর পশুভাব থাকে না, সাধক তখন বীরভাবে উপস্থিত হন, সুতরাং পশুভাব বীরভাবের বোধক, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই প্রকারে ভেদ জ্ঞানের যখন লেশ মাত্রও থাকে না, তখন বীরভাব বিনষ্ট হইয়া দিব্যভাব বিকাসিত হয়। এইরূপে পশুভাব বীরভাবের সাধক এবং বীরভাব দিব্যভাবের সাধক হয়। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষে ভাবের তিন প্রকার বিভাগ হইয়াছে এবং ভাবত্রয় পরস্পর একটা অপরটীর কারণ হইয়া থাকে, পশুভাব, বীরভাবের কারণ, বীরভাব দিব্যভাবের কারণ, সুতরাং ভাবত্রয় ক্রম নিয়মে সংবদ্ধ, উহার একটী লঙ্ঘন করিয়া অপরটীর গ্রহণ করা যায় না। এখন তিন প্রকার ভাব ও

তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, ভাবের সহিত পূর্ব্বো[illegible]
রের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহাই এখন আলোচনা করা হইতেছে।

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।
সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সৎকৌলমুচ্যতে।
ভাবত্রয়গতান্ দেবি! সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ॥

* * * *

দেবি! পূর্ব্বে আচার ও ভাবের বিবরণ করা হইয়াছে, ইদানীং আচার ও ভাবের কি সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেছি।— পূর্ব্বে যে সপ্ত আচার বলা হইয়াছে, তাহা পশু, বীর ও দিব্য ভাবের অনুগত, প্রথমতঃ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব এবং দক্ষিণাচার পশুভাবের অনুগত, বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবের অনুগত এবং কুলাচার দিব্য ভাবের অনুগত, যে পর্য্যন্ত পশুভাব, বা ভেদজ্ঞান (পূর্ব্বোক্ত ভাবের লক্ষণ দেখুন) থাকিবে, ততক্ষণ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব এবং দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তখন বাম, সিদ্ধান্ত এবং কুলাচারের অধিকার হয় নাই, পরে যখন বীরভাব বা ভেদাভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ভেদজ্ঞানের দুর্ব্বলতা ও অভেদ জ্ঞানের প্রবলতা হইবে, তখন বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠান করিবে এবং যে সময়ে ভেদজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে, পূর্ণ মাত্রায় অভেদ জ্ঞানের পরিদীপ্তি হইবে, তখন একমাত্র কুলাচারেরই অনুষ্ঠান করিবে। ভাব পরিবর্ত্তনের সহিতই আচারেরও পরিবর্ত্তন হয়। যেমন বাল্য কালের অপগমনের সহিতই তৎকালোচিত ক্রিয়াবলীও বিলয় হয়, তখন প্রাণীগণ যৌবনোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে, আবার যৌবনের অবসানে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রাণীগণ বার্দ্ধক্যোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে, তেমনি ভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, সাধক, পশুভাব কাটিয়া গেলে আর পশু ভাবোচিত আচারের অনুষ্ঠান করিবে না, তখন বীর-ভাবোচিত আচারেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে এবং বীরভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন সাধক দিব্য ভাবের অবলম্বন করিয়া দিব্য ভাবোচিত আচারেই নিয়ত থাকিবে। সুতরাং ভাবের সহিতই আচারের মুখ্য সম্বন্ধ, ভাবানুসারেই আচারের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা অনুসারে আচারে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় না, যতক্ষণ পশুভাব থাকে, ততক্ষণ বেদাদি আচারচতুষ্টয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বামাচারাদির আচরণে ততক্ষণ অধিকারিতাই জন্মে না, এই সময়ে বামাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের অধোগতি ভিন্ন উন্নতির কিছুমাত্রই সম্ভাবনা নাই, এই প্রকার পশুভাব নিবৃত্ত হইয়া যখন বীরভাবের আবির্ভাব হইবে, তখন বাম ও সিদ্ধান্ত আচারের অবলম্বন করিবে, সেই সময়ে কুলাচারের অনুষ্ঠানে কোনই ফল হইবে না, প্রত্যুত অধোগতি হইবে, পরে যখন দিব্য ভাবের উদয় হইবে, সেই সময়েই কুলাচারের অবলম্বন করিবে, তাহা করিলেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। অতএব ভাবের বা জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়াই আচারের (অনুষ্ঠেয় বিষয়ের) অবলম্বন করিতে হইবে। সাধক যে সময় যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, সেই সময়ে সেই জ্ঞানানুগত, সেই জ্ঞানের সহিত মাখান যে আচার, তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে, ইহার ব্যত্যয় করিলে সাধনও হইবে না, সিদ্ধিরও আশা নাই। এখন ভাব ও আচারের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলাম।

এখন একবার মদিরা পানের বিষয়ে চিন্তা করা যাউক,— পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা দ্বিজাতি সম্বন্ধে মদ্য পান একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে, আবার তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে মদ্য পানের বিধিও পরিদৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল, শাস্ত্রেই এক বার মদিরা পান করিতে বলিতেছেন, আবার সেই শাস্ত্রেই অন্যত্র অতি গর্হিত পাপ বলিয়া নিষেধ করিতেছেন, এই প্রকার বিরুদ্ধবাদী শাস্ত্রের মীমাংসা কি, ইহাই এখন আলোচনার বিষয়। কিন্তু মদ্য পান সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধক বাক্যাবলী পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই মদিরা পানের নিষেধ ও বিধি বুঝিতে পারিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির আবশ্যক নাই। এই প্রকার তান্ত্রিক বিধি ও নিষেধের দ্বারা আমরা কেবলমাত্র অধিকারী ভেদ লক্ষ্য করিতে পারি, অধিকারী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বিধি করিয়াছেন, আবার অনধিকারীর পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর কোন বিরোধও নাই, শাস্ত্রের কোন অংশ সত্য, কোন অংশ মিথ্যা এরূপ আশঙ্কাও নাই, বিধিবাক্য অধিকারীর পক্ষে সত্য, আবার নিষেধ বাক্য অনধিকারীর পক্ষে সত্য, যিনি মদ্য পানের প্রকৃত অধিকারী, তিনি মদ্য পান করিবেন, সুতরাং তাহার সম্বন্ধেই বিধি, যিনি মদ্য পানের অধিকারী নন, তিনি মদ্য পান করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহার পক্ষেই নিষেধ, এই প্রকারে অধিকারী ভেদে—অবস্থা ভেদে শাস্ত্রে নিষেধ ও বিধির সমাবেশ থাকায় কোন বিরোধই হইতে পারে না এবং অধিকারীভেদে বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতেই জানিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উহা কাল্পনিক বাক্যও নহে। সুতরাং অধিকারীভেদে শাস্ত্রের মীমাংসায় মনের কোনরূপ সন্দেহও হইতে পারে না। এখন দেখা আবশ্যক মদ্য পানের অধিকারী কে, কীদৃশ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধি করিয়াছেন এবং কোন্ শ্রেণী লোককেই বা লক্ষ্য করিয়া মদিরা পানের নিষেধ করিয়াছেন, ইহাই আলোচনা করা আবশ্যক, তবেই শাস্ত্রের বিরোধের মীমাংসা হইবে। প্রথমতঃ কথা এই যে, তন্ত্র শাস্ত্রে যে যে স্থানে মদিরা পানের বিধি আছে, সেই স্থানেই সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধকের পক্ষেই বিধি করিয়াছেন। যাহারা মায়ের সাধনে প্রস্তুত, যাহারা জগদম্বার পূজার জন্য ব্যগ্র, যাহারা জগন্ময়ী মায়ের ভাবেই বিহ্বল, তাদৃশ সাধকের পক্ষেই মদ্য পানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বেও আমরা মদিরা পানের বিধিবোধক যে সমস্ত বাক্যাবলী দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহার প্রত্যেক বাক্যের দ্বারাই সাধকের পক্ষেই মদ্য পানের বিধি বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বাক্যেই "মদ্য ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই", "মদ্য ব্যতীত মায়ের সাধন মহা হাস্যকর," "মদ্যের দ্বারা মাকে অর্চ্চনা করিবে" ইত্যাদিরূপে স্পষ্টতঃই সাধনের অঙ্গরূপে সাধককে মদিরা পানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কুত্রাপি সকে বা মাতলামি করার নিমিত্ত মদিরা পানের ব্যবস্থা নাই, খুব মদ খাও, মাতলামি করিয়া ভ্রমণ কর" এই প্রকার ভাবে ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রের কোন স্থানেই পরিদৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত সাধন-বিহীন মদ্য পায়ীর নিতান্ত নিন্দ-

স্মারসূচক বাক্যাবলীই শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, "কলিকালের মনুষ্য সকল নিতান্ত লুব্ধ, তাহাদের কোন ধর্ম্মেই অধিকাংশ লোকের বড় আস্থা থাকিবে না, তাহারা সাধনের পরমোপকারী মদ্য পানাদি যথেচ্ছায় আচরণ করিয়া অধঃপতিত হইবে, কদাপি সাধন করিবে না"। যথা,—

কলিজা মানবা লুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারায় সুস্পষ্ট রূপেই মদিরা পান সাধনের অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে আরো কয়েকটী প্রমাণ দেখান যাইতেছে। যথা,—

মদ্যং বিনা সাধনন্তু মহাহাস্যায় কল্পতে।
যথা দীক্ষাং বিনা দেবি! সাধনং হাস্যমেব হি।
তথা পূজা সাধকানাং জ্ঞেয়া তত্ত্বং বিনা সদা।
ঋতুং বিনা স্ত্রিয়া দেবি! যথাপত্যং ন জায়তে।
তথা দেব্যাঃ সাধনেষু পঞ্চতত্ত্বং বিনা প্রিয়ে!।
পঞ্চতত্ত্বৈঃ সাধকেন্দ্রঃ সাধয়েৎ বিধিনামুনা॥

এই সমস্ত বচনের অর্থ সরল। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও মদিরা পান সাধনেরই অঙ্গ বলিয়া সাধকের সম্বন্ধেই নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং সাধন ব্যতীত মদ্য পানের ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। যদি কোন দুই একটী বচনে সাধনের উল্লেখ না থাকিয়া কেবল মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই সাধনের অঙ্গীভূত বিধি ইহাই বুঝা যাইবে, কেবল সেই বচনটীতেই সাধন কথাটীর উল্লেখ করেন নাই, বস্তুতঃ সাধনের প্রস্তাবেই বিধি দিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে, সুতরাং সাধক ভিন্ন সাধারণ লোকের পক্ষে মদ্যপান একেবারেই নিষিদ্ধ, যদি পান করে, তবে পূর্ব্বোক্ত পাপভাগী এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্রের রহস্য, অতএব যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রে মদিরা পানের ব্যবস্থা আছে মনে করিয়া মদিরা পান করে, কিন্তু সাধনের কোনই ধার ধারে না, তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্র বিগর্হিত অহিতাচার করিয়া চরমের নরক দ্বার পরিষ্কার করে মাত্র, কিন্তু উহাতে শাস্ত্রের কিছু মাত্র আজ্ঞা নাই। প্রত্যুত পুনঃ পুনঃ নিষেধই আছে। যথা,—

ভেদপাশবিনির্ম্মুক্তো মদ্যপানং সমাচরেৎ।
সেবেত যঃ সুখার্থায় মদ্যাদীনি স পাতকী॥
প্রাশয়েৎ দেবতাপ্রীত্যৈ মদ্যমাংসানি সাধকঃ।
তথা মুদ্রাং নিষেবেত অন্যথা পাতকী ভবেৎ॥
(কৌলাবলীতন্ত্র)

ভেদজ্ঞান রূপ সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তির নিমিত্ত, মায়ের অর্চ্চনার অঙ্গভাবে মদ্যপান করিবে,কিন্তু যাহারা মায়ের সাধনার অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল মাত্র আত্ম সুখের নিমিত্ত মদ্যপান করে, তাহারা নিতান্ত পাতকী হইয়া থাকে। সাধক দেবতার প্রীতি উদ্দেশেই সাধনার অঙ্গীভূত মদিরা পান করিবে, এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অন্য ভাবে, সুখাদি কামনায় মদ্য পান করে, তাহারা অতিশয় পাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম,—তান্ত্রিক মদ্যপানের বিধি সাধকের পক্ষেই অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সাধক, অসাধক মনুষ্য মাত্রের সম্বন্ধেই ঐ বিধি নহে। এখন আমাদের জানা আবশ্যক যে, সাধক মাত্রেরই পক্ষে মদ্য পানের বিধি, না কোন সাধক বিশেষের সম্বন্ধে ঐ বিধি, সাধক হইলেই, মাকে যৎকিঞ্চিৎ পূজা অর্চ্চনা করিলেই, তিনি মদ্য খাইতে অধিকারী, অথবা সাধনের কোন বিশেষ অবস্থায় আরূঢ় সাধকই, মদ্য পানে অধিকারী, ইহাই এখন আলোচনার বিষয়।

আমরা পূর্ব্বে যে সাত প্রকার আচারের বিভাগ দেখাইয়া আসিয়াছি, তদ্দ্বারাই এই বিষয় এক প্রকার মীমাংসিত হইয়াছে, এখানে আরো একটু বিশদ করিয়া বুঝান যাইতেছে। পশুভাবাপন্ন সাধক যতক্ষণ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ আচারে নিরত থাকিবেন, ততক্ষণ তাহার মদ্য পানে একেবারেই অধিকারীতা থাকিবে না। ততকাল মদ্য পান নিতান্ত নিষিদ্ধ, পশুভাব থাকিতে মদ্য পান সাধনের হিতকর না হইয়া প্রত্যুত সাধককে অধোগত করে।

* * হেতুদ্রব্যং তথৈবচ।
এতত্ স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রঞ্চ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
অর্থ সরল। (কৌলাবলীতন্ত্র)

অধিক কি বীর বা দিব্যভাবাবলম্বী সাধককেও পশুভাবাপন্ন সাধকের নিকট মদিরা পানের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন। যথা,—

মৎস্যমাংসাসবৈর্দ্দেবি! নার্চ্চয়েৎ পশুসন্নিধৌ।
অর্থ সরল।

অতএব পশুভাবাপন্ন সাধকের পক্ষে মদ্যপান একেবারেই নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু সাধক বেদ, বৈষ্ণব এবং শৈব আচারে সুসিদ্ধ হইলে,যখন পশুভাব বা ভেদজ্ঞানের প্রসার অনেকটা কমিয়া আসিবে, তখন দক্ষিণাচারের অবলম্বন করিবেন এবং দক্ষিণাচারের উচ্চ সোপানে আরূঢ় সাধক বিজয়া পান করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিবার অধিকারী হইবেন, সেই সময়েও মদ্যপানের কিছুমাত্র অধিকারীত্ব হয় নাই, পরে দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠান শেষ হইলে, সাধক দক্ষিণাচারে সুসিদ্ধ হইলে, বামাচারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। এই বামাচারে মদ্যপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, এই সময়ে সাধক মদ্যপান করিয়া মায়ের উপাসনায় অধিকারী হয়েন, তৎপর সিদ্ধান্তাচার এবং কুলাচারের প্রথম ও মধ্য অবস্থায়ও মদ্যপানের বিধি আছে, কিন্তু কুলাচারের চরম অবস্থায় মদ্যপানের ব্যবস্থা নাই। সাধক একবার কুলাচারের উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বিধি নিষেধ থাকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। কুলাচারের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় সাধকের সেই অবস্থায় কোন প্রকার সাধন থাকে না, সুতরাং সাধনের অঙ্গ মদ্যপানও থাকিতে পারে না, যাঁহার আমার আমিত্ব, নিজের নিজত্ব পর্য্যন্ত অনন্ত আত্মসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, তিনি আর কাহার উপাসনা করিবেন, কাহার সাধনা করিবেন, সুতরাং অভেদ জ্ঞানের চরম অবস্থায় মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। যদি এতাদৃশ কুলাচারী কখনও মদ্যপান করেন, তথাপি তাহার

দ্বারা তাঁহার কোনই পাপাদি সংস্পর্শ হয় না। অতএব বিধি নিষেধ কি থাকিবে? তাহা কখনই থাকিতে পারে না। তবেই আমরা বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কুলাচারের অধম ও মধ্য অবস্থায়ই মদ্যপানের ব্যবস্থা ইহাই পূর্ব্বোক্ত সপ্ত আচার ও তিন প্রকার ভাবের পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কুলাচার যে কতদূর উচ্চ অধিকারীর অনুষ্ঠেয়, কতই দুর্গম, কতই আয়াস সাধ্য ব্যাপার, তাহা আচার ব্যাখ্যায়ই আপনারা বিশদভাবে বুঝিয়াছেন। এখন এক বার ভাবিয়া দেখুন মদ্যপান করিয়া সাধন করা কি ভীষণ ব্যাপার, কি রোমহর্ষণ কাণ্ড। প্রথমতঃ বেদাচার প্রভৃতি আচার চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিয়া যখন তাহাতে চিত্ত সুদৃঢ় হইবে, ভেদজ্ঞান বা পশুভাব প্রায় অন্তর্হিত হইয়া অভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য হইবে, চিত্তের রজস্তমোমল কাটিয়া যাইবে, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের বিকাস হইবে, তখনই সাধক মদ্যপানের অধিকারী, এতাদৃশ বীর সাধকই মদিরা পানে সমর্থ, যখন অহম্ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইবে, চিত্তগ্রন্থি শ্লথ হইয়া যাইবে, মেধ্যামেধ্যাদি জ্ঞান আর থাকিবে না,দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধ্যাদির উপরে মদিরার শক্তি কোনই ক্রিয়া করিতে পারিবে না, তখনই সাধকের প্রকৃত মদ্যপানের সময়, তখনই সাধক মায়ের চরণ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে অবিশঙ্কিত চিত্তে মদ্যপান করিতে পারেন। যাবৎ পর্য্যন্ত এতাদৃশী অবস্থা না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত মদ্যপানের অধিকারীতা হয় না। ইহাই শাস্ত্রের রহস্য, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধির লক্ষ্য। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন।

> ন বহু প্রলপেদ্বীরো নৈব কক্ষং কদাচন।
> মদিরাঘূর্ণনয়নঃ   *   *
> সর্ব্বদাদেবতাভাবঃ সঙ্গীতরসপারগঃ।
>   *   *   *
> খাদন্ মাংসং পিবন্ মদ্যং বিষয়ী বিষয়ান্ জুষন্।
> বামাবামোরমণীভির্ভূষিতাভিশ্চ ভূষিতঃ।
> তত্ত্বদানন্দমদোহৈবানন্দিতান্তরাত্মবান্।
> নিষ্পন্দেন্দ্রিয়বান্ যস্তু সোঽবধূতোযতির্মহান্।
> জ্ঞানলোপো ভবেদ্যস্য মদ্যপানাৎ সুলোচনে।
> বিকারং জনয়েদ্বাপি স পুনর্যাত্যধোগতিম্।
> প্রলাপং ভ্রংসনং হাস্যং ক্রোধোন্মাদভয়ানকাঃ।
> আলস্যং বাতিচিন্তা চ পরানিষ্টপ্রবর্ত্তনম্।
> হিংসাসূয়া তথের্ষ্যা চ দম্ভমোহৌ প্রমাদতা।
> আবেশো মরণং মূর্চ্ছা বিকারাঃ সমুদীরিতাঃ।
> সমতা সর্ব্বভূতেষু মানাপমানয়োঃ সমঃ।
> সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
> ব্রহ্মচিন্তোত্তরানন্দনিরস্তবাহ্যচিন্ততা।
> সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র সমত্বং নির্ব্বিকারতা।
> চক্ষুষোরনিমেষত্বং মধুরস্মিতভাষণং।
> অমৃতস্য গুণা এতে কথিতা ভুবি দুর্লভা।
>   *   *   *   *   *
> নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং ত্রিপুরাময়ং।
> আত্মাভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।
>   *   *   *   *   *
> ভেদাবভাষিণোমূঢ়াঃ পতন্ত্যেব বরাননে!।
> (গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

যখন সাধক মদিরা পান করিয়াও কিছুমাত্র বিহ্বলচিত্ত হইবে না, মদিরার শক্তি সাধকের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি কিছুতেই কিছুমাত্র ক্রিয়া করিতে পারিবে না, যখন মদ্য পান জনিত বহু প্রলাপ এবং অতি কর্কশ বাক্যের স্ফূর্ত্তি না হইবে, তখনই প্রকৃত মদ্য পানের সময়, মদিরা পানের দ্বারা আঘূর্ণিত নয়ন, সর্ব্বদাই মায়ের ভাবে বিহ্বল সাধক মায়ের গুণ গানে উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিবেন। যিনি পঞ্চতত্ত্বের অনুষ্ঠান করতঃ নিখিল বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয় জনিত আনন্দের দ্বারা আনন্দিত চিত্তে মাতেই নিমগ্ন থাকেন, যাঁহার বিষয়ানন্দের দ্বারা ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি নিষ্পন্দিতভাবে মাকেই ধারণা করিতে থাকে, তাঁহাকেই অবধূত বলে, ইনিই প্রকৃত যতি, ইনিই মদ্যপানের প্রকৃত অধিকারী। যাহার মদ্যপান করিয়া জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, চিত্তের নানাপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয়, চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা হয় না, তিনি মদ্যপানের অধিকারী নহেন। এবং প্রলাপ, ভ্রংসন, অতি হাস্য, ক্রোধ, উন্মত্ততা, অতি ভীষণভাব, আলস্য, অতিশয় চিন্তা, পরের অনিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি, হিংসা, অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান, মুগ্ধতা, অনবধানতা, আবেশ, মৃত্যু, মূর্চ্ছা, এই গুলিকে বিকার বলে, যাহার মদিরা পান করিয়া দৈহিক ও মানসিক এই সমস্ত বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহার মদ্যপানে অধিকারীতা হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ মদ্যপান করিবে না, এবং যাঁহার মিত্রেতে প্রিয়তা, শত্রুতে দ্বেষ্যতা নাই যিনি লোষ্ট্র, পাষাণ এবং সুবর্ণেতে কিছু মাত্র উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা জ্ঞান করেন না, উহার প্রত্যেক বস্তুতেই একমাত্র পরিপূর্ণ আত্ম সত্তার অনুভব করিয়া, অথবা তন্ময়ভাবেই অবলোকন করিয়া উহার কোনটীকেই হেয়তা বা উপাদেয়তা মনে করেন না, যাহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ করিয়া বাহ্য বিষয় হইতে আপনিই প্রত্যাহৃত হইয়াছে, যাহার চক্ষু বাহ্য বিষয় চায় না, বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি ও করে না, যে সাধক সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণীতে সমত্বভাবনা করিতে পারেন, যিনি সর্ব্ব প্রাণীতে এক চিন্ময় রসেরই আস্বাদ করেন, যাঁহার সমস্ত প্রকার ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক বিকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহার লোচনদ্বয় নিমেষ রহিত, স্থির, যাহার বাক্যগুলি অতীব মধুর, যিনি স্মিতপূর্ব্বক সম্ভাষণ করেন, তিনি প্রকৃত মদ্যপানের অধিকারী, তাহার সম্বন্ধেই কথিত মদিরার গুণগুলি পরিস্ফুরিত হয়, কিন্তু পৃথিবীতে এতাদৃশ সাধক বড়ই দুর্লভ। যে যোগী নির্লিপ্তা, নির্গুণা আত্মরূপিণী মাকে নিজের সহিত অভিন্নরূপে ধারণা করিতে করিতে তন্ময়ই হইয়া যান, যাঁহার আত্মা, যাঁহার অস্তিত্ব মাময়ই হইয়া যায়, নিজের পৃথক্ অস্তিত্বানুভব থাকে না, তিনিই প্রকৃত মদ্যপানের অধিকারী, অতএব সাধক ঈদৃশ অধিকারী হইয়া যথা বিধানে সুরার সংস্কার করতঃ পান করিবেন। পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর সম্বন্ধেও সুরার সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

সংস্কৃতাস্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণোজ্জলদগ্নিবৎ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার অধিকারী সংস্কৃত মদ্য পান করিয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মভাবে উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। প্রজ্বলৎ অগ্নিতে যে প্রকার আবিলতা স্থান পায় না, তেমনি সাধকের হৃদয়ে কিছুমাত্র মলিনতা থাকে না। (সংস্কারের প্রণালী এখানে আলোচ্য নহে, তাহা অতীব দুঃসাধ্য কঠোর প্রক্রিয়া) অতএব উচ্চ সাধকের সম্বন্ধেও মদিরার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং যথা বিহিত রূপে সুরার সংস্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর পক্ষেই সুরাপানের ব্যবস্থা। অতএব এই প্রকার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত মদ্যপান বিষ পান তুল্য, কেবল মাত্র অধঃপাতের কারণ।

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যপানের ব্যবস্থা বা বিধি আছে, বিধি কেবল মাত্র সাধকের পক্ষেই নিবদ্ধ হইয়াছে, সাধক ভিন্ন সাধারণ মানবের সম্বন্ধে নহে, আবার সাধক মাত্রের পক্ষে ও নহে। যাহারা বেদাচার প্রভৃতি আচার চতুষ্টয়ের সম্যক্‌রূপ অনুষ্ঠান করিয়া সুসিদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহাদের ভেদজ্ঞান ক্ষীণ হইয়াছে, তাদৃশ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রকার গুণশালী বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী, এবং প্রথমাবস্থার ও দ্বিতীয়াবস্থার কুলাচারী সাধকের পক্ষেই মদ্যপান বিহিত, তাঁহারাই মদ্যপান করিয়া জগন্ময়ী মাকে উপাসনা করিতে অধিকারী। যাবৎ পর্য্যন্ত তাদৃশ অধিকারীত্ব না হয়, যতক্ষণ পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর স্থানে উপস্থিত হইতে না পারা যায়, তাবৎ মদ্যপান দূরের কথা, উহার স্পর্শনাদি ও নিষিদ্ধ, যিনি মোহ বশতঃ তাদৃশ নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অধঃপাত হইবে, না হইবে সাধন, না হইবে সিদ্ধি, "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" অতএব সাধকগণ প্রথমতঃ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া, নিজে অধিকারী কিনা, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইবেন, তবেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। অতএব আমরা পূর্ব্বে যে শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা এখন সুদৃঢ়রূপে মীমাংসিত হইল। শাস্ত্রে যে যে স্থানে মদ্যপানের বিধি বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব বর্ণিত সাধক অধিকারীর সম্বন্ধে, আর যে যে স্থানে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ মনুষ্য এবং পূর্ব্বোক্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধকের পক্ষে, সুতরাং শাস্ত্রের কোনই বিরোধ নাই, কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই এবং প্রকৃত অধিকারীর সম্বন্ধে বিধি থাকাতেই মদিরাপান সাধনের অঙ্গ বলিয়া সমাজে চিরন্তনী কিম্বদন্তী আছে। অতএব কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই। ইহাই তান্ত্রিক মদ্যপান বিধির রহস্য। ইহা ব্যতীত মদ্যপান বিষয়ে সাধকের পক্ষে অন্যান্য অনেক রহস্য আছে, তাহা এই ভাবে পত্র পত্রিকায় আলোচ্য নহে, তাহা অতীব গোপনীয় বিষয়, সে সমস্ত আপন আপন সদ্‌গুরুর নিকট শুনিতে হয়। সাধকগণ! এখন আপনারা বিধি বিধান বুঝিতে পারিলেন, ইহা স্মরণ রাখিয়া, সকলেই নিজ নিজ সাধনের উচ্চতা পরীক্ষা করিয়া সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, কোন প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস যেন আপনাদের অন্তঃকরণকে অধিকৃত করিতে না পারে, আপনাদের চিত্ত যেন কখনই উন্মার্গগামী হইয়া সাধনের নির্দ্দিষ্ট সোপান হইতে বিশ্বলিত না হয়, ইহাই মার নিকট প্রার্থনা। প্রকৃত পক্ষে মদ্য পান করিয়া মার উপাসনার অধিকারী সাধক বড়ই বিরল, বড়ই দুর্ঘট, লক্ষের মধ্যে দুই একটী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এখানে আরো একটী বক্তব্য বিষয় এই,—অনেকে তান্ত্রিক মদ্যপানের ব্যবস্থা কলিকালের জন্য নয়, দেশ বিশেষের জন্য নয়, ইত্যাদি নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত এক বাক্য হইতে পারি না। কারণ সমস্ত প্রমাণ অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই বলবত্তা, ইহা সকলকারই অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। তাই ভগবান্ বেদব্যাস পাতঞ্জল ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"ন প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে।
প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে॥"

অনুমানই বল, আর শাস্ত্রই বল, প্রত্যক্ষ মূলকই সমস্ত প্রমাণ, অন্য প্রমাণেরও প্রত্যক্ষানুসারেই ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব প্রমাণ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলবান্। সুতরাং কলিকালেও যখন ঠিক শাস্ত্রানুসারী মদ্যপায়ী সাধক দেখিতেছি, মদ্য পান করিয়াও যখন মায়ের সাধনার কিছু মাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না, প্রত্যুত জ্বলন্ত ব্রহ্মময় ভাব, প্রদীপ্ত মাময় ভাব, সাধকের হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া সাধককে কৃতার্থ করিতেছে, এবং মদ্যপায়ী সাধকের যে যে লক্ষণগুলি আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি, সেই সমস্তই বর্ত্তমান কালের সাধকেও বিরাজমান রহিয়াছে, তখন প্রকৃত সাধকের পক্ষে, যথার্থ অধিকারীর পক্ষে যে কলিকালে মদ্য পান বিধি নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের অপলাপ করিতে সাহসী নই। আমাদের ধারণা যে, ঈদৃশ প্রকৃত অধিকারীর চিত্ত কোন পার্থিব দেশ, বা কোন কালের অধীন নহে, সে চিত্ত মাতেই থাকে, মার রাজ্যেই থাকে, যেখানে কালের অধিকার নাই, যেখানে কোন দেশ ভেদ নাই, সেই আনন্দময়ীর আনন্দ রাজ্যেই বিরাজ করে, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কলিকাল, সত্যকাল, জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপাদি কোনই কাল বা দেশের বিচার নাই, ইহাঁদের নিকট সর্ব্বদাই সত্যকাল বর্ত্তমান আছে। অতএব তাদৃশ প্রকৃত অধিকারীর কলিকাল বলিয়া বা দেশ বিশেষ লইয়া কোনই নিষেধ বা বিধি নাই, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এখানেই অদ্য সুরা পানের ব্যবস্থা সমাপ্ত করিলাম, ইহার দ্বারায়ই পাঠকগণ সুরাপানের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং এই সুরা পানের ব্যবস্থার দ্বারাই পঞ্চ তত্ত্বেরই ব্যবস্থা কথিত হইল। প্রত্যেক তত্ত্বসম্বন্ধে প্রায় একই ব্যবস্থা, একই প্রণালী, এবং প্রায় এক প্রকারই অধিকারী, সুতরাং প্রত্যেকটী লইয়া পৃথক্ পৃথক্ আলোচনার আবশ্যক নাই। ওঁ

শ্রীপ্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী।

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?

মা আর বাবা শ্মশানে থাকেন কেন, তাহা গতবারে অবগত হইয়াছি, হৃদয়ের রাশি রাশি অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে।

এখন আবার আর কএকটি বিষয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা হইতেছে। ক্ষেপা মায়ের লীলা খেলায় প্রবেশ করা যায় না! উহার কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা ভার! না বুঝিলেও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না! কি জন্য যেন, ঐ সকল বিষয়ে মন প্রাণ সমাসক্ত হয়! থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার ব্যাকুল হইয়া উঠে! আবার শুনিতে পাই, মা নাকি সত্য, আনন্দ ও জ্ঞানময়ী। প্রেমানন্দে সম্মূচ্ছিত সত্যজ্ঞান না হইলে মায়ের নিকট উপস্থিত হওয়া ঘটে না! ভক্তি বা প্রেমানন্দ-সম্মীলিত জ্ঞানই নাকি মায়ের নিকটে যাওয়ার সুপরিষ্কৃত পন্থা। তত্ত্ব বার্ত্তাদি সমস্ত বুঝিয়া লইয়া তবে মায়ের অন্বেষণ করিতে হইবে! অন্বেষণ করিতে করিতে সেই জ্ঞান যখন প্রকৃত ধারণা বা মনের সংস্কারে পরিণত হইবে, তখনই নাকি মাকে পাওয়া যাইবে, নতুবা নহে! মা নিজেই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, "অসন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি" (ঋগ্বেদ) অতএব মায়ের স্বভাব চরিত্র যথা শক্তি অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আবার অবগতিরও কোন সহজ উপায় দৃষ্ট হয় না! নিজের জ্ঞান বুদ্ধি সে রাজ্যের নিকটেও যাইতে পারে না। মা ক্ষেপী, বাবা ক্ষেপা। ক্ষেপার মর্ম্ম, না ক্ষেপিলে বুঝিতে পারা যায় না। উহা সংসারাসক্ত লোকের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত। সেই জন্য বাবা আর মাই কেবল পরস্পরের তত্ত্ব বার্ত্তা অবগত, আর কেহ নহে। তাই মা বলিয়াছে যে,

"অহং বিজানামি বিবিক্তরূপা নচাস্তি বেত্তা মমবিৎ সদাঽহম্।
বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যা বেদান্তিকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥"

(শ্রুতি)

অতএব মা আর বাবাই কেবল মা বাবার লীলা খেলা তত্ত্ব বার্ত্তা জানে। আর মা যাহাকে ইচ্ছা করে, সেও কিছু জানিতে পারে। কিছু কেন, মা ইচ্ছা করিলে সমস্তই তাহাকে জানাইতে পারে। মাই বলিয়াছে যে,

"যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি,
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

(ঋগ্বেদ)

তবে তুমি আমি জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হইয়া কি করিব! আমরা যে ক্ষেপিতে পারিব না! মায়ের ইচ্ছা হইবে এমনও কিছু করিতে পাইব না! তবে আর হাঁক্ ডাক্ কেন! হৃদয় স্থির হয় না কেন! মায়ের কথা না বুঝিতে পাইলে বাঁচিতে চায় না কেন! এত বুঝিয়া শুনিয়াও মানিতেছে না কেন! তবে অগত্যা যথা শক্তি চেষ্টা করিতে হইল, পঞ্চম মাসীয় শিশুর নর্ত্তন-প্রযত্নের মত একবার যত্ন করিতে হইল। সত্য মিথ্যা জানি না, ভাল মন্দ ও জানি না, যেমন মনে হয়, তেমনিই বলিব, মায়ের লীলা খেলা তেমনিই বুঝিব, তেমনিই বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতা উপশম করিব। মায়ের ইচ্ছা হইলে এই তমস্তিমিরান্ধ-হৃদয় হইতেও সত্যের জ্যোতি নির্গত হইতে পারে, না হইলে তিমির হইতে তিমির রাশিই বহির্গত হইবে।

এবারের জিজ্ঞাস্য বিষয়, মায়ের পূজার কাল ও স্থানাদির রহস্য তত্ত্ব। শাস্ত্র বলেন, শুক্ল অপেক্ষায় কৃষ্ণ পক্ষ মায়ের পূজায় প্রশস্ত। তন্মধ্যে আবার অমাবস্যা প্রশস্ততরা। অমাবস্যায় অর্দ্ধরাত্র প্রশস্ততম। তাহাতে যদি শনি, মঙ্গলের যোগ ঘটিয়া যায়, তবে দেবদুর্লভ হয়। ব্যবহারেও এই ক্রমেই আদরাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাও নহে, অয়নদ্বয়ের মধ্যে ও দক্ষিণায়ন মায়ের পূজায় অধিকতর আদৃত। এই হইল কালের নিয়ম। তৎপরে স্থান ও উপকরণাদি সমূহেও অনেক প্রকার নিয়ম আছে। সেগুলি পরেই জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ এইরূপ কাল নিয়মের রহস্যতত্ত্ব কি, কি কারণে এই সকল সময় মায়ের আরাধনায় বিশেষ সমাদৃত হইল, মা কিম্বা সাধকের সহিত ইহার কিরূপ সম্পর্ক আছে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে কুতূহল হইয়াছে।

প্রকৃত বিষয় চিন্তা করার পুর্ব্বে উপাসনা সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বুঝিয়া লইতে হয়। তাহা, উপাসনা পদার্থটি কি, কিরূপ উপাসনা করিলে সাধক প্রকৃত আনন্দ বা উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিরূপ উপাসনাই বা মা গ্রহণ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। এই সকল বিষয় অবগত হইলে, পুজার কালাদি-রহস্য বুঝিতে আশা করা যায়।

উপাসনা সম্বন্ধে মহানুভবগণ বলেন, "উপাসনানি সগুণব্রহ্ম-বিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি"। (বেদান্তসার) ইহার মোটামোটী অর্থ এই যে, মায়ের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নাম উপাসনা। অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও এই মর্ম্মেই উপাসনা কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। শব্দটার যোগার্থও এই অর্থেরই নিতান্ত সন্নিহিত। উপ, আস, অনট্, এই তিনটী শব্দ হইতে "উপাসন" কথাটি গঠিত হইয়াছে। ইহার 'উপ' এই উপসর্গ শব্দের অর্থ সন্নিধি. 'অস' ধাতুর অর্থ থাকা। আর অন (যুট) ভাববাচ্য প্রত্যয়, উহার অতিরিক্ত কোন অর্থ নাই। উহার দ্বারা ঐ আস ধাতুর অর্থ ই পরিদীপিত হয়। অতএব উপসর্গ, ধাতু এবং প্রত্যয় এই তিনের সম্মীলিত অর্থ,—অতি সন্নিধানে থাকা। তাহা হইলে, "মায়ের উপাসনা" এই কথা বলিলে, মায়ের অতি সন্নিধানে অবস্থিতি করা, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পরন্তু "মায়ের সন্নিধানে অবস্থিতি করা" এই কথাটি সরল ভাবে গ্রহণ করা হয় না। তাহাতে কোন তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। মা এই ত্রিভুবনের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অণুপ্রবিষ্টা রহিয়াছেন। মা ইহার অন্তর বাহিরে সমভাবে বিদ্যমানা। মাই বলিয়াছেন যে, "অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ" (ঋগ্বেদ) "অহমেব বাতপ্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা" (ঋগ্বেদ) "ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা উতামূংদ্যাং বর্ম্মণোপস্পৃশামি" (ঋগ্বেদ)। অতএব ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত, সমস্তই মায়ের অতি সন্নিহিত, সমস্তই মায়ের উদরের মধ্যে। আবার মাও সমস্তের মধ্যে দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। মায়ের উদরের বাহিরে বা দূরে কখনো কিছু থাকিতে পারে না। তবে মায়ের উপাসনা করার—মায়ের অতি সন্নিধানে অবস্থিতির চেষ্টা করার—উপদেশের গুরুত্ব কি? সন্নিধি তো আপনা হইতেই আছে! অতএব উক্তরূপে সন্নিধানে থাকা উপাসনার তাৎপর্য্যার্থ নহে। উহার তাৎপর্য্যার্থ অন্য কিছু হইবে। তাহা, বোধ হয়, মনে মনে সন্নিধানে থাকা, মায়ের অনুধ্যানে, মায়ের ভাবে, মনে প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকা, মায়ের প্রণিধানে ডুবিয়া থাকা। ইহা হইলেই মায়ের অতি সন্নিহিত

হওয়া ঘটিল। যদি হৃদয়ের দ্বারা মাকে ধরিতে না পারে, তাঁহার সত্তা, তাঁহার মহিমা, তাঁহার গুণ, তাঁহার ভাব অনুভবে আনিতে না পারে, অন্য বিষয়ে, অন্য ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকে, তবেই মায়ের দূরে থাকা হইল। তাঁহার গর্ভের মধ্যে থাকিলেও নিতান্ত ব্যবধান হইল। মা এই দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করিয়া আছেন, আপন সত্তার দ্বারা ইহাকে সত্তাবান্ করিতেছেন, আপন শক্তির দ্বারা শক্তিমান্ করিতেছেন, ক্রিয়াবান্ করিতেছেন, আপন চেতনার দ্বারা চেতিত করিতেছেন, অথচ এই দেহ সেই হৃদয় জোড়া শীতল-করা রূপ, সেই মধুমাখা রূপ কখনো ধরিতে পাইল না। এই অর্থে, এই ভাবে দেহ তাঁহার ব্যবধানে থাকিল। মা পঞ্চপ্রাণের অন্তরালে থাকিয়া, প্রাণের প্রাণরূপে, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, নিজ শক্তির দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন, চৈতন্যের দ্বারা চেতন করিতেছেন, অথচ প্রাণ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, সেই প্রাণের প্রাণরূপটি দেখিতে পাইল না, এই অর্থে প্রাণ তাঁহার ব্যবধানে থাকিল। মা নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হইয়া আপন চিতিশক্তির দ্বারা তাহাদিগের অন্ধতা বিদূরিত করিতেছেন, বাহ্য বিষয় প্রকাশনেও সমর্থ করিতেছেন, তথাপি তাহারা, সেই নয়নপোরা রূপটি ধরিতে পারিল না, অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিল না এই অর্থে নয়নাদি ইন্দ্রিয় তাঁহার ব্যবধানে থাকিল। মা মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার আত্মা দান করিতেছেন, নিজ চৈতন্যে তাহাকে প্লাবিত করিতেছেন, নিজ শক্তির দ্বারা তাহার মনন কার্য্য করাইয়া "মনের মন" নামে কথিতা হইতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই মন তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, সেই মনভরা আনন্দলহরী দেখিতে পাইল না, সেই অমৃত সাগরের এক বিন্দুও খাইতে পাইল না, এই অর্থে মন মায়ের ব্যবধানে থাকিল। মা আত্মায় আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, আত্মার আত্মত্ব সম্পন্ন করিতেছেন, অথচ সেই আত্মা তাঁহাতে মগ্ন হইতে পাইল না. এই ভাবে আত্মা মায়ের দূরবর্ত্তী হইল।

মায়ের ঐরূপে অবস্থিতি মাই স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন,—"ময়া সোঽন্নমত্তি, যঃ প্রাণিতি, যোঽধিপশ্যতি যঈং শৃণোত্যুক্তং" (ঋগ্বেদ)। অতএব মা অতি সন্নিহিতা হইলেও আমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদাই অতি দূরে অবস্থিতা। তাই শ্রুতি বলেন,—"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।"

উক্তবিধ ব্যবধান নিবৃত্তি হইলেই মায়ের সন্নিধি হইল। দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সকলেই যখন অন্তরে অন্তরে মাকে ধরিতে পাইবে, মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে, মায়ের আকার, প্রকার, ভাব মহিমার আস্বর প্রত্যক্ষ করিবে, আনন্দময়ীর আনন্দময় ভাব-সাগরের তরঙ্গমালায় হাবুডুবু করিতে থাকিবে, তখনই মায়ের সন্নিধান হইবে। তাহারই নাম "মায়ের প্রতি মনের ক্রিয়া" তাহারই নাম মায়ের "উপাসনা"। এই ঘটনা ক্ষণকালের জন্য হইলে, ক্ষণকালই মায়ের উপাসনা হইল, অধিক সময়ের জন্য হইলে অধিক কাল উপাসনা হইল। আর ইহা যদি মোটেই না হয়, তবে মোটেই মায়ের উপাসনা হইল না, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে।

এখন আর একটি বিষয় পরিষ্কার করা যাইতেছে। উক্ত উপাসনা ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মুখ্য উপায় কি, কি প্রকার চিন্তা হইতে উপাসনার অবস্থাটি আসিতে পারে, তাহা এখন চিন্তা করা আবশ্যক।

মায়ের চিন্তার বহুবিধ প্রকার ভেদ আছে। তাহার সকল প্রকার চিন্তা হইতেই উপাসনা অবস্থা লাভ করা যায় না। কোন রূপ চিন্তা উপাসনা কালে একবারেই অন্যথা সিদ্ধ। উহা যাবজ্জীবন করিলেও উপাসনা সাধিত হয় না। আবার এমত কোনরূপ চিন্তা আছে, যাহা ক্ষণমাত্র করিলেও উপাসনা ফল লাভে বঞ্চনা লাভ হয় না। উহা করিতে করিতেই উপাসনা ভাব আসিবে, এবং যতক্ষণ করিবে ততক্ষণই উপাসনা করা হইবে। উপাসনার ফলও তৎক্ষণাৎ করলব্ধ হইবে। এজন্য মায়ের চিন্তার প্রভেদগুলি বুঝিয়া লইতে হয়।

সংসারের মাতা পিত্রাদি চিন্তার ন্যায়, জগন্মাতার চিন্তা প্রথমত দ্বিবিধা। এক ভাবশূন্যা, দ্বিতীয় ভাবগর্ভা। কেবল চিন্তা নয়, চাক্ষুষ দর্শনও এইরূপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ভাবগর্ভ দর্শন বা ভাবগর্ভ চিন্তাই মায়ের উপাসনা পদবী লাভ করিয়া থাকে।

যে দর্শন বা চিন্তার মধ্যে মাতা পিত্রাদির শরীরের আকারটি মাত্র উদ্ভাসিত হয়, কোনরূপ ভাবগুণাদির পরিস্ফুর্ত্তি হয় না, মায়ের আকারটির সঙ্গে সেই মধুমাখা, অমৃতমাখা মাতৃভাব প্রকাশিত হয় না, তাহার সমবায়ী সহচর গুণগুলিও বিকাশিত হয় না, সেই মধুমাখা স্নেহ, সেই মধুমাখা দয়া, সেই জীবনী শক্তির পরিদীপক আশ্বাসপ্রদ ভাব, সেই অতুলনীয় সরলতা, যাহার অনুভূতি হইলেই মন প্রাণ এড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই মুগ্ধ মুগ্ধ ভাব, যাহা উপলব্ধিমাত্রে মন, প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা কিছুই প্রকাশিত হয় না, তাহাই মায়ের ভাবশূন্য দর্শন বা ভাবশূন্য চিন্তা। পিত্রাদির পক্ষেও এইরূপেই যথাযোগ্য যোজনা করিবে। এইরূপ দর্শন বা চিন্তা প্রকৃত মায়ের দর্শন বা চিন্তা নহে। ইহার নাম সাধারণ দর্শন। ইহাতে মায়ের ভাবই আদৌ প্রদীপ্ত হইল না। ইহাতে মদীয়তা বা মমতা ভাবও নাই। মায়ের বর্ণটি আর অবয়বের ভাবমাত্র প্রকাশ পাইতেছে। মা আমার মা না হইলেও ঐ দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা দেখিতাম, এই দর্শনেও তাহাই দেখিতে পাইলাম। অন্য একটি আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা দেখা যায়, ইহাতেও তাহাই দেখা গেল। এজন্য ইহা যথার্থই মায়ের দর্শন বলিয়া পরিগণিত নহে। এইরূপ দর্শনে মায়ের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা পরিদীপ্ত হয় না, সুতরাং ঘৃণা বিদ্বেষাদি হওয়ারও কোন বাধা হইতে পারে না। যে নরকক্রিমি নরাধমেরা মাকে "বাবার পরিবার" বলিয়া মনে করে, হাজার টাকা মাসিক আয় সত্ত্বেও মায়ের পাঁচ টাকা খোরাকী দিয়া কর্ত্তব্য শোধ মনে করে, কিম্বা মাকে স্ত্রীর ভাতরাঁধুনী করে, সেই পশুগণ মায়ের প্রতি তাকাইয়া ঐ উল্লিখিত আকারের দর্শন করিয়া থাকে। উহারা মায়ের মাতৃত্বাদি আর কিছুই দেখিতে পায় না। পাইলে কখনো ঐরূপ নারকীয় আচরণ করিতে পারে না। ইহারই নাম ভাবশূন্য দর্শন এবং ঐরূপ চিন্তা হইলে তাহাই ভাবশূন্য চিন্তা।

নবাভিজাত শিশুগণ কিন্তু ঐ রূপের সন্দর্শন করে না। জন্মের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত নয়নেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি রীতিমত গঠিতই হয় না। পাঁচ ছয় বৎসর পরে তবে চক্ষুর সমস্ত অবয়ব যথাযোগ্য পরিপুষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রের নির্ম্মাণ না হইতে তাহার ক্রিয়া হওয়া নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা। এজন্য শিশুগণ কিছু দিন পর্য্যন্ত কেবল মা কেন, কোন বস্তুর আকার প্রকার ভালরূপে দর্শন করিতে পায় না। দু মাস তিন মাস পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেখিতে পাইয়া থাকে। শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই যখন এই রূপ, তখন তাহার অধীন মনের ক্রিয়াও এইরূপই হইবে। দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ দর্শন করিয়া মনের নিকট উপস্থিত করে, মন ঠিক সেইরূপটি লইয়াই তাহার চিন্তা বা আলোচনা করে। অপরিস্ফুট বিষয় উপস্থিত করিলে, সেই ভাব লইয়াই মন তাহাকে আলোড়ন করে। আবার পরিস্ফুট বিষয় পাইলেও সেইরূপেই তাহার চিন্তা করিয়া থাকে। তবে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতীত নিজ হইতে যাহা ধরিতে পারে, অন্তরে অন্তরে পাইতে পারে, তাহার বাড়ান কমান মনের নিজের অধীন। মন চেষ্টা করিয়া উহার নানাবিধ রূপান্তর করিতে পারে। আকার প্রকার ইন্দ্রিয়ের অধীন, তাহার রূপান্তর করা মনের অধীন নহে। অতএব শিশুগণের ইন্দ্রিয়ও যেমন আকার প্রকার সংগ্রহে অপটু, মনও তাহাদের তথা। সুতরাং তাহার মনে মনেও মায়ের আকার চিন্তা হওয়া সম্ভবের অতীত বিষয়। অথচ সদ্যোজাত শিশুও কিন্তু মাকে চিনে, মাকে জানে, মায়ের অভাব বুঝে, মা পাইলে সান্ত্বিত হয়, মা ব্যতীত অন্যকে পাইতে চায় না। উহারা তবে কোন্‌রূপ দর্শন, কোন্‌রূপ চিন্তা করে? ভাবগর্ভ দর্শন এবং ভাবগর্ভ চিন্তা।

যে দর্শন বা চিন্তাতে ভাবগুণাদি সহকারে মায়ের আকার প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাবগর্ভ দর্শন বা ভাবগর্ভ চিন্তা। ইহাতে মায়ের ভাব গুণাদি মুখ্যরূপে উদ্ভাসিত হয়, মায়ের আকারটি অন্তরালে রাখিয়া সম্মুখে অভিব্যক্ত হয়, তৎসঙ্গে গৌণভাবে আকারাদি প্রকাশিত হয়। সূর্য্য বিম্ব সম্বলিত জল দর্শনে, যেমন উপরে উপরে সূর্য্যবিম্ব উদ্ভাসিত হয়, এবং পশ্চাদ্ভাগে জলমণ্ডল প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার একাগ্র ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জলমণ্ডল একবারেই লুক্কায়িত হয়, তখন কেবল মাত্র সূর্য্য বিম্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। ভাবগর্ভ দর্শন বা ভাবগর্ভ চিন্তাতেও সেইরূপ ঘটনা হয়। তখন মায়ের আকারের উপরে উপরে ভাব গুণাদি প্রকাশিত হয়, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আকার প্রকার পরিদীপ্ত হয়। আবার একাগ্র ভাবে অধিক সময় ভাবিতে ভাবিতে বা দেখিতে দেখিতে অবশেষে মায়ের আকার প্রকার লুকাইয়া যায়, তখন কেবল মাত্র ভাব গুণাদির অনুভব হইতে থাকে।

উক্ত উপলব্ধির এইরূপ নিয়ম,—

নয়ন বা হৃদয় সমক্ষে মায়ের আকারটি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, তাহার আগে আগে, সেই মধুমাখা মাতৃত্ব বস্তুটির প্রভামণ্ডল আসিয়া নয়ন ও হৃদয় ক্ষেত্র আপ্লাবিত করে, তাহার সংস্পর্শ মাত্রে নয়নদ্বয় সুশীতল হয়, প্রাণের পিপাসা বিদূরিত হয়, হৃদয় [illegible] হইয়া যায়, মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়, প্রাণ আশ্বস্তভাব অনুভব করিতে থাকে, নিজের সমস্ত অস্তিত্ব ঢালিয়া দিতে প্রবৃত্তি হয়, আনন্দের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ মালায় গলিয়া যাইতে থাকে।

এই মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহচারী গুণগুলিও প্রকাশ পাইতে থাকে। সূর্য্যবিম্ব দর্শন কালে যেমন তাহাতে মাখাইয়া, তাহার ইতস্ততঃ, মরীচিমালা প্রকাশিত হয়, মাতৃত্বের সহচর গুণগুলিও সেইরূপ। উহারাও মাতৃত্বের সঙ্গে মাখা হইয়া মাতৃত্বের চারি দিকে প্রভাসিত হয়। সেই গুণগুলি, দয়া, স্নেহ, মমতা, আশাপ্রদ ভাব, সরলতা, অভয়ভাব, এবং শান্তি, সন্তোষ, আনন্দ প্রভৃতি। ইহারাই মাতৃত্বের সহবাসী গুণ। ইহারা সর্ব্বদা মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যেখানে মাতৃত্ব, সেই খানেই ইহা। ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কদাপি মাতৃত্ব শক্তি থাকিতে পারেন না। যে দর্শন বা চিন্তাতে, এই সকল গুণ সমষ্টি লইয়া, আকারের আগে আগে মাতৃত্ব ভাব উদ্ভাসিত হয়, তাহাই মায়ের ভাবগর্ভ চিন্তা বা ভাবগর্ভ দর্শন। পিত্রাদি সম্বন্ধেও এই রীতি ক্রমে যথা যোগ্য যোজনা করিয়া লইবে। শিশুগণ, মায়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইরূপ ভাবগর্ভ দর্শন করিয়া থাকে। চিন্তা কালে ও ভাবগর্ভ চিন্তা করিয়া থাকে। তাহাদের সেই অসম্পূর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের সমক্ষে, মায়ের সেই অপরিস্ফুট আকারের আগে আগে উক্ত ভাব গুণাদির পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়া থাকে, ভাব গুণাদির অনুভব করা দর্শনেন্দ্রিয়ের যন্ত্র বা মনোযন্ত্রেরই একান্ত আয়ত্ত নহে। যন্ত্রের একান্ত আয়ত্ত হয় কেবল বস্তুর বাহ্য আকার প্রকারাদি। ভাব গুণাদি শক্তিময় বস্তু। উহা যন্ত্রের কিঞ্চিৎ সহায়তা পাইলে তড়িৎ শক্তির ন্যায় আপনা হইতেই আত্মার মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট হয়। আত্মায় প্রবেশ করিলেই তাহার উপলব্ধি হইল। এজন্য যন্ত্রের পূর্ণ গঠন না হইলেও ভাবগর্ভ দর্শন ও চিন্তা শিশুর পক্ষে কিছুমাত্র বাধিত হয় না। শিশু মায়ের প্রতি তাকাইয়া যন্ত্রের গঠনানুরূপ আকার প্রকার যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে কথিত রীতিক্রমে মায়ের ভাব গুণাদির উপলব্ধি করে। সৎপুত্রগণও শিশুর ন্যায় মায়ের ভাবগর্ভ দর্শন ও চিন্তা করেন। এই হইল, সংসারের মাতা পিতার ভাব শূন্য ও ভাবগর্ভ চিন্তাদির বিবরণ।

জগন্মাতার চিন্তা এবং দর্শনেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। যে দর্শন বা চিন্তাতে জগন্মাতার প্রতিমূর্ত্ত্যাদি লব্ধ আকৃতিটি মাত্র উদ্ভাসিত হয়, কেবল বর্ণ ও অবয়বের প্রকার মাত্র প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোনরূপ ভাব গুণাদির অভিব্যক্তি হয় না, তাহাই জগন্মায়ের ভাব শূন্য দর্শন ও ভাব শূন্য চিন্তা। এইরূপ দর্শন ও চিন্তাতে সেই অমৃতরস স্রাবিণী মাতৃত্ব সত্তা আসিয়া হৃদয় ভরিয়া যায় না, সেই আনন্দের ফুওরা হইতে আনন্দের শীকরাবলী বিকারিত হইয়া পঞ্চ প্রাণ দ্রব করিতে পারে না, সেই শারদ পূর্ণ চন্দ্রের কিরণসমূহ বিকীর্ণ হইয়া অন্তরাত্মা সুস্নিগ্ধ করে না, সেই গ্রীষ্মান্তরিত নব বৃষ্টির সলিল আসিয়া ত্রিতাপ তপ্ত তনুটাকে সুশীতল করে না, সেই নিষ্প্রাণের প্রাণ, জীবনের যষ্টি উদ্দীপিত হইয়া পঞ্চপ্রাণ অণুপ্রাণিত করে না, শুষ্ক জীবন উজ্জীবিত করে না, সেই নিরাশের আশাপ্রদ, সর্ব্বাশার কেন্দ্র স্থান সমুচ্ছুন হইয়া জীবাত্মাকে সমাশ্বস্ত

করে না, সেই অসম্বলের সম্বল, নির্ব্বলের বল হৃদয় মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া নব বলে উদ্বেলিত করে না, সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সমুচ্ছ্রিত হইয়া মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে বলে না, সেই দরিদ্রের ধন, ভীতের শরণ সমুপচিত হইয়া অন্তরাত্মায় সুসাম্বিত করে না, সেই মধুমতী দয়া, মধু মাখা স্নেহ মমতার নির্ঝরিনী তখন সর্ব্ব দেহ পুলকিত করে না, সেই সরলতার কান্তি মন প্রাণ খুলিয়া দিতে পারে না, সেই অলৌকিক মুগ্ধভাব তখন নয়ন মন সম্মোহিত করে না। ইহাতে কেবল বর্ণ আর অবয়বের অবস্থাটি মাত্র উচ্ছ্বাসিত হয়। এইরূপ চিন্তা ও দর্শন নিতান্ত নীরস, নিতান্ত কর্কশ। সুতরাং কিছুকাল করিলেই যন্ত্রণাময় উপলব্ধি হয়, মন অন্য দিকে যাইতে ইচ্ছা করে, নয়নেন্দ্রিয় স্থির হইতে চায়, দেহটাও উঠিয়া যাইতে চায়। এইরূপ ভাব শূন্য চিন্তা বা দর্শন বাস্তবিক জগন্মায়ের চিন্তাই নহে, তাঁহার দর্শনও নহে। ইহাতে মায়ের মাতৃত্বই বিকাশ পাইল না, ঐশ্বর্য্যেরও প্রকাশ হইল না। মা জগন্মাতা সর্ব্বেশ্বরী না হইলেও যাহা দেখিতে পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাই দেখা গেল। ইহা অনন্য সাধারণ দর্শন নহে। এ দর্শন অন্যের সহিত সমান। অন্যাকারে যে সকল রূপাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতেও তাহাই কেবল পরিদৃষ্ট হইল। এইরূপ দর্শন বা চিন্তা একতাসনে যাবজ্জীবন বসিয়া করিলেও একটু অভিনিবেশ শক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, মা ইহা গ্রহণ করেন না। অতএব এই প্রকার দর্শন চিন্তায় মায়ের উপাসনা হয় না। ইহা প্রকৃত উপাসনা নহে।

তবে প্রকৃত উপাসনা কি? জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন ও ভাবগর্ব্ভ চিন্তা। যে চিন্তা ও দর্শনে ভাব পরিপূরিত আছে, তাহাই জগন্মায়ের উপাসনা। তাহাই জগতের মা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন ও ভাবগর্ব্ভ চিন্তা বিষয়ে অভিনিবেশ করা আবশ্যক। কিন্তু এবার বড় কঠিনতর সমস্যা উপস্থিত। এ সমস্যা আমার দ্বারা পূরণের আশা নাই। ইহা বলিতে পারেন রাজা রামকৃষ্ণ। যিনি কোটী টাকা আয়ের রাজত্ব সুখটাকে দুঃখাকর বিবেচনা করিতেন, মায়ের মুখ দেখা সুখের তুলনায় ঐ সুখে যম যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতেন, সেই জন্য বিষয়াশয় বিক্রীত হইলেই যিনি মহোৎসবে মায়ের পূজা করিতেন, আর যিনি গান করিতেন যে "সেই সে পরমানন্দ। যে জন আনন্দময়ী মাকে জানে" তাঁহার নিকট মায়ের ভাবগর্ব্ভ চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা কর। না হয় রামকৃষ্ণ পরম হংসের নিকটে গিয়া উপস্থিত কর। মায়ের নামের অর্দ্ধাক্ষর শুনিলেই যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইত, মন প্রাণ মায়ের নিকট উপনীত হইত। আর জিজ্ঞাসা কর তারাপুরের বামাচরণ বা "বামা ক্ষেপার" নিকটে। যিনি মায়ের ভাবে ডুবিয়া গিয়া, শ্মশান-সংকুল অরণ্য গর্ব্ভে বসিয়া রহিয়াছেন, বর্ষার মহাবর্ষণ, শিশিরের মহাশীত যাঁহার সর্ব্বদেহ অবসন্ন করিলেও উদ্বেগ করিতে পারে না। আর জিজ্ঞাসিতে পার রামপ্রসাদ সেনের নিকট। যিনি প্রভুর কার্য্য লিখিতে গিয়া মায়ের নামে পরিপূর্ণ করিলেন। এইরূপ যাহাকে পাও, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসিলে জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ চিন্তার বিষয় জানিতে পাইবে! কিন্তু আমার নিকট নহে। আমি মায়ের চিন্তা করিতে জানি না, ভাব গুণও দর্শন করিতে জানি না। তবে কথা প্রসঙ্গ পরিপূরণের নিমিত্ত, অগত্যাই যেমন মনে আসে, তেমন কিছু বলা যাইতেছে।

যে দর্শনে, যে চিন্তায়, জগন্মায়ের ভাবের ঢেউ আগে আগে সম্মুখীন হয়, ছায়ার আগে আলোকের ন্যায় মায়ের আকারের আগে আগে দীপ্ত হইতে থাকে, জলের কোলে চাঁদের কোণার মত, মায়ের রূপের উপরে উপরে যখন মাতৃভাব ফুটিতে থাকে, তাহাই মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা। মায়ের চিন্তা করিতে করিতে যখন দেখিবে হৃদয়দরী ভরিয়া উঠিয়াছে, দর্শন করিলে নয়ন পুত্তলী পুরিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাভাব শূন্য হইয়া পূর্ণ হইয়াছে, তখনই জানিবে মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিবে পীযূষ রসের মত রসের দ্বারা সর্ব্ব শরীর প্লাবিত হইতেছে, সর্ব্ব শরীর ক্ষোভিত হইতেছে, শরীরে না ধরিয়া ঘর্ম্ম ও অশ্রুজলের আকারে স্যন্দিত হইতেছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ চিন্তা বা ভাবগর্ব্ভ সন্দর্শন হইল। যখন দেখিবে সর্ব্ব শরীর মধুর তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ চিন্তা ও দর্শন হইল। যখন দেখিবে বিষয় ঘটিত সর্ব্ব পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া মন প্রাণ সুশীতল হইল। তখনই বুঝিবে জগন্মাতার ভাবগর্ব্ভ চিন্তা ও দর্শন হইতেছে। যখন দেখিবে সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রাণ মনের সহিত, আত্মার সহিত স্তব্ধ হইয়াছে, তখনই বুঝিবে মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা করা হইল। চিনির রসে রসগোল্লার মত যখন দেখিবে, আত্মার প্রতি অণু নিরন্তর হইয়াছে, রসে আর্দ্র হইয়াছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিতে পাইবে যে, আনন্দ-নদীর তরঙ্গাবেগে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিবে যে, কি যেন একরূপ অপূর্ব্ব ভাব উদিত হইয়া হাসি কান্না একত্র করিয়াছে, তখনই জানিবে মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিবে, বাগিন্দ্রিয় মায়ের কথা বিনে আর কিছুই বলিতে চায় না, নয়নদ্বয় মা ব্যতীত দেখিতে চায় না, মনপ্রাণ আর কিছুই ভাবিতে চায় না, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা করা হইতেছে। যখন দেখিবে সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রাণ ও সর্ব্বাত্মা মায়ের কোলে গা এড়িয়া পড়িল, নিদ্রিত হইয়া পড়িল, অন্য জ্ঞান পরিশূন্য হইল, তখনই জানিও জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা চিন্তা হইতেছে। মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন বা মনে করিলে যখন দেখিবে হৃদয় আশ্বস্ত হইতেছে, প্রাণ নির্ভয় হইতেছে, তখনই বুঝিও জগন্মায়ের ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা ভাবগর্ব্ভ চিন্তা হইতেছে। আর অধিক কি বলিব, যখন দেখিবে যে, যাহাদের অভাব থাকাতে মায়ের ভাবশূন্য দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছ, সমস্ত সহচর গুণ সহকারে পূর্ণ মাত্রায় মাতৃভাবের উদয় হইয়াছে, দেহ, আত্মা, মন, প্রাণ, সর্ব্বেন্দ্রিয় মায়ের ভাবে পুরিয়া উঠিয়াছে, তখনই জানিবে জগন্মাতার ভাবগর্ব্ভ দর্শন বা ভাবগর্ব্ভ চিন্তা করা হইল। এইরূপ চিন্তাই জগন্মায়ের প্রকৃত উপাসনা, এই উপাসনাই জগত্তারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই সাধকের অভীষ্ট ফলপ্রদ উপাসনা।

এইত হইল উপাসনার প্রকার ভেদের বিবরণ। এখন আবার আর এক কথা উপস্থিত হইল।

কথাটি এই,—মায়ের উপাসনা করিতে আমাদের এক বারেই প্রবৃত্তি নাই, তাহা নহে। উপাসনা করিব বলিয়া প্রতিদিন চারি পাঁচবার বসিয়াও থাকি। কিন্তু বহু যত্ন করিলেও, ভাগ্যে সেই ভাবশূন্য দর্শন বা ভাবশূন্য চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই ঘটে না। কেবল আকার প্রকার ভিন্ন মায়ের ভাব গুণাদি কোন কিছুই বুঝিতে পাই না। অতএব কি উপায়ে ঐ ভাব গুণাদি ধরা যাইতে পারে, উহা থাকে কোথায়, কেমন করিয়া হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হয়, এবং উহার প্রকৃত রূপটিই বা কি, তাহা জানা আবশ্যক হইতেছে। বাস্তবিক, এই কথার চিন্তাতেই আমাদের সেই প্রকৃত প্রস্তাবিত বিষয় উপস্থিত হইবে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচনীয় বিষয়।

জগন্মায়ের মাতৃত্ব শক্তি কিরূপ, তৎসহচর দয়া, স্নেহ, মমতাদি গুণগুলিই বা কিরূপ, ইহা বাক্যের দ্বারা অন্যের হৃদয়ে চিত্রিত করা যায় না। যদি কোন ঘটনায়, বহু ভাগ্যবলে, নিজের হৃদয়ে আবির্ভাব হয়, তবেই উহার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পাওয়া যায়। রসনার আয়ত্ত করিলেই মধুর প্রকৃত স্বাদ পরিচিত হয়, নতুবা বাক্য সহস্রের দ্বারাও তাহা ঘটিবার আশা নাই। তবে গুড়াদির তুলনা করিয়া উহার কতক কতক সাদৃশ্য মাত্র বুঝান যাইতে পারে। মাতৃ শক্ত্যাদির পরিচয় দিতেও বক্তার ততটুকু মাত্র অধিকার আছে। উহা মধুর মত মধুর, পূর্ণ শশীর মত শীতল ইত্যাদি তুলনার দ্বারা উহার কতক কতক আতিদেশিক ভাব মাত্র চিন্তা করা যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা মায়ের ভাবের প্রকৃত স্বাদ হৃদয় মধ্যে বিদ্ধ হইল না। ইহারই নাম আতিদেশিক পরিচয়। পূর্ব্বে বহুবিধ তুলনার দ্বারা, মাতৃশক্তির এইরূপ পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে। এ জন্যই জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। দুগ্ধের পিপাসা জলের দ্বারা নির্ব্বাপিত হইবে কেন? তবে কি উপায় করিব, কেমন করিয়া মাতৃশক্তি, মায়ের গুণ বুঝিব? উপায় কিছুই নাই! তাহা মনের মধ্যে আবির্ভূত না হইলে বুঝিবার জো নাই। তথাপি আর এক প্রকার আতিদেশিক উপায়ে উহার চেষ্টা করা যাউক।

পূর্ব্বে মাতৃশক্তি, মায়ের গুণ কিরূপ পদার্থ, তাহা অনেক প্রকার তুলনার দ্বারা অতিদিষ্ট হইয়াছে, উহার উদয় হইলে শরীরও আত্মার মধ্যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উহার কএকটি ক্রিয়ার পরিচয় করিয়া দিব। ইহার দ্বারা যতদূর বুঝিতে পার বুঝিবে।

জগন্মায়ের মাতৃশক্তি, মাতৃত্ব, মাতৃভাব এই তিনটিই এক অর্থের কথা। উক্ত মাতৃভাব দ্বিবিধ। এক ব্যাপক, দ্বিতীয় ব্যাপ্য। জগন্মাতা সর্ব্ব ব্যাপিকা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটির বহিরন্তরে অবস্থিতা, আবার ত্রিলোকের অতীত স্থানে ও মা বিরাজ করিতেছেন। ("পরোদিবা, পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সম্বভূব" ঋগ্বেদ) সুতরাং মায়ের শক্তি, মায়ের ভাব, এবং গুণরাশি ও মায়ের মত সর্ব্ব ব্যাপক, সর্ব্বান্তর্বহির্ব্বস্থিত এবং ত্রিলোকের অতীত বিষয়বর্ত্তী। অগ্নি থাকিলে দাহিকাশক্তি ও তাহার সঙ্গে অবশ্য থাকিবে। এবম্বিধ মাতৃশক্তির নাম ব্যাপক মাতৃত্বশক্তি।

এই মাতৃশক্তি যেমন পরিব্যাপক পদার্থ, ইহার ক্রিয়া ও তেমন সর্ব্ব পরিব্যাপক। যাবৎ জড় বস্তুর মধ্যেই সমভাবে ইহার ক্রিয়া হইতেছে। ইহা অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া যাবৎ জড় বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয় কার্য্য সাধন করিতেছে, অথচ তাহা ধরিতে পারা যায় না। যাহা ব্যাপক ভাবে থাকে, ব্যাপকভাবে সমান ক্রিয়া করে, তাহা বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা অতীব দুরূহ। এমন কি, তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া উঠাও সুকঠিন। তাহা "আছে, কি, নাই" বলিয়া লোকে বিচার বিতর্ক করে। তাহার ক্রিয়াকে, অনেকে, স্বভাবের ক্রিয়া বলিয়াও নিশ্চিন্ত থাকে। মত বিশেষে, অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, ও অনুত্তোলনীয় ভাবে তড়িৎ পদার্থের ব্যাপক সত্তা স্বীকৃত হয়, কিন্তু তাহার কোন ক্রিয়া দেখানের উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে, জড় বস্তুর যাবৎ ক্রিয়াতেই তাহার সহায়তা থাকিলেও তাহা ধরিয়া দেখাইবার জো নাই। কারণ তাহার ক্রিয়াদি ও তাহার মত ব্যাপক, তাহার খণ্ড বিভাগ নাই। তাহা সর্ব্বত্র সমান,/সর্ব্বত্র অবিশেষ, মনুষ্য দেহ, এবং মেঘ পৃথিবী প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে সময়ে তড়িতের ক্রিয়া দেখান যায়, সেই তড়িৎ ব্যাপক তড়িৎ নহে, তাহা ব্যাপ্য তড়িৎ। সমুদ্র গর্ভের তরঙ্গাবলীর মত উহা সেই তাড়িতসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গ, সমুদ্রেরই রচিত পদার্থ হইলেও ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রভেদে উহা ভিন্ন, গুণক্রিয়া প্রভেদেও ভিন্ন। সমুদ্র ব্যাপক, তরঙ্গগুলি ব্যাপ্য। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ক্রিয়া ধরিতে পাওয়া যায় না, তরঙ্গের ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মনুষ্য দেহাদিতে যে তড়িতের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও ঐ বড় তড়িৎ হইতেই আয়লাভ করিয়াছে। অথচ ব্যাপ্যব্যাপকতা ও ক্রিয়া গুণাদির দ্বারা তাহা হইতে বিভিন্ন। ব্যাপক তড়িৎ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উহারা কেবল এক একটি স্থান বিশেষে বিকাশ পাইতেছে। এজন্য উহারা ব্যাপ্য, সর্ব্ব বড়টি ব্যাপক। বড়টির ক্রিয়া গুণাদি ধরিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যাপ্যটির ক্রিয়া গুণ নির্দ্দেশ করা যায়। অথচ বড়টা না থাকিলে ব্যাপ্যটি জন্মিতেই পারে না। সমভাবে যাবৎ জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্রিয়াও তাহার আছে, কিন্তু তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। জগন্মায়ের ব্যাপক মাতৃশক্তি ও তেমন সবিশেষভাবে জগতের অস্তিত্ব রক্ষা, ইহার বিকাশ এবং সংহার করিতেছে, সেই জন্য তাহা ধরিয়া পাওয়া যায় না। জগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আধারে যে মাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই ব্যাপক মাতৃশক্তি নহে, তাহার ক্রিয়াও ব্যাপক মাতৃ শক্তির ক্রিয়ার ন্যায় ব্যাপক নহে, অবিশেষও নহে। সেই মাতৃশক্তিই ব্যাপ্য মাতৃশক্তি। ইহা সেই সর্ব্বব্যাপক মাতৃশক্তি সমুদ্রেরই তরঙ্গাবস্থা বিশেষ। তাহার বিক্ষোভ হইতেই ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিকাশ। তরঙ্গের উপাদান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ ঐ ব্যাপক মাতৃশক্তি ব্যাপ্য মাতৃশক্তির উপাদান। আর ব্যাপ্যটি তাহার উপাদেয়।

ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয় প্রকার মাতৃশক্তি, ফলত এক পদার্থ হইলেও, ঐ ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রভেদে এবং ক্রিয়া গুণের প্রভেদে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক মাতৃশক্তির ক্রিয়া গুণাদি সমস্তই সার্ব্বভৌম ও অবিশেষ, এ নিমিত্ত তাহার কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ

করা যায় না। কিন্তু ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, গুণ প্রকাশিত হয়, এ নিমিত্ত উহা লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া একরূপ ক্রিয়া করিতেছে, চন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া একরূপ ক্রিয়া করিতেছে, এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে থাকিয়া অন্যান্যরূপ ক্রিয়া করিতেছে, আবার মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে থাকিয়া এক এক প্রকার ক্রিয়া করিতেছে, প্রত্যেক আধারের প্রভেদে ইহার অনুগামী গুণগুলিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আর এতৎ সমস্তই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপক মাতৃশক্তির সমস্তই অবিশেষ, সুতরাং "ইদমিত্থং" রূপে নিরূপণের কোন উপায় নাই। সুতরাং তাহার গুণ মহিমা প্রকাশক কোন নাম ও নাই। অতএব তাহা অন্যকে কিরূপে বুঝান যাইবে? তবে একমাত্র উপায় আছে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সহায়তা। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি আগে বুঝিয়া লইলে তাহার সাদৃশ্য ধরিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝা যাইতে পারে। প্রথমে ব্যাপ্য মাতৃশক্তিগুলি চিনিয়া লইতে হইবে, তৎপর তাহার প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বাদ দিতে হইবে। পরে তাহাদের সর্ব্ব সাধারণের সমান যে গুণগুলি আছে, তাহা ধরিতে হইবে। তৎপরে তাহার দ্বারা সেই ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব ও ধর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে হইবে। তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্র চিনিতে হইলে যেমন অগ্রে সেই তরঙ্গগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে হয়, তৎপর তরঙ্গাবলীর মধ্যে যে, পরস্পরের প্রভেদকারী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া গুণ আছে, যেমন কোন তরঙ্গ নিষ্ফেণ, কোন তরঙ্গ সফেণ, কোন তরঙ্গ অধিক ফেণ, এবং কোনটা অল্প ফেণ, কোনটা অত্যুত্তুঙ্গ, কোনটা অল্পোত্তুঙ্গ, এবং কোনটা অতিতরঙ্গী, কোনটা বা মন্দগামী ইত্যাদি, এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে তাহার শৈত্য এবং দ্রবত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে তাহার সাদৃশ্যে সমুদ্রের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। ঠিক এইরূপ নিয়মেই ব্যাপ্য মাতৃত্বের দ্বারা ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথম ব্যাপ্য মাতৃশক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। তৎপর তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ কারক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি বাদ দিয়া সমস্ত ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সমান ক্রিয়া, সমান ধর্ম্মগুলি ধরিতে হইবে। পরে তাহার সাদৃশ্যে লক্ষ্য করিয়া সেই সর্ব্ব ব্যাপক মাতৃশক্তির মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। অতএব এখন ব্যাপ্য মাতৃশক্তিরই ক্রিয়া গুণাদির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক হইতেছে। কোন্ কোন্ আধারে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিকাশ হয়, তাহা অন্বেষণ করিয়া পরে তাহার ক্রিয়াগুণের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য, মাতৃশক্তির স্ফুরণ হয় কোথায়, কোন্ কোন্ স্থানে মা প্রকাশিত হয়েন।

পাঠক, বলিতে পার, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ খানে জগন্মায়ের আবির্ভাব হয়? অথবা কোন্ খানে তাঁহার অন্বেষণ করা উচিত? আমার যেরূপ মনে হয়, তাহা জানাইতেছি, যদি তোমাদের ঐকমত্য হয়, তবে তাহারই অনুসরণ করিবে।

আমি মনে করি, মা যেখানে আবির্ভূতা হইবেন, সেখানে অনেকগুলি সুলক্ষণ প্রকাশিত হইবে। সেই লক্ষণগুলি মায়ের গুণের অনুপাতী হইবে। মা-সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বস্তু, অতএব মায়ের আবির্ভাব স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বস্তু সকল প্রাদুর্ভূত হইবে। মা যদি জড় রাজ্যে, পার্থিব পদার্থে আবির্ভূতা হয়েন, তবে যে যে গুণ সেই জড়রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহারা গিয়া সেই খানে প্রাদুর্ভূত হইবে। মা যদি চেতন রাজ্যে আবির্ভূতা হয়েন, তবে চেতন রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণরাশি সেই খানে প্রকাশিত হইবে। মা পরমানন্দের বারিধি, অতল স্নেহ মমতার আকররূপা, অতএব এই সকল গুণও যথাসম্ভব মায়ের আবির্ভাবস্থানে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ মায়ের অনন্ত গুণরাশিই সঙ্গে সঙ্গে বিকাশিত হইয়া মায়ের সেবা করিবে। রাজার শুভাগমনস্থানে, রাজার ক্ষমতাপন্ন, রাজার মত গুণযুক্ত প্রধান প্রধান বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ অমাত্যবর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অঙ্গরক্ষক ও পরিচারকগণও সেবমানভাবে উপস্থিত থাকে, আবার রাজবাসের উপযুক্ত ভবন এবং রাজযোগ্য শয়নাসন ভোজনাদি সমস্তই বিরাজ করিতে থাকে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনী, মানী, সম্ভ্রান্তগণ গিয়া সেই খানে উপনীত হয়েন। এইরূপ সাধু পুরুষের অভ্যুদয় হইলে সেখানে সাধুগণের সমাগম হয়। মহাজ্ঞানীর সুভাগমন হইলে সেখানে জ্ঞানীগণের বাজার হইয়া উঠে। আবার নিকৃষ্ট লোকের পক্ষেও এইরূপ নিয়ম। অতএব রাজাদের অন্বেষণ করিলে তাঁহাদের উপরি উক্ত যথাযোগ্য চিহ্নগুলি কোথা আছে, তাহা সন্ধান করিতে হয়। পরে যেখানে যাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে খুজিলেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারে। এজন্য মায়ের সন্ধানে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার আবির্ভাবের লক্ষণগুলি কোথা আছে, তাহা অন্বেষণ কর। পরে সেইখানে সন্ধান করিলেই মায়ের সন্দর্শন হইবে। ইহার কৌশল বলা যাইতেছে। পার্থিব জড়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে দেখিবে এ রাজ্যের সমস্ত সার পদার্থ একত্রিত হইয়াছে, সেই খানেই জানিবে মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার চেতন রাজ্যে অন্বেষণ করিয়া যেখানে দেখিবে চেতনের সার বস্তু সমস্তই উদিত হইয়াছে, সেই খানেই মায়ের প্রকাশ নিশ্চিত জানিবে। ইহা মা নিজেই বলিয়াছেন। চল তবে সকলে একত্রিত হইয়া মায়ের অন্বেষণ করি।

ও! এই হয়েছে হে! হয়েছে! মনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। মা ধরা দিয়াছে। আর অধিক দূর যাইতে হইল না, এই সম্মুখস্থ উদ্যানের মধ্যেই মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ দেখ, প্রতি তরু, প্রতি লতার, প্রতি ফুলে ফুলে জগন্মায়ের আবির্ভাব চিহ্ন বিকসিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ঐ জড় কুসুমে, জড় রাজ্যের যাহা কিছু সার, যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহার্ঘ হইতে পারে, সমস্তই ঐ খানে প্রকাশ পাইতেছে। জড় রাজ্যে সবে মাত্র পাঁচটি পদার্থ আছে, যাহা আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি, যাহা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নামে সকলের পরিচিত। তাহার মধ্যে যে কএকটি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যাহা আর কোথাও নাই, সেই কএকটিই ঐ খানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। ঐ দেখ, সাধক! উহাদের অদ্ভুত বিভূতি। দেখ

একবার রূপের মাধুরী। দেখ, প্রতি কুসুমের কোলে কোলে কি অপূর্ব্ব রূপের ঘটা প্রকাশ পাইতেছে। যাহা দেখিয়া, লোকে প্রকৃত রূপের পরিচয় পায়, প্রকৃত রূপের গৌরব বুঝিতে পায়, সেই রূপ-সাগরের চাঁদ আসিয়া ফুলের কোলে উদিত হইয়াছে। যে রূপের দ্বারা যাবৎ রূপ উপমিত হয় "গোলাপী রঙ্" "চাঁপার রঙ্" ইত্যাদি কত কথায় কত ভাবে অনুকারিত হয়। দিবাকর আর সুধাকরও যেরূপে রূপিত হইয়া পুষ্পবন্ত নাম পাইয়াছেন, সেই সর্ব্ব রূপের চূড়ামণি রূপ আসিয়া পুষ্পগর্ভে আলো করিতেছে। সাধক! ফুলের মত এমন রূপ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? এমন মনোহর বেশ কোথাও পাইয়াছ কি? আমরি মরি! ঐ সরোবরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ প্রফুল্ল কমলাবলীর রূপের ছটা। জলের কোলে কোলে রূপের চাঁদ ফুটিয়াছে, জলের অন্ধকার দূর করিতেছে। প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে, বিধাতা কি কারণে কোথা হইতে এই অলোকসামান্য রূপের ফোয়ারা ছাড়িয়া দিয়াছেন? ইহা এতদিন ছিল কোথা? আ মরি। কেবল রূপওতো নয়। উহার সৌরভেরও তো তুলনা স্থান নাই। আহা! কি প্রাণ প্রিয় বস্তু। অণুমাত্র সংস্পর্শে নাসিকান্তর সুশীতল হইল। প্রাণ যেন অনুপ্রাণিত হইল। সর্ব্ব দেহ সুখের জলে দ্রব হইয়া পড়িল। সাধক! এমন সৌরভ, এমন আমোদ আর কোথাও পাইয়াছ কি? আবার দেখ! উহাদের গাত্রে একবার হস্তাগ্র লগ্ন করিয়া দেখ। দেখ, কি অপূর্ব্ব বস্তু অনুভূত হয়। উহাদের অঙ্গ স্পর্শ কি অলৌকিক সুখের আকর। উহার কোমলতা, মৃদুতায় সর্ব্ব শরীর পুলকিত হয়, নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে। ত্বক্‌প্রান্ত উজ্জীবিত হয়, পঞ্চ প্রাণ সমাশ্বস্ত হয়। কবিগণ, কুসুম স্পর্শেরই তুলনা করিয়া যুবতী রমণী এবং বালকাদির সর্ব্বোত্তম স্পৃহনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। অতএব কুসুম স্পর্শের দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে? কুসুম স্পর্শ, কুসুমেরই স্পর্শ গুণের মত, আর বোধ হয়, আমার জগন্মায়ের শ্রীপদ সংস্পর্শের মত।

এখন দেখ রসের তামাসা! রস উহার বাহিরে নাই। উহার অন্তর্গতই রস-পীযূষের খনি। অভ্যন্তরে রসের কূপ খাত হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম রস বুঝাইতে হইলে লোকে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে উপনীত করে, প্রাণ-প্রিয়তা প্রতিপাদন করিতে লোকে যাহার সঙ্গে রূপক করিয়া থাকে সেই মধুর রসের আকর মধুই ঐ খানে সঞ্চিত হইয়াছে। এ রসের আর তুলনা আছে কোথা?

এইরূপে সর্ব্বোত্তম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সকলেই কুসুম ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। লুক্কিত রূপে আছেন কেবল শব্দ। কুসুমালয়ে শব্দের কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। শব্দ আসেন নাই কেন? বোধ হয় গৌরব ভঙ্গের ভয়ে। কুসুম নিজ হইতে আপনার গুণ কীর্ত্তন করিবেন না। যাহার কোন গুণ না থাকে, বা অন্যে যাহার গুণ কীর্ত্তন করে না, সেই আপনার গুণ আপনা হইতে গান করিয়া থাকে। কুসুম তাহা করিবে কেন? কুসুমের তো গুণের অভাব নাই, তাহার গায়কেরও ত্রুটি দেখা যায় না। তাই কুসুম নিজে নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থিত। মধুকরগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া মধুররবে গুণাবলীর গান করিতেছে এবং কুসুমাবলীর সর্ব্বোত্তম শব্দের অভাব পূরণ করিতেছে। অতএব এই কুসুমধামে নিশ্চয়ই জগন্মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, নিশ্চয়ই মা এখানে দেখা দিয়াছেন।

এস, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, শুন, উহারা কিরূপ সাক্ষ্য দেয়। মনোমোহনরূপ! প্রাণপ্রিয় সুরভি! জীবনদ স্পর্শ! রসোত্তম মধুর! তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ! কাহার সহবাস অভিলাষে এত পবিত্র বেশ ধারণ করিয়াছ, কাহার সেবার নিমিত্ত সকলে একত্রিত হইয়া এত সাবধানে পুষ্পধামে দাঁড়ায়ে রহিয়াছ? অনেক জড়বস্তু দেখিয়াছি, আর কুত্রাপি তোমাদের এরূপ গৌরব, এরূপ সৌরভ দেখিতে পাই নাই তো? এইরূপ সম্মীলনও আর কোথাও শুনিতে পাই নাই তো? এ যে সকলেই গৌরবের পরাকাষ্ঠা ধরিয়া ফুলের কোলে মীলিত হইয়াছে? অলিগণ! তোমরাই বা ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কাহার গুণ গান করিয়া মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতেছ? সমস্তই আমার মায়ের জন্যে নয় কি? সেই সর্ব্বোত্তমা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাজরাজেশ্বরীর আগমনের জন্য নয় কি? বুঝিলাম, "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্" সমস্তই আমার সর্ব্বেশ্বরী জগন্মায়ের আবির্ভাবের চিহ্ন। মায়ের অন্তঃপ্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই জড়-পদার্থের সর্ব্বোত্তম গুণরাশি এই কুসুমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে।

অথবা আমাদেরই বুঝিবার ভুল। এই সকল প্রাণপ্রিয় গুণাবলী কেবল পার্থিব পদার্থের নহে। জড়রাজ্যে কোথাও এইরূপ গুণের বিকাশ দেখা যায় নাই। অতএব ইহা আমার মায়েরই গুণ গরিমার সৌরভ। মায়ের গুণে অনুবিদ্ধ হইয়াই উহারা এই স্বর্গীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছে। রূপ রসাদি গুণাবলী অন্য পার্থিব পদার্থেও যে ভাবে থাকে, এই কুসুম ক্ষেত্রেও সেই ভাবেই সমাবিষ্ট আছে। কিন্তু অন্তরালে মায়ের রূপ, গুণ প্রকাশিত হইয়া ইহাদিগকে সুবাসিত করিয়াছে, রস গোলায় রসের ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে। রঙ্গীণ কাচের গর্ত্তে আলোক জ্বলিয়াছে। তাই ফুলের রূপের এত রূপ, রসের এত রস! উহার জড়রূপে আমার মায়ের রূপ বিদ্ধ হইয়াছে, তাই দৃষ্টিমাত্রে মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়। উহার মধুর রস মায়ের রসে মাখা হইয়াছে, তাই এত প্রাণ প্রিয় হয়। উহার সৌরভের মধ্যে আমার মায়ের সৌরভ প্রবেশ করিয়াছে, তাই এত গৌরবে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে। ফুলের স্পর্শগুণে জগন্মায়ের পদস্পর্শ মিলিত হইয়াছে, সেই জন্য উহার এত গরিমা বাড়িয়াছে। না হইলে এমন হইবে কেন, জড়রাজ্যে উহাদের দৃষ্টান্ত নাই কেন?

সাধক! কিছু বুঝিতে পাইলে কি? আমার জগন্মায়ের রূপগুণের কিছু আঁচ পাইলে কি? যাঁহার বিকাশ স্থানে জড় বস্তুর রসই এত মিঠা, সেই মা আমার কেমন মিঠার খনি, তাহা বলিতে পার কি? যাহার বিকাশ ভূমির রূপের ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হয়, তাহার নিজতনুর রূপের গৌরব মনে ক'রেছ কিরূপ? যাঁহার বিকাশে জড়ের গন্ধেরই এইরূপে বিকাশ, তাঁহার তনুর সৌরভ কিরূপ হইতে পারে, তাহা বলিতে পারিবে কি?।

প্রাণ প্রিয় রূপ! তুমি একবার ফুলের কোল হইতে সরিয়া দাঁড়াও, ক্ষণকালের জন্য একবার মায়ের রূপের আবরণ

উন্মোচন কর, আমি প্রাণ ভরিয়া মনের সাধে মায়ের রূপ সন্দর্শন করি, ভাই, রস! তুমি একবার মায়ের দ্বার পরিত্যাগ কর, আমি মায়ের প্রকৃত রস পান করিয়া প্রাণের পিপাসা বিদূরিত করি, প্রাণবন্ধু গন্ধ! তুমিও একটু অনুগ্রহ কর, ক্ষণ কালের নিমিত্ত একবার মায়ের গন্ধের আচ্ছাদন পরিমোচন কর, আমি মায়ের সৌরভ স্পর্শ করিয়া পঞ্চপ্রাণ অনুপ্রাণিত করি, প্রাণসখে স্পর্শ! হৃদয়ানন্দ শব্দ! তোমরাও ফুলের রূপ বস্ত্রাদির অনুবর্ত্তী হও, ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার মায়ের শ্রীপদ স্পর্শানন্দ ভোগ করিতে দেও, মায়ের প্রাণভরা কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইতে দেও! ভাই! তোমরাইত মায়ের রূপের একটু আভাস দিয়া মনপ্রাণ মুগ্ধ করিতেছ, হৃদয় লুব্ধ করিতেছ! মায়ের নিকটে আসিয়াছ বলিয়া তোমরাই যখন এই মনো-মোহন বেশ ধরিয়াছ, তখন মায়ের নিজতনুর রূপ যেন কতই সুধা মাখা হইবে, আমার জগন্মায়ের রস যেন কতই মিঠা হইবে, সৌরভ যেন কত শত গৌরবের হইবে। মায়ের শ্রীপদ স্পর্শ বোধ হয় মৃত্যু বারণ করে! তাই এত ব্যগ্র হইয়াছি, এত অধীর হইয়াছি। তোমরা মায়ের আবরণ বিমোচন করিয়া ক্ষণ কালের নিমিত্ত দীন প্রাণীর আশা পূর্ণ কর।

প্রিয় সাধক! ঐ দেখ, আমার মায়ের বিকাশ-স্থলীর সমাবেশের পরিপাটী। কুসুমগণ কিছু কালের জন্য মায়ের বসতি গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে! ইহার অন্তর হইতে সৌর-ভের ফুওরা ছুটিয়া বহির্দ্বারের বহির্দ্দেশে দশ দিকে আমোদ করিতেছে। তাহার অপবিত্রতা দূর করিয়া পুণ্যক্ষেত্র করিয়া ফেলিতেছে! যেন জগন্মায়ের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে, তৎপরে মায়ের প্রকোষ্ঠের নিকটে আসিলে রূপের ছটা! পরে স্পর্শ করিলে স্পর্শ,—তৎপরে মধ্যাস্তরে প্রবেশ করিয়া মায়ের পদে উপনীত হইলে কেবল মাধুরী মাখা মধু, কেবল অমৃতোপম রস। এইরূপ সমাবেশও মায়ের অন্য ধামের সমাবেশের অনু-করণকারী। যেখানে আমার মায়ের ধাম, সেই খানেই তার আগে আগে সুরভি ছুটিতে থাকে। নিকটে গেলে রূপ ফুটিতে থাকে, এবং প্রবেশ করিয়া ডুব দিলে রস সাগরের তলে পড়িয়া যায়। এক্ষেত্র রাজ্যের সমাবেশও সেই চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

আবার দেখ, ইহার আর এক অদ্ভুত ব্যাপার! ইহার গঠনের সুঠাম একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ! অবয়ব সমাবেশের কি অপূর্ব্ব পরিপাটী! আমার মা এখানে কিঞ্চিৎ কাল বসি-বেন বলিয়া, বিধাতা কতযত্নে কত সাবধানে ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন! সাধক! পুষ্পের মত এমন মনোহর নির্ম্মাণ-রীতি আর কোথাও দেখিয়াছ কি? ইহার কৃত্রিম অবস্থাও এত হৃদয়-প্রিয় যে, অন্য কোথাও তুলনা হইতে পারে না। মানব যে কোন বস্তু মনোহর দৃশ্য করিবে বলিয়া মনে করে, তাহাকেই সত্য কিম্বা কৃত্রিম কোন রূপ পুষ্পের দ্বারা প্রসাধিত করে। বস্ত্রের মধ্যে পুষ্প চিত্র করে, আসন ভূষণে পুষ্প চিত্র করে, গেহের গাত্রে গৃহের গর্ভে লতা পাতা সম্বলিত পুষ্প চিত্র করে। স্বর্ণকারগণ কনক রজতের পুষ্প খচিত করিয়া মনোহর ভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নাগর নাগরী পুষ্প মাল্যে শোভাবর্দ্ধন করে। অধিক কি, কবিগণ ও মনোহর মুখ বুঝাইতে কুসুমের দ্বারাই তুলনা করিয়া থাকেন। অতএব পুষ্পই মনোহর নির্ম্মা-ণের পরাকাষ্ঠা স্থান। দেহের মধ্যে মায়ের সাতটি বসতি স্থান আছে, সেখানে এক একটি পঙ্কজ কুসুম। মা পঙ্কজসমূহের কর্ণিকা মধ্যে বাস করিতেছেন। তাই বিধাতা, বহির্বাগে মায়ের আসন গড়িতে গিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। ইহারও কর্ণিকার অভ্যন্তরে আমার জগন্মাতা আসন করিয়া ছেন। আরো দেখ, ফুলের মধ্যে আরো কত কি ফুটিয়া রহিয়াছে!

প্রকাশে কি ঐ ফুলের কোলে,
দেখরে! নয়ন! হৃদয় খু'লে,
আছে কি উহার জড়তা লেশ?,
দুঃখের কালিমা আছে কি হেথায়?।
নহি নহি নহি তা কিছু নয়,
তাতে কি হৃদয় শীতল হয়? ॥
এ যে প্রকাশিছে হাসি হাসি মুখ,
কেবলি আনন্দ কেবলি সুখ,
আনন্দ প্রতিমা করিছে বিরাজ,
ভাসেরে কুসুম আনন্দ-নীরে!
কুসুম গরভে নাশিয়ে আঁধার,
ঢাকিছে উহার জড়তারে! ॥
দেখি না উহার জড়তা লেশ,
প্রকাশ মূরতি প্রসন্ন বেশ,
নাই মলিনতা নাই কপটতা,
সরল অমৃত প্রতিমারে!
শান্তির কিরণ করে বিকিরণ,
দয়া মাখা ভাব ফুটিছেরে! ॥
নাহি অসারতা নাহিক বিকার,
উৎপত্তি বিনাশ দেখি না উহার,
অনন্ত আধারে একই আকার,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখি না কভু।
বিবিধ আকার দেখি না ইহার,
তাইত সকলে বলেরে বিভু ॥
প্রতি ফুলে ফুলে দেখ না চাহিয়ে,
একই প্রতিমা রয়েছে দাঁড়িয়ে,
মাধবী মালতী সেফালিকা বেলী,
টগর কেশর যবা বকুল।
পাটল চম্পক কুন্দ জাতি যূথি,
কদম্ব অথবা কুটজ ফুল ॥
কেহবা পাটল কেহবা হরিত,
কেহবা লোহিত কেহবা পীত,
কেহ পঞ্চ দল কেহ শত দল,
আকার প্রকার সকলি নানা।
মায়ের আকার কিন্তু সমাকার,
দেখিনা তাহার প্রভেদ কণা।
সেই শান্তিময়ী মোহন মূরতি,
ফুলে ফুলে দেখ একই আকৃতি,

সেই সুখ প্রীতি আনন্দ ও সেই,
সেই দয়ামাখা হাসি হাসি মুখ ॥
সেই ঘন ঘন গভীর ভাব
বিহ্বল বিহ্বল শীতল মুখ ॥
সরল কটাক্ষ তাহা ও সেই,
ফুলে ফুলে তার প্রভেদ কৈ,
সেই লোভনীয় মধুর বেশ,
সকলিত এক সকল ফুলে।
ইহা কি কখন সম্ভবেরে মন!
বিনাশী অসার বিকার হ'লে?
হয় না এ সব ফুলের স্বভাব,
বিকারে কি থাকে অবিকার ভাব,
বিকারে বিকার অসারে অসার,
তাহাইত হয় ন্যায়ের নিয়ম ॥
বিবিধ বরণ বিবিধ গঠন,
ইহাই ফুলের নিজের ধন ॥

এইরূপে মায়ের গুণরাশি প্রতিবিম্বিত হইয়া কুসুম কানন আনন্দ কাননে পরিণত করিয়াছে। অতএব মা নিশ্চয় এই কুসুমের গর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

তৎপর যে সকল তরুলতায় ফুল এখনও ফুটে নাই, কিন্তু গর্ভ মধ্যে বিকাশ হইয়াছে, সেই খানেও দেখ গিয়া মায়ের আবির্ভাবের লক্ষণ বিকসিত হইয়াছে। ঐ দেখ, প্রসবোন্মুখ বৃক্ষ লতাগণ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। গর্ভস্থ শশধর উদয়োন্মুখ হইলে জলধির ন্যায় অন্তরে অন্তরে ক্ষোভিত ভাব প্রকাশ করিতেছে। কি জান এক্রূপ যৌবনের ছটা ফুটিয়াছে। অন্তর্মন হর্ষোৎফুল্লভাব ইঙ্গিত করিতেছে। ঐ দেখ, কি মধুর রূপের প্রকাশ। যাহা অন্য সময়ে দেখি নাই, অন্য সময়ে শুনি নাই, আসন্ন প্রসব কালে তরুগণ আজ সেই বেশে সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই মায়ের আবির্ভাবের চিহ্ন। আর চল ঐ শরৎ কালের কর্ষিত ক্ষেত্রে। ঐ দেখ, গর্ভধারণোন্মুখ ধান্যাবলীর ক্রোড়ে কি আনন্দময় ফুল ফুটিয়াছে। ওখানেও সেই অকলঙ্ক সুধাকরের কিরণাবলী দশ দিক্ আলো করিতেছে। আমার জগন্মায়ের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে। কুসুমের ন্যায়, তরুগণের ন্যায় ওখানেও মা প্রকাশিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ গর্ভবেদনোন্মুখ, অথবা ঋতুযুক্ত যে কোন উদ্ভিজ্জের নিকট উপস্থিত হইবে, সেই খানেই জগন্মায়ের আবির্ভাবের পরিস্ফুট চিহ্নাবলী দেখিতে পাইবে।

বাস্তবিক কেবল উদ্ভিজ্জই নহে, জগতের যাবৎ প্রাণীরই তাদৃশাবস্থায় জগন্মায়ের পরিস্ফুরণ হয়। শূকরী, কুক্কুরীও ঋতুন্মুখী হইলে মায়ের প্রকাশ চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাই! সেখানে আমাদের গিয়া কার্য্য নাই। সেখানে যাওয়া না যাওয়া সমান। সেখানে আমরা কিছু দেখিতে পাইব না। নয়ন যেরূপে গঠিত হইলে তাহা ধরা যাইতে পারে, তাহা আমাদের নাই। আমাদের নয়ন এতই জড়িত যে, জড় রাজ্যের ভাব ভঙ্গীও ভালরূপে ধরিয়া রাইতে পারে না! সুতরাং উহারা চেতন প্রাণীর কোন কিছুই গ্রহণ করার উপযুক্ত নহে। জড় রাজ্যের জড় দেহ বাদ দিয়া অন্তরাত্মা, একরূপ নাই বলিলেও হয়। উহা বাহ্যাত্মায় মিশিয়া গিয়াছে। এ জন্য উহাদের অন্তর, বাহির এই দুই প্রকারে প্রভেদ নাই। অন্তর্বহির্ভাবেরও কোন পার্থক্য নাই। উহাদের বহির্ভাবই আন্তরিক ভাব। অন্তরে যে ভাব বিকসিত হয়, বাহিরেই তাহার ক্রিয়া হইতে থাকে। সুতরাং বাহিরের দিকে তাকাইলে, জড় নয়নের দ্বারাই তাহা ধরিতে পারা যায়। অতএব মা উহাদের অন্তরে উদিতা হইলেও লুকাইয়া থাকিবেন কিরূপে? চেতন প্রাণী হইলে কিন্তু তাহা হইতে পারে। চেতন প্রাণীর জড় দেহ হইতে অন্তর ভাগ সুব্যক্ত পৃথক্। সুতরাং উহাদের অন্তরের ভাব উদ্ভিজ্জের মত বাহিরে অধিক পরিব্যক্ত হয় না। উহার অন্তঃপ্রকাশ ষোল আনা হইলে দুই আনা মাত্র দেহের উপরে দর্শন দিয়া থাকে। সুতরাং অনভ্যস্ত চক্ষে তাহা গ্রহণ করা দুষ্কর। মায়ের ভাব একেইত সূক্ষ্মতম বস্তু, তাহাতে আবার অন্তর রাজ্যেই বিকাশ, তাহার আবার আন্তর রাজ্যে পূর্ণ মাত্রায় হইলেও বাহিরে কেবল অষ্টমাংশের প্রকাশ, তবে তাহা এই জড়ীকৃত নয়নে কি প্রকারে ধরিব! তাই বলি, শূকরী কুক্কুরীর নিকটে গিয়া কার্য্য নাই, আর ঋতুমতী ষোড়শী সীমন্তিনীকে স্বপ্নেও মনে করিও না। সুধা সমুদ্রের সুধার পৃষ্ঠে যে গরল প্রকাশিত হইবে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। স্বয়ং বাবা আর বাবার গুণযুক্ত পুত্র ব্যতীত দেব মানব যিনি তাহার সংস্পর্শ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্ব প্রাণ ভস্মীভূত হইবে। অতএব না না রমণীতে জগন্মায়ের প্রকাশ চিহ্ন দেখিতে গিয়া প্রয়োজন নাই! চোক্ ফুটিলে তবে তাহাতে সাহস করা যাইবে। এখন নিশ্চয়রূপে ধরিয়া রাখ, গর্ভের সময় সমুপস্থিত হইলে, দেব মানবাদি হইতে তির্য্যগ্যোনি পর্য্যন্ত নিখিল রমণীতেই আমার জগন্মায়ের আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক, তাঁহার আবির্ভাব হয় বলিয়াই উহারা গর্ভধারণে উন্মুখী হয়। তবে পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা একবার আবৃত্তি করিয়া রাখি। তাঁহারা বলেন,—

এই দেখ, দেখ আসি দরিদ্র কুটীরে।
পূর্ণ শশী প্রকাশিছে তিমির কন্দরে!॥
মায়ের রূপের ছটা করিয়ে বিস্তার।
সাধক হৃদয় কূপে নাশিছে আঁধার!॥
তৃণের কুটীর যেন শোভিছে অমরা।
পার্থিব প্রাঙ্গণ দেখ প্রকাশিছে বিভা!॥
ঘূণিত বিটপী লতা হয়েছে নন্দন!।
পরিবারে মনে হয় কৈলাস ভবন!॥
আহা, কি মধুর প্রভা পাইছে প্রকাশ!।
গৃহের তিমির রাশি করিছে বিনাশ!।

কিবা স্নেহ মধু মাখা, ফুটিছে সরল শিখা,
মায়ের আধ-আধ ঢাকা, বদনমণ্ডলে।
আহা কি রুবদশন, করিছে শুভ সিঞ্চন,
সুধাকর সুধা যেন, ভাসিতেছে জলে!॥
কত দয়া কত মায়া, কোমলতা মাখাইয়া,
রয়েছে নেত্র পুরিয়া, স্রবিতেছে ধীরে।

মায়ের নয়ন তটে, চঞ্চলতা আছে বটে,
তবু অটলতা ফুটে, রয়েছে অন্তরে ! ॥
আহা কি পবিত্র ভাব, কণা মাত্র নাহি পাপ,
নাই কলঙ্কিত ভাব, শ্রীমুখমণ্ডলে
অপূর্ব্ব সরল কান্তি, যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি,
নাশিছে জড়তা ভ্রান্তি, সাধক পদ্মলে ॥
অভিমান বিরহিতা, লজ্জার মাধুরী সদা,
বিকাসিছে গম্ভীরতা, অথচ অধীরা ।
অপূর্ব্ব সন্তোষপ্রভা, করিছে বদন শোভা,
লোভের প্রভাবে শুভা, না হয় বিধুরা ॥ ।
কিবা মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব, নাশিছে হৃদয় তাপ,
মমতায় মোহিছে পরাণ ।
কি জান কি ঘনঘন, মধুর সীকর দানে,
করে মা'র সুচারু বয়ান ॥
যত করি দরশন, তত লোভিছে নয়ন,
মনপ্রাণ আকর্ষণ করে ।
ইচ্ছা হয় "মা" বলিয়ে, ডাকিয়ে জুড়াই গিয়ে,
তাপিত হৃদয়ে প্রাণ ভ'রে ॥
স্বামী শ্বশুর দেবর, সেবকাস্থ পরিকর,
পরিচর্য্যায় পরিতোষ সবে ।
রন্ধনাদি যত কর্ম্ম, গৃহমেধীর গৃহধর্ম্ম,
একাকিনী করিতেছ শিবে ! ।
(মাগো !) অবিরল স্বেদ বিন্দু, দ্রবিছে তোর বদনেন্দু,
তথাপি ক্লান্তি কালিমা নাই ।
নাই মা ! তোর [illegible] চাতি, সর্ব্বংসহা মূর্ত্তিমতী,
বিরক্তির রক্তিও না পাই ॥
সংসারে কত অভাব, তথাপি নাই দুখের ভাব,
ত্রিতাপ হারিণী কি তুই উমা ? ।
সদা সন্তোষ প্রতিমা, জড়েতে তোর নাই প্রতিমা,
প্রকাশিছ মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ! ॥
সরল নয়ন হ'য়ে, দেখরে মানব ! চেয়ে,
প্রতি অঙ্গে ভাসে মায়ের ছায়া ।
আচরণ শিবদেশ, প্রকাশে মায়ের বেশ
ফুটিয়াছে মায়ের প্রতিমা ॥

এবম্বিধ লক্ষণাবলী কেবল ঋতুকালেই প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। উক্তবিধ অবলা মায়ের দেহ হইতে সর্ব্বদাই ঐ সকল লক্ষণ বিরাজ করিতেছে। তবে প্রভেদ কেবল ন্যূনাধিক্য। ঋতুকালে উহার অতি পরিস্ফুট অধিকতর বিকাশ, আর অন্য সময়ে আপেক্ষিক কম। সুতরাং এখানে মায়ের সর্ব্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। দেবগণ তাহাই দেখিয়া মাকে বলিয়াছেন,—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" (মা-পু) আবার মাও বলিয়াছেন,—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ?" (মা-পু) এতদ্ব্যতীত অন্য স্থানেও অন্য ভাবে মায়ের আবির্ভাব এবং তদীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা পরে বলা যাইবে। এখন এই সকল স্থানে মাতৃশক্তির কি কি ক্রিয়া হইতেছে, তাহা চিন্তা করা যাউক। কারণ এই সকল ব্যাপার মাতৃশক্তির ক্রিয়াদির দ্বারাই আমরা ব্যাপক মাতৃশক্তির ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব, ইহা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছি।

প্রথমে, পুষ্পের মধ্যে মাতৃশক্তির ক্রিয়ান্বেষণ কর। কথাটি বুঝিবার পূর্ব্বে, আর একটি কথা শুনিয়া রাখ। এই কুসুমাদির মধ্যে যেমন মাতৃশক্তি বিকাশের পরিচয় পাইলে, পিতৃশক্তিও তেমন তাহার সঙ্গে বিকসিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। হয় সেই কুসুমের মধ্যেই, না হয় তাহার সন্নিহিত সজাতীয় আর একটি বৃক্ষের কুসুমে। আবার চেতন প্রাণীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই পুংদেহেতে পিতৃদেবের বিকাস। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে প্রতি দেহে পিতা মাতা উভয়েরই সন্দর্শন হইবে। অন্তর দক্ষিণাঙ্গে পিতৃশক্তি বিরাজ করিতেছেন, বামার্দ্ধ অধিকার করিয়া মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছেন। আবার আরো কিছু দৃষ্টি প্রসাদ হইলে দেখিবে পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, তাহার পরে দেখিতে পাইবে পিতা মাতা উভয়ের পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। তখন এক বস্তুকেই একবার পিতা, একবার মাতা বলিবে। এই বলিলাম বাবার কথা। এখন প্রস্তাবিত বিষয় শুন।

এই যে কদম্ব কুসুমটি দেখিতেছ, উহা দেখিতে একটি কুসুম হইলেও বাস্তবিক একটি নহে। উহা বহু কুসুমের সমষ্টি। তাহার অবস্থা এইরূপ,—উহার মধ্যে একটি গোল [illegible]টা আছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে শত শত কুসুম বিকসিত হইয়াছে। ঐ কুসুমগুলির আকার পিতলের বাঁশীর মত। উহার নীচের দিকটা সরু, আর উপরটা ঠিক সেই বাঁশীর অগ্রভাগের ন্যায়, অর্থাৎ ধুস্তূর পুষ্পের ন্যায় বিস্তৃত। ঐ নীচ ভাগটা গোটাটার মধ্যে বিধান আছে, অগ্রভাগটা বাহিরে আছে। তন্মধ্যে একটি দণ্ডাকার শ্বেত বর্ণ ধ্বজ প্রবিষ্ট আছে। ঐ ধ্বজাভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ দ্রবাকার পদার্থ সমুদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রে আসিতেছে। আসিয়া ঐ বাঁশীর আকার কুসুমটির অন্তঃস্তরে বিসর্পিত হইতেছে। [illegible] দিকে আবার ঐ কুসুমটির মধু স্থানের ও নিম্নে একবারে মূল প্রদেশে অতিসূক্ষ্ম আর এক প্রকার রেণু সঞ্চিত হইয়াছে। [illegible] ধ্বজোদ্গীর্ণ দ্রব পদার্থ আসিয়া এই রেণুর সহিত সঙ্গত হইতেছে। এই [illegible] দিকে। তৎপর ঐ যে গোলাকার গোটাটী দেখিতেছ, [illegible] আবার একটি জিনিস নহে। উহা মাকড়ের কাবড়ুস, অথবা পদ্মমধ্যস্থ কোষের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শত শত কোষের সমষ্টি মাত্র। ঐ কোষগুলির মধ্যে এক একটু ফাঁক আছে। তাহাতে এক প্রকার অমৃতরস, এবং তন্মধ্যে এক একটি মধ্যদ্বারী ডিম্বাকার মন্দির আছে, অর্থাৎ অর্দ্ধবিভক্ত মটর কলায়ের মত এক একটি জিনিস আছে। উক্ত কোষ সমষ্টির মধ্যদেশ হইতেই পূর্ব্বোক্ত সেই ধ্বজ সঙ্গত কুসুমসমষ্টি বাহির হইয়াছে। ঐরূপ শত শত কুসুম আর শত শত কুসুম কোষ [illegible] বড় একটি গোলাকার গঠন করিয়াছে, এবং দৃষ্টিতে [illegible] প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপ

* ইহা যদি বিস্তৃত রূপে জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে [illegible] "[illegible]" পাঠ কর। সেই স্থানেই ইহা সদা শক্তি প্রকাশ করিয়াছে।

হইল ঐ পুষ্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন মা এবং বাবা ইহার কোন স্থানে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং কোন স্থানে কি করিতেছেন, তাহার চিন্তা করা যাউক।

ঐ যে কুসুম কোষ বা বীজ কোষের অন্তর্গত অমৃতরসে ভাসমান মন্দিরের কথা বলিয়াছি, উহাই মা এবং বাবার লীলা স্থান। মাতৃশক্তি পিতৃশক্তি উভয়েই ঐ স্থানে বিকসিত।

উক্ত উভয় শক্তির পরস্পরের সমাগমোৎসুক্য হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি বা বিক্ষোভ হইলেই তদ্দ্বারা ঐ অপত্যাশয় রূপ ডিম্বাকার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বীজ কোষও তদ্দ্বারাই রচিত। মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন এই রূপ ক্রিয়া করেন, তখন ইহাদের নাম সৃষ্টিশক্তি। কারণ ঐ ক্রিয়াটিই ভবিষ্যৎ কদম্ব বৃক্ষের সৃষ্টি ক্রিয়া। পরে ঐ দ্বিবিধ শক্তির দ্বারাই দ্বিবিধ রেণু বা বীর্য্য বিশেষ নির্ম্মিত হইল। উহা ঐ কদম্ব বৃক্ষের সার সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা গঠিত। উহার মধ্যে কদম্ব বৃক্ষের মূল প্রকৃতি আর উহার শরীর গঠনের অতি সূক্ষ্মতম মূল উপাদান সন্নিবেশিত আছে। এই রেণু নির্ম্মাণও সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া। তৎপর যে রেণু বা বীর্য্য পিতৃশক্তির দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা ঐ ধ্বজের অন্তর্বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পথে উত্তীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রভাগে উপস্থিত হইল। আবার মাতৃশক্তির দ্বারা যাহা নির্ম্মিত, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া পুষ্পটির মূল প্রদেশে আসিল। ইহাও পিতৃ মাতৃশক্তির সেই সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্তর্গত ক্রিয়া, সুতরাং সৃষ্টি ক্রিয়াই বটে। বলা বাহুল্য উক্ত উভয় বিধ বীজের মধ্যেও অশেষ পিতৃ মাতৃশক্তির আবির্ভাব আছে। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের সমাগমের চেষ্টায় পিতৃশক্তি ঐ ধ্বজাগ্রবর্ত্তী পৈতৃক বীজ লইয়া মাতৃ বীজের নিকট অবপতিত হইলেন, আবার মাতৃশক্তিও ঐ বীজ-শরীরের দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন। তৎপর ঐ পরস্পরা-লিঙ্গিত বীজদ্বয় সেই মূল বীজ কোষে প্রত্যাহৃত করিলেন। পিতৃশক্তির এই ক্রিয়াটির নাম ব্যঞ্জনা ক্রিয়া। এ নিমিত্ত এই অবস্থায় পিতৃশক্তিকে ব্যঞ্জনা শক্তি বলা যায়। আর মাতৃশক্তি যে ঐ সম্মীলিত বীজদ্বয় বীজকোষে আনীয়া আত্মসাৎ করিলেন, তাহার নাম ধারণা ক্রিয়া। এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ধারণা শক্তি বলা যায়। তৎপর পিতৃশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা হইয়াই মাতৃশক্তি ঐ বীজদ্বয়কে একত্রিত করিয়া কদম্ব বৃক্ষের প্রকৃতি ও তদীয় দেহের সারবস্তু সমাকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা উহার পুষ্টি ও নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ঈদৃশ পোষণ ক্রিয়ার নাম ভাবনা ক্রিয়া। এনিমিত্ত এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ভাবনা শক্তি বলা যায়। " " তৎ স্ত্রিয়ামাত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং। সা তং ভাবয়তি, ভাবয়িত্রী সা ভাবয়িতব্যা " " " ইত্যাদি শ্রুতি।

উক্ত ধ্বজ আর কুসুমটির ও আর ২টি নাম আছে। একটির নাম পুংলিঙ্গ, আর একটির স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বজটির মধ্যে পিতৃশক্তির ক্রিয়া হইতেছে, পিতৃশক্তিরই অন্য নাম পুংশক্তি, অতএব ধ্বজটি পিতৃশক্তি বা পুংশক্তির লিঙ্গ, অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন, এজন্য উহারই নাম পুংলিঙ্গ। আর কুসুমটির নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ওখানে মাতৃশক্তির বিকাশ হইয়াছে। মাতৃশক্তিরই নামান্তর স্ত্রীশক্তি।

এখন মাতৃশক্তির পরবর্ত্তী ক্রিয়া শ্রবণ কর। উক্ত বীজ গর্ভে রাখিয়া পোষণ করিতে করিতে যখন উহা বৃক্ষভাবের উপযুক্ত হইবে, তখন দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় ঐ কদম্ব বৃক্ষের মাতৃপিতৃশক্তি দ্বিধাভূত হইবেন। একাংশে কদম্ব বৃক্ষেই থাকিবেন, অপরাংশে ঐ বীজগুলি কোলে করিয়া বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট হইবেন। পরে উহাকে মৃত্তিকারসে সমবেত করিয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বৃক্ষাকারে উপস্থিত করিবেন। ভাবনা ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এই ক্রিয়া পর্য্যন্ত পালন ক্রিয়া। অতএব এই অবস্থায় মাতৃপিতৃশক্তিকে পালন শক্তি বলিতে পারা যায়। পরে যখন মাতৃপিতৃ শক্তির সমাগম শেষ হইবে, তখন তাঁহারা অন্তর্হিত হইবেন। তখন ঐ বৃক্ষের দেহাবয়বসমূহ বিশ্লিষ্ট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি অদৃশ্য হইবে। এই ক্রিয়া সংহার ক্রিয়ার অন্তর্গত। অতএব এই অবস্থায় মাতৃপিতৃশক্তির নাম লয় বা সংহৃতি শক্তি। মা আর বাবা যখন সংহার শক্তির ক্রিয়া করেন, তখন মায়ের নাম সংহর্ত্রী আর বাবার নাম সংহর্ত্তা। পালন শক্তির ক্রিয়া করা কালে পালয়িত্রী, পালয়িতা। আর সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া কালে স্রষ্ট্রী আর স্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত, রুদ্রাণী, রুদ্র, বৈষ্ণবী, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মা এইরূপ নামেও অভিহিত হয়েন। অতঃপর অন্যান্য ক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করা যাউক।

এই যে কদম্ব কুসুমগুলি গর্ভধারণ, ও রক্ষণ, পোষণের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার এক রেখা ব্যতিক্রম হইলেও উহার কিছুই হইতে পারে না, ইহা ঐ ভাবনা নামক মাতৃশক্তির কার্য্য। ফুলের মধ্যে মধুগন্ধাদির সন্নিবেশ ও ঐ শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ঐ বিচিত্র আকারে গঠন ও তাহারই ক্রিয়া। এইরূপ আরো অনেকানেক ক্রিয়া আছে, তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করি। কদম্ব পুষ্পের বিবরণ এই পর্য্যন্ত থাকিল।

এই কদম্ব পুষ্প মধ্যে যে যে পদার্থ যে ভাবে থাকার বিষয় প্রদর্শিত হইল বকুল, পাটল, পঙ্কজ, করবীর প্রভৃতি কুসুমেও ঠিক ইহাই আছে, এইরূপ ক্রিয়া ও হইতেছে, কেবল আকার প্রকারের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। উহাদের সকলের মধ্যেই পুংলিঙ্গ আছে, স্ত্রীলিঙ্গ আছে, পুংবীজ আছে, স্ত্রীবীজ আছে, মধু আছে, বীজকোষ আছে, তন্মধ্যে সেই ডিম্বাকার বীজাধার ও আছে। ক্রিয়া ও সকলেরই সেই মতই হয়। কেবল কতগুলি রূপের আকার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত।

আবার কুষ্মাণ্ড, অলাবু প্রভৃতি লতা এবং পনস তিন্দুকাদি বৃক্ষে মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি দুই পুষ্পে বিকসিত হয়েন। একটিতে মাতৃরূপ, অপরটিতে পিতৃরূপ নির্ম্মিত হয়। পরে ঐ কদম্বাদি কুসুমের মত ক্রিয়া হইয়া পরস্পরের সম্মীলনে উহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি সাবং কার্য্য সম্পন্ন হয়। আর আর সমস্তই সমান। কুষ্মাণ্ড বিটপের যে পুষ্পটির মধ্যে কেবল ঐ হরিদ্রাবর্ণ ধ্বজটি দেখিতেছ, ঐটিই পুংলিঙ্গ। উহা হইতে পিতৃশক্তির সাবং ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আর ঐ যে বীজাশয়ের উপরে ঐ পুষ্পটি দেখিতেছ, উহার মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ বিকসিত। এই উভয় স্থান স্থিত উভয় হইতে ঠিক সেই কদম্বের ধ্বজ আর কুসুমের ন্যায় ক্রিয়া হইতেছে। আর আর সমস্তই সমান।

এইরূপ যে যে পুষ্পাদির মধ্যে ঐ ধ্বজাকার বস্তুটি দেখিবে সেই স্থানেই পিতৃশক্তির বিকাশ, ও তদীয় ক্রিয়া হইতেছে,

আর যে কুসুমাদির মধ্যে যোন্যাকার নির্ম্মাণ দেখিবে, সেই স্থানেই মাতৃশক্তির আবির্ভাব ও তাহার ক্রিয়া হইতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

ভাই! এখন বল দেখি, যদি কেহ এই পরমাদ্ভুত তত্ত্ব বুঝিতে পাইয়া পঙ্কজ অপরাজিতাদি পুষ্পের মধ্যে ঐ মাতৃযন্ত্রাশ্রিত পিতৃযন্ত্রে বাবা কিম্বা মায়ের পূজা ধ্যানাদি করেন, তবে তাঁহাকে সভ্য কি অসভ্য বলিবে? আর চেতন প্রাণীর দেহ মধ্যেও যিনি পার্থিব জড় দৃষ্টি, বা পাশব দৃষ্টি বিমুক্ত হইয়া উক্তবিধ যন্ত্রে মাতৃত্ব পিতৃত্বের অনুভব করিতে পারেন, এবং অনুভব করিয়া মা কিম্বা বাবার পূজা ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহাকে আরো অধিক কুরুচিসম্পন্ন অসভ্য বলিবে কি না? আর যিনি ঐরূপ জ্ঞানে চেতনাচেতন সমস্ত কুসুমের দৃষ্টান্ত লইয়া মৃত্তিকাদির দ্বারা মাতৃযন্ত্র সম্বলিত পিতৃযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বাবা মায়ের পূজা করেন, তাঁহাকে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর বলিবে কি না? সে যাহা হউক তোমাদের যাহার যেমন রুচি, তিনি তেমন বলিও, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ চিন্তা কর।

তরুলতার মধ্যে যেমন কুসুম ও তদন্তর্ত্তে মাতৃপিতৃশক্তির ক্রিয়াদি প্রদর্শিত হইয়াছে, যাবং চেতন প্রাণীর মধ্যেও তেমন কুসুম ও তদন্তরে মাতৃপিতৃশক্তির ক্রিয়াদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেবল আকার প্রকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য মাত্র। এ বিষয় বিস্তাররূপে বলিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার কারণ পূর্ব্বেই ইঙ্গিত হইয়াছে। চেতন প্রাণীর মধ্যে যে দুগ্ধাদিসঞ্চয়, স্তনোদ্ভেদাদিক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহাও ঐ ভাবনা শক্তির ক্রিয়া। এইটুকু উদ্ভিজ্জ অপেক্ষায় অধিক। আর সমস্তই প্রায় সমান। এই হইল কয়েকটি ব্যাপ্য মাতৃশক্তির ক্রিয়ার পরিচয়। এখন ইহা হইতে কি প্রকারে ব্যাপক মাতৃশক্তির ভাব ধরিতে পারা যায়, তাহা শ্রবণ কর।

কুসুমাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারে যে মাতৃশক্তির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বাদ কেবল মূল ক্রিয়ার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন তাহার নিয়ম বুঝিয়া লও। প্রথমে এই কদম্ব কুসুম। আর একটি পাটল পুষ্প ধর। উক্ত পুষ্পদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি গঠনের নিমিত্ত যে, উহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী মাতৃশক্তির একটু ভিন্নভাবে স্ফুরণ হইতেছে, ঐ ভিন্নতাটুকু বাদ দেও, উহাদের অন্তর্গত ভিন্নবিধ যন্ত্রনির্ম্মাণের নিমিত্ত যে মাতৃশক্তির এক একটু প্রভেদ হইতেছে, তাহাও পরিত্যাগ কর, উহাদের ভিন্নবিধ মধু ও বীজাদি নির্ম্মাণে যে মাতৃশক্তির কিছু প্রভেদ হইতেছে, তাহাও পরিত্যাগ কর। এইরূপ সমস্ত ক্রিয়ারই পরস্পরের পার্থক্য প্রতিপাদক বিশেষণগুলি, অর্থাৎ প্রভেদের কারণগুলি বাদ দিয়া সকলের মধ্যেরই কেবল "ভাবনার" অংশটুকু মনে মনে লক্ষ্য করিয়া থাক। আর সেই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রিবিধ ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এক বার নিমীলিত নেত্রে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হও। পরে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে মাতৃশক্তির একএকটু ভিন্ন ভাব আছে, তাহাও মন হইতে উপেক্ষিত কর। কেবল মাত্র ঐ তিনটি ক্রিয়ার ভাবের উপর মনোনিবেশ কর। পরে তৎকর্ত্রী মাতৃশক্তির উপরে দৃষ্টিপাত কর। তৎপরে মনে মনে ঐ ভাবনা শক্তির সহিত এই সৃষ্টি শক্তি, পালন শক্তি ও সংহার শক্তি নামক মাতৃশক্তিকে একত্রিত কর। বাস্তবিক, এই অবস্থায় রীতিমত ধরিতে পাইলে উহাদের কিছুই প্রভেদ দৃষ্ট হইবে না। প্রভেদ নাইও বটে। এখন এই ভাবের দ্বারা ব্যাপক মাতৃশক্তির অনুভব করিয়া লও। এখন যাহা দেখিতেছ ব্যাপক মাতৃশক্তি এইরূপ বস্তু। ইহাই তাহার আকার, এইরূপই তাহার ক্রিয়া। অন্যান্য পুষ্পাদি হইতেও এইরূপ যোজনা করিয়া বুঝ। পশুস্ত্রী, মানবস্ত্রী হইতেও দুগ্ধাদি সঞ্চয়েরও যন্ত্র নির্ম্মাণাদি ক্রিয়া ঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ভাব বাদ দিয়া কেবল ভাবনার ভাব ও সৃষ্ট্যাদির গ্রহণ করিয়া তত্তুলনায় পরিব্যাপক মাতৃশক্তি লক্ষ্য করিয়া লও। এইরূপে সর্ব্বত্র সমস্ত প্রভেদাংশ পরিত্যাগ করিয়া সমানাংশ ধরিয়া তদ্দ্বারা ব্যাপক মাতৃশক্তি ধরিয়া লইতে হয়। ফলে এই দাঁড়াইল যে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী ভাবনাত্মক মহাশক্তির নামই মাতৃস্বশক্তি। এই শক্তি যাঁহার, তিনি আমার পাগলা। তিনি ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্রদেবের মা। সেই মাই ঐ পাগলী সাজিয়া বাবার বুকে নৃত্য করিতেছে।

এবার আর বলিতে পারিলাম না। বেদব্যাসের উদর পূর্ণ হইয়াছে। আশ্বিন মাসেও মায়ের আগমন সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে হইবে। অতএব কার্ত্তিক মাসে এ প্রসঙ্গের পরবর্ত্তী অংশ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যারম্ভ।

কিঞ্চিদধিক এক বৎসর যাবৎ ধর্ম্মমণ্ডলের সূচনা হইয়াছে; কিন্তু এতদিন সেই সূচনাগর্ভেই ধর্ম্মমণ্ডল বাস করিতেছিলেন, আত্মলাভ করিয়া কোনরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যসাধনে ব্রতী হয়েন নাই, এতদ্দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলের প্রতি নানা জনের নানাপ্রকার সংশয় সূচক পত্রাদিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এতদিন সেই সকল বিষয়ে কাহাকেও কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই বাস্তবিক ধর্ম্মমহামণ্ডল অন্য কোন কারণে এতদিন বিলম্ব করেন

নাই ; একটু বিবেচনার অবকাশে এক বৎসর পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। যে যে উপাদানের দ্বারা আত্মলাভ করিয়া চিরজীবিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধর্ম্মমণ্ডলের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কি না, এই এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহারই অন্বেষণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমণ্ডলের শরীরের উপাদান, বাঙ্গলাবাসী প্রকৃত হিন্দুগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সহানুরাগ। এই কয়েকটি হইলেই ধর্ম্মমণ্ডল ভূমিষ্ঠ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। নতুবা, বাঙ্গালীদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় ধর্ম্মমণ্ডল যে, অচিরে ভূমিসাৎ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্বৎসর যাবৎ সমস্ত বাঙ্গালায় বিচরণ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডল যাহা জানিয়াছেন, তাহা নিতান্তই আশা, ভরসা ও সুখজনক। জগদম্বার কৃপায় উক্ত কয়েকটি উপাদানই ধর্ম্মমণ্ডলের ভাগ্যে অতি অনায়াসে সংগৃহীত হইয়াছে। এখন ধর্ম্মমণ্ডলের দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় শরীর গঠিত হইয়াছে। এখন আর ইহার বিনাশের আশঙ্কা নাই। এখন কার্য্যারম্ভের সময় হইয়াছে। বর্ত্তমান মাস হইতে ধর্ম্মমণ্ডল নিজের দীক্ষিত কর্ম্মের সংসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধু-হিন্দুগণ আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম্মমণ্ডল যেন অক্লেশে নিজ ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া জন্মভূমির নরক যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে।

ধর্ম্মমণ্ডল, এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মামৃত পরিসেচনের দ্বারা অন্তর-ক্ষেত্র প্রকৃতিস্থ করিয়া, মুমূর্ষু আর্য্যসন্তানদিগকে পুনঃ প্রাণদান করাই যে ধর্ম্মমণ্ডলের প্রধানতম উদ্দেশ্য, এবিষয় অনেকবার আবেদিত হইয়াছে। ধর্ম্মমণ্ডল এখন সেই চিরলক্ষিত বিষয়েই অগ্রসর হইবেন। যে উপায়ে যে প্রকারে আমরা প্রকৃত আত্মলাভ করিতে পারি, ধর্ম্মমণ্ডল তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। আপাততঃ, এই কয়েকটি কার্য্য করা নির্ণীত হইয়াছে।

১ম। ভারতের সুবিখ্যাত ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃ পণ্ডিতগণের দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠানের যোগ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশিত করিবেন।

২য়। ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত হওয়ার নিমিত্ত প্রবন্ধাদি লেখা এবং ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি নানাবিধ প্রচারোপায়ের অনুষ্ঠান করিবেন।

৩য়। সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা মানসে ধর্ম্মের গূঢ়রহস্যাদি প্রচারের জন্য কতকগুলি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-বালক প্রস্তুত করা হইবে। ভারতের প্রধান শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবিৎ পণ্ডিতই উক্ত বালকগণের অধ্যাপনা করিবেন।

৪র্থ। ধর্ম্মমণ্ডলের আলয়ে প্রতিদিন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ দান করা হইবে।

৫ম। বিবাহ প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবলীর প্রকৃত সংস্কারের চেষ্টা করা হইবে। বিবাহে কন্যা বিক্রয়, পাত্রের নিদারুণ পণ, কন্যা বা পুত্রের যাবজ্জীবন অনূঢ় অবস্থায় থাকা, অতি প্রৌঢ়াবস্থায় কন্যার বিবাহ, শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত পুরুষের অসংখ্য বিবাহ করা ইত্যাদি পাপসঙ্কুল ভীষণ কদাচার নিবারণের চেষ্টা করিবেন। কুল, খ্যাতি প্রভৃতি সকল প্রকার সমাজমর্য্যাদা ও ধর্ম্মসীমা পরিরক্ষিত হইয়া যে উপায়ে ঐ সকল দারুণ ঘটনা অপনোদন করা যায়, তাহার অনুষ্ঠান করিবেন।

৬। ধর্ম্মসম্মিশ্রিত অন্যান্য সমাজনীতি ও অর্থনীতির সংস্করণেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই কয়েকটি কার্য্য ধর্ম্মমণ্ডলের আপাততঃ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমণ্ডলের আবেদন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বসাধারণের সহানুরাগ, আর শ্রদ্ধাভক্তি প্রভৃতিই ধর্ম্মমণ্ডলের জীবন-যষ্টি। যে পরিমাণে প্রকৃত হিন্দুগণের সহানুরাগাদি প্রাপ্ত হইবেন, সেই পরিমাণেই হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মমণ্ডল আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। বাস্তবিক-ধর্ম্মমণ্ডল সমস্ত হিন্দুজাতির সামাজিক এবং ধর্ম্ম নৈতিক বলের একটা সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্ম্মমণ্ডল কোন ব্যক্তি বা সভাবিশেষের নাম নহে। উহার অর্থ—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জাতির সমষ্টি। তাদৃশ প্রত্যেক হিন্দুই, ধর্ম্মমণ্ডলের হস্ত পদাদি এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাঁহাদিগকে লইয়াই ধর্ম্মমণ্ডল দেহ লাভ করিবেন। অতএব ধর্ম্মমণ্ডল, তাঁহাদের সমবায় লাভেও অপেক্ষা করিতেছেন। আপাততঃ অভিলাষ এই যে, বাঙ্গালা, বিহারও উড়িষ্যার মধ্যে আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যত প্রকার সভা সমিতি আছে, তাহার সম্পাদকগণ অনুগ্রহ করিয়া আপন নাম, জাতি এবং পত্র লিখিবার ঠিকানা লিখিয়া ধর্ম্মমণ্ডলে প্রেরণ করেন। তাহা হইলে, আমরা তাঁহাদের নিকট এক এক খানি ফারম পাঠাইয়া দিব, এবং তাঁহাদের সহিত একতাসম্বন্ধের চেষ্টা করিব। সম্পাদকগণ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন, ইহাই বাঞ্ছা।

উক্ত নাম ধামাদি পাঠাইতে যত বিলম্ব হইবে, ততই ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যের শৈথিল্য হইবে জানিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডল জিনিষটি কি ?

অনেকে ধর্ম্মমণ্ডলের মর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা আপন আপন মনের ভাবে ধর্ম্মমণ্ডলকে নানামতে কল্পনা করিয়া থাকেন। এজন্য ধর্ম্মমণ্ডলের মর্ম্মার্থ বিশেষরূপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ধর্ম্মমণ্ডল সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক অধিবেশনের ধর্ম্মসভার মত কোন সভা সমিতি নহে। ইহাতে সেই নিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান হয় না। অগ্রে সংকীর্ত্তনাদি, তৎপরে পুরাণাদিপাঠ, তৎপরে বক্তৃতা এবং অন্তে আবার সঙ্কীর্ত্তনাদি, এইমত কোন অনুষ্ঠান ধর্ম্মমণ্ডলে হয় না। ধর্ম্মমণ্ডলে প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবারে এক একটি সভাধিবেশন হয় বটে; কিন্তু তাহাতে ঐরূপ কোন অনুষ্ঠান হয় না। সেই সভায়, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর; শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী প্রধান প্রধান লোকমাত্র উপস্থিত থাকেন। অন্য কোন অসম্পর্কীয় কেহ থাকেন না। এই সভায় কেবল ধর্ম্মমণ্ডলের উন্নতিকল্পে বিবিধ পর্য্যালোচনা মাত্র করা হয়। সঙ্কীর্ত্তন ও পুরাণপাঠাদি কিছু হয় না। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মমণ্ডলের নিত্য কর্ত্তব্যকার্য্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধর্ম্মমণ্ডল একটী সমষ্টিভূত বলবিশেষ। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, হিন্দুধর্ম্মের পরিচালক, এবং প্রচারক একটি সমষ্টি শক্তির নাম ধর্ম্মমণ্ডল। ধর্ম্মমণ্ডল বাঙ্গালার যাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মবলের কেন্দ্রস্থানস্বরূপ। সমস্ত হিন্দুর ধর্ম্মবল এই খানে সম্পিণ্ডিত হইয়া, মহোন্নতিলাভ করিবে। ইহা যাবৎ হিন্দুর একটা রাশীকৃত ধর্ম্মবলবিশেষ। ধর্ম্মমণ্ডল যাবৎ হিন্দু, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্মসভাগুলিকে সমান অনুষ্ঠানাদি সূত্রে গ্রথিত করিয়া, যাবৎ হিন্দুকে একত্রিত, একপ্রাণ করিবে। মস্তক, বাহু, উদরাদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি যেমন সমবায় সম্বন্ধ বিশেষের দ্বারা একীকৃত হয়, এবং সকলের একত্রতায় অসীমগুণসম্পন্ন অপূর্ব্ব একটি দেহ গঠিত হয়, ধর্ম্মমণ্ডলও সেইরূপ যাবৎ ধর্ম্মসভা ও হিন্দুগণের সম্মীলন হেতু একরূপ সমবায়সম্বন্ধস্বরূপ! ধর্ম্মমণ্ডল, হিন্দুসমাজের শির বাহু উদরাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ যাবৎ ধর্ম্মসভাগুলিকে পরস্পরে একীভূত করিবে; প্রত্যেক হিন্দুকে একত্র সম্বদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা অসীম অনন্ত গুণসম্পন্ন, হিন্দুসমাজ নামে একটী অপূর্ব্ব দেহ সঙ্গঠিত হইবে। একীকৃত পাঁচটী অঙ্গুলীর কিছুমাত্র ক্ষমতা না থাকিলেও সর্ব্বদেহের সহিত একতা সম্পর্ক থাকাতে যেমন প্রত্যেকেই সর্ব্বদেহের সম্পিণ্ডিত বল লাভ করিয়া থাকে, প্রত্যেক অঙ্গুলীই এক মণ ভারী দ্রব্য উত্তোলনের বলীয়ান্ হইয়া থাকে। ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বারা হিন্দুসমাজনামক দেহ নির্ম্মিত হইলেও, প্রত্যেক হিন্দু সেই রাশীকৃত বল পাইতে পারিবে। সমাজের এক একটা লোকের কোন ক্ষমতাই নাই, অথচ উহারা সেই সুবৃহৎ সমাজ শরীরের সহিত সমবেত হইলে, প্রত্যেকেই সেই গোটা শরীরটীর বলভাগী হইবে। হিন্দুর সভাগুলির প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে অতিক্ষুদ্র বলীয়ান্ হইলেও সেই বৃহৎ দেহের অঙ্গরূপে পরিণত হইলে, প্রত্যেকেই সেই বৃহদ্দেহের অসীমবলে বিজৃম্ভিত হইবে। ধর্ম্মমণ্ডল এই মহাঘটনা সংসাধিত করিবে বলিয়া, সংকল্প করিয়াছে।

লক্ষ টাকা আয়ের সংসারে একটা বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকে ১০৲ টাকার অংশভাগী হইলেও যেমন প্রত্যেকেই লক্ষ টাকার সম্মানাদি সুখভোগ করিতে পারে, হিন্দুসভারূপ অঙ্গাবলীর সমবায়ে যাবৎ হিন্দুগণ একত্রিত হইলেও প্রত্যেকেই সেইরূপ কোটিগুণে অধিকতর সুখভোগ করিবে। ইহা সাধন করা ধর্ম্মমণ্ডলের সঙ্কল্পিত কার্য্য। এই কার্য্যসিদ্ধির উপায়ানুষ্ঠানের নিমিত্তই আমরা বাঙ্গালায় ধর্ম্মসভাসমূহের সম্পাদকগণের নাম, ধাম, জাতি, ও ঠিকানার প্রার্থনা করিয়াছি। ইতি

ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যাধ্যক্ষ। ঠিকানা, ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ "ধর্ম্মমণ্ডল" কার্য্যালয়। কলিকাতা।

বিবিধ।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট্।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ধর্ম্মমণ্ডলী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজ শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইত। অতএব হিন্দুসমাজের রক্ষাজন্য আপনাদের যত্নাতিশয়ে হিন্দুমাত্রেই উপকৃত থাকিল। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জিকা-বিভ্রাট্ও হিন্দু ধর্ম্মের বড়ই ক্ষতি করিতেছে, কেননা পঞ্জিকা হিন্দুশাস্ত্রের একটী শাখা। পরম্পর অনৈক্য এই সকল পঞ্জিকাগুলির মধ্যে আপনারা কোন খানীর অনুগামী জিজ্ঞাসা করিতেছি। আগামী ৺মহাপূজায় সপ্তমী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে" ১৪ই আশ্বিন বুধবারে ঘ ১১।২৭ মি; "গুপ্তপ্রেসে" ১৩ই বুধবারে ঘ ৬।৪৮।৫৫সে; ও "রুদ্র পঞ্জিকায়" ১৪ই বুধবারে ৪৩।৩৫ পল স্থির হইয়াছে। পরদিন ১৫ই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে" রাত্রি ঘণ্টা ১২।০৮ পতে; "গুপ্তপ্রেসে" ১৪ই রাত্রি ঘ ৭।৪০।৫২ সে গতে; ও "রুদ্র পঞ্জিকায়" ১৫ই রাত্রি ঘ ১২।৩৫ মিনিট গতে সন্ধির বলিদান। অন্যান্য পঞ্জিকাতেও এই রূপ

অনৈক্য আছে। এখন আমরা দাঁড়াই কোথায়? তাই আপনাদের নিকট কর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বাধিত করিতে আজ্ঞা হইবে। এইরূপ সঙ্কটে হিন্দুধর্ম্ম দাঁড়ায় কোথায়?

বিনয়াবনত
শ্রীব্রজনাথ সামন্ত।
বোকড়া।
পোঃ রায়না। বর্দ্ধমান।

আমরা মধ্যে মধ্যে এইরূপ পত্র পাইয়া থাকি, কিন্তু এ বিষয়টী অতীব গুরুতর সন্দেহ নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এই পঞ্জিকা বিভ্রাট সম্বন্ধে একবার আলোচনা হইয়াছিল এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত আজও একটু একটু আন্দোলন প্রবাহ চলিতেছে, ফলে কিছুই অবধারিত হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলীর এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য আছে। ধর্ম্মমণ্ডলী মোটে এক মাস যাবত্ই কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ে কিছুই আন্দোলন আলোচনা করার অবকাশ পান নাই। ধর্ম্মমণ্ডলী যে পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়া কিছু নির্দ্ধারিত না করেন, তাবৎ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই মতামত দিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা বলি যে, যে পর্য্যন্ত এই বিষয়ে বিশেষ কোন মীমাংসা না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত যাঁহার যে পঞ্জিকায় বিশ্বাস আছে, তিনি সেই পঞ্জিকা অনুসারেই আপন আপন ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করুন।

এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

আশ্বিন মাসের বেদব্যাস ৮ই আশ্বিন বাহির হইবে। আমরা প্রত্যেক গ্রাহকের পূর্ব্ব ঠিকানায়ই বেদব্যাস পাঠাইব, আমরা জানি এই পূজার সময় অনেক গ্রাহকই স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, অতএব নিজ নিজ পোষ্ট আফিসে এক খানি কার্ড দ্বারায় নূতন ঠিকানাটী জানাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আর কাহারও বেদব্যাস পাইতে অসুবিধা হইবে না। পূজার পর অনেকেই বেদব্যাস পাই নাই বলিয়া আমাদিগকে পত্র লিখেন, কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত করিলে, আমাদেরও দুই বার বেদব্যাস পাঠাইতে হইবে না! অতএব সকল গ্রাহকেরই যেন ইহা স্মরণ থাকে।

ধর্ম্মপ্রচার-বার্ত্তা।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রাবণ মাসের ২৩। ২৪। ২৫ সে এই তিন দিন পাবনা—তাড়াস গ্রামে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১ম দিনের বিষয়,—ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের মীমাংসা, পরিণামে উহাদের ঐক্য প্রতিপাদন। ২য় দিনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির একতা প্রতিপাদন। ৩য় দিনে ভক্তি জ্ঞানাদির উপায় এবং উপাসনা রহস্য। চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক দিনই অত্রত্য বহুতর গণ্য, মান্য ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইতেন এবং ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া, অনেকেরই পূর্ব্বকার অনেক কুসংস্কার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

১৩ই ভাদ্র ২৪ পরগণা—গুঁড়াতে একটী ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সভার আবশ্যকতা বিষয়ে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সভাতে ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

৬ই ভাদ্র—ইটালি, পদ্ম পুকুরে হরিসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের দিন শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া পশুও মনুষ্যের প্রকৃতি, বর্ত্তমান সময়ের অধঃপাত, মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই তিনটী বিষয় সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রাবণ মাসে কলিকাতা—চূনাপুকুরে শক্তি ও মুক্তি বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। এবং ৩১ সে শ্রাবণ কলিকাতা মাণিকতলা ধর্ম্মরক্ষিণী সভা গৃহে এক দিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয় ৩২ শ্রাবণ হইতে ৩রা ভাদ্র পর্য্যন্ত ক্রমে ৪ দিন খুলনা—ধর্ম্মরক্ষিণী সভা গৃহে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং খুলনা—ঘাটভোগ গ্রামে ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ৭ই হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত ৪ দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক স্থানেই বহুতর গণ্য মান্য লোক সমাগত হইয়া ইহার ব্যাখ্যা বক্তৃতা শ্রবণে ধর্ম্মভাবোপরক্ত হইয়াছেন।

শুভ-সংবাদ।

২৬শে ভাদ্র রবিবার কলিকাতা-চোরবাগানস্থ বিশ্ববৈষ্ণব সভার মাসিক অধিবেশন সমারোহের সহিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মাসে কটক ভগবদ্ভক্তিপ্রদায়িনী সভার উৎসব উপলক্ষে খুব ধুমধামের সহিত নানা প্রকার ধর্ম্মান্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবের সময় সহস্রাধিক লোক ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সভাতে সমবেত হইয়াছিলেন।

দিনাজপুর—ফুলবাড়ী। গত জন্মাষ্টমীর সময় অত্রত্য হরিসভায় শ্রীশ্রী নারায়ণ দেবের অর্চ্চনা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং নানা বিষয়ক বক্তৃতাদি হইয়া গিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি। বেদব্যাসের ক্ষতিতে ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি। হিন্দু হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি করান নিতান্ত অবিধেয়, তাহা অধিক করিয়া হিন্দুর নিকট লেখার প্রয়োজন নাই। আমরা বারম্বার এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তথাপি অনেকের জ্ঞানোদয় হইতেছে না দেখিয়া আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের সানুনয়ে গ্রাহকগণ সমীপে অনুরোধ যে, যাঁহাদের নিকট গত বর্ষের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহার দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, অথবা কাগজ লইতে ইচ্ছা না থাকিলে পত্রদ্বারা কাগজ বন্ধ করিতে আদেশ করেন। আর বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম দেয় হিসাবে যাঁহাদের নিকট প্রাপ্য, তাঁহারাও যেন অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। নূতন, পুরাতন সমস্ত গ্রাহকের পক্ষেই বেদব্যাস অসমর্থ পক্ষে দুই টাকা ন্যূনে দিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য আমাদের নাই। অতএব সকলেই যেন দুই টাকা করিয়াই মূল্য পাঠাইয়া দেন।

এবার হইতে আপন আপন প্যাকেটের উপরে যে নম্বরটী থাকিবে, তাহাই গ্রাহক নম্বর বলিয়া জানিবেন এবং বেদব্যাস সম্বন্ধে টাকা কড়ী চিঠী পত্র লিখিবার সময়ে অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যেক গ্রাহক ঐ নম্বরটী নিজ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে পত্রাদি দিবেন, নতুবা টাকা জমা বা পত্রের উত্তর দিতে আমরা পারি না, এবং সময় সময় গ্রাহকগণের সহিত টাকা কড়ী লইয়া গোলযোগ হয়। যিনি নূতন গ্রাহক হইবেন, তিনি পত্রে কি মণি-অর্ডারের কুপনে "নূতন গ্রাহক" এই কথাটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন। এখানে পত্রাদি বাঙ্গাল ভাষায় লিখিতে হইবে।

বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী-কার্য্যালয় আগামী ১০ই ভাদ্র হইতে ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া যাইবে, অতএব ১০ই ভাদ্রের পর হইতে বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী-সংক্রান্ত পত্রাদি যাহা কিছু উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রত্যেক কার্য্যেরই নূতন কোন বন্দোবস্ত [illegible] কিছু অধিক সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম, তাই আমাদের বেদব্যাসের এই নব উদ্যোগে, নব আয়োজনে, বেদব্যাসের অর্চ্চনায় ও কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় সভ্য পাঠকগণ অবগত আছেন,জগদম্বার অর্চ্চনায় যত কাল বিলম্ব, যত উপকরণের অভাব একমাত্র সপ্তমী পূজায় ঠিকই হইয়া থাকে, একবার কার্য্যের সুপ্রথা নিবদ্ধ হইলে, আর কোনই বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে পারে না। বেদব্যাসের অর্চ্চনার ভার পাঠকগণের প্রতি, পাঠকগণ যদি শীঘ্র শীঘ্র পূজার আয়োজন করেন, তাহা হইলে আমরা ও যথা সময়ে পূজা করিতে পারিব, তাই পাঠকগণের প্রতি একান্ত নিবেদন এই যে, তাঁহারা বর্ত্তমান সনের নিজ দেয় মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আপন কর্ত্তব্যতা প্রতিপালন করুন।

[illegible] কাহাকেও বেদব্যাস পাঠাই না, [illegible] বৎসরের প্রথমেই পত্রিকা প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় জানি না কে কি মনে করিয়া টাকা পাঠাইতেছেন না ; এই ভাবিয়া এবার সকলকেই পত্রিকা পাঠান গেল, আমরা অনুরোধ করি, আর যেন কাহাকেও টাকার জন্য তাগাদা করিতে না হয়। এবার যাঁহারা টাকা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন, আগামী বারে তাঁহাদের পত্রিকা আমরা পাঠাইতে পারিব না।

আর একটী নিবেদন এই যে, যাঁহাদের নিকট গত বৎসরের টাকা বাকী আছে, তাঁহারা শীঘ্র আপন আপন দেয় টাকা পাঠাইয়া স্বধর্ম্মানুরাগিতা ও উৎসাহিতার পরিচয় দিন। আর যেন আমাদের কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য নেয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৯। ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অথবা ধর্ম্মমণ্ডলী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহকারী সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মা]সিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। আশ্বিন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
দেবীস্তোত্র	... ...	৬৫।
অভ্রান্ত বাক্য	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী ...	৬৫।
জাতিভেদ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৯।
জগন্মায়ের আগমন চিন্তা ...	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৭৩।
৺শ্রীশ্রী দীপান্বিতা শ্যামাপূজা ব্যবস্থা	... ...	৭৯।
পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহার	... ...	৮০।
বিবিধ	... ...	৮০।

কলিকাতা

১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহনহড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ বেদব্যাস সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, যিনি বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন, তিনি অবশ্যই আলস্য এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এক খানি পোষ্টকার্ড দ্বারায় নিষেধ করিয়া পাঠান, নতুবা কেবল মাত্র কাগজখানি ফেরত পাঠাইলে কে ফেরত পাঠাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ শিরোনামটী কাগজখানি আফিসে ফিরিয়া আসিতে আসিতেই ছিঁড়িয়া যায়, খালি কাগজখানি আফিসে আসে, সুতরাং কার নামে পাঠান হইয়াছিল, কে ফেরত দিলেন, তাহা কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। পুনঃপুনই বেদব্যাস পাঠাইতে হয়। অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, আপনারা আলস্য করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি জনক কার্য্য করিবেন না।

অনেকে বেদব্যাস পাই নাই বলিয়া পত্র লিখেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া আবার আমাদের পাঠাইতে হয়, কিন্তু গ্রাহকগণ একটু অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিবেন, এবং পিয়নকে সতর্ক করিয়া দিবেন। আফিস হইতে কাহারও বেদব্যাস পাঠাইতে ভুল হয় না, ইহা নিশ্চয়।

১৫।২০ দিন পূর্ব্বে কোন এক গ্রাহক "গ্রাহক নম্বর ২১৫। কিম্বা ২১২" এই কথাটী মাত্র লিখিয়া একখানি ২৲টাকার মণি অর্ডার পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আলস্যে নামটী পর্য্যন্তও লিখিতে পারেন নাই। আমরা ইঁহার টাকা জমা করিতে পারি নাই। ইহার বিশেষ পরিচয় ভূধর বাবুর বাল্মীকি রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণ নাম ধাম জেলা ইত্যাদি লিখিবেন। প্রায়ই এইরূপ বিপদে আমাদের পড়িতে হয়। অতএব প্রত্যেক গ্রাহকেরই যেন প্যাকেটের উপরের নূতন নম্বরটী ও নাম ধাম লিখিতে বিস্মরণ না হয়।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদেবীস্তোত্রম্।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো!
নচাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পবং জানে মাত! স্বদনুসবণং ক্লেশহরণম্॥ ১॥
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিবহেণালসতয়া
বিধেযাশকাত্বাত্তব চবণযোর্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি! সকলোদ্ধারিণি! শিবে!
কুপুত্রোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ২॥
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি। বহবঃ সন্তি সবলাঃ
পবং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোহং তব সুতঃ।
মদীযোহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে।
কুপুত্রোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ৩॥
জগন্মাতর্মাত! স্তব চবণসেবা ন রচিতা
নবা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ৪॥
পরিত্যক্তা দেবান্ বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চা ... বিকনগনীতে ... সি।
ইদানীং চেন্মাত! স্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিবালম্বো ... স্যাদ জননি! ক ... শবণম্॥ ৫॥
শ্বপাকোজল্পাকোভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিবাতঙ্কোবঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকণকৈঃ।
তবাপর্ণে! কর্ণে বিশতি মধুবর্ণে ফলমিদং
জনঃ কো জানীতে জননি! জপনীয়ং জপবিধৌ॥ ৬॥
চিতাভস্মালেপো গবলমশনং দিক্‌পটধরো-
জটাধাবী কণ্ঠে ভুজগপতিহাবী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি! ত্বৎপাণিগ্রহণপবিপাটীফলমিদম্॥ ৭॥
ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি! সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি! জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ॥ ৮॥
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে! ত্বমেব যদি কিঞ্চনময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব! পরং তবৈব॥ ৯॥
আপৎসু মগ্নং স্মবণং ত্বদীয়ং করোমি দুর্গে! করুণার্ণবেশি!।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি॥ ১০॥
জগদম্ব! বিচিত্রমত্র কিং পবিপূর্ণা করুণাস্তে চেন্মসি।
অপরাধপরং পবাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্॥ ১১॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি! যথাযোগ্যং তথা কুরু॥ ১২॥

ইতি শ্রীমৎপবমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং দেব্যা অপরাধক্ষমাপনস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অভ্রান্ত বাক্য।

জীব অবিদ্যান্ধকাবে অন্তর্দর্শনে অক্ষম। ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহ্য দর্শনে পটু, অন্তর্দ্দর্শনে অন্ধ। জীব জ্ঞানেন্দ্রিযদ্বারা পাঁচটী বিষয়েব অনুভব কবিয়া থাকে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই ইন্দ্রিযগুলি কার্য্যকাবী হয। ঐ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। আমবা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ কবিলে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি কবিতে পাবি এবং তদ্বিষয়ে একরূপ নিঃসন্দেহ হইয়া থাকি। অনেক সময় আমাদের এরূপ কার্য্য উপস্থিত হয যে, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন, ও রসনেব বিষয় থাকিলেও ইন্দ্রিয়েব অসন্নিকর্ষ বশতঃ গোচব হয না। কোন স্থলে কোন ব্যাপার সংঘটন হইতেছে, ইহা দেখিলে ঐ ব্যাপারসম্পৃক্ত যাবতীয় আয়োজনের জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যত্র, তদ্রূপ আয়োজনের পূর্ণ বা অংশ রূপে সংগ্রহ দেখিলে, আমাদের মনোমধ্যে এরূপ স্থিব হয় যে, দৃশ্যমান আয়োজন-যোজনে সম্ভবতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপারই সম্পন্ন হইবে। কোন কোন স্থলে ঐরূপ আয়োজন দর্শনে পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপাবেব স্থিবতা দৃষ্ট হয়, কোন স্থলে উহার অন্যথাও হইয়া থাকে। কিন্তু একটী তত্ত্ব স্থির এইযে, ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষই কর, অথবা প্রত্যক্ষীভূত বস্তু দর্শনের অনুরূপ বস্তু দর্শনে কোন বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় কর, মূলে বৃদ্ধ ব্যবহার রহিয়াছে। জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া কোন বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পারে না,

জানিতে পারে না। এমন কি বস্তুর নাম, রূপ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞান ও উপদেশ সাপেক্ষ। যদিও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা রূপাদির জ্ঞান হইয়া থাকে, তথাপি তাহার নাম ও পূর্ণ তত্ত্ব উপদেশ সাপেক্ষ। বালকের চক্ষু সংযোগে রূপ প্রতীতি হয়, শব্দ কর্ণ কুহরে আসিলে, শব্দ গোচর হয়, কিন্তু তাহার পূর্ণ তত্ত্ব বোধ হয় না। বৃদ্ধ ব্যবহার ব্যতীত সে কিছু শিখিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ আবশ্যক। প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার বিজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসার ক্রিয়া চলিতেই পারে না। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যবহার বা শব্দ অধিক বা অল্প রূপে চিরকাল চলিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দৃঢ়-প্রত্যায়ক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে আবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্থির প্রতীতি কারক। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে অনুমান জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব "তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং" গোতমসূত্র। প্রত্যক্ষ হউক, অনুমান হউক, অথবা শব্দ হউক প্রত্যেকেরই ফল তত্ত্ব নির্ণয়। যদি নির্ণয় না হয়, তবে উহারা কার্য্যকারী হইল না অথবা উহাদের যথা যোগ্য যোজনা হয় নাই। যদি যোজনায় ভ্রম থাকে, তবে উহার সংশোধন হইতে পারে, আর যদি আদৌ যোজনা না হইতে পারে, তবে তত্ত্ব স্থির হইল না। দেখা যাইতেছে, অনুমান প্রত্যক্ষ-মূলক। প্রত্যক্ষাদি ব্যাপার ইন্দ্রিয়াধীন। ইন্দ্রিয়, রূপ, রসাদি বিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন প্রত্যক্ষাদি, ব্যবহারের বিষয় হয় না। অনুমানের অব্যভিচারী হেতু বোধ না হইলে অনুমান জ্ঞান, সত্য হয় না। একটী-গৃহে দুগ্ধ-পূর্ণ কটাহ, ভৃত্য তাহা স্বামীর অজ্ঞাতে গলাধঃ করিল। এক বিড়াল বাহির হইতে কিছু খাইয়া দুগ্ধ হীন কটাহ-সমীপে মুখ লেহন করিতেছে দেখিয়া, গৃহস্বামী তখন বিড়ালকে, দুগ্ধ নিঃশেষের কারণ স্থির করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল। ফলে নির্দ্দোষ বিড়াল গৃহস্বামীর অনুমান দোষে প্রাণ হারাইল। অতএব নির্দ্দোষ হেতু স্থির না হইলে অনুমান স্থির হয় না। আবার কোন স্থলে অপ্রত্যক্ষ অনুমান-হেতু নিরূপণে অপ্রত্যক্ষীভূত তত্ত্ব স্থির হইয়া থাকে। যেমন ইচ্ছাদি মনোব্যাপারদ্বারা আত্মার অনুমান হয়। কিন্তু অন্তরের এরূপ ইচ্ছাদি মনের বৃত্তিদর্শনে মনের সত্তা স্থির হয়। এখন ইহা একরূপ স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বিষয়ের আধার জড়পদার্থের তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, বাক্য মনের অগোচর, অশব্দ, অরূপ, অব্যয়, অস্পর্শ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত নহে; সুতরাং লৌকিক-ব্যবহার-তত্ত্ব-প্রকাশ-সমর্থ কোন ক্রিয়া দ্বারা পরম তত্ত্ব বোধ হয় না।

রূপাদি-বিষয়বদ্বস্তু প্রত্যক্ষ গোচর হয়, যাহার স্বরূপ রূপাদি বিষয়ময় নয়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তাহা অনুমানেরও বিষয় নহে।—কারণ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইলে অন্যত্র হেতু দর্শনে তাদৃশ বস্তুর অনুমান হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ, নিরুপাধিক, নিরবয়ব। সুতরাং লোক-চক্ষুর অবিষয়। এবং প্রকারে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও অবিষয়। অতএব অনুমানের ও বিষয় নহে। কোন কোন মনীষী, "যতইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিকে অনুমানের কর্ত্তব্যতা-সাধকোপদেশ স্থির করিয়াছেন। কেহ, ঘটাদি নির্ম্মাণ দর্শনে ঘটকর্ত্তার প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ মূলে, পৃথিবী কর্ত্তার অনুমান করেন। পৃথিবী জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থ মাত্রই সকর্ত্তৃক, অতএব পৃথিবীর কর্ত্তা আছে। এবংবিধ যুক্তির দার্ঢ্য থাকিলেও স্বরূপানুভব হয় না। কারণ ঘটকর্ত্তার সন্দর্শনে, পৃথিবী কর্ত্তাকে, ঘটকর্ত্তা হইতে অতি বৃহৎকায় এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। এবং উহা যে ঘটকর্ত্তৃ সদৃশ হস্তপদ ও শরীর বিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই অনুমেয়। তন্মধ্যে আবার যাহারা পরমাণুর নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া অণুসমবায়ে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি বলিয়া থাকেন এবং অণুর শক্তি আকর্ষণ প্রভাবে অণুর সংযোগ হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহারা একরূপ ঈশ্বর সত্তার বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিয়া থাকেন, কারণ নিত্য পরমাণুর উপর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। ঈশ্বরত্ব থাকিলেই তিনি পরমাণুকে বিনাশাদি ক্রিয়াধীন করিতে পারিবেন। পরমাণুর নিত্যত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে, তাহা হয় না। এইরূপ তর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত তত্ত্ব স্থির হয় না, কারণ নির্মূল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। বিশেষতঃ যাহা অচিন্ত্য, প্রকৃতির অতীত, তাহাতে নির্মূল তর্ক কোন রূপেই প্রসর প্রাপ্ত হয় না। মনে কর তুমি বুদ্ধি বলে তর্ক যোগে অচিন্ত্য তত্ত্বের যাহা অবধারণ করিলে, তোমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অধিকতর বুদ্ধি সামর্থ্যে সেই তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিল। তদ্রূপ তদধিক বুদ্ধিমান্ তন্নির্দ্ধারিত নব তত্ত্বের বিলয় সাধন করিয়া আর এক তত্ত্ব স্থির করিল; সুতরাং কিছুই স্থির হইল না। এই জন্যই ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। পূর্ব্ববৃত্ত অনুসন্ধান করিলেও ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা মূল-হীন তর্ক-যুক্তির উপর আস্থা নির্ভর করিয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নির্দ্ধারণে বুদ্ধির নিরতিশয় প্রাখর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্যাপি যাহাদের উপদেশাভ্যাসে তোমরা বিচার মল্ল হইয়া উঠিতেছ, তাহারা "অন্ধবৈনাশিক" অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, অতএব নির্মূল তর্কে বুদ্ধির প্রতিভা প্রকাশিত ও চালিত হইলেও তত্ত্ব স্থির হয় না। কদাচিৎ লৌকিকতত্ত্ব স্থির হইলেও অলৌকিক তত্ত্ব সমাধান হয় না। তাহা হইলে এখন উপায় কি? যাহা প্রত্যক্ষ হইবে না, অনুমানে ও স্বরূপাবধারণ হয় না, অথচ তাহা দেখিবার জন্য মন প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাঁহাকে বুঝিবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে, হৃদয় মন্দিরে দিবানিশি প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ হয়, চরণ-সরোজের অমৃত মধুপানের জন্য মানস-ভৃঙ্গ নিয়ত লোলুপ হয়, যথা সাধ্য সেবা করিবার জন্য হস্ত অগ্রসর হয়। মহিমা গুণ-গান জন্য মুখ যন্ত্র স্পন্দিত হইতে চায়। মন বুদ্ধি ঘুরিয়া ফিরিয়াও যাহার কিছু স্থির করিতে পারে না। যাহা সর্ব্বত্র বিরাজিত, যাহা রস স্বরূপ, যাহার প্রীতিচ্ছায়ায় জগৎ জীবিত, তাহার স্বরূপাধিগম হওয়ার উপায় কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাজ্ঞ মাত্রেরই হইয়া থাকে। আমরা প্রথমতঃ দেখিতেছি যে, যে তত্ত্ব, স্থির, অপ্রচ্যুত ও সর্ব্বত্রগ তাহার স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, তদভিজ্ঞ লোকের উপদেশের অপেক্ষা করে। কান্তার মধ্যস্থ মানব, লোকালয় সঙ্গতি লাভের আশায় অরণ্যানীর চতু-

দিক বিচরণ করিয়া পথ প্রাপ্ত হয় না। স্বচেষ্টায় কেবল ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়া কণ্টকবল্লরী জালে জড়িত হইয়া থাকে। যদি কোন বর্ত্ম-বিজ্ঞ তাহাকে উপদেশ দেয়, তবে অল্পায়াসে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে, সে স্থলে বর্ত্ম-বিজ্ঞের কথা অভ্রান্ত, অভ্রান্ত বাক্য বলে তাহার উদ্ধার হইল। আময়-গ্রস্থে শয়িত, দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তি ভিষকের বাক্য অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ভৈষজ্য সেবনে নিরাময় হয়। সংসারী সকলেই কোন অভ্রান্ত বাক্য অবলম্বন না করিয়া চলিতে পারে না। এই যে, জগতে নানা বিদ্যা, নানা বিজ্ঞান ও নানা কৌশল প্রচলিত, উহারও মূলে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য রহিয়াছে। এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত বিজ্ঞান-গর্ব্বিত অপরিণামদৃক্ বাবুদল "স্বাধীন চিন্তা" বলিয়া আস্পর্দ্ধা করিতেছেন, তাঁহারা যদিও মুখে "স্বাধীন চিন্তা" বলিয়া অভ্রান্ত বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন প্রয়াস করিতেছেন, উঁহারাও সম্পূর্ণ আপ্ত বাক্যাধীন। উহাদের, বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার, ভোজন বিহার, ধর্ম্ম-মত যাহা কিছু সমস্তই পাশ্চাত্য আপ্ত বাক্যাধীন। এতদ্দেশীয় আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় বাক্যে অভ্রান্ত বিশ্বাস রহিয়াছে। ঐ যে কথায় কথায় স্পেন্সার, "মিল" মূলর প্রভৃতি উপজীবন করিয়া থাকেন, উঁহারা কি তাঁহাদের আপ্ত নহে? উঁহাদের বাক্য কি তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না? অবশ্যই তাঁহারা তাদৃশ বাক্যাধীন, মুখে কেবল "স্বাধীন চিন্তা" বলিয়া থাকেন মাত্র। উহা অবিবেচনা বা শোণিতের উষ্ণতার ক্রিয়া মাত্র।

লৌকিক জ্ঞান সাধন জন্য লৌকিক আপ্ত বাক্য অভ্রান্ত এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলিও কার্য্যকারী। কিন্তু অলৌকিক তত্ত্ব জ্ঞানার্থ অলৌকিক অভ্রান্ত বাক্য প্রয়োজন। যদি ও নিরুপাধিক স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মরূপ সর্ব্বত্র হইলেও অবিবেক বশতঃ আমাদের উপলব্ধি হইতেছে না এবং উহা বাক্যের বিষয় নহে; তথাপি অলৌকিক অভ্রান্ত বাক্যের প্রয়োজন। ব্রহ্মমায়া বিম্বিত, মায়া-জবনিকায় আমাদের করণগুলি বহির্ম্মুখ। কিন্তু কোন রূপে তিরস্করিণীর অপসারণ হইলেই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপ বিভাসিত হইতে পারে। জলদজাল সমাচ্ছন্ন ভাস্বর অদৃশ্য হইলেও মেঘজাল বিদূরিত হইলে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াবরণ স্বয়ং অপসারিত হয় না, বাতাসে তাহা বিচলিত হয় না, অনলে দগ্ধ হয় না, কেবল বিবেকাসিদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই বিবেক বিকাশ ও মায়া বিনাশ জন্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তদুপদেশক অভ্রান্ত বাক্য থাকা ও কর্ত্তব্য। সেই অভ্রান্ত বাক্য কি, তাহাই এখন লিখিত হইতেছে।

লৌকিক ও দৃষ্ট বিষয়ে তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ অনেক সময়ে লোকের কথা অভ্রান্ত। কিন্তু অদৃষ্ট বিষয়ে লোকবাদ সর্ব্বাংশে অভ্রান্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ লোকগণ ভ্রম প্রমাদসঙ্কুল; সংসারী মনুষ্য স্বার্থবশে স্বার্থানুরূপ বচন রচনা করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ লোকবাদ অভ্রান্ত হইতে পারে না। যদিও কাহাকে কোন অভ্রান্ত বাদ প্রচার করিতে দেখা যায়, তাহাও অভ্রান্ত বাক্যানুমোদিত হইয়া সত্য হয়। মূল একটী অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত কোন রূপেই অদৃষ্টতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। কাহার সাধ্য আছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিজে নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে? ইহা সকলেই জানেন যে, যে, যে ব্যবসায়ী সে তদ্বিষয়ে অনেক তত্ত্ব বিকাশ করিতে সমর্থ। অতএব ধাম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। আবার ধার্ম্মিক হইতে অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কোন অভ্রান্ত বাক্যশাসনে শিষ্ট হইতে হইবে। সেই অভ্রান্ত বাক্য জগতে বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন বেদ অভ্রান্ত কেন, তাহা সংক্ষেপতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে।

বেদ অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় ও নিত্য, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। একমাত্র পরমেশ্বর জগতের স্রষ্টা। স্রষ্টা মায়াময়। মায়া প্রতিবিম্বিত-ব্রহ্ম জগৎ সৃজনে সঙ্কল্প করিলেন। ঐ সঙ্কল্পকে অভিধ্যান বলে। অভিধ্যান কালে জগদাকার যাহা হইবে, তাহাদের নাম ও রূপ প্রভৃতি স্থির করিয়া ক্রমশঃ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। জগৎ রক্ষার জন্য উপদেশ প্রয়োজন। সেই উপদেশ প্রচলন, ও প্রজা সন্ততির জন্য অধিকারী ঋষিসমূহের ও প্রজাপতি সমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল। যে কারণে ব্রহ্মাদির আবির্ভাব, সেই কারণে বেদের ও আবির্ভাব। ব্রহ্মাকেও বেদাধীন হইয়া বেদশব্দ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল এবং বেদ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মাই বেদ প্রকাশক, অথচ বেদাধীন। আমরা যেমন বিনা প্রযত্নে নিশ্বাসাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, বেদও তেমন মহাপুরুষের নিশ্বসিত রূপে আবির্ভূত। ইহাতেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব। লৌকিক গ্রন্থজাত লোকের মানস সম্ভূত। বেদ কাহারও মনঃ কল্পিত নহে। ব্রহ্মা বেদের স্মর্ত্তা, কিন্তু কর্ত্তা নহে। বেদ সর্ব্ব বিদ্যার আকর; অতএব বহুবিস্তৃত। এজন্য বেদকে শব্দব্রহ্ম বলে। ইহা প্রতি কল্পেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন থাকে। জনলোকে ঋষিগণ বিরাজিত। সৃষ্টি সময়ে তাঁহারা ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া উহার প্রচার করেন। ব্রহ্মাকেও বেদাধীন হইয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। ইহা কেবল শাস্ত্রোপদেশ নহে, লৌকিক যুক্তিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইতে পারে। আমরা যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্ব্বে তাহার অবয়বাদির চিন্তা করিয়া থাকি এবং তাহার সৌকার্য্য সাধন কার্য্য নির্ব্বাহের উপায়গুলিও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি। পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। জগৎ স্রষ্টা আমাদের মত চিন্তাধীন নহেন। কিন্তু জগৎ সৃজনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাহার আকার প্রকারাদিও মনে স্থির করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং পূর্ব্বকল্পানুরূপ জগৎব্যাপার নির্ব্বাহার্থ প্রথমাবির্ভূতদিগের অন্তরে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কীটাণুকীট হইতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সুনিয়ম যত্নে যন্ত্রিত। এই নিয়ম বিধি বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যতীত কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। এবং জগতের সার ভূত প্রাণী মনুষ্যই প্রাণী সমূহের প্রধান। মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক সুখাদির জন্য উপদেশ প্রচার স্রষ্টার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাই বেদের আবির্ভাব প্রয়োজন। বেদই অভ্রান্ত অপৌরুষেয় মহাবাক্য। আর্য্যগণ বেদকেই মূলবাক্য স্থির করিয়া তদধীন, অথবা তদ্বোধক শাস্ত্রাদি শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিববাক্যও বেদানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেদ বিরোধীকে পাষণ্ড বলে। বেদ

বিরুদ্ধ বাক্য সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। কোন শাস্ত্রই বেদানুমোদিত না হইলে গ্রাহ্য নহে। স্মৃতি বেদার্থের স্মরণ। পুরাণ ইতিহাসাদি আখ্যায়িকার বেদতত্ত্ব প্রচার করিতে বদ্ধ পরিকর। প্রাকৃত জনগণের বেদোপদেশ জন্য পুরাণ ইতিহাসের সৃষ্টি। এইরূপ যত আলোচনা করিব, দেখিতে পাইব, শাস্ত্রগুলি বেদান্তবচনে দণ্ডায়মান। ধর্ম্মের সাধনা চাও বেদ তাহার উপদেষ্টা ব্রহ্মপদ বিজ্ঞাত হইয়া যাবতীয় কৃতকৃত্য সফল করিতে চাও, এবং বেদই তাহার আশ্রয়। পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া হৃদয়ে তৃপ্তি বাসনা থাকে, বেদের শরণ লও। ব্রহ্ম যেমন কথা তথা যেন তেন প্রকারেণ আবিল অন্তরে পূর্ণ প্রকাশ হন না, বেদবিজ্ঞানও তেমন আচারও শ্রদ্ধাবিহীন বিষয়-মদিরামত্ত স্বার্থপর কলুষিতান্তঃকরণে বিকাশিত হন না। পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং শব্দব্রহ্মও আচারহীন বিষয় নিরত ইন্দ্রিয়সেবীর অন্তঃকরণে প্রতিভাত হন না। ইহা কস্মিন্ কালে হয় নাই, হইতেও পারে না। যাহার তত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেবগণ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সংযত চিত্তে তপোনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর সাধনায় পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন আমিষসেবীর তমসাচ্ছন্ন অন্তরে প্রতিভাত হইতে পারে না। এই সকল কারণে অভ্রান্ত বাক্য বেদমহিমা অনায়াসে প্রকটিত হয় না। প্রত্যুত বিরুদ্ধ তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইয়াই আজকাল যাহারা ইউরোপীয় ভাষাও রীতিনীতি শিক্ষা করিতেছেন, তাহারা বেদ-বাদ প্রচারে অনর্থক সময়াতিপাত করিতেছেন। বেদকে তাহারা অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ইউরোপীয় লৌকিক বাক্যাবলীকে অভ্রান্ত বোধে গলাধঃ করিতেছেন। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, তাহারা বেদ শিক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বেদ শিক্ষার উপযোগ ও অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। তৃতীয়তঃ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য-বি[illegible] ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তদনুরূপ, অথবা [illegible] পথিক। চতুর্থতঃ অপূর্ণ দর্শনে দৃষ্টি। পঞ্চমতঃ জগৎ[illegible] পরমেশ্বরকে বিসর্জ্জন দিয়া অযথা অনুমানে [illegible] শ্রদ্ধা ভক্তির হীনতা। সপ্তম গুরূপদেশলাভে পরাঙ্মুখতা ও অপ্রয়োজন বোধ। অষ্টম বর্ত্তমান সময়ে পল্লব গ্রাহিতা[illegible]। নবম বিবর সেবাই প্রধান [illegible] পরকালে সম্পূর্ণ অনাস্থা। উল্লিখিত কারণগুলি বর্ত্তমান বিদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচুররূপে বর্ত্তমান, এই জন্য তাহারা প্রকৃত তত্ত্ববোধ ও নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ, অথচ বিজ্ঞতার ভান করিয়া অনধিকার চর্চ্চায় বদ্ধকটি। বেদাদি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথচ তাহার কথা বলিতে সতত ব্যগ্র। তাহাদের অকিঞ্চিৎকর বচন রচনায় যাহারা বিমুগ্ধ, তাহারা বলিয়া থাকেন, উহারা ঘরে ঘরে বেদ পড়িয়াছেন। বেদ তেমন নয় যে, নিজে নিজে ঘরে উহার অধ্যয়ন হইতে পারে। ইউরোপীয়গণ এ দেশীয়দিগের নিকট যাহা তাহা শুনিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাহাদের মূল। দুই এক কথা ঘুর ফের, করিয়া তাহারই আলোচনা। ইউরোপীয় দর্শনগুলি অসম্পূর্ণ ঈশ্বর বিহীন ও সামঞ্জস্য বিহীন। তৎপ্রথাচালিত হইয়া ইহারা বলিয়া থাকেন,—জগৎ ক্রমশঃ সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং প্রাকৃতিক ঘটনাভীত আর্য্যগণ [illegible]বাসনা বেদে বিস্তার করিয়াছেন। ইহার কোন যুক্তি [illegible] কেবল অযথা অনুমান এবং ইউরোপের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া এবম্বিধ অনুমানের উৎপত্তি। ইউরোপের সভ্যতা মূল আপনা আপনি হয় নাই। পরের সভ্যতা দর্শনে হইয়াছে এমন কি তাহাদের ধর্ম্মযাজনা পর্য্যন্ত আসিয়া হইতে পরিগৃহীত। সভ্যতার মূলই ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন মানব কদাপি সভ্য নহে। ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারক খৃষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। ধর্ম্মপ্রচারে যেমন ঈশ্বর প্রেরণার প্রয়োজন, তেমন সভ্যতাদিরও প্রচারে ঈশ্বর প্রেরণার প্রয়োজন, সুতরাং পূর্ব্ব আদশ ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া অভ্রান্ত বাক্য বেদপ্রচার করিয়াছিলেন, ইহা অলৌকিক হওয়ার কারণ নাই। যদি বল খৃষ্ট ঈশ্বর প্রেরিত স্বীকার করি না, কিন্তু তাঁহার সত্যোপদেশ গ্রহণ করি-মাত্র। মানুষের সত্যগ্রহণ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে পারে, তাহাও দৃষ্ট বিষয়ে। কিন্তু অদৃষ্ট বিষয়ে, সত্য গ্রহণ ক্ষমতা দেহাত্মবাদী অথবা তাদৃশ অযথাবাদীর নিকটে কোনরূপেই প্রকাশিত হয় না। আমরা প্রথম বলিয়াছি নির্মূল যুক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না, কিন্তু অভ্রান্ত বাক্যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী জনগণ উহার অনুধাবনা একেবারেই করেন না, ইহাও দেখা একান্ত কর্ত্তব্য যাহারা ধর্ম্মজগতে অদ্বিতীয়, বিষয়বিরহিত হইয়া নিয়ত লোকহিত চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, কোন দিন যাহা মনেও ভাবেন নাই, সেই "জড়ভাব, বেদবিজ্ঞান" ইহা প্রকাশ করা একান্ত ধৃষ্টতা ও অনভিজ্ঞতার ব্যঞ্জক। ধন্য সাহস!! অথবা যে জানে না, তাহার সাহস থাকা বিচিত্র নহে।

অন্যান্য দেশে যে সকল গ্রন্থ অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য তাহা আধুনিক ও পৌরুষেয়। পৌরুষেয় হইলেও তাহারা উহা অপৌরুষেয় করিবার জন্য ঈশ্বর দত্ত বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বলা যাইতে পারে যে, অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত অদৃষ্ট তত্ত্ব স্থির হয় না, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কেবল যাহারা বিত্ত মোহে মুগ্ধ, দেহাত্মবাদী, তাহারাই উহার অপ্রয়োজন মনে করিবেন। অপ্রয়োজন মনে করিলেও লৌকিক তত্ত্ব নিরূপণে তাহারা অভ্রান্ত বাক্যাধীন হইয়া থাকেন। অদৃষ্ট তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত বাক্যও স্বীকার করেন না। যাহারা বৈনাশিক তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পরমেশ্বর নাই, অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্যও নাই। কিন্তু তাঁহারা যাহা না করেন, এই নিষেধ তত্ত্বের ও সাক্ষী আত্মা, আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্পূর্ণ অবিবেক বশতঃ প্রত্যক্ষীভূত আত্মা নিরস্ত করিতে যাওয়া একান্ত অবিবেক ও লজ্জার বিষয়। যাহারা মতিমান্, আস্তিক, পরকাল সুখের জন্য কম্মপর, তাহারা অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত এক পদ ও চলিতে পারেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধে 'তিনি প্রথমেই অভ্রান্ত বাক্য বেদ উদ্ধার করিয়া ছিলেন। বেদ ব্যতীত ভিন্ন দেশে যাহা অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া চলিত, তাহার আবশ্যকতা নাই। কারণ সময়ে সময়ে লোকের মঙ্গলের জন্য অবতারের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু অভ্রান্ত বাক্য প্রকাশের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। বরং অভ্রান্ত বাক্য বেদের রক্ষা ও উদ্ধার জন্য অবতার

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। বেদ ভিন্ন অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য আর নাই। প্রত্যেক দেশেই দেখা যাইতেছে যে, অভ্রান্তবাক্য ব্যতীত আর কেহই ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ প্রদানে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু কেবল এক বেদ ব্যতীত অন্যান্য দেশীয় প্রত্যেক অভ্রান্ত বাক্যেরই কর্ত্তা প্রকাশিত আছে, বেদের কেহ কর্ত্তা নাই। আসুর-প্রকৃতি মানবগণ বলিয়া থাকেন,—বেদ ঋষিপ্রণীত ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যে ঋষিকে যে মন্ত্রের রচয়িতা বলিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহার পূর্ব্বেও যে তন্মন্ত্র ছিল, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। যেমন গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র। গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র হইলে তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বশিষ্ঠাদির উপনয়ন হইয়া ছিল না, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অতএব যে মন্ত্রের যে ঋষি, সে তাহার রচক, ইহা মূর্খের বিচারণা। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাষণ্ড জনগণের বাক্য একান্তই অলৌকিক, সুতরাং হেয়। আবার আজ কাল দুই একটা বাবু উপন্যাসের অনুরাগ রচনা বিরত হইয়া অদ্ভুত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁদের মতে বেদ অসার গ্রন্থ, যে হেতু তাহাতে ভক্তিতত্ত্ব নাই। যাহার অন্তরে ভক্তির লেশ নাই, কোনরূপ ভজনা যাহার সীমায়ও উপস্থিত হয় না, ভক্তি স্বরূপ ও বেদবিজ্ঞান হইতে যিনি সুদূরে অবস্থিত, যিনি উপক্রম উপসংহার জ্ঞান বিহীন হইয়া, কবিবরের শিরশ্ছেদনোদ্যত-অর্জ্জুনসমীপে ভগবদুক্তি 'ধারণাত্মম্' এই বাক্যের দোহাইত অর্থ বিস্তারে বদ্ধপরিকর, তাঁহার এরূপ প্রলাপোক্তি ও সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। যাহারা পরকালের স্বর্গাভিলাষী, ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়াসী, তাহারা অবশ্যই অনাদি অপৌরুষেয় বেদ মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা কেবল ধন যৌবনমদে উন্মত্ত, তাহাদের অদৃষ্টে বেদ নাই, তাহারা কেবল লৌকিক অভ্রান্ত বাক্যে নির্ভর থাকিবে।—

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিত কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, "জীবের ক্রমোন্নতি-প্রণালী-সম্বন্ধে। গুরুদেব! আমি এখনও অনেক কথা বুঝিতে পারি নাই। শূদ্র কিরূপে কীটত্ব প্রাপ্ত হইল, ও কীট জন্ম হইতে কিরূপেই বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইল, এ সকল তত্ত্ব আমি এখনও ভাল রূপে বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। বৎস! আমি তোমাকে ভগবানের "সৃষ্টিতত্ত্ব" সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি। তুমি একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত আপনার কথা শুনিতেছি।

গুরু। বৎস! ঐ যে অসংখ্য অসংখ্য তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ ও পুনরায় প্রকৃতিতে লীন হইতেছে, দয়াময় ঈশ্বর ইহাদিগকে বৃথা সৃষ্ট করেন নাই। এ সকল সৃষ্টির অতি নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উদ্ভিদ্ ও চক্ষের অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত প্রাণীমাত্রেরই এক মাত্র লক্ষ্য কি? জীব মাত্রেরই একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্মজীবনে চরম উন্নতিলাভ করা, অথবা মোক্ষলাভ। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব, ইহাই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর (মনুষ্য ভিন্ন) যে সমস্ত শক্তি বা বৃত্তি আছে, সেই সকল শক্তি বা বৃত্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহারা অধ্যাত্ম জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কারণ, যে সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য ঈশ্বরে লীন, অথবা অধ্যাত্ম জগতে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে, উদ্ভিদ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীতে সে সকল বৃত্তি নাই। তবে কি ইহারা ধর্ম্ম-জগতে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না? ঈশ্বর যে প্রণালীতে ও যে উদ্দেশ্যে ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেই, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, ইহারাও ধর্ম্মজীবনে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছে। ঐ কুকুর, শৃগাল, বানর, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ, ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতীয় কীট, পতঙ্গ, নানাজাতীয় সর্প, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি প্রাণীগণ ও উদ্ভিদেরা বলিতেছে, হে প্রভো দয়াময়! আমাদিগকে তুমি এত অসংখ্য অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্ট করিয়াছ কেন? মনুষ্যের ন্যায় আমাদিগেরও ধর্ম্মজীবনে উন্নতিলাভ করিতে যে সকল শক্তি বা বৃত্তির আবশ্যক, তাহা দেও নাই কেন? দয়াময়! আমরা কি পাপে এই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ্ ইত্যাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা তোমারই সন্তান, দয়াময়! তুমি আমাদের প্রতি এত অবিচার করিয়াছ কেন? ইত্যাদি। দয়াময় ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের আক্ষেপ উক্তি শ্রবণ করিয়া কি বলিতেছেন, শুন।—তিনি বলিতেছেন, বৎসগণ। আমি তোমাদিগকে বৃথা সৃষ্ট করি নাই। তোমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া এক সময়ে আমাতে লীন হইতে পারিবে। কিন্তু দুই এক জন্মে পারিবে না, কোটি কোটি বার জন্মগ্রহণ ও জন্মপরিবর্ত্তন হইয়া যখন তোমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি, অর্থাৎ উন্নতবৃত্তিগুলি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিবে ও মনুষ্যজাতিতে আবার শূদ্র ইত্যাদি জাতি লাভ করিয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণ জন্মলাভ করিতে সক্ষম হইবে, এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ক্রমে আমাতে যাইয়া লীন হইবে। বৎসগণ! তোমরা মনুষ্য জাতির ধর্ম্মজীবনের উন্নতিলাভের বৃত্তিগুলি দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিও না, তোমরাও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্য জন্ম ও পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ঐ যে বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতায় সমারূঢ় নানাপ্রকার মানবজাতি (আর্য্যবংশ ব্যতীত) দেখিতেছ, ইহারাও ঐ অতি ক্ষুদ্র জন্ম হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছে। তোমাদিগকে, নানাজাতিতে নানাশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাও ক্রমে ক্রমে উন্নত বৃত্তিগুলি লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবে। প্রাচীন

হিন্দুরা আমার সৃষ্টির নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াই, আমার নিকট প্রার্থনা করিতেন "হে দয়াময় ঈশ্বর! আমি চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই মানব জন্ম পাইয়াছি এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম মধ্যে আবার দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো! আর যেন আমার যোনি ভ্রমণ করিতে না হয়, এই ব্রাহ্মণ-জন্মেই যেন তোমার চরণে যাইয়া লীন হইতে পারি।"

বৎস! এখন "বেদব্যাস ও কীট সংবাদে" যাহা বলিয়াছি, তাহা একবার স্মরণ কর। কীট এই রূপেই কীট জন্ম হইতে দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণজন্ম হইতে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম, কি দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াও পুনরায় কীটত্ব প্রাপ্ত হয় কেন?

গুরু। এখন দেখ, কত জন্মজন্মান্তরীয় চেষ্টার ফলে অথবা কত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তুমি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন মনুষ্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক না কেন, তুমি যদি ক্রমে ধর্ম্মজীবনে উন্নতি না কর এবং কেবল পশু বৃত্তি গুলিরই চালনা কর, তবে তুমি পশু বা কীট যোনিতে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিবে না কেন? এদিকে যেমন ক্রমে উন্নতি হইতেছে, ওদিকেও অধোগতি হইতেছে।

শিষ্য। উদ্ভিদ্ হইতে কীট, কীট হইতে পশু, পক্ষী, পশু পক্ষী হইতে যে, মনুষ্য জাতির পরিণতি হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? এ ভিন্ন বৃত্তিগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে জীবের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠনেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহারও কোন প্রমাণ আছে কি?

গুরু। উদ্ভিদ্ হইতে যে কীট জন্মে, ইহা সচরাচরই প্রত্যক্ষ করা যায়। তুমি এক জলপূর্ণ পাত্রে উদ্ভিদ্ দ্রব্য রাখিয়া দেও, ৮।১০ দিন পরে দেখিলে, ঐ পাত্রের জল অল্প আছে দেখিতে পাইবে। উহার ১।১ বিন্দু জল লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র-দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, অসংখ্য অসংখ্য কীট আনন্দে বিচরণ করিতেছে। উদ্ভিদ্ পচিয়া ক্ষুদ্রকীট জন্মে, ইহা সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে।

মৎস্য শ্রেণীর মধ্যে কচ্ছপ ও শাকুশ মৎস্যের বিষয় তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে এসম্বন্ধে অনেকটা বুঝিতে পারিবে। কারণ এই দুইটি জীব তুমি সর্ব্বদাই দেখিয়া থাক। দেখ কচ্ছপ, মৎস্যের ন্যায় জলে থাকে, সাঁতার দেয়, অথচ পশু জাতির ন্যায় পুচ্ছ ও পা আছে। ইহাদের মাংস ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির গঠন অনেকটাই পশুর মত। অথচ দেখ ইহাদের গাত্রের আবরণ না মৎস্যের মত, না পশুর মত। শাকুশ্ মৎস্য (পূর্ব্বে বসিরহাটবাজারে এই অপূর্ব্ব জীব পাওয়া যায়) দেখিতে পদ্মপত্রের ন্যায়, মুখ পেটের মধ্যস্থানে, পা নাই, চর্ম্ম শৌল, গজার মৎস্য হইতে কঠিন ও কর্কশ, অনেকটা গুঁই সাপের মত। শাকুশ মৎস্য অনেকটা মৎস্যের প্রকৃতি, অনেকটা পশু প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মৎস্য হইতে শাকুশ মৎস্য, শাকুশ মৎস্য হইতে কচ্ছপ, কচ্ছপ হইতে পশু জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়।

মৎস্য জলে বাস করে, সাঁতার দেয়, তিমী মৎস্যের ঐ সকল লক্ষণ আছে, কিন্তু অনুসন্ধান লইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৎস্যের হৃদয়ের বা রক্তাধারের যেমন দুইটী মাত্র কোটর আছে, তিমীর সেরূপ নহে; গো, ছাগ ইত্যাদির ন্যায় ইহাদের হৃদয়ের ৪টী কোটর আছে। মৎস্যের রক্ত শীতল, কিন্তু তিমীর রক্ত উষ্ণ। মৎস্য কানাসী দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু তিমীর গো মেষাদির ন্যায় ফুসফুস আছে। মৎস্য অণ্ড প্রসব করে, তিমী শাবক প্রসব করে, স্তনদান করে ও যত্নে শাবক লালন পালন করে।

যে চিঙড়ি মৎস্যকে আমরা সর্ব্বদা মাছ বলিয়া জানি। তাহাকে কীট শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। আবার দেখ বাদুড় পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়, ফলাদি আহার করে, বৃক্ষে থাকে, কিন্তু বাদুড়কে পক্ষী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না, কারণ কুকুর, বিড়াল, মনুষ্য প্রভৃতির ন্যায় উহারা শাবককে স্তন দান করে, আর পক্ষী যেমন অণ্ড প্রসব করে, ইহারা সেরূপ করে না। তুমি, পক্ষীর ন্যায় উড়িতে পারে, এমন মৎস্যের নাম বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। এইরূপ বানর, উল্লুক প্রভৃতি প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি কথকটা পশুর মত ও কথকটা মানুষের মত দেখিতে পাইবে। ফলতঃ প্রাণী কি উদ্ভিদ্ জগতের মধ্যে এইরূপ মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে। জীব যে ক্রমে উন্নত হইতেছে, তাহাও এ সকল দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায়।

শিষ্য। জন্মান্তরবাদের ভিত্তি কি?

গুরু। "জন্মান্তর-বাদের ভিত্তি আত্মার অবিনশ্বরত্ব। জীবাত্মা না থাকিলে অহংজ্ঞান হইতে পারিত না। অনুভূত জ্ঞান স্বীকার করিতে অনুভব কর্ত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি একবার মাত্র অনুভব কর্ত্তা এক জনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে তাহার অবিনশ্বরত্বও অবশ্যই মানিতে হইবে। জগতের কোন পদার্থেরই নূতন ভাবে উৎপত্তি কি ধ্বংস দেখা যায় না। যাহা আছে, তাহা চিরদিনই আছে, আর যাহা নাই তাহা কখনও হইবে না। যতগুলি পরমাণুদ্বারা এই জগৎ গঠিত হইয়াছে, সেগুলি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। পরমাণু নিত্য, তবে রূপ কেবল অনিত্য। বস্তুর রূপ ও নাম মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহ সংসারে যাহা কিছু আছে সমস্তই গতিশীল, আর এই গতি হেতুই পরমাণুর সর্ব্বদা অবস্থান্তর হইতেছে, অবস্থান্তর হেতু রূপ আর নাম মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ফলতঃ কোন দ্রব্যের নূতন উৎপত্তি কি ধ্বংস হইতেছে না। জড় বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে, জীবাত্মা সম্বন্ধেও এই যুক্তি অবলম্বিত হইতে পারে। সর্ব্বত্রই সুনিয়ম, সু ব্যবস্থা; নৈতিক নিয়ম, বহির্জাগতিক নিয়ম পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে—একাধারে সহোদরের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে।

বৎস! এই যে কত শত কৃমি কীট-জন্ম পার হইয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিতে মনের প্রত্যক্ষীভূত-স্মৃতি অনুমোদিত প্রমাণ কি নাই? প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে পশুভাবটুকু অল্প বেশী বিদ্যমান আছে। অরণ্যে যত পশু, সবগুলি মনুষ্য মধ্যে বিদ্যমান। যিনি যত বেশি জন্ম পার হইয়াছেন, তাঁহার পশু ভাব তত হ্রাস হইয়াছে। এইরূপ

জীব জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর সম্মুখীন হইতেছে। যোগীগণ ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু আমাদের সে শক্তি নাই। সুতরাং জন্মান্তর সম্বন্ধে যুক্তি দ্বারাই মীমাংসায় পৌছিতে হইয়াছে। ডারুইন বহির্জগতে ক্রম বিকাশ দেখাইয়াছেন, নানাবিধ অবয়ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্য জাতি বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেখ বৎস! মাতার উদরে সন্তান প্রথমতঃ উদ্ভিদের মত, তৎপর সর্প মৎস্য ইত্যাদির আকারে আসিয়া, ইহার পরে শার্দ্দূল, কুকুর ছানা কি মর্কটের আকার অতিক্রম করিয়া, শেষে মনুষ্য শিশুর অবয়বের ছাঁচ ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন—জীব, সৃষ্টিরাজ্যে এক ছাঁচে ঢালা। বৃক্ষ ভূসংলগ্ন মনুষ্য, মৎস্য সন্তরণশীল মনুষ্য, পক্ষী উড্ডীয়মান মনুষ্য---এই ভাবে এক মনুষ্য জগতই জগন্ময়। মনুষ্য আকার সেই জীব দেহ উদ্গমের চরম স্ফূর্ত্তি। যদি বাহিরের এই কথা প্রমাণ করিলে, তবে অন্তর্জগতের একথা মানিতে চাও না কেন? এক মন, তাহারই বিকাশ করার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ড। বীজ হইতে যেরূপ অবস্থাচক্রে বিশাল কাণ্ডাদি বিশিষ্ট বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, কৃমি কীট হইতে ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া সূক্ষ্ম মনই অবশেষে পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার মানব জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বীজে যেরূপ বিশাল বটবৃক্ষের উপকরণ নিহিত থাকে, সেইরূপ কৃমিকীটেও দিগন্ত প্রসারিণী অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রাক্ উদ্গম নিহিত রহিয়াছে।

বৎস! নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে—এই তরঙ্গময়ী জীবন লহরীর শত ঢেউ বাশির উত্থান-পতন মধ্যে-রূপান্তরের মধ্যে, এক সত্য নিশ্চয়---"তুমি নিত্য"। সেই তুমি যদি নিত্য পদার্থ হইলে, তবে এই দেহ গ্রহণের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে, এখনও আছ, পরেও তুমি থাকিবে। এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ২।১টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তোমায় শুনাইতেছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২।২২॥

ভাবার্থ—যেমন লোকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র সকল পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

> "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২॥ ১৩।

ভাবার্থ—দেহাভিমানী জীবের এই স্থূল দেহে যেমন শরীর বিষয়ক কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি হয়, স্বরূপতঃ তাহা জীবের হয় না, এবং সেই সকল অবস্থার মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা নাশের পর অপর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেও সংস্কার বশতঃ সেই আমি এমত জ্ঞান থাকে, তদ্রূপ জীবের এই স্থূল দেহ নষ্ট হইয়া লিঙ্গ শরীর দ্বারা দেহান্তর প্রাপ্তি হইলেও তাহাতে আত্মার নাশ হয় না।

শিষ্য। ইংরেজ জাতিরা জগতে শ্রেষ্ঠ, উন্নত, ও সভ্য বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই পরিচিত। ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা জাতিভেদ মানেন না কেন? যদি জাতিভেদই ধর্ম্মের উন্নতির সর্ব্ব প্রধান উপায় হইত, তবে ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা জাতিভেদ না মানিয়াও এত উন্নত জাতি কিরূপে হইলেন?

গুরু। ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা যে, ধর্ম্ম জীবনে হিন্দুদের অপেক্ষা উন্নত, এই বিশ্বাস তোমার কিসে হইল? "ধর্ম্ম জীবনে উন্নত" কাহাকে বলে, বোধ হয় তুমি এখনও তাহা বুঝিতে পার নাই। এ সম্বন্ধে অধিক কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তুমি একবার প্রাচীন ভারতের সেই শুকদেব, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, নারদ, অত্রি, গৌতম, পরাশর, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ; জনক, বিশ্বামিত্র, ভৃগু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির, দেবব্রত ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি দেবতুল্য মহাপুরুষগণ বর্ত্তমান সময়ের ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, যোগীবর ত্রাটক (মাদ্রাজ), ভূকৈলাসের বিখ্যাত যোগীবর, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ ধর্ম্মজগতে যে উন্নত স্থান লাভ করিয়া গিয়াছেন ও এখনও যাঁহারা ধর্ম্ম জীবনে উন্নত স্থান লাভ করিয়া ভারত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তুমি ইংরেজ প্রভৃতি জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে ঐ সকল দেবতুল্য মহাপুরুষদিগের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে তুলনা করিতে পারে, এমত ২।১টি ম্লেচ্ছের নাম উল্লেখ করিতে পার কি? ইংরেজ প্রভৃতি জাতির আদর্শ পুরুষ যীশুখৃষ্ট। সূক্ষ্মভাবে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, এ দেশের এক জন ভক্ত (মহাত্মা প্রহ্লাদ) অপেক্ষা যীশুখৃষ্ট ধর্ম্ম জীবনে বড় বেশী উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়না। বৎস! একবার জাতীয় ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও রীতি নীতিগুলির নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, হিন্দুরা ধর্ম্ম জীবনে কত উচ্চ স্থান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

শিষ্য। আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ হিন্দু জাতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন ২য় হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে কি?

গুরু। হিন্দু শাস্ত্রে বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব লিখিত আছে, আমি সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি। প্রথমতঃ ভগবান মনু কি লিখিয়াছেন, দেখ। তিনি লিখিয়াছেন

> "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ হেতু এবং যজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দর্শনাভাব হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

> "পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
> পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

অর্থাৎ, পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ,

পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ দর্শন ও ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শূদ্রত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

"শূদ্রত্ব দ্বিবিধ, অক্ষত ও অনক্ষত। অক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য ও অনক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য।"

পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে লিখিত শক যবনাদির সগর রাজ কর্ত্তৃক অন্য বেশ ধারিত্ব, তৎপরে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির কথা বিষ্ণু পুরাণে উক্ত আছে। যথাঃ—"শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবা, হন্যমানাস্তং কুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮। অথৈতান্ বশিষ্ঠোজীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতি জীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ। ১৯। এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। ২০। সতথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডাঃ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্ চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্‌ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস।" ২১।

(বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থাংশে, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

সগর রাজ কর্ত্তৃক আহত শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবগণ তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ১৮। অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! ইহারা জীবন্মৃত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার আবশ্যক নাই। ১৯। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও দ্বিজ সংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হইয়াছে)। ২০। সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করাইয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে অর্দ্ধ মুণ্ডিত করাইয়া দিলেন, এইরূপ পারদদিগকে প্রলম্বিত কেশধারী ও পহ্লব দিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। সগর এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়া হীন করিলেন। ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছ হইল। সগরও নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার আজ্ঞা বা সেনাগণ সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত হইয়াছিল। ২১।

এ সম্বন্ধে হরিবংশে লিখিত আছে।—

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ॥
অৰ্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যাসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥"

সগর বশিষ্ঠ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন। যথা ;—শক যবন প্রভৃতিকে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। যবন ও শকদিগের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন, কাম্বোজদিগের মস্তক মুণ্ডন, পারদদিগকে মুক্ত কেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এইরূপে বিপক্ষ শত্রুদিগকে বেদাধ্যয়ন হীন ও স্বাহা প্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।

এইক্ষণে প্রতি পুরাণের ঐক্য করিতে হইলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, মহাত্মা সগর যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন হীন, স্বাহাপ্রণবহীন, এবং দ্বিজ সংসর্গ হীন, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম হীন করাইয়াছিলেন, ভগবান মনু পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। উপরি উক্ত দ্বাদশ বিধ ক্ষত্রিয়ই সগর রাজ কর্ত্তৃক স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শক, যবন, পহ্লব, পারদ, কাম্বোজ এই পঞ্চ বিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডনাদিদ্বারা সগররাজ বেশান্তর করাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর স্বধর্ম্মচ্যুত পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের বচনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যথা ;—

"তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্‌ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ"। তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল পতিত ক্ষত্রিয়েরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য। সগর বশিষ্ঠ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন। যথা ;—শক যবন প্রভৃতি সেই সকল রাজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অন্যবেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। শকদিগের অৰ্দ্ধ শিরোমুণ্ডন করাইয়াছিলেন। এইরূপ পারদদিগকে মুক্ত কেশ, যবনদিগকে অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এই প্রকার বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহা প্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।"

শিষ্য। ইংরেজ ইতিহাসে পড়িয়াছি "ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে মধ্য এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমি আর্য্যজাতির আদিম নিবাসস্থান ছিল। ক্রমে ইহাদের দল পুষ্টি হওয়ায় ইহারা বিভিন্ন স্থানে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে গ্রীসবাসী গ্রীক, ভারতবাসীগণ হিন্দু ইত্যাদি।"

গুরু। ইংরেজজাতি, ও ইহারা যে যে জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সে সকল জাতিরা ও হিন্দুরা যে একই আর্য্যের সন্তান, একথা ইংরেজেরা কেন বলেন, এ কথাটাও কি তোমার "শিক্ষিত" মস্তিষ্কের বুঝিতে ক্ষমতা নাই। "আমি শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান"—একথা বলিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

যাক্, আর্য্যজাতিরা যে অতি প্রাচীন কালে মধ্য প্রদেশে ছিলেন, এবং তথা হইতে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এ সকল তত্ত্বের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, এমত হওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকটা কল্পনাদেবীর প্রসাদাৎ, অনেকটা স্বার্থের টানে ঐসকল কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

শিষ্য। ইংরেজ প্রভৃতিরা ধর্ম্মজগতে হিন্দু জাতি অপেক্ষা হীন কিসে?

গুরু। ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা হিন্দুদের অপেক্ষা ধর্ম্মজীবনে হীন কিসে, এ সকল তোমায় ২।১ কথায় বুঝাইতে পারিব না। এদেশে একজন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখ—তিনি হিন্দুজাতির খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি, নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব কি, জগতে হিন্দু ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝে নাই।"

শিষ্য। হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান সময়ের অনেক পণ্ডিত ও পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া এখন অনেকটা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সমীপে আমার এই জিজ্ঞাস্য যে, হিন্দুরা ধর্ম্মজীবনে এত উচ্চ স্থান লাভ করিয়াও যবন ম্লেচ্ছ ইত্যাদিকে ঘৃণা করিতেন কেন?

গুরু। প্রকৃত পক্ষে হিন্দু যবন, ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষকে ঘৃণা করেন না, তবে উহাদের অনুষ্ঠেয় আচার ব্যবহারাদিকেই ঘৃণা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অবগত হইয়াই বিবাহ, আহার, সহবাস, ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার নিয়ম পালন করিতেন, অর্থাৎ অধ্যাত্মজগতে ক্রমোন্নতি উদ্দেশ্যে, বিবাহ, আহার, সহবাস প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সকল নিয়ম পালন করা যে, একান্ত আবশ্যক হিন্দুরা তাহা সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া, ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই নিয়ম পালন করিতেন। আর, যবন ম্লেচ্ছেরা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্ম্ম-জগতের উন্নতি অবনতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া,—ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভের দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া,—বিবাহ, আহার, ব্যবসা, সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সামান্য সামান্য (ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য যাহা আবশ্যক) নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। এইজন্যই হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতির আচার, ব্যবহারাদিকে ঘৃণা করিবেন ও করিয়া থাকেন।

শিষ্য। বিবাহ, আহার, ব্যবসা, সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার অনেক কথা জানিবার আছে, ক্রমে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের কর্ম্ম ফলও জন্মান্তর সম্বন্ধে ম্লেচ্ছের সহিত হিন্দুর এত বিরোধ কেন?

গুরু। আমি এ সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "আস্তিক ও নাস্তিক" * প্রবন্ধ হইতে কতিপয় স্থান তোমায় উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। "ম্লেচ্ছের যত আক্রোশ ব্রাহ্মণের (হিন্দুজাতির) উপর। ম্লেচ্ছের কথায়, কেতাবে, কেবল এই আক্রোশই প্রকাশ পায়। ম্লেচ্ছ পরকাল বুঝে না, যাগ যজ্ঞ বুঝে না, ধ্যান জ্ঞান বুঝে না; পশুর মত কেবল শরীরের সেবাই বুঝে। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, আঁতুড়েই জীবের সৃষ্টি, না হয় বড় জোর গর্ভেই জীবের সৃষ্টি, ওদিকে শ্মশানেই জীবের বিনাশ। আর, না হয়ত মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে জীব আদৌ কোথাও ছিল না। কোন এক রকমে অকস্মাৎ জড় পদার্থের সঙ্ঘাতেই জীবের উৎপত্তি হয়। সেই জড় সঙ্ঘাতের ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়, জীবও সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলাইয়া যায়।

জীবকে যে, কোটি কোটি জন্মে, কোটি কোটি যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, কোটি কোটি দেহে, কোটি কোটি বার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা ম্লেচ্ছ বুদ্ধির আয়ত্ত হয় না। এক জন্মের কর্ম্ম ফল জন্ম জন্মান্তরে জীবের অনুসরণ করে, অলক্ষিতে জীবের সুখ দুঃখের কারণ হয়, ম্লেচ্ছ একথা শুনিলে উপহাস যোগ্য প্রহেলিকা মনে করে। চৈতন্যই জড়ের আশ্রয় এবং জড়, চৈতন্যের আশ্রিত, ম্লেচ্ছ ইহা জানে না। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, জড়ই চৈতন্যের আশ্রয়। জড় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। ম্লেচ্ছ যেমন বুঝে, তেমনই বুঝায়। এ সকল ধারণাই ম্লেচ্ছ শিক্ষার মূল ভিত্তি।

ব্রাহ্মণের শিক্ষা অন্যরূপ। জীবের সৃষ্টি হয় না, জীব অনাদি। দেহ ধারণ হেতু যে কর্ম্ম জীবের সুখ দুঃখের নিদান, সেই কর্ম্মও অনাদি। কর্ম্মের ফল ভেদে জীবের জাতি-ভেদ হয়, তাহা হইতে জীবের অধিকার ভেদ হয়। কর্ম্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জীবে সুখ দুঃখের ভেদ হয়। কর্ম্ম অনুসারেই জীবের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে তারতম্য হয়। ইহাই ব্রাহ্মণের ধারণা। সুতরাং শিক্ষার বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ, এবং অধিকার লইয়া ম্লেচ্ছের সহিত ব্রাহ্মণের (হিন্দুর) বিষম দ্বন্দ্ব।

ম্লেচ্ছ দেখে স্থূল, বুঝে স্থূল, ভাবেও স্থূল। স্থূল বুদ্ধি ম্লেচ্ছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি নাই, হইতেই পারে না। স্থূলই ম্লেচ্ছের প্রমাণ। এই জন্যই ম্লেচ্ছ সকল মানুষকেই একই প্রকার মনে করে। মানুষে মানুষে জন্মগত অধিকারের বীজভেদ আছে এবং সেই হেতু মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি অবান্তর জাতিভেদ আছে, ম্লেচ্ছ তাহা দেখিতে পায় না, সুতরাং বুঝিতে পারে না, সুতরাং বুঝিতে পারে না, স্বীকারও করে না। কোন্ স্থূল পদার্থ, কি ভাবে সংগ্রহ করিলে এবং কোন্ স্থূল পদার্থ কি ভাবে ত্যাগ করিলে সেই অধিকার বীজের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতে পারে এবং কালক্রমে উহা হইতে জাতির বিকাশ হয়, তাহা ম্লেচ্ছ বুদ্ধির অধিগম্য নহে, এই কারণেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার, সংসর্গ বিসর্গের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার প্রভৃতি সূক্ষ্মতত্ত্বে ম্লেচ্ছ নিতান্তই অপটু। ম্লেচ্ছ বুদ্ধি অতিমাত্রায় তামসী বলিয়া পদার্থের স্বরূপ বা প্রকৃততত্ত্ব, তাহার সমীপে প্রতিভাত হইতেই পারে না। অথচ তমঃসম্ভূত অজ্ঞানের আধিক্য প্রযুক্ত ম্লেচ্ছ বুদ্ধি স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে বা স্বীকার করিতে আরোও কুণ্ঠিত হয়।"

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগন্মায়ের আগমন চিন্তা।

(ভোলা পাগলের স্বপ্ন)

অদ্য বোধননবমী, জগন্মায়ের বোধনের দিন। ভোলা পাগল স্বয়ং উপবাসী থাকিবেন। মায়ের ভাবে থাকিতে থাকিতে

* বেদব্যাস পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

সমস্ত দিন অতীত হইয়া গেল। মায়ের পীযূষ রস পান করিয়া ভোলার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। সায়ংকাল সমাগত হইল, ভোলানাথের প্রতীক্ষা-লতা আশ্রয়-তরু পাইল। নৌকা লাভে পারগামীর মত, ভোলা পাগল আনন্দ পাইতে লাগিলেন। আজ এক বৎসর পরে মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে। পাগল আজ আপনাতে নাই। আজ আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছেন। শশধরের উপচয়ে বারিধির মত ভোলাদাস দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রাণ পুরিয়া উঠিয়াছে, অণুতে অণুতে আনন্দরসে রসাল হইয়াছে, রসের শীকর বাহিরেও ছড়িয়া পড়িতেছে। এইরূপ প্রফুল্ল হইয়া ভোলাদাস যথা বিহিত আসনে সমাসীন হইলেন। এবং বোধন ক্রিয়া প্রারম্ভ করিলেন। পরে যথা সময়ে বিহিত মন্ত্র পাঠে মায়ের আহ্বানে প্রবৃত্ত হইলেন। আহ্বানের প্রায় সমস্ত মন্ত্র পাঠ শেষ হইল, কিন্তু কেমন যেন একটু নৈরাশ্যের বায়ু আসিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল। হৃদয় একটু শুখাইয়া উঠিল, অমনি চমকিত হইয়া ভোলাদাস অতি প্রযত্নে অবশিষ্ট মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইল, কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে সেই নৈরাশ্য ভাবই ভোলাদাসের হৃদয়াধিকার করিল। জগন্মাতার সমাগম চিহ্ন কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। আবার প্রাণ খুলিয়া আপন ভাষায় মাকে ডাকিতে লাগিলেন, নানা মতে নানা ভাবে, কত কথা বলিলেন, মনের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত পিপাসা প্রবাহিত করিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে অধীর হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে জ্ঞান বিচলিত হইল।

এই সময়ে যেন কোন এক অদৃশ্য পুরুষ শ্রবণের নিকটে উপনীত হইলেন, এবং অতি মৃদুভাবে সান্ত্বনাস্বরে বলিলেন, মায়ের প্রিয় তনয়! শান্ত হও, তোমার ভাল হউক, মা, তোমার সমস্ত আহ্বান, সমস্ত কথা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যেন আজি ভাবের পক্ষে একটু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।"

ভোলাদাস চমকে চমকে [illegible] করিয়া কিছু দেখিতে পাইলেন না, আর কিছু শুনিলেনও না। তখন মনে মনে নানা মত [illegible] করিতে লাগিলেন। "এ কি হইল! কে আমায় এ [illegible] কথা শুনাইল যে, 'এখন মায়ের আবির্ভাবের পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত!' কাহার অদৃষ্ট এমত নিকৃষ্ট যে, এই মুমূর্ষু প্রাণে কণ্ঠাঘাত করিল? [illegible] যদি তবে একবারেই শেষ করিল না কেন! অথবা এ কি সত্য সত্য বাক্য, না আমার মনের বাসনা,—ইহা কি স্বপ্নবৎ শ্রবণ? সত্য কথা হইলে ইহার বক্তা গেল কোথা? তবে কি কোন অদৃশ্য পুরুষ, মায়ের প্রেরিত কোন মহাপুরুষ? যাহাই হউক বাস্তবিক ঘটনাটা বোধ হয় সত্যই হইবে। না হইলে এত প্রাণপণে ডাকিয়াও মায়ের আসার আশা পাইলাম না কেন। অন্য কখনওতো এরূপ ঘটনা হয় না, আহ্বান করিলেইতো মায়ের আবির্ভাব চিহ্ন পাওয়া যায়। এবার বোধ হয় নিশ্চয়ই এই পাপভূমি মায়ের শ্রীপদ সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইল না। হতভাগিনী ভারতভূমি! তুমি এবার পবিত্র হইতে পাইলে না। হউক আর একবার প্রাণপণে ডাকিয়া দেখিব, তাতেও না হয় তবে এই পনের দিন পর্য্যন্তই ডাকিব, প্রাণান্ত করিব, অবশেষে মাকে ভাবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিব কেমনে, প্রাণ যে বুঝিতেছে না।" এই বলিয়া আবার মনের মত করিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই সাড়া পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, কাণে কাণে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা স্বপ্নের প্রস্ফুরণ নহে। তখন সমস্ত আশা ভরসা ছিন্ন প্রায় হইল, আনন্দের সমুদ্র শুষ্ক হইতে লাগিল, অসহ্য যাতনানল জ্বলিত হইয়া অন্তঃস্থলী তপ্ত করিতে লাগিল। এইরূপ ক্রিয়মাণ হইয়া ভোলাদাস কেবল মন্ত্র পাঠেরদ্বারা বোধন ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, এবং প্রাণ রক্ষার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শান্তির আশায় কুশশয্যায় শয়িত হইলেন। মনে নানা চিন্তা, নানা কষ্ট, সুতরাং শীঘ্র নিদ্রা হইল না। পরে অনেক যত্নে, অনেক প্রবোধে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, তখন নিদ্রা দেবীর আবির্ভাব হইল। ক্রমে তিনি ভোলাদাসের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, এবং মন বুদ্ধির সহিত আত্মাকে আয়ত্ত করিলেন। ভোলাদাস এখন অন্য রাজ্যে উপনীত। তখন দেখিতে পাইলেন একটী অপূর্ব্ব পুরুষোত্তম মণ্ডপের অভিমুখে আসিতেছেন। পুরুষটির নব মেঘের মত বর্ণ, চারি খানি ভুজ, তাহার এক করে শঙ্খ, অপর করে চক্র, অপর করে গদা, এবং করান্তরে প্রস্ফুটিত পঙ্কজ। হৃদয়ে ভৃগুমুনির পদচিহ্নে সমাশ্লিষ্ট হইয়া কৌস্তুভমণি দীপ্তি পাইতেছে। গলদেশে বিগুণীকৃত বন কুসুমের মালা, মস্তকে অপূর্ব্ব কিরীট, নবনবে পঙ্কজ-পলাশ [illegible] তেছে। পীত বসন পরিধানে, সেই নীল তনুটি, [illegible] মেঘের মত শোভা পাইতেছে। পুরুষটির [illegible] আলোকিত হইল, পবনদেব [illegible] করিতে লাগিল, [illegible] মঙ্গলা হইয়া উঠিল, [illegible] এতদ্ব্যতীত তাঁহার ঐ [illegible] আছে, কত কোটী [illegible] না। ইহার বাহন [illegible]।

এইরূপ পুরুষটি ধীরে [illegible] মণ্ডপের সন্নিহিত হইয়া [illegible] মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ভোলাদাস [illegible] রাই, বিস্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে, [illegible] করিলেন। পরে আসন দান ও চরণ বন্দন করিয়া হর্ষাবেগে কিয়ৎকাল জড়বৎ হইয়া রহিলেন, আর নির্নিমেষ নেত্রে সেই রূপের মাধুরী পান করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের পরে, ভোলাদাস আত্মস্থ হইলেন, তখন পুনর্ব্বার মস্তকের দ্বারা তাঁহার চরণ যুগলের পাপপাবন রেণু গ্রহণ করিয়া কর যোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আর দুঃখানুবিদ্ধ হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।

হে পুরুষোত্তম! আপনাকে প্রণাম, আপনার অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম সর্ব্বত্র ভূয়ি ভূয়ি দণ্ডবৎ প্রণাম। ভগবন্! পাপাত্মার তৃণ কুটীরে গোলকমণির উদয় হইল কেন? যে নরাধম হতভাগ্য, মায়ের কৃপা লাভেরও অযোগ্য তাহার প্রতি কি আর কাহারও দয়া হইতে পারে। হৃষীকেশ! এখন কোন ধাম হইতে ঐ গঙ্গা প্রসূতি চরণ দুখানি পাপরাজ্যে অবতীর্ণ হইল? এবং অবতরণের নিমিত্ত কেবল এ হতভাগ্যের পাপমোচন নয় কি?

পুরুষোত্তম। সদানন্দ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি মায়ের প্রিয় তনয়, সুতরাং আমাদেরও প্রিয়। তুমি ত্রিলোকের প্রিয়। আমি এখন কৈলাসধাম হইতে আসিলাম, তোমাকে [illegible]ইবার নিমিত্ত। তত্ত্বনিধি! তুমি সুবুদ্ধি পাত্র, মায়ের গৌরবাদি সমস্তই অবগত আছ। তোমার অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই পৃথিবীতে আসুন আর না আসুন, কিন্তু অভাবতো কোন খানেই নাই। মা অব্যক্তরূপে এই ত্রিলোকের অন্তর বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, মা সাক্ষি-স্বরূপে অণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যে যাহা কিছু করে, যাহা কিছু ভাবে, সমস্তই মা জানিতেছেন, যাহা কিছু বলে, তাহাও শুনিতেছেন, তবে এত অধৈর্য্য কেন? মাতো হৃদয়ে দয়া নহেন? মায়ের অভিব্যক্তরূপে আবির্ভাব পক্ষে দুটি গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত, তাই এবার তাহা ঘটিতেছে না, এবার কেন, বোধ হয় শীঘ্রই আর জগন্মাতার আসা হইবে না।

দুর্ভাগা মানবগণ, সেই ত্রিলোক জননীর প্রতিমূর্ত্তি নিকটে পাইয়া তাঁহার পূজার ছলে যেরূপ আচরণ করে, যে ভাবে তাঁহার পূজা করে, তাহাতে সেই সদানন্দময়ী সমরস-স্বভাব কোন [illegible] বিরক্তি [illegible] নাই বটে, কিন্তু মায়ের প্রিয়পাত্র দেবগণ [illegible] সহ্য করিতে পারেন না। [illegible] অগ্নি প্রভৃতি [illegible] [illegible] করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] অত্যাচারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার মত [illegible] নন্দনে বারণ হইয়া অগত্যা আসিয়াছিলেন। অতএব এবার আর জগন্মাতার আগমন হইতেছে না।

দ্বিতীয় বাধা, মহাপ্রলয়ে শৈথিল্য হওয়া। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, ইহাতে ইহার সংহারই একমাত্র শান্তি। কিন্তু ত্রিলোক তারিণী জগজ্জননীর শুভাগমনে তাহার বিলম্ব হইতেছে। একবার মায়ের চরণ স্পর্শ হইলে পৃথিবীর এক শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মা যে দেশে শুভাগমন করেন, সেই দেশটারই আধি, ব্যাধি, পাপ, তাপ, সমস্ত বিদূরিত হয়। আবার তদীয় বায়ুসংস্পর্শে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলই অনেক পবিত্রতা লাভ করে। সমস্ত পৃথিবীতে পাপের পূর্ণ মাত্রা না হইলে সমস্ত বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং সংহারের সময় সন্নিহিত হইলেও প্রতি বৎসরে মায়ের শুভাগমনে ক্রমেই তাহার বিলম্ব পড়িতেছে, অতএব মায়ের আগমন করা এখন কি সঙ্গত নহে।

অবনি অতি প্রাচীনা হইয়াছেন। ইহার প্রসব-শক্তি এবং অন্যান্য ক্রিয়া শক্তি একবারেই শিথিল হইয়াছে। বিশেষ আবার ভারত ভূমি, তাহাতে আবার বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ভূমি বৃদ্ধ কুক্কুটীর মত খুব বেশী বেশী প্রসব করিতেছেন বটে, কিন্তু সন্তানগুলি নিতান্তই অসার হইতেছে। বাঙ্গলার মানবগুলি ভণ্ডারণের মত অস্থিপঞ্জর বিহীন মল মূত্র পূর্ণ এক একটা মেদের পিণ্ড মাত্র। উহাদের শরীরও যেমন, মনও তেমনিই জানিবে। তাহা বরং শরীরাপেক্ষায় অধিকতর অসার। এমন কি বাঙ্গলার মানব গণের মধ্যে অন্তঃকরণ আছেই কিনা, ইহা লইয়া আজ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ স্বর্গরাজ্যে আন্দোলন চলিতেছে। কাক আর শৃগাল ব্যতীত ভারতের প্রত্যেক প্রাণিজাতিরই ঐরূপ অবস্থা। সকলের বিনাশ হইলেই, বায়স আর শিবাগণই উঁহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিবে, এ নিমিত্ত প্রেতরাজ দয়া করিয়া উঁহাদিগকে দিন দিন উন্নত করিতেছেন। এই হইল জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে পৃথিবীর অবস্থা।

স্থাবর প্রাণীর মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি এবং গুণাদি সমস্তই নষ্ট প্রায় হইয়াছে। ধান্যাদি শস্য এবং অন্যান্য বৃক্ষ লতাদি পূর্ব্বে যেরূপ হৃষ্ট, পুষ্ট ও উন্নত হইত, এখন তাহা হয় না। [illegible] কেবল জামালকোটার। উহাদের দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ উহারাও শৃগাল বায়সের সহযোগেই কার্য্যের আশ্রয় [illegible]। [illegible] [illegible] পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শস্য হইত, [illegible] পাইলেও এখন তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ হওয়া ভার। [illegible] নানা কারণে [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] [illegible] হইয়াছে। সেই [illegible] দিন [illegible] হইতেছে। [illegible] তাহাতে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] আমার কার্য্যের ([illegible]) [illegible] হয়, এখন আমি [illegible] সমস্ত দেবগণই পৃথিবী [illegible] হইয়াছেন। [illegible] স্থির করিয়াছে। ঐ দেখ আমার দেবতা স্বর, [illegible] তাঁহাদের সহচর [illegible] জগন্মাতা দেখা বঙ্গকে শ্মশান ক্ষেত্র করিয়া, কিরূপ [illegible] করিতেছেন, শ্মশানে [illegible] জামালকোটা [illegible] কাক শৃগালে মাতিয়া কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। হুতাশন, অগ্ন, পিত্ত, ও অগ্নিপিত্তাদি নানাভাবে নানা নামে অবতীর্ণ হইয়া জীবিত দেহকে দগ্ধ করিতেছেন। সমীরণ মানবের দেহের মধ্যে, অপস্মার, উন্মাদ, এবং বিচেতনাদি বিবিধ আকার, এবং বাহিরে, সমর্ক, উপসমর্ক, "দোলম্পনা," "নোনা থালী" ও "ঢাকাই বায়ু" ইত্যাদি বিচিত্র নামে, বিচিত্র ভাবে আবির্ভূত হইয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিলেন। বরুণও বড় ত্রুটি করিতেছেন না। দেবরাজ কেমিক নিক্ষেপের দ্বারা পুরাতন বজ্রগুলি নিঃশেষ করিয়া সে দিন বিশ্বকর্ম্মাকে দশ অর্ব্বুদ কুলিশ নির্ম্মাণে আদেশ করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ রশ্মি প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎ ভস্মীভূত করার আশায় দিন দিন সন্নিহিত হইতেছেন, আবার আর একাদশজন সূর্য্যকে অনুরোধ

করিয়া টানিয়া আনীতেছেন। এই রূপে সকলেই, মুমূর্ষুর নিকটে যমের ন্যায় পৃথিবীর বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উৎক্রান্তিদা শক্তি লইয়া দণ্ডায়মান। কিন্তু প্রতিবৎসরে মায়ের আগমন হয় বলিয়া প্রলয় কার্য্য শেষ হইতে পারিতেছে না। মায়ের শ্রীচরণ সংস্পর্শে ধরা মণ্ডল সাধু শূন্য হইতেছে না। সাধুই পৃথিবীর প্রান। সাধু থাকিতে তাহার প্রলয়াশঙ্কা নাই। অথচ পূর্ব্বোক্ত নানারূপে পৃথিবীর বড়ই বিড়ম্বনা উপস্থিত। এখন ইহার মৃত্যু না হইলে সুখের আশা নাই। ধরণীর বর্ত্তমান সুখ অপেক্ষায় পারলৌকিক সুখই লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব প্রলয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাই গতকল্য ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ আমার সহিত একত্রিত হইয়া কৈলাসে মহতী সমিতি করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মায়ের না আসাই শুভকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে মাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। মা একটু থাকিয়া তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অতএব, তত্ত্বনিধি! তুমি ধীর হও, স্থির হও, মদুক্ত সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্ত প্রসন্ন কর। এবার মায়ের শুভাগমনের নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ কর, প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেও। তোমার, আমার প্রতি নিতান্ত প্রেম আছে, আমার কথায় তুমি সমাশ্বস্ত হইবে, ইহা মনে করিয়া মা আমাকে পাঠাইয়াছেন। মা তোমার প্রতি প্রসন্না আছেন, মা অনেক সময়ে তোমার বিষয় আলোচনা করেন। এদেহের অবসানে নিশ্চয়ই তুমি মায়ের শ্রীপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এখন ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মহাপ্রলয়ের প্রতিকূলাচরণ করিও না। সত্য যুগের সমাগম পর্য্যন্ত মায়ের আগমন হইবে না। তুমি শান্ত হও, হৃদয় আশ্বস্ত কর।

ভোলাদাস।—(সাশ্রুনয়নে) চক্রপাণে! ভাগ্যের অভাব হইলে কি অমৃত ও জীবন সহায় হয় না। সুধাংশু ও তীক্ষ্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া থাকেন! ভগবন্! আপনি অভীষ্ট দোহ" অভীষ্টের কামধেনু স্বরূপ। আপনা হইতে জীব সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি সেই নামের গৌরব ও লুক্কায়িত হইল। আপনার চরণস্পর্শ করিয়া বড় আশা করিয়াছিলাম যে, এইবার সর্ব্বপাপ নির্ম্মোচক চরণ দুখানির সংসর্গ করিয়া পবিত্র হইলাম, অভীষ্ট সিদ্ধির কামধেনু নিকটে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, এখন নিশ্চয়ই আমার জগৎ-পাবনী মাকে পাইতে পারিব। এখন তাহার পরিবর্ত্তে আপ-নারই দ্বারা একবারে নিরাশ্বাস হইলাম! মধুসূদন! আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণ যে তাহা মানিতেছে না! প্রাণ যে এখন মা না হইলে থাকি-তেছে না। হে মাধব! সদানন্দের মন, প্রাণ, আত্মা, এবং দেহে-ন্দ্রিয়াদির সমস্তেরই আশ্রয় যষ্টি একমাত্র মা। মাকে আলম্বন করিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব, মায়ের নিমিত্তই জীবন, মায়ের জন্যই ইহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিয়া থাকে। মাই ইহাদের কেন্দ্র স্বরূপা। ইহারা সংসার রাজ্যে থাকিলেও সেই লক্ষ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। মা না হইলে ইহারা কেহই বাঁচিতে পারে না। মা বিনে এপ্রাণের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িবে, হৃদয় কেন্দ্র ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আত্মা অবসন্ন হইবে, আলম্বন শূন্য দেহও মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অচ্যুত! আজ এক বৎসর যাবৎ মায়ের সাক্ষাৎ সন্দর্শন নাই বটে, তথাপি মন প্রাণ আলম্বন শূন্য হয় নাই। মায়ের সন্দর্শনের আশাই এ জীবনকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। বৎসরান্তে মাকে পাইবে বলিয়াই সকলে জীবিত রহিয়াছে। মায়ের সেই নয়নভরা রূপ দেখিবে বলি-য়াই আমার দৃক্ শক্তি এতদিন যাবৎ নয়নপ্রান্তে অবস্থিত আছে, নহিলে সেই গত বিজয়ার দিবসেই নয়নাবাস পরিত্যাগ করিত। মায়ের সেই প্রাণভরা বচনমাধুরী পান করিবে বলিয়াই শ্রবণ শক্তি শ্রবণ বিবরে প্রতীক্ষা করিতেছে, হৃদয়ের সহিত আত্মাও সেই মায়ের ভাব তরঙ্গে অবগাহনের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছে। এইরূপ আমার সমস্তই মায়ের প্রতীক্ষায় আত্মবান্ আছে। এখন মা না হইলে সকলেই শূন্যময় হইবে। অতএব, ভগবন্! আপনি এ দুঃখীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মাকে আমার অবস্থা অবগত করা-ইবেন, আর বলিবেন যে, তিনি চিরদিন এই পাপময়ী পৃথিবীতে না আসেন না আসুন, কিন্তু আমি যে কয়েকদিন জীবিত থাকি, সেই কয়েক দিন যেন বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য এক-বার দর্শন দিয়া অনন্যগতি সন্তানের প্রাণ রক্ষা করেন। মা না আসিলে সদানন্দ নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে না। কেবল সদানন্দ নহে, সদানন্দ তাঁহার অতি জঘন্য তনয়, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রিয় তনয়, তাঁহাদের কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। পৃথিবীতে, তাঁহাকে "মা" বলিতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। ভগবন্! এই দেখুন, আপনার কথা শুনিয়া এখনই আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীর্ণ হইতেছে, অন্তর জ্বালাময় হইতেছে! মাগো! ওমা! মা! তোর সন্দর্শনে নিরাশ বাক্য শুনিয়া তোর ভোলাদাস মনে প্রাণে বঞ্চিত হইল, দেহেন্দ্রিয় অচেতন হইল, মা একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, মা গো ও মা! একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভোলাদাসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভোলাদাস উঠিয়া বসিলেন, এবং পরিদৃষ্ট ঘটনাবলী সমস্তই স্বপ্নের বিষয় বলিয়া বুঝিলেও তাহা জাগ্রত ঘটনার ন্যায় যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তখন তিনি মায়ের আগমনে একবারে হতাশ্বাস হইলেন, এবং মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনীর শেষ হইল। ভোলাদাস অতি বিসন্নভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া মায়ের আগমনের উপায় সম্বন্ধে মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

ভোলাদাস। (মনে মনে) যাহা দেখিলাম, সমস্তই সত্য, স্বপ্ন হইলেও উহার কিছুই মিথ্যা হইবার নহে। যে কালে, যে ভাবে স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহা বায়ু পিত্তাদির কল্পনা হইতে পারে না। ভগবান্ যথার্থই আসিয়া আমাকে প্রকৃত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। না হইলে কাল অত ডাকিয়াও মায়ের কোন সাড়া পাইলাম না কেন? মা নিশ্চয় আসি-

বেন না বলিয়াই এবার স্থির করা হইয়াছে। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই যথার্থ। মায়ের আর আসিতে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা কথঞ্চিৎ হইলেও দেবগণ তাহার প্রতিবন্ধক হইবেন। প্রিয় পুত্র দেবগণের অনুরোধ নষ্ট করিয়া মা আসিবেন কিরূপে? এখন কি উপায় করিব! কেমন করিয়া মাকে আনিব! মা না আসিলে তো জীবন থাকিবে না। আবার কোন্ ক্ষমতা ও নাই যে মায়ের স্নেহ আকর্ষণ করিব। আমি নরাধম নরকের কীট, মাকে ভাল বাসিতে জানি না, সেবা করিতে জানি না, পূজা করিতে জানি না, প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে ও জানি না। তাহাতে আবার—অতি দীন দুঃখী দরিদ্র। একটি উপহার ও মনের মত সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহি। ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবেরাদি দেবগণ ও তাঁহাদের সযত্ন প্রযত্ন লভ্য পীযূষাদি উপহার ও মায়ের ভোগের অযোগ্য বলিয়া শঙ্কিত হয়েন! তবে আমি মায়ের যোগ্য উপহার কোথায় পাইব। আমার প্রতি মায়ের স্নেহ হইবে কিসে? তবে মায়ের নাকি নিয়ার্থ স্নেহ, তাই বলিয়াই এতদিন তাহার ফল পাইয়াছি, কিন্তু এবারে তো তাহারো আশা নাই! এবার সমস্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া মায়ের আগমনের প্রতিবন্ধক, তাঁহারা সকলেই মায়ের প্রিয়তনয়। তাহাতে আবার মায়ের নিজেরও আসিতে ইচ্ছা নাই। তবে আর কি উপায় করিব। কেমন করিয়া মায়ের দর্শন পাইব। প্রাণ যে অধীর হইতে লাগিল। মা না পাইলে তো জীবন রাখিতে পারিব না।" এবম্বিধ নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোলাদাসের অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান, জ্ঞান সমস্ত তিরোহিত হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ও সংসারাদি সমস্তই বিস্মৃত হইল। ভোলা একেই পাগল, তাতে আবার মন মন নেশা হওয়ায় একেবারেই পাগল হইয়া উঠিলেন। মায়ের ভাবনায় উন্মত্ত হইলেন, পূজার দিন যত সন্নিহিত হইতে লাগিল, ভোলা পাগলের উন্মাদ ভাব ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মায়ের অভাব বহ্ন্যানল ততই প্রজ্বলিত হইল। ভোলাদাস একরূপ জ্ঞান শূন্য হইলেন, দিন নাই, রাত্রি নাই, সকল সময়েই বিলাপ করিতে লাগিলেন। চেতন নাই, অচেতন নাই সকলকেই হৃদয়ের বেদনা জানাইতে লাগিলেন। সেই দিন দুই প্রহরের সময়ে আকাশের দিক দৃষ্টি করিয়া এইরূপ বলিতে ছিলেন।

ভাই! আকাশ! তুমি কি নিমিত্ত এই অপূর্ব সাজে সাজিয়া বসিয়াছ! এবার আর এ পবিত্র বেশ কেন! অবিশ্রান্ত তিন মাস পর্যন্ত পবিত্র মেঘ সলিলে গাত্র ধৌত করিয়া এত পরিষ্কৃত হইয়াছ কেন! সমস্ত কালিমা, সমস্ত আবিলতা বিমুক্ত হইয়া এত মনোহর বেশ ধরিয়াছ কেন! আমার মা এবার আগমন করিবেন না! ভাই! তুমি কাহার নিমিত্ত ঐ শ্বেতাভ্র বিনির্ম্মিত শ্বেত ছত্রটি ধারণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছ! আমার রাজরাজেশ্বরী মা এবার আগমন করিবেন না। প্রাণসুহৃৎ গগণ! তোমার এসব দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, আমি অধীর হইতেছি, অতএব দোহাই তোমার, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এসব পরিত্যাগ কর, আবার পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া থাক, মা আমার আগমন করিবেন না। মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মা এবার আগমন করিবেন না!

মুগ্ধ দিগ্বধূগণ! তোমাদের সরল হৃদয়ে আঘাত করিতে আমার দুঃখোদ্বেগ দ্বিগুণীকৃত হইয়া উঠিতেছে! তোমরা অবলা, সরলা, তাই আশ্বিন মাসের সমাগম দেখিয়া এত আহ্লাদ, এত আমোদ। অন্য বারের মত এবারেও সেই প্রসন্ন বেশে, নির্ম্মল কলেবরে সাজিয়া বসিয়াছ, অন্তর অন্তরে উৎফুল্ল হইয়া ঈষদীষৎ হাস্য করিতেছ! সরলাগণ! এবার ইহার পরিণাম প্রাণনাশক গরল! ইহাতে তোমাদের মৃত্যু সাধন করিবে, উহা এখনই এই হতভাগা ব্রাহ্মণের পঞ্চপ্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে ভেদ করিতেছে! বধূগণ! আর সহিতেছে না। আমার মা এবার আগমন করিবেন না! তোমরা আবার পুরা সাজে দাঁড়াইয়া আমার মা বিষয়ে বিস্মৃত করিয়া দেও! মা এবার আগমন করিবেন না। তোমাদের ঐ সাজ দেখিয়া তোমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! অতএব রক্ষা কর, ও সাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ কর।

গ্রহরাজ! আপনি তো সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব শক্তিমান্ পুরুষ! আপনি একপ করিতেছেন কেন? আপনি কাহার নিমিত্ত এবার এত সাবধান হইতেছেন! কাহার আসিবার সময়ে রৌদ্র ক্লেশ হবে বলিয়া নিজের মণ্ডলটি এত দক্ষিণে এত দূরে সরাইতেছেন? তিনি তো এবার আগমন করিবেন না! যাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ঐ নির্ম্মল মৃদু মৃদু সুশীতল আলোক মালায় নিজ গৃহটি সাজাইতেছেন, তিনিতো এবার আগমন করিবেন না! মা আমার বিদ্যুৎ দ্বারা সংবাদ দিয়াছেন, এই পাপময়ী ধরণীতে আর আগমন করিবেন না। ভাস্কর! এবার আপনি ঐরূপ সাজে বিড়ম্বিত হইতেছেন, আমার মত দুঃখীগণের হৃদয় স্থান দিগ্ধ করিতেছেন, আপনি প্রসন্ন হউন, এবেশ পরিত্যাগ করিয়া সেই পূর্ব্ববেশে উপনীত হউন।

সুধাকর! তুমি কাহার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত এত যত্ন সাবধানে দেহটিকে পরিষ্কৃত করিয়াছ! আমার মা এবার আগমন করিবেন না। যাঁহার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মৃদু গম্ভীর হাস্য করিতেছ, দিগ্বধূগণ বিহ্বল করিতেছ, তিনি এবার আগমন করিবেন না।

ভাই, সমীরণ! তুমি এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া মৃদু মৃদু পদচারে বেড়াইতেছ কেন? কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছ, তিনি এবার আগমন করিবেন না। কাহার সেবার নিমিত্ত অনুষ্ণ অশীতভাবে এত সাবধানে সজ্জিত হইয়াছ, এত নিরাময় নিরাবিলভাব ধারণ করিয়াছ! তিনি এবার আগমন করিবেন না। তুমি ছয় মাস পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্তে যাঁহার অন্বেষণে উত্তর কুমেরু শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছ, সেই জগদম্বা মা আমার আগমন করিবেন না। আগে আগে উত্তর হইতে আসিয়া যে আগমনের ঘোষণা করিতেছ, তাহা এবার ঘটিতেছে না। মা আর এ পৃথিবীতে পদার্পণ করিবেন না। ভাই, প্রাণ রক্ষা কর, তোমার এই বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হও!

মা জাহ্নবি! তুই তো মার প্রিয় সখী! মা হিমালয়ে

আসিয়া তো তোর সঙ্গে কত খেলা করিত! তোকেও কি মা ভুলিয়া রহিয়াছে? তুমি যাহার সমাগম প্রত্যাশা করিয়া কত পর্ব্বত, বন, কণ্টকাদি অতিক্রম করিয়া এই ধরণীতে অবতীর্ণা হইয়াছ, তিনি আর আগমন করিবেন না। যাঁহার পদস্পর্শ লালসায় এত পবিত্র বিশুদ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছ, সেই মা এবার আগমন করিবেন না! মা, তোর এবেশ দেখিয়া আমার প্রাণ শীর্ণ হইতেছে, তুই শীঘ্র এবেশ পরিত্যাগ কর।

পঙ্কজগণ! তোমরা কাহার মুখ সন্দর্শনের নিমিত্ত জীবন সম্বল সলিল শয্যা হইতে এত উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছ! কাহার চরণ স্পর্শের আশায় আশায় প্রাণ সম্বল শুকাইলেও কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছ? তিনি আর এই পৃথিবীতে আগমন করিবেন না। স্থলারবিন্দগণ! তোমরাই বা বিড়ম্বিত হইতেছ কেন! মা আর ভারতভূমি স্পর্শ করিবেন না। যাঁহার শ্রী অঙ্গের শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমরা স্তবকে স্তবকে কলিকাবলী গর্ভ মধ্যে পোষণ করিতেছ, তিনি আর আগমন করিবেন না! মা তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন! তিনি আর আসিতে পারিবেন না; তোমরা এসব পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য চিন্তা কর। সকলেই একত্র হইয়া প্রাণ খুলিয়া মাকে ডাকিতে থাক। তোমরা সকলেই মায়ের প্রিয়পাত্র সেবক। কিন্তু আমার কৃতাঞ্জলি পুটে অনুরোধ, তোমরা এবেশ পরিত্যাগ কর। তোমাদের এবেশ দেখিয়া আমার মায়ের কথা মনে পড়িতেছে, প্রাণ অধীর হইতেছে, হৃদয় বিহ্বল হইতেছে, তোমাদের অতি দারুণভাব অনুভব করিতেছে, জীবন শুষ্ক হইতেছে, অতএব রক্ষা কর, দুঃখী ব্রাহ্মণ তনয়ের জীবন দান কর, এসকল কুলক্ষণ পরিত্যাগ কর। মা যে আমার আগমন করিবেন না। পাপময়ী ধরণীকে দর্শন করিবেন না। মাগো! আর সহিতে পারিতেছি না। তোর অভাব অনুভব করিয়া প্রাণ অধীর হইতেছে। তোর প্রিয় শরৎকাল আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। উহার এক এক লক্ষণ বিকশিত হইয়া বিষের ন্যায় আমার মর্ম্মবন্ধন খুলিয়া দিতেছে। উহাদিগকে দেখিলেই মা! তোর সেই প্রাণ ভরা রূপ মনে পড়িতেছে, অমনি সঙ্গে প্রাণবন্ধন ছিন্ন হইতেছে। মাগো! ওমা! তোর সেই দয়া মাখা, স্নেহমাখা মুখ খানি মনে পড়িয়া আমার জীবন রাজ্য অন্ধকার করিতেছে। সেই হাসি হাসি মুখ খানি, সেই টুকটুকে মুখ খানি আমার অন্তর শূন্যময় করিল, আমায় অস্থির করিয়া ফেলিল। মাগো! একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, তোর অনন্য গতি ভোলা পাগলার জীবন দান কর, তোর সেই মুগ্ধ মুগ্ধ মধুমাখা মুখ খানি দেখাইয়া হৃদয় শীতল কর, সেই অভয়প্রদ মুখখানি, সেই নিরাশের আশাস্থলী মুখ খানি দেখাইয়া প্রাণ আশ্বস্ত কর, অভয়ে! বড় ভীত হইয়াছি, সংসার সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া বড় অধীর হইয়াছি, একবার ভয় নিবারণ কর। সেই অমৃত মাখা কথার দ্বারা প্রাণ সুস্থির কর। মাগো! ওমা! আর সহ্য হইতেছে না, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। দরিদ্রের ধন, অনাথের অবলম্বন তোর সেই রাঙ্গা পা দুখানি চিন্তা করিয়া আমার চৈতন্য নষ্ট হইতেছে, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! আমি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহার ভরসায় জীবন রাখিতে ছিলাম, সেই পা দুখানি দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। ধ্যানে জ্ঞানে, ক্রিয়াকাণ্ডে ভোলা পাগলার আর কিছুই নাই, পা দুখানি দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! ওমা! ঐ পা দুখানি ব্যতীত আর কিছুই নাই, একবার দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! আমি তোর আর কিছুই চাই না, ধন চাই না, জন চাই না, স্বর্গও চাই না, অপবর্গও কামনা করি না, চাই কেবল তোর রাঙ্গা পা দুখানি দেখিতে, একবার দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! ওমা! প্রিয়তনয় দেবগণের বাধা যদি তোর নিতান্তই অলঙ্ঘনীয় হয়, তবে আমায় আর অধিক যাতনা না দিয়া শীঘ্রই পঞ্চত্ব সাধন কর। মাগো! সেই বোধনবমী হইতে একাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ সহ্য করিয়াছিলাম, আজ সপ্তমীর প্রথম বেলা উপস্থিত। আজ আর সহিতে পারি না, প্রাণ রাখিতে পারি না, জীবনের শেষ হইয়া আসিল। মাগো। ওমা! মা! এই দেখ আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ অন্ধকারে আবৃত হইতেছে, পঞ্চ প্রাণ শুষ্ক হইতেছে, হৃদয় শূন্য হইতেছে, মা, তুই পূজার আসা না আসিলি। আমার আর পূজার আশা নাই, এখন এক নিমেষের জন্য একবার সম্মুখে দাঁড়া। তোর পা দুখানি লক্ষ্য করিয়া পঞ্চপ্রাণ উড্ডীন হউক। মাগো! একবার জন্মের মত দেখিয়া লই, নিমেষের জন্য সম্মুখে দাড়া, আমার পূজা অঙ্গ সমস্তই থাকিল, একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাড়া, একবার মনের সাধে মন খুলিয়া জন্মের মত "মা বলিয়া লই, একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাড়া। মাগো! এবার বাগিন্দ্রিয়ও ক্রিয়া ত্যাগ করিল, কণ্ঠ, হৃদয় অবরুদ্ধ হইল। আর মনের বেদনা বলিতে পারিলাম না। "মা" বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না। এই শেষ ডাক গ্রহণ করিয়া একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া! মাগো! ওমা! মা!—মা!—মা!—মা!"

সপ্তমী পূজা করিতে বসিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে ভোলাদাস নিঃসংজ্ঞ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। হা তাত! হা ভ্রাত! হা গুরু! ইত্যাদি বলিয়া চারিদিকে হাহাকার পড়িল।

এদিকে কৈলাস কম্পিত হইতে লাগিল। মায়ের সিংহাসন বিচলিত হইল। তনু যষ্টি ঈষদীষৎ বেপমান হইল, সেই যোগী ঋষির জীবন সম্বল পাদুখানি ঘর্ম্মাক্ত হইল, মায়ের বদনেন্দু হইতে বিন্দু বিন্দু স্নেহ সুধা স্পন্দিত হইতে লাগিল, নয়নদ্বয় করুণারসে আপূরিত হইল, পয়োধর হইতে অমৃত মাখা পয়ধারা স্রবিত হইতে লাগিল, মায়ের প্রাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, আর কাহারো বাধা বিঘ্ন মানিল না, হিতাহিতের চিন্তা করিতে পাইল না। মা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অমনি সিংহকে নিমেষ মধ্যে ভোলা পাগলের আলয়ে উপনীত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেশরী তৎক্ষণাৎ মাকে পৃষ্ঠে করিয়া ভোলার নিকট উপস্থিত হইলেন, কি হইল কি হইল বলিয়া কার্ত্তিকাদি সমস্ত দেবগণ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলেন। মা ভোলার মস্তকে শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া উজ্জীবিত করিলেন। ভোলাদাস মা পাইয়া মনের সাধ পরিপূর্ণ করি-

লেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভক্তবৃন্দ চরিতার্থ হইলেন। এই-রূপ ভাবে এইরূপ কষ্টে এবার মায়ের ভারতবর্ষে পদার্পণ হইল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

৺শ্রীশ্রীদীপান্বিতা শ্যামাপূজা ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান ১৮১৪শাকে ৺শ্রীশ্রীদীপান্বিতা শ্যামা পূজা সম্বন্ধে একটী গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। ৪ঠা কার্ত্তিক ও ৫ই কার্ত্তিক এই উভয় দিনেই রাত্রিতে অমাবস্যা তিথি থাকাতে অমাবস্যা নিমিত্তক শ্যামাপূজা কোন দিন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ৪ঠাই করিতে হইবে, কি ৫ই করিতে হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। অতএব এই বিষয়ে প্রকৃত শাস্ত্রসঙ্গত যে মত, তাহা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে এই ব্যবস্থা প্রকাশিত করা যাইতেছে। এই মতের প্রতিকূলে যদি কেহ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের বচনাদির প্রমাণ অবগত থাকেন, তবে তাহা পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব। এবং তাহাও বেদব্যাসে প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্বদিন চতুর্দ্দশী এবং পরদিন অমাবস্যার স্থিতি কাল সম্বন্ধে প্রকাশিত পঞ্জিকা সমূহের মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য আছে, তন্মধ্যে যে, কোনটী ঠিক এবং কোনটী ভ্রান্তিমূলক, তাহা নিশ্চয় করা পৃথক্ বিষয়। পঞ্জিকা সম্বন্ধে অনেক দিন যাবতই নানারূপ গোলযোগ চলিতেছে, এখনও কিছু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয় নাই। ইহা আমরা পূর্ব্ববারেই বলিয়াছি। ফলতঃ সকল পঞ্জিকার মতেই উক্ত মতে অনিবার্য্য, অতএব আমরা যে কোন একখানি পঞ্জিকার তিথ্যঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াই উক্ত বিষয় প্রদর্শন করাইব!

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে ৪ঠা কার্ত্তিক বুধবার চতুর্দশী ৩৮।৩৬০। ও ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ৪৩।১১।৫। বুধবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ৯ ৫৮।৩০। পর্য্যন্ত আছে, তৎপর অমাবস্যা হইবে। বৃহস্পতি বার অমাবস্যা রাত্রি ১৪।৩৭।১১। পর্য্যন্ত আছে, পরে প্রতিপদ্ হইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় দিনেই রাত্রিতে অমাবস্যার যোগ হইয়াছে, এই অবস্থায় অমাবস্যা নিমিত্তক শ্যামা পূজা ৪ঠা হইবে কিম্বা ৫ই হইবে, ইহাই দ্রষ্টব্য বিষয়।

উত্তর।

এই অবস্থায় পূর্ব্ব দিনই রাত্রিতে পশু নরাদি সকলকে ৺শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা করিতে হইবে, পর দিবস নহে। ইহা শাস্ত্রানুকূল ব্যবস্থা।

প্রমাণ।

যত্রোভয় দিনে ভূতযুক্কুহ্বাং মহানিশি।
ইমাং যাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেন্নৃপঃ॥

(কালীকল্প)

উভয় দিনে যদি অমাবস্যার প্রাপ্তি হয়, তবে চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতে, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে মায়ের উৎসব করিবেন, ঐ দিনে উৎসব করিয়া, কামনা থাকিলে পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন।

ভূতযুক্তা মহেশানি! মহারাত্রৌ যদা কুহুঃ।
সা কালরাত্রিরুদ্দিষ্টা কালীতারাপ্রিয়ঙ্করী॥
তত্র পূজা তয়োঃ কার্য্যা নানাপশুবিহিংসনং
বলিদানং বলিতিথাবাত্মনাশকরং পরং॥

মহেশ্বরি! মহারাত্রি (১২টার পূর্ব্ব ২৪ মিনিট্ এবং পরের ২৪ মিনিট্) সময়ে অমাবস্যা যদি চতুর্দ্দশী যুক্তা হয়, তবে তাহাকে কালরাত্রি বলে, ঈদৃশী তিথি কালী এবং তারার বড়ই প্রীতিকরী, অতএব এই তিথিতে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতে নানাপ্রকার পশুহিংসাদি দ্বারা কালী এবং তারার অর্চ্চনা করিবে। কিন্তু বলিতিথি * যুক্তা অমাবস্যাতে বলিদান করিবে না, ঐ তিথিতে বলিদান করিলে আত্ম বিনাশ হইয়া থাকে।

যত্রোভয়দিনে শস্তকালে ভূতগতা যদা।
উমা মাহেশ্বরী সা চ তিথিঃ সিদ্ধিপ্রদা সতাং॥
বলিদানং বলিতিথাবাত্মনাশকরং পরং।
অতস্তত্র ন কর্ত্তব্যো বলিদানবিসর্জ্জনে॥

উভয় দিনেই যদি শ্যামা পূজার প্রশস্ত কাল লাভ হয়, তবেও চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই,—পূর্ব দিনেই মায়ের অর্চ্চনাদি করিবে। চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যা উমা মাহেশ্বরী তিথি, ঐ তিথিতে মায়ের অর্চ্চনা করিলে সাধকের মনোরথাদি সিদ্ধি হয়। কিন্তু (পূর্ব্বোক্ত) বলিতিথিতে বলিদান এবং বিসর্জ্জন করিলে, আত্ম বিনাশ হইয়া থাকে, অতএব প্রতিপদ্ যুক্তা অমাবস্যাতে বলিদান বিসর্জ্জন করিবে না।

দীপোৎসবচতুর্দ্দশ্যাং হ্যমায়া যোগ এব চেৎ॥
কালরাত্রির্মহেশানি! কালীতারাপ্রিয়ঙ্করী॥

(শক্তি সঙ্গম তন্ত্র)

যদি চতুর্দ্দশী তিথির সহিত অমাবস্যার যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে কালরাত্রি বলে। এই তিথিতেই, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই কালী এবং তারার অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু এই তিথি কালী ও তারার বড়ই প্রীতিদায়িনী।

দীপান্বিতা পারণায় স্মৃতা কাল্যর্চ্চনায় চ।
মহানিশি বিতয়ং স্যাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্যাপ্যনাপ্নুয়োঃ।
নিশার্দ্ধে সা তিথির্নাস্ত উদ্ধ্বক্ষেৎ ভূতসংযুতা।
তত্রাপি পূজয়েৎ কালীং ভূতযোগং ন লঙ্ঘয়েৎ॥

(ব্যোমকেশ সংহিতা)।

শ্যামা পূজার মুখ্য কাল মহানিশি, কিন্তু পূর্ব্বদিন মহানিশিতে অমাবস্যার প্রাপ্তি না হইয়াও যদি পরে অমাবস্যার প্রাপ্তি হয়, তবেও পূর্ব্বদিনেই, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই শ্যামা পূজা হইবে। কিন্তু চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যা পরিত্যাগ করিয়া পর দিনে কখনই শ্যামা পূজা করিবে না।

ইত্যাদি বচনসমূহের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব দিনে শ্যামা পূজার যথাকালে অমাবস্যার যোগ হউক, অথবা যথাকালের পরেই অমাবস্যার যোগ হউক, কিন্তু পূর্ব্ব দিনেই,

---

* দীপান্বিতা অমাবস্যার পরের প্রতিপদ্‌কে বলিতিথি, এবং বলি প্রতিপদ বলে।

অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই ৺শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা করিতে হইবে। অতএব বর্ত্তমান বৎসরে উভয় দিনে অমাবস্যার যোগ থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা পূর্ব্ব দিনেই শ্যামা পূজা করা সুসঙ্গত, ইহাই ব্যবস্থা।

পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহার।

পত্নী মূলং গৃহং পুংসাং যদি চন্দানুবর্ত্তিনী
গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা ॥

পুরুষের গৃহস্থতার মূল পত্নী, যদি তিনি পুরুষের মনোরথানুবর্ত্তিনী হয়েন, ভার্য্যা যাহার বশবর্ত্তিনী, তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রমই অতি সুখকর হইয়া থাকে। দ-সং ৪। ১।

তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
অনুকূলকলত্রো যঃ স্বর্গস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

পুরুষ পত্নীর সাহায্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ ফল ভোগ করে, যাহার ভার্য্যা অনুকূলা, তাহারই ইহলোকে স্বর্গ ভোগ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ঐ ২।

প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ।
স্বর্গেঽপি দুর্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরং ॥

যাহার পত্নী প্রতিকূলা, তাহার ইহলোকে নরক ভোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই; স্ত্রী পুরুষের পরস্পরানুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ ॥ ঐ ৩।

রক্ত একো বিরক্তোঽন্যঃ ততঃ কষ্টতরং নু কিম্।
গৃহবাসঃ সুখার্থো হি পত্নী মূলঞ্চ তৎসুখম্ ॥

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একজন অনুরক্ত আর একজন বিরক্ত হইলে, ইহা অপেক্ষা কষ্টতর আর কিছুই নাই। সুখের জন্য গৃহবাস, কিন্তু পত্নীই সেই সুখের মূল ॥ দ-সং ৪। ৪।

নগরস্থো বনস্থো বা পাপী বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়োভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ ॥

নগরস্থই হউক বা বনস্থই হউক, পাপীই হউক বা অশুচিই হউক, যে লোকের স্ত্রী স্বামীপ্রিয়া হয়, তাহার ইহলোকেই স্বর্গসুখ লাভ হয় ॥ বি-সং।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃশ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥

স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করেন বলিয়াই অতিশয় মঙ্গলকারিণী, অথচ গৃহের শোভা স্বরূপা এই নিমিত্ত তাঁহারা পূজার্হা হন; ফলতঃ গৃহের শ্রী ও স্ত্রীতে কোন বিশেষ নাই ॥ ম-সং ৯। ২৬।

পুরুষাদ্বীর্য্যমুৎপন্নং বীর্য্যাৎ সন্ততিরেবচ।
তয়োরাধাররূপা চ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা ॥

পুরুষ হইতে বীর্য্য ও বীর্য্য হইতে সন্ততি উৎপন্ন হয়। কামিনী সেই সন্ততির আধাররূপা; অতএব কামিনী প্রকৃতির অংশরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬।২১১।

যোভবেৎ পণ্ডিতঃ সোপি প্রকৃতিং নাবমন্যতি।
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতেঃ কলা।

প্রকৃতির অবমাননা করা জ্ঞানবান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সকল পুরুষই প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এবং কামিনীগণও প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং রমণীর অবমাননা করিলে প্রকৃতি বা জগন্মায়েরই অবমাননা করা হয় ॥ ব্র-বৈ পু ২।১।১৪।

কলাংশাংসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রীলোক আছে, তৎসমস্তই হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব তাহাদিগের অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয় ॥ ঐ ২।১।১৩৭।

সর্ব্বা প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমামধ্যমাধমাঃ।
সত্বাংশাশ্চোত্তমাঃজ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ॥

এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদায় স্ত্রীলোকই প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা। তন্মধ্যে যাঁহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা ও উত্তমা, তাঁহারা সত্বগুণের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ব্র-বৈ-পু ২।১।১৪০।

মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সুখসম্ভোগবত্যশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা ॥

যাঁহারা স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই মধ্যম, অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ঐ ১৪১।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটাধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥

আর যাঁহারা দুর্ম্মুখা, কুলটা, ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং কোন্ কুল হইতে উদ্ভূতা, তাহার স্থিরতা নাই, তাঁহারাই তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ঐ ১৪২।

পৃথিব্যাং কুলটায়াশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাংগণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

যাহারা ভূলোকে বেশ্যা এবং যাহারা স্বর্গে অপ্সরা নামে বিখ্যাত, তাহারাও প্রকৃতির তমোগুণের অংশ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু তাহারা পুংশ্চলী নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ পু ২।১।১৪৩।

ক্রমশঃ

বিবিধ।

আগামী ১২ই আশ্বিন হইতে ২০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ধর্ম্ম মণ্ডলী এবং বেদব্যাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য ৺দুর্গা পূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে। অতএব গ্রাহকগণ ইহা স্মরণ রাখিয়া টাকা কড়ি এবং চিঠিপত্রাদি বন্ধের মধ্যে পাঠাইবেন না।

এবারেও স্থানাভাববশতঃ সমালোচনাদি কিছুই প্রকাশিত হইল না। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

বিশেষ নিবেদন

বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি। বেদব্যাসের ক্ষতিতে ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি। হিন্দু হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি করান নিতান্ত অবিধেয়, তাহা অধিক করিয়া হিন্দুর নিকট লেখার প্রয়োজন নাই। আমরা বারম্বার এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তথাপি অনেকের জ্ঞানোদয় হইতেছে না দেখিয়া আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের সানুনয়ে গ্রাহকগণ সমীপে অনুরোধ যে, যাঁহাদের নিকট গত বর্ষের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহার দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, অথবা কাগজ লইতে ইচ্ছা না থাকিলে পত্রদ্বারা কাগজ বন্ধ করিতে আদেশ করেন। আর বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম দেয় হিসাবে যাঁহাদের নিকট প্রাপ্য, তাঁহারাও যেন অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। নূতন, পুরাতন সমস্ত গ্রাহকের পক্ষেই বেদব্যাস অসমর্থ পক্ষে দুই টাকা ন্যূনে দিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য আমাদের নাই। অতএব সকলেই যেন দুই টাকা করিয়াই মূল্য পাঠাইয়া দেন।

এবার হইতে আপন আপন প্যাকেটের উপরে যে নম্বরটী থাকিবে, তাহাই গ্রাহক নম্বর বলিয়া জানিবেন এবং বেদব্যাস সম্বন্ধে টাকা কড়ী চিঠী পত্র লিখিবার সময়ে অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যেক গ্রাহক ঐ নম্বরটী নিজ নাম ও ঠিকানা লিখিয়া শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে পত্রাদি দিবেন, নতুবা টাকা জমা বা পত্রের উত্তর দিতে আমরা পারি না, এবং সময় সময় গ্রাহকগণের সহিত টাকা কড়ী লইয়া গোলযোগ হয়। যিনি নূতন গ্রাহক হইবেন, তিনি পত্রে কি মণি-অর্ডারের কুপনে "নূতন গ্রাহক" এই কথাটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন। এখানে পত্রাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইবে।

বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী-কার্য্যালয় আগামী ১০ই ভাদ্র হইতে ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় উঠিয়া আসিয়াছে, অতএব এখন হইতে বেদব্যাস ও ধর্ম্মমণ্ডলী-সংক্রান্ত পত্রাদি যাহা কিছু উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য নেয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরেগৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৯। ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অথবা ধর্ম্মমণ্ডলী-সম্পাদক বা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ বেদব্যাস সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শিবস্তোত্র	... ...	৮১।
অসবর্ণা বিবাহ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮১।
তত্ত্বোপদেশ	... ...	৮৩।
মুক্তিমীমাংসা	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	৮৬।
সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা...	... ...	৯৩।
আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ...	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	৯৬।
অপূর্ব্ব স্বপ্ন	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন	৯৮।
সমালোচনা	... ...	১০৭।
বিবিধ	... ...	১০৮।

কলিকাতা

১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। { ৭ম, ৮ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীশিবস্তোত্রং।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভবরুদ্র পিনাকপাণে
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরীজাপতে মাং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ ॥
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ
বীরেশ দক্ষমখকালবিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ ॥
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়
পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
সর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতম্
শিবনামাষ্টকং সংপূর্ণম ॥ ১০ ॥

অসবর্ণা বিবাহ।

শিষ্য। প্রাচীন হিন্দুরা অসবর্ণা বিবাহ করিতেন কেন?

গুরু। প্রাচীন কালের হিন্দুরা যে অসবর্ণা বিবাহ করিতেন, একথা তুমি কোথায় শুনিলে?

শিষ্য। জাতিভেদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল প্রবন্ধ, বা পুস্তক পাঠ, কি যে সকল বক্তৃতা শুনিয়াছি, সকলেই মনু প্রভৃতি ঋষিদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুরা অসবর্ণা বিবাহ করিতেন।

গুরু। প্রাচীন হিন্দুরা "ধর্ম্মার্থে" অসবর্ণা বিবাহ করেন নাই। কিন্তু "কাম" উদ্দেশ্যে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে সত্য। তুমি যে মনুর দোহাই দিলে, আমি সেই ভগবান মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। ভরসা করি, তুমি তাঁহার বচন শুনিয়া পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিবে। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন;—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।
তৃতীয় অধ্যায়। ১২ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা, কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহ করিতে হইলে পরবচনোক্ত বিবাহ করিবে।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"
ঐ ॥ ১৩ ॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

জাতি ভেদের বিরুদ্ধ বাদীগণ এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই, "প্রাচীন হিন্দুরা বিবাহে জাতিভেদ মানেন নাই, অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া; ইহার পরের শ্লোক হইতেই ভগবান্ মনু অসবর্ণা বিবাহের দোষগুণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। ভগবান্ মনু ঐ শ্লোকের পরের শ্লোকেই লিখিয়াছেন;—

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥"

ঐ শ্লোক ॥ ১৪॥

ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিপৎ কালেও শূদ্র ভার্য্যা গ্রহণের উপদেশ নাই।

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তোদ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥"

। ১৫ ॥ ঐ

দ্বিজাতিরা হীন জাতি স্ত্রী বিবাহ করিলে, তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র পৌত্রাদির সহিত আপন আপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥

ঐ। ১৬॥

অত্রি ও গৌতম মুনির মতে শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন। শৌনক বলেন শূদ্র বিবাহ করিয়া তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে পতিত হয়, ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হয়।

"শূদ্রাংশয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

ঐ। ১৭।

সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্রথম বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণ নরক প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। অতএব সবর্ণা বিবাহ না করিয়া দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে, সন্তানোৎপাদন করিবে না।

"দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তন্ন চ স্বর্গং সগচ্ছতি॥"

ঐ। ১৮।

যে ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য্য বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার সেই হব্য কব্য দেবলোক ও পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতেও পারে না।

"বৃষলীফেণপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥"

ঐ। ১৯॥

যে ব্যক্তি সেই শূদ্রের অধররস পান করে, এক শয্যায় শয়ন করে ও তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা ও শুদ্ধি হইতে পারে না।

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন॥"

৯ অধ্যায়। ৮৬।

ভর্ত্তার দেহ পরিচর্য্যা, ভিক্ষাদান, অতিথি সেবাদি, প্রতি দিন কর্ত্তব্য কার্য্য স্বজাতীয়া পত্নী করিবে, অন্য জাতীয়া পত্নী করিবে না।

"যস্তু তৎকারয়েন্মোহাৎ সজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ॥"

ঐ। ৮৭॥

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ স্বজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীদ্বারা ঐ সকল কার্য্য করায়, তাহাকে পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বলিয়া থাকেন।

"যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতং।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥

৯ বম অধ্যায়। ১৭৮।

ব্রাহ্মণ, পরিণীতা শূদ্রাতে কামতঃ যে পুত্র উৎপন্ন করিবেন, ঐ পুত্র জীবদ্দশায় উহার শ্রাদ্ধাদিতে অযোগ্য প্রযুক্ত মৃত তুল্য হয়, এজন্য ইহার নাম পারশব বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি শব্দে কহা যায়, যেহেতু উহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে, চতুর্থবর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে, উহার উপনয়ন নাই এবং অম্বষ্ঠাদি সঙ্কর জাতিগণও দ্বিজাতি পদ বাচ্য নহে।" ১০ম অধ্যায়। ৪ শ্লোক।

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

ঐ। ৬।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান মাতার জাতি দোষ প্রযুক্ত মাতৃ জাতি হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইলেও ব্রাহ্মণাদির সমান ভাবাপন্ন হইবে না।

"পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রা-জাতকে নিষাদ বলা যায়, ইহাকে পারশব ও কহে।"

ঐ। ৮॥

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

ঐ॥ ১০।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রাতে জাত এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন ও বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় প্রকার সন্তান সবর্ণা পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন।

ভগবান্ মনু অনুলোম ও প্রতিলোম জাত সঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কার্য্যের ও অধিকার সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আরোও কোন তত্ত্ব তোমার জ্ঞাত হওয়ার ইচ্ছা হইলে একবার বিশেষ মনোযোগের সহিত "মনুসংহিতা খানা পাঠ করিয়া দেখিও। ভগবান্ মনু অসবর্ণা বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, যদি সবর্ণা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিতেন এবং সেই অসবর্ণা বিবাহের

সন্তানাদি যদি সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় লালন পালন, বিষয় সম্পত্তি সমভাগে বিভাগ ও শ্রাদ্ধাদিতে সমান অধিকার পাইতেন, তবে আমরাও বলিতে বাধ্য ছিলাম যে, আর্য্য ঋষিরা জাতিভেদ মানেন নাই! কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, ঋষিরা একমাত্র কাম বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্যই অসবর্ণা বিবাহের মত দিয়াছেন; ধর্ম্ম জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অসবর্ণা বিবাহ যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, ইহা শাস্ত্রাদি আলোচনা ও সাধারণ যুক্তিতর্কদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

শিষ্য। অসবর্ণা বিবাহ ধর্ম্মজগতে উন্নতির পক্ষে বিঘ্নজনক কেন?

গুরু। আমি ক্রমোন্নতি প্রণালী সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, কত জন্মজন্মান্তরের চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ জাতির ধর্ম্মবৃত্তিগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্রাকে বিবাহ করেন, তবে ব্রাহ্মণ শূদ্রা সংসর্গে হীনত্ব প্রাপ্ত হন, এ ভিন্ন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের ও ধর্ম্মবৃত্তিগুলি ও ব্রাহ্মণের হইতে অপকৃষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ শূদ্র যদি চণ্ডালিনী বিবাহ করেন, তাহা হইলে শূদ্র সংসর্গ দোষে হীনত্ব প্রাপ্ত হন ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণও শূদ্র অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইয়া পড়েন। অসবর্ণা বিবাহে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, জাতি যায়, এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, অসবর্ণা বিবাহে ধর্ম্মবৃত্তিগুলি হীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

শিষ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে অসবর্ণা বিবাহ সম্বন্ধে কি বলেন?

গুরু। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন কোন মহাত্মা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দুই জাতীয় মনুষ্যে বিবাহ হইলে সেই দোআঁশলা সন্তান, সকল বিষয়ে উত্তম হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইতর জন্তু ও মনুষ্য জাতি উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব। নূতন জাতি কখনই চিরস্থায়ী হয় না। দুই জাতি মিশ্রিত করিয়া নূতন জাতির সৃষ্টি করা মনুষ্যের সাধ্য নহে; মনুষ্য চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যখন স্পেনের কতকগুলি অধিবাসী আমেরিকাতে বসতি করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপ্রদেশের আদিমবাসী ইণ্ডিয়ানদিগকে হত্যা করিয়া ক্রমে আপনারা সেদেশ অধিকার করিল, কিন্তু স্পেনিয়ার্ডদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাষক্রিয়া করিতে জানিত না, এজন্য আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত সংসর্গদ্বারা মিউলোটার উৎপত্তি করিল। মিউলোটো অত্যন্ত ইতর প্রবৃত্তি যুক্ত জাতি। আপন জাতির মধ্যে বিবাহ করিয়া বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারিল না। তৎপরে স্পানিস জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মেক্সিকো এবং পিরুদেশেতেও অসবর্ণা বিবাহ বা সংসর্গের ফল এই প্রকার হইয়াছে। এদেশে ঘটনাক্রমে চণ্ডাল ও অন্যান্য মিশ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও অসবর্ণা বিবাহদ্বারা জাতিভেদ নষ্ট করা সমাজের পক্ষে হিতকর নহে। এদেশে বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দু জাতিতে সংমিলিত হইয়া ইউরোপিয়ান্ (কলিকাতায় ট্যাঁফ ফিরিঙ্গী) উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, বিদ্যা, সত্য পরায়ণতা ইত্যাদি সকল বিষয়েই হীন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও অসবর্ণা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তত্ত্বোপদেশ।

নানারসবতী চিত্রা ভোগভূমিরিয়ং মনে!।
স্ত্রিয়মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহ হি সংস্থিতিঃ॥

হে মনে! নানাবিধ রসবিশিষ্টা ও বহুরূপে চিত্রিতা এই ভোগভূমি কেবল স্ত্রীলোকদিগকে সমাশ্রয় করিয়াই চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে॥ যো-বা-বা ১।২১।২২।

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

যাহার স্ত্রী থাকে, তাহারই ভোগেচ্ছা থাকে, স্ত্রীহীন ব্যক্তির ভোগেচ্ছা কোথায়? অতএব স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয় এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই পরম পবিত্র অখণ্ড সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায়॥ ঐ ৩৫।

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥

বীজের অঙ্কুর হইতে ফলপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় যোষিৎসঙ্গ হইতে পুত্র গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষের আসক্তি জন্মে॥

আ-পু ৫।২৬

মন্দুরঞ্চ তুরঙ্গানামালানমিব দন্তিনাং।
পুংসাংমন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা॥

বামলোচনাগণ, তুরঙ্গগণের মন্দুরার ন্যায়, মাতঙ্গগণের আলানের ন্যায় এবং ভুজঙ্গগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষদিগের সংসারবন্ধের কারণ হয়॥ যো বা-রা ১।২১।২১।

মায়ারূপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা।
বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যা অপ্যবাঞ্ছিতা॥

পূর্ব্বে বিধাতা স্ত্রীজাতিকে মায়াবী জনের মায়াস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা বিষরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব ইহারা মুমুক্ষুদিগের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে (এই সংসারে স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবসমূহকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে, উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য॥) (১)॥

ব্র-বৈ-পু। ২।১৬।৬১

স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং স্রষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া॥

বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার নিমিত্তই নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত বস্ত সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্টিসম্বন্ধে কোন বিষয়েরই অন্যথা হইবার নহে॥ ব্র বৈ-পু ৪।৩১ ৩৪।

সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ং পরং॥

নারীরূপ সর্ব্বমায়ার করণ্ড (চুপড়ী), মানবগণের ধর্ম্মমার্গের অর্গল, তপস্যার বিঘ্নকর এবং অশেষ দোষের আকরস্বরূপ॥ ঐ ৩৫।

কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধানাং নিগড়ং কঠিনং স্মৃতং।
প্রদীপরূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশং যথা॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখমারম্ভে মধুরোপমং।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্য চ॥

উহা কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড় স্বরূপ এবং উহা পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপাততঃ মধুর জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিষম দুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে। কীটগণ যেমন সুখভ্রমে প্রজ্বলিত দীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ জনগণ আত্মবিনাশার্থ সেই নরকের সোপানস্বরূপ নারীরূপে আসক্ত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬১।৩৬-৩৭।

স্ত্রীপুংসোর্ব্বর্দ্ধিতে প্রেম নিত্যং তন্নিত্যনূতনং।
পরমাত্মজ্ঞাননশ্যং ভক্তিদ্বারকপাটকং।
মোক্ষমার্গব্যবহিতং চিরং বন্ধনকারণং॥
গর্ভবাসস্য বীজঞ্চ পরং নরককারণং।
পীযূষবুদ্ধ্যা গরলং ভুঙ্ক্তে পাপী নরাধমঃ॥

স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ক্রমেই বর্দ্ধমান এবং ক্রমেই নিত্য নূতন হয়। দম্পতিপ্রেমে পরমাত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, ভক্তিদ্বার রোধ হয়, মোক্ষমার্গ সুদূরপরাহত হয়, চিরকাল সংসারবন্ধনে বদ্ধ থাকিতে হয়, গর্ভযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ই থাকে না। এমন কি, সেই পাপপঙ্কনিমগ্ন নরাধম অমৃতবোধে গরল পান করিয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১৩০।৩১-৩২।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করতঃ তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ হইয়া নরকে পতিত হয়॥ ভা-পু ১১।৮।৭।

চিত্তপাত্রকৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা।
দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্মায়াস্তি সুন্দরী॥

যতদিন মায়াসুন্দরী (অবিদ্যা) বিদ্যমান থাকে, ততদিনই চিত্তরূপ চিত্রপটে রূপসম্পৎশালিনী নারী বিচিত্র দেখায়॥ বো-সা ৪৩

সন্মার্গস্তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাং,
লজ্জাং তাবদ্বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে,
যাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদি পরিণতা দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি॥

পুরুষ তাবৎকাল সৎপথে থাকে, তাবৎকাল ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হয়, তাবৎকাল লজ্জার অধীন থাকে এবং তাবৎকাল বিনয়াবলম্বন করে, যাবৎ তাহার হৃদয়ে ললনাগণের শ্রবণপথাকৃষ্ট ভ্রূচাপে যোজিত নীলপক্ষ্মযুক্ত অব্যর্থ দৃষ্টিবাণ পতিত না হয়॥ হি উ।

নানা মুদ্রা বয়োদাস রাগিণাং সন্ততং রতিঃ
স্তনাভিধে মাংসপিণ্ডে ধারণা ননমেহ শুচৌ॥

যাহারা নারীর নবযৌবন, বিবিধ হাব, ভাব ও হাস্যের অনুরাগী, তাহারা সতত রমণীর বক্ষঃস্থিত স্তনাভিধেয় মাংস পিণ্ডকে পরম পদার্থ জ্ঞান করে, পবিত্র নীতিমার্গে তাহাদিগের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় না॥ ব্র-বৈ পু ৪।৩৫।৮১।

শ্রোণি বক্ত্রং স্তনং তাসাং কামদেবালয়ঃ সদা।
তস্মাত্তাং নহি পশ্যন্তি সন্তো হি ধর্ম্মভীরবঃ॥

যোষিদ্গণের শ্রোণি, মুখমণ্ডল ও স্তনযুগল সতত কন্দর্পের আলয়রূপে নির্দিষ্ট আছে, এই জন্য ধর্ম্মভীরু সাধুগণ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮২।

প্রাণ [illegible] নারীণাং
মনোমথাহা [illegible] হরন্তি।
[illegible]চঞ্চলষট্পদাক্ষ্যো
বিষক্রমা[illegible] স্ত্রিয়শ্চ॥

চঞ্চল ভ্রমরসদৃশ লোহিতপত্রা বিষলতার ন্যায় তরলায়ত লোচনা লোহিতচ্ছদা ললনাগণ মনোহর রূপলাবণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পুরুষদিগের প্রাণ ও মন যুগপৎ হরণ করে॥ যো বা-ব ১।২৭।২৪।

স্ত্রিয়া মোহিতয়া কে ন নিহতা ভুবনত্রয়ে।
কচ্ছো যথা জ্বলদ্বহ্নিং দৃষ্ট্বোল্লসিতো ভবেৎ।
দাহদুঃখং ন জানাতি স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তথা পুমান্॥

স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তিতে ত্রিভুবনে কে না বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে। কচ্ছ (ঝিল্লীকীট) যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শন করতঃ উল্লসিত হয় এবং তাহার ক্রোড়স্থ হইয়াও দাহজনিত দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ রমণী সন্দর্শনে পুরুষেরও ঘোর সংসার-দুঃখ অনুভব হয় না॥ জ্ঞা-পু ৭।১-২।

দেহং মূত্রপুরীষৈশ্চ পূরিতং মন্যতে বরম্।
মেদোঽস্থিরক্তমজ্জাঢ্যং রমতে তত্র মোহিতঃ॥

তাহারা মূত্র-পুরীষ-পূরিত মেদোরক্তমজ্জাস্থিসমন্বিত দেহকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে মোহিতচিত্তে তাহাতেই রত হয়॥ আ-পু ৭।৩।

যথা বিষ্ঠাসমুদ্ভূতঃ কীটস্তত্রৈব মোদতে।
তথাঽপবিত্রে স্ত্রীদেহে মোদতে মোহিতোঽশুভম্॥

বিষ্ঠা হইতে সমুৎপন্ন কীট যেমন সেই বিষ্ঠাতেই প্রমোদ করে, তদ্রূপ পুরুষও স্ত্রীদেহ হইতে জন্মলাভ করিয়া পুনরায় সেই অপবিত্র দেহেই মুগ্ধ হইয়া অতীব আনন্দ সম্ভোগ করে। ঐ ৪।

তদর্থং দুঃখমাপ্নোতি সুখবন্মন্যতে গৃহে।
ধনার্জনে পরং যত্নং করোত্যশুভকর্ম্ম চ॥

সেই কারণবশতঃ মনুষ্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তথাপি গৃহে থাকিয়া তাহাকেই সুখের ন্যায় মনে করে। অপিচ,

সেই কাল্পনিক সুখের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জনে অশেষ যত্ন এবং বিবিধ অশুভ কর্ম্মও করিয়া থাকে। ঐ ৫।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং দানেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং॥

স্ত্রীগণ যাঁহার মন হরণ করিয়াছে, তাঁহার বিদ্যায় কি? তপস্যায় কি? সন্ন্যাসে কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি? নির্জ্জন স্থানের সেবায় কি? বাক্য-দমনেই বা কি? অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার সাধনই ব্যর্থ॥ ভা-পু ১১।২৬।১২।

আপাতরমণীয়ত্বং কল্পতে কেবলং স্ত্রিয়াঃ॥
মন্যে তদপি নাস্ত্যত্র মুনে! মোহৈককারণং॥

হে মুনে! রমণী-শরীর আপাতরমণীয় বলিয়া সকলে কল্পনা করে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা কেবল মোহের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, আমার মতে নারীগণে আপাত রমণীয়তাও নাই॥ যো-বা-রা ১।২১।৮।

বিপুলোল্লাসদায়িন্যা মদমন্মথপূর্ব্বকং।
কোবিশেষো বিকারিণ্যা মদিরায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥

বিপুল উল্লাসদায়িনী চিত্তবিকারকারিণী, কামসন্তাপজননী রমণী হইতে মদ্যের বিশেষ কি?॥ ঐ ৯।

ললনালানসংলীনা মুনে! মানবদন্তিনঃ।
প্রবোধং নাধিগচ্ছন্তি দৃঢ়ৈরপি সমাঙ্কুশৈঃ॥

ললনাগণ মানবরূপ হস্তীর আলান স্বরূপ, পুরুষগণ তাহাতে এমন নিগূঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে যে, তাহারা উপদেশরূপ দৃঢ়তর অঙ্কুশাঘাতেও প্রবোধ প্রাপ্ত হয় না॥ ঐ ১০।

মথিতং মানিনীলোকৈর্মনো মকরকেতুনা।
কোমলং খুরনিষ্পেষৈঃ কমলং করিণা যথা॥

যেমন করীগণ তীক্ষ্ণ খুর নিষ্পেষণ করতঃ সুকোমল কমল বনকে মথিত করে, তদ্রূপ মকরকেতন মানিনীগণের দ্বারা পুরুষজাতির মনকে মথন করে॥ যো-বা-রা ১।২১।১১।

জ্বলতামতি দূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ॥
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনঞ্চারুদারুণং॥

কামিনীগণের অত্যাশ্চর্য্য দাহিকা শক্তি আছে, যেহেতু তাহারা দূরে থাকিয়াও গাত্র দাহ উপস্থিত করে এবং আপাততঃ রসপূর্ণা বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত নীরসজ্ঞান হয়, ফলতঃ নারীজাতি দারুণ নরকাগ্নি উদ্দীপক সুচারু ইন্ধন স্বরূপা॥ যো-বা-রা ১।২১।১২।

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী নরমারণতৎপরা।
দদাত্যুন্মত্তবৈবশ্যং কান্তাবিষলতা যথা॥

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী, চিত্তোন্মাদকারিণী, বিবশতাপ্রদায়িনী রমণী বিষলতার ন্যায় পুরুষদিগের প্রাণ সংহার করে॥ঐ১৬।

সৎকার্য্যোচ্ছ্বাসমাত্রেণ ভুজঙ্গদলনোৎকরা।
কান্তয়োক্তিয়তে জন্তুঃ করণ্ডোবোরগোবিলাৎ॥

ভুজঙ্গদলনকারী জন্তুগণ যেরূপ নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও ফুৎ-কারাদিদ্বারা আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বিল হইতে ভুজঙ্গগণকে আকর্ষণ করত গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ কামিনীগণ সৎকর্ম্মরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করে॥ যো-বা-রা ১।২১।১৭।

কামনামকিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাং।
নার্য্যোনরবিহঙ্গানামঙ্গবন্ধনবাগুরাঃ॥

কামনামক কিরাত মুগ্ধচিত্ত নররূপ বিহঙ্গমগণকে অবরুদ্ধ করণার্থ নারীরূপ বাগুরা (বন্ধনজাল) বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তাহাতে বদ্ধ হওয়া উচিত নয়॥ ঐ ১৮।

ললনা-বিপুলালানে মনোমত্তমতঙ্গজঃ।
রতিশৃঙ্খলয়া ব্রহ্মন্! বদ্ধস্তিষ্ঠতি মূকবৎ॥

হে ব্রহ্মন্! যেমন মত্তহস্তী আলান-নিবদ্ধ হইয়া মূকবৎ অবস্থিতি করে, তদ্রূপ মনোরূপ মত্তমাতঙ্গ ললনারূপ স্তম্ভে রতিক্রিয়ারূপ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া জড়বৎ অবস্থিতি করি-তেছে॥ ঐ ১৯।

ভূতপঞ্চকসংঘট্টসংস্থানং ললনাভিধং।
রসাদভিপতত্যেতং কথং নাম বিয়াম্বিতঃ॥

নারী নামে যে দেহ খ্যাত হয়, তাহা কেবল পঞ্চভূত বিনি-র্ম্মিত আকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতএব এমন অসার বস্তুর প্রতি অনুরাগী হইয়া ধীমান্ ব্যক্তিরা কেন নিরর্থক পতিত হয়? ইহাই আশ্চর্য্য॥ ঐ ৩১।

কিং স্তনেন কিমক্ষ্ণা বা কিং নিতম্বেন কিং ভ্রুবা।
মাংসমাত্রৈকসারেণ করোম্যহমবস্তুনা॥

নারীজাতির স্তনে বা নয়নে অথবা নিতম্বে কিংবা ভ্রূযুগে কি সারত্ব আছে? কেবল মাংস মাত্রই সার, অতএব এই সকলকে অবস্তু বলিয়া আমি বিবেচনা করি॥

যো-বা-রা ১।২১।২৩।

ইতোমাংসমিতোবক্তমিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্! কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতাং॥

হে ব্রহ্মন্! এই মাংস, শোণিত ও অস্থিমাত্রনির্ম্মিত স্ত্রীদেহের লাবণ্য কতিপয় দিবসের মধ্যে বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হই॥ বিকৃতাকার ধারণ করে॥ ঐ ২৫॥

মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসিগঙ্গাজলরয়োপমা।
দৃষ্টা যস্মিন স্তনে মুক্তাহারস্যোল্লাসশালিতা॥
শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ডইবান্ধসঃ॥

যেমন প্রবাহিত গঙ্গাসলিলের তরঙ্গমালাদ্বারা উন্নত মেরু শৃঙ্গ শোভমান হয়, সেইরূপ মুক্তাহারে মণ্ডিত পীনোন্নত কুচও অত্যুল্লাসশালী দৃষ্ট হয়; কিন্তু ললনাগণের এবম্বিধ পয়োধর যুগল, কালক্রমে দিগন্তে শ্মশান ভূমিতে কুক্কুরগণ অত্যুত্তম অন্নপিণ্ড বোধে ভক্ষণ করে॥ ঐ ৫-৬।

ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তিশোভাসৌরভাকমনীয়াদয়োগুণাঃ॥

শ্লেষ্মাদির পিণ্ডস্বরূপ সেই কামিনী-শরীরই বা কোথায় এবং তাহাদিগের অঙ্গের সেই শোভা, সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য ও কমনীয়তা প্রভৃতি গুণই বা কোথা?॥ বি-পু ১।১৭।৬২।

মাংসাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাঽপি সঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি মাংস, শোণিত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থি সমুদায়ের সমষ্টিস্বরূপ দেহে প্রীতিযুক্ত হয়, তাহা

হইলে সেই মূঢ় ব্যক্তি নরকেও প্রীতি লাভ করিতে পারে; যেহেতু নরকেও ঐ সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে॥ ঐ ৬৩।

স্তনদোশ্চ স্ফিচোনূণাংনির্ল্লোম্নোনাস্তি বৈ ভিদা।
অনির্গতশ্মশ্রুমুখং পুংসাং স্ত্রীণাং চ বৈ সমম্॥

স্ত্রীগণের স্তনদ্বয়ের সহিত মনুষ্যগণের লোমরহিত কটীর অধোদেশস্থ মাংসপিণ্ডের কোন ভেদ নাই এবং স্ত্রীগণের মুখের সহিত অনির্গতশ্মশ্রু পুরুষগণের মুখেরও কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না; তবে যে ইহাদের ভেদ, তাহা কেবল ভ্রান্তিমূলক মাত্র॥ আত্ম-পু ১১২৮৬।

নপুংসকানাং স্ত্রীণাং চ নাস্তি ভেদো বিনা ধিয়ং।
পুরুষাণাং বধূনাং চ শরীরে কাপি নো ভিদা॥

নপুংসকের সহিত স্ত্রীগণেরও কোন রূপেই ভেদ লক্ষিত হয় না, ইহাদের ভেদ কেবল কল্পনামাত্র; আর, পুরুষগণের শরীরের সহিত স্ত্রীগণের শরীরেরও কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না॥ ঐ ২৮৭।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং সমুদায়ঃ শরীরকম্।
জন্তুমাত্রস্য তত্ত্বে তৎ পুরৈবাস্মাভিরীরিতম্॥
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে চাহমহং প্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অনাধারঃ সর্ব্বগশ্চিদানন্দাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥

পূর্ব্ব বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি (চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বর্ণনার পর এই শ্লোক আত্মপুরাণে বলিয়াছেন) তত্ত্বসমুদয়ের নাম শরীর, অতএব প্রাণিমাত্রের দেহেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ব্যবস্থিত রহিয়াছে আর, অহংশব্দের বাচ্য অন্যাধার রহিত, সর্ব্বগত, জ্ঞান ও আনন্দরূপ পরমাত্মা সেই সকল প্রাণির হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ঐ ২৮৮-২৮৯।

এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে কামগ্রহবশঙ্গতাঃ।
পুরুষাশ্চ স্ত্রিয়শ্চেতি কল্পয়িত্বা পরস্পরম্।
পিবন্তি লালাং মুখজাং মলাংশ্চাদদতেঽপি চ॥

এবম্বিধ অনাত্মা স্বরূপে ব্যবস্থিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে, উন্মাদাদির হেতু কামরূপ গ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ ও স্ত্রীগণ "ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ", এই প্রকার কল্পনা করিয়া পরস্পরের মুখজাত লালা পান করিতেছে এবং শুক্রাদিরূপ মল সকলও গ্রহণ করিতেছে॥ আত্ম-পু ১১২৯০।

আস্ফালয়ন্তি চান্যোঽন্যং গাত্রাণ্যুন্মাদদূষিতাঃ।
মেষা ইব পিশাচা বা যদ্বদ্ধরবিনোদকাঃ॥

আর উক্ত কামজন্য উন্মাদাদি দোষে দূষিত চিত্তে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ শস্ত্র হর্ষজননোদ্যত পিশাচ কিংবা মেষের ন্যায় অন্যান্যের গাত্রে গাত্রসংযোগরূপ আস্ফালন করিতেছে॥ঐ২৯১।

এবং হি কুর্ব্বতামেষাং হৃদি কামো হসন্নিব।
গাত্রেভ্যো নির্গতো নৈব বিনির্গচ্ছতি কর্হিচিৎ॥

এইরূপ ক্রিয়মাণ লোকদিগের শরীরান্তঃস্থিত কামদেব যেন হাস্যবেগ হেতুই (রেতোরূপে) গাত্র হইতে কখন নির্গত হন, কখন বা নাও হন। আত্ম, পু ১১২৯২।

ক্রমশঃ।

মুক্তিমীমাংসা।

কোন সম্প্রদায়ীরা "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" (সাঙ্খ্যদর্শন) ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া মুক্তি বা পুরুষার্থ সাধনের উপায় একমাত্র জ্ঞানকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাঁদের মতে ভক্তি ও কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে। আবার আর এক সম্প্রদায়ীরা "ভক্তি প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়, নান্যৎ পরং সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ" (অধ্যাত্মরামায়ণ) ইত্যাদি শাস্ত্রীয় আজ্ঞানুসারে ভক্তিকেই মুক্তির উপায় বলেন, ইহাঁদের মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম মুক্তির সাধক নহে, এবং অন্য আর এক সাম্প্রদায়িকেরা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" (শ্রুতি) ইত্যাদি বাক্য প্রমাণ করিয়া কর্ম্মকেই মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, ইহাদের মতে জ্ঞান ও ভক্তি মুক্তির কারণ নহে। এই প্রকার বিসদৃশ তিনটী মত প্রচারিত আছে, এবং এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মতের প্রচার থাকায় প্রকৃত রহস্য, অর্থাৎ কোনটী প্রকৃত মুক্তির সাধক, তাহা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এবং শাস্ত্রে এই প্রকার বিরুদ্ধ কথার সমাবেশ থাকায় শাস্ত্রের প্রতি ও লোক বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং কেহই আপন আপন গন্তব্য পন্থার অবলম্বন করিতে পারেন না, তাই আমরা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মুক্তি বা পুরুষার্থ সাধনের যথার্থ উপায় কি—কোন পন্থার অনুসরণ করিলে মানব প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে, এবং প্রাগুক্ত অসমঞ্জস বাক্যাবলীর মীমাংসাই বা কি? ইহাই এই প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়।

মুক্তির কারণ নির্ণয়ের পূর্ব্বে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও মুক্তির স্বরূপ এবং ইহার আনুসঙ্গিক কতকগুলি বিষয় বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তবেই প্রস্তাবিতব্য বিষয়ে অনায়াসে এবং অভ্রান্ত রূপে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাই প্রথমতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মাদির প্রত্যেকটীর লক্ষণ শুনুন।—

জ্ঞানের লক্ষণনির্ণয়।

যে জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য পদ লাভ করিতে পারা যায় তাহার স্বরূপ কি? ইহা বুঝাই জ্ঞানের স্বরূপ বুঝা। জ্ঞান বলিতে সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "বিবেক জ্ঞান" বুঝিতে হইবে আর বেদান্তাচার্য্যদের মতে "অভেদ জ্ঞান" বুঝিতে হইবে, কি ইহার ফল গত কোন পার্থক্য নাই। বিবেক জ্ঞানই বল, আর অভেদ জ্ঞানই বল, উভয়ই মুক্তির সাধক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনঃ প্রভৃতির কারণ প্রকৃতির সহিত পুরুষের, (আত্মার, আমার) যে ভিন্নতা বোধ তাহার নাম "বিবেকজ্ঞান" বা "বিবেকখ্যাতি", "সত্ত্বপুরুষান্যতা প্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ" (পাতঞ্জল,—বেদব্যাসভাষ্য) সন্নদ্ধ বীর পুরুষ যেমন আপন শরীরস্থ বর্ম্ম চর্ম্মাদি আপনা হইতে পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করে, তেমনি মনঃ, বুদ্ধি, অভিমানাদিকে পুরুষ বা আত্মা হইতে যে পৃথক্ রূপে উপলব্ধি করা, তাহার নাম বিবেক জ্ঞান। আমি (আত্মা) পৃথক্,—স্বতন্ত্র, চিৎ

পৃথক্,—স্বতন্ত্র, এই প্রকার জ্ঞানকে "বিবেক জ্ঞান" বলে। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান, মানসিক ভাবনা নহে, যেমন, মনে করিলাম,—"আমি চিত্ত হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র" ইহা নহে। যেমন আঘাত করিলে বেদনার উপলাভ হয়, মধু খাইলে তাহার মধুরতার জ্ঞান হয়, সেই প্রকার আন্তরিক অনুভূতি, ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি, পৃথকরূপে গ্রহণ করার নাম বিবেক জ্ঞান। আবার অভেদ জ্ঞান বলিতে ও আত্মা বা আমির সহিত আন্তর পদার্থের একতা জ্ঞান বা একতানুভূতি বুঝিতে হয়। চিত্তাদি পদার্থ-মিথ্যা, উহারা অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত পদার্থ,—এক মাত্র পরিব্যাপক আত্মাতেই ঐ সমস্ত পদার্থের ভান হইতেছে, সুতরাং এক আত্মাই সত্য, চিত্তাদি পদার্থ আত্মা হইতে অনতিরিক্ত। ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত নয়, তেমনি চিত্তাদি পদার্থ ও আত্মা হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে, কেবল নামের দ্বারা পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হয় মাত্র, ইত্যাদি বিচার পূর্ব্বক চিত্তাদি নিখিল পদার্থে যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মত্বানুভব, তাহার নাম অভেদ জ্ঞান। শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হইয়া কোন কারণ বশতঃ ভ্রান্তির অপনোদন হইলে যেমন তখন শুক্তিরই উপলব্ধি হয়, তেমনি কোন উপায়ে চিত্তাদি বিভ্রম বিদূরিত হইয়া চিত্তাদি পদার্থে যে সত্য সত্য আত্মানুভব, তাহার নাম অভেদ জ্ঞান। বিবেক জ্ঞান এবং অভেদ জ্ঞানের পার্থক্য এই যে, বিবেক জ্ঞানে চিত্তাদি ও আত্মা এই উভয়ের যথার্থ সত্তার অনুভূতি হইয়া পরস্পরের পার্থক্য বোধ হয়, "আমি ও চিত্তাদি পৃথক্" এই প্রকার প্রত্যয় হয়, আর অভেদ জ্ঞানে চিত্তাদি পদার্থের অসত্যত্ব উপলাভ হইয়া, তাহাতে একমাত্র আত্মসত্তারই উপলব্ধি হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়। এখন ভক্তির লক্ষণ শুনুন।

ভক্তির লক্ষণনির্ণয়।

ভক্তচূড়ামণি মহাত্মা শাণ্ডিল্য এবং নারদ মহর্ষি ভক্তির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাই আমরা এখানে দেখাইব। "অথাতোভক্তিজিজ্ঞাসা, সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্যসূত্র) "ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ, সা কস্মৈচিৎ প্রেমরূপা" (নারদসূত্র)। উক্ত মহর্ষিদ্বয় ভক্তি মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া এই লক্ষণ দুইটী করিয়াছেন, ইহার অর্থ;—কোন পদার্থের সম্বন্ধে যে অনুরক্তি, প্রেম, ভালবাসা, তাহই নাম ভক্তি। এই ভক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত। পরা ভক্তি, ও অপরা ভক্তি। ঈশ্বরে ভালবাসার নাম পরা ভক্তি এবং পুত্র কলত্রাদির প্রতি ভালবাসার নাম অপরা ভক্তি বা গৌণী ভক্তি, কিন্তু ভালবাসা বা অনুরাগ পদার্থটী একইরূপ, আধেয় ভেদে নাম ভেদ হয় মাত্র। এই ভক্তিও "আমি ভগবানকে বা ভগবতীকে ভক্তি করিলাম, আমি ভগবান্‌কে বা ভগবতীকে ভালবাসি" ইত্যাদিরূপ মানসিক চিন্তা নহে। পুত্র কলত্রাদির প্রতি যেমন ভালবাসা হয়, পুত্রাদির সুখে আপনার সুখ বোধ হয়, পুত্রাদির ক্লেশে নিজের ক্লেশ হয়। পুত্রাদিকে ভাল আহার, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি প্রদান করিলে আপনার শান্তি হয়; পুত্রাদির সন্দর্শনে যেমন অতুল আনন্দের পরিস্ফূর্ত্তি হয়, চিত্ত যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়, চক্ষু নিমীলিত হইয়া পড়ে, এই প্রকার ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, অনুরাগ তাহারই নাম ঈশ্বর-ভক্তি বা পরা ভক্তি। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়, তখন তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা হয়, তদ্বিষয়িনী কথা শ্রবণ করিতেই সতত প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহার আকৃতি ভাবিলেই মনঃ অতুল আনন্দ বারিধিতে অবগাহন করে, মন যেন অমৃত-সাগরের অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাকেই খাওয়াইতে পড়াইতে আগ্রহ হয়, ঈশ্বরের কোন প্রকারে সুখবিধান করিতে পারিলেই যেন আপনার সুখসম্পত্তি হয়, আপনাকে যেন কৃতার্থ মনে হয়, তাঁহার কোনরূপ দুঃখচিহ্ন দেখিলেই ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে, কি যেন অসহিষ্ণু যাতনার অনুভূতি হইতে থাকে। ভগবানের নিন্দাবাদ শুনিলেই চিত্ত-নদী উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাঁহার নাম শুনিলেই অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে, দেহের অভ্যন্তরে আনন্দজনিত এক প্রকার কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীরাবয়বকে প্রনর্ত্তিত করিয়া তোলে, ইত্যাদি নানা প্রকার বাহ্যলক্ষণাবলীর দ্বারা বাহিরে ও ভক্তির উচ্ছাস ও ভক্তির তরঙ্গলহরী প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ ভক্তি বা ভালবাসা অন্তরের পদার্থ, মনের ধর্ম্ম, বাহ্য লক্ষণের দ্বারা কেবলমাত্র উহার আভ্যন্তরিক প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বস্তুতঃ ভক্তি বৃত্তির উত্তেজনা কালে মন যে কিরূপ প্রসন্নতা লাভ করে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। এখন বুঝিতে পারিলাম যে ভালবাসা বা অনুরাগের নামান্তরই ভক্তি, ভক্তি অননুভাব্য, মনের অবিষয়ীভূত কোন পদার্থ নহে। ইহাই ভক্তির লক্ষণ।

এখানে আরো একটী কথা বলা আবশ্যক, তাহা এই,—বুঝিলাম পুত্র কলত্রাদির সুখ ও দুঃখ দর্শনে নিজের ও আন্তরিক সুখ দুঃখের অনুভূতি হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরেরত সুখ দুঃখ নাই; সুতরাং পুত্রকলত্রাদির সুখ বা দুঃখ দর্শনের ন্যায় তাঁহার সুখ দুঃখ দর্শনই অসম্ভব, কারণ তিনি সদানন্দময় পদার্থ, যাহা সদানন্দরূপ, তাঁহার কদাচ উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ থাকিতে পারে না। অথবা কেবল মাত্র তিনি উৎপন্ন সুখবিশিষ্ট একথাও বলা যায় না, কারণ কেবল সুখবিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই, যাহার সুখ আছে, সুখের অনুভূতি আছে, তাহার দুঃখানুভূতি থাকিবেই থাকিবে, যদি বল, দুঃখানুভব নাই, ঈশ্বর কেবল সুখোপলব্ধিই করেন, একথা অসম্ভব। দুঃখানুভব মূলকই সুখের অনুভব, যাহার কদাচ দুঃখজ্ঞান হয় নাই, সে কখনই সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সুখ ও দুঃখ, এই দুইটী ভিন্ন জাতীয় বিরুদ্ধ পদার্থ, অথচ একটী অপরটীর অনুভবের সহায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন জাতীয় পদার্থ এবং পরস্পর পরস্পরের জ্ঞানের কারণ, তেমনি সুখ দুঃখ ও পরস্পর পরস্পরের জ্ঞানের সহায়। এই জগতে যদি অন্ধকার আদৌ না থাকিত, যদি অন্ধকারের চিত্র চিত্তে অঙ্কিত না থাকিত এবং কেবল মাত্র আলোকই সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত থাকিত, তবে আলোক পদার্থের অনুভব করিতাম বটে, কিন্তু অন্ধকারের ভিতর হইতে আলোকে গেলে যেরূপ উহার রমণীয়তা, স্পৃহণীয়তা, এবং চিত্তের আশাপ্রদতা, মনের স্ফুরণতার উপলব্ধি হয়, তাহা কখনই হইত না, সুধু পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান হইত। যেমন ঘটের জ্ঞান কালীন

ঘট মাত্রেরই জ্ঞান হয়, কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতা, মনের পরিতৃপ্তি, অন্তঃকরণের আপ্যায়নাদির উপলাভ হয় না, আলোক সম্বন্ধেও তাদৃশ জ্ঞানই হইত, কিন্তু অন্ধতমের ভিতর হইতে নিক্রান্ত হইলে চিত্তের যাদৃশ ভাব হয়, তাহা তখনই হইত না। এইরূপ সুখ দুঃখ সম্বন্ধে ও বুঝিয়া লইতে হইবে, ভগবানের যদি একমাত্র সুখানুভূতি থাকাই স্বীকার করা যায়, তবে তাহার স্পৃহনীয়তা, আদরণীয়তা, সুখের সুখত্বটুকু থাকে না, তাহা কিম্ভূত কিমাকার একটা জিনিষে দাঁড়ায়, তাহাকে সুখ বলিলেও হয়, দুঃখ বলিলেও হয়। সুখের যে মধুরতা পাইলে লোকে সুখকে আদর করে, সুখ পাইতে ইচ্ছা করে, সেই চিত্তের শান্তিপ্রদভাবটুকু থাকিত না, সুতরাং সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, আবার দুঃখ থাকিলেই সুখ অবশ্যই থাকিবে এবং যিনি সুখী, তিনি দুঃখী অবশ্যই হইবেন, এবং যিনি দুঃখী, তিনি সুখীও নিশ্চয়, ইহা ধারণা করিয়া লইতে হইবে। অতএব ভগবান্‌কে "নিত্য সুখী" ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ নিত্য সুখী বলিলেই "নিত্য দুঃখী" ও তিনি, ইহা বলিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরকে সুখী বা দুঃখী কিছুই বলা যায় না, তাই তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী না বলিয়া একমাত্র আনন্দরূপ, সুখস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তাঁহার সুখ ও নাই, দুঃখও নাই, কিন্তু তিনি একমাত্র সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

ঈশ্বরেতে সুখ নাই, অথচ তিনি সুখস্বরূপ, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক, নতুবা মনে বড়ই একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুখ ও সুখী এই দুইটী ভিন্নার্থবোধক বাক্য। যেমন ধন ও ধনী,—ধন একটা দ্রব্য, যাহার ধন থাকে, তাহাকে ধনী বলে, কিন্তু ধনের কখনই ধন থাকে না,—রামের ধন আছে, সুতরাং রাম ধনী হইতে পারে, রামের ধন কখনও ধনী নয়, কারণ রামের ধনের ধন নাই, সে নিজেই ধনস্বরূপ তেমনি সুখও নিজেই সুখস্বরূপ, নিজে সুখী নয়, যাহার সুখ থাকে, তিনি সুখী, সুতরাং ঈশ্বরের সুখ নাই, অতএব তিনি সুখী নন। কিন্তু সুখস্বরূপ,—আনন্দস্বরূপ, সুতরাং তিনি নিজে সুখী নন, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আনন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে" ইত্যাদি। সাধকেরও তিনি সুখস্বরূপ কিনা এইটুকু জানা আবশ্যক, তাঁহার সুখ আছে কিনা, তাহা জানিয়া সাধকের দরকার নাই। আমি চাই সুখ, আনন্দ, সেইটুকু তাঁহাতে পাইলেই আমি চরিতার্থ, সুতরাং ঈশ্বরের সুখ দুঃখ দেখার আবশ্যক নাই।

ভাল, যদি ঈশ্বরের সুখ দুঃখ নাই থাকিল, তবে তাঁহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া আমার শান্তি, আমার সুখ হইবে কেন? এবং তাঁহার কোন দুঃখ বা দুঃখের কারণ (আমার বিবেচনায়) দেখিয়া, তাহার পরিহার বিষয়ে আমার চেষ্টা হইবে কেন? এই আপত্তি আমাদের মনে হইতে পারে, এবং বিচার স্থলে ইহা বড়ই দুর্মীমাংস্য বিষয়, কিন্তু ভালবাসার টানে যে তাহা হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। একটী দৃষ্টান্ত বুঝুন, কোন বালক অম্ল বস্তু মোটেই ভালবাসে না, অর্থাৎ অম্ল বস্তুতে তাহার সুখানুভব হয় না, আবার কোন বালক মিষ্ট বস্তু ভালবাসে না (আপনার পিত্তাধিক প্রকৃতি অনুসারে) অর্থাৎ মিষ্ট দ্রব্য তাহার সুখদায়ক হয় না, আবার কোন বালক গব্য জিনিষ খাইতে পারে না, অর্থাৎ গব্য বস্তু ত তাহার সুখকর হয় না (অনেক বালক গব্য জিনিস খাইতে পারে না, জানি না কেন পারে না, হয়ত উহা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য করে, তাই দুঃখ বোধে উহা গ্রহণ করিতে পারে না)। কিন্তু মাতা তাঁহার পুত্র অম্লাদি খাইয়া সুখানুভব করে না জানিয়াও, নিজে অম্ল দ্রব্য ভালবাসেন, অম্ল খাইয়া সুখানুভব করেন বলিয়া, অম্ল খাইলে পুত্রের যে কষ্ট হয়, অথবা কষ্ট হউক আর না হউক, কিন্তু সুখানুভব কিছুই হয় না, একথা জানিয়াও, তাহা বিস্মৃত হইয়া পুত্রকে অম্ল দ্রব্য খাইতে অনুরোধ করেন, কেননা পুত্র তাঁহার বড়ই ভালবাসার জিনিষ, সুতরাং অম্লের দ্বারা পুত্রের সুখ দুঃখ হয় কিনা, তাহা ভাবেন না, নিজের সুখ হয়, তাই পুত্রকে না খাওয়াইয়া থাকিতে পারেন না, যেমন করিয়াই হউক পুত্রকে অম্ল দ্রব্য কিছু খাওয়াইতে হইবে। এই প্রকার মিষ্ট ও গব্য দ্রব্য সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আবার অনেক বস্তু পুত্রের প্রকৃতি অনুসারে উপাদেয়, এবং সুখকর হইলেও, মায়ের যদি তাহাতে সুখ বোধ না থাকে, তবে মা তাহা পুত্রকে দিতে পারিবেন না, পুত্র যোর করিয়া তাহা খাইলেও মায়ের পরম দুঃখ, পরম অশান্তি উপস্থিত হইবে, মা যেন আর সহ্য করিতে পারেন না, তাহার প্রাণের ভিতর যেন কি এক প্রকার অতুলনীয় যাতনা উপস্থিত হইবে; অতএব বুঝিতে হইবে, প্রকৃত ভালবাসা হইলে, আত্ম সুখকর বস্তুই তাহার সুখকর এবং আত্মদুঃখকর বস্তুই তাহার দুঃখকর বলিয়া মনে হয়। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার কোন বস্তু সুখকর, কোন বস্তু দুঃখকর, তাহা আমি ভাবিতে পারি না, ভালবাসার পাত্রকে আমি যাহা অর্পণ করি, ইহার দ্বারা তাহার সুখ আছে কিনা, তাহাও মনে হয় না, তাহাকে দিতে পারিলেই আপনি সুখ পাই। দুঃখকর বস্তু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের সুখ দুঃখ আছে কিনা, তাহা ভাবিতে বা বিচার করিতে ভক্ত সাধকের অবকাস থাকে না। তাঁহার কোন উপহারের দ্বারা সুখ থাকুক, আর নাই থাকুক, সাধক তাহা বিচার না করিয়াই আপনার সুখকর বস্তু তাঁহাকে নিবেদন করে, ইহা অনুরাগের শক্তি, ভালবাসার ধর্ম্ম, সুতরাং ঈশ্বরের সুখ বা দুঃখ থাকুক আর নাই থাকুক ভক্ত যে ভালবাসার আকর্ষণে তাহার নিজের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর কর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করা যাইতেছে।

কর্ম্মের লক্ষণনির্ণয়।

কর্ম্ম শব্দে ক্রিয়া মাত্রকে বুঝায়, সুতরাং কর্ম্ম শব্দের যোগার্থ ধরিয়া লইলে, আহার, বিহার, গমন, শয়ন, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, জপ, হোম, পূজা, চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, পরপীড়া ইত্যাদি নিখিল ক্রিয়াই কর্ম্ম শব্দের অর্থ, কিন্তু ক্রিয়া মাত্রই কর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ হইলেও এই ক্রিয়াকেই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা,—বিহিত ক্রিয়া এবং অবিহিত ক্রিয়া। যে সমস্ত ক্রিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখের নিদান, তাহার নাম বিহিত ক্রিয়া, আর যাহা ইহ লোকের ও

পর লোকের ক্লেশজনক, তাহাই অবিহিত বা নিষিদ্ধ ক্রিয়া, সুতরাং কর্ম্ম শব্দটী প্রত্যেক ক্রিয়া মাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। ইহাই কর্ম্মের লক্ষণ। এখন মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ করুন।—

মুক্তির লক্ষণনির্ণয়।

"মুচ" ধাতুর পরে ভাবার্থে "ক্তি" প্রত্যয় করিয়া "মুক্তি" এই পদটী সাধিত হইয়াছে, সুতরাং "মুচ" ধাতুর অর্থ মোচন, আর ভাবার্থ "ক্তি" প্রত্যয়ের দ্বারা কেবল মাত্র ঐ ক্রিয়াটীকেই বুঝাইয়াছে, অতএব "মুক্তি" শব্দে "মোচন" মাত্রই বুঝাইয়াছে। "মুক্তি" শব্দের বৈয়াকরণ অর্থের অনুসারে "মুক্তি" শব্দে মোচন ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না, এবং শাস্ত্রকারগণও "মুক্তি" শব্দের মোচনার্থ গ্রহণ করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং সকলকেই "মুক্তি" বলিতে "মোচন" এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। আরও একটী কথা এই,—"মুক্তি" শব্দটী অপাদান কারক পদ সাপেক্ষ, "মুক্তি" বলিলেই কোন পদার্থ হইতে মুক্তি, ইহা জানা আবশ্যক, যেমন "কারা-মুক্তি," "গৃহ-মুক্তি" বলিলে কারা হইতে মুক্তি ও গৃহ হইতে মুক্তি, ইহা বুঝায়, সুতরাং এস্থলে মুক্তি কথাটী অপাদান কারক-"কারা" ও "গৃহ" পদার্থের অপেক্ষা করিল, এখানে "কারা" ও "গৃহ পদ না থাকিয়া কেবলমাত্র "মুক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিলে অপেক্ষিত ভাবে কেবল মোচনার্থেরই প্রতীতি হইত, কারা ও গৃহ শব্দ পূর্ব্বে থাকায় "কারা হইতে মোচন" ও "গৃহ হইতে মোচন," ইত্যাদি অর্থের সম্বোধ হইল, তেমনি "আত্মার মুক্তি" বলিলেও নিরপেক্ষরূপে অর্থের প্রতীতি হয় না, সুতরাং এখানে ও "মুক্তি" শব্দ অপাদান কারক সাপেক্ষ। "আত্মার মুক্তি" বলিলেই কোন পদার্থ হইতে "আত্মার মুক্তি" এই জিজ্ঞাসা হয়। সুতরাং এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতে হয় যে, "বন্ধনাৎ আত্মনোমুক্তিঃ" বন্দন হইতে আত্মার মুক্তি। সুতরাং এখানে অপাদান কারক-বন্ধনপদ সাপেক্ষ মুক্তিপদ, ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং আত্মার মুক্তি বুঝিতে হইলে আত্মার বন্ধন কথাটীর অর্থ কি, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়, তবেই "আত্মার মুক্তি" বাক্যটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অতি সুখকর হয়। অতএব আত্মার বন্ধনাদির বিবরণ শুনুন।—

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সমস্ত বিশেষণবিবর্হিত সত্তামাত্র যে পদার্থ, প্রকাশস্বরূপ যে বস্তু, তাহার নাম "আত্মা", "পুরুষ" বা "ব্রহ্ম"। এই আত্মাকে কোন প্রকার বিশেষণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, অথবা আত্মা অপর কোন বস্তুর মত, এই প্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণার দ্বারাও নির্ব্বাচিত হন না, সুতরাং যাহা গুণ, ক্রিয়াদি নিখিল ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্ব বিশেষণ বিরহিত এবং যাহা অনুপমেয়, তাহার স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ হইতে পারে না—অসম্ভব, তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন,—"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"॥ (যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ) "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি বাগ্‌গচ্ছতি নো মনোন বিদ্মোন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"। (সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ) ভাবার্থ;—"আত্মা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অবিষয়ীভূত পদার্থ, সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি আত্মাকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে না, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির অগোচর বস্তু, তাহাকে কেমন করিয়া উপদেশ করিতে পারা যাইবে? যে পদার্থ ইন্দ্রিয় ও চিত্তাদির গ্রাহ্য, তাহাই উপদেশের যোগ্য, সুতরাং "আত্মা আছেন" এই অস্তিত্ব মাত্র প্রতিপাদনের দ্বারাই তাঁহাকে নিরূপণ করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশের কোন উপায় নাই"। কিন্তু আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ অসম্ভব হইলে ও ইন্দ্রিয়াদি পদার্থের দ্বারায় তাঁহার স্বরূপ কতকটা বুঝিয়া লইতে পারি। তাই শ্রুতি আবার আদেশ করিয়াছেন,—"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" × + + "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি" + × × যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং" × + ×। সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ। "অমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সত্" ইত্যাদি। ভাবার্থ,— যে পদার্থকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায়না, ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, যাহা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় (রূপরসাদি) হইতে অতিরিক্ত বস্তু এবং যাহার সত্তায় ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ প্রকাশ পায়, অন্ধ,-জড় ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ স্ব স্ব বিষয়ে প্রকাশিত হইয়া স্ব স্ব বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই চৈতন্যস্বরূপ-প্রকাশস্বরূপ পদার্থই আত্মা শব্দের বাচ্য, যে পদার্থটী আমার অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, আমার মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রকাশক হইতেছে, আমি নয়ন নিমীলন করিয়া একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করিলে আমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকাশ প্রকাশভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকাশস্বরূপ পদার্থই "আত্মা", "পুরুষ" বা "ব্রহ্ম" বলিয়া বিজ্ঞাত হয়েন (১)। আর একটী পদার্থ আছে, তাহার নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সাম্য অবস্থাকে প্রকৃতি বলা যায়। যে অবস্থায় গুণত্রয়ের বিকৃতি হয় নাই, তাদৃশ অবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যদর্শন)। এই প্রকৃতি অচেতনা, অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্রী। এই প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয়, সুতরাং প্রকৃতির প্রথম পরিনামই বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান, সুতরাং প্রকাশস্বভাব এবং নিখিল কার্য্যের কর্ত্তা। এতাদৃশ বুদ্ধি আর পুরুষের যে সংযোগ, তাহারই নাম "আত্মার বন্ধন"। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে" (সাংখ্যদর্শন) "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ" (পাতঞ্জল দর্শন) ইহার ভাবার্থ,—বুদ্ধি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উভয়ের একটী বিম্ব প্রতিবিম্বভাব কল্পনা করা হয়। যেমন স্ফটিক স্বচ্ছ

---

(১) এই প্রবন্ধ আত্ম-স্বরূপ নির্ণায়ক প্রবন্ধ নহে, সুতরাং "আত্মা কিং স্বরূপ" তাহা আর অধিক বিস্তার না করিয়া মোটামোটি একটু আভাস দেওয়া গেলমাত্র। আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা সমস্ত বিশেষণ বিরহিত, কর্ত্তৃত্বাদি পরিশূন্য বস্তু, অথচ তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে কেন, ইত্যাদি বিষয় দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, এস্থানে যুক্তি তর্কের অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রুতির আজ্ঞানুসারে আমরা আত্মা পদার্থটী স্বীকার করিয়া লইয়া বক্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিতেছি।

পদার্থ, সুতরাং ইহার সন্নিকটে কোন একটী রক্তবর্ণ পদার্থ থাকিলে, ঐ রক্তবর্ণ বস্তুটা উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন স্বচ্ছ স্ফটিককে "রক্ত স্ফটিক" বলিয়া ব্যবহার করা হয়, বাস্তবিক রক্তিমা স্ফটিকের গুণ নহে, উহা রক্ত বস্তুর গুণ, আবার রক্তবর্ণ বস্তুটীর যে তাদৃশ চাকচিক্য সহকারে প্রকাশ হওয়া, উহা ও রক্তবর্ণ বস্তুটীর গুণ নহে, উহা স্ফটিকের গুণ, অথচ তাদৃশ বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় "স্ফটিক রক্তবর্ণ" এতাদৃশ ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি পুরুষ ও বুদ্ধি সম্বন্ধে ও বুঝিতে হইবে, বুদ্ধি, শব্দাদি নিখিল বিষয় গ্রহণ করিয়া শব্দাদি আকারে আকারিত হয়, তত্পর শব্দাদি আকারে আকারিতা বুদ্ধি প্রকাশস্বরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং তখন শব্দাদি আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ হয়। এবং পরস্পরের বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় বুদ্ধি পুরুষের যেন একটা একীভাব সম্পাদিত হয়। তখন পুরুষ বুদ্ধির সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েন। যেমন "ঘট দেখিতেছি" এই স্থলে তিনটী পদার্থের সম্মিলন হইয়া এতাদৃশ জ্ঞান হইতেছে "ঘট" একটী পদার্থ, দ্বিতীয় দর্শনবিষয়ে "নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি," তৃতীয় "ঘট ও নিশ্চয়াত্মক বৃত্তির প্রকাশ". (নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিটুকুই বুদ্ধির স্বরূপ, এবং উহা জড়, স্বয়ং অপ্রকাশ)। এখানে প্রথমতঃ বুদ্ধি, ঘটকে বিষয় করিয়া ঘটের আকারের সহিত আপন আকারের অভিন্নভাব অবলম্বন করিল, তখন বুদ্ধির বৃত্তি ঘটাকারে পরিণত হইয়া-ঘটাকারে অনুরঞ্জিত হইয়া পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইল, সেই সময়ে ঘটাকারে আকারিতা বুদ্ধি বৃত্তির প্রকাশ হইয়া, "ঘট দেখিতেছি," ইত্যাকার জ্ঞান হইল। এই প্রকারে নিখিল পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং এইরূপ সংযোগ বা বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় নিষ্ক্রিয়, সুখ দুঃখাদিরহিত পুরুষ, সুখ দুঃখাদি বৌদ্ধ গুণের দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া যেন সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন, এইরূপ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক তাঁহার সুখদুঃখাদি নাই, সুখ দুঃখাদির ভোগও নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ" (শ্রুতি) তস্মাৎ তত্সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণকর্ত্তৃত্বেঽপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ"। (সাংখ্যকারিকা) সুতরাং বুদ্ধি পুরুষের সংযোগই আত্মার বন্ধন, এবং এই বন্ধন হইতে মোচন হওয়াই "মুক্তি" ইহা বুঝিতে পারিলাম।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এতাদৃশভাবে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তদ্যোগোঽবিবেকাৎ"** (সাংখ্যদর্শন) "তস্য হেতুরবিদ্যা" (পাতঞ্জলদর্শন) অর্থ,—একমাত্র অবিবেক বা অবিদ্যা বশতই বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হয়, সংযোগ বা পরস্পর বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের প্রতি একমাত্র অবিবেকই মুখ্য কারণ। যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, এস্থলে শুক্তি আর রজতের স্বরূপতঃ বিবেক জ্ঞান না থাকাই কারণ। যদি "এই শুক্তিকা" "এই রজত" এতাদৃশ পার্থক্য বোধ থাকে, তবে কখনই শুক্তিতে রজত জ্ঞান হইতে পারে না, অথবা যেমন অগ্নি সম্পিণ্ডিত এক খণ্ড লৌহ হস্তে উত্তোলন করিয়া লোকে ব্যবহার করে, "এই অগ্নিপিণ্ডটা বড় ভারি" বস্তুতঃ অগ্নি কখনই ভারি নহে, ভারিত্বগুণ লোহের ধর্ম্ম, কিন্তু পরস্পরের দৃঢ়তর সংযোগ হওয়ায় পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়াছে, বস্তুতঃ এইরূপ আরোপ ও অবিবেক মূলক, যতক্ষণ অগ্নি আর লোহের পার্থক্য বুদ্ধি না হইয়া লোকে বাক্য প্রয়োগ করে, তখনই "অগ্নি ভারি" বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু যখন লোহ পৃথক্ বস্তু, এবং অগ্নি পৃথক্ বস্তু, এতাদৃশ জ্ঞান হয়, তখন আর "অগ্নি ভারি" একথা কেহই প্রয়োগ করে না। তেমনি বুদ্ধিপুরুষের সংযোগ সম্বন্ধে ও বুঝিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান না হয়, "এই বুদ্ধি—এতাদৃশ গুণবতী বুদ্ধি এবং এই পুরুষ-এবংস্বরূপ পুরুষ" ইত্যাকার জ্ঞান না হয়, তাবৎ বুদ্ধির গুণ পুরুষে, পুরুষের গুণ বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া পুরুষ সম্বদ্ধ হয়েন। যদি একবার উভয়ের বিবেক হয়, তবে কেহই কাহার গুণের দ্বারা সম্বদ্ধ হয়েন না, সুতরাং পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হয়েন, বুদ্ধিও আপন সত্তায় সংস্থিত হয়, ইহাই পুরুষের মুক্তি, সুতরাং অবিবেক জনিত বুদ্ধি পুরুষের সংযোগরূপ বন্ধন ছিন্ন হইলেই পুরুষ মুক্ত হন, ইহাই বন্ধন হইতে পুরুষের মুক্তি। শাস্ত্রে মুক্তি শব্দার্থ আরও অনেক গুলি শব্দ দ্বারায় বুঝাইয়াছেন, যথা "কৈবল্য" "স্বরূপপ্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি।

এখন আমরা মুক্তি মীমাংসার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, এখন একবার দেখিব, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ কি? ভক্তিই মুক্তির কারণ? তাহা বলিতে পারিনা। কারণ ভজনীয়, ভজন কর্ত্তা এবং ভজনীয়বিষয়ক মানসিক চিন্তা ধ্যানাদি এই পদার্থ সমষ্টি না থাকিলে ভক্তি হইতে পারে না,—ইহার কোনটীর অভাব হইলে প্রকৃত ভক্তি আসিতে পারে না, অথচ ঈদৃশ মানসিক ব্যাপার ও বুদ্ধি পুরুষের সংযোগমূলক। বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হইলে পুরুষ সমস্ত বিষয়ের উপভোগ করেন, (ইহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে) সুতরাং যতক্ষণ ভজনীয়, ভজনকর্ত্তা, ভালবাসা ইত্যাদির উপলব্ধি হইবে, ততক্ষণ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ ও থাকিবে, অবিবেকও থাকিবে, পুরুষ বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা অনুরঞ্জিত ও হইবেন, অতএব সে অবস্থায় প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে না। যদি বল, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ থাকিবে না। অথচ ভক্তি হইবে তাহাও অলীক কথা, কারণ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ বিনাশের নিমিত্তই সমস্ত যত্ন, সমস্ত প্রক্রিয়া, তাহাই যদি না থাকিল, তবে আর ভক্তির আবশ্যক কি? দ্বিতীয় কথা, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগমূলকই এই নিখিল বিষয়ের উপলব্ধি, যদি তাহাই না থাকে তবে কে ভালবাসিবে? তখনত পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হন, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি সত্তামাত্রে অবস্থিত। সুতরাং যতক্ষণ ভক্তি থাকিবে, ততকাল বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ রূপ বন্ধন অনিবার্য্য, থাকিবেই থাকিবে, আর যখন বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ থাকিবে না, তখন ভক্তি ও হইতে পারে না। কারণ ভক্তি বা ভালবাসা মনের ক্রিয়া, মনের ধর্ম্ম, কিন্তু তাদৃশ অসংযুক্ত অবস্থায় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির স্বরূপতঃও উপলব্ধি থাকে না সুতরাং ভক্তি কেমন করিয়া হইবে?।

আরও একটী কথা এই—অহৈতুক বা নিষ্কাম ভক্তির (১)

(১) শাস্ত্র যে স্থানে ভক্তিকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন, সেখানে ভক্তি বলিতে "অহৈতুক বা নিষ্কাম ভক্তি" বুঝিতে হইবে। আমরাও তাদৃশ ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বিচার করিব।

চরম অবস্থায় ভজনীয় আর ভজন কর্তার ঐকাত্ম্য সম্পাদিত হয়, সুতরাং আপনা হইতেই তখন সমাধির অবস্থা আসিয়া পড়ে, ক্রমে গাঢ়তর সমাধি অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির রজঃ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্বগুণ অতিপ্রবল ভাবে আবির্ভূত হইয়া উঠে এবং যতই সত্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজঃ ও তম ক্ষীণতর হইয়া পড়ে, ক্রমে ঐ অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে রজস্তম একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধিই থাকে না। (ক) তখন সত্বগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি ও পুরুষের "বিবেক জ্ঞান" হয়, পুরুষ আর বুদ্ধি যে পৃথক্, স্বতন্ত্র, তাহারই উপলব্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ শ্লথ হইয়া পড়ে, এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়, যে সত্বগুণ বুদ্ধি পুরুষের তাদৃশ বিবেক বুদ্ধি জন্মাইয়া ছিল, সেই সত্বগুণও এক কালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না, পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হন, পুরুষ কেবল মাত্রই সেই অবস্থায় থাকেন, এই নিমিত্ত মুক্তিকে "কৈবল্য" বলে, এবং ইহাই প্রকৃত মুক্তি শব্দের অর্থ। এখন ভাবিয়া দেখুন, সাধক যখন নিষ্কাম ভক্তির শীর্ষস্থানে আরূঢ় হইবেন, তখন ভালবাসার স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে সাধক উপাস্যের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রকারে উপাস্যে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্য বিষয়া বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে, তখন একমাত্র ধ্যেয় বিষয়েরই মাত্র জ্ঞান হইতে থাকিবে, ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরূপোপলব্ধি হইবে, এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে আর ধ্যেয় বস্তুটী থাকিবেই না, তখন বুদ্ধি পুরুষের "বিবেক জ্ঞান" হইবে। সুতরাং আর ভক্তি, ভজনীয় এবং ভজনকর্ত্তা বা উপাসনা, উপাস্য এবং উপাসক থাকিবে না। কারণ তখন একমাত্র আত্মাই স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন। ইহার কারণ এই যে, উপাস্য উপাসক ভাব বুদ্ধি পুরুষের অবিবেকমূলক, সেই অবিবেক বিনষ্ট হইয়া গেলে তৎসঙ্গে উপাস্য উপাসক ভাবাদিও আপনিই বিদূরিত হইয়া যায়, উপাদান কারণ বিনষ্ট হইলে, তাহার সহিত উপাদেয়-কার্য্য স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, সাধক ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হইলে তখন বিবেক জ্ঞানের বিকাশ হইবেই হইবে এবং ভক্তি কালীন চিত্তের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা আর থাকিবে না, সুতরাং পরা ভক্তি একমাত্র "বিবেক জ্ঞানের"ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, কিন্তু মুক্তির, অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ নাশের সাক্ষাৎ কারণ নহে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ" (পাতঞ্জল দর্শন)

এখন একটী জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, যদি ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ না হয়, তবে "ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা" ইত্যাদি পূর্ব্ব কথিত শাস্ত্রের দ্বারায় ভক্তিকে মুক্তির কারণরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য কি? ইহার কারণ এই যে, ভক্তি যদিও সাক্ষাৎ রূপে মুক্তির কারণ নহে, তথাপি বিবেক জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ সহায়ক এবং উদ্দীপক বলিয়া ভক্তিকেও মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মুক্তি সাধনের কারণ ভক্তি" এই কথা বলিতে বিবেক জ্ঞান মুক্তির কারণ, বিবেক জ্ঞানের কারণ ভক্তি এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্তিকে মুক্তির উপযোগিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই হেতু, যে অধ্যাত্ম রামায়ণে ভক্তিকে মুক্তির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অধ্যাত্ম রামায়ণেই আবার স্থানান্তরে ভক্তিকে জ্ঞানেরই কারণ বলিয়াছেন; যথা,—

> বিশ্বোহপি ভক্ত্যা মদনুগ্রহেণ বিদ্বান্।
> ততো ভবেৎ জ্ঞানমতীব নির্ম্মলং।
> বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবোদয়েনতঃ
> সম্যগ্‌ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥
>
> (অধ্যাত্ম রামায়ণ।)

এই প্রকার অন্যান্য শাস্ত্রেও এই কথাই বিশেষ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন,—"ভক্তির্জ্ঞানং ততো মুক্তিরিতি শাস্ত্রার্থ ক্রমঃ"। (বোধসার-ভক্তিযোগ প্রকরণ) সুতরাং আমরা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, ভক্তি জ্ঞানেরই কারণ, কিন্তু মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, এই প্রকার মীমাংসার দ্বারা শাস্ত্রীয় বিরোধেরও পরিহার হইল। অতঃপর কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা যাইতেছে।

কর্ম্মের লক্ষণ এবং বিভাগ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু গমন, আহার, শয়ন ইত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধি পুরুষের

(ক) সত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণ ভবাভিভবস্বভাব, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া-জয় করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করে। রজোগুণ প্রাদুর্ভূত হইলে, সত্ব ও তম অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার তমঃ প্রাদুর্ভূত হইলে রজঃ ও সত্ব অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার যখন সত্ব অতি প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তখন রজস্তমোগুণ একেবারে অভিভূত হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের এই প্রকার স্বাভাবিক ভবাভিভব ক্রিয়া সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, এবং বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা উহাদের এরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারা যায়। যেমন কোন একটী রজোগুণের বৃত্তি, উহা যখন আত্মাতে বিজৃম্ভিত হয়, তখন মোহ বা নিদ্রাদি তম বা সত্বগুণের বৃত্তি পরিস্ফুরিত হইতে পারে না; অর্থাৎ তখন রজোগুণের দ্বারা তম ও সত্ব অভিভূত হইয়া থাকে, আবার যখন মূর্চ্ছা হয়, তখন রজ ও সত্ব অভিভূত থাকে, উহাদের ক্রিয়া হইতে পারে না, আবার যখন বিবেক বৈরাগ্যাদি সত্বের ক্রিয়া হইতে থাকে, তখন রজস্তমের ক্রিয়া [illegible] হয়। একটীর অত্যধিক মাত্রাধিক্যে অপরটী তাদৃশভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যখন রজোগুণ মৃদু মাত্রায় প্রবল হয়, তখন তমঃ এবং সত্ব মৃদু মাত্রায় ক্ষীণ হয়, আবার রজ যখন মধ্য মাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে, তখন তমঃ ও সত্ব মধ্য মাত্রায় অভিভূত হইয়া থাকে, যখন রজ অতি তীব্র মাত্রায় বিকাসিত হইয়া উঠে, তখন তমঃ এবং সত্ব তীব্র মাত্রায় অভিভূত হয়। ইহার অবান্তর আরও অনেক প্রকার মাত্রার বিভাগ করিয়া লইতে পারা যায়, বস্তুতঃ একটী গুণ অতি প্রবল ভাবে উত্তেজিত না হইলে, অপরটী একেবারে অভিভূত হয় না, থাকিয়া থাকিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই প্রকার অপর দুইগুণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এখন গুণের স্বরূপ শুনুন।—সত্বগুণ প্রকাশ স্বরূপ, অন্তরের সত্বগুণের উদয় হইলেই আন্তর পদার্থ রাশিকে প্রকাশ করে এবং চৈতন্যের আবরক তমোগুণকে অভিভূত করিয়া আত্মার স্বরূপাভিব্যক্তি করে, সুতরাং উহা প্রকাশরূপ, আর রজোগুণ চঞ্চল, ক্রিয়াত্মক, তমোগুণ গুরু ও আবরণাত্মক। ইহাদের কার্য্যের দ্বারাই বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সত্বগুণের কার্য্য বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য ইত্যাদি, রজোগুণের কার্য্য তৃষ্ণা, বিষয়ে আসক্তি, ক্রোধ ইত্যাদি, তমোগুণের কার্য্য প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, মুগ্ধতা ইত্যাদি। ইহাই ত্রিগুণের সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া প্রণালী ও স্বরূপের বর্ণনা।

সংযোগ বিনাশ রূপ মুক্তি কখনই হইতে পারে না, কারণ ঐ সমস্ত ক্রিয়া কেবল মাত্র বাহিরেই হয়, উহাতে অভ্যন্তরের (মন বুদ্ধি প্রভৃতির) কোনই পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং উহার দ্বারা সত্বগুণের উদ্দীপনা হইয়া বুদ্ধি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, ইহা সকলেরই অনুভবনীয় বিষয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ সকাম এবং নিষ্কাম বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক, তন্মধ্যে সকাম বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, কেননা কামনাপূর্ব্বক যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে সংস্কারগ্রন্থি উপচিত হইতে থাকে, বিশেষতঃ কামনা রজোগুণের বৃত্তি, সুতরাং প্রবলভাবে রজোগুণের বিকাস হইলে, কখনই সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না, এবং সত্বগুণের কার্য্য-বিবেক জ্ঞানেরও বিজৃম্ভণ হইতে পারে না, অতএব সকাম কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মুক্তি ফল সম্ভাবিত হইতে পারে না, তবে অবশ্যই সকাম কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ ভোগাদি বিবিধ সুখকর ফল সাধিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত মুক্তি বা চিত্তের শুদ্ধ্যাদি কিছুই হইতে পারে না, বরং রজোগুণোদ্ভব কামাদির দ্বারা চিত্ত অধিকতর কলুষিত হইয়া পড়ে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

(যজুর্ব্বেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ)

ভাবার্থ,—"যিনি যাদৃশ বিষয়ের উপভোগের নিমিত্ত কামনাবান্ হইয়া তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই সেই বিষয় উপভোগের জন্য তত্তত্ স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উহা ভোগ করিয়া থাকেন, আর যিনি আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া বিষয়ের উপরে বীতভৃষ্ণ হন, তাঁহার ইহ জন্মেই সমস্ত কামনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর বিষয়ের ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।" এখন বুঝিতে পারিলাম যে, সকাম কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে কিনা, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম কি, ইহা জানা আবশ্যক। ঈশ্বরার্থে ঈশ্বরের প্রেরণাবশতঃ নিখিল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার নাম "নিষ্কাম কর্ম্ম" কিন্তু এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে "ঈশ্বর আমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন" একপ কামনা ও থাকিবে না, সমস্ত কর্তৃত্ব, সমস্ত কার্য্য এক মাত্র ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, যেমন যন্ত্র (মেশিন) কার্য্য করে,—অন্যের শক্তির প্রেরণায় নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না, তাই কার্য্য করে, বস্তুতঃ কার্য্যের ফল বিষয়ে যন্ত্রের কিছুমাত্র ইচ্ছা থাকে না, তেমনি এই দেহ ঈশ্বরের প্রেরণায় কার্য্য করিবার যন্ত্রস্বরূপে ধারণা করিয়া অখিল কার্য্যের অনুষ্ঠান করার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। (ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) তাই গীতায় বলিয়াছেন,— "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ"। ***। এক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। এই নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত মুক্তি হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্ম-অভিমান বিনষ্ট হইয়া যায়, যতই আত্মার অভিমান নষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সংস্কার গ্রন্থি ও শিথিল হইয়া পড়ে, কারণ একমাত্র আমিত্বের উপরেই সংস্কার গ্রন্থি অবস্থিত এবং একমাত্র কামনার নিবৃত্তি হইলেই কামনামূলক ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, তৃষ্ণা ও মুগ্ধতা প্রভৃতি রজস্তমোবৃত্তির কার্য্যগুলি অভিভূত হইয়া আসে, এবং ক্রমে সত্বগুণের বিকাশ হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ চিত্তের বা বুদ্ধির রজস্তমোহংশ বিদূরিত হইলে তখন বিবেক জ্ঞান প্রস্ফুরিত হয় এবং ক্রমে পূর্ব্ব কথিত মুক্তি ফল সাধিত হয়। রজস্তমঃ অভিভূত হইলেই যে সত্বগুণের বিকাশ হইবে, এবং সত্বগুণের স্বাভাবিক শক্তি বশতঃ বুদ্ধি পুরুষের বিবেক হইবে, একথা পূর্ব্বেই বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, কারণ চিত্তের পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধি হইলে বুদ্ধি পুরুষের বিবেক হয়, অতএব তখন জ্ঞানেরই প্রবলাবস্থা থাকে, এই নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের আর অনুষ্ঠানের অবসর থাকে না। তাই গীতায় বলিয়াছেন,—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগিগণ আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্ম একমাত্র চিত্ত শুদ্ধিরই সাক্ষাৎ কারণ এবং মুক্তির পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ। সুতরাং শ্রুতি এবং অন্যান্য যে স্থানে কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিফল প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে স্থানেও পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্ম মুক্তির কারণ, ইহাই বুঝিতে হইবে, অথবা তাদৃশ শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় বাক্যের অর্থান্তরেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, কেননা শ্রুতি নিজেই "কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে" ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়" ইত্যাদি। অন্যচ্চ"—

অনেকভবসম্ভূতকর্ম্ম-পঙ্কাঙ্কিতোবুধৈঃ।
আত্মা সদাসনা-তোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যোনিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ॥

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভক্তি এবং কর্ম্ম যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ না হয়, তবে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, একমাত্র "বিবেক জ্ঞান" বা "অভেদ জ্ঞান"ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ, ইহাই শাস্ত্রাকর শ্রুতি এবং সমস্ত শাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা,—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়" "তরতি শোকমাত্মবিৎ"

নির্ব্বাণং নাম পরমং সুখং যেন পুনর্জ্জনঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে তজ্জ্ঞানাদেব লভ্যতে॥

(যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ)

তপোবিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরং।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

(মনুসংহিতা)

"তপসা স্বর্গগমনং ভোগোদানেন জায়তে।
জ্ঞানেন মোক্ষোবিজ্ঞেয়স্তীর্থস্নানাদঘক্ষয়ঃ॥"

(মহাভারত)

"তপস্তীর্থং জপোদানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥"

(ভাগবত)

"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥"

(বিবেকচূড়ামণি)

এই উদ্ধৃত সমস্ত বচনেরই অর্থ সরল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তিলাভের একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই, জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্মাদির দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, অবশ্যই কর্ম্মাদি অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদন-করতঃ পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির কারণ হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে দার্শনিকগণ কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।— "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" (সাংখ্যদর্শন) "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" (পাতঞ্জলদর্শন, ভাবার্থ,—অন্ধকার যেমন একমাত্র আলোকের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, আলোক ব্যতীত শত প্রক্রিয়ার দ্বারাও অন্ধকারের বিনাশ হয় না, তেমনি অবিবেক বিবেক জ্ঞানের দ্বারাই বিদূরিত হয়, সুতরাং বিবেক জ্ঞানই মুক্তির মুখ্য উপায়। বিবেক জ্ঞানের বিকাশ হইলে আপনিই অবিবেক বিনষ্ট হয়, আবার অবিবেক নষ্ট হইলেই অবিবেক জনিত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগও নষ্ট হইয়া যায়, তখন আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন। ইহাই আত্মার মুক্তি। অবিবেক বিনষ্ট হইলে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ বিনাশের নিমিত্ত আর যত্নান্তর করিতে হয় না, যেমন জলের তাপস্পর্শটুকু তুলিয়া দিলেই জল আপনি বরফ আকারে পরিণত হয়। জলের তাপস্পর্শ বিমোক্ষণ, আর বরফরূপে পরিণাম, এই দুইটী কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না, জল যে জন্য জলাকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই তাপের বিয়োজন করার প্রযত্নেই জল আপনি বরফ রূপে পরিণামিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগের কারণ—অবিবেক নষ্ট হইলে আপনিই সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়, আর যত্নান্তরের অপেক্ষা করে না। অবিবেক আর বিবেক জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং একের বিকাশ হইলেই অপরের অভিভব হয়, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম, যেমন উষ্ণতা আর শীতলতা বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং উষ্ণতার মাত্রানুসারে শীতলতার তিরোভাব অনিবার্য্য, আবার শীতলতার মাত্রানুসারে উষ্ণতারও তিরোভাব হইবেই হইবে, তেমনি বিবেক ও অবিবেক সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বিবেক জ্ঞানের দ্বারা অবিবেকের বিনাশ হইয়া কি প্রণালীতে সংযোগের বিনাশ হয়, তাহা ভক্তি প্রকরণেই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখানে আরও একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে,—প্রথমতঃ নিষ্কাম ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্ম অথবা আত্মসমাধি প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের রজস্তম মল কাটিয়া গেলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্বগুণের তীব্র উদ্ভূতি হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের স্বাভাবিক শক্তি বলে (সত্ত্বগুণের বর্ণনা দেখুন) বুদ্ধি পুরুষের বিবেক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ হইতে থাকে এবং বিবেক উদয়ের মাত্রানুসারে অবিবেক ক্ষীণ হইয়া যায়। এরূপে ক্রমে অবিবেক একেবারেই নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র বিবেক জ্ঞানেরই বিকাশ অবস্থা হয় এবং এই অবস্থারই খুব গাঢ়তা হইলে, তখন বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ নষ্ট হইয়া যায় এবং বুদ্ধির সত্ত্বগুণ ও একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়ে, সুতরাং গুণত্রয় অভিভূত হইয়া পড়িলে গুণত্রয়ের সমষ্টি স্বরূপ বুদ্ধির ও আর অস্তিত্ব থাকে না। কারণ যেমন দুজন মল্লযোদ্ধা (কুস্তিওয়ালা) পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করার নিমিত্ত তীব্র যত্ন করিয়া একজন অপর ব্যক্তিকে পরাভূত করে, কিন্তু পরাভূত করিয়া নিজে ও পরাভূত হইয়া পড়ে, তেমনি সত্ত্বগুণ রজস্তমকে অভিভূত করিয়া শেষে আপনি ও এককালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অস্থির মাত্রা হইয়া যায়, তখন একমাত্র পুরুষই আপন স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন, ইহাই পুরুষের মুক্তি, ইহাই বিবেক জ্ঞানের ফল। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল মাত্র জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং কর্ম্ম ও ভক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধির দ্বারা পরম্পরায় মুক্তির কারণ। এবং ভক্তি না থাকিলে নিরপেক্ষে যদি কাহারও ভাগ্যবশতঃ জ্ঞানের উদয় হয় তবে তিনি তদ্দ্বারাই মুক্তিপদ লাভ করিতে পারেন, তাদৃশ জন কর্ম্ম বা ভক্তির কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না, কিন্তু ভক্তি বা কর্ম্ম যতই শীঘ্র স্থানে অধিষ্ঠিত হউক না কেন, চরমে জ্ঞান ব্যতীত সাক্ষাৎ মুক্তির সাধক হইতে পারে না। এখন আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলাম যে, একমাত্র বিবেক জ্ঞানই মুক্তির উপায়। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তিত বিষয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা পূর্ব্বে জ্ঞান বলিতে "বিবেক জ্ঞান" ও "অভেদ জ্ঞান" এই উভয় বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছি. কিন্তু এই প্রস্তাবে "বিবেক জ্ঞান" কেমন করিয়া মুক্তির উপায়, তাহাই প্রদর্শিত হইল. "অভেদ জ্ঞান" কেমন করিয়া মুক্তির সাধক, তাহা দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। (ক)

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

প্রশ্ন।

যদি কোন ব্যক্তি নৌকাতে যে স্থানে কোনরূপে জলাদির সাক্ষাৎ স্পর্শ না হয়, একরূপ স্থানে বিশুদ্ধভাবে পক্বান্ন ভোজন করতঃ কোন রূপে অভক্ষ্য ভক্ষণ না করিয়া সমুদ্রপথে রাজসমীপে সাধারণের উপকারজনক প্রস্তাবনার উদ্দেশে ম্লেচ্ছদেশে গমন করে, তবে তাহার কোন পাপ হইতে পারে কি না? যদি পাপ হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? এবং যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারে কি না?

(ক) পূর্ব্ব ৮৭ পৃষ্ঠায় ৩৩ পংক্তিতে মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ "আধার বা আশ্রয়" এই কথার স্থানে "আবেষ" কথা বসান হইয়াছে, অতএব ঐ স্থানে "আধার" বা "আশ্রয়" শব্দ পাঠ করিবেন।

ব্রহ্মণাদিপতিতসংসর্গপ্রকরণে "জ্ঞানতঃ পতিতস্পৃষ্টান্নভক্ষণে সংবৎসরেণ পাতিত্যম্, অজ্ঞানতোবৎসরদ্বয়েনে"তি ব্যবস্থাপ্য "পাতকিপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভোজনে জ্ঞানতঃ সার্দ্ধবৎসরেণ অজ্ঞানতোবৎসরত্রয়েণে"তি ব্যবস্থাপিতম্। তথা সতি যৎ স্পৃষ্টান্নভক্ষণে ত্রিভির্মাসৈঃ পাতিত্যং, তৎপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভক্ষণে সার্দ্ধমাসচতুষ্টয়েন পাতিত্যং প্রাপ্তম্। ম্লেচ্ছচাণ্ডালাদিস্পৃষ্টান্নভক্ষণে তু "অমেধ্যপতিতপুক্কসরজস্বলাবপ্রতকুণিকুষ্ঠিস্পৃষ্টান্নানি ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং চরে"দিতি শঙ্খবচনেন প্রাজাপত্যং বিহিতম্। "তচ্চাজ্ঞানত" ইতি শূলপাণিমহামহোপাধ্যায়স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যৈর্লিখিতম্। তেন জ্ঞানতঃ প্রাজাপত্যদ্বয়ম্। অতঃ সিদ্ধং ম্লেচ্ছাদিস্পৃষ্টান্নভক্ষণে ত্রিভির্মাসৈঃ পাতিত্যম্। তদীয়পাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভোজনে তু সার্দ্ধচতুর্ভির্ম্মাসৈঃ পাতিত্যাবশ্যকতয়া সকৃদ্ভোজনে কার্ষাপণ চতুষ্টয়াং নবতিবারভোজনে বিংশত্যধিকশতপ্রাজাপত্যানীতি॥

ম্লেচ্ছদেশগমনঞ্চ প্রতিষিদ্ধম্। তথা চ বিষ্ণুঃ। "ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্ন গচ্ছেদি"তি। তত্র প্রায়শ্চিত্তমাহ দেবলঃ। "সিন্ধুসৌরাষ্ট্রসৌবীরাংস্তথা প্রত্যন্তবাসিনঃ। অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ গত্বা সংস্কারমর্হতী"তি। তীর্থযাত্রাব্যতিরেকেনৈতান্ গত্বা তত্রৈব চিরমুষিত্বা গঙ্গাদিগমনং প্রায়শ্চিত্তং, তদশক্তৌ পুনরুপনয়নম্। "অতিচিরবাসে পুনরুপনয়নং কৃত্বা সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থমেন চান্দ্রায়ণং কর্ত্তব্য"মিতি শূলপাণিমহামহোপাধ্যায়াঃ। "উপনয়নং চান্দ্রায়ণসম"মিতি শূলপাণিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যাঃ। তস্মাৎ ম্লেচ্ছদেশবাসে সার্দ্ধসপ্তপ্রাজাপত্যানি॥

এবং জ্ঞানতোঽনল্পকালম্লেচ্ছসঙ্কীর্ণগৃহাধিবাসেঽপি চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্। তদাহ প্রায়শ্চিত্তবিবেকে আপস্তম্বঃ। "অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নি.সেদ্‌যস্য বেশ্মনি। স বৈ জ্ঞাত্বা তু কালেন কুর্য্যাৎ তস্য বিশোধনম্। চান্দ্রায়ণং পরাকোবা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্। প্রাজাপত্যং শূদ্রাণাং তথা সংসর্গদূষণে"। অত্রাল্পকালসঙ্করে চান্দ্রায়ণম্। অল্পেতরে পরাক ইতি শূলপাণিনা ব্যাখ্যাতম্। অত্রা-জ্ঞা.তে. ... প্রাপ্ত্যা জ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ং সিধ্যতি। তেন পঞ্চদশপ্রাজাপত্যানি॥

তস্মাৎ বু... ভাস্তসমুদ্রযানাং চত্বারিংশদধিকদ্বিশতসংখ্যকপ্রাজাপত্যানি। জ্ঞানকৃতনবতিবারান্যনৌকাধিকরণকপক্বান্নভোজনাৎ পঞ্চচত্বারিংশৎ প্রাজাপত্যানি। তদন্নস্য ম্লেচ্ছজবনাদিপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নত্বাৎ বিংশত্যধিকশতপ্রাজাপত্যানি। ম্লেচ্ছদেশানতিচিরকালাবস্থানাচ্চ সার্দ্ধসপ্তপ্রাজাপত্যানি। তত্র বুদ্ধিপূর্ব্বকানতিচিরকালম্লেচ্ছসঙ্কীর্ণগৃহাধিবাসাচ্চ পঞ্চদশপ্রাজাপত্যানীতি মিলি.। সার্দ্ধসপ্তবিংশত্যধিকচতুঃশতসংখ্যকপ্রাজাপত্যানি ভবন্তীতি॥

তস্য দ্বিগুণদ্বাদশবার্ষিকব্রতান্যনপ্রায়শ্চিত্তার্হত্বাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যব্যবহার্য্যতা। "তথাহি ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসে"দিত্যনেনাজ্ঞানকৃতব্রহ্মহত্যাপাপস্য দ্বাদশবার্ষিকব্রতাপনেয়ত্বমুক্তম্। অঙ্গিরসা তু "ষড়্‌ভির্ব্বর্ষৈঃ কৃচ্ছ্রচারী ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতী"ত্যনেন ষড়ব্দপ্রাজাপত্যাপনেয়ত্বমভিহিতম্। এবঞ্চ ষড়ব্দপ্রাজাপত্যদ্বাদশবার্ষিকব্রতয়োঃ সমানতা। অবিচ্ছিন্নষড়ব্দব্যাপকদ্বাদশাহসাধ্যপ্রাজাপত্যাচরণাৎ সাশীতিশতং প্রাজাপত্যানি ভবন্তি। তস্মাচ্চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতং ষষ্ঠ্যধিকত্রিংশতপ্রাজাপত্যসমমিতি সিধ্যতি। প্রকৃতে প্রায়শ্চিত্তস্য তদন্যনত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতেঽপি ব্যবহার্য্যত্বং নাস্তীতি॥ চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতপ্রায়শ্চিত্তার্হস্য ব্যবহার্য্যত্বাভাবো যাজ্ঞবল্ক্যবচনেন প্রতিপাদিতঃ। যথা। "মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা। অন্বিতা যান্ত্যচরিতপ্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ। প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে" ইতি। পূর্ব্ববচনেনাকৃতপ্রায়শ্চিত্তা মহাপাতকোপপাতকযুক্তাঃ পূর্ব্বোক্তান্ নরকান্ যান্তীত্যভিধায় পরবচনেন কৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং বিশেষমাহ প্রায়শ্চিত্তৈরিত্যাদিনা। "কামতোঽব্যবহার্য্যস্ত্বি"ত্যনেন জ্ঞানকৃতমহাপাতকিনস্তত্তুল্যোপপাতকিনশ্চ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি অব্যবহার্য্যতা প্রতিপাদিতা। জ্ঞানকৃতমহাপাতকনির্দ্দেশাদেব জ্ঞানকৃতানুপাতকিবিশেষাণাং কামাকামকৃতাতিপাতকিনাঞ্চাব্যবহার্য্যতা সিধ্যতি। তেষাং সর্ব্বেষামেব চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতার্হত্বাৎ। উপপাতকস্য তু যদা অভ্যাসেন জ্ঞানকৃতমহাপাতকতুল্যপ্রায়শ্চিত্তাপনেয়তা জাতা, তদৈব তৎপাপিনামব্যবহার্য্যতা নান্যথেতি। অতএব মিতাক্ষরাকৃতা "যত্রার্থবাদেন প্রত্যবায়বিশেষঃ শ্রূয়তে প্রায়শ্চিত্তবহুত্বং বা তন্নিন্দিতকর্ম্মণি যাবত্যভ্যস্যমানে মহাপাতকতুল্যত্বং, তাবানভ্যাসঃ পাতিত্যহেতুঃ। অতো যুক্তমুপপাতকাদেরভ্যাসাপেক্ষয়া পতনহেতুত্ব"মিত্যুক্তম্। অতএব প্রায়শ্চিত্তবিবেকে মহাপাতকপ্রকরণে "কামতোব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে" ইতি বচনব্যাখ্যানাবসরে নিষ্কৃত্যভাববচনং মরণবৈকল্পিকচতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকপ্রায়শ্চিত্তেঽপি কৃতে ব্যবহার্য্যতাভাবপরমিত্যভিহিতম্। অনুপাতকপ্রকরণে চ "চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়োগত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রোজ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতী"তি বচনব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতেঽপি কৃতে অব্যবহার্য্যতার্থং সমত্বাভিধানম্। অতএব "কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তমিতি লিখিতম্। উপপাতকান্তর্গতান্ত্যজপ্রতিগ্রহপ্রকরণে চ জ্ঞানাৎ ব্রতদ্বৈগুণ্যং তথাপি সমত্বাদব্যবহার্য্যত্বমিত্যর্থ ইত্যুক্তম্। ব্যক্তমুক্তমাপস্তম্বেন। "নাস্যাস্মিন্ লোকে প্রত্যাসত্তির্ব্বিদ্যতে কল্মষন্তু বিহন্যতে" ইতি॥

তথা কৃতসমুদ্রযানস্য চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতানর্হত্বেঽপি বাচনিকং তস্যাব্যবহার্য্যত্বম্। তথাচ হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যধৃতং বচনম্। "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নির্যাণং শোধিতস্যাপি সংগ্রহ" ইত্যাদ্যভিধায় "ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণ" ইতি। শোধিতস্য কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি সংগ্রহোব্যবহার্য্যত্বমিত্যর্থঃ। "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নির্যাতু"রিতি চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যায়াং পঠিতম্। নির্ণয়সিন্ধৌ তু "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতু"রিতি পাঠঃ। অতএব "সমুদ্রযাত্রাস্বীকার" ইত্যাদি বৃহন্নারদীয়পুরাণবচনেঽপি "সমুদ্রযাতুঃ স্বীকার" ইতি চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যায়াং পঠিতং, ব্যাখ্যাতঞ্চ সমুদ্রে নৌকাদিনা যো যাতি তস্য প্রায়শ্চিত্তকরণেঽপ্যন্যৈঃ স্বীকারো ব্যবহার ইতি। "এবঞ্চ সমুদ্রযাত্রাস্বীকার" ইতি পাঠেঽপি সমুদ্রযাত্রা কলৌ বর্জ্জ্যা, তৎকর্ত্তুঃ স্বীকারঃ পরিগ্রহশ্চ বর্জ্জ্য ইত্যেবার্থঃ সমীচীনঃ। অতএব দ্বিজপদমুপলক্ষণম্। প্রায়শ্চিত্তবিধেঃ সামান্যতঃ শ্রবণাৎ। এবঞ্চ প্রাগুক্তবচনবিরোধাৎ মহাপ্রামাণিকচতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যোক্তব্যাখ্যানবিরোধাচ্চ মরণ-

মুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রাস্বীকার ইতি ব্যাখ্যানমশ্রদ্ধেয়ম্। তদ্দৃষ্ট্বা প্রায়শ্চিত্তমপি মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযানাস্বীকর্তুরেব, নান্যস্যেতি যেনোচ্যতে তৎ প্রতি পৃচ্ছামঃ। সমুদ্রযাত্রাস্বীকারেণ মৃতস্যৈতৎ প্রায়শ্চিত্তমুক্তং কিম্বা মৃতুকামস্য মরণান্নিবৃত্তস্য বা। ন তাবদাদ্যঃ। মৃতস্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। তত্র গুরুতমপ্রায়শ্চিত্তবিধানানুপপত্তেঃ। "জলাদ্যুদ্বন্ধনভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানাশকচ্যুতাঃ। বিষপ্রপতনপ্রায়শস্ত্রঘাতচ্যুতাশ্চ যে। সর্ব্বে তে প্রত্যবসিতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেয়ুস্তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েন বা" ইতি যমবচনোপদিষ্টলঘুপ্রায়শ্চিত্তবিরোধাচ্চ। তস্মাৎ ন কিঞ্চিদেতৎ। যৎ পুনর্ব্বৌধায়নবচনান্তরম্। "পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতঃ অনুপনীতেন ভার্য্যয়া চ সহ ভোজনং পর্য্যুষিতভোজনং মাতুলদুহিতৃপিতৃস্বসৃদুহিতৃপরিণয়নম্। অথোত্তরতঃ ঊর্ণাবিক্রয়ঃ শীধুপানম্ উভয়তোদদ্ভির্ব্যবহরণম্ আয়ুধীয়কং সমুদ্রযানমিতি। ইতর ইতরস্মিন্ কুর্ব্বন্ দুষ্যতি। ই[illegible] ইত[illegible] ন তদ্দেশপ্রামাণ্যা"দিতি। তত্র বিপ্রতিপত্তিশব্দেন বিরোধ উচ্যতে তথাচ দক্ষিণতঃ পঞ্চধা শাস্ত্রবিরোধঃ। উত্তরতশ্চ পঞ্চধা শা[illegible] বিরোধো দর্শিতঃ। এবঞ্চ তেষামাচারাণাং বিপ্রতিপত্তিশব্দেন শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বপ্রতিপাদনান্ন বৈধত্বমনুসন্ধেয়ম্। তত্তদ্দেশে ত[illegible] চরণাৎ লৌকিকদোষাভাব এব প্রতিপাদিতঃ। অত এব তদ্দেশপ্রামাণ্যাদিত্যেব হেতুরুপদিষ্টো ন তু শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধত্বাদিতি। ন চাচারস্য স্মৃতিকল্পকত্বাৎ তন্মূলভূতা শ্রুতিঃ কল্পনীয়েতি বাচ্যম্। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধাচারস্য শাস্ত্রানুমাপকত্বাভাবাৎ। তদুক্তং মীমাংসাবৃত্তিকৃদ্ভিঃ। দাক্ষিণাত্যানাং মাতুলকন্যাপরিণয়নস্য প্রত্যক্ষস্মৃতৌ নিন্দিতত্বাৎ ন স্মৃতিকল্পনানিমিত্তত্বমিত্যুক্তম্। ন্যায়মালাকৃতা চ তস্মাৎ শিষ্টাচারেণ স্মৃতি[illegible]রনুমাতুং শক্যতে, ন তু শ্রুতিঃ। অনুমিতা তু স্মৃতির্বিরুদ্ধা প্রত্যক্ষস্মৃত্যা বাধ্যতে ইত্যভিহিতম্।

তস্মাৎ সমুদ্রযানাদিবিবিধনিন্দিতকর্ম্মণা চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতার্হস্য গৌড়ীয়ার্য্যধর্ম্মাবলম্বিনঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি ব্যবহার্য্যতা নাস্ত্যেবেতি সিদ্ধম্॥

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখান গিয়াছে যে, মনুষ্য জাতির প্রকৃত লক্ষ্য নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই দুইটী বিষয় প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ১ম, মনুষ্য জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রদর্শক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের এই ভূমণ্ডলে মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতার; দ্বিতীয়, সকল বুদ্ধিজীবির প্রমাণ সম্পাদিত ঐক্যমত্যের সাহায্যে সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয়। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিশেষ রূপে দেখান গিয়াছে যে, প্রাচ্য সভ্যতায় সত্যালোক সমুদ্ভাসিত অনন্তরত্নপূরিত খনিস্বরূপ বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং আবহমান কাল প্রচলিত সকল জাতির সকল প্রাচীন ইতিবৃত্তে উজ্জ্বল, অবিনাশী হীরকাক্ষরে লেখা রহিয়াছে যে, এই দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় মোহে মার্গভ্রষ্ট মানব জাতির প্রকৃত কর্ত্তব্য পথ দেখাইবার জন্য, ভক্তসাধকবৃন্দের চির সঞ্চিত অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য সকলের একমাত্র অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও মনুষ্য জগতে মনুষ্য রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ও হইবেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্র, ইতিহাস ও কিম্বদন্তীতে সিদ্ধ এই অবতার বাদ কোন প্রকার যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ জগতের মধ্যে বরণীয় আসন লাভ করিতে পারে কি না?

মানব জাতির ইতিহাস সমষ্টিতে নানাবিধ ঘটনাবলীর পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশতা লক্ষিত হইলেও কতকগুলি এ প্রকার এক জাতীয় স্বভাবের স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে, যে সকল ঘটনাবলীর পরস্পরে কোন বিসদৃশতা দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত বিষয়টী দেখিলে এই মতটী আরও স্পষ্টরূপে [illegible]যাইবে।

মানব জাতিরই ইতিহাসে দেখা গিয়া থাকে যে, অতি পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্বতর কাল অবধি করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্য জাতির সামাজিক জীবনে একটী সাধারণ নিয়ম সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল ইতিহাসেই বলিয়া দিতেছে যে, মনুষ্য জাতির সময় সময় এম এক প্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়; যে বিপদকে দূর করিবার জন্য সকল প্রকার উপায় অন্বেষণ করিয়া, তাহাতে কোন প্রকার ফলের অদর্শনে, ভগ্ন মনোরথ ও নিশ্চেষ্ট প্রায়, সাধু চরিত্রও সংসারহিতৈষি আদর্শ মনুষ্যগণও নিজেদের ভয়ঙ্কর পরিণামময় ধ্বংসের বিস্তৃত গহ্বরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, সেই সময় জাতীয় জীবনের বিনাশদ্বারকে উদ্ঘাটন করিতে অগ্রসর-মনুষ্য জাতির সেই সুভীষণ দিনে এমন একজন মনুষ্যরত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; যাঁহার একটী রোমাটীকে মানুষের সেই ভীষণ হইতে ভীষণতম, অথচ অনিবার্য্য বিপদ যেন ভয়ে কোথায় লুকাইয়া যায়। মনুষ্য জাতির পরস্পরে মিলিত সমগ্র সামর্থ্যও যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিক্ষণ পরিচালিত হয়। কখন কখন জড়প্রকৃতিও যাঁহার আজ্ঞাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করে। অথচ যে ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে জগৎ তৎকালে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আরও দেখা গিয়া থাকে, সেই মহাপুরুষ নিজের স্বার্থ পূরণ করিবার জন্য ক্ষণেকও শীয় পরিশ্রমকে ব্যয়িত করিতে প্রস্তুত হন না। সকল প্রাণীর সর্ব্ব প্রকার যথার্থ মঙ্গল সাধিত করিবার জন্য তাঁহার অনন্ত শক্তিময় রত্নরাজি বিরাজিত কৌশলময় পরিশ্রম ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে।

এই ঘটনাটীর প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে মনুষ্য সমাজ রক্ষার উপায়ভূত মনুষ্য সমাজের দুই শক্তি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। একটীর নাম লৌকিক শক্তি, অপরটীর নাম অলৌকিক শক্তি, লৌকিক শক্তির পরিচালনায় মনুষ্যগণ এক্ষণে যে যে বিপদ হইতে স্বীয় জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের দিকে প্রতিক্ষণ অগ্রসর হইতেছে, সমাজের বিষয় ভাবিবার স্বল্প মাত্রও অধিকার যাহাদের আছে, তাঁহাদের নিকট সেই সকল বিপদের নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নিরর্থক প্রবন্ধ বৃদ্ধি আমার অভিপ্রেত নহে।

দ্বিতীয় শক্তির (অলৌকিক শক্তির) সাহায্যে যে জাতীয় বিপদ হইতে মনুষ্য জাতির উদ্ধার হইয়াছে, তাহার বিষয় কথঞ্চিৎ ইতি পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে। এই অলৌকিক শক্তিও দুই ভাগে বিভক্ত। এক খণ্ডিত, দ্বিতীয় অখণ্ডিত। স্বার্থ সম্পর্কের লেশ মাত্রেও যে অলৌকিক শক্তির মিলন এক দিনের নিমিত্তেও হইয়াছে. যে শক্তির পরিচালককে একক্ষণের জন্যও স্বীয় জীবনের অদ্বিতীয় সহচর সর্ব্বজীবোপচিকীর্ষার বিরুদ্ধ কোন একটী মানসিক বৃত্তি, মনে মনেও বিচলিত করিয়াছে, সেই শক্তির নাম খণ্ডিত শক্তি। শক্তিও যেমন খণ্ডিত, ফলও তাহার সেই প্রকার খণ্ডিত। সেই শক্তিও যেমন স্বার্থের দূষনীয় সম্পর্কে কলুষিত, তাহার ফল-সেবনকারীগণও সেই প্রকার স্বার্থকলঙ্কিত শরীর। যেমন কারণ, সেই প্রকার কার্য্য, কোন অংশে বৈসাদৃশ্য নাই।

আর যে শক্তি স্বার্থ সম্ভাবনায় পরম্পরা সম্বন্ধেও দূষিত নহে। সার্ব্বজনীন অকপট উপচিকীর্ষার সমুজ্জ্বল শান্তিময় আলোকের যে শক্তি প্রতিক্ষণ সমুদ্ভাসিত, জড় প্রকৃতিও যাহার উদ্দেশ্য সাধনের পথকে অবিরত সুপরিস্কৃত করিয়া থাকে, সেই শক্তির নাম অখণ্ডিত শক্তি। সেই অখণ্ডিত শক্তির অদ্বিতীয় পরিচালককেই লোকে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ও আয়ুর্ব্বেদে, পরমেশ্বরের লীলাবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। জড় প্রকৃতির জড়ভাবাপন্ন শক্তিগুলির উপর বিচিত্রতা ও ঘোর বৈষম্যময়, অথচ সর্ব্বানুগত এক জাতীয় অপরূপ কৌশলময়। এই বিশ্ব সংসারের পরিচালনার ভরে নির্ভর করিয়া স্বভাববাদী নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া যে সকল বৃথা আস্ফালন করেন, ঈষৎ বিবেচনা করিলেই তাঁহাদের সেই সকল বাক্য নিতান্ত অর্থ শূন্য হইয়া পড়ে। নিম্নলিখিত বিষয়টী দেখিলে এ কথার ভাব অধিক স্পষ্টতর হইয়া যাইবে।

জগৎ জড়েরই অধীন, এই কথা যাহারা বলেন, তাহাদের মতের উপর নির্ভর করিতে গেলে, মনুষ্য জাতির অদ্যাবধি জগতে স্থিতি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহারা বলিয়া থাকেন, কোন প্রকার চেতন শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মিত হয় নাই। পার্থিব,জলীয়,আগ্নেয় ও বায়বীয় পরমাণু সমষ্টির বিজাতীয় সংমিশ্রণে সকল বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যাদি জীব হইতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রস্তর, জল, বাত্যা যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, তাহা সকলই জড়ের উপাদেয় পরমাণুই তাহাদের আদি অবস্থা। এবং পরমাণুই তাহাদের শেষাবস্থা, পরমাণু জগতের বহির্ভূত কোন চেতনা শক্তি, এ পরমাণু সমুদ্ভূত দৃশ্য জগতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, মানিলাম তোমার যুক্তির খাতিরে পরমাণু সমষ্টিরই সাহায্যে মনুষ্যাদি জীবদেহ অনায়াসে নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু সেই মনুষ্য জগৎ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় (তোমাদের মতের মধ্যমাবস্থায়) উৎপন্ন মনুষ্য জড় প্রকৃতির নিকট স্বীয় জীবনী শক্তি রক্ষা করিবার জন্য কোন্ কোন্ প্রকার সাহায্যে পরিপুষ্ট থাকে? নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, ক্রন্দন, হস্ত, পদও মস্তক পরিচালন ও কথঞ্চিৎ ভূমিতে বিলুণ্ঠন, এই কয়টী দৃশ্যমান বাহিরের কার্য্য দেখিয়া ক্ষুধা ও তৎপ্রতীকারের জন্য অব্যক্ত বাসনা। আজ কালের সংসার দেখিয়া তোমার ধারণা আছে যে, শিশু হইল, তাহার মাতা বলপূর্ব্বক স্তন্য পানাদি কার্য্য করাইয়া তাহার দৈহিক পরিবর্ত্তন ও বাসনাগুলি পরিস্ফুটত্ব সম্পাদনদ্বারা জ্ঞান শক্তির উত্তেজন করিতে লাগিল, অনায়াসে দেখিতে দেখিতে সেই প্রকৃতির ক্ষুদ্র শিশু তোমার ন্যায় বড় বুদ্ধিমান্ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইল, কিন্তু পর্য্যালোচনীয় বিষয়টীর ক্ষেত্র অন্ধকার বা আট দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের নহে, যখন জগতে কাল গণনা আরম্ভ হয় নাই, মনুষ্য যে দিন প্রথম জন্ম গ্রহণ করিল, সেই দিনের। আকস্মিক জন্ম, স্বীকার করিলাম জড় প্রকৃতির জ্ঞানের অবিষয়, সুতরাং কোন অব্যক্ত বিজাতীয় সংমিশ্রণের সাহায্যে এ জগতে সর্ব্ব প্রথমে মনুষ্য জাতির জনকয়েক আদি পুরুষ ও আদি জননী হঠাৎ জন্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জনক জননী কেহই নাই, থাকিবার মধ্যে আছে, তাহাদের অপরিস্ফুট ইন্দ্রিয়চয়, আর উপকরণের মধ্যে সূর্য্য কিরণ, চন্দ্রালোক, হিম, বায়ু, পৃথিবী, অনন্ত অরণ্যানী, অসংখ্য নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও উপরে অনন্ত আকাশ, ক্ষুধায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় তাহাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, রৌদ্র তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে অগ্রসর, হিম তাহাদের অন্তর্গত জীবনাকুল উত্তাপটুকুকে শান্ত করিতে পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তাহাদিগকে শুষ্ক করিয়া তৃণের ন্যায় উড়াইবার জন্য বায়ু সর্ব্বদা বহনশীল। স্বীয় বুভুক্ষা বৃত্তির চরিতার্থতা করিবার জন্য আমিষলোভী বন্য হিংস্র পশুগণের তাহাদের প্রতি ভীষণ লোলুপ দৃষ্টি। প্রকৃতির স্বভাব সিদ্ধ ও চিরন্তন এই মৃত্যুকর ভাব হইতে মনুষ্য জাতির অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসকে চিররুদ্ধ করিবার জন্য সেই সময় সেই ভয়ানক বিপদজালে জড়িত মনুষ্যের সর্ব্ব প্রথম বংশকর্ত্তা কয়টীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতির নিজের কোন্ জাতীয় শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে? বল দেখি জড় প্রকৃতির নিয়ত শক্তি নিচয়দ্বারা জগদুৎপত্তি বাদীগণ আদিম মনুষ্যগণের সেই আদিম সুদুস্তর বিপদ রাশিকে দূর করিবার উপযুক্ত কয়টী পরিচিত প্রাকৃতিক শক্তির পরিচয় দিতে তোমাদের সামর্থ্য আছে? বোধ করি একটীরও নাই, কিন্তু অবতার বাদের উজ্জ্বলতম সত্যের আলোকে প্রবেশ কর, দেখিবে, সেই কারণ নিবহের কারণ স্বরূপ, কার্য্যানুমেয় শক্তি, সর্ব্ব জ্ঞান সম্পন্ন, সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ক কৌশলময় এক অনন্ত শক্তির অগাধ অনন্ত নিকেতন!, নিরুপাধি করুণাময় অমৃত সাগরের সুধাময় উচ্ছ্বাসে সেই নিকেতন প্লাবিত রহিয়াছে। সেই নিকেতনের অধিস্বামী অপার করুণায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির অদ্বিতীয় ভাজন সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তির অনন্য অধিষ্ঠাতা! সেই লীলাময়ের অচিন্ত্য অহেতুক লীলা বিলাসে সকল প্রকার খণ্ড শক্তিই নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, যাঁহার অচিন্ত্য হেতুক ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে এই সংসার ও সংসারের জীবগণ ব্যবহার বুদ্ধিতে আরূঢ় রহিয়াছে, সেই ইচ্ছা শক্তিরই সাহায্যে সংসারের সর্ব্ব প্রথমোৎপন্ন জীবগণ সর্ব্ব প্রকার বিপদ জাল হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে।

লোক ব্যবহারে দেখিতেছি, মনুষ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জীবনিকর জন্মানন্তর জননীর সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্যের উপর স্বীয় জীবনী শক্তির

হইয়াছে। অপর যাহাকে দেখিতেছ, ইনিও আমার ভ্রাতা। এতদ্ব্যতীত আমার আরও সহোদর আছে, বোধ হয় অল্প সময় মধ্যেই তাহারা আসিবে, আমার উপস্থিত ভ্রাতা অতীব বলহীন, কোন জীবের মঙ্গল দেখিলে উহার বড়ই কষ্ট হয়, অথচ নিজ শক্তিতে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারেন না তাই অন্যের হিত দেখিতে হইবে বলিয়া চক্ষু সঙ্কোচিত করিয়া আছেন। এইরূপ বলিতে বলিতে স্থুলোদর বিস্তৃতানন ক্ষীণ কলেবর এক পুরুষ এবং তাহার পার্শ্বে অরুণ বর্ণ, সুন্দর কান্তি, হাস্যবদন এক যুবা পুরুষ, উভয়ে দ্রুতপদে আসিয়া পূর্ব্ব ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইল। যুবা ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আমার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তাহার ন্যায় এমত অপূর্ব্ব লাবণ্য কোন কালে দর্শন করিয়াছি কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা বলিলেন পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা তোমার নিকটে রহিয়াছেন, আমরা উহাঁদিগেরই সহোদর।

পরে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিতে লাগিল,—আমি সংক্ষেপে স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করিতেছি, দিবানিশি ভোগ বাসনা বলবতী থাকায় আমার শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, ভোগ্য বস্তু দর্শন করিলেই তাহা পাইবার জন্য মন উৎকণ্ঠিত হয়, কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না। এই যে যুবা পুরুষ দেখিতেছ, আমার অন্যান্য সহোদরাপেক্ষা ইনিই আমার প্রিয়, আমরা উভয়ে সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করি। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা এই সহোদরের বল বিক্রম অধিক, ইনি মনে করিলে স্বীয় শক্তি প্রভাবে সকল জীবকেই পরাভূত করিতে পারেন। মনুষ্য যুগযুগান্ত তপস্যা করিয়া যে শক্তি লাভ করে, তাহা এই যুবকের দৃষ্টি মাত্রেতে বিনষ্ট হইয়া যায়, তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, তোমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকাল যাইতে ইচ্ছা নাই। পূর্ব্বে শত্রুগণ তোমাকে অধিকার করিয়াছিল, এ কারণ আমাদিগকে দেখিতে পাও নাই, এইক্ষণ আমরা যে দিকে যাইব, তোমাকে তাহারই অনুগামী হইতে হইবে। আমরা যে কার্য্যে সুখানুভব করিব, তোমার অবশ্যই তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তোমাকে দুঃখ দিবার জন্য আমরা ইচ্ছুক নহি, কারণ তুমি আমাদিগের আশ্রয় দাতা পিতা। আমি বলিলাম, তোমরা যদি আমার পুত্র হইবে, তবে কোন দিন দেখিতে না পাইবার কারণ কি? তাহারা বলিল, এতদিন যাহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে, তাহারা তোমার তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া মাতৃগর্ভে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, আমরা তোমার সেরূপ পুত্র নহি। মাতৃগর্ভে কখন যাইতে পাই নাই, তোমার আত্মাই আমাদিগের আশ্রয় স্থান। কিছু কাল পরে ঐ ব্যক্তিগণ বলিল, তাত! তুমি আমাদিগের সঙ্গে আইস, এখানে অপেক্ষা করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া সকলেই আমায় লইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিল। তখন শুভ্র বর্ণা, ক্ষীণ কলেবরা, নীল বস্ত্র পরিধানা এক কামিনী শূন্যপথে প্রত্যক্ষভূতা হইলেন। তিনি সেই দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মা! তুমি কে? কি জন্য আমায় ধারণ করিলে এবং তোমার শরীরই বা এত ক্ষীণ হইয়াছে কেন? তোমাকে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি কষ্টের সহিত কাল অতিবাহিত করিতেছ, সংসারে তোমার এরূপ অশান্তির কারণ কি? যাহাতে তোমার এত শোচ[nীয়] দশা ঘটিয়াছে। তখন রমণী বলিলেন বৎস! আমি জগ[তের] সকল প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের কারণ, আমি না থাকিলে প্রা[ণীর] প্রাণীত্ব, জড়ের জড়ত্ব কিছুই থাকে না। সংসারের যত প্র[কার] ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচিত, অর্থাৎ ক্ষিতি, [অপ্‌] বহ্নি, আকাশ প্রভৃতি যে সকল জড় বস্তু নানা নামেতে অ[ভি]হিত আছে, আমি না থাকিলে উহাদিগকে পৃথক্ রূপে জানা [যায়] না। আমি নানা রূপে নানা স্থানে বিরাজ করিতেছি, তাই জগ[তে] বহু নামে, বহু রূপে বর্ত্তমান। যেরূপ এক মাধবী লতা বহু শ[াখা] প্রশাখা বিশিষ্ট হইলেও যে দিকে আশ্রয় পায়, সেই দি[কে] বিস্তৃত হয়, অপর দিকের শাখা সকল সঙ্কোচিত হইয়া [থাকে] আমিও তদ্রূপ নানাবিধ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইলেও [তুমি] আমার যে অংশকে বাড়াইতে চেষ্টা কর, সেই ভাগই পরিব[র্দ্ধিত] হয়। আমি কোন স্থানে স্ত্রী রূপে বর্ত্তমান, কোথাও বা [পুং] রূপে বর্ত্তমান, কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল, কোন সময়ে হ্রস্ব, আ[বার] এক সময়ে দীর্ঘ রূপও ধারণ করিয়া থাকি, যেরূপ পরমাণু স[মষ্টি] হইতে এই মহান্ ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে, আবার এক সময় পর[মাণু] রূপে অবস্থান করিবে, আমিও সেইরূপ যখন সূক্ষ্ম ভাবে থা[কি] তখন ঐ অবস্থাকে লোকে "নাশ" বলিয়া কীর্ত্তন করে, [স্থূল] ভাবে অবস্থান করিলে "জন্ম" বলিয়া সকলে বলে। বাস্ত[বিক] ভাবিয়া দেখিতে গেলে সকল বস্তুরই "নাশ" ও "জন্ম" সংকী[র্ণ] বিস্তীর্ণ এই দুটি অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেরূপ বট [বীজ] প্রথম পরমাণু রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জল সিঞ্চনাদি যত্নে [বিশাল] শরীর ধারণ করে, সেইরূপ আমার নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ [আছে,] যে যে ভাগকে যত্ন করে, তাহার সহায় স্বরূপে সেই ভাগই [পরি]বর্দ্ধিত হইয়া কার্য্য করে। যে সকল ব্যক্তিগণ তোমায় উত্তর[াভি]মুখে লইয়া যাইতেছে, উহারা আমারই শাখা প্রশাখা বি[শেষ] মাত্র। ক্ষণভঙ্গুর অচিরস্থায়ী সংসারে ভ্রমে নিপতিত হইয়া [দিবা]নিশি উহাদিগেরই সেবা করিয়াছ। তোমার অসাধারণ যত্ন [ও সহা]য়ায়ই উহারা প্রবল পরাক্রমশালী হইয়াছে। আমার আর অ[ন্যান্য] অঙ্গ আছে, তাহাকে তুমি কদাচিৎ সামান্য ভাবে যত্ন কবি[য়াছ,] তাই এত ক্ষীণ ভাবে রহিয়াছি। যদিও তোমার সুখের [চেষ্টা] সদা সর্ব্বদা আমার অভিপ্রায়, তথাপি তুমি আমায় হী[ন] করিয়াছ। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি [না।] যে সকল পুত্র নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তোমায় আ[শ্রয়] করিতেছে, উহাদিগের সঙ্গে কেহ সুখী হইতে পারে [না।] উহারা যদিও আমার সন্তান সন্ততি, তথাপি আমি জী[বকে] যেরূপ সুখী করিতে পারি, উহাদিগের তাহা কোন কা[লেই] সম্ভাবনীয় নহে, তুমি যদি আমায় প্রকৃত ভাবে যত্ন ক[রিতে] পারিতে, তবে এই সকল সন্তানগণ কিছুতেই তোমায় কষ্ট [দিতে] পারিত না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সকল পুত্র, কন্যা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। আমার যে ভাগকে যে যত্ন [করে,] সেই অংশ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার কার্য্য করিতে থাকে। যদি অনুরূপ যত্ন করিতে, তবে দেখিতে পাইতে এ সকল ব[্যক্তি]গণ না আসিয়া আমার অন্যান্য পুত্রগণ আসিয়া তোমায় [অন্য] দিকে লইয়া যাইত। এ বিষয় এইক্ষণ আলোচনা

নিষ্প্রয়োজন। যখন ইহাদিগের হস্তে নিপতিত হইয়াছ, তখন অবশ্য ইহাদিগের মতানুসারে কিছু কাল ভোগ করিতে হইবে। এইক্ষণ তোমার দুঃখের সময় আসিয়াছে, পরে যে সুখ হইবে না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু এ সংসারে সকলই ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমার বড়ই ভয় হইল, ভাবিতে ভাবিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান লাভ করিয়া দেখি, ঐ পুত্র, কন্যা ও পরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি নীত হইয়াছি। চতুর্দ্দিক বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধদিকে অগ্নিশিখা উঠিতেছে, বেগবতী তটিনীসমূহ গিরিগহ্বর হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। নানাবিধ পশুপক্ষীর কলরবে ঐ স্থান প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। শেষে দেখি, সাল বৃক্ষের সঙ্ঘর্ষণ হইয়া ভয়াবহ অগ্নি উৎপাদন হইল। ঐ বহ্নি ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ পত্র, পুষ্প, ফলে পরিশোভিত লতা, গুল্ম, বিটপী সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বহুতর হিংস্র জন্তু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ধাবিত হইল। আমিও তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চেষ্টায় বাধা দিয়া পুত্রগণ বলিতে লাগিল,—তাত! তুমি বিফল চেষ্টা করিতেছ কেন? এইক্ষণ তুমি আমাদের অধীন, আমরা যে দিকে যাইব, তোমাকেও সেই দিকে চলিতে হইবে। যেরূপ দেখিলে, ঘর্ষণে বৃক্ষ শরীরস্থ বহ্নি বাহির হইয়া আশ্রয় সকলকে বিনাশ করিল। তোমার পুত্র বলিয়া পরিচিত আমরাও সেইরূপ তোমার দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে সম্ভূত হইয়া তোমায় মহান্ দুঃখে ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। তাই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার মানসে তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি। যেখানে গেলে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিব, তোমাকে লইয়া এই ক্ষণ সেই স্থানেই প্রবেশ করিব।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে পুত্র কন্যাগণ অতীব সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া আমার সহিত মিসাইয়া গেল। তখন বোধ হইল যেন বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সমীপস্থ এক সুমহান্ ব্যাঘ্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন শারীরিক, মানসিক বৃত্তি সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গেল। সে অবস্থা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিবার নহে। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল, পরে ঐ ব্যাঘ্রের শরীর হইতে তদীয় শুক্রের সঙ্গে মিশিয়া এক ব্যাঘ্রীর অন্তরে প্রবেশ করিলাম। প্রবিষ্ট হইয়া দেখি, চতুর্দ্দিক নানাবিধ নাড়ীতে বেষ্টিত, তুষার পুষ্প মধ্যস্থিত শিশির বিন্দুর ন্যায় মাংস নির্ম্মিত এক পুষ্পাকারে আকারিত কোমল পদার্থের অন্তরবর্ত্তি তৈজসিক বুদ্বুদের মধ্যে অতীব সূক্ষ্মকীট স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তখন স্থূল শরীরে যে সকল শক্তি সঞ্চালিত হইত, তাহার কোন শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না। কেবল মাত্র জলপোকার ন্যায় বারম্বার স্পন্দিত হইতে লাগিলাম, গর্ভ ধারিণীর আহারীয় বস্তুর ভৌতিক অংশ স্নায়ুদ্বারা প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃই বুদ্বুদকে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল, পরে ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের সহিত জননীর শারীরিক শক্তি আসিয়া সূর্য্যালোকে কাচের স্বচ্ছতা প্রকাশের ন্যায় আমার শারীরিক শক্তিকে প্রকাশিত করিতে লাগিল। অথবা যেরূপ মনুষ্যের সৎসঙ্গে বাস করিলে সংবৃত্তি, কুসংসর্গে বাস করিলে কুবৃত্তির উদ্দীপনা হয়, তদ্রূপ আমারও দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে বাস করাতে মায়ের শারীরিক, মানসিক বৃত্তি অনুসারে আমারও শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি সকল প্রসারিত হইতে লাগিল। বারম্বার হস্তের বৃত্তি বা শক্তি আন্দোলিত হওয়ায় ঐ সকল ভৌতিক অংশ হস্তাকারে সম্বদ্ধ হইল। এইরূপ যখন যে সকল বৃত্তি প্রবলভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখন সেই ক্রিয়ার প্রকাশক উপযুক্ত ভৌতিক পদার্থ মিলিত হইয়া শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গঠিত হইতে লাগিল। এই ভাবে যখন নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সবল হইয়া উঠিল, তখন মল, মূত্র, পুরীষ, অস্থি প্রভৃতির সম্পর্ক বড়ই কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। দিবা নিশি ভাবিতে লাগিলাম, কিরূপে এই কুস্থান হইতে পরিত্রাণ পাইব, এ যন্ত্রণা অপেক্ষায় মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয়। আমি অতীব পাপী, নহিলে ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ একথা জানিয়াও ধর্ম্মকে অযত্ন করিয়া অধর্ম্মকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছি কেন? কেনই বা সেই প্রাচীন মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিলাম না। যাহারা সাংসারিক স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্রকে ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা অধর্ম্মকে নিস্তেজ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, যাঁহারা জন্ম, মৃত্যু ভয় বিবর্জ্জিত হইয়া নিত্যানন্দে বাস করিতেন। আবার মনে মনে বলিতে লাগিলাম হে ঈশ্বর! মহাপুরুষ! তোমায় ভুলিয়াই আমি এই নরক স্বরূপ গর্ভকোশে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছি। অতএব হে দয়াময়! তুমি এই বিপদ হইতে সত্বর আমায় উদ্ধার কর। এবার পৃথিবীতে গিয়া ক্ষণ কালের জন্যও তোমায় বিস্মৃত হইব না। চির দুঃখের কারণ অসার সংসারে কিছুতেই আবদ্ধ হইব না। তোমার উপাসনারূপ-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত কর্ম্মচয়কে ভস্মীভূত করিয়া জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূতলে বাহির হইলাম। বাহির হইবামাত্র কিছুকাল অজ্ঞান হইয়া রহিলাম, পরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জননীর মুখমণ্ডল ও জগতের অন্যান্য বস্তু সকল দেখিয়া গর্ভ যন্ত্রণা ও বিস্মৃত হইয়া গেলাম। দিনে দিনে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রবল হওয়ায় তখন জননীর স্তন-দুগ্ধে তৃপ্ত থাকিতে না পারিয়া নানাবিধ জীব হিংসা করিয়া স্বজাতীয়ের সহিত রুধির পানে শরীর পোষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমশই ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। প্রাণবায়ু মাত্র জীবনী শক্তির পরিচায়ক হইল, শরীর জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিল। তখন ভাবিলাম আমার জীবনের শেষ দিন আসিয়াছে, পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিল। প্রবল বেগে সন্ধ্যার পর হইতে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি তখন ঐ পর্ব্বতের এক বৃক্ষ মূলে নিপতিত রহিয়াছি। যখন রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরা, তখন ঐ সকল দৈব জনিত কষ্ট আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে শ্বাস, প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে দেখিলাম পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাঘ্র শরীর পরিত্যাগ করিয়া অতীব সূক্ষ্ম রূপ গ্রহণ করিয়াছি।

বায়ুভরে আকাশ পথে গমন করিতে লাগিলাম, কিছু কাল পরে পুনর্ব্বার সেই পুত্রগণকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা সকলেই অতীব সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়াছে, অতি মৃদুভাবে বিচরণ করিতেছে, কাহারও সেই আনন্দ বা উৎসাহ নাই, সকলেই মৃদু মন্দ গতিতে আমার নিকটে আসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমরা এইক্ষণ আমায় লইয়া কোথায় যাইবে। তাহারা বলিল,—তাত! আমাদিগের গমন করিবার শক্তি নাই, সুতরাং তোমায় লইয়া কোন দিকে যাইতে পারিব না। অথচ তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, তাই তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। তুমি যেখানে যে ভাবে অবস্থান করিবে, আমরাও সেই ভাবেই তোমায় আশ্রয় করিয়া থাকিব। এই সকল কথা বলিতে বলিতে দেখি মলিন বর্ণ কুৎসিতাঙ্গ খর্ব্বাকার কয়েকটী পুত্র কন্যা বক্ষে ধারণ করিয়া রুক্ষকেশ ছিন্নবস্ত্রপরিধান অতীব কৃশ এক রমণী দীনভাবে আমার নিকট উপনীত হইলেন। সর্ব্বদাই যেন তাহার নিদ্রা আবির্ভূত হইতেছে, সকল শরীরে মৃত্তিকা সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মাতঃ! তুমি কে? কি জন্যে এই স্থানে আসিলে? যে কয়েকটী শিশু কন্যা তোমায় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহাদিগের ঐরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? তখন ঐ রমণী বলিলেন, বৎস! আমি সর্ব্বদাই নিদ্রিত অবস্থায় জড়ের ন্যায় একস্থানে থাকিতে ভাল বাসি। সংসারে কোন কর্ম্ম করিতে কোন সময়ই আমার ইচ্ছা হয় না, তাই আমার শারীরিক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে। এই বালক বালিকাগণ আমারই সন্তান সন্ততি, ইহারা আমারই গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়া জীবিত থাকিলেও মৃতাবস্থায় রহিয়াছে, আমরা যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন এই ভাবেই থাকিব। এ অপেক্ষায় উন্নত অবস্থা কোন দিন আমাদিগের হইবে না। তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, এতদিন তোমার পুত্র বলিয়া পরিচিত ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সূক্ষ্মভাবে তোমার নিকটে রহিয়াছে, উহারা প্রবল বলশালী ছিল, তাই আমি এবং আমার এই পুত্রগণ ইহার কেহই প্রকাশ হইতে পারি নাই। এইক্ষণ তাহারা হীনবল হইয়াছে বলিয়া আমি পুত্র, কন্যা সহ তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগকে লইয়া তোমার কিছুকাল বাস করিতে হইবে। যে স্থানে গেলে আমরা নিরাপদে দিন যামিনী সুখের সহিত অতিবাহিত করিতে পারিব, তোমাকে সেই দিকে যাইতে হইবে। এই বলিয়া ঐ রমণী সন্তান, সন্ততির সহিত সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া আমায় আশ্রয় করিলেন। আমার শরীর তখন ভারাক্রান্ত বোধ হইল। কোন দিকে চলিবার শক্তি রহিল না। অধিক কি, জড় পদার্থের ন্যায় অটল ভাবে পতিত রহিলাম। কিছুকাল এইভাবে অতীত হইল, পরে এক দিন বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া এক পুষ্পমধ্যে নিপতিত হইলাম। পুষ্প মধ্যে পতিত হইবা মাত্র পুষ্প মুদিত হইল, পরে ক্রমশঃ বৃক্ষ হইতে ভৌতিক অংশ আসিয়া আমার শরীরকে পিণ্ডাকারে আকারিত করিল। কিছু দিন পরে দেখিতে পাইলাম, আমার শরীর একটী পূর্ণফলরূপে পরিণত হইয়াছে। কিছু দিন পরে ফল সুপক্ক হইল। এক দিন সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া সামান্য বায়ুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইলাম। কিছুদিন এইভাবে শেষ হইল, পরে আমার শারীরিক মাংস যখন ভূমিতে মিশাইয়া গেল, তখন আমি অঙ্কুর রূপে পরিণত হইলাম। কিছুদিন পরে একটী শাখা পল্লব-বিশিষ্ট বৃক্ষ হইয়া পৃথিবী উপরি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। যখন চেতনস্বভাব জীবগণ আমার অনিষ্ট করিত এবং যে সময় প্রবল বায়ুর আঘাতে আমার শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইত, তখন বড়ই দুঃখ হইত, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি শিথিল হওয়ায় কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতাম না। যে সময় আমার পুষ্প হইত, সে সময় ঐ পুষ্পে নানাবিধ সূক্ষ্ম শরীর-বিশিষ্ট জীব আসিয়া মিলিত হইত এবং আমার শরীরাভ্যন্তরেও অনেক জীব অবস্থান করিত। এইভাবে অনেক দিন গত হইল, পরে একদিন প্রবল বায়ুর আঘাতে মূল ছিন্ন হইয়া শাখা প্রশাখার সহিত ভূতলে শায়িত হইলাম। তখন পুনর্ব্বার পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিলাম। বায়ুর দ্বারা আকাশ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে নানাবিধ ভাব উপচিত হইল, ভাবিলাম এইক্ষণ কোথায় যাইব। যে সকল পুত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে ছিল, তাহারাই বা কোথায় রহিল, যে রমণীদ্বয় আমার আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহারাই বা কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি রক্তবস্ত্র পরিধান, বিকটাকার, জটাবেষ্টিতশির, ভীমদর্শন এক পুরুষ আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিল। তদ্দর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, এক রাজ ভবনে উপনীত হইয়াছি। তখন আমি ভয়ানক এক কঠিন শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীরের কঠিনতা অনুভব করিয়া ভয়াবহ চিন্তা উপস্থিত হইল। ঐ সভার চারিটী দ্বার, নীলবর্ণ, রক্ত বস্ত্র পরিধান, গলে রক্তপুষ্পমালা পরিশোভিত, দীর্ঘকায় ভীমদর্শন পুরুষদ্বয়দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে। প্রশস্তললাট অতি সুবিশাল নেত্রদ্বয়, দীর্ঘ বাহু, শ্যামবর্ণ ভূপতি রক্তসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার তেজে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। গৃহের যে দিকে দৃষ্টি করি, তাহাতেই চক্ষু নিস্তেজ হইয়া যায়। ভয়েতে আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল তখন ভূপতি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তোমার ভ[illegible] হইয়াছে কেন? আমি নিরর্থক কোন জীবকে কষ্ট দিতে পারি না। অল্প দিন হইল, তুমি আমার আলয় হইতে নানাবি[illegible] ভোগবাসনে মনুষ্য জন্ম পাইয়াছিলে, তাহাতে যেরূ[illegible] কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলেই একবার ব্যাঘ্র ও একবার [illegible] হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, এইক্ষণ তোমার এ[illegible] একটী কর্ম্মাশয় আছে, যাহা আমার, এস্থানে ব্যতীত ক্ষয় হইত[illegible] পারে না। ঐ কর্ম্মের যে পর্য্যন্ত নাশ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তু[illegible] অন্য কোন জন্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভোগ ব্যতী[illegible] জীবের পাপ-পুণ্য কিছুরই ক্ষয় হয় না। পাপজন্যই দুঃখ ভো[illegible] পুণ্য জন্যই সুখ ভোগ হইয়া থাকে। সম্প্রতি পাপ ক্ষয়ের জ[illegible] তোমার কিছু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আমি ত[illegible] কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, মহারাজ! আমি না জানিয়া অজ্ঞা[illegible] বশতঃ কুকর্ম্ম করিয়াছি, আবার যদি জন্ম গ্রহণ করি, ত[illegible] কোনও সময় পাপ করিব না। অতএব আমায় ক্ষমা করি[illegible]

আজ্ঞা হয়। তখন তিনি বলিলেন,—তুমি না বুঝিয়া বিলাপ করিতেছ কেন? মর্ত্ত্য লোকে যেরূপ রাজা দেখিয়াছ, আমি সেরূপ রাজা নহি। আমার ইচ্ছায় কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, কর্ম্ম হইতেই জীবের যাবতীয় উপভোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তোমার যদি ভয়াবহ পাপ বলীয়ান্ না হইত, তবে আমি তোমায় স্পর্শ করিতে পারিতাম না। অধিক কি? যেরূপ চিকিৎসক রোগীকে তিক্ত দ্রব্য ব্যবস্থা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ নানাবিধ নরক যন্ত্রণা ভোগদ্বারা পাপীর পাপ মুক্তি করিয়া ধর্ম্মের উদ্দীপনা করিয়া দেই, এই জন্য আমাকে লোকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া থাকে। বোধ হয় এইক্ষণ বুঝিতে পারিলে যে আমি নিজে কোন কার্য্যই করি না। স্বীয় কর্ম্মের ফলে জীব সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অপর যাহা বলিলে যে আমি না জানিয়া পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। কারণ মনুষ্য মাত্রেই জানে যে ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ, তবে কেহ ঐ কথা অবিশ্বাস করে। কেহ বা বুঝিয়াও অলসতা বশতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না। সুতরাং তোমার অবশ্যই স্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে।

এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল, পরে এক পুরুষ আসিয়া আমায় লইয়া এক অন্ধকারময় গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। তথায় নানাবিধ হিংস্র জন্তু ক্রোধভরে আসিয়া আমার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল, এই সকল কষ্টে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, ঐ গর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। অতীত নানাবিধ যাতনায় শরীরের কোন অংশ ক্ষয় হয় নাই। ভাবিলাম, এত কষ্ট পাইয়াও দেহের কিছুমাত্র বৈকল্য না হইবার কারণ কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার এক পুরুষ আসিয়া বলিল, তাত! এতকাল আমি যত্নে তোমার আশ্রয়ে বাস করিতে ছিলাম, কিন্তু এইক্ষণ আমার প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতীত দুঃখ ভোগে তোমার শরীর নষ্ট না হইয়া আমিই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছি। অতি কষ্টে তোমার সহিত কথা বলিতেছি, এই দেখ, আমার হস্ত পদ প্রভৃতি শরীরের অবয়ব সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ বলিবার শক্তি নাই। এই মাত্র বলিতে বলিতে ঐ ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন এক ভয়ানক পুরুষ আসিয়া আমায় পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। তথায় মধ্যে মধ্যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। বোধ হইল যে, উত্তাপে শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল। যদিও ঐ স্থান অন্ধকার যুক্ত নহে, তথাপি আমি কিছুই চক্ষে দেখিতে পাইলাম না। পিপাসায় আকুল হইয়া বারম্বার জল চাহিতে লাগিলাম। কেহই আমায় জল দিল না, পরন্তু ভূয়োভূয় তিরস্কৃত হইলাম। এই সকল কারণে ধৃতি প্রভৃতি জীবনী শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গেল। পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি, ঐ স্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমার সম্মুখে জীর্ণ কলেবর মলিন ভাবাপন্ন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, সে বলিল,—পিত! এতকাল সুখের সহিত বাস করিতে ছিলাম। এই ক্ষণ আমার দুঃখের সময়। আর জীবিত থাকিতে পারি, এমত বোধ হয় না। সংসারে ধন মদে মত্ত হইয়া অনেক প্রাণিকে উত্তাপ জন্মাইয়াছিলে, তাহাতেই আমি স্থূল দেহ পাইয়াছিলাম। পরে এইরূপ ভয়াবহ স্থানে ভোগের নিমিত্ত এতকাল ছিলে, তাহাতেই আমি মৃত প্রায় হইয়াছি। এইক্ষণ চলিলাম, এই বলিয়া পুত্র অন্তর্হিত হইল। তখন ভীম দর্শন রক্তাক্ষ এক ব্যক্তি আসিয়া আমায় ধারণ করিলেন। তাঁহাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? আমাকে কি জন্য ধরিতেছেন? আমাকে এ ভাবে আর কতকাল কষ্ট পাইতে হইবে, শরীরে আর সহ্য হয় না, মৃত্যুই আমার শ্রেয়। তিনি বলিলেন, তুমি যে বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলে, আমি সেই বিচারপতি; আমি স্বকীয় কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য নানারূপে বিরাজিত। এ যাত্রায় আর অধিক ক্লেশ তোমায় পাইতে হইবে না। তবে পুনর্ব্বার যে এসকল ভোগ হইবে না, তাহা বলা যায় না। এইক্ষণ তোমার যে শরীর রহিয়াছে, এ শরীর অতীব কঠিন। কোন কষ্টেই ইহার নাশ হইবার নহে। পৃথিবীতে কামপরতন্ত্র হইয়া যে সকল পাপ কার্য্য করিয়াছিলে, এইক্ষণ ঐ পাপকে ক্ষয় করিবার জন্য অন্য একটী স্থানে যাইতে হইবে। সেই ভোগাবসানে পুনর্ব্বার মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তি এক উদ্যানে আমায় লইয়া উপনীত হইলেন। তথায় রুধিরাক্ত বহুতর যুবক যুবতি চতুর্দ্দিক্ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। তাহার পশ্চাতে বিকটদশনা, পিঙ্গলবর্ণা, শুভ্রকেশা, ছিন্নবস্ত্রপরিধানা এক রমণী উহাদিগকে নখাঘাত করিতে করিতে প্রধাবিতা হইতেছে, তদ্দর্শনে মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম, ঐ যুবক যুবতিদিগকে কি জন্যে তাড়না করিতেছে। যদি পাপী বলিয়া ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও পাপী, আমারও ঐরূপ বিপদে পতিত হইতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি কোটরস্থ চক্ষু, দীর্ঘনাসা, করালবদনা, ক্ষীণোদরী মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বাহু প্রসারিত করিয়া আমায় গ্রাস করিতেই যেন আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঐ উদ্যানের যে দিকেই গমন করি, তাহতেই উদ্যানজাত বৃক্ষের পত্র সকল গাত্রে সংলগ্ন হওয়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন যতই বেগে চতুর্দ্দিক প্রধাবিত হইতে লাগিলাম, ততই যেন শরীরে অসির আঘাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং ইহাও বুঝিলাম, পূর্ব্ব যুবক ও রমণীগণ এইজন্যই রুধিরাক্ত কলেবরে গমন করিতেছে। এইভাবে অনেকস্থান অতিক্রম করিয়া এক পুষ্প উদ্যানে উপনীত হইলাম। সেস্থান নানাবিধ কুসুম ভারাক্রান্ত বৃক্ষে পরিশোভিত, ঐ উদ্যানের চতুর্দ্দিক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত, একটীমাত্র দ্বার, তাহাতে এক বৃদ্ধা রমণী দণ্ড হস্তে রক্ষা করিতেছে। আমি নির্ব্বিঘ্নে ঐ স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কোথাও কোন বাধা প্রাপ্ত হইলাম না। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ উদ্যানের মধ্যস্থিত এক জলাশয় নিকটে উপনীত হইলাম। তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত একটী গৃহ রহিয়াছে। জলাশয়ের জল অতীব নির্ম্মল; দুই পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট রহিয়াছে। ঐ

ঘাটে কয়েকটী নবযৌবন সম্পন্ন স্ত্রীলোক জলকেলী করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইল, কিছু কাল পরে ঐ রমণীগণ আমায় আহ্বান করিল, আমিও তাহাদিগের নিকটে গিয়া ঐ আনন্দে যোগদান করিয়া অনুপম আনন্দে নিমগ্ন রহিলাম। কিছুকাল এই ভাবে অতীত হইল, আমাদিগের আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইয়া শুভ্রকেশা, বিকটদশনা, দীর্ঘনখবিরাজিতা এক বৃদ্ধারমণী বালু প্রসারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভৎসনা করিতে করিতে আসিয়া আমাদিগের অংশ পরিমাণ বালুকা নিক্ষেপ করিল, তখনই যেন সকলের শরীরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। জলাশয়ের জল অগ্নি তুল্য বিবেচনা হইল। শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সকলেই নানাস্থানে পলায়ন করিলাম। আমি কিছুদূর যাইয়া দেখি, পূর্ণযৌবনা তপ্তকাঞ্চন-পীত-জ্যোতিবিশিষ্টা বিশালনেত্রা এক রমণী সুধাকর বিনিন্দিত বদন নত করিয়া আমার দিকে কটাক্ষ করিতেছে, তাহার অলৌকিক ভাব দর্শন করিয়া আমার সমস্ত জ্বালা বিদূরিত হইল। স্থির ভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম এবং মনে মনে তাহার সহিত মিলন কামনা করিতে লাগিলাম। অনেক সময় এই ভাবে অতীত হইবার পর, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তুমি কে? তখন রমণী বলিল, আমি কুমারী, এই উদ্যানই আমার চিরবাসস্থান, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি পুরুষ দর্শন করি নাই..অথচ সর্ব্বদাই পুরুষসঙ্গ বাঞ্ছনীয়, এই জন্য তোমায় দর্শন করিয়া আমার লোভ হইয়াছে। তাহাতেই ভূয়োভূয় তোমার প্রতি চাহিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাতে উপগত হইতে পার। এই মাত্র বলিতে বলিতে আমার হৃদয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ক্রমশঃই ঐ কামিনীর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। পরে অল্প সময় মধ্যেই ঐ রমণীতে উপগত হইলাম। কিছু কাল পরে বোধ হইল যেন ঐ রমণী অগ্নি নির্ম্মিতা, আমার শরীর জলন্ত আলয়েব ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। শরীরের ত্বক্, মাংস ক্রমে ক্রমে গলিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অগ্নি প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিফলচেষ্ট হইলাম। কিছুকাল পরে অস্থি, মজ্জা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন পুনর্ব্বার সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া বায়ু ভরে গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে দেখি, স্থিরনেত্র দীর্ঘকায়, শুভ্রবর্ণ সেই পুত্র বলিয়া পরিচিত একটী পুরুষ কন্যা-সমভিব্যাহারে আমার সমীপে উপস্থিত হইল। যে আমায় প্রথমে নক্ষত্র লোকের নিকটে লইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন তাত! এইক্ষণ তোমার সুখের সময় আসিয়াছে, অতএব অপেক্ষা না করিয়া আমার সঙ্গে আইস। .আমি বলিলাম, তোমরা কোথায় লইয়া যাইবে এবং তোমার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছে, উহারাই বা কে? তখন সঙ্গী ব্যক্তিগণ মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি জীবের সর্ব্বদাই উপকার করিতে চাই, কোন বস্তু সঞ্চয় করিতে ভাল বাসি না। আপনার উপভোগের সামগ্রী অন্য ব্যক্তিকে দিয়া সুখী হই। যে যাহা আমায় চায়, আমি কিছুতেই না বলিতে পারি না। আমরা সকলেই তোমার আশ্রিত। দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল, আমার কেহ অপকার করিলেও আমি তাহার হিংসা করি না। জগতে এরূপ কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি শত্রু মনে করি। চিরদিন আমি তোমার আশ্রিত। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যত আছে, তাহাদিগের বিয়োগে আমি দুঃখিত হই না। কোন তাপদ্বারা আমি অভিভূত হই না। সর্ব্বদাই স্থির চিত্তে অবস্থান করি। তোমায় আশ্রয় করিয়াই আমার অবস্থান। এইক্ষণ তোমাকে লইয়া যে স্থানে গেলে শান্তিতে বাস করিব, সেই স্থানেই তোমায় লইয়া যাইব। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আমি ন্যায় পূর্ব্বকই ধনাগমদ্বারা সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, কোন সময় পর ধনে আমার প্রবৃত্তি যায় না। তুমিই আমার আশ্রয়। পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, সর্ব্বদা শুদ্ধ ভাবে, পবিত্র ভাবে থাকিয়া প্রীত হই। কোন সময়ই অশুচি ভাবে থাকিতে পারি না, অপবিত্রতা আমার বড়ই অসহনীয়। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, আমি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় শক্তিকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চেষ্টা করি। ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তোমার হিত কার্য্যে আমার মতি, তুমিই আমার আশ্রয় দাতা। সপ্তম ব্যক্তি বলিল, আমি দিবানিশি ভগবানের রূপ দেখিতে ভাল বাসি। জগতে আত্ম সম্পর্কীয় যে সকল জীব আছে, তাহাদিগের প্রতি ক্ষণকালের জন্যও আমার মন যায় না। সকলের মমতা, ভালবাসা আমি ঈশ্বরেতেই অর্পণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহার সহিত আমি একত্রে বাস করি। তুমিই আমার আশ্রয়। এতকাল মগ্ন ভাবে তোমাতে অবস্থান করিতে ছিলাম, বোধ হয় এইক্ষণ কিছু আনন্দিত ভাবে থাকিব। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল, পরে ঐ কয়েকটী ব্যক্তি সমবেত হইয়া আমায় ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভাবিলাম, এবার আমার দুঃখের অবসান হইয়াছে। বোধ হয় পৃথিবীর নানাবিধ যাতনা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত কোন একটী বিশিষ্ট স্থানে বাস করিতে পারিব, এই ভাবিতেছি, এমত সময় ঐ ব্যক্তিগণ স্থির ভাবে দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এখানে কি জন্য অপেক্ষা করিতেছ, তাহারা বলিল আমাদিগের আর ঊর্দ্ধে যাইবার শক্তি নাই। কারণ আমাদের গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে আমরা সকল স্থানেই যাইতে পারি, তিনি এইক্ষণ জীর্ণ কলেবরে নীচে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং আমরাও তোমায় লইয়া তাহার নিকটে যাইব। তিনি যে দিকে যাইবেন, আমরাও সেই দিকেই যাইব। এই বলিয়া আমায় লইয়া সকলেই ভূমিতে আগমন করিল। তখন আমার সকল আশা ভরসা বিদূরিত হইয়া প্রবল চিন্তা উপস্থিত হইল।

অনন্তর পৃথিবীতে নামিয়া দেখি, শুভ্রবর্ণা, স্নিগ্ধনয়না, ক্ষীণকলেবরা এক রমণী দ্বিতীয়ার শশধরের ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া বুঝিলাম, ইনিই আমার সঙ্গিদিগের মাতা। বলিলাম,—মাতঃ! আপনি কি জন্যে এ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বলিলেন, বৎস! যাহাদিগের সঙ্গে তুমি এখানে আসিলে, ঐ সকল সন্তান সন্ততি আমারই, এতদ্ভিন্ন আমার আরও পুত্র কন্যা আছে। তাহাদিগকে এইক্ষণ

দেখিতে পাইবে না। যেরূপ হস্ত পদাদি সমস্ত লইয়া তোমার শরীরের পূর্ণতা, তদ্রূপ আমার সন্তান সন্ততিদিগকে লইয়া আমার পূর্ণতা। আমি ও আমার পুত্র, কন্যা সকলই তোমার আশ্রিত। তুমি যে কয়েকটীকে যত্ন করিয়াছ, তাহাদিগকেই সহাস্য রূপে দেখিতেছ, অন্য বালক, বালিকাকে উপযুক্ত শুশ্রূষা কর নাই, এজন্য তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহাদের দ্বারাই আমার পূর্ণতা, সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমার অবশিষ্ট সন্তান সন্ততি ইহাদিগের মত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুমিও আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। এবং আমারও সবলতা হইবে না। এই জন্যই এত হীন ভাবে রহিয়াছি। যে সময় তুমি আমার সন্তান সন্ততিদিগকে উন্নত করিতে পারিবে, তখন আমারও অবস্থা ভাল হইবে। আমার সকল সময়ই উর্দ্ধ দিকে যাইতে ইচ্ছা, এইক্ষণ হীনবলা হইয়াছি বলিয়া তাহা পারিতেছি না। যখন সমর্থ হইব, তখন আমি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া সে স্থানে যাইব। সুতরাং তখন তুমিও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইবে, পরন্তু তুমি ইতি পূর্ব্বে যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছ, তদপেক্ষায় অনেক সুখেই থাকিবে। এই বলিয়া রমণী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন পূর্ব্ব ব্যক্তিগণ আমায় লইয়া এক রাজ বাটীতে উপনীত হইল। তথায় যাইবা মাত্র ঐ সকল ব্যক্তি আবার ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করিয়া আমাতেই যুক্ত হইয়া গেল। আমি তখন বায়ুদ্বারা বিতাড়িত হইয়া একবার জলে, একবার স্থলে, একবার বৃক্ষে, এইরূপ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এক দিন রাজা আহার করিতে বসিয়াছেন, ঐ সময় বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া রাজার জল পাত্রে নিপতিত হইলাম। তাহা কেহই দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম, বোধ হয় এবার রাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইব, পরে যাহা ভাবিলাম, তাহাই হইল। পানীয় জলের সঙ্গে রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। কিছু দিন পরে রাজ-দারার গর্ভ কোষে স্থান পাইলাম। তথাকার যে কষ্ট, তাহা বাক্যদ্বারা বুঝাইবার নহে। যখন জননী সুখে থাকিতেন, তখন আমিও নানাবিধ ক্লেশজনক স্থানে বাস করিয়াও শান্তিতে থাকিতাম। গর্ভধারিণীর যখন নিদ্রা হইত, তখন আমি নিদ্রায় অভিভূত হইতাম। যে সময় জননী নানাবিধ উৎকৃষ্ট আহার করিতেন, তাহার কিছু কাল পরেই আমি ঐ সকল বস্তুর রস গ্রহণ করিতাম। কোন কারণে মায়ের হৃদয়ে দুঃখ হইলে আমিও দুঃখিত হইতাম। এই ভাবে কিছুদিন অতীত হইল, পরে যখন শারীরিক সমস্ত অবয়ব পূর্ণ হইল, তখন কোন উপায়ে বহির্গত হইব, সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলাম, এবং ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, প্রভো! তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছ। তুমি ভিন্ন জগতের কোন কার্য্যই হয় না। তোমার চক্রে নিপতিত হইয়া কতবার গর্ভযন্ত্রণা, কতবার মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করিলাম। এইক্ষণ এই মহা পাপীকে এই মহান্ নরক হইতে উদ্ধার কর। অনেক বার এই ভাবে যন্ত্রণা পাইলাম, কিন্তু নাথ! কৃপা করিয়া এবার ভূমিষ্ঠ হইলে পুনর্ব্বার গর্ভকোষে নিক্ষেপ না করিয়া তোমার চরণে আশ্রয় দান করিও। হে মহান্ ঈশ্বর! একবার পাপীর পানে দৃষ্টি করিয়া তোমার দয়াময় নামের মহিমা বুঝিতে দাও। এই ভাবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে একদিন প্রভাত সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলাম। তখন রাজ-ভবন নানাবিধ আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরে বহুতর যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে হইতে বাল্যকাল অতীত হইল। ঐ বাল্যাবস্থায়ই পিতা উপযুক্ত শিক্ষকের করে আমায় ন্যস্ত করিয়াছিলেন, এ কারণ যৌবনদশায় ইন্দ্রিয়গণ আমায় কুপথে চালিত করিতে পারিল না। গুরুর সারগর্ভ উপদেশ আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল। এই উপদেশ প্রভাবে যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন সময়ই ব্যাঘাত ঘটিত না। এই ভাবে অনেক দিন গত হইয়া যৌবনের পূর্ণাবস্থায় দার গ্রহণ করিলাম। পরে বনিতার সহিত একত্রে বাস করায় দিন দিন ভোগ পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এ দিকে পিতা উপযুক্ত জ্ঞানে আমায় রাজ্য শাসনে নিয়োগ করিলেন। আমিও নিজ বিবেকের সাহায্যে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। পরে কাল সহকারে পিতা মাতা উভয়েই পর লোকে গমন করিলেন, তজ্জন্য বিশেষ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল।

এক দিন মৃগয়ার্থ কাননে যাত্রা করিলাম। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া মহোচ্চ পর্ব্বতোপরি উপনীত হইলাম। কিছু কাল পরে একটী সুন্দর মৃগ আমার নয়নগোচর হইল, তখন শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। ক্রমে দিবা অবসান প্রায় হইল, তথাপি মৃগ আমার সন্ধানে পতিত হইল না। যখন রাত্রি হইয়াছে, তখন দেখি, ঐ মৃগ এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আমি তাহার নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনি কে? রমণী বলিল, আমি মানুষ নই, এই পর্ব্বতের উপরি ভাগে আমার বাস, সেখানে আমি ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর যাইবার শক্তি নাই। যদি কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হয়, তবে হীন প্রভাবে তাহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়। তুমি পৃথিবীর লোক, সুতরাং কোন দৃষ্টান্তে সে স্থানের অবস্থা তোমায় বুঝাইতে পারিব না। আমি বলিলাম, আপনি মৃগ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন কেন?

সে উত্তর করিল। মানুষের সহিত কৌতুক করিতে আমরা বড়ই ভাল বাসি, মনুষ্য যদিও আমার স্বধর্ম্মে নহে, তথাপি অনেক মানুষ এরূপ আছে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি না, পরন্তু কোন মহৎ মনুষ্য মন্ত্রবলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আমাদিগের সঙ্গে ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়। তোমায় দেখিয়া আমার প্রীতি হইয়াছে, তাই তোমার সহিত কৌতুক করিতেছিলাম। তুমি যদি আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা কর, তবে যাইতে পার। আমি বলিলাম, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় সঙ্গে নিলে বড়ই সুখী হইব। রমণী তখনই আমার হস্তে একটী পত্র ছিঁড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এই পত্র তোমার সঙ্গে থাকিলে তুমি হিমে মরিবে না। যদি পত্র হারাইয়া যায়, তবে তখনই আমায় স্পর্শ করিও, এই কথা বলিয়া রমণী উত্তরাভিমুখে চলিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরে এক প্রস্তরময় পুরী দর্শন করিলাম। ঐ পুরীর

মধ্যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে, ওরূপ সঙ্গীত আর কখন কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তখন ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আমার অধিকার আছে কি? রমণী বলিলেন, যদিও তুমি ওস্থানে যাইবার উপযুক্ত নও, তথাপি আমার সঙ্গে অবশ্য যাইতে পারিবে, এই বলিয়া রমণী আমায় লইয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখি, গৌর বর্ণ, শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক পুরুষ সঙ্গীত করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে বহুতর ভূষণে বিভূষিত রমণীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ঐ ব্যক্তির পার্শ্বে অলৌকিক শোভা বিশিষ্ট দুইটী পুরুষ বসিয়া রহিয়াছে, আমি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কে? রমণী বলিলেন, যিনি সঙ্গীত করিতেছেন, ইনি একটী যোগী, যে সকল পুরুষ ইহার নিকটে বসিয়াছেন, উহাদিগের নাম রাগ এবং ঐ রমণীগণ সকলেই রাগিণীরূপে বিরাজ করিতেছে। রাগরাগিণীর রূপ আদায় করিতে পারিলেই ঐ সকল রূপ সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মর্ত্ত্য লোকে সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রকৃত অধিকারী লোক নাই বলিয়া সঙ্গীতের এতদূর মহিমা দৃষ্ট হয় না। যে কএকটী পুরুষ বসিয়া আছেন, উহাদিগের নাম শ্রীরাগ, বসন্ত মল্লার, ভৈরব, মেঘবৃষ-ম্নাট। ঐ যুবতিগণ মধ্যে ছজন করিয়া এক একটী পুরুষের স্ত্রী, তৎভিন্ন ইহাদিগেরও সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদিগকে উপরাগ, উপরাগিণী বলে। যেরূপ এই যোগীকে সঙ্গীত পার-দর্শী দেখিলে, এস্থানে এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা এ অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাভিজ্ঞ। ঐ যে ব্যক্তি সঙ্গীত করিতে-ছেন, ইনিও মনুষ্য। যোগ বলে অপূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিয়া এস্থানে আসিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরে এস্থানবাসী কোন ব্যক্তির নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া এতদূর ক্ষমতালাভ করিয়াছেন। এক্ষণ আমাদিগের এস্থানে অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, এই বলিয়া রমণী তথা হইতে বহির্গতা হইলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ গামী হইলাম। কিছু দূর যাইয়া রমণী আমাকে লইয়া এক উত্তম গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের মধ্যস্থান অতীব মনোরম, দুই পার্শ্বে সুকোমল শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে, কামিনী এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অপর পার্শ্বে আমায় বসিতে বলিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া বলি-লাম আমি বহুতর সৌভাগ্যফলে আপনার দর্শন পাইয়াছি। অতএব কৃপা পূর্ব্বক আমাকে আপনাদিগের যে সকল অমানুষ ক্ষমতা আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ শিখাইতে আজ্ঞা হউক। তখন রমণী বলিলেন, আমাতে মানুষের অসাধ্যত কোন ক্ষম-তাই নাই। জগতে এরূপ কার্য্য অতীব বিরল, যাহা মানু-ষের অসাধ্য। অধিক কি, মানুষ চেষ্টা করিলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। বর্ত্তমান সময় মানবগণ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহাতেই অলৌকিক বস্তুতে বিশ্বাস লোপ হইয়া গিয়াছে। যাহার বিশ্বাস আছে, তাহারও অলসতার জন্য কোন কার্য্য হয় না। আবার অনেক লোক আছে, তাহারা অলৌ-কিক অনেক পদার্থ স্বীকার করে, কিন্তু মনের সহিত বিশ্বাস করে না। এই সকল কারণেই মানুষের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তুমি বিশেষ কোন শক্তি লাভ করিতে চাহিলে মন্ত্র বিদ্যার প্রথমে অধিকারী হও। যেরূপ দেখিলে সঙ্গীতধ্বনি দ্বারা ঐ সকল

মূর্ত্তি সাক্ষাৎ হইয়াছে, তদ্রূপ মন্ত্র বিশেষের প্রভাবে নানাি মানুষের অদৃশ্য জীবও আকৃষ্ট হয়। আমরা মন্ত্র প্রভা ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে পারি। তাহাতে শরীর নষ্ট হয় না। ম বলে আমাদিগকেও মানুষে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তু কিছুকাল মন্ত্র শিক্ষা করিলে আমাদের ন্যায় ক্ষমতা লা করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, অতএব তুমি স্নান করি আইস, তোমায় মন্ত্রযোগ শিখাইব। আমি তখনই স্নান করি আসিলাম, পরে রমণীর উপদেশানুসারে মন্ত্র যোগে প্রবৃত্ত হই লাম। এই ভাবে ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, পরে এ রমণী বলিলেন, তোমায় শেষে যে মন্ত্র শিখাইয়াছি, ঐ ম পাঠ করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের যে স্থানে যাই ইচ্ছা করিবে, তথাই যাইতে পারিবে এবং এতকাল মন্ত্র জ দ্বারা তুমি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। তোমার যত বা জন্ম হইবে, প্রত্যেক বারই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল মনে থাকিবে তুমি অনেক দিন সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, এইক্ষ গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি বলিলাম, যখন আমার প্রতি কৃ করিয়াছেন, তখন অবশ্য আমার আর একটী অনুরো রক্ষা করিতে হইবে। যদিও আমার নানা স্থানে যাই উপায় করিয়া দিয়াছেন, তথাপি আপনার সহিত স্বর্গলো দর্শন করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। রমণী বলি লেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া রমণী আমায় লইয়া ত হইতে যাত্রা করিলেন। অল্প সময় মধ্যেই আকাশ পথে গম করিয়া স্বর্গ ধামে উপনীত হইলাম। তথায় সর্ব্বদা বস বিরাজিত। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি নব নব ভাবে প্রকাশিত জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপে ভয় নাই। প্রাণিগণ...হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি দো বিবর্জ্জিত, অকাল মৃত্যু, অত্যাচার, অনাচার, রোগ, শোকাদি অনুচিত আক্রমণ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী, সর্ব্বদা শান্তি বির জিত, কাহারও কোন বিষয়ের অভাব নাই। রমণী বলিলে এই স্থান মানব গণের একান্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু যুগ যুগান্ত তপ ব্যতীত এখানে কাহারও আসিবার ক্ষমতা নাই। তোমায় মন্ত্র প্রদান করিয়াছি, ঐ মন্ত্র প্রভাবেই তোমার পাপ নষ্ট হই য়াছে, তাই এই অপূর্ব্ব দেব ভূমি দর্শন করিলে, এখা জীবের কোন প্রকার উপদ্রব নাই। তথাপি নিশ্চিন্ত নহে যে কর্ম্মের দ্বারা এই স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ভো শেষ হইলেই এখান হইতে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। ঐ চিন্তাই সর্ব্বদা উদিত হয়। ঐ দেখ! অনতি দূরে দে দেবীগণ আনন্দে বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম নন্দ কানন। দেব সমীপে এখনও তোমার যাইবার শক্তি নাই তাই তুমি ওখানে যাইতে পারিবে না। এই স্থানে যি রাজত্ব করিতেছেন, ইঁহার নাম ইন্দ্র। ইনিও কালেতে এস্থা হইতে বিতাড়িত হয়েন, ইন্দ্র কোন ব্যক্তি বিশেষের না নহে। যে যখন এ স্থানে রাজা হইবেন, তাঁহারই নাম ইন্দ্র স্বীয় তপস্যাদ্বারা জীবে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। আ যখন তপস্যা জন্য ধর্ম্মের শেষ হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দেখ

ভাগিরথী গঙ্গা ঊর্দ্ধ হইতে এখানে অবস্থান করিয়া হিমালয় ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন। যেরূপ পৃথিবী মধ্যে নানাস্থান নানাভাবে সংস্থিত, সেইরূপ পৃথিবীর ঊর্দ্ধদিকে অনেক স্থান আছে, তন্মধ্যে এই একটী রম্য স্থান, একারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সকলেই এখানে অনেক সময় বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানের সজাতীয় অনেক স্থান ইহার সম দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। ইহার উপরি ভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিনেরই তিনটী বাসস্থান আছে। ঐ বিষ্ণু লোক হইতেই পতিতপাবনী সুরধুনী উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ সকল স্থানের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক। এই সমস্ত স্থানই এক একটী লোক বলিয়া বিখ্যাত। যথা শিবলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, স্বর্গলোক, প্রকৃতিলোক। যে সকল লোকের কথা তোমায় বলিলাম, উহার প্রত্যেক স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গেলে অনেক সময় শেষ হয় এবং সে বিষয়ে শ্রম করিলেও বিশেষ ফল নাই। তোমায় যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছি, বহুকাল ঐ মন্ত্র জপ করিলে তোমার দেবতা দর্শন হইবে। তাহার প্রসাদে ও সকল স্থান জীবের সহজতই লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সাধন বলে তোমার যত টুকু শক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিনটী স্থান মাত্র যাইতে অধিকারী হইয়াছ; তাহাতেও স্বর্গে কিম্বা রসাতলে অনেক সময় বাস করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব এইক্ষণ তুমি পৃথিবীতে যাও; কিন্তু দেখিও কোন সময় ঐ মন্ত্র ভুলিও না। যাহার প্রভাবে আমার সহিত এখানে আসিলে, এই পবিত্র ভূমি দেবলোক যুগ যুগান্ত তপস্যা করিয়া মানব লাভ করিতে পারে না। তুমি সাধনা বলে আমায় লাভ করিয়াছ বলিয়া আমার আবাস ভূমিতে অল্পকাল মন্ত্র সাধনাতেই তোমার শরীর এই অপূর্ব্ব লোক দর্শনের উপযুক্ত হইয়াছে। যদিও ভারত ভূমি পুণ্য ক্ষেত্র, তথাপি বর্ত্তমান সময় অনেক কারণ বশত সাধনের অনুপযুক্ত হইয়াছে, এই জন্যই বারম্বার তোমায় সাবধান করিতেছি। যে শক্তি লাভ করিয়াছ, সঙ্গ দোষে তাহা হারাইও না, পরন্তু অল্প সময় মধ্যে সাংসারিক কার্য্য শেষ করিয়া আত্মোন্নতির কামনায় বহির্গত হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিও। সে চেষ্টা অন্য কিছুই নাই, আমি যেরূপ সামান্য রাজ্যের রাজা, তদ্রূপ সমস্ত ভৌতিক জগৎও অন্তর্জগৎ এতৎ সমস্তের অধীশ্বর একজন আছে,। যাহার ইচ্ছায় জগৎ প্রপঞ্চ নানা পুষ্প সমবেত এক সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়গণ কেহই আমার সুখের কারণ নহে। যদি তিনি আমায় দয়া করেন, তবেই আমার উপকার হইবে। না হলে কোন দিন আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না। এই ভাবনা পূর্ব্বক সংসার ক্ষেত্রে যতই কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, প্রত্যেক কার্য্যের এই ভাবনায় সত্য অনুভব করিবে। এই ভাবনাদ্বারা তোমার সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে এবং সকলের ঈশ্বর পরম পদার্থ, তাঁহারই অনুগ্রহ পিপাসা উপস্থিত হইবে। তাঁহার দয়ার পাত্র হইতে গেলে প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় চাই, সে পরিচয়ের উপায় সাধনা ভিন্ন কিছুই নহে। সাধনের মধ্যে জপ সাধনাই শ্রেষ্ঠ, এ কথা তোমায় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা উপযুক্ত নহে। তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই মন্ত্র শরণ কর, অল্পকাল মধ্যেই নিজ গৃহে উপনীত হইবে। যদি কোন ও সময় বিপদাপন্ন হও, তবে আমাকে শরণ করিও। আমি তখনই সাক্ষাৎ হইব। নহিলে অনর্থক আমায় ত্যক্ত করিও না। এই বলিয়া কামিনী অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি কিছুকাল পরে নিজ ভবনে উপনীত হইলাম।

শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

সমালোচনা।

শ্রীরামলীলা। (গীতিকাব্যং) বিষম পদ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক রচিত ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যখানি কবিবর জয়দেব গোস্বামীর অনুকরণে লিখিত। ইহাতে লেখক মহাশয়ের শব্দবিন্যাস শক্তির পরিচয় আছে, পুস্তক খানিতে যদিও কোন নূতন ভাবের সমাবেশ নাই, তথাপি উহা পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষার যাদৃশ দুরবস্থা উপস্থিত, তাহাতে আধুনিক কোন সংস্কৃত পুস্তক দেখিলে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়। এই প্রকার যতই সংস্কৃত ভাষার প্রচার হয়, ততই ভাবি উন্নতির আশা করা যায়।

অবধূত গীতা। মহর্ষি দত্তাত্রেয় কৃত ও ৵ কাশীধাম হইতে শ্রীমান্ রামরাম সংযমীর দ্বারা প্রকাশিত। এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলার নাই। এই গীতাখানি অদ্বৈত জ্ঞানীর পরম ধন, পরম পদার্থ, ইহাতে আত্মার স্বরূপ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং চরম আত্মজ্ঞান অবস্থায় যোগী কিরূপ উপলব্ধি করেন, তাহাও বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার কএকটী শ্লোক পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তাই নিম্নে কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্।
কস্যাপ্যহো নমস্কুর্য্যামহমেকোনিরঞ্জনঃ॥
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াং বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে॥
বেদান্তসারসর্ব্বস্বং জ্ঞানবিজ্ঞানমেব চ।
অহমাত্মা নিরাকারঃ সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ॥
যো বৈ সর্ব্বাত্মকো দেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ॥
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ শুদ্ধবিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সুখং দুঃখং ন জানামি কথং কস্যাপি বর্ত্ততে॥
ন মানসং কর্ম্ম শুভাশুভং মে
ন কায়িকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে।
ন বাচিকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে
জ্ঞানামৃতং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়োঽহম্॥
মনো বৈ গগনাকারং মনো বৈ সর্ব্বতোমুখম্।
মনোঽতীতং মনঃ সর্ব্বং ন মনঃ পরমার্থতঃ॥

[illegible] ব্যোমাতীতং [illegible]

গন্তাস্মি কথমাত্মানং প্রত্যক্ষং বা তিরোহিতম্ ॥

ত্বমেবমেকং হি কথং ন বুধ্যসে

সমং হি সর্ব্বেষু বিমৃষ্টমব্যয়ম্।

সদোদিতোঽসি ত্বমখণ্ডিতঃ প্রভো

দিবা চ নক্তং চ কথং হি মন্যসে ॥

গুণবিগুণবিভাগো বর্ত্ততে নৈব কিঞ্চি-

দ্রতিবিরতিবিহীনং নির্ম্মলং নিষ্প্রপঞ্চম্।

গুণবিগুণবিহীনং ব্যাপকং বিশ্বরূপং

কথমহমিহ বন্দে ব্যোমরূপং শিবং বৈ ॥

শ্বেতাদিবর্ণরহিতো নিয়তং শিবশ্চ

কার্য্যং হি কারণমিদং হি পরং শিবশ্চ।

এবং বিকল্পরহিতোঽহমলং শিবশ্চ

স্বাত্মানমাত্মনি সুমিত্র! কথং নমামি ॥

নির্ম্মূলমূলরহিতো হি সদোদিতোঽহং

নির্ধূমধূমরহিতো হি সদোদিতোঽহম্।

নির্দীপদীপরহিতো হি সদোদিতোঽহং

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥

নিষ্কামকামমিহ নাম কথং বদামি

নিঃসঙ্গসঙ্গমিহ নাম কথং বদামি।

নিঃসারসাররহিতঞ্চ কথং বদামি

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥

অদ্বৈতরূপমখিলং হি কথং বদামি

দ্বৈতস্বরূপমখিলং হি কথং বদামি।

নিত্যং ত্বনিত্যমখিলং হি কথং বদামি

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥

স্থূলং হি নো নহি কৃশং ন গতাগতং হি

আদ্যন্তমধ্যরহিতং ন পরাপরং হি।

সত্যং বদামি খলু বৈ পরমার্থতত্ত্বং

জ্ঞানামৃতম্ সমরসংগগনোপমোঽহং ॥

সম্বিদ্ধি সর্ব্বকরণানি নভোনিভানি

সম্বিদ্ধি সর্ব্ববিষয়াশ্চ নভোনিভাশ্চ।

সম্বিদ্ধি চৈকমমলং ন হি বন্ধমুক্তং

জ্ঞানামৃতম্ সমরসংগগনোপমোঽহং ॥

দুর্ব্বোধবোধগহনো ন ভবামি তাত!

দুর্লক্ষ্যলক্ষ্যগহনো ন ভবামি তাত!

আসন্নরূপগহনো ন ভবামি তাত!

জ্ঞানামৃতম্ সমরসংগগনোপমোঽহং ॥

নিষ্কর্ম্মকর্ম্মদহনো জ্বলনো ভবামি

[illegible] দহনো জ্বলনো ভবামি।

নির্দেহদেহদহনো জ্বলনো ভবামি

জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহং ॥

নিষ্পাপপাপদহনো হি হুতাশনোঽহং

নির্ধর্ম্মধর্ম্মদহনো হি হুতাশনোঽহম্।

নির্বন্ধবন্ধদহনো হি হুতাশনোঽহং

জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহং ॥

নির্ভাবভাবরহিতো ন ভবামি বৎস

নির্যোগযোগরহিতো ন ভবামি বৎস।

নিশ্চিত্তচিত্তরহিতো ন ভবামি বৎস

জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহং ॥

নির্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো

নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।

নির্লোভলোভপদবীতি ন মে বিকল্পো

জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহং ॥

সংসারসন্ততিলতা ন চ মে কদাচিৎ

সন্তোষসন্ততিসুখে ন চ মে কদাচিৎ।

অজ্ঞানবন্ধনমিদং ন চ মে কদাচিৎ

জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহং ॥

সংসারসন্ততিরজো ন চ মে বিকারঃ

সন্তাপসন্ততিতমো ন চ মে বিকারঃ।

সত্ত্বং স্বধর্ম্মজনকং ন চ মে বিকারো

জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥

বিবিধ।

গয়ালিগণের অত্যাচারের কথা চিরপ্রসিদ্ধ, যাত্রীদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়া সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা তাহাদিগের ব্যবসায়। সরল নির্ব্বোধ দরিদ্র পল্লিগ্রাম বাসিনী বিধবা স্ত্রীলোকগণের বহু ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ ধর্ম্মের ভান করিয়া লুণ্ঠন করিয়া থাকে। অবশেষে অসহায়া যাত্রীদিগকে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়, এই ভীষণ অত্যাচার হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার মানসে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বসু মহাশয় ৺গয়াধামে একটি সুলভ যাত্রীনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অল্প ব্যয়ে সুযোগ্য পাণ্ডাদ্বারা ৺ গয়ার কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করাইয়া দেন ন্যূন তিন হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা আট টাকার মধ্যে, শাস্ত্রবিহিত যথাবিধ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা ভরসা করি গয়াকার্য্যকরণেচ্ছু হিন্দুগণ প্রসন্নবাবুর যাত্রীনিবাসের বন্দোবস্ত মতে গয়াকার্য্য করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়দ্বয়ের স্বাক্ষরিত ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুষ্ঠান পত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল।——

"সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আলোচনা হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম লোকে অধিকতররূপে বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তদনুসারে ধর্ম্মের গৌরবও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকেই সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং দেশের বহুসংখ্যক লোক বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে অভিভূত, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব হওয়া উচিত, তাহা এক্ষণে হইতেছে না। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত এতদ্দেশের যথাযোগ্য আচার, ব্যবহার কি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকলের অনুসরণ করিলে আমাদের দেহ, মন, আত্মা, পরিবার ও সমাজের অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন। এই অজ্ঞতানিবন্ধন ও বিদেশীয় শিক্ষার ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার কষ্ট হইতেছে। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য এবং আপদ কালে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা উদ্দেশে একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী অপরাপর কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের বিশেষ উল্লেখ এই স্থলে প্রয়োজন।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানীতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু ধর্ম্মের যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করণের ব্যবস্থা।

(৭) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

(৮) প্রস্তাবিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য বিশুদ্ধ হিন্দু নিয়ম প্রণালী মতে হইবে।

(ক) সভার সমুদায় কার্য্য ও অর্থব্যয় ধর্ম্মমণ্ডলীর আচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায় ও আদেশানুসারে হইবে।

(খ) কার্য্যকারক সমিতির যে পাঁচ জন ব্যক্তি সদস্য থাকিবেন, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে বৎসরে বৎসরে নূতন আচার্য্য মনোনীত করিবেন।

(গ) সভ্য শ্রেণী হইতে ৫০ জন সদস্য লইয়া এক এক বৎসরের জন্য এক একটী মন্ত্রণা সভা গঠিত হইবে। ইহারা আবশ্যক মত যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে আচার্য্যকে পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) এই মণ্ডলী সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(ঙ) মণ্ডলী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইবে।

(৯) আচার্য্যের আদেশ ব্যতীত কার্য্যকারক সমিতির সদস্যগণ নিজে কেহ একাএক বা একত্র কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, বা কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতামত চলিবে না।

(ক) আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কার্য্যকারক সমিতির পাঁচ জন ব্যক্তি সমিতির সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কার্য্যকারক সমিতির অধীনে একজন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি ধর্ম্ম-মণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার বহন করিবেন এবং আচার্য্য ও সমিতির অনুমত্যনুসারে যথানিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(খ) হিন্দু মাত্রেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা চাঁদা দিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

(১০) সভ্য মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে আপন আপন অভিপ্রায় আচার্য্য মহাশয়, মন্ত্রণাসমিতি বা কার্য্যকারক সমিতিকে জানাইতে পারিবেন। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ও আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে।

যাঁহারা উপরি উক্তরূপ ধর্ম্মমণ্ডলীর স্থাপন জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ও সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপাততঃ উত্তরপাড়া নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামের অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে তাঁহাদের এককালীন দাতব্যের টাকা এবং বার্ষিক দাতব্যের টাকা, নিজ নিজ নাম ধাম সহ, লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এবং পত্রাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ ঠিকানায় ধর্ম্ম-মণ্ডলী কার্য্যালয়ে, মণ্ডলীর কার্য্যকর্ত্রা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিবেন ও জানিবেন। [illegible] কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মাবলী আচার্য্য মহাশয় [illegible] পরামর্শ লইয়া প্রণয়ণ করিবেন।"

ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীপ্যারীমোহন শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়)।
শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরেগৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৮। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৯। ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অথবা ধর্ম্মমণ্ডলী-সম্পাদক বা কার্য্যাধক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ বেদব্যাস সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯।　　　　　　　　　　　　　　　　পৌষ, মাঘ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কলিকাতা

৯৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, পৌষ, মাঘ। { ৯ম, ১০ম সংখ্যা।

আনন্দলহরীস্তোত্রম্।

ভবানি! স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ
প্রজানামীশানস্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দ্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ॥ ১॥

ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্ব্বিশিষ্যানাখ্যেয়োভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ
কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে!॥ ২॥

মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী
ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্॥ ৩॥

বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী
নদদ্বীনানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গীরুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্ব্বিজয়তে॥ ৪॥

নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গী কৃতশিবা।
তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা
মমাঽপর্ণাপূর্ণা নিরবধিসুখৈরস্তু সুমুখী॥ ৫॥

হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতা চালকভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচফলনতা সূক্তিসরসা
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা॥ ৬॥

সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণে! কা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎপরিবৃতঃ
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্॥ ৭॥

বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রিকমলে!।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি! কৃতকন্দর্পবিজয়ে!
সতাং মুক্তের্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী॥ ৮॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ॥ ৯॥

কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে!
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে।
ন চেদিষ্টং দদ্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ॥ ১০॥

মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে
নিধায়ান্যন্নৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুমে!।
তথাঽপি ত্বচ্চেতোযদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং
নিরালম্বোলম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্॥ ১১॥

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হেমপদবীং
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্মম যদি
ত্বয়ি প্রেম্না সক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্॥ ১২॥

ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে!
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্ত্বদাসক্তং নক্তন্দিবমুচিতমীশানি! কুরু তৎ॥ ১৩॥

স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়ভিত্তিপ্রতিফল-
ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরবিলাসৌধশিখরম্।
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি!॥ ১৪॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে!
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা॥ ১৫॥

বৃষোবৃদ্ধোযানং বিষমশনমাশা নিবসনং
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহোভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি! সৌভাগ্যমহিমা॥ ১৬॥

অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূলোককৃপয়া

ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি! কলয়ে॥ ১৭॥
ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া
ভিয়ৈবাসীদ্গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে!।
তদেতস্যাস্তাম্যদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ॥ ১৮॥
বিশালশ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণঘুসৃণ-
প্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি! তবাভ্যঙ্গসলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংসূন্নিজকরৈঃ
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাম্॥ ১৯॥
বসন্তে সানন্দে কুসুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে
স্ফুরন্নানাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে
স্মরেদ্যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিতপীড়াঽপসরতি॥২০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতাঽনর্মদালহরীসম্পূর্ণা।

তত্ত্বোপদেশ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

অতীসারোযথা নৃণাং সর্ব্বতেজোঽপহারকঃ।
রেতসোনির্গমস্তদ্বদ্বলবীর্য্যাপহারকঃ॥

অতিসার যেরূপ লোকের সমুদায় তেজঃ অপহরণ করে, রেতোনির্গমও সেইরূপ পুরুষের সমুদায় বল বীর্য্য অপহরণ করে॥ আত্ম-পু ৪৫১।

অস্যাবস্থানতঃ পুংসামোজোনামাষ্টমী দশা।
ভবত্যসং যয়া জন্তুস্তেজস্বী সন্ হি জীবতি॥

রেতোরূপ সপ্তম ধাতু নিরুদ্ধ হইলে, ইহার ওজ নামে একটী অষ্টমী দশার উৎপত্তি হয়, ইহা পীতবর্ণ ও হৃদয়মধ্যস্থিত জীবের আবাসভূত এবং ইহাদ্বারাই জীবগণ তেজস্বী হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে॥ ঐ ৪৫২।

অস্য সংস্থাপনে নৃণাং জরা বৈরূপ্যকারিণী।
মৃত্যুশ্চ ন ভবেৎ শীঘ্রং বলঞ্চেহ ন নশ্যতি॥

এই রেতের সম্যক্‌রূপে সংস্থাপন করিলে জীবের শরীরবিরূপকারিণী জরাবস্থা ও মৃত্যু শীঘ্র ঘটে না এবং শরীরের বলও নাশ হয় না॥ ঐ ৪৫৩।

পরলোকে ব্রহ্মলোক অধস্তাদ্‌ব্রহ্মচারিণাম্।
কীর্ত্তিশ্চ বিপুলা লোকদ্বয়ং তেষাং ভবেৎ সদা॥

যে ব্যক্তি রেতোনিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তাহার পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং মনুষ্যলোকে বিপুলা কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়, অতএব সেই ব্যক্তির লোকদ্বয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ ১।৪৫৪।

অস্য বন্ধনতোযোগঃ খেচরত্বং বদন্তি হি।
ঐশ্বর্য্যং চাষ্টধা নৃণামণিমাদিকমেব হি॥

এই রেতোনিরোধ হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা যোগবিৎ, তাহাদের আকাশগমনেও ক্ষমতা জন্মে এবং অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যও লাভ হয়॥ আত্ম-পু ৪৫৫।

যথেক্ষুদণ্ডোনিঃসারঃ পীড়িতস্তদ্বদেব হি।
পুমান্ ভবতি নিঃসারোবধূবাহুনিপীড়নাৎ॥

পীড়িত ইক্ষুদণ্ড যেমন অসার হয়, সেইরূপ বধূবাহুদ্বারা নিপীড়িত পুরুষও রেতোরূপ-সারনির্গমজন্য নিতান্ত অসার হইয়া পড়ে। ঐ ৪৫৬।

আত্মনশ্চোরুতং তেজস্তস্যামেষ নিষিঞ্চতি।
আত্মবলকরং মূঢ়োমোহিতোমায়য়া স্বয়া॥

মূঢ়, অর্থাৎ বিপরীতদর্শী ব্যক্তিরাই স্বকীয় মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আয়ু ও বলকর আত্মীয় তেজোরূপ রেতকে নারীযোনিতে উৎসর্গ করে॥ ঐ ৪৫৭।

ন হি মৈথুনধর্ম্মেণ কামনাশঃ ক্বচিদ্ভবেৎ।
ন হি কামে বিনষ্টেঽপি প্রবৃত্তিস্তত্র দৃশ্যতে॥

মৈথুনধর্ম্মে কামনাশ কোথাও লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের কাম বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব প্রবৃত্তিই কামের চিহ্ন, সেই প্রবৃত্তির নাশ হইলেই কামনাশ হইয়া থাকে, এজন্য প্রবৃত্তি নাশ করাই বিধেয়॥ ঐ ১।২৯৫।

কিন্তু যাবৎশ্রমং তত্র প্রবর্ত্তন্তে পরস্পরম্।
শ্রান্তা অপি নিবর্ত্তন্তে সুখং নৈবাত্র কিঞ্চন॥

কিন্তু মৈথুনধর্ম্মে স্ত্রী ও পুরুষ এই পরস্পরের যখন শ্রমোৎপত্তি হয়, তখন তাহারা বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্তি লাভ করে, অতএব ইহাতে কিছু সুখই নাই॥ ঐ ২৯৬।

মল্লয়োর্যুধ্যতোর্যদ্বৎ শ্রমোৎপত্তৌ নিবর্ত্তনম্।
স্ত্রীপুংসয়োর্গ্রাম্যধর্ম্মে তদ্বন্নাত্রাস্তি বৈ সুখম্॥

যেমন যুধ্যমান মল্লগণের পরস্পরের শ্রমোৎপত্তি হইলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের শ্রমোৎপত্তি হইলে মৈথুনকার্য্যে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে কোনরূপ সুখই নাই॥ ঐ ২৯৭।

রেতসোনির্গমে যাদৃক্ সুখং তাবদ্ধি বিদ্যতে।
বিণ্মূত্রয়োর্বিসর্গেঽপি ততোনাত্যধিকং পুনঃ॥

রেতোবিনির্গমে যাদৃশ সুখ জন্মে, বিষ্ঠা ও মূত্র নির্গমেও তাদৃশ সুখ জন্মে, অতএব তাহা হইতে রেতোনির্গমে অধিক সুখ কোনরূপেই লক্ষিত হয় না॥ ঐ ১।২৯৮।

অপি নাম সুখং চেৎ স্যান্নারী ন নরমাব্রজেৎ।
নরোঽপ্যেবং ততোনাত্র সুখং দেহেঽস্তি কস্যচিৎ॥

যদি সুখ দেহ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নারীগণ কখনই পুরুষে উপগতা হইত না, আর পুরুষগণও নারীসকলে উপগত হইত না, অর্থাৎ শরীর সুখের কারণ হইলে স্বীয় দেহরূপ সুখকারণ সত্ত্বে সুখরূপ কার্য্যের সর্ব্বদাই উৎপত্তি হইতে পারিত, অন্য দেহরূপ কারণান্তরের অপেক্ষা থাকিত না, অতএব দেহ যে সুখের কারণ নহে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ঐ ৩০০।

স্ত্রীপুংসয়োর্ন যোগোঽপি সুখকারণমিষ্যতে।
রত্যন্তে স তয়োরেব সন্তাপায় যতোভবেৎ॥

স্ত্রীপুরুষের সংযোগকেও সুখকারণ বলা যায় না, যেহেতু

রতির অবসানে সেই স্ত্রীপুরুষসংযোগই সন্তাপের কারণ হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ৩০১।

ন চ প্রজায়া উৎপত্তৌ সুখং ভবতি কর্হিচিৎ।
কস্মাম্মৎকুণকীটাদ্যুৎপাদান্ন সুখং হি নঃ॥

প্রজার উৎপত্তিও কদাচ সুখের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু মৎকুণ (উকুন) প্রভৃতি কীটরূপ প্রজার উৎপত্তি হইলে আমাদিগের কোন সুখই জন্মে না। যদি সন্তানের দ্বারাই কিছু সুখোৎপত্তি হইত, তবে শরীর হইতে উৎপন্ন কীটাদিদ্বারাও সুখ হইতে পারিত, সন্তান যেমন দেহ হইতে উৎপন্ন, কীটাদিও তেমনি দেহ হইতে উৎপন্ন হয়॥

ঐ ১।৩০২।

ন বা সমানজাতীয়সমুৎপাদাৎ সুখং ভবেৎ।
প্রজাবন্তোহি দৃশ্যন্তে প্রজয়া পীড়িতাঃ স্বয়া॥

সমান জাতীয় প্রজার উৎপত্তিকেও সুখকারণ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রজাবিশিষ্ট মনুষ্যেরাও স্বীয় প্রতিকূলবর্ত্তী সন্তানের দ্বারা পীড়িত এবং অনুকূলবর্ত্তী প্রজার শারীরিক মঙ্গল-চিন্তায় সর্ব্বদা ক্লেশযুক্ত হইয়া থাকে, অতএব সমান জাতীয় প্রজাও সুখকারণ কোন রূপেই হইতে পারে না॥ ঐ ৩০৩।

কা ক্রীড়া কিং সুখং পুংসোর্বিণ্মূত্রপূয়বেশ্মনি।
তেজঃ প্রনষ্টং সম্ভোগে দিবালাপে যশঃক্ষয়ঃ॥
ধনক্ষয়মতিপ্রীতৌ চাত্যাশক্তৌ বপুঃক্ষয়ঃ।
সাহিত্যে পৌরুষং নষ্টং কলহে মাননাশনং॥
সর্ব্বনাশশ্চ বিশ্বাসে ব্রহ্মন্! নারীষু কিং সুখং।
যাবদ্ধনী চ তেজস্বী স্বশ্রীকোযোগ্যতাযুতঃ॥
পুমান্নারী বশীকর্ত্তুং সমর্থস্তাবদেব হি।
রোগিনং নির্দ্ধনং বৃদ্ধং যোষিন্ন প্রেক্ষতে প্রিয়ং॥

বিষ্ঠা, মূত্র ও ক্লেদের আগারস্বরূপা যে নারীজাতি, তাহা কিরূপে পুরুষের ক্রীড়া বা সুখের স্থান হইতে পারে? রমণী সম্ভোগ করিলে তেজঃ বিনষ্ট হয়, তাহাদের সহিত দিবসে আলাপ করিলে যশঃ ক্ষয় হয় এবং অধিক প্রণয় করিলে ধনক্ষয় হয়। নারীতে অধিক আসক্ত হইলে দেহ নষ্ট হয়, তাহাদের সহিত সহবাস করিলে পৌরুষ নষ্ট হয় এবং কলহ করিলে মান নাশ হয়। অধিক আর কি কহিব, রমণীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! নারী হইতে কি সুখ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পুরুষগণ যতকাল ধনী, তেজস্বী, শ্রীমান্ ও যোগ্যতাশালী থাকে, ততকালই নারী-দিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, কিন্তু পুরুষেরা রোগী বা নির্দ্ধন, অথবা বৃদ্ধ হইলে নারীগণ ঘৃণা করিয়া তাহা-দের প্রতি দৃক্পাতও করে না॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৩।৩৪-৩৭।

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

যে কলেবর অস্পৃশ্য অপবিত্র পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ, কৃমি-জালে পরিবেষ্টিত, স্বাভাবিক দুর্গন্ধে বিনিন্দিত এবং বিষ্ঠামূত্রাদি মিশ্রিত, তাহাতে নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞানীরাই আসক্ত হইয়া রমণ করে, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানীগণ তাহাতে সততই বিরত হয়েন॥

যো-উ ৮৩।

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গ-পঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিবশোভনং॥

শকটাদি যন্ত্রবৎ চঞ্চলগতিবিশিষ্ট অঙ্গপঞ্জরধারিণী এবং স্নায়ু, অস্থি ও গ্রন্থিশালিনী মাংসময়ী পুত্তলিকাসদৃশী রমণীগণের শোভাই বা কি? যো-বা-রা ১।২১।১।

ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যতি॥

নারী-শরীর হইতে ত্বক্, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল পৃথক্ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, তাহাতে যদি কিছু রমণীয় বলিয়া দৃশ্য হয়, তবেই তাহাতে মোহিত হওয়া বিধেয়, নতুবা বৃথা মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি?॥ ঐ২।

মধুমত্তাৎ সুরামত্তাৎ কামমত্তোবিচেতনঃ।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃতমানসঃ॥

কামমত্ত পুরুষকে মধুমত্ত ও সুরামত্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও বিচে-তন বলিতে হয়, যেহেতু কামী কামাসক্ত হইয়া আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করে না॥ ব্র-বৈপু-৪।৫৯।১১৫।

শ্লেষ্মণস্তু সমুদ্রেকাদ্যথা মধুরতাং ব্রজেৎ।
নিম্বাদিঃ কামতোদ্রেকান্নারীদেহস্তথা সুখং॥

যেমন কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মাদির অধিকতর উদ্রেক হইলে নিম্বাদি তিক্ত বস্তুও মধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ কামিদিগের কামকৃত বেতের উদ্রেক হইলে, নিম্বাদিতুল্য নারীদেহও সুখজনক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৩৯৪।

মুখং দুর্গন্ধনীরাঢ্যং চন্দ্রবদ্ভাতি কামিনঃ।
অক্ষিণী মলসম্পূর্ণে পদ্মপত্রোপমে যথা॥

কামিগণের কামোদ্রেক বশতঃ হর্যবিরোধিও গ্লানিজনক দুর্গন্ধ জলাদি বিশিষ্ট নারীমুখও সুধাপূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং মলপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় সুনির্ম্মল পদ্মপত্রের ন্যায় দৃশ্য হয়॥

ঐ ৩৯৫।

কটাক্ষা বামনেত্রাণাং নরকগ্রামমার্গণাঃ।
পুষ্পাণীব প্রমত্তস্য কামিনো ভান্তি সর্ব্বদা॥

নরকসমূহের হেতুভূত বিষাক্ত বাণসদৃশ বামলোচনাগণের কটাক্ষও প্রমত্ত কামিদিগের পক্ষে প্রফুল্ল পুষ্প সমূহের ন্যায় দীপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৯৬।

নাসিকা শ্লেষ্মণোমার্গঃ পয়োবদ্ভাতি কামিনঃ।
অধরঃ পায়ুসদৃশোমধুরোভাতি কামিনঃ॥

শ্লেষ্মানির্গমনের পথস্বরূপ যে নাসিকা কামিদিগের সম্বন্ধে দুগ্ধের ন্যায় আভাত হয় এবং পায়ুসদৃশ অধর দেশও কামিগণের সম্বন্ধে মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৯৭।

কেশাস্তমঃসমা অপ্যনেত্রাপ্যায়নকারিণঃ।
মাংসগ্রন্থী স্তনৌ তদ্বদ্ধেমকুম্ভৌ সুপূরিতৌ।
অমৃতেনেব নির্ভাতঃ কামিনোনিজদোষতঃ॥

নারীগণের অন্ধকার সদৃশ শ্যামল কেশজালও কামিগণের তৃপ্তিজনক হয় এবং নারীদিগের প্রচুর মাংসময় স্তনযুগলও

কামিগণের নিজদোষ প্রযুক্ত অমৃতপূর্ণ হেমকুম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হয়॥ ঐ ১৩৯৮।

উদরং মাংসলং চাস্যা নির্ম্মাংসমথবা পুনঃ।
শূকরোদরাকারং বিণ্মূত্রাদ্যালয়ং পরম্।
ভাতি কামগ্রহার্ত্তস্য সদানন্দস্য কারণম্॥

শূকরের উদরতুল্য সামান্য মাংসল, অথবা কুক্কুরের উদর তুল্য সামান্য মাংস বিশিষ্ট এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের আলয় স্বরূপ যে নারীগণের উদর, তাহাও কামার্ত্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা আনন্দের কারণ হয়॥ ঐ ৩৯০।

স্ফিচৌ পায়ুনদীতীরভূতে বিষ্ঠানুলেপিতে।
পীবরে জঘনং রম্যং নির্ভাত ইতি কামিনঃ॥

পায়ুরূপ নদীর তীরস্বরূপ বিষ্ঠানুলিপ্ত যে নারীজঘন, তাহাও কামিদিগের সম্বন্ধে রম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৫০০।

ভগন্দরসমা যোনির্মূত্রগন্ধবিদূষিতা।
কামিনঃ সর্গসদৃশী প্রতিভাতি বিমোহতঃ॥

ভগন্দররোগসদৃশ এবং মূত্রগন্ধাদিদ্বারা বিশেষরূপে দূষিতা যে যোনিদেশ, তাহাও মোহ বশতঃ কামুক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সর্গ সুখের আস্পদ স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥

ঐ ১৪০১।

এবমূর্ব্বাদিকৌ পাদাবস্থিস্থূণৌচ মাংসলৌ।
স্বর্ণবস্ত্রাসমৌ ভাতঃ কামিনৌ নিজদোষতঃ॥

এই প্রকারে কামিদিগের নিজ দোষ বশতঃ প্রচুর মাংসযুক্ত অস্থি স্তম্ভস্বরূপ উরু প্রভৃতি পাদাগ্র পর্য্যন্ত অবয়বও স্বর্ণনির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০২।

পুরুষস্য যথা কামান্নারী ভাত্যমৃতোপমা।
ন্যর্য্যা অপি তথা কামাৎপুমানমৃততাং ব্রজেৎ॥

কামবশতঃ পুরুষগণের সম্বন্ধে নারীগণ যদ্রূপ অমৃততুল্য প্রতিভাত হয়, কামহেতু নারীগণের সম্বন্ধে পুরুষগণও তদ্রূপ অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০৩।

এবং কামাগ্নিজে পিত্তে কামিনঃ কুপিতে সতি।
বেত্তি ধর্ম্মং ন চাধর্ম্মং রাত্রিং বা বাসরং তথা॥
আত্মানং চ পরং চৈব সুহৃন্মিত্রাদিকং তথা।
পশ্যন্নপ্যন্ধবৎ স স্যাৎ শৃণ্বন্ স বধিরোপমঃ॥
জিঘ্রন্নিব ঘ্রাণদোষী রসয়ন্ রসনাং বিনা॥
ত্বগ্দোষীব স্পৃশন্ বক্তি পণ্ডিতোঽপি জড়োযথা॥

উক্ত প্রকারে যেমন পিত্তাদি প্রাদুর্ভূত হইলে বিপরীত জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ উন্মাদাদির হেতু কামাগ্নি প্রকুপিত হইলে কামিগণ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাত্রি, দিবা, আত্মীয়, পর, সুহৃৎ (স্নেহবান্) এবং মিত্র প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারে না; তখন তাহারা নারীগণের অবয়বে দোষ দর্শন করিয়াও দর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বে অন্ধের ন্যায় তাহা অবলোকন করে না এবং দোষ শ্রবণ করিয়াও শ্রবণেন্দ্রিয় সত্ত্বে বধিরের ন্যায় তাহা শ্রবণ করে না, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সত্ত্বে ঘ্রাণরোগির ন্যায় আঘ্রাণ করে না, রসনা ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়াও রসনারহিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করে, স্পর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বেও ত্বগ্দোষীর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে এবং পণ্ডিত হইলেও মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে॥ ঐ ১৪০৪-৪০৬।

সপ্রাণোঽপি মৃতপ্রাণোদরিদ্র ইব ভূতিমান্।
প্রভুশ্চ ভৃত্যবদ্ভাতি কামগ্রহসমাবৃতঃ॥

কামরূপ গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তি বলবান্ হইলেও বলহীনের ন্যায়, ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও দরিদ্রের ন্যায় এবং প্রভু হইলেও ভৃত্যের ন্যায় নারীগণের নিকট লক্ষিত হইয়া থাকে॥

ঐ ৪০৯।

বুদ্ধিমানপি দুর্ব্বুদ্ধিঃ সমনা নির্ম্মনা ইব।
নিরহঙ্কারবদ্ভাতি সাহঙ্কারস্বরূপবান্।
অচিত্ত ইব চিত্তেঽস্মিন স্থিতে কামী প্রজায়তে॥

কামুক ব্যক্তিগণ বুদ্ধিমান্ হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায়, মনো-বিশিষ্ট হইয়াও নির্ম্মনের ন্যায়, অহঙ্কারযুক্ত হইয়াও নিরহঙ্কারের ন্যায়, এবং চিত্তবান্ হইয়াও অচিত্তের ন্যায় হইয়া থাকে॥

ঐ ১৪১০।

স তদা ললনাং নেত্রৈঃ পিবত্যবিরতং সদা।
কর্ণাভ্যামপি তামেব শৃণোত্যেকাগ্রমানসঃ॥

তখন সেই কামার্ত্ত পুরুষ স্ত্রীকে পেয় দুগ্ধাদির ন্যায় চক্ষুর দ্বারা আপনার অন্তরে প্রবেশ করায় এবং সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে কর্ণদ্বারা সেই স্ত্রীকৃত শব্দাদি শ্রবণ করিতে থাকে॥ ঐ ৪১২।

জিঘ্রত্যেতামযং কামী ঘ্রাণেনাকলিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্বাদয়ত্যমুষ্যাঃ স রসং রসনয়া মুহুঃ॥

তৎকালে সেই কামরূপ ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া নাসিকাদ্বারা ঐ স্ত্রীকেই আঘ্রাণের বিষয় করে এবং রসনেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার সরস রসনাদিকেই আস্বাদনের বিষয় করে॥ ঐ ৪১৩।

স্পৃশত্যেনাং সর্ব্বগাত্রৈঃ স্পর্শনেনাদৃতোহি সঃ।
বক্তি চৈতাং সুখকরীং বচনেন স কামভৃৎ॥

তখন সেই কামিব্যক্তি কৃতাদর হইয়া সর্ব্বগাত্রদ্বারা সেই স্ত্রীকেই স্পর্শ করিতে থাকে এবং সর্ব্বদা বাক্যদ্বারা তাহাকেই সুখকরী বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকে॥ ঐ ১৪১৪।

আদত্তে চ তথৈবৈনাং হস্তাভ্যামাদৃতোমুহুঃ।
গচ্ছত্যেনামযং কামী পদ্ভ্যাং দেবগুরূপমাম্॥

অতঃপর সেই কামুক মনুষ্য পরম সমাদরে তাহাকেই হস্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে থাকে এবং তাহাকে দেব বা গুরুতুল্য জ্ঞান করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুগমন করিবার কামনায় পদ বিক্ষেপ করিতে থাকে॥ ঐ ৪১৫।

প্রবর্ত্ততে [illegible] কামী বিসর্জ্জয়িতুমেপামুম্।
পায়ুনা কিন্ত্বশক্যত্বাৎ কৰ্ম্মণোঽস্মান্নিবর্ত্ততে॥

সেই কামার্ত্ত পুরুষ পায়ুদ্বারা ঐ স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যুক্ত হয়, কিন্তু পরিশেষে অশক্যতা প্রযুক্তই তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়॥ ঐ ৪১৬।

মনসাপি স্মরত্যেষ ললনাং নিজদৈববৎ।
ধিয়াপি প্রমিণোত্যেনামাত্মানমিব যোগভৃৎ॥

সেই কামুক ব্যক্তি মনদ্বারা সেই স্ত্রীকেই নিজ ইষ্টদেবের ন্যায় স্মরণ করিয়া থাকে এবং যেমন যোগীগণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি

দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেত্ততোহস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥

স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আভাসমাত্র বোধ করিয়া জীব যত দিন স্বতন্ত্র না হয়, তত দিন তাহার "আমি পুরুষ" ও "ইনি স্ত্রী" এইরূপ ভেদজ্ঞান বিরত হয় না। ভেদ জ্ঞান বিরত না হওয়াতে "আমি ভোগী ও ইনি আমার ভোগ্যা" এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥ ভা-পু ৭।১২।৮।

ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ।
অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা দেহী স জীবিনঃ ॥

বস্তুতঃ স্ত্রী কেহ নহে, পুরুষও কেহ নহে এবং নপুংসকও কেহ নাই; কেবল একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই প্রতিভাস রূপে দেহ ধারণ করিয়া সকল বিষয় দর্শন করেন ॥ শি-গী ৬।১৪।

আত্মা যদেকসর্ব্বেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃ কান্তঃ সর্ব্ব এব সহোদরাঃ ॥

যখন একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই সর্ব্বদেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন কে কাহার স্ত্রী এবং কেই বা কাহার পতি হইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই সহোদর স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে ॥ ঐ ১৮।

কা কস্য পত্নী কঃ কোবা কস্য বা ভুবনত্রয়ে।
মূর্খাংশ্চ বন্ধনং কর্ত্তুং করোতি মায়য়া হরেঃ ॥

ত্রিভুবনে কেহ কাহারও পত্নী বা কেহ কাহারও পতি নহে। কেবল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীহরির মায়াতে মুগ্ধ হইয়া ঐ অনিত্য বিষয়ে আসক্তি নিবন্ধন পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হয় ॥ ব-বৈ-পু ৪ ২৪।৮০।

কাদিশ্ ভ্রান্তহ্যাচেতো ধনগৃধ্রান্ধমাকুলম।
পুমান্ মোহমাপ্নোতি যূথভ্রষ্টমৃগো যথা ॥

আবার যেমন যূথভ্রষ্ট মৃগ দিগ্‌ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া কোন দিকে ধাবমান হইবে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না, তাহার ন্যায় পুরুষগণ স্ত্রীর ভরণপোষণার্থ ধনলোভে অন্ধপ্রায় হইয়া কোন দিকে গমন করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহামোহ প্রাপ্ত হয় ॥ দে-ভা ১।২১।৩৩।

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥

মানব সৎপথে থাকিয়াও শিশ্ন ও উদর প্রয়াস-সহকারে অসাধু ব্যক্তিদিগের সহিত ক্রীড়া করে, তাহা হইতে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ভা-পু ৩।৩১।৩২।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥

অশান্ত, মূঢ় ও দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণের এবং শোচনীয় ক্রীড়ামৃগ স্ত্রীগণের সাহচর্য্যে সত্য, চিত্তশুদ্ধি, দয়া, মনিবৃত্ত বুদ্ধি, লজ্জা, লক্ষ্মী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে ॥ ভা-পু ৩।৩১।৩৩-৩৪।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সাহচর্য্যে পুরুষের যেরূপ মোহ এবং বন্ধ উপস্থিত হয়, অন্য কাহারও সংসর্গে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ভা-পু ৩৫।

যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং
স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্র তাপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ ॥

স্বার্থসাধনে উন্মত্ত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যতদিন ইন্দ্রিয়চেষ্টাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে না পারেন, ততদিন আপনার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত এবং মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীসঙ্গজন্য সুখে পরিপূরিত গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাপিত হন ॥ ঐ ৫।৫।৭।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি ॥

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনই তাহাদিগের উভয়ের হৃদয়গ্রন্থি স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই মিলন হইতেই গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় ব্যক্তিগণের প্রতি মনুষ্যের "আমি" ও "আমার" এইরূপ অভিমান জন্মে ॥ ঐ ৮

যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য
কর্ম্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত।
তদা জনঃ সম্পরিবর্ত্ততেঽস্মা-
দ্মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥

যখন জ্ঞান প্রভাবে কর্ম্মজনিত সুদৃঢ় মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হইয়া আইসে, পুরুষ তখনই স্ত্রীর সাহচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদে আরোহণ করে ॥ ঐ ৫।৫।৯

এই পর্য্যন্ত পাঠকগণ তত্ত্বোপদেশ পাঠ করিলেন, কিন্তু তত্ত্বোপদেশসম্বন্ধে আমাদের দুই একটী বক্তব্য বিষয় আছে।

তত্ত্বোপদেশ তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক, যোগী, ঋষিগণের আদরের সামগ্রী। যাঁহাদের সংসার বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, যাঁহারা সতত সতীই অবলাকে বিষলতা জ্ঞানে অস্পৃশ্য মনে করেন, সেই অন্তশ্চিচারণশীল সাধু মহাত্মাদিগেরই তত্ত্বোপদেশ পঠনীয়, তাঁহাদেরই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে অধিকার, আমাদের নহে, আমরা সর্ব্বদাই বিষয় লোলুপ, সাংসারিক সুখের আশায় লালায়িত, আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি অসংযতা, নিয়তই বহির্বিষয়ের সহিত মিলনের জন্য উৎসুক, আমরা চাই বিষম ভালবাসী সংসার। সংসারের কিছুমাত্র অনিত্যতা, কিছুমাত্র অসারতা আমাদের কখনই উপলব্ধি হয় নাই, আমরা কেমন করিয়া দু চারটা বচন পড়িয়াই তত্ত্বোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কত তপস্যা, নানা প্রকার যোগপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কত যত্নে, কত চেষ্টায়, কত শত দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসীগণ যাহার কুহক পরিত্যাগ করিতে

পারেন না, আমরা সংসারের কীট ; নরকের প্রাণী হইয়া কেমন করিয়া সেই রমণীর রমণীয় কটাক্ষ পরিহার করিব? ইহা কি কখনও হইতে পারে? কদাচ নহে। পাঠকগণ অবশ্যই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি তত্ত্বোপদেশের অধিকারী আমরা নই, তবে আমাদিগকে উহার আলোচনা করার প্রয়োজন কি? তত্ত্বোপদেশের তত্ত্ব লওয়ার আবশ্যক কি? আমরা বলি, অবশ্যই কিছু আছে।

আমরা নিশ্চয়ই জানি, তত্ত্বোপদেশের তত্ত্বাধিকারী আমরা নই, কিন্তু তত্ত্বোপদেশের যে প্রকৃত অধিকারী আমরা নই, এইটুকু জানাই আমাদের প্রয়োজন। ভারত আজ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী, ভারতে শাস্ত্রের আদর নাই, গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মনীতিতে শ্রদ্ধা নাই। সকলেই স্বস্ব প্রধান, যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহারই অনুশীলন করেন। ভারত আজ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ, অথচ প্রকৃত হস্তিপকের অভাব, অথবা হস্তিপক থাকিয়াও পদদলিত, সুতরাং হস্তীকে শাসন করে কে? ভারত যদি স্বাধীন না হইত, গুরুবাক্যে বিশ্বাসবান হইত, তবে আজ দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে প্রবেলিস্ন যুবকপর্য্যন্ত প্রত্যেককেই আমরা সাধু সন্ন্যাসীর সাজে ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিতে পাইতাম না। আজ কাল মুনি ঋষির অভাব নাই, সাধু সন্ন্যাসীর অভাব নাই, ঘরে ঘরে, সাধু সন্ন্যাসীর ছড়াছড়ি, ঘাটে, হাটে, মাঠে যেখানে যাইবে, সেইখানেই সাধুর মেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় নব্য সাধুর লক্ষণই রঞ্জিত বস্ত্র, চিমটা, রুক্ষ কেশ এবং দুই একটী মুখস্থ করা [illegible]। জিজ্ঞাসা করিলেই শুনিতে পাওয়া যায়, "আমি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছি," "ইহাই আমার বিবেকে বলিয়া দেয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা কেন সম্বন্ধঃ, যদি একটু ধরিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, অমনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন বলা হয় "আপনারা বড়ই [illegible], [illegible] সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই" ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের এমনই দুর্দ্দশার দিন আসিয়াছে যে, [illegible] সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী [illegible] লুক্কায়িত হইয়াছেন। [illegible] চারীর সংস্পর্শ করিতে পারেন না, তাই [illegible] প্রায় সাধু শূন্য হইয়াছে। [illegible] সাধুর অভাব [illegible] অকল্যাণ, ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। সাধুই দেশের [illegible], সাধুই দেশের আদর্শ, তাহার অভাবেই দেশের অধঃ[illegible]। ভারত আজ মনে করে, সমস্তই বাহিরের বস্তু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলই মুখের কথা। যাহা কিছু সমস্তই সাজ সজ্জায় এবং মুখের কথায় পর্য্যবসিত, কোন ব্যাপারই অন্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। শিক্ষা বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, সকলই [illegible] হইয়া যায়। পূর্ব্বেকার শিক্ষা জীবনের অনুগামিনী ছিল আর এখন কার শিক্ষা পাশের অনুগামিনী। কারণ এখন যাহা কিছু শিক্ষা হয়, উহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, মনকে আলোড়িত করিতে সক্ষম নহে, মনের দৃঢ়তর সংস্কাররূপে পরিণত হইতে পারে না, তাই এক কর্ণে প্রবেশ করে, অন্য কর্ণ বিবর হইতে বাহির হইয়া যায়, এইরূপ ধর্ম্মও একটা মুখের কথার জিনিষ, মুখে যে যত বলিতে পারিবে, সে তত ধার্ম্মিক, তাই কেহ লিখিয়া রাখিলেন "সত্য কথা বলিব, সকালে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনা করিব, সদা সত্য পথে থাকিব" ইত্যাদি। এই পর্য্যন্তই কার্য্য শেষ হইয়া গেল, হয়ত সকাল হইতে আমি ২৪ ঘণ্টা মিথ্যা কথা বলিতে পারি, এ জন্মেও উপাসনা না করিতে পারি, সর্ব্বদা অসৎ পথে থাকিতে পারি, তাহাতে কিছু বাধা নাই। কাগজে খুব বড় অক্ষরে লেখা থাকিলেই আমি বড় ধার্ম্মিক হইয়া গেলাম। শুনিবে বাজারে আমার মত ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। এই প্রকার সমস্ত বিষয়ই এখন এক কথার উপরে নির্ভর করিয়া আছে, মনে যাহাই থাক, বাহিরে যাহাই করি, মুখের কথায় লোককে ভুলাইতে পারিলেই আমি পরম ধার্ম্মিক। তাই আজ সাধু সন্ন্যাসী ও মুখের কথার উপরে চলিতেছে, বাহিরের সাজ সজ্জায় দাঁড়াইয়াছে। অন্তরে যতই আবিলতা থাকুক না কেন, বাহিরটী পরিষ্কার থাকিলেই তিনি পরম সাধু, পরম যোগী হইলেন। তাই পাঠকগণকে একবার অনুরোধ করি, আপনারা তত্ত্বোপদেশ পাঠ করুন, সাধুর চরিত্র বুঝুন, সাধুরা কোন চক্ষুতে স্ত্রীকে দেখেন, তাহা শিক্ষা করুন, প্রকৃত সাধুকে জানিয়া লউন, কি প্রকার বিবেক জ্ঞানের দ্বারা স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা বুঝুন এবং আমরা সংসার ত্যাগের, পুত্র কলত্রাদি ত্যাগের অধিকারী নই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া রাখুন। স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার, মুখে বলিলে হইবে না, বক্তৃতায় হইবে না, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বোপদেশের প্রণালী অনুসারে বিবেক জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে, [illegible] সেবা করিতে হইবে, সে জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারে থাকিতে হইবে। আশ্রমোচিত ও বর্ণোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্যরূপ আশা করিলে কিছুই ফল হইবে না। অতএব সকলেই আপন অধিকারের মাত্রা অনুসারে সাধু, সন্ন্যাসী হউন, বেশী আড়ম্বর পরিহার করুন। মিথ্যা করিয়া লোক ভুলাইয়া না ঐহিকফল না পারত্রিক ফল কিছুই না, "ইতোনষ্টস্ততোনষ্টঃ"।

ব্রাহ্মণমূলক-সমাজ।

এই [illegible] অনন্ত [illegible] আকর হইলেও শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্তের পরিপোষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই [illegible]কে দেব, মনুজ, মনুষ্য, অণ্ডজ, স্বেদজ ইত্যাদিরূপে অনেক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) বেদব্যাস স্থাবর এবং জঙ্গম এই দ্বিবিধ [illegible] জঙ্গম পদার্থ আবার অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ এই [illegible] বিভক্ত করিয়া জরায়ুজ প্রাণীকে পুনর্ব্বার গ্রাম্য ও আরণ্য এই দ্বিবিধ [illegible] করিয়াছেন, তন্মধ্যে গো, অজা, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সপ্ত গ্রাম্যপশু, এবং সিংহ,

(১) অবি[illegible]
[illegible]

পঞ্চদশী।

ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সপ্ত আরণ্য পশু। গ্রাম্য পশুর মধ্যে মনুষ্য ও বন্য পশুর মধ্যে সিংহই শ্রেষ্ঠ (৩)। গীতায় আবার মনুষ্যকেও নানা প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন. নির্ভয় চিত্তশুদ্ধি প্রসন্নতা তত্ত্বজ্ঞানব্যবস্থা, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, যজ্ঞ, সারল্য, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, শান্তি, অপৈশুন্য, দয়া, অলোভ, কোমলতা, লোকলজ্জা, চপলতাশূন্যতা, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পবিত্রতা, জিঘাংসারাহিত্য, অভিমান ইত্যাদি মোক্ষের হেতু দৈবী সম্পৎ এবং বন্ধনের কারণ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান ইত্যাদি আসুরী সম্পৎ। এই দুই প্রকার গুণভেদে মনুষ্যকেও দৈব এবং আসুর এই দ্বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (৪) এবং স্বভাব ভেদে পুনর্ব্বার ত্রিবিধ লোক বর্ণিত হইয়াছে, (৫) যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ জনক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা ক্রিয়া, আহার, কর্ত্তা ও জ্ঞান ত্রিবিধ পরিস্ফুট হইয়াছে, যেমন সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণদ্বারা ক্রমশঃ দেব, মানব ও পশু সৃষ্ট হইয়াছে, সেই প্রকার সাত্ত্বিকাদি গুণের তারতম্যে প্রত্যেক দেব, মনুষ্য ও পশুর ত্রিবিধরূপে বিভক্ত হইতে পারে, যথা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানে দেবপ্রকৃতি দেব-বিষ্ণু প্রভৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি দেব কুবের প্রভৃতি, এবং পশুপ্রকৃতি দেব পিশাচাদি, এবং দেবপ্রকৃতি মনুষ্য মুনি, পণ্ডিত প্রভৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতিমনুষ্য রাজা প্রভৃতি ও পশু প্রকৃতিমনুষ্য মূর্খ বাচিকাদি, এবং দেবপ্রকৃতি পশু হনুমান প্রভৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি পশু শিক্ষিত হস্তী, বানর প্রভৃতি এবং পশুপ্রকৃতি পশু সাধারণ পশ্বাদি, এই প্রকার বিভাগ করিতেও যুক্তি কুণ্ঠিত হইতে পারে না।

উক্ত ত্রিবিধ দেবপ্রকৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি মনুষ্যই উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপে নির্ণীত। যে সমাজ উৎকৃষ্ট মনুষ্যগঠিত, তাহাই উৎকৃষ্ট সমাজ, এবং যাহা অপকৃষ্ট-লোকদ্বারা কলুষিত, তাহাই অধম সমাজ, অতএব লোকগত উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতাই সমাজের উন্নতি ও অবনতির কারণ। পুরুষের আকৃতিগত স্থূলোদরত্ব প্রভৃতি পদমর্দ্দিত স্থূল প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় উৎকর্ষতার সাধক নহে, এবং কৃশতাদিও স্পর্শাসহ ক্ষীণদীপশিখার ন্যায় অপকর্ষতার কারণ নহে, পরন্তু জ্ঞানের উৎকর্ষতাই উৎকৃষ্টতা ও অপকর্ষতাই অপকৃষ্টতার পরিচায়ক। যেমন সাধারণ পশু হইতে আপেক্ষিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রযুক্ত মনুষ্য উৎকৃষ্ট, আবার মনুষ্য হইতে ও মদ্যপায়ী ক্লেদপ্রণালীতে অবলুণ্ঠিত পুরুষ হইতে প্রকৃতিস্থ নির্ম্মদ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে ও সাধারণ মনুষ্য হইতে জ্ঞানের আধিক্য প্রযুক্ত পণ্ডিত ও শিল্পী উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের উচ্চতানিবন্ধন ঋষি ও যোগীগণ উৎকৃষ্ট, এইরূপ মুনিগণ হইতে দেবতা এবং তদপেক্ষায় জ্ঞানের বিশুদ্ধতামূলক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় সমষ্টি অখণ্ড নিত্যজ্ঞান রূপ ঈশ্বরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বিষয় বিশেষে প্রাণিবিশেষের কিয়ৎ পরিমিত জ্ঞানের উৎকর্ষতা হেতুক তাহারাই মনুষ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। অন্যথা গুটীকীটের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল ও বাবুই পক্ষীর নীড় বিরচন কৌশল, বানরাদির শাখাপ্লবনরূপ অসাধারণ জ্ঞান মনুষ্যতে লক্ষিত হয় না বলিয়া মনুষ্য হইতে পশুই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পরন্তু শিল্পীগণের অনির্ব্বচনীয় শিল্প মহিমা ও শিক্ষাবলে সার্কাসকারিদিগের ধাবিত অশ্ব হইতে অধঃপতন ও উৎপতন দর্শনে অনুমান করা যায় যে, শিল্প নৈপুণ্যে মনুষ্য ও বানর সদৃশ শাখা প্লবনে অপারগ নহে, কিন্তু উহা পশু প্রভৃতির স্বাভাবিক ও মনুষ্যের অস্বাভাবিক বলিয়া সার্ব্বভৌম প্রচলিত নহে। বস্তুতঃ জ্ঞানবিশেষদ্বারা মনুষ্যই প্রাণিসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সহৃদয় মাত্রেরই অনুমেয়। আবার মনুষ্যের মধ্যে শ্রদ্ধা, দয়া, পবিত্রতা, বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃতব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি পবিত্র গুণসমূহ ভূষিত মনুপ্রভৃতি মহাত্মাগণই হিন্দুসমাজের গঠনপূর্ব্বক জীবন প্রদান করিয়া যান। অসীম চিন্তানুশীলনে প্রথমতঃ ব্যবহারের মুখরূপ ভাষার সংস্কারক ব্যাকরণাদি শব্দ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মহার্ঘ রত্নমঞ্জুষা বেদাদি শাস্ত্রীয় কপাটের অর্গল অপসারিত করিয়া দেন। প্রথমতঃ যিনি নিজ নিজ চিত্ত ক্ষেত্র হইতে সেই ব্যাকরণের প্রক্রিয়া সকল উত্তোলিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার চিন্তাশক্তির অদ্বিতীয় মহিমা স্মরণ করিতে কার না চিন্তা শক্তি শিথিল হয়? তৎপর সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রচিত হিন্দুসমাজের জীবন বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ মাধুর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অতি প্রাচীন হইলেও তাহার ভাষা-মাধুর্য্য রসাস্বাদন করিয়া অনার্য্য মানবের কথা কি বলিব? পশু পক্ষীও মুগ্ধ হইয়াছে। যে প্রতিভার দ্বারা তাদৃশ ভাষা ও তাদৃশ শাস্ত্র নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূল কারণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ ব্রাহ্মণদ্বারা পবিপূত হৃদয় না হইলে মহোর্ব্বর ক্ষেত্রের অভীষ্ট শস্যের ন্যায়

---

(২) ত্রিবিধানীহ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
এতেষাং বিবিধা যোনিরণ্ডস্বেদজরায়ুজাঃ॥

(৩) গোরজাবিমনুষ্যাশ্চ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতে গ্রাম্যাঃ সমাখ্যাতাঃ পশবঃ সপ্ত সাধুভিঃ॥
অরণ্যবাসিনঃ সপ্ত সপ্তৈষাং গ্রামবাসিনঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মহিষা বানরাস্তথা॥
ঋক্ষাশ্চ বানরাশ্চৈব সপ্তারণ্যাঃ স্মৃতা নৃপ।।
গ্রাম্যাণাং পুরুষা শ্রেষ্ঠাঃ সিংহাশ্চারণ্যবাসিনাং॥
(ইতি ভীষ্ম পর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়ঃ)

(৪) অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।॥
দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্॥
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ॥
(১৬শ অধ্যায়)

(৫) রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ—
মহাত্মনস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ॥

তাদৃশ হিতকর বস্তু উৎপন্ন হইত না, লোকহিতৈষী আর্য্য-ঋষিগণ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রথমতঃ গুণ কর্ম্মাদিদ্বারা মানবগণকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি পৃথক্ করেন (১)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যেরূপ বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে, তেমনি জ্ঞানের উচ্চতা অনুসারেও বর্ণ বিভাগ করিতে পারা যায়। যদি সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা বর্ণ বিভাগ না করিয়া জ্ঞানের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকার পর পর উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপে চার শ্রেণিতে মানবমণ্ডলীকে বিভক্ত করা আবশ্যক। সুতরাং সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে কাহারও কিছুমাত্র অমর্ষের কারণ নাই, বরং তাদৃশ গভীর জ্ঞান মহিমা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলকারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া একান্ত উচিত। এই প্রকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষায় ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়কে ক্রমশঃ জ্ঞানাদির ন্যূনতানুসারে নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ফলপক্ষে আজকাল ব্রাহ্মণের যতদূর অবনতি হইয়াছে, এ দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষ স্থানীয় বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই, ইহা সত্য কথা, কিন্তু যে সময়ে ব্রাহ্মণমূলক-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণই সমস্ত লোকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এক দিন জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারিক শাস্ত্র, বাণিজ্যশাস্ত্র, অধিক কি, জগতে যাহার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণের শির হইতে বাহির হইয়াছিল। এমন একটী কথা পাইবে না, যাহা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ জাতির মুখ হইতে বাহির না হইয়া অগ্রে তাহার আবিষ্কার করিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া অনেকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মোটের উপর প্রথম উদ্ভাবনের কর্ত্তা এক মাত্র ব্রাহ্মণ। যে ধনুর্ব্বেদের দ্বারা এই অসীম জগন্মণ্ডল পরিরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রণেতা একমাত্র ব্রাহ্মণ, যে আয়ুর্ব্বেদ জগতের প্রাণস্বরূপ, তাহারও নির্ম্মাতা ব্রাহ্মণ। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থনিচয় ঋষিগণেরই প্রণীত। তৎপর অনেকেই তাহার দৃষ্টান্ত অবলম্বনে অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-জ্ঞান প্রকাশের প্রথম কারণ ব্রাহ্মণ। তৎপর সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যে দর্শন শাস্ত্র, অজ্ঞানান্ধ মানবগণকে চক্ষুষ্মান্ করিয়াছে, নাস্তিকগণের ভয়ানক উৎপীড়ন হইতে মানবকে রক্ষা করিয়াছে, যাহা জগতের উজ্জ্বল রত্ন, যাহা অনন্ত জ্ঞানের খনি, সেই দর্শন শাস্ত্রও ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়াছে। সাঙ্খ্য দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল, পাতঞ্জলের প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি, ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গোতম, বৈশেষিক দর্শনের প্রণয়নকর্ত্তা কণাদ, বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস। ইহার প্রত্যেক গ্রন্থেই এত জ্ঞান-রত্ন নিহিত রহিয়াছে যে, ইহার মূল্য, ইহার পুরস্কার জাগতিক লোকে দিতে অক্ষম, তাই পূর্ব্বকালের কৃতজ্ঞ মনুষ্যগণ সেই ঋষিবৃন্দের চরণে মস্তক হেট্ করিয়া থাকিত, তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিত। তৎপর যে পুরাণ শাস্ত্র জগৎকে অশেষ প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারিক তত্ত্ব, পুরাবৃত্ত ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞান যে পুরাণ হইতে মানবগণ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারও একমাত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ। তৎপর কৃষিশাস্ত্রও পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়া জগতের পরমোপকার করিয়াছেন; বেদ যদিও ঋষিগণ প্রণয়ন করেন নাই সত্য, তথাপি তাহার বিস্তার কর্ত্তা, প্রকাশকর্ত্তা একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ নহে। এই প্রকার জ্ঞানময়, তপোময়মূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় না হইবেন, তবে কে হইবে? জ্ঞানের দ্বারাই সমাজে উচ্চতা, জ্ঞানের দ্বারাই আদরণীয়তা, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য, একমাত্র গুণকেই লোকে পূজা করিয়া থাকে (২)। আজও ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তপোনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ একজন চাণ্ডালও উপস্থিত হন, তবে ব্রাহ্মণাদি সকলেই অবনত শিরে তাঁহার মর্য্যাদা করিয়া থাকেন (৩)। এই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই ভূরি ভূরি ঋষিগণ সূতের নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করার জন্য সূতের নিকট সমবেত হইতেন। সূতের নিকট ধর্ম্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিতেন। ঋষিগণ স্পর্দ্ধা বিহীন ছিলেন, তাঁহারা একমাত্র জ্ঞানেরই আদর, জ্ঞানেরই গরিমা জানিতেন, সুতরাং যেখানে জ্ঞান আছে, যেখানে পরম জ্যোতি আছে, যেখানে সত্যনিষ্ঠা আছে, তাঁহাকেই অবনত মস্তকে পূজা করিতেন এবং সমাজও তাদৃশ অসীম গুণ মহিমা দর্শন করিয়া একমাত্র ব্রাহ্মণগণকে সমাজের শীর্ষস্থানে সংস্থাপন করিয়া, কেহ তাঁহাকে রক্ষা, কেহ তাঁহার জীবন ধারণের উপায়, কেহ তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া সমাজের কল্যাণ সংসাধন করিতেন, তাই এক দিন ব্রাহ্মণমূলক সমাজ হইয়াছিল। আজ আমরা স্বেচ্ছাচারী, জ্ঞানের মহিমা জানি না, তাই স্পর্দ্ধা-প্রেরিত হইয়া আর্য্যগণের পরম উদ্দেশ্যকে অবহেলা করিয়া সকলেই বড় হইতে চেষ্টা করি। বস্তুতঃ ইহা আমাদের অতীব ভ্রান্তি, সন্দেহ নাই; কারণ বড়, ছোট ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সংসার যত দিন আছে, সমাজ যত দিন আছে, তত দিন বড়, ছোট বিভাগ অবশ্যই থাকিবে। মনুষ্য মধ্যে কেন, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে উচ্চ নীচ বিভাগ আছে। ঐ যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীকে দেখিতেছ, উহাদের মধ্যেও ছোট বড় বিভাগ আছে, উহাদেরও সমাজ আছে, সমাজের অধিনায়ক আছে। অতএব সকল কালেই প্রত্যেক সমাজের এক শ্রেণী অধিনায়ক থাকা আবশ্যক, নতুবা সমাজ থাকে না। সকলেই যদি স্ব স্ব প্রধান হয়, তবে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ঘটিয়াছে। এই সমস্ত অশেষ প্রকার চিন্তা করিয়াই

(১) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
(গীতা)

(২) গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।

(৩) চাণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো জ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ।
জ্ঞানভক্তিবিহীনোঽপি দ্বিজোহি শ্বপচাধমঃ॥

আর্য্য ঋষিগণ সমাজ বন্ধন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালের লোক গুণের গরিমা জানিত, তাই গুণের পুরস্কার স্বরূপে ব্রাহ্মণকেই সমাজের অধীশ্বর করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকেই সমাজের মূলে সংস্থাপিত করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছিল এবং সকলে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণগণকেই পূজা করিত। তাঁহারা নিশ্চিন্তান্তঃকরণে নানা প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া জগৎকে উপকৃত করিতেন। তদ্ব্যতীত জোর করিয়া কখনই কেহ সমাজের অধীশ্বর হইতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বর্ব্বরগণকে ঠকাইয়া সমাজের আধিপত্য গ্রহণ করেন নাই। সমাজ ব্রাহ্মণের গুণে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে সমাজের অগ্রস্থানে অধিরোহণ করাইয়াছিলেন।

আর একটী কথা এই,—সকলেই বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণকে দৃষ্টান্ত স্থানীয় করিয়া ব্রাহ্মণের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন. কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাঁহাদের নিতান্তই ভুল, সন্দেহ নাই। কারণ ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণের সহিত তুলনা করিয়া আর্য্য ঋষিগণের বা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের সমালোচনা করিলে তাঁহাদের নিতান্তই তিরস্কার করা হয়। খদ্যোতের দৃষ্টান্তে যিনি চন্দ্রের মহিমা বুঝিতে চান, কূপের দৃষ্টান্তে যিনি সাগরের গভীরতা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেমন নিতান্তই হাস্যাস্পদ হয়েন, তদ্রূপ আমাদের দৃষ্টান্তে যাঁহারা প্রাচীন, সাক্ষাৎ জাজ্বল্যমান লক্ষ্মশতস সম্পন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণের গরিমা বুঝিতে উদ্যুক্ত হন, তাঁহারাও নিতান্তই উপহাসের পাত্র সন্দেহ নাই। আর্য্য ঋষিবৃন্দের জ্ঞান চর্চ্চা, তাঁহাদের তপশ্চর্য্যাতে এক দিন সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত, স্তম্ভিত ও পরাভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকার দর্শনে জগৎ বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ভাই! বল দেখি, এ অবনীমণ্ডলে কে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া, আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, ঝড়, বৃষ্টি, শীত, তাপ অনায়াসে, অক্লেশে মস্তকে ধরিয়া জগতের হিতকর কার্য্যে সময় অতিপাত করিয়াছে? সমস্ত জগৎ এক তানে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে আর্য্য ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, আর কেহ নয়। তাঁহারা যদি ধর্ম্মের সংস্কার, শাস্ত্রের সংস্কার, জ্ঞানের উৎকর্ষ না করিতেন, বল দেখি, তা হইলে জগতের কিরূপ পরিণাম হইত! জগৎ অন্ধ হইত, পৃথিবী মহাশ্মশান হইত। জ্ঞান ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব, জগতের প্রাণ থাকিতে পারে না। অতএব বলি, ভাই! আর্য্য ঋষিগণকে কেহ স্বার্থপর বলিও না, যদি স্বার্থপর বলিতে চাও, তবে আমাদিগকে বল। যদি এ সংসারে নিঃস্বার্থতা শিখিতে চাও, তবে আর্য্য ঋষিদের নিকটে যাও, তাঁহাদের শ্রীপদানুসরণ কর, তবেই নিস্বার্থভাব শিখিতে পারিবে। ভাই! যে আর্য্য ব্রাহ্মণগণকে স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার কর, যে মনুর নাম শুনিলে তোমাদের সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, সেই মনু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জীবিকা কি বলিয়াছেন, তাহা কখনও পড়িয়াছ কি? বোধ হয় পড় নাই। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, এই পাপ জীবনকে বৃথা বলিয়া মনে করিবে, ঋষিদের চরণে শরণ লইয়া কৃতার্থ হইতে চেষ্টা করিবে। শোন একবার ব্রাহ্মণের জীবিকার বার্ত্তা।—

মনু (২) ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত এবং শ্ব[বৃত্তি] এই পাঁচ প্রকার জীবিকার কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্ব[বৃত্তি] নিষেধ করিয়া অপর পাঁচ প্রকারে জীবন নির্ব্বাহের উপ[দেশ] দিয়াছেন। তন্মধ্যে ঋতই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তদপেক্ষায় ক্রমে এক[টী] হইতে অপরটী নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কৃষকগণ নিজ নিজ ক্ষে[ত্র] হইতে শস্যাদি লইয়া গেলে ক্ষেত্রে যে একটী একটী ধান্য[াদি] গাছ থাকে, তাহাকে কুড়াইয়া লওয়ার নাম উঞ্ছ, এবং ধান্যে[র] ছরাশুদ্ধ কতকগুলি ধান্যাদি কুড়াইয়া লওয়ার নাম শীল। কো[ন] অবারিত স্থান, পন্থা, এবং ক্ষেত্র হইতে এই প্রকার উঞ্ছ ও শী[ল] কুড়াইয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, তাহার নাম ঋতবৃ[ত্তি] এবং এইটাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জীবিকা। এই বৃত্তি সত্যময়[,] ইহাতে কোন প্রকার বঞ্চনা, যাচনা, শঠতা প্রভৃতির লেশমা[ত্র] নাই, এই জন্য ইহার নাম ঋত। কোন ব্যক্তির নিক[ট] কোন প্রকারে কিছু প্রার্থনা না করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি কে[হ] কিছু দেন, তদ্দ্বারা যে জীবন ধারণ, তাহার নাম অমৃতবৃত্তি[,] অযাচিত ভাবে প্রাপ্তি অমৃতস্বরূপ, এই জন্য ইহার না[ম] অমৃত। প্রার্থনাপূর্ব্বক ভিক্ষা লব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবন যাপ[ন] করার নাম মৃতবৃত্তি। ইহা মরণের ন্যায় পীড়া জনক ব[লিয়া] ইহাকে মৃতবৃত্তি বলিয়াছেন। তৎপর কৃষি কার্য্যের দ্বা[রা] জীবন ধারণের নাম প্রমৃতবৃত্তি। ইহাতে ভূমিকর্ষণের কা[লে] নানাপ্রকার প্রাণীর বিনাশ হয় এবং গবাদি পশুর অতি[শয়] ক্লেশ দায়ক বলিয়া ইহাকে মরণ অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টজনক মনে করিয়া প্রমৃত বলিয়াছেন, এবং বাণিজ্যের দ্বারা জীবি[কা] নির্ব্বাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি, সত্য মিথ্যা উভয় সম্মিশ্রি[ত] বলিয়া, ইহাকে সত্যানৃতবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং চাকরি করিয়া জীবন যাপনের নাম শ্ববৃত্তি, ইহাতে সর্ব্বদাই দীনভাবে থাকিতে হয়, প্রভুর তর্জ্জন, গর্জ্জন সহ[্য] করিতে হয় এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে নানা প্রকা[র] নীচ কার্য্যও করিতে হয়, সুতরাং কুক্কুরের ন্যায় কাল যাপ[ন] করিতে হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে কুক্কুর বৃত্তি বলিয়াছেন এ[বং] পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তির অভাবে পর পর বৃত্তির দ্বারায় জীবন নির্ব্বা[হ]েের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু শ্ববৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে, একে[বারে]ই নিষেধ করিয়াছেন। এখন একবার ভাবিয়া দেখ যদি ব্রাহ্মণই স্বার্থপর হইতেন, তবে সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষত চাকরি বৃত্তিকে শ্ববৃত্তি বলিয়া উঞ্ছ কুড়ানের ব্যবস্থার কি দরকার ছিল? অতএব বুঝিয়া লও, ব্রাহ্মণ স্বার্থপ[র] নহেন, তাঁহারা বিলডিং বালাখানা চাহিতেন না, সুখের অভি[লা]ষ করিতেন না, তাঁহাদের ধনের পিপাসা ছিল না, তাঁহারা চাহিতেন ধর্ম্ম, তাঁহারা চাহিতেন জ্ঞান, তাই ব্রাহ্মণগণ সম[াজের]

(২) ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশীলং জ্ঞেয়ং অমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীবাতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
(মনু, ৪অ, ৪,৫,৬।)

জের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণমূলক সমাজ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণকেই সমাজের অগ্রণী করিয়া সকলে তদনুবর্ত্তী হইতেন। এখন আর সে ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সমাজ দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। এ সংসারে অধিনায়ক ব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, এই জন্য প্রত্যেক দেশেই সমাজের নায়ক আছে, সকলেই নায়কের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাই সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে না। আর আমরা মনে করি, নায়কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই হয়, আমরা সকলেই নায়ক, কাহার আর অধীনতা স্বীকার করিব? কিন্তু সকলকারই একবার চক্ষু প্রসারণ করিয়া দেখা উচিত যে, কোন একস্থানে সমাজ ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ভাব থাকিতে পারে না, তাহাতে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। অতএব সকলে একত্রিত হইয়া প্রথমতঃ সমাজের মূল ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা করুন, মূল সুদৃঢ় হইলে সমাজ-বৃক্ষ অবশ্যই সুফল প্রদান করিবে।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

গায়ত্রী।

ধর্ম্মের দুর্দ্দিনে, ঘোর কলি কালে প্রায় প্রতি কার্য্যেই অন্তরায় বা ব্যভিচার উপস্থিত। কতকগুলি লোক যেমন নায়কপদবী সমারূঢ় হইলে আত্মসাফল্য বোধ করে, তেমন আর কতকগুলি লোক প্রকারান্তরে বেদ বিরুদ্ধ বাদ প্রচারে মুক্তকণ্ঠ। বেদবিরুদ্ধ বাক্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ও শিষ্টজনের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, এই শাসন বাক্যে ক্রমশঃ অনাদর ঘটিতেছে। তাহারই উদাহরণ স্বরূপ আজ আমরা গায়ত্রী উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পতিত বঙ্গভূমি সকল বিষয়েই অগ্রসর, কিন্তু সারগ্রহণে সর্ব্বথা পশ্চাৎপদ, শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধে বদ্ধকটি, সেই জন্যই বঙ্গদেশ হইতে বেদ-বিজ্ঞান ক্রমে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধের অত্যাচারে বঙ্গদেশ এক সময়ে প্রায় বেদ, ব্রাহ্মণ বিহীন হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গরাজ আদি শূরের প্রযত্নে ঐ অভাব বিদূরিত হইলেও উহা অধিক কাল স্থায়ী হইল না। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়াও অনেক উৎসাহ প্রদান করিলেন, কিন্তু তখনই কাল বা দেশ মাহাত্ম্যে বঙ্গের বেদ তেজ মলিন হইতেছিল। লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীমান্ হলায়ুধ স্বরচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে উহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন হইতে তৃতীয় পুরুষে যবনাধিকার প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বেদ পাঠ প্রায় নির্ম্মূল হইতে ছিল। যদিও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাগমে বেদধ্বনির কিঞ্চিৎ প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, কিন্তু অচিরে তাহাও বিলয় প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বঙ্গদেশে স্বাধ্যায় প্রবচনের সহিত বেদাঙ্গ সমালোচনাও তিরোহিত হইতে লাগিল। সংস্কার ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দ্বিজাতির প্রধানতম সংস্কার উপনয়ন-গায়ত্রীদীক্ষা। গায়ত্রীদীক্ষার গুরু, মহাগুরু-আচার্য্য। পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই তিন জন মহাগুরু, এতদ্ব্যতীত মহাগুরু আর নাই। কালপ্রভাবে এই মহাগুরুত্রয়ের বিশেষতঃ আচার্য্যের আদর, গৌরব ও তৎপ্রতি ভক্তি অতি অল্পই হইতে লাগিল। গায়ত্রীর প্রতিও আদর ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল। ইহার একতর কারণ যেমন কলিকালের প্রভাব, তেমন তান্ত্রিকগুরুর অযুক্তব্যবহার ও অন্যতর কারণ। তান্ত্রিকগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন,—গায়ত্রী ত্রিবর্গসাধিকা, গায়ত্রীদ্বারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ হয় না, তাঁহাদের এই উপায়ে তন্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন চেষ্টা কতদূর সঙ্গত, আদৌ তাহারই আলোচনা করা যাউক। গায়ত্রী সেবায় চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হয় না, এই কথা তাঁহারা কোথায় পাইলেন? তন্ত্রশাস্ত্রে বেদের প্রণব, গায়ত্রী ও প্রাণায়ামাদি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রে যে সকল বীজমন্ত্র প্রকাশিত, তাহা প্রণব পূর্ব্বক উচ্চারিত হয়, অথচ তান্ত্রিকগণ বেদ, কলির জন্য নহে বলিয়া শিষ্যকে তৎপ্রতি বীতরাগ করিয়া থাকেন। আবার সন্ধ্যা গায়ত্রী পূর্ব্বে সমাধা করিয়া পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিতে দেখি, অথচ বেদবর্ত্ম কলির নহে, শুনিতে পাই। এখনও উপনয়নাদি সংস্কার বেদানুসারী, তন্ত্রানুসারী নহে, তথাপি বেদবর্ত্ম অকিঞ্চিৎকর, এ কথা কেমন করিয়া শ্রদ্ধেয় হইতে পারে? বিশেষতঃ উপনয়নের সময়াতিপাতে ব্রাত্য হইতে হয়। ইহাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বেদ কলির জন্য নহে, তবে ব্রাত্য হইতে হইবে কেন? যাউক, আমরা অনেকদূর আসিয়াছি, এখন প্রকৃত কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

গায়ত্রী চতুর্ব্বর্গসাধিনী, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ লিখিত আছে। প্রথম দেখা যাউক স্বয়ং শ্রুতি এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্রথমতঃ গায়ত্রী একটী বৈদিকচ্ছন্দঃ, উষ্ণিগাদি অন্য ছন্দ অপেক্ষা গায়ত্রীই প্রথম ছন্দঃ, ইহা অষ্টাক্ষরা ত্রিপদা, অথবা ষড়ক্ষরা চতুষ্পদী। ইহা ছন্দ হইলেও যোগারূঢ় শক্তির দ্বারা মন্ত্রবিশেষেরই বোধক।

"যোগারূঢ়ে মন্ত্রবিশেষস্য বোধকঃ—

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীয়ং ততঃ স্মৃতা"।

যিনি এই মন্ত্রের গান করেন, উচ্চারণ করেন, এই ঋক্ তাঁহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী। প্রথমতঃ নামের ব্যুৎপত্তিদ্বারাও বুঝায় যে, গায়ত্রী ত্রাণকারিণী। আবার অপর ব্যুৎপত্তিতে দেখি—"গীয়তে অনেন গৈধাতোর্ঘঞ্ নিপাতনে হ্রস্বঃ গয়ঃ প্রাণস্তং ত্রায়তে"। গায়ত্রী প্রাণের ত্রাণকারিণী। ত্রাণকারিণী বলিলেই হয়ত তান্ত্রিকগণ বিদ্বেষ পরবশ হইয়া উঠিবেন, কিন্তু শাস্ত্র বলিলে আমরা কি করিব? শুষ্ক শাস্ত্র নয়, কাজেও হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।

"সাধ্যা বৈ নাম দেবা আসংস্তে সত্রে যজ্ঞেন সহ স্বর্গলোকমায়ংস্তে দেবাশ্ছন্দাংস্যব্রুবন্ সোমমাহরতেতি।
তে জগতী প্রাহিণ্বন্ সা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বা একাক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ।
ত্রিষ্টুভং প্রাহিণ্বন্ সৈকমক্ষরং হিত্বা ত্র্যক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ।
গায়ত্রীং প্রাহিণ্বংশ্চ চতুরক্ষরাণি বৈ তর্হি ছন্দাংস্যাসন্ সা তানি চাক্ষরাণি হরন্ত্যা গচ্ছদষ্টাক্ষরা ভূত্বা"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণে)

ভাষ্য—"পূর্ব্বং সাধ্যাখ্যা দেবা আসন্, তে সর্ব্বে যজ্ঞেন সোপকরণেন সোমাদি সাধনমাদায়ৈব স্বর্গং লোকমায়ন্নগমন্, তে প্রসিদ্ধা অস্মাদযোদেবা আদৌ স্বর্গসাধনযজ্ঞার্থং সোমহরণায় ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি "যূয়ং সোমং দ্যুলোকাৎ আহরত" ইত্যুক্তবন্তঃ, তান্যপি তথৈবাঙ্গীচক্রুরিতি শেষঃ। তথোক্তাস্তে জগতীং প্রাহিণ্বন্ অপ্রেরন্, সা তত্রত্যৈঃ সোমপালৈঃ সহ যুদ্ধা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বা একাক্ষরা ভূত্বা পুনর্দ্দেবানাগচ্ছৎ চতুরুত্তরাণি বৈ তর্হি ছন্দাংসি বক্ষ্যতি। তদভিপ্রায়কমিদং পুনস্তে ত্রিষ্টুভং প্রাহিণ্বন্, সাপি পূর্ব্ববৎ সোমপালেষ্বেকমক্ষরং হিত্বা ত্র্যক্ষরা ভূত্বা পুনরাগচ্ছৎ তে পুনর্গায়ত্রীং প্রাহিণ্বন্ ছন্দাংসি সর্ব্বাণিঃ চতুরুত্তরাণ্যাসন্, অতঃ সা গায়ত্রী দ্যুলোকে সোমরক্ষকৈঃ কৃশানুপ্রভৃতিভিভিজিতানি জগতীত্রিষ্টুভোশ্চতুরক্ষরাণি হৃত্বা অষ্টাক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ।"

পূর্ব্বে সাধ্য প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গসাধক যজ্ঞ-যজনার্থ গায়ত্রী-প্রভৃতি ছন্দগুলিকে বলিল "তোমরা দ্যুলোক হইতে সোম আহরণ কর। তাহারা স্বীকার করিলে প্রথমতঃ জগতী নামক ছন্দ প্রেরিত হইল। জগতী তত্রত্য সোমপালদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিন অক্ষর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাক্ষরা হইয়া আসিলেন, এইরূপে ত্রিষ্টুভ ও প্রেরিতা হইয়া এক অক্ষর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ত্র্যক্ষরা হইয়া আসিলেন। গায়ত্রী সোম-পালদিগকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব পরিত্যক্ত চতুরক্ষর গ্রহণ-পূর্ব্বক অষ্টাক্ষরা হইয়া আসিলেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥১॥

যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥২॥

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩ ॥

যদ্বৈতৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদযমিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৪ ॥

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্ ॥৫॥

তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোস্য সর্ব্বা-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥৬॥

তদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশোযো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭ ॥

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশো যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ ॥৮॥

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণং অপ্রবর্ত্তি পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যং যথা,—"সৎস্বনেকেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারতয়োপাদানং প্রাধান্যাৎ। সোমাহরণাদন্যবছন্দোঽক্ষরা হরণেন ইতরছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সর্ব্বসবনব্যাপকত্বাচ্চ যজ্ঞে প্রাধান্যং গায়ত্র্যাঃ। গায়ত্রীসারত্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্য। মাতরমিব হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্‌গুরুতরং ন প্রতিপদ্যতে যথোক্তং ব্রহ্মাপীতি। তস্যামত্যন্তগৌরবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, অতো-গায়ত্রীমুখেনৈব ব্রহ্মোচ্যতে, গায়ত্রী বৈ ইত্যবধারণার্থোবৈ শব্দঃ। ইদং সর্ব্বং ভূতং প্রাণিজাতং যৎকিঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমং বা তৎসর্ব্বং গায়ত্র্যেব। তস্যাশ্ছন্দোমাত্রায়াঃ সর্ব্বভূতত্বমনুপপন্ন-মিতি গায়ত্রীকারণং বাচং শব্দরূপামাপাদয়তি গায়ত্রীম্॥

বাগ্বৈ গায়ত্রীতি। বাগ্বাইদং সর্ব্বভূতম্। তস্মাৎ বাক্‌শব্দ-রূপা সতী সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ শব্দয়তি অসৌ গৌরশ্ব ইতি ত্রায়তে চ রক্ষত্যমুষ্মান্মা ভৈষীঃ কিং তে ভয়মুত্থিতমিত্যাদি। সর্ব্বতোভয়ান্নিবর্ত্যমানোবাচা ত্রাতঃ স্যাৎ। যদ্বাগ্‌ভূতং গায়তি ত্রায়তে চ গায়ত্র্যেবেতদ্গায়তি চ বাচোঽনন্যত্বাৎ গায়ত্র্যা গানাত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্। যা বৈ সৈবংলক্ষণা সর্ব্ব-ভূতরূপা গায়ত্রী। ইয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিবী। কথং পুন-রিয়ং পৃথিবী গায়ত্রীত্যুচ্যতে সর্ব্বভূতসম্বন্ধাৎ। কথং সর্ব্বভূত-সম্বন্ধোঽস্যাং পৃথিব্যাং হি যস্মাৎ সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমঞ্চ ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব পৃথিবীং নাতিশীয়তে নাতিবর্ত্তত ইত্যেতৎ॥

যথা গানত্রাণাভ্যাং ভূতসম্বন্ধোগায়ত্র্যা এবংভূতপ্রতিষ্ঠানা ভূতসম্বন্ধাদ্বা পৃথিবী অতোগায়ত্রী পৃথিবী যা বৈ সা পৃথিবী গায়ত্রীয়ং বাব সা ইদমেব। তৎ কিং যদিদমস্মিন্ পুরুষে কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতে জীবতি শরীরং পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য। কথং শরী-রস্য গায়ত্রীত্বমিত্যুচ্যতে। অস্মিন্ হীমে প্রাণাভূতশব্দ-বাচ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। অতঃ পৃথিবীবদ্ভূতশব্দবাচ্যপ্রাণপ্রতি-ষ্ঠানাচ্ছরীরং গায়ত্রী। এতদেব যস্মাচ্ছরীরং নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। যদ্বৈ তৎপুরুষে শরীরং গায়ত্রীদং বাব তৎ। যদিদ-মস্মিন্নন্তর্মধ্যে পুরুষে হৃদয়ং পুণ্ডরীকাক্ষমেতদ্গায়ত্রী। কথ-মিত্যাহ অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ অতঃ শরীরবদ্গায়ত্রী হৃদয়ম্। এতদেব চ নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। প্রাণোহি পিতা প্রাণোমাতা অহিংসন্ সর্ব্বভূতানীতি শ্রুতেঃ। ভূতশব্দ-বাচ্যাঃ প্রাণাঃ। সৈষা চতুষ্পদা ষড়ক্ষরপাদা ছন্দোরূপা সতী ভবতি গায়ত্রী ষড়বিধা বাগ্‌ভূতপৃথিবী শরীরহৃদয়প্রাণরূপা সতী ষড়্বিধা ভবতি। বাক্‌প্রাণয়োরন্যার্থনির্দ্দিষ্টয়োরপি গায়ত্রীপ্রকারত্বম্, অন্যথা ষড়্বিধসঙ্খ্যাপূরণানুপপত্তেঃ, তদেত-স্মিন্নর্থে এতদ্গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম গায়ত্র্যনুগতং গায়ত্রী মুখেনোক্তম্। ঋচাপি মন্ত্রেণাভ্যনূক্তং প্রকাশিতং তাবানস্য গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ যাবাংশ্চতুষ্পাদষড়বিধশ্চ ব্রহ্মণোবিকারঃ পাদোগায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতস্তস্মাদ্বি-কারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাদ্বাচারম্ভণমাত্রাত্ততোজ্যায়াস্মহত্তরশ্চ পর-মার্থসত্যরূপোঽবিকারঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পুরীশয়নাচ্চ। তস্যাস্য পাদঃ সর্ব্বা সর্ব্বাণি ভূতানি তেজোঽবন্নাদীনি সস্থাবর-জঙ্গমানি ত্রিপাত্রয়ঃ পাদা অস্য সোঽয়ং ত্রিপাৎ ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনোদিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মন্যবস্থিত-মিত্যর্থ ইতি। যদ্বৈতত্ত্রিপাদমৃতং গায়ত্রী মুখেনোক্তং ব্রহ্মে-তীদং বাব তদিদমেব। তদ্যোঽয়ং প্রসিদ্ধোবহির্দ্ধা বহিঃ পুরু-ষাদাকাশঃ ভৌতিকো যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশ উক্তঃ। অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষে আকাশঃ। যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ। অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয়ে পুণ্ডরীক আকাশঃ। কথমেকস্য সতঃ আকাশস্য ত্রিধা ভেদ ইতি। উচ্যতে বাহ্যেন্দ্রিয়-বিষয়ে জাগরিতস্থানে নভসি দুঃখবাহুল্যং

শ্যতে।", অতঃ শরীরে স্বপ্নস্থানভূতে মন্দতরং দুঃখং ভবতি। প্নান্ পশ্যতোহৃদয়স্থে পুনর্নভসি ন কঞ্চন কাময়তে, ন কঞ্চন প্নং পশ্যতি। অতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপমাকাশং সুষুপ্তস্থানম্। অতোযুক্তমেকস্যাপি ত্রিধা ভেদানুব্যাখ্যানম্। হ্যিকা পুরুষাদাবভ্যাকাশস্য হৃদয়ে সঙ্কোচকরণচেতঃসমাধান ানস্তুতয়ে। যথা ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে।" অর্দ্ধতস্তু কুরুক্ষেত্রমর্দ্ধতস্তু পৃথূদকমিতি তদ্বৎ। তদেবোর্দ্ধাকাশাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ণং সর্ব্বগতং ন হৃদয়মাত্র পরিচ্ছিন্নমিতি ন্তব্যম্। যদ্যপি হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে অপ্রবর্ত্তি ন ক্ষচিৎ প্রবর্ত্তিতুঃ শীলমস্যেতি অপ্রবর্ত্তি তদনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকম্। থান্যানি ভূতানি পরিচ্ছিন্নান্যুচ্ছিত্তিধর্ম্মকানি ন তথা হার্দ্দং ভঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীমনুচ্ছেদাত্মিকাং শ্রিয়ং বিভূতিং গুণফলং ভতে দৃষ্টম্। য এবং যথোক্তং পূর্ণমপ্রবর্ত্তিগুণং ব্রহ্ম বেদ গায়ত্রৈব জীবংস্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

অতএব "ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্॥ ২৫ (পরমার্যসূত্রম্)

ছান্দোগ্যশ্রুতি বিশদরূপে বলিয়া দিয়াছেন, গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, গায়ত্রী ব্রহ্ম। "তদ্ব্রহ্ম"। ব্রহ্মরূপ গায়ত্রীর এক পাদে বিশ্ব, ত্রিপাদ স্বয়ং অমৃত। গায়ত্রী মুখেই ব্রহ্মের উপাসনা। গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার ফল পূর্ণ ও অপ্রবৃত্তিগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি। গায়ত্রী আরাধনায় কেবল ত্রিবর্গ সাধন হইবে, পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে না, ইহা কোন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে নাই। তান্ত্রিক, বেদ বিরুদ্ধবাদ কোন সাহসে প্রচার করেন, তাহা তিনিই জানেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি গায়ত্রীকে বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ রূপে ষড়্‌বিধ বলিয়াছেন। এই সমস্ত প্রকার ভেদদ্বারা গায়ত্রী মাহাত্ম্যই বিস্তার হইয়াছে। 'তাবানস্য' এই ঋক্‌টী পুরুষসূক্তেও আছে এবং গীতাতেও ইহার অনুবাদ আছে। এই বিশ্বব্যাপি মাহাত্ম্য-সম্বলিত গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার ফল অনন্ত। ধর্ম্ম চাও, গায়ত্রী প্রদান করিতে অগ্রহস্ত। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ অভিলাষ কর গায়ত্রীর স্নেহময় পবিত্র অঙ্কে নিশ্চিন্ত থাক। গায়ত্রী যাহা পারে না, ব্রহ্মও তাহা পারে না; ব্রহ্ম ও গায়ত্রী অভিন্ন। আচার্য্য জনক, গায়ত্রী জননী, এই উভয় হইতে দ্বিজত্বলাভ হইয়া থাকে। গায়ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা, জননীর প্রতি অবজ্ঞা অপেক্ষা অধিক দোষাবহ। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীই সার। ভাষ্যকার ঐ শ্রুতি ব্যাখ্যা কালে জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন,—"মাতরমিব হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্‌গুরুতরং ন প্রতিপদ্যতে যথোক্তং ব্রহ্মাপীতি।—তান্ত্রিকগণ বলিতেছেন, গায়ত্রী বিসর্জ্জন কর, উহার কোন ক্ষমতা নাই। ধন্য কলি!

ছান্দোগ্য শ্রুতির কথা শেষ করিয়া এখন বৃহদারণ্যক শ্রুতির কথা লিখিত হইতেছে।

"ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ (দিঔ) রিত্যষ্টাবক্ষরাণি, অষ্টাক্ষরং হবা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদুহৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। ঋচোযজূংষি সামানীতি অষ্টাবক্ষরাণি অষ্টাক্ষরং বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদুহৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ীবিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। প্রাণোঽপানোব্যানঃ (বি আনঃ) ইত্যষ্টাবক্ষরাণি অষ্টাক্ষরং হবা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদুহৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণিতি তদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি দাদৃশে ইব এষ পরোরজা ইতি সর্ব্বমু হ্যেষরজ উপর্য্যুপরি তপতি এবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ সৈষা গায়ত্রী এতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতেত্যাদি। তদ্বৈতৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতমিত্যাদি সা হৈষা গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। স যা মে বা মুমন্বা হৈ বৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে"।

ভাষ্যং যথা—"ব্রহ্মণোঽহৃদয়াদ্যনেকোপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনমুক্তমথেদানীং গায়ত্র্যুপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে সর্ব্বচ্ছন্দসাং হি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রধানভূতং তৎপ্রয়োক্তৃগায়ত্রাণাৎ গায়ত্রীতি বক্ষ্যতি। ন চান্যেষাং ছন্দসাং প্রয়োক্তৃপ্রাণত্রাণসামর্থ্যং প্রাণাত্মভূতা সা সর্ব্বচ্ছন্দসাং চাত্মা প্রাণঃ প্রাণশ্চ ক্ষতঃ ত্রাণাৎ ক্ষত্রম্" ইত্যুক্তং প্রাণশ্চ গায়ত্রী তস্মাৎ তদুপাসনমেবং বিধিৎস্যতে দ্বিজোত্তম হেতুত্বাচ্চ গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমসৃজত ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যমিতি দ্বিজোত্তমস্য দ্বিতীয়জন্ম গায়ত্রীনিমিত্তং, তস্মাৎ প্রধানা গায়ত্রী ব্রাহ্মণাদ্যর্থা। যোব্রাহ্মণান্ অভিবদন্তি স ব্রাহ্মণঃ বিপাপোবিরজাবিচিকিৎসোব্রাহ্মণোভবতি ইত্যুক্তেন পরমপুরুষার্থসম্বন্ধং ব্রাহ্মণস্য দর্শয়তি, তচ্চ ব্রাহ্মণত্বং গায়ত্রীজন্মমূলম্। অতোবক্তব্যং গায়ত্র্যাঃ স তত্ত্বং গায়ত্র্যা হি যঃ সৃষ্টোদ্বিজোত্তমে। নিরঙ্কুশ এবোত্তমপুরুষার্থসাধনে অধিক্রিয়তে ততস্তন্মূলঃ পরমপুরুষার্থসম্বন্ধস্তস্মাদেতদুপাসনবিধানায় হি ভূমিঃ অন্তরীক্ষং দ্যৌঃ ইত্যেতানি অষ্টৌ অক্ষরাণি অষ্টাক্ষরম্ অষ্টাবক্ষরাণি যস্য তদিদং অষ্টাক্ষরং হ বৈ প্রসিদ্ধাবদ্যোতকৌ। এবং প্রথমং গায়ত্র্যৈ, গায়ত্র্যাঃ পদং পাদঃ প্রথমো ভূম্যাদিলক্ষণঃ ত্রৈলোক্যাত্মাষ্টাক্ষরত্বসাম্যাৎ এবং এতৎ ত্রৈলোক্যাত্মকং গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদং যোবেদ তস্যৈতৎ ফলং স বিদ্বান্ যাবৎ কিঞ্চিদেষু ত্রিষু জেতব্যং তাবৎ সর্ব্বং হ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। তথা ঋচঃ যজূংষি সামানি ইতি ত্রয়ীনাং অক্ষরাণি এতান্যপ্যষ্টৌবেব। তথৈবাষ্টাক্ষরং একং গায়ত্র্যাঃ দ্বিতীয়ং পদং এতদুহৈবাস্যা এতদ্ যদৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্ অষ্টাক্ষরত্বসাম্যাৎ এবং স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা ত্রয্যাবিদ্যায়া যাবৎ ফলজাতমাপ্যতে তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্য এতৎ গায়ত্র্যাস্ত্রৈবিদ্যলক্ষণং পদং বেদ। তথা প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ এতান্যপি প্রাণাদ্যভিধানাক্ষরাণি অষ্টৌ তচ্চ গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদং যাবদিদং প্রাণিজাতং তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদং বেদ। অথানন্তরং গায়ত্র্যাস্ত্রিপদায়াঃ শব্দাত্মিকায়াস্তুরীয়ং পদমুচ্যতে অভিধেয়ভূতং অস্যাঃ প্রকৃতায়াঃ গায়ত্র্যা এতদেব বক্ষ্যমাণং তুরীয়ং দর্শতং পদম্ পরোরজা য এষ তপতি তুরীয়মিত্যাদি বাক্যপদার্থং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ। যদ্বৈ চতুর্থং প্রসিদ্ধং লোকে তদিহ তুরীয়শব্দেনাভিধীয়তে। দর্শতং পদমিত্যস্য কোঽর্থঃ? ইত্যুচ্যতে দদৃশ ইব দৃশ্যত ইব হি মণ্ডলান্তর্গতঃ

পুরুষঃ অতোদর্শতপদমুচ্যতে। পরোরজা ইত্যস্য পদস্য কোঽর্থঃ? ইত্যুচ্যতে সর্ব্বং সমস্তং উ হি এষ মণ্ডলান্তর্গতঃ পুরুষঃ রজঃ রজোজাতং সমস্তং লোকমিত্যর্থঃ। উপর্য্যুপরীতি বীপ্সা সর্ব্বলোকাধিপত্যজ্ঞাপনার্থা। ননু সর্ব্বশব্দেনৈব সিদ্ধত্বাৎ বীপ্সা নার্থিকা নৈষ দোষঃ যেষামুপরিষ্টাৎ সবিতা দৃশ্যতে তদ্বিষয় এব সর্ব্বশব্দঃ স্যাদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থা বীপ্সা, যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চোলোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানঞ্চেতি, শ্রুত্যন্তরাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাববোধার্থা বীপ্সা। যথাসৌ সবিতা সর্ব্বাধিপত্যলক্ষণয়া শ্রিযা যশসা চ খ্যাত্যা তপতি এবং হৈষ শ্রিয়া যশসা চ তপতি যোঽস্যা এতদেবং তুরীয়ং দর্শতং পদং বেদ। সৈষা ত্রিপদা উক্তা যা ত্রৈলোক্যত্রৈবিদ্যপ্রাণাদ্যাত্মিকা গায়ত্রী, এতস্মিন্ চতুর্থে তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা মূর্ত্তামূর্ত্তরসত্বাদাদিত্যস্য, রসাপায়ে হি বস্তু নীরসমপ্রতিষ্ঠং ভবতি যথা কাষ্ঠাদি দগ্ধসারং তদ্বৎ। তথা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকং জগৎ। ত্রিপদা চ গায়ত্রী আদিত্যপ্রতিষ্ঠিতা তদ্রূপত্বাৎ। সহ ত্রিভিঃ পদৈঃ তদ্ধি তুরীয়ং পদং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। ইত্যাদি। তদ্ধি তুরীয়ং পদাশ্রযং সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্। কিং পুনস্তদ্বলমিত্যাহ প্রাণোবৈ বলম্ তস্মিন্ প্রাণে বলে প্রতিষ্ঠিতং সত্যং তথাচোক্তং সূত্রে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি,, তস্মাৎ বলে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। সৈষা গায়ত্রী প্রাণঃ অতঃ গায়ত্র্যাং জগৎ প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বে দেবা একীভবন্তি, সর্ব্বে বেদা কর্ম্মাণি ফলানি চ সৈষা গায়ত্রী প্রাণরূপা সতী জগতঃ আত্মা সা হৈষা গযাংস্তত্রে ত্রাতবতী। কে? পুনর্গয়াঃ এতে প্রাণা বাগাদয়োবৈ গয়া শব্দকরণাৎ তান তত্রে। সৈষা গায়ত্রী তৎ যস্মাৎ গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। গয়ত্রাণাৎ গায়ত্রীতি প্রথিতা স আচার্য্য উপনীয় মানবকমষ্টবর্ষং যামেব অমূ সাবিত্রীং সবিতৃদেবতাকাম্ অন্বাহ পচ্ছঃ অর্দ্ধশঃ সমস্তাঞ্চ এষৈব সা সাক্ষাৎ প্রাণোজগতঃ আত্মা মানবকায় সমর্পিতা ইহেদানীং নাম্ন্যা স আচার্য্যঃ যস্মৈ মানবকায় অন্বাহ অনুবক্তি তস্য মানবকস্য গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদিপতনাৎ।"

উপরি লিখিত শ্রুতি ও ভাষ্যে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াদিয়াছে গায়ত্রী প্রাণত্রাণকারিণী। প্রাণকে গয় বলে, গয়ত্রাণকারিণী এই জন্য গায়ত্রী। প্রণব যেরূপ পরাবর ব্রহ্মরূপী, ব্রহ্মপ্রতীক গায়ত্রী ও তদ্রূপ। গায়ত্রীদ্বারা একতঃ যেরূপ যাবতীয় দেবারাধনা সম্পাদিত হয়, তেমন পরোরজাপ্রভৃতি উক্তিদ্বারা মোক্ষফল দায়িনী গায়ত্রী স্পষ্টরূপে শ্রুত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতি যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা কাহারও সাধ্য নাই। শ্রুতির বলে স্মৃতি বলবতী। স্মৃতি ও গায়ত্রী সম্বন্ধে কি স্মরণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

"সর্ব্বাত্মনা হি যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
গায়ত্রী মোক্ষহেতুর্বৈ মোক্ষস্থানমলক্ষণম্" ॥

(ঋষ্যশৃঙ্গঃ)

"ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ ॥

(ব্যাসঃ)

"প্রণবঃ ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

"সর্ব্বেষামেব বেদানাং গুহ্যোপনিষদস্তথা।
সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রহ্মণোমুখাৎ ॥

(ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ)

"গায়ত্রীজপনিরতা গচ্ছন্ত্যমৃততাং দ্বিজাঃ" ॥

(বৃহৎযমঃ)

"যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥"

(মনুবৃহদ্বিষ্ণু)

ইত্যাদি স্মৃতিকারগণ একবাক্যে গায়ত্রী জপে মোক্ষলা[ভ] কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং জপে মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। [illegible] ভেদে গায়ত্রীর মোক্ষপ্রদান ক্ষমতা রহিত হইবে, ইহার না[মও] গন্ধও নাই।

পুরাণ অনুসন্ধান করিলেও ঐরূপই উপদেশ পাওয়া যায় কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে,—

"দুর্লভা সর্ব্বমন্ত্রেষু গায়ত্রী প্রণবান্বিতা।
ন গায়ত্র্যাধিকং কিঞ্চিত্ত্রয়ীষু পরিবিদ্যতে ॥
ন গায়ত্রীসমোমন্ত্রোন কাশীসদৃশী পুরী।
ন বিশ্বেশসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী ব্রাহ্মণপ্রসূঃ।
গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীতি প্রগীয়তে ॥
বাচ্যবাচকসম্বন্ধোগায়ত্র্যাঃ সবিতুর্দ্বয়োঃ।
বাচ্যোঽসৌ সবিতা সাক্ষাৎ গায়ত্রী বাচিকা পরা ॥
প্রভাবেনৈব গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৌশিকী বশী।
রাজর্ষিত্বং পরিত্যজ্য ব্রহ্মর্ষিপদমীযিবান্ ॥
সামর্থ্যং প্রাপ্য চাত্যুচ্চৈরন্যদ্ভুবনসর্জ্জনে।
কিং কিং ন দদ্যাদ্গায়ত্রী সম্যগেবমুপাসিতা ॥
ন ব্রাহ্মণোবেদপাঠান্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
দেব্যাস্ত্রিকালমভ্যাসাৎ ব্রাহ্মণঃ স্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥
গায়ত্র্যেব পরোবিষ্ণুর্গায়ত্র্যেব পরঃ শিবঃ।
গায়ত্র্যেব পরোব্রহ্মা গায়ত্র্যেব ত্রয়ী যতঃ ॥

(কাশীখণ্ডে)

"ওঁঙ্কারস্তৎ পরং ব্রহ্ম সাবিত্রী স্যাত্তদক্ষয়ম্।
এষু মন্ত্রোমহাযোগঃ সারাৎসার উদাহৃতঃ ॥

(কূর্ম্মপুরাণম্)

"ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে" ॥ ঐ
গায়ত্রীং জপতে যস্তু দ্বে কালে ব্রাহ্মণঃ সদা।
অর্ব্বা প্রতিগ্রহীতাপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥

(অগ্নিপুরাণম্)

এইরূপ বহুবিধ পুরাণে গায়ত্রীর উপাসনায় পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্তির উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। আবার দেখা যাইতেছে, গায়ত্রীর প্রতিবর্ণে বিভিন্ন দেবারাধনা সম্পাদিত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী। উহাতে কোন দেবতা পরিত্যক্ত হয় নাই।—

"অক্ষরাণাং তু দৈবত্যং সংপ্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
আগ্নেয়ং প্রথমং জ্ঞেয়ং বায়ব্যঞ্চ দ্বিতীয়কং॥
তৃতীয়ং সূর্য্যদৈবত্যং চতুর্থং বৈদ্যুতং তথা।
পঞ্চমং যমদৈবত্যং বারুণং ষষ্ঠমুচ্যতে॥
বার্হস্পত্যং সপ্তমন্তু পার্জ্জন্যং চাষ্টমং বিদুঃ।
ঐন্দ্রঞ্চ নবমং জ্ঞেয়ং গান্ধর্ব্বং দশমন্তথা॥
পৌষ্ণমেকাদশং প্রোক্তং মৈত্রাবরুণঞ্চ দ্বাদশম্।
ত্বাষ্ট্রং ত্রয়োদশং জ্ঞেয়ং বাসবঞ্চ চতুর্দ্দশম্॥
মারুতং পঞ্চদশমং সৌম্যং ষোড়শকং স্মৃতম্।
সপ্তদশং ত্বাঙ্গিরসং বৈশ্বদেবমতঃ পরম্॥
আশ্বিনকৈকোনবিংশং প্রাজাপত্যঞ্চ বিংশকম্।
সর্ব্বদেবময়ং প্রোক্তমেকবিংশমতঃ পরম্॥
রৌদ্রং দ্বাবিংশকং প্রোক্তং ত্রয়োবিংশঞ্চ ব্রাহ্মকম্।
বৈষ্ণবন্তু চতুর্ব্বিংশমেতাশ্চাক্ষরদেবতাঃ॥
জপ্যকালেষু সঞ্চিন্ত্যাস্তাসু সাযুজ্যতাং ব্রজেৎ॥
(যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

এইজন্য যখন কোন মন্ত্রের আদেশ না থাকে, তখন গায়ত্রী পড়িতে হইবে, এরূপ স্মৃতির শাসন আছে। গায়ত্রী গায়ককে পরিত্রাণ করে এই ত্রাণ সামর্থ্য প্রণব ব্যতীত অন্য মন্ত্রের নাই। গায়ত্রী প্রণব পুটিত হইয়া উচ্চারিত হয়, গায়ত্রীর আদি ও অন্তে প্রণবোচ্চারণ করিয়া গায়ত্রীর সহিত জপিত হয়। গায়ত্রী-দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা প্রধান ব্রহ্ম শক্তি।

"শক্তয়োযস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মন! প্রধানাব্রহ্মশক্তয়ঃ॥
সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥"

গায়ত্রী মুখে কালত্রয়ে ঐ দেবতাত্রয় আরাধিতা হয়। এবং উহাতেই সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া আত্মার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং মোক্ষবর্ত্মে উন্নীত করে। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এমন কি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও গায়ত্রী সেবা করিতে হইবে।

"কুটীচরা পরিব্রজ্য স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষাং বন্ধুভ্য আদায় ভুঞ্জতে শক্তিসংক্ষয়াৎ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতি স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
সপবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥
(বৌধায়নঃ।)

আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রত্যেক আশ্রমই চারিভাগে বিভক্ত, সন্ন্যাসাশ্রমও চারিভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ কুটীচর বা কুটীচক, তৎপর বহুদক হংস ও পরমহংস। সন্ন্যাসের প্রথমভাগে (দণ্ডীর) গায়ত্রীজপ নিত্যবিধি। ক্রমে আত্মোন্নতি লাভে দণ্ডাদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তদবধি আত্মতত্বজ্ঞ পরমহংস সুসিদ্ধ প্রণবে তন্ময়, তখন অবশ্য গায়ত্রী জপের অধিকার হইতে উন্নীত। পরং সন্ন্যাসাশ্রমে ঔপনিষদী দীক্ষার দীক্ষিত হইয়া আচার্য্য সেবা করিতে হয় "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ" ইতি শ্রুতি।

অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাত্রয়ে ত্রিমূর্ত্তি আরাধিত হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যসময়ে কোন্ বর্ণের ধ্যান হইবে? আমরা ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সবিনয়ে এই বলিতেছি যে, ধ্যান, জপ, গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর পূরণ সম্বন্ধে এরূপ ভাবে লিখিতে পারিব না। স্বীয় আচার্য্যসমীপে এই সমস্ত প্রশ্ন করিবেন। আমরা সকল বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ"। উপসনা, উপাস্য ও উপাসনার প্রকারাদি জানা আবশ্যক। এই সমস্ত কথার বিস্তারে ক্ষান্ত হইয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্যাসের শাসনে সন্ধ্যাত্রয় ব্যতীত অন্য সময়ে শুক্ল বর্ণা গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হইবে।—

এবং তিসৃষু বেলাসু রূপমস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
অন্যাস্বামপি বেলাযাং ধ্যাতব্যা শুক্লবর্ণিকা॥

অনেকের বিশেষতঃ তান্ত্রিকের আপত্তি এই যে, গায়ত্রী মুখে দেবতাত্রয়ের উপাসনা করিতে হয় বলিয়া, কোন দেবতাতে নির্ভর থাকে না। ইহার প্রতিবচনে প্রথম এই বলা যাইতেছে যে, যাহার অন্তঃকরণ কষায় পরিপূর্ণ, সত্ত্ববিভবের অল্পতাপ্রযুক্ত তাহার একেও ধারণা থাকিবে না, চিত্তবিক্ষেপ সর্ব্বদা ঘটিবে। চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিলেও অভ্যাস যোগে এককালে চিত্তস্থিরতা আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু ত্রিমূর্ত্তিতে দুঃসাধ্য। এরূপ আপত্তির প্রথম উত্তর এই যে, শাস্ত্র ও আচার্য্য যোগে উপাসনা যোগ আরম্ভ কর, দেখিবে হৃৎপদ্মে ত্রিমূর্ত্তি একাকার হইয়া পরব্রহ্ম মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে। শাণ্ডিল্য বিদ্যাদি সাধনে তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে, বেদান্ত (উপনিষদ্) পাঠেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। পরোক্ষ ব্রহ্ম ভাবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তাহাও উপাসনা, অপর ঐ সমস্ত রহস্য তত্ত্ব বিস্তৃত করিতে না পারিলেও এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সন্ধ্যাত্রয় ব্যতীত কালে, অন্য বর্ণা গায়ত্রী ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে এই সমস্ত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। যে কোন দেবতার পূজা হউক বা অন্যরূপে উপাসনা হউক, অথবা দেবমূর্ত্তি সন্নিধানে ধ্যান করা হউক, উহার কোনটীই ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত কিছুই নহে দেব বিগ্রহেও ব্রহ্মদৃষ্টিই করিতে হইবে। প্রণব ও গায়ত্রী উভয়ই ব্রহ্ম প্রতীক। ব্রহ্মাবলম্বন, সাধকের সাধ্য ও অধিকারানুরূপ মূর্ত্তি পার্থক্য হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি সাধারণ এবং তাহারই উৎকর্ষ। এই জন্য

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (পরমার্ষসূত্রম্)

আদিত্য ব্রহ্ম এই শ্রুতিতে আদিত্য প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে যে, ব্রহ্মে আদিত্য কি, আদিত্যে ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, দৃশ্যমান আদিত্য জড়-পিণ্ড উপাস্য নহে, আদিত্যে ব্রহ্মই উপাস্য। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অধ্যাসে আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি সাধকের বিহিত। গায়ত্রী ব্রহ্ম, ইহাও তদ্বিধ। ইহাদ্বারা দেব পূজা, উপাসনা প্রভৃতি নিষ্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান বশতঃ চিত্তধারণার ব্যাঘাত ঘটে, এরূপ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

তান্ত্রিকগণের প্রধান আপত্তি শিবোক্তি বলিয়া তন্ত্রই গ্রাহ্য, বেদাদি কাজে না হইলেও মুখে অগ্রাহ্য। এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।—তন্ত্র নামক আগম শাস্ত্র শিবোক্ত। তন্ত্রমতে আগম শাস্ত্রের প্রভাব কলির জন্য, ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা শিষ্টগ্রাহ্য হয় নাই। প্রথমতঃ শ্রুতি স্মৃতিতে যুগভেদে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ বিভেদ আছে। কিন্তু কলিতে আগমের প্রভাব বিধেয় বলিয়া কোন শাসন বাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ আগমের শাসনে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের বাধা হইতে পারে না। বরং শ্রুত্যনুসারী আগমোক্ত বিধান অনেক তান্ত্রিকগণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ এখনও গৃহকর্ম্মাদি ও বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যাদি বেদমতে হইয়া থাকে, তন্ত্রমতে হয় না। বেদবেদান্তে কিছু হইতে পারে না, ইহা হইলে উপনয়নাদি সংস্কার এবং কাশী, নারায়ণাশ্রম ও কেদার তীর্থাদি হইতে দণ্ডী ও পরমহংসদিগকে অকর্ম্মকারী বলিয়া নিরস্ত করিতে হয়। চতুর্থ তন্ত্রের প্রসার গৌড়দেশে ও তদ্দেশীয়দিগের নিকটেই বিস্তৃত। প্রদেশান্তরে উহার শাসন বাক্যগুলি তত প্রচারিত হয় নাই।

যষ্ঠতঃ তন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে অনেক বিচক্ষণ আগমী তন্ত্রকে বেদ হইতে উৎপাদিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন কেন? স্পষ্টই দেখা যায় যে, অথর্ব্ববেদের অভিচার ক্রিয়া তন্ত্রে বর্ত্তমান। সাংখ্য শাস্ত্রের প্রকৃতি পুরুষ বিবেক তন্ত্রের অবয়ব। বেদান্তের তত্ত্বমস্যাদি সোঽহং ভাব তন্ত্রের অন্তরে বসিয়াছে, যোগশাস্ত্রের যোগসাধন তন্ত্রের অস্থিগত, বেদের প্রণব ব্যতীত তন্ত্রের বীজমন্ত্র সম্পূর্ণ হয় না।

যষ্ঠতঃ অনেক তান্ত্রিক তন্ত্রের স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বলিয়া থাকেন, বেদ ভিন্ন যে মুক্তির উপায় নাই, ইহা কোন শাস্ত্রে নাই। আমরা বলি তাদৃশ তান্ত্রিক তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। "মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।" তত্ত্বজ্ঞানে ঔপনিষদ জ্ঞান প্রয়োজন। কর্ম্ম ও ভক্তি মুক্তির দূরতর কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ জ্ঞান। জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ। তাহা জন্য নহে, জ্ঞান নিত্য, মোক্ষও নিত্য, অতএব এক। বেদান্ত বিজ্ঞানে তাহা প্রকাশিত হয়। এই জন্য বলিয়াছেন "নাবেদবিন্মনুতে তং" "বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি"

শ্রুতিঃ

বেদ বিরুদ্ধাচার সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য ইহাও শিবোক্ত। সুতরাং দূরদর্শি বিজ্ঞগণ শিবোক্তি প্রতিপালন করিতে বেদানুসারে করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা অনেক দূর আসিয়াছি। বস্তুতঃ গায়ত্রী ত্রিবর্গ সাধিকা, মোক্ষদায়িকা নহে, ইহা বেদ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। গায়ত্রীর চতুর্ব্বর্গ প্রদানের ক্ষমতা না থাকিলে কাহারও নাই। গায়ত্রী কেবল ত্রিবর্গসাধিকা, ইহা নব্যকের রচন।

উপসংহারে এই বলিতেছি যে, আমাদের কথায় অনেক তন্ত্রভক্ত ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। অনেক তান্ত্রিকগণ কেবল মুখে না বলিয়া বেদবিরুদ্ধ বাদ লিখিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদ বিরুদ্ধ বাদ প্রচারদ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে যাওয়া একান্ত অসঙ্গত এবং উহা পাষণ্ডতা ভিন্ন কিছুই নহে। তন্ত্র সাধনে সাধনা কর, যদি সাধক হইতে পার, তবে লোকে অনুকরণ করিবে; নচেৎ বিবাদে বদ্ধকটি হইলে কখনই তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে না। বেদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে তন্ত্রের সত্তা থাকিবে কি না সন্দেহ। চার্ব্বাকাদির মত একান্ত হেয় হইতে হইবে। তান্ত্রিকগণ সতত সন্দিগ্ধ। বেদও ছাড়িতে পারেন না, তন্ত্রও ছাড়িতে চাহেন না; সংশয়াত্মার উদ্ধার নাই। এই নিমিত্ত ভগবান বলিয়াছেন,—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। আপদ্ সময়ে এরূপ বিবাদের পথ নির্দ্ধারণে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। সাবধানে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করা উচিত। বেদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমরা প্রতিবচন প্রদান করিবই করিব, না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, এরূপ আমাদের বিশ্বাস। আমরা নামাদি নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণ ভাবে দুই একটী কথা বলিলাম। সবিনয়ে বলিতেছি, তন্ত্রের সাধনা প্রচার করিতে হয় করুন, কিন্তু বেদের বিরুদ্ধে না বলিয়া অনুকূলে যেন মতি থাকে।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

বিবেক।

প্রাণি-গণ যখন যথাযোগ্য সৌর তাপ লাভ করিতে পায়, তখন ভাস্কর মূর্ত্তি ভগবানের গৌরব বুঝিতে পারে না, "প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ" এই সূর্য্যদেবই জগতের প্রাণরূপে উদিত হইয়া থাকেন" এই মহামান্য বেদবাক্যের সমাদর বিস্মৃত হয়। কিন্তু শীতের তাণ্ডবে যখন রুধিররাশি ঘনীভূত হইতে থাকে, উহার প্রবাহ স্থগিত প্রায় হইয়া উঠে, হৃৎপিণ্ডাদি সর্ব্ব যন্ত্রের ক্রিয়া শক্তি ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়, তখন অংশুমালীকে দেখিতে পাইলে প্রাণের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেষ্টার অপেক্ষা হয় না। আবার খরতর নিদাঘ তাপে পরিপীড়িত না হইলেও জলের সম্মান শিক্ষা করা হয় না, "পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ" ইত্যাদি বচনের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না, জলের "জীবন" নামের সূত্র পাওয়া যায় না। জীবনে প্রকৃত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কখনও অন্ন ভোজন না করিলে অন্নের মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয় না, "লক্ষ্মীত্বং ধান্যরূপেণ আগতাসি মমালয়ে" "জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা" এই সকল ধান্যস্তুতিও প্রলাপের ন্যায় পরিগণিত হয়, শীতকাল না হইলে শীতারি বস্ত্রের সহিত প্রণয় থাকে না, অভাব বোধ না থাকিলেও অর্থের গৌরব অনুভূত হয় না, বিপন্ন না হইলেও সুহৃন্মিত্রের মহত্ত্ব জানা যায় না। এইরূপ যাহার অভাবে যখন প্রাণের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এবং সদ্ভাবে সর্ব্বপ্রাণ প্রকৃতিস্থ হয়, তখনই তাহার প্রকৃত শক্তি, প্রকৃত সম্পর্কের গুরুত্ব পরিচিত হয়। আর যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ কোন বস্তুরই প্রকৃত গুণ অবগত হওয়া যায় না। ইহা প্রাণি-রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। প্রাণি-গণ সকল বিষয়েই এই নিয়মে সম্মানাদর ও

ভালবাসার শিক্ষা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে, ঐরূপে বস্তুর গৌরব বুঝিতে পারিয়া যাঁহারা চিরদিনের মত তাহা স্মরণ রাখিতে পারেন, সর্ব্বদা তাহার সমান আদর গৌরব, সমান পরিচর্য্যা, সমান পরিসেবা করেন, তাঁহারা আর কখনো বিপদে পতিত হয়েন না, তাঁহারাই প্রকৃত কৃতজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারাই জগতের পূজনীয় পাত্র। আর যাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইয়া যান, তাঁহারা বারম্বার সেই সকল বিষয়ে অভাবাপন্ন হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতঘ্ন ও দুঃখভাগী পুরুষ।

শাস্ত্রের মুখে একটি বস্তুর, আমরা, বড় সুখ্যাতি, বড় মহিমা শুনিতে পাই, পৃথিবীর মহাপূজার্হ মহাত্মগণের নিকটেও উহার অতীব আদর গৌরব দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাহার আদর করিতে শিখিলাম না। অনেকবার অনেকরূপ অভাবে পড়িয়াও তাহার গৌরব বুঝিতে পারিলাম না। কখন কখনো কিছু কিছু বুঝিয়াও তাহা মনে রাখিতে পারিলাম না। এজন্য আমরাই জগতের অতুল দুঃখ ভাজন, ঘৃণিত প্রাণী, আমরাই প্রকৃত কৃতঘ্ন পুরুষ।

ঐ বস্তুটির নাম "বিবেক"। যাবৎ হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বিবেকের প্রশংসার সীমা সংখ্যা নাই, উহার আদর গৌরবের ইয়ত্তা নাই। কোন শাস্ত্রে ইহাকে প্রকৃত নয়ন বলিয়া আদর করিয়াছেন, এবং বিবেক বিহীনকে অন্ধ বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন, যেমন—"সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্। যস্য নাস্তি সএবান্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ!॥" আবার কোনস্থানে বিবেকের অভাবকে সর্ব্বদুঃখের হেতু বলিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন—"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং!॥" কোন থানে ইহার অভাবকে ভববন্ধনেরও রজ্জুরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেমন—"তদবোগোপ্যবিবেকায় সমানত্বং"। কোনখানে একমাত্র বিবেককেই সর্ব্বদুঃখ সন্তরণের অক্ষয় তরণি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যেমন—"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ"। আবার কোন থানে ইহাকে "বিচার" নাম দান করিয়া সেই পরম পদ সন্দর্শনের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যেমন—"দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্। বিচারাতীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং"।

এইরূপে কতজনে কতভাবে বিবেকের গৌরব করিয়াছেন, ইহা আমরা অবগত আছি। আবার প্রত্যেক মনীষী লোকের নিকটেই বিবেকের অপরিসীম সমাদর প্রত্যক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি আমরা ইহার সম্মান জানিলাম না! এতদ্ব্যতীত, নিজ নিজেও অসংখ্য সময়ে বিবেকের শরণাপন্ন হইয়া অসংখ্য যন্ত্রণা, অসংখ্য বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি এবং পাইতেছি। তথাপি ইহার আদর বুঝিতে পারিলাম না। বিবেক আপনা হইতে আসিয়া, অলক্ষিত ভাবে, আমাদের দুঃখ মোচন করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ স্মৃতিপথ অতিক্রমণ করিয়া লুক্কায়িত হয়েন, তাই বলি আমরাই প্রকৃত কৃতঘ্ন প্রাণী, আমরা এই জগতের প্রকৃত ঘৃণার পাত্র।

বাস্তবিক, এ সংসারে বিবেকই একমাত্র অনাথের নাথ, বলহীনের বল এবং দরিদ্রের ধন। বিবেক সর্ব্বদুঃখের অশনি, বিবেক অগতির গতি, বিবেক অন্ধের যষ্টি, বিবেক পুত্র শোকীর পুত্র, বিবেক নিষ্পিতৃকের পিতা, বিবেক পীড়া যন্ত্রণার মহৌষধ, বিবেক ঈর্ষ্যা দম্ভাদি আধিসমূহের ভস্মাবশেষক অগ্নি, অধিক কি, একমাত্র বিবেকই মানুষের সর্ব্বাপদ্ধর্ত্তারিণী তরণি। ত্রিলোকের সমস্ত সহায় সম্পদ্ এক দিকে, আর এক মাত্র বিবেক এক দিকে, তথাপি তাহার তুলনা হইতে পারে না। এক বিবেক যাহা করিতে পারেন, ত্রিলোকীর যাবৎ সহায় একীভূত হইয়াও তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপকারদানে সমর্থ নহেন। আবার এরূপ শত সহস্র ঘটনা আছে যেখানে একমাত্র বিবেক ব্যতীত আর কেহই তাহার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন না। কিন্তু বিবেকের অনধিকৃত স্থান ত্রিলোকের মধ্যে নাই। বিবেক সকল কালে, সকল অবস্থায়, সমানভাবে একাকীই সর্ব্বদুঃখ, সর্ব্বাভাব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন।

অবশ্যই, এ বিবেক এখনকার অভিমত বিবেক নহে, কিম্বা এখনকার পরিচিত সহজজ্ঞান, বা আত্মপ্রত্যয় ও নহে। এ বিবেক সত্য জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। প্রত্যক্ষাদিবিচার-সিদ্ধ বেদান্তভিমত যথার্থ জ্ঞানই বিবেক। বিবেক ভ্রান্তি জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান। সংশয় প্রমাদাদির লেশ মাত্র সম্পর্ক থাকিলেও তাহা বিবেকের মধ্যে পরিগণিত নহে। যে বস্তু বাস্তবিক যেরূপ তাহাকে সেই রূপ ধারণা করার নামই বিবেক, আর সেই ধারণা স্থির করিবার নিমিত্ত যে নানাবিধ চিন্তা করিতে হয়, তাহার নাম বিচার। বাস্তবিক ইহাও ঐ বিবেকেরই অপরিপক্ক অবস্থা মাত্র, এনিমিত্ত এই বিচারকেও অনেক স্থলে বিবেক বলিয়াই ব্যবহার করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে বিচার নামেই উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, যাহাতে এক বস্তু অন্য বস্তু বা বিপরীতরূপে উদ্ভাসিত হয়, তাহার নাম ভ্রান্তি। ভ্রান্তির অন্য নাম "বিপর্য্যয়" "মিথ্যা জ্ঞান" ইত্যাদি। ইহার বিপরীত সত্য জ্ঞানই বিবেক।

বিবেক জ্ঞান, অভিনব আত্মপ্রত্যয় বা সহজ জ্ঞানাদির ন্যায় ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে না, বিপরীতরূপও হইতে পারে না। বিবেক আপনার অবস্থাদি ভেদে নানাবিধ হইলেও অবিরোধী ভাবে সকলকে সংস্পর্শ করিয়া থাকে। দুই একটি দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেই কথাটি হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে কর, নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক। এখানে অভিনব আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞান, অথবা বিবেক, আর শাস্ত্রাভিমত বিবেক এই দুইকেই উপস্থিত করা যাউক। উপরি উক্ত স্থলে অভিনব বিবেক বা সহজ জ্ঞান পরস্পরে বিরুদ্ধ হইয়া এক এক জনের হৃদয়ে এক একরূপে স্ফুরিত হইতেছেন। কাহারো বিবেক বলিতেছেন যে, গোগর্দ্দভাদির যখন স্থিরতর দাম্পত্য সম্বন্ধ নাই, তখন মানুষেরও তাহা থাকা উচিত নহে, অতএব গর্ভধারণ সময় উপস্থিত হইলে যথেচ্ছায় যে কোন পুরুষের দ্বারা জনন ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। আর ঋতু সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে যখন কোন প্রাণীরই ইন্দ্রিয় লীলা দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন মানবের অন্য সময়ে উহা

কর্ত্তব্য নহে। আবার কাহারো বিবেক বলিতেছেন যে, ক্ষুধা কালে আহার এবং পিপাসায় পান না করিলে যখন শরীরের অনিষ্ট হয়, তখন ইচ্ছা সত্ত্বে ইন্দ্রিয় লীলা না করিলেও বিশেষ হানি হইবে, অতএব যখন ইচ্ছা, তখনই যে কোন স্ত্রীপুরুষে সম্পর্ক হওয়া উচিত। এই বিবেক প্রথম বিবেকের বিপরীত হইল। আবার বানরাদির দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাহারো বিবেক বলিতেছেন যে, স্বামী যতদিন জীবিত থাকে, কিম্বা কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এক স্বামীর সহিতই সম্পর্ক রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে, অথবা কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদাদি হইলে তৎক্ষণাৎ অন্যপুরুষ নেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিবেক আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিবেকের বিরোধী। ইহাই বোধ হয় অভিনব বিবেক, অথবা আত্মপ্রত্যয় ও সহজ জ্ঞান। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিবেকের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রীয় বিবেক ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। উহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের হৃদয়ে বিরুদ্ধ বা ভিন্নভাবে উদিত হয় না। উহা সকলের আত্মাতেই সমানভাবে উপস্থিত হয়। উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রীয় বিবেক, দৃষ্টান্ত স্থানের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া প্রথমে স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রবেশ করিবেন। তৎপর ঐ ক্রিয়া সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ ইষ্টানিষ্ট ঘটে কি না, তাহাও দেখিবেন। তৎপর ঐ ক্রিয়া-প্রবৃত্তির মূল কারণ অন্বেষণ করিবেন। অনন্তর উহার সময় ও পাত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই চারিটি বিষয় শাস্ত্রীয় বিবেকের অধিকৃত স্থল।

ইহার কোন্‌টির সমালোচনে কিরূপ সার নিষ্কাসিত হইবে, তাহাও বলা যাইতেছে।

(স্ত্রী পুরুষ সম্মীলনের উদ্দেশ্য।)

প্রাচীন বিবেক, স্ত্রীপুরুষ সম্মীলনে, মানব পশ্বাদির প্রত্যক্ষ সুখ ফল দেখিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, এবং সেই কারণে সুখানুভব বা আমোদ প্রমোদকেই উহার ফল বলিয়া বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ইনি উহার উদ্দেশ্যান্বেষণে পৃথিবীর যাবৎস্থান পরিভ্রমণ করিবেন, যে যে বস্তুর মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন সম্ভবে, তাহার সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তৎপর ইহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবেন। বিবেক বলেন যে, যে ক্রিয়া জগদম্বার নিয়মানুসারে সকলের মধ্যেই সমান, তাহার উদ্দেশ্যাদিও ঠিক সমানই হইবে। উহা এক এক জাতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন এক এক রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন, জগতের একটি সার্ব্বভৌম ঘটনা। উহা কেবল মানব পশ্বাদির মধ্যেই আছে, এমত নহে। জড়রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী পর্য্যন্ত উহার অধিকার। অতএব কেবল মনুষ্য পশ্বাদির সুখ প্রমোদ ফল দেখিয়া তাহাকেই স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের ফল বা উদ্দেশ্যরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুখ প্রমোদ ফল সার্ব্বভৌম নহে। যেখানে সুখামোদের লেশ মাত্র সত্তা অনুমিত হইতে পারে না, সেখানেও স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন আছে। অতএব উহার এমন কোন উদ্দেশ্য থাকিবে, যাহা যাবৎ স্ত্রী-পুরুষ সম্মীলন ঘটনাতেই সমুপযুক্ত হয়। কুসুমাদি পর্য্যবেক্ষ উদ্ভিজ্জের মধ্যেও, মনুষ্যাদির ন্যায় স্ত্রীপুং যন্ত্রের সম্মীল দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সুখ দুঃখের অনুভব বা অভিলাষাদি নাই, সুতরা সুখ প্রমোদাদি উহাদের স্ত্রীপুং সম্মীলনের ফল হইতে পা না। অতএব চলন্তপ্রাণী সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারা যায় না এখন অন্য উদ্দেশ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। যাহা চল, অচ সকল প্রাণী সম্বন্ধেই সমভাবে সন্নিহিত হয়, এরূপ কোন ফ বা উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইবে।

উদ্ভিজ্জাদির স্ত্রী পুং সম্মীলনে দুটি মাত্র মুখ্যফল পরিলক্ষি হয়। একটি, সন্তানোৎপত্তি, দ্বিতীয়টি, আত্ম-সম্পূর্ত্তি, অর্থা আধ্যাত্মিক পরিপুষ্ট হওয়া। এই দুয়ের মধ্যে, প্রথমটি সকল কার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি, মনীষি-গণের অনুভব ও অনুমানসিদ্ধ। আত্মবান্ পুরুষগণ নিজদেহে উহার উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারাই অন্যব্যক্তি ও অন্য জাতির মধ্যে উহার অনুমান করিতে পারেন। স্ত্রী পুং জাতীয় তড়িৎ শক্তি এবং চুম্বক শক্ত্যাদির সম্মীলন ফল দেখিয়াও এই অনুমানের প্রতিপোষণ করেন। পৃথিবীর কোন স্থানেই উক্ত ফলদ্বয়ের অভাব দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য হইতে তির্য্যক্ এবং উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্ত্রী পুং সম্মীলনের উক্ত ফলদ্বয় প্রত্যক্ষ হই তেছে। অতএব সৃষ্টি বা সন্তানোৎপত্তি আর আত্মসম্পূর্ত্তিই স্ত্রী পুং সম্মীলনের ঈশ্বরাভিমত উদ্দেশ্য হইবে। কিন্তু সুখ বা আমোদ প্রমোদ নহে, কি মানব, কি পশু, কি পতঙ্গ, কাহারই নহে। সকলেরই উক্ত ফল দ্বয় মাত্র, স্ত্রী পুং সম্পর্কে, ঈশ্বরাভিমত ফল। মনুষ্যগণ, পশু হইতে উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত ঈশ্বর-রাজ্যের বিপরীত, অসময়ে যে স্ত্রী পুং সম্পর্ক করে, তাহাতে উক্ত উভয় ফলই দৃষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু তাহা ঐ উদ্দেশ্যের বাধক দৃষ্টান্ত নহে, প্রত্যুত, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অসাময়িক স্ত্রী সম্পর্ক যখন জগদম্বার উদ্দেশ্যের বিপরীত, তখন উহা করা অতীব অকর্ত্তব্য। বিবেক ইহাই শিক্ষা দেয়। মনুষ্য পশু প্রভৃতি প্রাণীরা উক্ত ঘটনায় সুখ প্রমোদ ফল পায় বলিয়া উহাকেও ক্রিয়ার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারে, এবং সেই জন্যই ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতেও পারে। কিন্তু তাহা যখন সার্ব্বভৌম নহে, তখন মানুষ গোরুর উদ্দেশ্য হইলেও উহা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের মধ্যে কদাচ সম্ভব পর নহে। তবে যে, জগদম্বা, চেতন প্রাণীর মধ্যে, উহাতে সুখামোদের সংস্রব করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় জীবের তাদৃশ ক্রিয়ায় প্রবৃত্তির নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ সুখফল না পাইলে, মনীষিগণ ব্যতীত আর কেহই বোধ হয় উহাতে প্রবৃত্ত হইত না। এ সংসারে নিজের কোনরূপ সুখ না বুঝিলে, কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে, লক্ষের মধ্যে, একজনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। পশ্বাদি প্রাণীর পক্ষে তো একবারেই উহা অসম্ভব। এজন্যই ভগবান্ উহাতে সুখামোদের মিশ্রণ করিয়া দিয়া থাকিবেন। ঘৃণাদি বিস্মৃত হওয়া ও উহার কারণ হইতে পারে। অতএব সুখামোদ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য শুভ সন্তানোৎপত্তি আর আত্ম-সম্পূর্ত্তি। ইহাই প্রাচীন বিবেকের সিদ্ধান্তিত ফল।

(স্ত্রী পুং সম্পর্কের সহলব্ধ ইষ্টানিষ্ট)

অতঃপর, স্ত্রী পুং সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক সহলব্ধ ইষ্টানিষ্ট ফল বিবেকের অধিকৃত বিষয়। কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইলে, সেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনরূপ অবশ্যম্ভাবী হিতাহিত আছে কিনা, উহা আয়ত্ত করার চেষ্টা করা বিবেকের স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া। উদ্দেশ্যের নির্ণয় করিয়া বিবেক আর একটু বিস্তৃত হইলে, উক্ত বিষয় ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে চায় না। উক্ত বিষয়ে বিবেকের এইরূপ বিতর্ক হইতে থাকে।—

১ম। সংসারে অনেক বলিষ্ঠ মাতা পিতা হইতে দুর্ব্বল সন্ততি দেখিতে পাওয়া যায়, আবার দুর্ব্বল পিতা মাতা হইতেও অনেক সময়ে বলবান্ সন্তান প্রসূত হয়। এইরূপ, নীরোগ পিতা মাতা হইতে কখনো চিররোগী, জন্মান্ধ, জন্ম বধিরাদি সন্তান, আবার অন্ধ বধিরাদি হইতে নিষ্কলঙ্ক সন্তান এবং নির্ব্বোধ, মূর্খ অধার্ম্মিকাদি হইতে সুবোধ, সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিকাদি সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়া থাকে। আবার কখনও ভাল হইতে ভাল এবং মন্দ হইতে মন্দ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। তবেই জানা গেল যে সন্তানের ভাল মন্দ সমস্তই, সময়, এবং পরস্পর সম্পর্ককালে পিতা মাতার শরীর, মন, এবং আধ্যাত্মিক সম্মীলনের অবস্থাদি ঘটিত। সুতরাং ইহা সেই মূল উদ্দেশ্যের অবশ্যম্ভাবী সহলব্ধফল। সৎসময়ে, সদবস্থায়, সদ্ভাবে, ওমনস্কতায় এবং সুসমঞ্জস রূপে আত্মদ্বয়ের সম্মীলিতাবস্থায় স্ত্রী পুং সম্মীলন হইলে সদ্‌গুণযুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়, আর অসৎসময়ে, অসদবস্থায়, অসদ্ভাবে দুর্ম্মনস্কতায় এবং আত্ম সম্মীলনের অসামঞ্জস্যাবস্থায় স্ত্রী পুং সম্মীলনে দোষযুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়।

২য়। কোন স্থলে যৌবনাবস্থার সূচনা হইতে দম্পতির উভয়কেই ওজস্বী, তেজস্বী, এবং শ্রী লাবণ্যাদি ভূষিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে উহার একতর অকর্ম্মণ্য হইয়া কালকবলিত হয়। অত্যধিক পরিমাণে এবং অসাময়িক সম্পর্কেও ঐরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আবার কেবল ঋতুকালে যথাসময়ে সম্পর্কে উহার বিপরীত ফল লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব জানা গেল যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণের তেজের ক্ষয়, রোগ, তাপ, যন্ত্রণা এবং আরোগ্যাদি লাভও স্ত্রী পুং সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহলব্ধ ফল। ইত্যাদি বিষয় প্রকৃত স্থলীয় বিবেকের দ্বিতীয় সোপানের দ্রষ্টব্য বস্তু। এখন ইহার তৃতীয় স্থান চিন্তা করা যাউক।

(স্ত্রী পুং সম্পর্কের মূলপ্রবর্ত্তক কারণ বিবেক।)

উদ্দেশ্য এবং তাহার সহলব্ধ ইষ্টানিষ্ট ফল চিন্তা করিয়া বিবেক আর একটু বিস্তৃত হইতে পারিলে, কোন্ মূল কারণ হইতে সর্ব্ব জীবের মধ্যে এই ঘটনার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা চিন্তা বিতর্ক না করিয়া থাকিতে পারেন না। কারণ ইহাই পূর্ব্ব সোপানের উদ্ধতন সোপান।

মনুষ্য পশ্বাদিরা সুখামোদ স্পৃহায় স্ত্রী পুং সম্পর্কে প্রবৃত্ত হইলেও এই স্পৃহাকেই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ উদ্ভিজ্জাদি অচেতন প্রাণী এবং মহাত্মগণের মধ্যে উহার স্পৃহা নাই। কিন্তু প্রসঙ্গিত ক্রিয়া সকলের মধ্যেই আছে, অতএব ঐরূপ মূল কারণ সার্ব্বভৌম হইতে বাধিত হইল। উহার মূল প্রবর্ত্তক কারণ এমন কিছু হওয়া চাই, যাহা কোনরূপ জীবরাজ্যেই ব্যাহত হইবে না। তাহা বোধ হয় পুংস্বশক্তি আর স্ত্রীত্বশক্তির আত্মলাভের স্পৃহা। জড় পদার্থের শক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে, পরস্পরে বিরুদ্ধ এক শক্তিই অপর শক্তির জীবন রূপে অবস্থিতি করে। অপর একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া, তাহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন শক্তিই আত্মলাভ কিম্বা কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। এই ঘটনায়, সর্ব্বদাই শক্তিরাজ্যে পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমন কি, মনে হয় যেন, এক শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই অপর শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবর্ত্তী থাকা। চুম্বক শক্তির পর্য্যালোচনায় মনে হয় যে, যদি সমাকর্ষক চুম্বক শক্তি না থাকিত, তবে বিপ্রকর্ষক চুম্বক শক্তিও এ পৃথিবীতে লক্ষিত হইত না। আবার বিপ্রকর্ষক না থাকিলেও, বোধ হয়, সমাকর্ষক চুম্বক শক্তির চিহ্ন পাওয়া যাইত না। এইরূপ, সংযোজক তড়িৎ শক্তির অসদ্ভাব থাকিলেও বোধ হয়, জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও সংযোজক তড়িৎ পাওয়া যাইত না। দেহের দক্ষিণাঙ্গের শক্তি নষ্ট হইলে বামাঙ্গের শক্তি বিনষ্ট হয়, আবার বামাঙ্গের শক্তি বিনষ্ট হইলেও দক্ষিণাঙ্গের সর্ব্বশক্তি অন্তর্হিত হয়। শক্তি জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্বও এক একটী শক্তি। যাহার দ্বারা স্ত্রীদেহ স্ত্রীআকারে গঠিত এবং পুংদেহ পুরুষাকারে গঠিত হইতেছে, তাহাই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব, তাহাই এক একটি শক্তি বিশেষ। তবে অবশ্যই, উহা তড়িৎ বা চুম্বকাদি শক্তির ন্যায় স্থূল শক্তি নহে, কিন্তু সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতম বস্তু এবং নিতান্ত অবিপশ্চিতের এককালেই অনভিজ্ঞের বিষয়। বাস্তবিক ঐ তাড়িদাদি শক্তিও স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব শক্তিরই স্থূলতম রূপান্তর মাত্র। সংসারে যত প্রকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমস্তই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব। ঐ দুইটি শক্তিই পরস্পরের পরাভিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের চেষ্টায় পরস্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়া নানা স্থানে নানাভাবে বিকসিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তবে এখানে নাকি আমাদের জীব জগতের স্ত্রীত্ব পুরুষত্বই বিতর্কিতব্য বিষয়, এনিমিত্ত, জড়রাজ্য উপেক্ষা করিয়া তাহারই চিন্তা করা যাইতেছে। উক্ত স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরস্পরের আলম্বনে চেষ্টা করিতেছে। তদ্দ্বারা উভয়েরই তেজও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই প্রকৃত মিলনকাল হইতে দম্পতিকে একীভূত করে। লৌহ খণ্ডদ্বয়ে পরিব্যাপিত বিরুদ্ধ চুম্বক শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সংমীলনের ইচ্ছায় আলম্বিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গ করিয়া সম্মীলিত হয়। অথবা পরমাণুদ্বয়ে উত্তেজিত শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের একতা ইচ্ছায় আশ্রিত পরমাণুদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া একত্রিত

হয়, স্ত্রীপুরুষে উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব শক্তিও সেইরূপ, নিজ-নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্রিত হয়। তদ্দ্বারা আনুভাবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনদ্বয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, কার্য্যতায়, মনোদ্বয়ের একতা ঘটিলেও, উভয়ের মনের আশ্রয় স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব শক্তির একতাই প্রকৃত ঘটনা। এইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের বুদ্ধির আশ্রয় স্বরূপ স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব শক্তি উভয়ের বুদ্ধি বৃত্তি লইয়া পরস্পরে একত্রিত হয়। এস্থলেও দৃশ্যতায় বুদ্ধিদ্বয়ের একতা প্রতীয়মান হইলেও বুদ্ধিদ্বয়ের আলম্বন স্ত্রীত্ব পুরুষত্বের সম্মীলনই বাস্তবিক ঘটনা। এইরূপেই সময় বিশেষে স্ত্রী পুরুষের দেহাশ্রিত স্ত্রী, পুংশক্তিদ্বয় পরস্পরের সম্মীলনের ইচ্ছায় উত্তেজিত হইয়া আলম্বিত শরীরদ্বয়ের সহিত পরস্পরে একীভূত হয়। এখানেও দেহের একতা স্থূল দৃশ্য ফল হইলেও শক্তিদ্বয়ের একতাই বাস্তবিক ঘটনা। এই প্রকারে স্ত্রীত্ব, পুরুষত্বের সম্মীলন ব্যাপারেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ, দশইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং সময় বিশেষে দেহের একতা সম্পাদিত হয়। এইরূপ একতারদ্বারা উভয় শক্তির মধ্যে একটী সুসমঞ্জসতা ঘটিয়া শক্তির পূর্ণতা গঠিত হয়, এবং উভয় আত্মা এক হইয়া আত্মার পূর্ণতা, উভয় প্রাণ এক হইয়া প্রাণের পূর্ণতা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তির একতা হইয়া সকলের পূর্ণতা ফল নিষ্পন্ন হয়। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির এরূপ সম্মীলন চেষ্টার স্বভাবই স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের প্রবর্ত্তক মূল কারণ। প্রথমে, এই কারণ হইতেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অন্তঃকরণ, আপনা আপনার মধ্যে আপনা আপনার পরিচালক, সম্মীলনের প্রবৃত্তি রূপ সূক্ষ্মভাব উপলব্ধি করে। তৎপর পরিণাম ঘটনায় সুখানুভবের স্মরণ হইয়া উক্ত প্রবৃত্তিকে পরিপোষণ করে। তদ্দ্বারায় উপযুক্ত চেষ্টা হইয়া দৈহিক সম্মীলন ঘটে। অমনস্বী লোকেরা এই রহস্যের ভেদ করিতে না পারিয়া আপন সুখস্পৃহাকে ঘটনার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করে। উদ্ভিজ্জাদি অজ্ঞ প্রাণীর মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটে না। তাহাদের সুখানুভব নাই, তাহার স্মরণ ও নাই, সুতরাং অজ্ঞভাবেই স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব শক্তির দ্বারায় পরিচালিত হইয়া উভয়ের জড় পদার্থের সম্মীলন ঘটে। অতএব জানা গেল যে, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব শক্তির স্বভাবজাত পরস্পর সম্মীলন চেষ্টাই স্ত্রী, পুরুষ সম্পর্কের আদি প্রয়োজক, কিন্তু সুখস্পৃহাদি নহে।

এই হইল বিবেকের তৃতীয় সোপান রচনা। চতুর্থ সোপান বিবেকের সিদ্ধান্ত স্বরূপ। বিবেক যতক্ষণ উপরি উক্ত সোপানত্রয় অধিকার করিয়া থাকেন, ততক্ষণ বিচার নামে অভিহিত হয়েন। আর যখন চতুর্থ সোপানে উত্থিত হয়েন, তখন বিচার সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিবেক নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিচার বিতর্কের দ্বারায় সিদ্ধান্তের নিশ্চয় হইয়া গেলে ঐ সংস্কার যখন স্থায়ী ভাব গ্রহণ করে, ঐ সিদ্ধান্ত যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, আর বিচার বিতর্কাদির অপেক্ষা করে না। তখনই প্রকৃত বিবেক বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব বিবেকের চতুর্থ অবস্থাটি পূর্ব্বতন অবস্থাত্রয়ের দ্বারায় রচিত ফলস্বরূপ মাত্র। উহা পূর্ব্বতন এক একটীর ন্যায় পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। সুতরাং তাহার কোন বর্ণনাও হইতে পারে না। বিবেক বিচার অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিবেক অবস্থায় কি প্রকারে আইসে তাহা প্রকাশ করিলেই বিবেকের চতুর্থ অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

(স্ত্রী পুং সম্পর্কের সিদ্ধান্ত বিবেক)

বিবেক বিচার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, প্রকৃত স্থলে, এই মা কএকটির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ১ম। ঋতুসময় ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য। (২) যাহাদের সন্তান সম্ভাবনা কোন কারণে বিনষ্ট হইয়াছে, ঋতু হইলে সেই স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৩) জাতি ও প্রকৃতির পরস্পর অনুকূলতা না থাকিলে অর্থাৎ এক জাতি ও এক প্রকৃতি না হইলে, ঋতুকালেও, স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৪) চিরাভ্যাস বশাৎ আত্মা, মন প্রাণাদির একতাপন্ন দম্পতি ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৫) যে স্ত্রীতে অন্য পুরুষে প্রকৃতি সংক্রান্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিধবা বা অন্যোঢ়া সধবা তাহাতে সঙ্গত হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৬) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও আত্মার অবিশদ অবস্থায় স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৭) গ্রহ নক্ষত্রাদি ঘটিত অনুকূল সময় ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৮) এক এক ঋতুতে এক এক বার ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৯) শুভ সন্তানোৎপাদনের দ্বারা ঈশ্বরের শুভ উদ্দেশ্য সাধন করার কামনা ব্যতীত সুখামোদাদির অভিলাষে স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। এই নয়টিই স্ত্রী পুং সম্পর্ক বিষয়ে বিবেকজাত নিশ্চয়। এখন বিবাহ বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও ইহা হইতেই নিষ্কাসিত করিতে হইবে। যেরূপ বিবাহে উক্ত নববিধ বিবেক সিদ্ধান্তের কোন বাধা উপস্থিত না হয়, এইরূপ বিবাহই মনুষ্যজাতির কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এইরূপ জানা গেল যে, অন্যের অনূঢ়া, সর্ব্বথা অনুকূল প্রকৃতি সম্পন্না, কন্যকা বস্থাপন্না, সজাতীয়া বালিকা বিবাহ করিতে হইবে, ইহাই জগদম্বার শুভাবহ ইচ্ছা। আর ইহার বিপরীত মতের বিবাহ তাঁহার শুভ ইচ্ছার বিপরীত।

এই সকল সিদ্ধান্তের সংস্কার যখন হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হয় এবং ইহার প্রতিকূলতায় কখনো কোন প্রবৃত্তি হইলে যথা দণ্ডধারী পুরুষের ন্যায় হৃদয়কে আপনার আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করে। তখনই দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে প্রকৃত বিবেক আয়ত্ত লাভ করিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা না হয়, ততক্ষণ বিবেকের অন্বেষণ করা আবশ্যক। ইহাই দাম্পত্য সম্পর্কে বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিবেক।

এই শাস্ত্রীয় বিবেক প্রতি পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বা বিরুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয় না। নিতান্ত জড়চেতা লোকেরও ইহার সেবা করিতে অধিকার নাই। যাঁহারা প্রকৃত মনস্বী মানব বলিয়া গণিত হইতে পারেন, তাঁহারাই শাস্ত্রীয় বিবেকের প্রকৃত সেবক। তাঁহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এই বিবেক একই রূপে, একই প্রণালীতে, একই পারম্পর্য্যে আবির্ভূত

ও বিস্তৃত হইয়া একইরূপ সিদ্ধান্ত করিবে। ঐরূপ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যও সকলেরই হইবে, সহলব্ধ ইষ্টানিষ্টের বিচারও সকলেরই হইবে, মূল কারণের চিন্তাও সকলেরই হইবে, সুতরাং নিষ্কাসিত সিদ্ধান্ত ও একরূপই হইবে, কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিবে না। তবেই দেখ, আমাদের শাস্ত্রীয় বিবেক, আর অভিনব বিবেক কত বিভিন্ন বস্তু। সংসারের যাবৎ বিষয়ই এইরূপ বিবেকের অধিকৃত ক্ষেত্র। প্রত্যেক বিষয়েই এক একরূপ শাস্ত্রীয় বিবেক আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে, পিতার ন্যায় পুত্রকে, সখার ন্যায় সখাকে, স্বামীর ন্যায় ভৃত্যকে, সর্ব্বাপদ্ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিয়া থাকে।

(বিবেকের ক্রিয়া ও অবস্থা)

প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে, প্রবল কাম-নিপীড়িত হইয়া মানব অযোগ্য ইন্দ্রিয় লীলায় প্রবৃত্তোন্মুখ হইলে একমাত্র বিবেক ব্যতীত আর কেহই তাহাকে সর্ব্বনাশ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। যদি বিবেকের শুভদৃষ্টি নিপতিত হয়, তবেই রক্ষা পাওয়ার ভরসা, নতুবা আর কেহই কিছু করিতে পারিবেন না। বিবেক-মূর্ত্তি ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, তবে হয়ত কথিত রূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া কামার্ত্তকে পরিত্রাণ করিবেন, না হয় আর এক ভাবে আবির্ভূত হইয়া বিপদুদ্ধার করিবেন।

প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে বিবেকের যে মূর্ত্তি দ. . . . . আছে, তাহা ইহার ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তি। উহাতে সত্ত্ব, রজ, আর তম এই তিন গুণই বিমিশ্রিত আছে। আর ঐ এক সিদ্ধান্তের সাধনের নিমিত্তই বিচারাবস্থায় বিবেকের আরো তিনটি মূর্ত্তি আছে। তাহার একটি তামসী মূর্ত্তি, আর একটি রাজসী, আর একটি সাত্ত্বিকী, এই তিন মূর্ত্তির কোন এক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সিদ্ধান্তাবস্থায় সকলের হৃদয়েই একরূপে দণ্ডায়মান হইবেন। বিবেক সর্ব্বত্রই উক্তরূপে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিতে যাহাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহার নিকটে তমো-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে রজো-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, তদ্দ্বারাও অকৃতকার্য্য হইলে সত্ত্ব-মূর্ত্তির পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েন। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে ও ত্রিগুণময়রূপে ক্রিয়া করিতে না পারিলে বিবেক তমোময়রূপের আলম্বন করেন। তাহার অবস্থা এই,—

"প্রাণি-গণের শরীর মাত্রেই নিতান্ত অমেধ্য অপবিত্র এবং ঘৃণার বস্তু। ইহা প্রথমে শুক্র শোণিতের দ্বারা আরব্ধ, পরে অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা পরিপুষ্ট ও সঙ্গঠিত। ইহা কতকগুলি নাড়ী, ভুঁড়ী, অন্ত্র, যন্ত্র, অস্থি, মাংস, মজ্জা ও শুক্র, শোণিতাদির একটা পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাতে আবার মল, মূত্র, লালা, শ্লেষ্মাদির দ্বারা রক্ষিত। ইহার মুখ হইতে বিষাক্ত লালারূপে মল নির্গত হইতেছে, নয়ন হইতে ক্লেদরূপ মল স্রবিত হইতেছে, নাসিকা হইতে বায়ুর সহিত অতি দারুণ মল নিঃসৃত হইতেছে, কর্ণদ্বয় ও মলেরই খনি, ইহার শিশ্ন হইতে কত ঘৃণার্হ প্রস্রাব বিষ্ঠা নির্গত হইতেছে। অধিক কি, ইহার সর্ব্বাবয়ব ব্যাপক প্রতিরোম-কূপ হইতেই ঘর্ম্মনামে মহামেধ্য মল স্যন্দিত হইতেছে। এক ক্রমে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত যদি ইহার পরিক্রিয়া না করা যায়, তবে দুর্গন্ধের নিমিত্ত ইহার নিকটে যাইতে পারা যায় না। সুতরাং এই দেহ হইতে অপবিত্র কি হইতে পারে। অহোবত! আমরা কি মোহান্ধ ঘৃণার্হ পুরুষ! আমরা ঈদৃশ অমেধ্যতা পরিপূর্ণ স্ত্রীদেহটাকে অতি পবিত্র বোধে কতরূপে ভোগ করিতেছি! ইহাতে কত প্রকারে লোভ করিতেছি, কত সেবা করিতেছি! কত গৌরব কত আদরে সম্মান করিতেছি, নিজ দেহের ও কত অসীম সমাদরে কত অভিমানে স্ফীত হইয়া কত কিছু মনে করি-তেছি! আহো মোহ-মহিমা! অহো জঘন্যতা, অহো নীচতা! আমার তুল্য অধমাধম আর কে হইবে? আমি এই সকল ঘৃণার দ্রব্য দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, শুনিয়াও শুনিতেছি না! ধিক্ আমার হৃদয়ে, ধিক্ আমার আত্মায়, ধিক্ আমার মনে, আর প্রাণে আর জ্ঞানে। এজন্যই শিহ্লনাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

> সমাশ্লিষ্য হ্যচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া,
> মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
> অমেধ্যে ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো-
> মহামোহান্ধানাং কিমিহ রমণীয়ং ন ভবতি!॥

এ সংসারে যাহারা মহামোহে অন্ধ, তাহাদের যে কোন্ বস্তু রমণীয় ও প্রীতিকর না হয়, তাহা জানা যায় না। এই দেখ, এই অমেধ্যতার সাগর স্ত্রীদেহটাকে লইয়া কত কি করিতেছে! ইহার ঘন মাংসপিণ্ড দুটাকে স্তন নামে একটা দ্বিতীয় বস্তু মনে করিয়া কত ঔৎসুক্য সহকারে দৃঢ়তর আলি-ঙ্গন করিতেছে! লালাক্লিন্ন মুখটাকে আসব পাত্রের ন্যায় চুম্বন করিতেছে! আর ততোধিক অমেধ্য ক্লেদাদির দ্বারা দ্রবাকার দ্বারেতে কত স্পর্শ রসিক হইয়া রমণ করিতেছে!" অহোবিড়ম্বনা! পুরোভাগি কামদেব! তোমার কি অদ্ভুত শক্তি! তোমারই শক্তির দ্বারা এই ঘোরতর নরককুণ্ড আমার নিকটে স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে! যাহাই হউক এখন প্রতিবুদ্ধ হইলাম, মোহ-নিদ্রা অন্তর্হিত হইল, আর ভ্রমে পতিত হইব না, আর নরক কুণ্ডের সেবা করিব না, যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, তাহারই অনুতাপ চিরদিন সন্দগ্ধ করিবে। তবে অবশ্যই, জগদম্বার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত নরক সেবাও জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। যে কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাই পবিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। রত্ন লোভী ব্যক্তির অমেধ্য হইতে রত্ন উদ্ধার করার ন্যায় এই অপবিত্র ব্যাপার হইতেও ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধিরূপ রত্নের উদ্ধার করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের অভিমত সৃষ্টি ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত যথাবিধি নরক সেবা করিব, কিন্তু অন্যরূপে নহে। ইহাই প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে বিবেকের তামসী-মূর্ত্তি। এই তামসী তনুর দ্বারাও বিবেক সেই ত্রিগুণময় সিদ্ধান্তেরই আবিষ্কার করিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত গত কোন প্রভেদই নাই, প্রভেদ আছে বিচারের অবস্থায়। পূর্ব্ব বিবেক, কথিত প্রকারের স্তম্ভ চতুষ্টয় লইয়া বিচার করিয়াছেন, আর এই বিবেক কেবল বস্তুর তত্ত্ব লইয়া আলোড়ন করিয়া থাকেন। এই বিবেকের মধ্যে বীভৎসিত বৃত্তির সম্মিশ্রণ আছে, এ

নিমিত্ত ইহা তামস বিবেক। বীভৎসা বৃত্তিটা তমোগুণের পরিণাম।

এখন বিবেকের রাজসী মূর্ত্তির অবতারণায় চেষ্টা করিব। প্রস্তাবিত বিষয়ে রাজস বিবেকের এইরূপ আকার হইবে।— সুখ কামনায় কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য। জগতে সুখ দুঃখের চক্রবৎ গতি। দুঃখের অনন্তর সুখের সমাগম অযত্ন সুলভ, আবার সুখের পরেও দুঃখের আবির্ভাব নিতান্ত অনিবার্য্য বিষয়। এখন যে পরিমাণে সুখবোধ করিবে, পরে আবার ঠিক সেই পরিমাণেই দুঃখের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে হইবে। সুখের অভাববর্ত্তী দুঃখ অধিকাধিক অসহনীয় হয়। সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতিও কালেতে চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়। আমাদের দেহ আবার তত্তুলনায় নিমেষস্থায়ী, আবার তাহার সঙ্গে যদি এই দেহের সুখ দুঃখাদির তুলনা করা যায়, তবে ইহার অস্তিত্বই খুজিয়া পাওয়া যায় না. অতএব ইহার আশায় স্ফীত হইয়া কোন কার্য্য করিলে পরক্ষণেই যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হয়, ইহা সকল বিষয়ের অব্যর্থ নিয়ম, সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যতার নির্ণয় করিয়া যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত।

কেবল ইহাও নহে, সুখের পর কালেই যে দুঃখ হয়, তাহাই নহে, উহার সম কালেও উহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের অনুপ্রবেশ থাকে। দুঃখানুবিদ্ধ ব্যতীত বৈষয়িক সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—"শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরযন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥" এবং "ন বিত্তেন তর্পনীয়ো-মনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা' বিষয় ঘটিত সুখ মাত্রেই আজ না হয় কাল বিনষ্ট হইবে, উহারা দুই এক দিনের সত্তাবান্ বস্তু, বিশেষতঃ উহার সেবা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ জীর্ণ হইয়া যায়, অতএব আমি শতবৎসর আয়ুকেও অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী মনে করি এবং গজ, তুরঙ্গ, নারী প্রভৃতিরও আকাঙ্ক্ষা করি না। প্রকৃত মানব কখনই বিত্তাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ***" সাংসারিক সুখের মধ্যে চারিপ্রকারে দুঃখানুবেধ আছে। উহা সুখভোগের সমকালেও জীবকে সন্দগ্ধ করে। এক পরিণাম দুঃখ, দ্বিতীয় সুখের অন্তর্গত স্বাভাবিক তাপ, তৃতীয়, পূর্ব্বানুভূত দুঃখের সংস্কার, চতুর্থ, ত্রিগুণবৃত্তির সাতত্য সংঘর্ষণ। যাহা ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সূত্রিত করিয়াছেন,—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ॥" সুখীগণ সর্ব্বদাই সুখাবসানে অবশ্যম্ভাবী দুঃখের সদ্ভাব চিন্তা করিয়া পরিক্লিশ্যমান থাকেন, ইহারই নাম সুখ সমকালে পরিণাম দুঃখের মিশ্রণ। আর উপরিস্থ লোকের অধিকাধিক সুখের তুলনা করিয়া যে নিজসুখের অল্পতাবোধে পরিতাপ জন্মে, তাহা তাপ দুঃখের মিশ্রণ। সুখের স্বাভাবিক তাপকেও তাপ দুঃখ বলে। পূর্ব্বানুভূত দুঃখের স্মরণাদিজনিত পরিতাপের নাম সংস্কার দুঃখ এবং ত্রিগুণবৃত্তির নিয়ত সজ্বর্ষণ জনিত দুঃখই গুণবৃত্তিবিরোধ জনিত দুঃখ। এই চারি প্রকার দুঃখই সুখের নিয়ত সহচর। ইহার একটিকেও বাদ দিয়া কদাপি কোন রূপ সুখ থাকিতে পারে না। যখন যে কোন বিষয়ে সুখ উৎপন্ন হইবে, তখনই তাহার সঙ্গে এই চারিটির বিমিশ্রণ থাকিবে, সুতরাং দুঃখের অননুবিদ্ধ সুখ কেহই ভোগ করিতে পারে না। অতএব বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে সমস্তই দুঃখ। দুঃখ নিজেতো দুঃখই বটে; যাহা অবিবেকীর সুখ বলিয়া পরিচিত, তাহাও তাঁহার নিকট দুঃখ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া অনুভূত হয় না। ইহাতো সাধারণ সুখের নিয়ম। অতএব কোনরূপ সুখের আশা করা, অথবা তদুদ্দেশে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীঘটিত সুখও এই নিয়মের একরেখাও অতিক্রম করিতে পারে না। উহাতেও কথিত যাবৎ দোষ, যাবৎ দুঃখের বিমিশ্রণ আছে। উহাও ক্ষণকালস্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ, উহাও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজ অপহরণকারী, উহাও পরিণাম দুঃখে সুপরিপূর্ণ। যাহারা এই সুখের লোলুপ, তাহারা যৌবনান্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ঐ সুখের অভাব জনিত যন্ত্রণানুভব করে, এবং সুখভোগ সত্ত্বেও তাহার ঐরূপ পরিণাম মনে করিয়া সর্ব্বদা প্রব্যথিত হয়। কেবল ইহাও নহে, যৌবন সত্ত্বেও ২৪ ঘণ্টায় সর্ব্বদাই কোন প্রাণী ঐ সুখের অনুভব করিতে পারে না, তাহা কোন মতেই সম্ভবযোগ্যও নহে। উহা দিবারাত্র মধ্যে অত্যল্পক্ষণ ব্যতীত কাহারোই লব্ধব্য নহে। স্পৃহা কিন্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিবার কথা। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে যে যে ক্ষণে ঐ সুখের উপলব্ধি হয়, সেই সময় টুকু ব্যতীত সর্ব্বদাই তাহার অভাবজনিত ক্লেশানুভব করিবে। এতদ্ব্যতীত, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশানুভব করিবে, ভার্য্যার মৃত্যুপীড়াদি হইলে ক্লেশানুভব করিবে, অনুরাগ ভঙ্গ হইলে ক্লেশানুভব করিবে, তৎপর নিজদেহে ব্যাধ্যাদি হইলেও ক্লেশানুভব করিবে। এইরূপে কত সময়ে কত বাধায় কত প্রকার যন্ত্রণানুভব করিবে। নিজের স্ত্রী অপেক্ষায় অন্যের স্ত্রীকে সুশ্রী ও সুচরিত্রতাদি গুণসম্পন্ন দেখিলে প্রগাঢ়তর গ্লানিদুঃখের উপলব্ধি করে, নিজ স্ত্রীর যৌবনান্ত হইলেও যুবজানি সন্দর্শনে ঈর্ষ্যাদি দুঃখানুভব করে। এইরূপে পদে পদে কত দুঃখের উপভোগ করিতে হয়, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এতৎ সমস্তই স্ত্রীসম্পর্কে সুখাশার ফল। অতএব সুখাশার প্রেরণায় বিবাহ বা স্ত্রী সম্পর্ক নিতান্ত অল্পপুরুষের কার্য্য। এজন্যই শিহ্লনাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—"স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষময়মৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টম্?" জগতের ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত এই অমৃত মাখা বিষরূপিনী স্ত্রীকে কে সৃষ্টি করিল?" আর বলিয়াছেন যে,—

"কৈতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধরমধু ক্বায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে ক চ মদনধনুর্ভঙ্গুরোভ্রূবিলাসঃ।
ইত্থং খট্বাঙ্গকোটৌ প্রকটিতদশনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্॥"

শ্মশানে শূল বাঁশের উপরে নিহিত একটি স্ত্রীলোকের মস্তক কঙ্কাল দেখিয়া শিহ্লন মনে করিতেছেন যে, মস্তক কঙ্কালের মধ্যে প্রকটি দন্ত [illegible] তেছে, আর উহার গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া [illegible] নিঃসরণকালে বায়ুজনিত শব্দ

শ্রুত হইতেছে, ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে, ঐ কপাল যেন ঘোর কামান্ধ মানবদিগকে উপহাসের হাস্য করিতেছে, আর বলিতেছে যে, রে! মোহান্ধ মনুষ্যগণ! এই শ্মশানের নিকট দাঁড়াইয়া একবার এই মুখখানির প্রতি দৃষ্টি কর এবং যাহার জন্য তুমি অন্ধ হইয়া কতরূপ পশ্বাচার করিয়াছ, সেই স্ত্রীর মুখখানিও স্মরণ কর। এই দেখ তাহার পরিণাম, এই দেখ তাহার শেষের অবস্থা। এখন দেখ দেখি, সেই মুখারবিন্দই বা কোথা, আর কোথায়ই বা ঈদৃশ অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধাসমাদরে পান করিতে, সেই অধর মধু কোথা? সেই মধুমাখা সুকোমল আলাপই বা কোথা এবং সেই মদন ধনুর বিলাসের ন্যায় ভ্রূভঙ্গীর বিলাসই বা কোথা? এখন তাহারই এইরূপ পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া চর্ম্মাবৃত এই কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়া কত আদর গৌরব করিয়াছ, কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিয়াছ। অন্ধ! সেই সময়ে যদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া অত আহ্লাদিত হইতে না, স্ত্রীমুখে অত সম্মান দান করিতে না।" ধন্য শিহ্লন কবি, ধন্য তাঁহার চিন্তা, ধন্য তাঁহার বিবেক! হৃদয়! শিহ্লনাচার্য্যের নিকটে বিবেক শিক্ষা কর। আর কামুক হইও না, কামুক হইয়া রমণী স্পৃহা বা বিবাহ করিও না। কেবল ঈশ্বরের অভিমত রক্ষার নিমিত্ত যথাবিধি দার পরিগ্রহ করিয়া যথাকালে যথাবিধি স্ত্রীসংসর্গ করিও।

এইরূপ বিবেকের নাম রাজস বিবেক। এই বিবেকে দুঃখের ত্রাস আছে, সুতরাং অন্যরূপে সুখাভিলাষ সম্মীলিত আছে। দুঃখের ত্রাস কিম্বা সুখাভিলাষ রজোগুণের পরিণাম। এই বিবেকও সেই ত্রিগুণাত্মক বিবেক আর তামস বিবেকের সমান ফলের আবিষ্কার করিলেন। অতঃপর সাত্ত্বিক বিবেকের চিন্তা করা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ইন্দ্রিয়-সংযম।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ, বাক্য, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, জিহ্বার বিষয় রস, ত্বকের বিষয় স্পর্শ এবং হস্তেন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ, পাদেন্দ্রিয়ের বিষয় গমন, পায়ুর বিষয় মল মূত্রের পরিত্যাগ, উপস্থের বিষয় আনন্দ। মন উভয় ইন্দ্রিয়েরই অন্তর্গত। কারণ মনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই উভয় ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। মনের সংকল্পাত্মক ক্রিয়া, মনের সংকল্পনা না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ মন, এই জন্য মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক বলিয়াছেন। যথা,—"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।" (সাঙ্খ্যকারিকা) ইহাই হইল ইন্দ্রিয়ের স্থূল বিবরণ। এখন প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন।

প্রত্যেক মানবই কিছু না কিছু ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য ব্যস্ত, বিশেষতঃ আজ কাল ধর্ম্ম কর্ম্ম করুক না করুক দুই চারিটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা না করে, এইরূপ লোক বড়ই বিরল, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত কারণ কি, কি প্রণালী হইতে ধর্ম্মের বিকাশ হয়, তাহা বোধ হয়, অনেকেই খবর করে না। কেহ কেহ মনে করে, দু একটা ব্রত, নিয়ম করিলেই পরম ধর্ম্ম করা হইল, কেহ কেহ মনে করে, দুবার "হরে কৃষ্ণ!" বলিলেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইল, কেহ ভাবে, গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করা, গাত্রে ভস্মমাখা, চিমটা হাতে করা, ইহাই চরম ধর্ম্মের লক্ষণ, কিন্তু প্রকৃত পন্থার দিকে কেহই যায় না। সকলেই সুপরিষ্কৃত পন্থা লঙ্ঘন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ গহনে প্রবেশ করে, তাই কিছু কাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া পাপ-কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত শরীরে পথোপদেষ্টা একমাত্র শাস্ত্রকেই সকলে কুৎসা করে, কিন্তু কেহই একবার ভাবিয়া দেখে না যে, উপদেশক কোন পন্থায় কি ভাবে যাইতে বলিতেছেন, উপদেশকের কথানুসারেই চলিয়াছি কিনা।

শাস্ত্র ব্রত, নিয়ম, তপস্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে অনুষ্ঠানের প্রণালী জানা আবশ্যক, নতুবা কোনই ফলের আশা নাই। কাঁটাল অতি সুমধুর ফল সত্য, কিন্তু তাহা খাইতে না জানিয়া অন্য ফলের সাদৃশ্যে যদি কেহ উপরের ত্বকের আস্বাদন করিতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন কাঁটালের প্রকৃত মধুরতা গ্রহণ করা হয় না, প্রত্যুত লাঞ্ছনামাত্রই পাইতে হয়, আমাদের ভাগ্যেও ধর্ম্ম কর্ম্মসম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। আমরাও সার অংশ বাদ দিয়া বাহিরের অসার অংশ লইয়াই টানাটানি করিতেছি, তাই ফলের প্রকৃত আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি।

শাস্ত্রে যত প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের উপদেশ আছে, তৎ সমস্তেরই মূলীভূত কারণ ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযত করিতে না পারিলে, তাহার কোন ধর্ম্ম কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সংযম আমাদের ধর্ম্ম কার্য্যের পরম বন্ধু, এমন কি যদি কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন মহাত্মার ইন্দ্রিয়গ্রাম আপনা হইতেই সুসংযত থাকে, তবে তিনি সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের ফল ভাগী হয়েন, তাঁহার কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
> সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥
>
> (মনু)

মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে সুসংযত করিতে পা[illegible] সমস্ত প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয়, অতএব যোগোপায়ের দ্বারা [illegible] ক্ষীণ না করিয়া প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম বিষ[illegible] চেষ্টা করিতে হইবে। গীতায়ও পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

যততোহপি কৌন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
তস্মাৎ যস্য মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা। ২য় অং)

হে কৌন্তেয়! প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যক, কারণ যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বলাৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়। অতএব প্রথমতঃ সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করতঃ "সোঽহং" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করিবে, কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিচরণ কালে যদি মনও তাহার অনুকূলে চলে, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ করিয়া ফেলে, অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই ব্রহ্ম-সংস্থিতি হইতে পারে। এই পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা একমাত্র সংযমই যে, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের নিদান, ইহা প্রতিপন্ন হইল, এখন এই সংযম কেমন করিয়া লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা যাইতেছে:

কেহ কেহ বলেন, "বিষয়ের সম্পর্ক না করিয়া বিষয় হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় না পাওয়ায় আপনিই সংযত হয়।" কিন্তু আমরা একথাটীকে তত শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া মনে করিতে পারিব না। কারণ বিষয় সন্নিহিত না থাকিলে তত্তৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ হওয়া প্রকৃত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নহে। বিষয় সন্নিহিত থাকিবে, আমার লাভ করারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিবে, অথচ ইন্দ্রিয়গণ সেই সেই বিষয়কে চাহিবে না, তাহা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সংযতভাবে থাকিবে, ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া আমাদের ধারণা। দেখুন, পল্লীবাসী এক ব্যক্তি বাড়ী থাকিয়া কখনই সন্দেশ পায় না, সুতরাং সন্দেশ খাইতেও পারে না, সন্দেশ খাইতে রসনেন্দ্রিয় ব্যগ্রও হয় না, অথচ সেই ব্যক্তি যখন সহর বন্দরে গমন করে, সন্দেশের দোকানে বিবিধ রকম সন্দেশ সজ্জিত দেখিতে পায়, তখনই তাহার রসনেন্দ্রিয় সন্দেশের রস গ্রহণের নিমিত্ত লালায়িত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মন ও নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ সে সন্দেশ না খাইয়া থাকিতে পারে না। বলুন দেখি, যদি বিষয় সন্নিধানে রাখিয়াই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইত, তবে সন্দেশ দেখিবামাত্রই রসনেন্দ্রিয় তাহা গ্রহণের জন্য লালায়িত হইল কেন? অতএব বুঝিতে হইবে, বিষয় সন্নিধানে না থাকিলে, অথবা বিষয় অপ্রাপ্য হইলে, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, প্রকৃত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নহে। উহা কেবল বিষয়ের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই বিষয় সংগ্রহে সচেষ্ট থাকে, যখন বিষয় প্রাপ্তব্য হয়, তখনই তাহার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে; সুতরাং বিষয় অসন্নিহিত রাখিয়া যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তাহা প্রকৃত ফলোপযোগী নহে। আবার কেহ বলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ এবং মন বিষয়ের জন্য লালায়িত হয়, হউক, তাহাতে কোনই বাধা নাই। মন সর্ব্বদাই বিষয়ের ধ্যান করে করুক, ইন্দ্রিয় সমূহও বিষয়ের আহরণে যত্ন করুক, কিন্তু ক্রিয়াটী আমি না করিলেই আমার ইন্দ্রিয় সংযম হইল। যেমন, রসনেন্দ্রিয় সন্দেশ গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে, করুক, মন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সন্দেশ-বিষয়ের চিন্তাদি তৎপর হউক, তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের কোনই বাধা হইতে পারে না, কিন্তু অতি যত্নে রসনেন্দ্রিয়কে কেবলমাত্র রসের আস্বাদ করিতে না দিয়া প্রত্যাহৃত করিয়া রাখিতে পারিলেই হইল। এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহাই ইন্দ্রিয় সংযম। যাহা এখনকার সংযমীদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এ মতেরও পক্ষপাতী নহি। কেননা শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন, শাস্ত্রপন্থাই আমাদের অনুসর্ত্তব্য, কিন্তু শাস্ত্র এতাদৃশ সংযমের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন। যথা,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

(গীতা)।

"যে হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তাদি করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে কপটাচারী বলিয়া জানিবে।" অতএব জানা যাইতেছে যে, বিষয়ের গ্রহণ না করাই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সংযম নহে, কিন্তু বিষয়ের আসক্তিত্যাগই বিষয় হইতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম। হস্তাদির দ্বারা বিষয় সমূহ গ্রহণ কর, তাহাতে কোনই দোষ নাই, কিন্তু মন যদি বিষয় রাশিকে না চায়, মন যদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত থাকে; তবেই বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে। গীতায় ও এই কথাই সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিযম্যারভতেঽর্জ্জুন!।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

হে অর্জ্জুন! যিনি মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী, তিনিই সমস্ত অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। অতএব ইন্দ্রিয় সংযম বলিতে মুখ্যরূপে মনেরই সংযম বুঝায়, কারণ একমাত্র মন সংযত হইলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় বর্গ আপনিই সংযত হইয়া পড়ে এবং মানসিক সংযমপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ও মানসিক সংযমশীল ব্যক্তির তাহাতে কোনই অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তি না থাকিলেই প্রকৃত সংযমের ফল সংসাধিত হইতে পারে। তাই মনু বলিয়াছেন,—

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
তস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

মন সংকল্পাত্মক বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, সুতরাং মনকেই উভয়নিয়ন্তা বলা যাইতে পারে, অতএব মন সংযত হইলেই দশেন্দ্রিয় সংযত হইয়া থাকে। অতএব মনের সংযমই প্রকৃত সংযমের লক্ষণ। এখন একবার সংযমের উপায় বিষয়ে চিন্তা করা যাউক। শাস্ত্র বলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

(মনু)

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষু হি জায়তে॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

বিষয়ের উপভোগ করিয়া কখনই কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেরূপ অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, অভিলাষও তেমনি বিষয় সম্ভোগের দ্বারা ক্রমে বিবৃদ্ধ হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের বচনেরও তাৎপর্য্য একরূপই, সুতরাং আর পুনরুক্তির আবশ্যক নাই।

এই মনুর আদেশের দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, বিষয়ের সেবা করিতে করিতে তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া বিষয় পরিত্যাগ করা, কাহারও হইবার সম্ভব নাই। [illegible] দিন [illegible] পারে, আবার মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—

[illegible] শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
[illegible]॥

[illegible] সেবা না করিয়া কখনই [illegible] তেমন পারা যায় না, একথাও [illegible] দেখিয়াছি।

[illegible] আবার [illegible]। মনু পূর্ব্বে বলি[illegible] বিষয় সেবা করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় না, [illegible] বিষয় সেবা না করিলেও ইন্দ্রিয় সংযম [illegible] বিরুদ্ধ বাক্যের মীমাংসা কি? [illegible] তিনি বলিয়াছেন,— [illegible] বিবর্জ্জিত হইয়া বিষয়ের উপ[illegible] কারণ হইতে [illegible] হইতে থাকে, আবার [illegible] সেই বিষয় সেবাই ইন্দ্রিয়[illegible] প্রকৃত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে [illegible] মনুবচনে বিষয়ভোগের [illegible] আছে, [illegible] পক্ষে, আর বিষয় সেবা করিয়া [illegible] নিবৃত্তির উপদেশ, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে, সুতরাং মনু বাক্যে কোনই বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। এখন একবার বুঝিতে হইবে, মনু যে জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান বলিতে কোন জ্ঞান? এবং জ্ঞান বুঝিতে হইলেই লোকে বিষয় ভোগ করে কেন? ইন্দ্রিয় বিষয় লাভের জন্য ব্যগ্র কেন? এই কথাগুলিও অগ্রে বুঝিয়া রাখিতে হইবে।

"ইন্দ্রিয়গণ বিষয় (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নিখিল বস্তুই বিষয় বলিতে বুঝিতে হয়) গ্রহণ করিয়া সুখ উপলব্ধি করে এবং শরীরকেও সঙ্গে সঙ্গে সুখিত করে। সুতরাং সুখ পাওয়ার জন্যই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংগ্রহ করে। যাহাতে সুখ নাই, ইন্দ্রিয়গণ সেই বিষয়ে কখনই প্রবৃত্ত হয় না, তবে অবশ্যই সুখের আশায় নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও সুখের আস্বাদের চেষ্টা করে, আবার অনেক স্থানে সুখের আশায় প্রথমতঃ প্রবৃত্ত হয়, সত্য, কিন্তু পরে দুঃখ পাইলেই তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হয়। আবার দুঃখ-কারণ কোন বিষয়ের দিকে একবার যাইয়া দুঃখানুভূতি করিয়াও তাহা ভুলিয়া যাইয়া সুখের আশায় পুনঃ পুনঃ তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে যে দিকেই ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হয়, একমাত্র সুখ পাওয়াই তাহার মধ্য উদ্দেশ্য, সুখের আশাতেই ইন্দ্রিয়গণ সকল বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এখন একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, যে সুখের জন্য ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা লালায়িত, সতত ব্যাকুল, সেই সুখ এবং তজ্জন্য বিষয়গুলি সত্য কি না এবং যে দেহের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার বিষয়রাশি সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও প্রকৃত অবিনশ্বর কি না। যখন দেখিতে পাই, [illegible] যাহার জন্য সুখের আহরণ, সেই শরীর, ইহারা [illegible] পদার্থ, তখন ইহাদের জন্য সুখের আহরণ [illegible]। বিশেষতঃ যে সুখের জন্য এত ব্যগ্রতা, সেই সুখও [illegible] অধিক দুঃখের দ্বারা মিশ্রিত হয়, তাদৃশ সুখের নিমিত্ত যত্ন করাও বুদ্ধিমান লোকের [illegible] বহুই লোকে। বিশেষ আদ[illegible] ও উহার সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্যত। [illegible] দ্বারা সুখ হইবে। ভাল, ভাবিয়া [illegible] সুখ আর কিছুই না, অন্তঃকরণের (মনের) একপ্রকার বৃত্তিবিশেষ। উহা উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং কালে অবশ্যই [illegible] বিনাশ হইবে, ইহাও অনিবার্য্য। কারণ যা কিছু উৎপত্তিশীল পদার্থ, তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন, কাল [illegible] আম্র ফল খাইয়া রসনাকে চরিতার্থ করিয়াছি, অর্থাৎ আম্রের রসের রস রাসনিক শিরার দ্বারা গৃহীত হইয়া রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তি হইয়াছে। কিন্তু আজ কি সেই সুখের উপলব্ধি আছে? নাই। যদি থাকিত, তবে আজ আবার আম্র ফল খাইবার জন্য ইচ্ছা হইত না। এই প্রকার যত বিষয় উপভোগ করিয়া যত সুখ অনুভব করি, তাহা প্রত্যেকটিই ক্ষণকাল সুখানুবিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরে আর কিছুই না, সুখও না, দুঃখও না। তুচ্ছ পদার্থ। এইরূপ দুঃখ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। দুঃখও ক্ষণকাল স্থায়ী পদার্থ, পরে আর দুঃখ বলিয়া জ্ঞান থাকে না, সুতরাং সুখ দুঃখের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহারা উভয়ই ক্ষণবিনাশী, সুতরাং কোনটারই আদরণীয়তা বা অনাদরণীয়তা নাই। আবার যাহার দ্বারা সুখ হইবে, সেই বনিতা প্রভৃতি পদার্থগুলিও ক্ষণবিনাশী, সুতরাং তজ্জনিত সুখও ক্ষণকাল পরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তবে আর তাদৃশ সুখ আহরণের নিমিত্ত যত্ন করা নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু সুখ এবং সুখের কারণ ক্ষণস্থায়ী না হইলেও, সত্য হইলেও যে দেহের জন্য নানাপ্রকার সুখ সামগ্রীর আসাদন করিতে হয়, সেই দেহই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং যাহা ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ, তাহার জন্য সুখ সামগ্রীর

সমাসাদন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। এই যেমন বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব একটী দোষ দেখান হইল, এই প্রকার আরও অনেক দোষ আছে। প্রথমতঃ বিষয় সমূহের সংগ্রহের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ বিষয় সংগৃহীত হইলেও সেই বিষয় হইতে যে সুখানুভূতি হয়, তাহাও সর্ব্বদা দুঃখ সম্মিশ্রিত। ভাবিয়া দেখুন, ধনের দ্বারা সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সুখ অপেক্ষায় সংগ্রহাদি নিমিত্ত কষ্টের ভাগই অধিক। তবেই প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইতেছে যে, যে সুখের আশায় ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা বিষয় লোলুপ, সেই সুখও অল্প মাত্রাই ঘটিয়া থাকে, প্রত্যুত দুঃখ ভোগই অধিক পরিমাণে করিতে হয়। অতএব বিষয় ভোগ না করিয়া উহা হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করাই কর্ত্তব্য," এইরূপ ধারণাকেই মনু বচনের "জ্ঞান" বলিতে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জ্ঞান পূর্ব্বক বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে তাহার দোষানুভব করিয়া ইন্দ্রিয়গণের যে তাহা হইতে প্রত্যাহরণ করা, তাহার নাম প্রকৃত সংযম এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের দোষ পর্য্যালোচনাই ইন্দ্রিয় সংযমের প্রধান উপায়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু মনে সর্ব্বদাই তাহার দোষের পর্য্যালোচনা করিবে, এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে বীতস্পৃহ হইবে। যেমন কোন ইন্দ্রিয় নিজের প্রতিকূল কোন বস্তু আস্বাদন করিয়া একবার দুঃখানুভবের দ্বারা বিরক্ত হইলে আর সেই বিষয়ের আস্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তেমনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী অনুভব করিতে পারিলে আর তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত সেই দোষের অনুভূতি না হয়, দোষের স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত ভাবে না থাকে, কেবল গুরুবাক্যে বা শাস্ত্রবাক্যে দোষাবলী শুনিয়া বিষয়ের পরিত্যাগ করে, তাবৎ পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রতি প্রকৃত বৈতৃষ্ণ্য হইতে পারে না। তাই কোন বিষয় সন্নিহিত হইলে আর ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখিতে পারে না। এই নিমিত্তই শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিষয় রাশি ভোগ কর, অথচ বিষয়দোষ দর্শন করিয়া অন্তরে তাহার চিন্তা করিয়া ক্রমে বিষয়ের সম্বন্ধে বিরক্ত হও, তদ্ব্যতীত মন যতক্ষণ বিষয় চায়, বিষয় পাইবার জন্য আগ্রহ করে, ততক্ষণ বিষয় হইতে মনকে বঞ্চিত করিলে প্রকৃত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইবে না। বিষয় গ্রহণ কর, তৎসঙ্গে তাহার দোষাবলী প্রত্যেক অণুতে অণুতে আলোচনা কর, দোষযুক্ত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ কর। এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বিষয় ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী, তাঁহারাই প্রকৃত সংযমী। এই স্থানে আর একটী বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ভাল, বুঝিলাম বিষয়ের দোষ, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়গণ বা মন তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে কেন? আমরাত জানি যে, চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি করিলে রাজার নিকট ভয়ানক যাতনাময় দণ্ড পাইতে হয় এবং প্রত্যক্ষতও ইহার কত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, অপরাধীর কত ক্লেশ, কত নরক ভোগ অপেক্ষায়ও সহস্র গুণে অধিক যাতনা ভোগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তি বা দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হই কি? তাহাত হই না। যখন কোন লোভনীয় সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই যে কোন উপায়ে তাহা আত্মসাৎ করিয়া লই, আবার দেখুন, গত কল্যও অমিতাহারে কত কষ্ট, কত যাতনা পাইয়াছি, এমন কি ডাক্তার, কবিরাজ পর্য্যন্ত ডাকিতে হইয়াছিল। তখন মনে ভাবিয়াছিলাম, "আর কখনও অমিতাহার করিব না। অমিতাহারের যখন এত দোষ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং আর যতই সুস্বাদু দ্রব্য আসাদিত থাকুক না কেন, অধিক আর আহার করিব না।" ইত্যাদি কত ভাবনা, কত প্রতিজ্ঞা অন্তরে অন্তরে করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু আজ যখন ভোজনের কালে নানাপ্রকার সুস্বাদু উপাদেয় বস্তু আমার নিকট আসিল, তখন কোথায় ভাবনা, কোথায় প্রতিজ্ঞা, কোথায় অমিতাহারের দোষ, কোথায় বা চিত্তের দৃঢ়তা, সমস্তই যেন বার্ষিক দামোদরের প্রবাহ-নিপতিত তৃণরাশির ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, চিত্ত-ক্ষেত্র তখন পরিষ্কার, আর কোথায়ও কিছুই নাই। তখন বোধ হইল, যেন আমি অদ্যই ভূমিষ্ঠ হইলাম, কখনও কোন কষ্ট পাই নাই, কিছুই যেন আমি জানি না। আবার ভোজন করিতে বসিয়া গেলাম, প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ বস্তু উদরসাৎ করিতে লাগিলাম। এক একবার যদিও স্বপ্নবৎ গত কল্যের যাতনার কথা মনে হইতে লাগিল, অমনই বায়ু-বিতাড়িত জলদজালে চন্দ্রমার ন্যায় তাহা যেন কোন এক শক্তির দ্বারা অতর্কিত ভাবে আবৃত হইয়া গেল, তখন যথেচ্ছায় পুনরায় পূর্ব্ববৎ আহার করিলাম, আবার সেই দিন ও তদ্রূপ যাতনা ভোগ করিতে হইল। এখানেও ত বিষয়ের দোষ দেখিয়া ছিলাম, কার্য্যকালে তাহা মনে রহিল কৈ? এই প্রকারে যতই বিষয়ের দোষ দেখি না, কেন, প্রবৃত্তির প্রবল বিস্ফুরণ কালে, তাহা মনে থাকে না, জোর করিয়া কার্য্য সম্পাদন করাইয়া দেয়, তবে আর বিষয়ের দোষ [illegible] কেমন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যাইবে?

এ আপত্তিটী অতিতীব্র হইলেও ইহার উত্তর আছে, সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই। কিন্তু এ আপত্তির উত্তরটী সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মানসিক বৃত্তি ও তাহার ক্রিয়া প্রণালী বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়, তবেই ইহার উত্তর বুঝিতে পারা যায়।

আন্তর বা বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া মনের যে এক প্রকার অবস্থা বিশেষ, তাহাই মানসিক বৃত্তি। যেমন "আমি ঘট পটাদি বস্তু দেখিতেছি" এই সময়ে মন ঐ ঘট পটাদি আকারে আকারিত হইল, তদাকারে সংশ্লিষ্ট হইল, মন যেন ঘটাদি আকারে মিশিয়া গেল। মনের যে এতাদৃশ বিষয়াকারে পরিণতি, তাহারই নাম মনের বৃত্তি। এই বৃত্তিকালীন মনও তাহার বৃত্তিতে কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। কেবল মাত্র তত্তৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় মনের তাদৃশরূপে পরিণতি হয় মাত্র, তখন মন যেন তন্ময় হইয়া যায়, আবার সেই বিষয়টী অন্তর্হিত হইলে যখন আর একটী বিষয় আসিয়া মনের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন আবার মন তাহ

আকারে পরিণত হয়, তখন মনের তাদৃশ বিষয়াকারে বৃত্তি হইতে থাকে। এই প্রকারে অনন্ত দ্রব্যের সহিত মনের সম্বন্ধ হইয়া অনন্ত প্রকার মনের বৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য এই যে, মনের এই বৃত্তি এক কালে একটী ব্যতীত হয় না। যখন ঘট দেখিতেছি, তখন মনের একমাত্র ঘটাকারেই বৃত্তি হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন বিষয়ের প্রবল বৃত্তি উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক ঘটাকারেই বৃত্তি হয়। কিন্তু মন এত চঞ্চল যে, এক বিষয়ের বৃত্তি অনেকক্ষণ হইতে পারে না. একটী বিষয় লইয়া বৃত্তি হইতে না হইতে আবার আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া মনের বৃত্তি হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে এক পলের একশত ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে সহস্রবিষয়ে মনের বৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপে মনের বৃত্তি অতি শীঘ্র গামিনী বলিয়াই বোধ হয়, যেন একদাই অনেক বিষয়ের বৃত্তি হইল, বাস্তবিক তাহা হয় না। আর একটী কথা এই, যে, মনের বৃত্তির পরস্পর বলের তারতম্যানুসারে ক্রিয়া হইয়া থাকে, যে বৃত্তির বল অধিক, যে বৃত্তি অধিকতর বিস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই ক্রিয়া প্রথমে নিষ্পন্ন হয় এবং যেটী দুর্ব্বল, সেই বৃত্তিটী তখন অভিভূত হইয়া পড়ে। যেমন চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তির দোষাবলী পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া "উহা করিব না," বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, অথবা অমিতাহারে কষ্ট পাইয়া "আর অমিতাহার করিব না" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু যখন স্বর্ণাদি নানাবিধ ব্যবহার্য্য বিষয় নিকটে উপস্থিত হইল, অথবা সুমিষ্ট আহার্য্য বস্তু হস্তগত হইল, তখন পূর্ব্বকৃত সংকল্প ভুলিয়া গেলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত সংস্কারের বল কম বলিয়া পশ্চাৎ উৎপন্ন লোভের দ্বারা পূর্ব্বকৃত সংস্কার অভিভূত হইয়া পড়িল, ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্নবৎ পূর্ব্বসংস্কার যেমন একটু একটু মনে উদিত হইতে লাগিল, অমনি শেষেকার প্রবল বৃত্তিদ্বারা উহা অভিভূত হইতে লাগিল, এইরূপে পূর্ব্বেকার ধারণা একেবারেই ক্ষীণ হইয়া লয় প্রাপ্তবৎ হইল, আর শেষেকার বৃত্তি যথেচ্ছায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। পরে যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্যে পূর্ব্বেকার বৃত্তি বিজৃম্ভিত হইল, তখন অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে নিখিল বৃত্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বে চৌর্য্যাদিবৃত্তি যতই দোষের বলিয়া ধারণা করিয়া রাখি না কেন, লোভনীয় বিষয় সন্নিহিত হইলে, যে মাত্রায় তাহা গ্রহণের জন্য প্রলোভ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তদপেক্ষায় বিবেক বৃত্তি অধিকতর বলবতী না হইলে প্রলোভ বৃত্তিকে কিছুতেই নিবৃত্তি করিতে পারিবে না। এই কারণেই সদ্বৃত্তির সংস্কার আমাদের অন্তরে থাকিলেও অসদ্বৃত্তির এতই প্রবল বল যে, সে নিজের দিকেই টানিয়া লইবে। প্রবল ঝড়ে নদীবক্ষঃস্থিতা তরণী যেমন নাবিকের সমস্ত যত্ন, চেষ্টা অতিক্রমণ করিয়া বায়ুর অনুগামিনী হয়, তেমনি মনও মানবের পূর্ব্ব সংস্কার জনিত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া পরোৎপন্ন বৃত্তিরই অনুগত হইবে। অতএব অসদ্বৃত্তি নিগ্রহের জন্য সদ্বৃত্তির বল বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে, তবেই সদসৎ বৃত্তির তুমুল সংগ্রামে সদ্বৃত্তিরই জয়াশা করিতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্তও সর্ব্বদাই আমাদের পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন সদ্বৃত্তিকে বাধিত করিয়া অসদ্বৃত্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তেমনি অনেক সময়ে আবার অসদ্বৃত্তিকে বাধিত করিয়া সদ্বৃত্তিরও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক সময়ে জীবনে ঘটিয়াছে যে, অসদ্বৃত্তি ক্রিয়োন্মুখী হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তাহার বিরুদ্ধ সদ্বৃত্তি আসিয়া অসদ্বৃত্তিটাকে আবৃত করিয়া ফেলিল, আর অসদ্বৃত্তির ক্রিয়া হইতে পারিল না। অতএব বুঝিতে পারিলাম, সদসদ্বৃত্তির মধ্যে যাহার বল অধিক, তাহারই ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবিনী, সুতরাং কোন স্থানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া যে "ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ" কথাটীই মিথ্যা, তাহা নহে, ব্যুত্থান শক্তির বল বেশী, তাই নিরোধের বল দুর্ব্বল হইয়া অভিভূত হইয়াছে। যদি নিরোধের বল বৃদ্ধি করিতে পারি, তবে আপনিই ব্যুত্থানের বল খর্ব্ব হইয়া আসিবে। সুতরাং কোন সময়ে কোন বিষয়ের সহিত মনের সম্পর্ক হইয়া নিগ্রহের বলকে অতিক্রমণ করিয়া বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হয় বলিয়াই হতাশ হওয়ার কারণ নাই। নিগ্রহের শক্তি প্রবল হইলে ঐ বলকে বাধা করিয়াও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইতে পারে। এক বারে নিরুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই শিথিল প্রযত্ন হইতে নাই, যে বিষয়ের জন্য ইন্দ্রিয় বৃত্তি স্খলিত হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহারই দোষাবলী চিন্তা করিতে হয়, এইরূপ চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতেই সংযমের বল বৃদ্ধি হয়। একবার এক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিতে পারিলাম না, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া চরিতার্থ হইল, আবার একটু অনুতাপের আবির্ভাব হইল, তখন আবার অতি দৃঢ়তার সহিত সেই বিষয়ের দোষাবলী চিন্তা করিতে লাগিলাম. এইরূপে অনেক যত্নে এক এক ইন্দ্রিয় এক এক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। কোন ইন্দ্রিয় এক বারেই সংযত না হইলেও তাহাকে যথেচ্ছায় বিষয়াভিমুখে বিচরণ করিতে না দিয়া নিবৃত্তি রাখিতে হইবে। এখন দেখা আবশ্যক যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয়প্রবণতা খর্ব্ব হইয়াছে কিনা, ইহা জানিবার উপায় কি? ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিমুখী বৃত্তির শিথিলতা বুঝিবার নিমিত্ত অনুতাপই নিদর্শনরূপে দণ্ডায়মান আছে। বিষয় ভোগ করিয়া ভোগাবসানে যাহার সেই বিষয় ভোগের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহারই সেই বিষয়ের ভোগ তৃষ্ণা শিথিল হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যে বৃত্তির ক্রিয়া হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধ বৃত্তি উত্তেজিত না হইলে কাহারই অনুতাপ হয় না। যেমন আমি কোন সময়ে বিবেকের অমৃতময় আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, বিবেক যে অতিশয় স্পৃহনীয়, অতিশয় সুখকর বস্তু, তাহা বুঝিয়াছি, কিন্ত হঠাৎ সংসারাশক্তি আসিয়া আমার সেই বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিল, তখন ক্ষণকাল আমি সংসারাভিমুখেই ধাবিত হইলাম, সংসারের সুখেই পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলাম, কিন্তু কালচক্রের ভ্রমণে যখন সাংসারিক নানাবিধ দুঃখ আসিয়া আমাকে অভিভূত করিতে লাগিল, তখন আবার পূর্ব্ব বিবেকের সংস্কার একটু একটু ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে বিবেকের অপূর্ব্ব মধুরতা আমার মনে পড়িল, তখন তাহা স্মরণ করিয়া সাংসারিক সুখে বড়ই অশ্রদ্ধা হইল এবং "আমি কেন সেই অপূর্ব্ব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গের সুধা পরিত্যাগ করিয়া, বিষম-বিষ আস্বাদন করিলাম' ইহা বলিয়া মনে গ্লানি যাতনা উপস্থিত হইল, "আর সংসারাভিমুখে যাইব না" নিশ্চয় সঙ্কল্প করিলাম, এবং ক্রমে বিষয়ের দোষ দেখিয়া দেখিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিবেকে স্ফূর্ত্তি হইল। এই প্রকারে যতই অনুতাপের মাত্রা বৃদ্ধি হইবে, ততই বিবেক স্ফূর্ত্তির মাত্রাও বাড়িয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে, সুতরাং অনুতাপই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের পরিচায়ক। যাহারা ঘোর বিষয়াসক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে সাংসারিক সহস্র সহস্র যাতনা উপস্থিত হইলেও তাহারা তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহাদের সেই দুঃখ কষ্ট জনিত বিবেকেরও স্ফূর্ত্তি হয় না, কোন প্রকার অনুতাপও হয় না, তাহারা বিষয় সংসর্গে শত শত দুঃখ পাইলে ও উহা যেন পাইতেই হয়, এইরূপ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অন্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, সাংসারিক বাসনাদ্বারা সংসারীর চিত্ত সর্ব্বদা বাসিত থাকে, এবং অবিবেকের বৃত্তি অতি প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, সুতরাং বিবেক বৃত্তির স্ফূর্ত্তির আর অবকাশ থাকে না, তাই সংসারীর পক্ষে যতই দুঃখাদি সমুপস্থিত হউক না কেন, তাহারা তাহাতেই ডুবিয়া থাকে। যাহারা আঙ্গুরের মধুরতা এবং নিম্বের তিক্ততা উভয়ই আস্বাদ করিয়াছেন, তাহাদের

অবশ্যই নিম্ব ফলের দিকে চিত্তের আসক্তি হইতে পারে না, এবং আঙ্গুর ফলের অপ্রাপ্তিতে অনুতাপেরও সম্ভব, আর যাহারা একমাত্র নিম্বফলেরই আস্বাদ করিয়া জীবন কাটাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কোন সময়ে উহা কট্‌ বোধ হইলেও তজ্জাতীয় অন্য কোন ফলেই তাহাদের তৃষ্ণা হইবার সম্ভব, তদ্ব্যতীত এক-কালে আঙ্গুর ফলের রসে তৃষ্ণা হইতে পারে না এবং তাদৃশ কোন বস্তু আছে বলিয়াও ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং তাহার অপ্রাপ্তিতেও অনুতাপের সম্ভাবনা নাই। কারণ বিসদৃশ ইচ্ছা কখনও লোকের হয় না। যাহারা কুটীরবাসী, তাহাদের না হয়, "ভাল একখানি তৃণ নির্ম্মিত ঘরে বাস করিব" এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে, তদ্ব্যতীত অতি প্রকাণ্ড সুরম্য প্রাসাদে বাস করিব, এতাদৃশ অভিলাষ কখনও হয় না। ইহাকে বিসম্বাদিনী ইচ্ছা বলে। তবে সুখের কথায় কল্পনামাত্র হইতে পারে, যথার্থ অভিলাষ হয় না। এই প্রকার সংসার-রসে যাহাদের চিত্ত নিমজ্জিত, তাহারা সাংসারিক সুখের মধ্যে একটীর না হয় আর একটী অন্বেষণ করিয়া লয়, তদ্ভিন্ন একেবারে বিবেক-নয়ন আনাদি কথা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, ঐরূপ কোন অপূর্ব্ব বস্তু আছে, ইহাও ধারণায় আসে না। এই সংসারের মানব এক বিষয়ে দুঃখ করিয়াও সুখের আশায় আবার আর এক বিষয় ধরে। অনুতাপের পেষণা তাহাদের সম্বন্ধে অধিকার করিতে পারে না। অতএব যে বিষয় ভোগ করিতে করিতে প্রবল পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হয়, সেই বিষয়ই মনের শীঘ্র পরিত্যাজ্য, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। মন ক্রমে অনুতপ্ত হইয়া হইয়া আর সে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় না, এইরূপে অনুতাপের প্রবল অবস্থা দেখিয়া বিষয় বৈরাগ্যের [illegible] অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। এই পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক প্রণালী অনুসারে মানসিক ব্যাপারের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের বিবরণ কথিত হইল। এখন বাহ্য বস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়তার বিষয় [illegible] যাইতেছে।

বাহ্য বস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়তা।

আমরা যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম করিয়া থাকি, অর্থাৎ কতকগুলি বিহিত বস্তু আহারাদি করিয়া থাকি এবং পর দিনে যাগ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করি, কিন্তু পূর্ব্বদিনে তাদৃশ আহারাদি ব্যাপারকেও আমরা "সংযম" বলিয়া ব্যবহার করি। ইহা মানসিক কোন ব্যাপার নহে, ইহা কেবল বাহ্য কতকগুলি আহার ব্যবহাররূপ প্রক্রিয়া মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে আভ্যন্তর প্রযত্নের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-সংযম। তবে অবশ্যই তাদৃশ সাত্ত্বিক আহার ব্যবহারের দ্বারাও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের সহায়তা হয় বলিয়া উহাকেও "সংযম" নামে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে যে সংযমের ব্যাখ্যা করা হইল, যাগ, যজ্ঞাদির পূর্ব্বেও ঐ সংযমই করিতে হয়। কিন্তু আহারাদি একেবারে না করিলে দেহ থাকিতে পারে না এবং দৈহিক কোন ক্রিয়াও নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এই নিমিত্ত সংযম বিষয়ে হিতকর আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত সংযমের অভ্যাস করার পদ্ধতি ছিল, কালক্রমে প্রকৃত উদ্দেশ্য হারা হইয়া কেবল মাত্র কতকগুলি বাহ্য ব্যবহারের উপরই সংযম পদার্থটী দণ্ডায়মান হইয়াছে। ফলপক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত, আতপ তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি পান ভোজনই সংযম পদার্থ নহে, উহারা সংযমের সাহায্য কারক। সুতরাং বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। কারণ মনের এক একটী বৃত্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার নিমিত্ত এক একপ্রকার ভৌতিক পদার্থের আবশ্যক, তজ্জাতীয় ভৌতিক পদার্থে সকল রকম মনের বৃত্তি ক্রিয়া করিতে পারে না। তাই সদসদ্‌বৃত্তির ক্রিয়ার নিমিত্ত কতকগুলি ভৌতিক পদার্থেরও প্রয়োজন হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত বুঝিয়া দেখ।—অবলাদাস মদ খায়, উল্লম্ফন, প্রলম্ফন করে, আবার সময়ে বিচেতন হইয়া পড়ে। আবার যখন মদ খায় না, তখন অন্য মানুষের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকে। তাহার এতাদৃশ বিরুদ্ধ অবস্থা হয় কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মাদক পরমাণুর দ্বারা তাহার শারীর শোণিতের অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাই মনের শক্তি নিজের ক্রিয়ার উপযুক্ত মত দ্রব্য পাইয়া এক একবার এক এক আকারে প্রবাহিত হইতেছে, বাহিরেও সেই ক্রিয়ার প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। তাহা না হইলে অবলা দাসের, একই মনে এরূপ বিভিন্ন জাতীয় শক্তির বিজৃম্ভণ কোথা হইতে আসিল? এখানে বুঝিতে হইবে,—প্রথমতঃ মাদক পরমাণু অবলার শোণিতের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া স্নায়ুর অভ্যন্তরে অতিশয় তাপের বৃদ্ধি করিল, তৎপর তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদীয় শোণিতরাশি বিশ্লথ হইয়া পড়িল। যে দ্রব্যের অভ্যন্তরে তাপের আধিক্য হইবে, তাপ স্বীয় শক্তির দ্বারাই তাহাকে বিশ্লথ করিবে, বিরল সন্নিবেশ করিবে, এই প্রকারে যতই রক্তীয় পরমাণুর বিরল ভাব হইবে, ততই মনের শক্তিও তীব্র বেগ সংকোচে অতি শীঘ্র শীঘ্র ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইবে। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে অন্য কোন ক্রিয়াও তীব্ররূপে হইতে পারিত, কিন্তু অবলা দাস তাহা চায় না, সে উল্লম্ফন প্রলম্ফনই চায়, এই নিমিত্ত কেবল একটী অপসারণ শক্তিরই ক্রিয়া হইতে লাগিল, মন ও শক্তি পরিচালনার উপযুক্ত ভৌতিক পদার্থ পাইয়া একাগ্র ভাবে সেই দিকেই থাকিল, পরে যখন ক্রিয়া করিতে করিতে মানসিক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন অবলাও বিচেতন হইয়া থাকিল, মনের আর ক্রিয়া করার ক্ষমতা রহিল না, আবার যখন রক্তীয় মাদক পরমাণুর ক্ষয় হইয়া শোণিতের তাপ কমিয়া আসিল, তখন অবলা ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, অবলার একই মন স্নায়ুর ভৌতিক পদার্থের প্রকারানুসারে নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া ফেলিল। অতএব জানিলাম যে, মনের প্রত্যেক শক্তির ক্রিয়ার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রায়ও বিভিন্ন পদার্থের প্রয়োজন। যদি তাহাই না হইত, তবে অবলার স্বাভাবিক অবস্থায়ও তাদৃশ ক্রিয়া হইবার সম্ভব ছিল। আর একটী কথা এই যে, যদি মনের প্রত্যেক শক্তি এক পদার্থের উপরেই ক্রিয়া করিতে পারিত, অথবা ভৌতিক পদার্থের সাহায্য ব্যতীতও ক্রিয়া করিতে পারিত, তবে নানা পদার্থের দ্বারা নানা রকমে নানা সংস্থানে ঈদৃশ দেহ গঠন এবং নানা পদার্থের দ্বারা ইহার পরিপুষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইহাদ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলাম যে, পূর্ব্বোক্ত আহারাদি মুখ্য সংযম না হইলেও সংযমের সহায়তা করে, রক্তীয় পরমাণু সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেই সদ্বৃত্তি পরিস্ফুরণের সাহায্য করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাদৃশ সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা শরীর শীতবীর্য্য হয়, সুতরাং শারীর তাপের সামঞ্জস্য থাকাতে মনঃশক্তি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে যাইয়াই একটু বাধা পায়, সুতরাং একটু বিবেকের দিকে ঘুরিয়া আসে। এইরূপে মনের কতকটা স্থিরতা হয়। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম। এখন আপনারা ইন্দ্রিয়-সংযম বুঝিলেন, এখন হইতে প্রথমতঃ সংযমের অভ্যাস করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, তবেই অনুষ্ঠানের প্রকৃত ফল লাভে সমর্থ হইবেন এবং শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যে শান্তি সুখ পাইলেই শাস্ত্রের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তির বিকাশ হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

ধর্ম্মমণ্ডলী।

রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়দ্বয়ের স্বাক্ষরিত ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুষ্ঠান পত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল।——

"সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আলোচনা হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম লোকে অধিকতররূপে বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তদনুসারে ধর্ম্মের গৌরবও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকেই সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং দেশের বহুসংখ্যক লোক বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে অভিভূত, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব হওয়া উচিত, তাহা এক্ষণে হইতেছে না। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত এতদ্দেশের যথাযোগ্য আচার, ব্যবহার কি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকলের অনুসরণ করিলে আমাদের দেহ, মন, আত্মা, পরিবার ও সমাজের অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন। এই অজ্ঞতানিবন্ধন ও বিদেশীয় শিক্ষার ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার কষ্ট হইতেছে। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য এবং আপদ কালে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা উদ্দেশ্যে একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী অপরাপর কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের বিশেষ উল্লেখ এই স্থলে প্রয়োজন।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানীতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু ধর্ম্মের যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করণের ব্যবস্থা।

(৭) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

(৮) প্রস্তাবিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য বিশুদ্ধ হিন্দু নিয়ম প্রণালী মতে হইবে।

(ক) সভার সমুদায় কার্য্য ও অর্থব্যয় ধর্ম্মমণ্ডলীর আচার্য্য মহাশয়ের অধিকারে ও আদেশানুসারে হইবে।

(খ) কার্য্যকারক সমিতির যে পাঁচ জন ব্যক্তি স[illegible] থাকিবেন, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে বৎসরে বৎসরে নূ[illegible] আচার্য্য মনোনীত করিবেন।

(গ) সভ্য শ্রেণী হইতে ৫০ জন সদস্য লইয়া এক [illegible] বৎসরের জন্য এক একটী মন্ত্রণা সভা গঠিত হইবে। [illegible] আবশ্যক মত যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই বি[illegible] আচার্য্যকে পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) এই মণ্ডলী সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থ দেবে[illegible]ত্তর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(ঙ) মণ্ডলী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইবে।

(৯) আচার্য্যের আদেশ ব্যতীত কার্য্যকারক সমিতি[illegible] সদস্যগণ নিজে কেহ একাএক বা একত্র কোন কার্য্য করি[illegible] পারিবেন না, বা কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতামত চলিবে না।

(ক) আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কার্য্যকারক সমিতির পাঁচ জন ব্যক্তি সমিতির সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কার্য্যকারক সমিতির অধীনে একজন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি ধর্ম্ম-মণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার বহন করিবেন এবং আচার্য্য ও সমিতির অনুমত্যনুসারে যথানিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(খ) হিন্দু মাত্রেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা চাঁদা দিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

(১০) সভ্য মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে আপন আপন অভি[illegible]প্রায় আচার্য্য মহাশয়, মন্ত্রণাসমিতি বা কার্য্যকারক সমিতিকে জানাইতে পারিবেন। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ও আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে।

যাঁহারা উপরি উক্তরূপ ধর্ম্মমণ্ডলীর স্থাপন জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ও সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপাততঃ উত্তর[illegible]পাড়া নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ৩[illegible] আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে তাঁহাদের এক[illegible]কালীন দাতব্যের টাকা এবং বার্ষিক দাতব্যের টাকা, নিজ [illegible] নিজ নাম ধাম সহ, লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এবং পত্রাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ ঠিকানায় ধর্ম্ম-মণ্ডলী কার্য্যালয়ে মণ্ডলীর কার্য্যকরী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিবেন ও জানিবেন। মণ্ডলীর [illegible] নির্ব্বাহের নিয়মাবলী আচার্য্য মহাশয় মন্ত্রণা সমিতি [illegible] লইয়া প্রণয়ণ করিবেন।"

ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীপ্যারীমোহন শর্ম্মা (মুখোপা[illegible]
শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সক্ষম পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তহার জন্য দায়ী হইব না

৯। ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অথবা ধর্ম্মমণ্ডলী-সম্পাদক বা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ বেদব্যাস সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। ফাল্গুন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
অন্নপূর্ণাস্তোত্র	... ...	১৩৭।
আয়ুর্ব্বেদ	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশারদ	১৩৭।
মুক্তিমীমাংসা	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৩৯।
বিবেক	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৪১।
জীবের গতি কি?	... ...	১৪৭।
আহার-নিয়ম	... ...	১৪৮।
শুভসংবাদ	... ...	১৫২।

কলিকাতা।

১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরা ত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জলোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥
দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী
বামং স্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥
চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুন্তলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশসাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥
ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে!।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি! ॥ ১১ ॥
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশোভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রং

সম্পূর্ণম্।

আয়ুর্ব্বেদ।

ইংরেজী ভাষায় "ম্যালেরিয়া" কাহাকে বলে, বিদ্যমান সময়ে এতদ্দেশে অনেকেই তাহার সূত্র নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও অস্ফুটরূপে বিষয়টী বুঝিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত,—বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশের অধিবাসিগণ দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ার গ্রাসে পতিত হইয়া স্নেহময়ী জননী, অদ্বিতীয় হিতৈষী জনক, জীবনার্দ্ধ পত্নী, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, সহজ বান্ধব সহোদর প্রভৃতিকে চিরকালের নিমিত্ত হারাইতেছেন, শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক শোকে জর্জ্জরীভূত হইতেছেন এবং অর্থাভাবের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এমন সময়ে ম্যালেরিয়া কিরূপ পদার্থ, তাহার সমালোচনা পাঠকগণের বিরক্তিকর না হওয়াই সম্ভব। এই প্রস্তাবে অদ্য তদ্বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

যমের সহোদর স্বরূপ ম্যালেরিয়ার প্রথম চিহ্ন "ডেঙ্গুজ্বর" এতদ্দেশে উপস্থিত হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ অনুসন্ধিৎসা, যেরূপ বিশ্বাস

ও যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি, তিনি সেইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তদীয় ভক্তেরা তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ম্যালেরিয়ার কারণ বিনাশের চেষ্টা পাইয়াছিলেন ও পাইতেছেন। কেহ কেহ কহেন, গ্রামনগরাদিতে জঙ্গলের উৎপত্তি, পুষ্করিণী ও ডোবাতে বৃক্ষাদির পাতা পচিয়া যাওয়া, জল নিকাশ না হওয়া ইত্যাদি কারণে যে দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়, তাহারই নাম "ম্যালেরিয়া"। তাহাই ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতির কারণ।—কেহ কহেন, রেলওয়ে স্থাপিত হওয়াতে নদী ও খালের জলস্রোতের চিরনিয়মিত গতির বিপর্য্যয় অথবা অনেক পরিমাণে গতিরোধ এবং পাথুরে কয়লার ধূম, ও কেরোশিন তৈলের ধূম ইত্যাদিই উহার কারণ। কেহ কহেন এতদ্দেশের প্রায় নিরামিষ ভোজী ব্যক্তিদিগের পক্ষে চিরকালের অনভ্যস্ত অতি শীত-প্রধান দেশের ব্যবহৃত ও ব্যবহার যোগ্য ব্রাণ্ডী প্রভৃতি মদ্য, বিষস্বরূপ কুইনাইন ও মেষ, শূকর, কুক্কুট এবং গো প্রভৃতির মাংস উপযোগ, ম্যালেরিয়ার কারণ।

জন সমাজে অধিকাংশ মনুষ্যের মানসিক সত্ত্বগুণের এতই অল্পতা আর রজঃ ও তমোগুণের এতই আধিক্য এবং তজ্জন্য বাহ্য জড় পদার্থ সংক্রান্ত নিয়ম বা জড় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি এমনই নির্ভর, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটিত কার্য্য নিয়মে এমনই অবিশ্বাস বা অল্প ও সঙ্কিণ্ণ বিশ্বাস যে, এতাদৃশ দেশধ্বংশকারী মহামারীর কারণ নির্দ্দেশ কালেও অধর্ম্ম, পাপ, দুরদৃষ্ট, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া তাহার অভিধেয় পদার্থকে বুঝাইতে বর্ত্তমান সময়ে কাহারই প্রবৃত্তি হইতেছে না, অথবা কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইলেও সামাজিক বিশ্বাসের বিরোধী ও মোহজনক সভ্যতার বিরুদ্ধতা ভয়ে রসনা সঙ্কুচিত ও লেখনী শিথিল হইয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, মানবমূর্ত্তিধারী দেবতাস্বরূপ আমাদিগের পূর্ব্বকালীন ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এতাদৃশ অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কারণ ও কার্য্যের বিষয় সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা অসঙ্কোচে, তাহা পাঠকগণের গোচর করিব।

ম্যালেরিয়া নূতন পদার্থ নহে। ইহার কারণ ও কার্য্য প্রাচীন আর্য্য জাতির অজ্ঞাত নহে। প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এতাদৃশ রোগের সাধারণ নাম "জনপদোদ্ধংসনীয় রোগ" অথবা "মহামারী"। এই রোগের উৎপত্তি বিষয়ে, দ্বিবিধ কারণ আছে। যথা, অচেতন জড় পদার্থ সংক্রান্ত এবং অধর্ম্ম বা পাপ সংক্রান্ত।

১। অচেতন জড় সংক্রান্ত কারণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—

কোন কোন দেশ বা প্রদেশের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতাদিতে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ বিষবৃক্ষ এবং বিষজাতীয় লতাদি (সংস্কৃত ভাষায় তাহাদিগের নাম "সুবিনিন্দ বৃক্ষ" প্রভৃতি) জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের পুষ্প অতিশয় ভঙ্গুর। হঠাৎ প্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া ঐ সকল পুষ্পের পরমাণু লইয়া দেশ বা প্রদেশের সর্ব্বত্র জল, বায়ু ও ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্য সকল বিষাক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং সেই বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তির শরীর একভাবে দূষিত হইয়া উঠে। সুতরাং অল্পকাল মধ্যে সকল লোকেরই অতি দুশ্চিকিৎস্য (বিষাক্ততা প্রযুক্ত) কাস, শ্বাস, বমন, নাসাস্রাব, শিরোরোগ এবং জ্বররোগ ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া সকল লোকের বিনাশ করিয়া ফেলে। [ক]

২। এতদ্ বিষয়ে পাপ বা অধর্ম্ম সংক্রান্ত কারণ সকল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

মনুষ্যদিগের স্বাভাবিক অধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা, অথবা অজ্ঞানতা, অথবা কুশিক্ষা ও কুসংসর্গাদিদ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি প্রযুক্ত যে কার্য্য হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলা যায়। [খ] লোকে—প্রজ্ঞাপরাধ বশতঃ নানাবিধ অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং অন্যকে করাইয়া থাকে। সেই অসৎ কর্ম্ম জন্য বহু সংখ্যক লোকের অধর্ম্ম বা দুরদৃষ্ট উপস্থিত হয়। তাহার ফল স্বরূপে একেবারে দেশ বা প্রদেশাদির জল, বায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়। [গ]

নিম্ন লিখিত রূপে ঐ ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক ঘটিয়া থাকে। যথা,—

কোন কোন দেশ, প্রদেশ, নগর ও গ্রামে যে সকল প্রধান ব্যক্তি থাকে, তাহারও প্রজ্ঞাপরাধ প্রযুক্ত প্রকৃত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অধর্ম্মকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদিগের আশ্রিত এবং সেই আশ্রিত ব্যক্তিদিগের আশ্রিত পুরবাসী, প্রদেশবাসী ও কর্ম্মচারী ব্যক্তিগণ, প্রভুর আদেশ ক্রমে সকল মনুষ্যের প্রতি সেই অধর্ম্মকে সঞ্চারিত করিয়া তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। অনন্তর সেই প্রবল অধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়েন। তখন দেবতারা সেই ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করেন।

[ক] "বিষৌষধীপুষ্পগন্ধেন বায়ুনোপনীতেন আক্রম্যতে যোদেশঃ, তত্র দোষ-প্রকৃত্যবিশেষেণ কাসশ্বাসবমথুপ্রতিশ্যায়শিরোরুগ্জ্বরৈরূপতপ্যন্তে জনপদাঃ।" পাঠান্তর—'কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়গন্ধাজ্ঞানভ্রমশিরোরুকক্ষয়মসূরিকাভিরুপধ্যমান্তে।'
(সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

[খ] "ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্॥"
"যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণম্॥"
(চরক, শারীর স্থান, ১অ)

[গ] "বায়্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে, তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলঞ্চাসৎ কর্ম্ম পূর্ব্বকৃতম্। তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব।"
(চরক, বিমান স্থান, ৩য় অধ্যায়)

তেষাং ব্যাপাদঃ অদৃষ্টকারিতাঃ। শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি খলু বিপরীতান্যোষধী-ব্যাপাদয়ন্ত্যাপশ্চ। তাসামুপযোগাদ্ বিবিধরোগপ্রাদুর্ভাবোমরকোবা ভবেদিতি।
(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬অধ্যায়)

তাহারই ফল স্বরূপে সেই ধর্ম্মত্যাগী, অধর্ম্ম-লুণ্ঠারী ও দেবতাদিগের পরিত্যক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু সকল স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতভাব ধারণ করে। [খ]

ক্রমশঃ।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ

মুক্তিমীমাংসা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিবেকজ্ঞানের দ্বারায় কেমন করিয়া মুক্তি হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কর্ম্মাদি যে সাক্ষাৎরূপে মুক্তির কারণ নহে, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। আমরা জ্ঞান বলিতে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিবেকজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান বুঝিতে পারি, তন্মধ্যে বিবেক জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি হয়, ইহাই পূর্ব্ব প্রস্তাবে সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখন একবার অভেদজ্ঞানের দ্বারায় কিরূপে মুক্তি হয়, তাহা প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা করিব। অভেদ জ্ঞানের বিবরণ পূর্ব্বপ্রস্তাবেই (৮৬পৃঃ) দেখাইয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আত্মা হইতে অভিন্ন দর্শন বা আত্মময় দর্শনই, অভেদ জ্ঞান।

এখন একটী জিজ্ঞাস্য এই, "অভেদ জ্ঞান" এই কথাটী কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? কারণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন সত্য, পরিদৃশ্যমান পদার্থ, তখন অনন্ত জগতের জ্ঞান না হইয়া তাহাতে একমাত্র আত্মার উপলব্ধি হওয়া কখনই সম্ভব নহে, যদিও কোন কারণ বশতঃ এই সত্য জগৎ পদার্থের ভান না হইয়া তাহাতে একমাত্র আত্মারই ভান হয়, তবে সে জ্ঞানকেও মিথ্যাই বলিতে হইবে, অতএব মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি কখনই হইতে পারে না। পরন্ত যদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা বস্তু হয় এবং রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় একমাত্র আত্মাতেই জগতের ভ্রমাত্মক জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা সর্পজ্ঞানের ন্যায় আত্মজ্ঞানের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব এবং একমাত্র আত্মসত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে, নতুবা সত্য জগতে এক মাত্র আত্মারই উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। এই আপত্তির উত্তরে শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং। ওঁমিত্যেতত্ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। সর্ব্বং হ্যেতৎ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম ***।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

ভাবার্থ,—সমস্ত শ্রুতি এক বাক্যে আদেশ করিতেছেন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আত্মসত্তায় প্রতিভাত হইতেছে, আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই প্রকৃত সত্তা নাই, যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, বাস্তবিক রজত ও সর্প মিথ্যা পদার্থ, কিন্তু শুক্তি আর রজ্জুই সত্য বস্তু, তেমনি আত্মাই সত্য পদার্থ আর অনন্ত জগৎই মিথ্যা।

এখন বড়ই সমস্যা উপস্থিত হইল, কারণ যে সমস্ত পদার্থ সর্ব্বদা অনুভূয়মান, তাহা সমস্তই মিথ্যা, এবং আত্মাই সত্য, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা দেখিতেছি, সর্ব্বদাই ব্যবহারের উপযোগী হইতেছে, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে শ্রুতির আদেশই সত্যরূপে বুঝিতে পারিব। আমরা যে কিছু বস্তু অনুভব করি, তত্সমস্তই বিকারের মধ্যে গণ্য, সুতরাং সেই সকল পদার্থই বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা, অর্থাৎ উহাদের প্রকৃত সত্তা নাই, কিন্তু যাহার বিকার, যে উপাদান কারণের বিকৃতি হইয়া ঐ পদার্থটী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বস্তুটীই সত্য পদার্থ, সেই সত্য পদার্থটীকেই ব্যবহারের নিমিত্ত নানাপ্রকার নাম দেওয়া হইয়া থাকে এবং সেই এক একটী নামমাত্র লইয়াই কেবল ব্যবহার জগতে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু কল্পনা করা হয় মাত্র। যেমন "ঘট" বলিয়া একটা বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং উহা যে মৃত্তিকা হইতে একটী বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, তাহাও সকলের ধারণা আছে, কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে ঐ ঘটটী মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। মৃত্তিকারই অবস্থাবিশেষ হইলে তাহাকে ঘট বলিয়া ব্যবহার করা হয়, আবার অন্য কোনরূপ অবস্থায় পরিণত হইলে, সেই মৃত্তিকাকেই প্রসাদ বলা হইয়া থাকে এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে তাহাকেই আবার ইষ্টক বলা যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্তিকাও যে পদার্থ ঐ ঘট, প্রসাদ, ও ইষ্টকাদি ও ঠিক সেই পদার্থ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি ঘট, প্রাসাদ ও ইষ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেরূপ "মৃত্তিকা" এই কথাটী মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, প্রাসাদ ও ইষ্টকাদি পদার্থরাশি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল মৃত্তিকা কথাটী ভিন্ন আর কি কথা ব্যবহার করা যাইত? ফলপক্ষে তাহা হইলে ঘটাদি প্রত্যেক বস্তুকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে থাকিলে পৃথক পৃথক্ রূপে অবস্থিত মৃত্তিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার না করিয়া কোন মতে ও ব্যবহার কার্য্য চলে না। ভাবিয়া দেখ, যদি ঘট আনিবার ইচ্ছায় "এক খণ্ড মৃত্তিকা আন" বলা হয়, আবার একখানি ইষ্টক আনিতে বলিলেও "একখণ্ড মৃত্তিকা আন" এই কথাই বলা হয়, তবে যাহাকে উহা আনিতে বলা হয়, সে নিতান্ত বিপদেই নিপতিত হয়, কিছুই বুঝিতে পারে না। আর যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এবং ইষ্টকাকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়া পারে "এইরূপ একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া আইস" এইরূপ বলা হয়, তাহাও অনেক সময়ের কার্য্য, এই নিমিত্ত একই

[খ] "দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্য অধর্ম্মেণ প্রজাং বর্ত্তয়ন্তি। তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজানপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ, তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধযন্তি। ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্ধত্তে। ততস্তে অন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথান্তর্হিতধর্ম্মণাম্ অধর্ম্মপ্রধানানাম্ অপক্রান্তদেবতানাম্ ঋতবো-ব্যাপদ্যন্তে।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

মৃত্তিকা পদার্থকে ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহারমাত্র করা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া ঘটাদির অস্তিত্ব বা সত্তাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা কথার কথা মাত্র, বস্তুতঃ কল্পে উহা কিছুই না, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার আর একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিলে দেখিবে, যে মৃত্তিকাও ঘটাদির ন্যায় একটা মুখের কথার পদার্থ, উহাও মিথ্যা, উহার ও বাস্তবিক সত্যতা নাই। কতগুলি পরমাণুর এক প্রকার সন্নিবেশ হইলে তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, আবার আর এক প্রকারে সন্নিবেশ হইলে সেই পরমাণু-রাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং মৃত্তিকাও কাষ্ঠাদি পদার্থগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, মূল কারণের অনুসন্ধান করিলে ঘটাদিও পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। আবার পরমাণুরাশি ও যখন উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং তাহাও একটা [illegible] দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে পদার্থ হইতে পরমাণুরাশি বিকসিত হয়, তাহারই একটা নামান্তরমাত্র "পরমাণু", অতএব দৃশ্যমান ঘটাদিকে পরমাণুরাশি না বলিয়া যে দ্রব্য হইতে পরমাণুসমষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম পর্য্যা-লোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আসিবে যে, এই সংসারে যতপ্রকার বিকার পদার্থ আছে, তত্ সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহার সত্তা নাই। কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা নাম কল্পনা করা হয় মাত্র। তাই শ্রুতি বলি-য়াছেন "বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"। গীতায় ও একথা আরও বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন,—"নাসতো-বিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ-স্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" এইরূপে নিখিল উৎপন্ন পদার্থই মিথ্যা, একমাত্র তাহার কারণই সত্য, আবার কারণও যখন অন্য কারণের অপেক্ষা করে, তখন তাহাও মিথ্যা, তাহার কারণই সত্য, এপ্রকারে ক্রমে উর্দ্ধদিকে কারণের অনুসন্ধান করিলে সর্ব্ব কারণের কারণ একটী বস্তু ধরা পড়িবে, তাহার নাম "অজ্ঞান" "অবিদ্যা" বা "মায়া"॥

যেমন ধরিয়া লও, "ঘট" একটা বস্তু, উহা মৃত্তিকার পরি-ণাম, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, ঘটটী মিথ্যা পদার্থ, আবার মৃত্তিকাও কতকগুলি পরমাণু সমষ্টি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং সেই পরমাণুরাশিই সত্য, মৃত্তিকা মিথ্যা পদার্থ, আবার পরমাণুও বিকার পদার্থ, (সাংখ্যবেদান্তাদিমতে, নৈয়ায়িক মতে নহে) সুতরাং উহাও একটা কথার [illegible]মাত্র, যাহার বিকার, সেই তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতই সত্য পদার্থ, আবার সূক্ষ্মভূতও বিকার পদার্থ, সুতরাং মিথ্যা, সূক্ষ্মভূতের কারণ অজ্ঞান বা মায়াই সত্য পদার্থ (১)। এই প্রকারে [illegible] মরীচিকার জলের ন্যায় মিথ্যা পদার্থ এবং এক মাত্র অজ্ঞান[illegible] সত্য পদার্থ। এখন একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, যে অজ্ঞান বা মায়া নিখিল পদার্থের উপাদান, তাহাও প্রকৃত সত্ কিনা, না তাহাও মিথ্যা পদার্থ? শাস্ত্র বলেন "মায়া" বা "অজ্ঞান" মিথ্যা পদার্থ। যথা,—

"নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা।
সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥"
অজ্ঞানন্তু সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং
জ্ঞানবিরোধি যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি॥"

নিখিল পদার্থের উপাদান কারণের নাম "মায়া" "অজ্ঞান" বা "প্রকৃতি," যাহার পরিণাম হইয়া এই বিচিত্র দৃশ্য জগৎ বিকাসিত ও পরিশোভিত হইতেছে, তাহারই নাম "মায়া", এই মায়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী এবং অনির্ব্বচনীয়া, অর্থাৎ মায়াকে "মায়া এইরূপ" এইপ্রকারে নির্ব্বাচন করা যায় না, কারণ মায়াকে সত্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, যে হেতু "মায়া" আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, পরমার্থ বিচারে মায়ার প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি হয় না, আবার মায়াকে মিথ্যা ও বলা যাইতে পারে না, কারণ যতক্ষণ পরমার্থ বিচার জনিত জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি না হয়, ততক্ষণ মায়া বা তত্-কার্য্যাবলীকে সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। যেমন রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা হইলেও যখন সেই সর্প দেখিয়া ভয় হয়, দূরে পলায়ন করিতে হয়, তখন সেই ভ্রমাত্মক সর্প রজ্জুজ্ঞানের অনন্তর মিথ্যা হইলে ও সর্প জ্ঞান কালে তাহাকে দ্রষ্টা মিথ্যা রূপে কল্পনা করিতে পারে না। যদি পারিত, তবে সেই সর্প দর্শনে পলায়নাদি ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্পকে ভ্রান্তি অবস্থায় সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, আবার এই সর্প ভ্রমা-পনোদনের পর থাকে না, তাদৃশ পলায়নাদি ক্রিয়াও জন্মায় না, সুতরাং উহা মিথ্যা পদার্থ। প্রকৃত সর্প কখন ভয় জন্মায়, কখনও ভয় জন্মায় না, এরূপ কদাচ হয় না। তেমনি মায়াও ভ্রমাবস্থায় স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ব্যবহারের উপযোগী হয়, সুতরাং তখন সত্য বলিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে, আবার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের পর অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় মায়া বা তত্ কার্য্যের সত্তার উপলব্ধি হয় না, অতএব মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং মায়াকে প্রকৃত সতী এবং ব্যবহার অবস্থায় অত্যন্ত অসতী বলা যায় না। এবং মায়া যখন অবস্থা ভেদে বিদ্যমানা এবং অবস্থাভেদে অবিদ্যমানা হয়, তখন ইহাকে সত্ এবং অসৎরূপে উভয়াত্মক ও বলা যায় না, কারণ সত্তা এবং অসত্তা এই অবস্থাদ্বয় এক বস্তুতে এক কালীন সম্ভব হইতে পারে না, যাহা সত্তাশালী, তাহা তত্-কালে অসত্তাশালী নয়, আবার যাহা অসত্তাশালী, তাহাও সেই কালে সত্তাশালী নয়, এই অবস্থাদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং এককালীন এক বস্তুতে উভয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। যেমন যতক্ষণ রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি থাকে, ততক্ষণ সর্পকে সত্তা-শালী পদার্থ বলিতে হইবে, আবার ভ্রমের অপনোদন হইলে সর্পকে মিথ্যা বলিতে হইবে। এই প্রকার অবস্থাভেদে বস্তু সৎ ও অসৎ হইতে পারে, তদ্ব্যতীত এককালে বস্তু সৎ ও অসৎ হইতে পারে না। এই জন্য মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া এবং মিথ্যা

(১) উৎপত্তি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে একটু বিসদৃশ মত আছে, আমরা তাহার বিচার না করিয়া প্রকৃত বিষয় বুঝানের নিমিত্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটুমাত্র ধরিয়া দেখাইলাম।

ভূতা বলিয়াছেন, এবং ব্যবহার জগতে মায়াকে সত্তাশালিনী বলিয়া স্বীকার করেন। মায়া সম্বন্ধে এবার এই টুকুই মাত্র বলা হইল। মায়া সম্বন্ধে অন্যান্য কথা এবং এই প্রস্তাবের শেষ অংশ বারান্তরে প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

বিবেক।

(বিবেকের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি)

দাম্পত্য সম্পর্কে বিবেকের ত্রিগুণময়রূপ এবং তামসী আর রাজসী মূর্ত্তি গতবারে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবার সাত্ত্বিক বিবেকের বিষয় পর্য্যালোচনার চেষ্টা করিব।

সাত্ত্বিক বিবেক তামস বিবেকের মত বীভৎসাদি বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, রাজস বিবেকের ন্যায় সুখ দুঃখ চিন্তার ও সহায়তা লয়েন না। সাত্ত্বিক বিবেক অতি পবিত্র মূর্ত্তি, পবিত্র কীর্ত্তি। ইনি একমাত্র সত্ত্বগুণে অনুবিদ্ধ হইয়া আত্মলাভ করেন। তত্ত্ব বিদ্যাই ইহার প্রকৃত মূর্ত্তি। বস্তুর তত্ত্বপ্রদর্শন করাইয়া ইনি জীবগণকে বিপদ্‌গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করেন।

প্রস্তাবিত বিষয়ে বিচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিবেক এইরূপ তত্ত্বের উদ্‌গ্রাহ করিতে থাকেন। জীব! তুমি যে বস্তুটাকে "আমি" বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, উহাতে তোমার ভ্রান্তির বিমিশ্রণ আছে। ঐ বস্তুটার ঠিক সমস্তটাই তোমার "আমি" নহে। উহার কতক অংশ তোমার "আমি" আর কতক অংশ "আমি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। উহা ঠিক একটি বস্তু নহে। উহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ব্যূহ আছে। তাহার একটির নাম জড়ব্যূহ, আর একটির নাম চৈতন্য ব্যূহ। ঐ শরীরটা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু ক্রিয়া গুণ যুক্ত পদার্থ আছে, তৎসমস্তের নামই জড়ব্যূহ। যাবৎ ক্রিয়া, গুণ ও শক্তি সমন্বিত এই ভৌতিক দেহ এবং সমস্ত ক্রিয়া, গুণ, শক্তি সমন্বিত দশটি ইন্দ্রিয়, সমস্ত ক্রিয়া, গুণ, শক্তি-সমন্বিত পঞ্চপ্রাণ, আর সমস্ত ক্রিয়া, গুণ, শক্তি সমন্বিত মন, অভিমান, বুদ্ধি, প্রকৃতি, এতৎ সমস্তই জড়ব্যূহের মধ্যে নিপতিত। জড়ব্যূহটি ইহাদের দ্বারাই বিরচিত, সুতরাং ইহাদের এই সমষ্টির নামই জড়ব্যূহ। এই জড়ব্যূহটা তোমার প্রকৃত "আমি" নহে। প্রকৃত "আমি" ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। ভাবিয়া দেখ, দেহ মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন অন্নপানাদির দ্বারা রচিত। যাহার যাহা খাদ্য এবং পেয় তদ্দ্বারাই তাহার দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নির্ম্মাণের পরে, তাহারই দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং তাহারই দ্বারা পরিরক্ষিত হয়, আবার তাহারই অভাব হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তোমার ঐ দেহটাও ঐ রূপেই নির্ম্মিত, বর্দ্ধিত, রক্ষিত এবং ক্ষীণ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যে অন্ন পানাদির দ্বারা ঐ দেহটা গঠিত হইয়াছে, পৃথক্‌ভাবে থাকা কালে তাহার কিছুই তোমার "আমি" নহে। তাহার কিছুকেই তুমি "আমি" বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ না, তাহা কখনো হইতেও পারে না। তবে তদ্দ্বারা গঠিত দেহটা তোমার "আমি" হইবে কিরূপে? ঐ দেখ, ঐ স্থালী এবং থালিকাদিতে তোমার ভক্ষণীয় অন্নাদি সংস্থাপিত আছে। এই অন্নাদি অবশ্যই তোমা হইতে বিভিন্ন ও পৃথক্‌ভাবে আছে, ইহা তুমিই অনুভব করিতেছ। ইহাকে তুমি "আমি" বলিয়া মনে করিতেছ না, সেইরূপ ইচ্ছাও হইতেছে না। পরে ঐ অন্নাদি যখন তোমার হস্তের দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনও তুমি জানিতেছ যে, উহা তোমা হইতে বিভিন্ন ও পৃথক্ ভূত বস্তু। অনন্তর মুখস্থিতি সময়েও ঐরূপই বুঝিয়া থাক্, পরে উদরস্থ হইয়া যতকাল পর্য্যন্ত রক্ত মাংসাদি রূপে পরিণত না হয়, ততক্ষণও সেইরূপ ধারণাই করিয়া থাক। তবে উহা যখন রক্ত মাংসে উপনীত হইল, তখন তোমার "আমি" হইল কিরূপে? যাহা চিরদিন তোমার "আমি" নহে, এক নিমেষ পূর্ব্বেও যাহা "আমি" ছিল না, এখন তাহা "আমি" হইবে কিরূপে? উহা তোমার "আমি" হইলে যখন ধান্যাদিরূপে ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল, সেই সময় হইতেই এখনকার মত "আমি" বলিয়া বুঝিতে। কিন্তু তাহা কখনো বুঝ নাই, সুতরাং এখনও উহা তোমার "আমি" হইতে পারে না।

কেবল ইহাও নহে। রক্ত মাংসাদিরূপে পরিণত হইলেও উহার কোন অংশ যদি ঐ দেহ হইতে বিরিক্ত করা যায়, যদি কিছু রক্ত, বা কিছু মাংস, অথবা এক আধটুকু শিরা, ধমনী, বা অস্থি মজ্জাদি কোন কিছু, অস্ত্রাদির দ্বারা শরীর হইতে বিভিন্ন করা যায়, তখনও উহাকে তুমি "আমি" বলিয়া মনে কর না, তখনও তুমি জান যে, উহা তোমা হইতে বিভিন্ন বস্তু। তবে এখন উহাকে "আমি" বলিয়া ধরিয়া লইতেছ কেন? যাহা এক নিমেষ পূর্ব্বেও তুমি নহে, একনিমেষ পরেও তুমি নহে, এই মধ্যের নিমেষে তাহা তুমি হইবে কিরূপে? ইহা কখনই সম্ভাব্য নহে। অতএব ঐ অন্নরসাদির পরিণাম দেহটা তোমার "আমি" নহে।

আরো দেখ, তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এবং ঘর্ম্মাদি রূপে সর্ব্বদাই ঐ দেহটা উড়িয়া যাইতেছে। উহার রক্ত মাংসাদি অংশগুলি, অণুশঃ বিভক্ত হইয়া বহির্গত হইতেছে, ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ সের, চরসের পরিমাণে উৎসৃপ্ত হইতেছে, বাষ্পের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, এই অবস্থায় তুমি উহাদিগকে "আমি" বলিয়া মনে কর কি? তাহা কদাচ নহে। তবে যখন শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে, তখনই উহা আমি" হইবে কিরূপে?

এস্থলে এরূপ কখনো মনে করিও না যে, "এই দেহটাই যখন "আমি", তখন ইহার সঙ্গে যতক্ষণ যে বস্তু মিলিত হইয়া থাকে, তাহাও ততক্ষণ "আমি" হইয়া যায়" কারণ শরীরটা কোন দিনও তোমার "আমি" ছিল না, এখনও নহে। ইহা চিরদিনই ঐ অন্ন ব্যঞ্জনের পরিণাম। ইহা যখন পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতম আকারে ছিল, তখনও উহা তোমার পিতার ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের একটী কণিকা ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং তোমার "আমি" হইতে পারিল না। তৎপর মাতার ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের দ্বারা ইহার পুষ্টি ও সংরক্ষণ

হইয়াছে। এখন আবার নিজভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা বর্দ্ধিত ও উপচিত হইতেছে, অতএব কোন দিনই উহা অন্নপানাদি ব্যতীত, ঐ বাহিরের বস্তু ব্যতীত, দেহনামে একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র পৃথক্‌ভূত বস্তু ছিল না। উহা এখনও খাদ্য বিকৃতি, পরেও ঐ খাদ্য বিকৃতিই থাকিবে। সুতরাং চিরদিনই উহা তোমার "আমি" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। অতএব শরীর তোমার "আমি" হইতে পারে না। তাহা হইলে বাহিরের অন্নব্যঞ্জনাদিকেও "আমি" বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

আবার দেখ, এই শরীরের হস্ত পদাদি প্রত্যেক অংশকে তুমি "আমি" বলিয়া মনে কর না। মনে কর, "আমার" বলিয়া। "আমার হস্ত, আমার অঙ্গুলী, আমার পদ," ইত্যাদিরূপে ব্যবহার করিয়া থাক। তবেই বুঝিতে হইবে যে, যাহার প্রত্যেক অংশের কোন অংশই তুমি নহে, তাহার সমস্তটা একত্রিত হইলেও তুমি নহে, ইহা অতি সহজ জ্ঞেয় বিষয়। অতএব দেহ কখনই "আমি" হইতে পারে না।

আবার দেখ, এই শরীরের উৎপত্তিকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন সময়েই তোমার "আমির" অস্তিত্বের অভাব বা বিনাশ দৃষ্ট হয় নাই। তোমার "আমি" সর্ব্বদাই অখণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেছে। এই দেহটি কিন্তু বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বদা ক্ষয় হইতে হইতে কিছুদিন পরে উহার একবারেই শেষ হইয়া যায়, আবার সর্ব্বদাই নূতন নূতন ভৌতিক পদার্থ সংগৃহীত হইয়া অভিনব অভিনব দেহ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। এইরূপে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমাণে পুরাতন পদার্থের ক্ষয় এবং কিছু কিছু অভিনব পদার্থের সমাবেশ হইয়া কএক বৎসরের মধ্যে যাবৎ পুরাতন পদার্থই অন্তর্হিত হয়, এবং তাহার স্থানে অভিনব পদার্থের সমাবেশ হয়। এই ক্ষয় আর উপচয়ের ফল এই যে, অদ্য এই দেহের মধ্যে যে পরমাণু গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিছুদিন পরে ইহার একটিও থাকিবে না, আবার নূতন কতকগুলি পরমাণু আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিবে। নূতন মতে এই পরিবর্ত্তনের সীমা সাত বৎসর কাল। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তোমার এখন ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ছয়বার দেহের পরিবর্ত্তন বা মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ত্তমান দেহে সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের একটি পরমাণু ও বিদ্যমান নাই, ইহা অভিনব পরমাণুরাশিতে রচিত একটি অভিনব দেহ। অথচ তোমার "আমি" কিন্তু অখণ্ডভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখন দেখ, যদি ঐ দেহই তোমার "আমি" হইত, তাহা হইলে এক "আমি"ই এই ৪২ বৎসর থাকিতে পারিত না, দেহের মত উহাও ছয়বার মৃত্যুগ্রস্ত হইত। তোমার নূতন নূতন ছয়টি "আমি" হইত। কিন্তু তাহা কখনো হয় না। অতএব দেহ কখনই "আমি" পদার্থ নহে।

আরো দেখ, যখন নিদ্রাবস্থা হয়, তখন তোমার 'আমি" পরমানন্দে অবস্থিতি করে, তখন কত স্বাস্থ্য, কত সুখ, তাহার তুলনা করা যায় না। ঐ সময়ে কিন্তু তোমার দেহের সঙ্গে কিছু মাত্র সংস্রব দেখা যায় না। দেহটা তখন অচেতন, অসার হইয়া পড়ে। তোমার "আমি" তখন দেহ হইতে ভিন্ন ও পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে। তবেই দেখ, ঐ দেহটা তোমার "আমি" নহে, যদি দেহটাই তোমার "আমি" হইত, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে না। অতএব দেহটা তোমার "আমি" বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নপদার্থ। তবে যে তুমি উহাকে "আমি" বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, তাহা তোমার ভ্রান্তিমূলক অভ্যাসের কার্য্য। পার্থিব পদার্থে বিরচিত দেহটা তোমার "আমি"র নিকটে সর্ব্বদা থাকে বলিয়া উহাকেই "আমি"র মধ্যে ধরিয়া লইতেছ। ভ্রান্তির প্ররোচনায় "আমার—আমার" ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে "আমি" বলিয়াই গ্রহণ করিতেছ। পরের পুত্র নিকটে রাখিয়া সর্ব্বদা "আমার আমার" করিতে করিতে যে অবশেষে আমার হইয়া যায়, এবং তাহার দুঃখে, তাহার সুখে দুঃখ সুখের উপলব্ধি হয়, অথবা সহবাসাদি নিবন্ধন পরব্যক্তিকে "আমার আমার" ভাবিতে ভাবিতে যেমন আমার পরম সুহৃৎ বন্ধু হইয়া যায়, এবং সমান সুখী, সমান দুঃখী হয়, কিম্বা পরালয়ে পরের গৃহে অবিরোধে কিছুদিন বাস করিতে করিতে যেমন এক একটু করিয়া মমতা আকৃষ্ট হয়, যেমন এক একটু "আমার আমার" ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং অবশেষে যেমন আমার বাড়ীর আমার গৃহের ভাবেই পরিণত হয়, যেমন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে কষ্ট কষ্ট অনুভূত হয়, অথবা অন্যের একটা ঘটী বাটী প্রভৃতি দ্রব্য কিছু দিন অবিরোধে ব্যবহার করিলে যেমন তাহাতে "আমার" ভাব উপস্থিত হয়, কিম্বা ভাড়ার নৌকায়, ভাড়ার গাড়ীতে দুই চারিদিন যাইতে যাইতে যেমন মমতা স্নেহের গ্রন্থি হইয়া আইসে, অথবা পরের রাজত্বে কর্ম্মচারী হইলে যেমন দিনে দিনে এক একটু করিয়া উহা আপনার রাজত্বের ন্যায় প্রতিভাত হয়, রাজার বাড়ী, রাজার ঘর, রাজার ভূমি, রাজার বাহন, সমস্তই "আমার" ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়, অথচ উহার কোন কিছুতেই আমার কিছু মাত্র সত্ত্বাধিকার নাই, উহার কোন কিছুই বাস্তবিক আমার নহে। "আমার" বুদ্ধি সর্ব্বত্রই ভ্রান্তি সর্ব্বত্রই মিথ্যা। এই দেহাদি সম্বন্ধে তোমার "আমিভাব" ও "আমার ভাব" ও ঠিক সেইরূপই জানিবে। ইহাও ঠিক এইরূপ ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসের ফল, ইহাও সেইরূপ "আমার" ভাবনাভ্যাসের পরিণাম। এই শরীরটা তোমার "আমির" সন্নিধানে সর্ব্বদা আছে বলিয়া "আমার আমার" ভাবিতে ভাবিতে "আমার" হইয়া উঠিয়াছে, অবশেষে "আমার" ভাবের ঘনীভূত অবস্থা "আমি" ভাবে পরিণত হইয়াছে। সেই পরমাণুর মত পরিমাণের সময় হইতেই এই শরীরটা তোমার "আমির" সন্নিধিতে অবস্থিত, সেই জন্য সেই সময় হইতেই উহাকে সংস্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, এবং সংস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে এক একটু করিয়া "আমার আমার" ভাবিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে সতত সংস্পর্শ ও "আমার" ভাবনার অভ্যাস হইতে লাগিল। ক্রমে তোমার সত্যদৃষ্টির সম্মুখে আবর্জ্জনা উপস্থিত হইল। নির্ম্মল প্রভাত কালে মেঘারম্ভ হইল। মেঘের ভার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কুজ্‌ঝটিকায় দিগ্বিদিক অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তোমার নয়ন কোণে ভ্রান্তির উচ্ছ্বাস প্রবৃদ্ধ হইয়া আত্ম পর সমাচ্ছাদন করিল,

আত্মগণের পার্থক্য প্রকাশের অবসর হইল, সুতরাং যাহা আমার নয়, তাহাও আমার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ক্রমে দুইদিন, চারিদিন, দশদিন, শতবার, সহস্রবার, লক্ষবার "আমার আমার" ভাবনার অভ্যাস হইতে হইতে উহা মিথ্যা দৃষ্টি হইলেও সত্যের ন্যায় পরিগণিত হইল, দেহটা যেন সত্য সত্যই তোমার "আমার" হইয়া পড়িল। দেহটা যখন আমার হইয়া পড়িল, তখন দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন অন্ন-পানাদি যাহা কিছু উহার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহাও পূর্ব্ব-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমার হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে মমতা রজ্জুর গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় হইতে লাগিল, সুতরাং দেহটা একবারে খাটি খাটি আমার হইয়া উঠিল। অবশেষে ঐ আমার ভাব ঘনীভূত হইয়া "আমি" ভাবে পরিণত হইল। তখন দেহই "আমি" হইয়া উঠিল। তাই আজ তুমি ঐ দেহটাকে "আমি" বলিয়া মনে করিতেছ। এইরূপে ভ্রান্তি-মূলক অভ্যাসের দ্বারা দেহের উপরে "আমিত্ব" সংস্থাপিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ঐ দেহটা তোমার "আমি"ও নহে। "আমার" ও নহে। ইহার সহিত তোমার "আমার" কিছু মাত্র সংশ্রব নাই। তুমি এখন যদি তোমার প্রকৃত "আমি"কে চিনিতে পার, বুঝিতে পার, ধরিতে পার, আর ঐ দেহের উপরে "আমার আমার" ভাবের অভ্যাস বন্ধন খুলিয়া দিতে পার, তবে এখনই দেখিবে উহা একটা দারুময় পুত্তলের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। উহার সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিবে না, উহা তোমা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত করিবে। অভ্যাস বন্ধন একবারে খুলিতে না পারিলে যতটুকু শম করিতে পারিবে "আমার, আমি" ভাব ও ততটুকু বিশ্লথ হইবে, দেহটা ততটুকুই তোমা হইতে সন্ত্রিম হইবে।

ব্যবহার রাজ্যে যাহা প্রকৃত "আমার", তাহাও "আমার আমার" না ভাবিলে, কিম্বা তাহার সন্নিধি ও সহবাস না থাকিলে আমার হইতে বিভিন্নবং থাকে, তাহাতে সুদৃঢ় মমতাবন্ধন জন্মিতে পারে না, তাহার ভাবাভাব কি উপচয়াপচয়ে সুখ দুঃখের বিশেষ উপলব্ধি হয় না। নিজের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া জানা থাকিলেও যদি কখনো সহবাস, দেখা সাক্ষাৎ না থাকে, কোন ব্যবহার না থাকে, সতত "আমার আমার" ভাব অভ্যস্ত না হয়, তবে তাহার সহিত অতি অল্পই মমতা বন্ধন হয়, যেমন বহু বিবাহকারী কুলীনের পুত্র। আবার পরের পুত্রকে নিকটে রাখিয়া সতত ব্যবহার ও "আমার আমার" ভাব অভ্যাস করিলে ও দুশ্চেদ্য মমতাবন্ধন সঞ্জাত হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ এই দেহটাকেও যদি প্রথম হইতে "আমার আমার" ভাবে ব্যবহার না করিতে, কিম্বা এখনেও সেই আমার ভাব এড়াইতে পার, তবে এই মুহূর্তেই এই দেহের সহিত তোমার কিছুমাত্র সম্পর্ক অনুভূত হইবে না। অতএব অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় মতেই জানা গেল যে, ঐ দেহটা তোমার "আমার" কিছু নহে, এবং "আমি"ও নহে, ভ্রান্তির কুহকে "আমার আমার" ভাবিতে ভাবিতেই উহা তোমার "আমার" এবং "আমি" রূপে পরিণত হইয়াছে।

যে ভ্রান্তির এইরূপ অদ্ভুত মোহিনী শক্তি, তাহার শাস্ত্র-প্রথিত নাম "অবিদ্যা"। শাস্ত্রই বলেন যে "অনিত্যাশুচি-দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা॥" (পাত-দঃ) যে ভ্রান্তি অনিত্যবস্তুর সতত অবিনশ্বরতা বিস্মৃত করাইয়া তাহাকে নিত্যবৎ প্রতীয়মান করে, যে ভ্রান্তি অশুচি বস্তুর অশুচি ভাব বিস্মৃত করাইয়া তাহাতে শুচির ভাব উদ্ভাবিত করে, যে ভ্রান্তি দুঃখরাশির দুঃখত্ব প্রতীতি হইতে না দিয়া তাহাতে সুখের ভাব আবিষ্কৃত করে, আর যে মহাভ্রান্তি "আমার" ও "আমি" ভিন্ন বস্তুতে "আমার" ও "আমি" ভাব উদ্ভাসিত করে, তাহার নাম "অবিদ্যা"। এই অবিদ্যাই ঐ দেহটাকে তোমার "আমির" মধ্যে মিশাইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক দেহ তোমার "আমি" পদার্থ নহে।

এতদ্ব্যতীত, এই যে দশটি ইন্দ্রিয় এই দেহের মধ্যে বিচরণ করিয়া কত রঙ্গভঙ্গ, কতলীলা খেলা করিতেছে, ইহারাও দেহের মতই জড় রাজ্যের বিকার। দেহেরই নিয়মে ইহারাও তোমার "আমার" বা "আমি" বস্তুর অন্তর্গত নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে পঞ্চ প্রাণ ধরিতে পাওয়া যায়, তাহারাও ঐরূপ জড় পরিণাম বস্তু, তাহারা এবং ইহারাও তোমার "আমি" পদার্থ নহে। আবার এই যে, এই পঞ্চপ্রাণ আর দশ ইন্দ্রিয়ের কোলে কোলে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বিরাজ করিতেছে, ইহার কেহই তোমার "আমি" পদার্থ নহে এবং ইহার উপরে, মধ্যে বা নিম্নে যে কোন রূপ জড় পদার্থ আছে, তৎ সমস্তই তোমার "আমি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দ্রব্য। এতৎ সমস্তের নামই জড়ব্যূহ। জড় ব্যূহের প্রত্যেকের সহিতই সেই এক নিয়মে একরূপে তোমার "আমি" ভাব সঞ্জাত হইয়াছে। দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতি পর্য্যন্ত সকলই "আমার আমার" হইতে হইতে অবশেষে তোমার ঐ "আমার" হইয়াছে, চিরাভ্যাসের পরিপাকে "আমার" হইয়াছে এবং ঐ "আমার" ভাব ঘনীভূত হইয়া অবশেষে সমস্তই "আমি" রূপে পরিণত হইয়াছে। এতৎ সমস্ত আমিভাবের কারণই সেই অবিদ্যানাম্নী ভ্রান্তি। তাহারই মহিমায় এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই অবিদ্যার কুহক। যথার্থ জ্ঞানে যাবৎ জড়পদার্থই তোমার "আমি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া উদ্ভাসিত হয়। অতএব দেহাদি প্রকৃতি পর্য্যন্ত, কেহই তোমার "আমার" কিম্বা "আমি" পদার্থ নহে। তবে তোমার প্রকৃত "আমি" কে? প্রকৃত "আমি" তোমার চৈতন্যব্যূহ।

এই যে সমস্ত দেহের সঙ্গে সঙ্গে মাখাইয়া একরূপ অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক পদার্থের অনুভব করিতেছ, যাহা ঐ সমস্ত দেহটার অভ্যন্তর ভাগ সমুজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে, মৃৎপিণ্ডাকার জড়বস্তু হইলেও, অন্নব্যঞ্জনের রূপান্তর মাত্র হইলেও যাহার দ্বারা ঐ দেহটা চেতিত হইতেছে, উহার চরণাঙ্গুলী হইতে মস্তক ভাগ পর্য্যন্ত যাবৎ অবয়ব অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, উহার যাবৎ পরমাণু তপ্তায়ঃপিণ্ডের মত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যাবৎ অংশ, যাবৎ পরমাণু জাগ্রত রহিয়াছে, যাহার জন্য এই দেহটার সরস ভাব, নীরস ভাব, কঠিনতা, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি অন্তরে

রে সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে, যাহার জন্য এদেহটার আলস্য, অবসাদ ও গুরুত্ব, লঘুত্বাদি অন্তরে অন্তরে উদ্ভাসিত হইতেছে, যাহার জন্য এই দেহটার বিক্ষোভণ, পরিচালন, স্ফূর্ত্তি, নিঃস্ফূর্ত্তি প্রভৃতি অবস্থা সমূহ প্রতিভাত পাইতেছে, যাহার জন্য ঐ দেহটার প্রকৃতাবস্থা বিকৃতাবস্থার উদ্ভাস হইতেছে, যাহার জন্য ঐ দেহটার অভ্যন্তরে একটি সূচিকাবিদ্ধ করিলেও তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহার জন্য ঐ দেহটার অস্থি, মাংস, নাড়ী, মজ্জা, শুক্র, রুধিরাদির যৎসামান্য সংস্থান চ্যুতি হইলেও তৎক্ষণাৎ উদ্ভাসিত হয়, যাহার জন্য ঐ দেহটার একটি অবয়বের একটু কিছু পরিচালন হইলেই তৎক্ষণাৎ অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং যাহার জন্য ঐ দেহটার একটিমাত্র পরমাণুর সমালোড়নাদি ক্রিয়াও প্রকাশিত হয়, তাহাই এই দেহাদি সমস্ত জড় বস্তুর অতীত চৈতন্য বস্তু, তাহারই নাম চৈতন্যব্রহ্ম। চৈতন্যের অন্য নাম ব্রহ্ম ও আত্মা ও পুরুষ। যাহার সহিত সম্মিশণ থাকাতে তড়িংশক্তির ন্যায় অন্ধ তোমার নয়নস্থ দর্শন শক্তি বা দর্শনেন্দ্রিয় নয়নের অন্তরে থাকিয়া নিজের অস্তিত্বে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অন্ধতা দূর হইতেছে, জড় হইয়াও চেতন হইতেছে, আবার বাহিরের পদার্থ গ্রহণ করিয়া তাহা-কেও প্রকাশ করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত সম্মিশণ থাকাতে তোমার কর্ণ কুহরের শ্রবণশক্তি বা শ্রবণেন্দ্রিয় স্বয়ং অন্ধ, অপ্রকাশ দ্রব্য হইয়াও শ্রবণপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া নিজের সত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, আবার বাহি-রের ধ্বনিসমূহ গ্রহণ করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত সম্মিশ্রণ থাকাতে তোমার রসনাবর্ত্তী রসনাশক্তি বা রসনেন্দ্রিয় মৃত্তিকার মত নিজে অপ্রকাশ পদার্থ হইলেও নিজসত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, এবং বহিঃস্থিত অম্লমধুরাদি নানাবিধ রস সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত সম্মিশ্রণ থাকাতে তোমার অঙ্গীভূত ঘ্রাণ শক্তি বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার অন্তরে থাকিয়া নিজ সত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, আবার বহিঃস্থিত সুগন্ধ দুর্গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত বিমিশ্রত হইয়া তোমার সর্ব্বগাত্র ব্যাপী ত্বক্‌শক্তি বা স্পর্শেন্দ্রিয় কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি-বৎ জড় পদার্থ হইয়াও নিজসত্তায় উদ্ভাসিত হইতেছে, আবার বহিঃস্থিত শীতোষ্ণাদি স্পর্শকেও প্রতিগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্যবস্তু। আর যাহার সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া তোমার অন্ধ, জড় অন্তঃকরণসমূহ নিজ নিজ সত্তায় প্রকাশিত হইতেছে, এবং বহিঃস্থিত কত বিষয়ের কত কল্পনা, কত ভাবনা, কত চিন্তা, কত ধ্যান, কত অধ্যবসায়, কত কিছু করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। সদাজ্ঞানময়ী শ্রুতিও এইরূপই সাক্ষ্যদান করেন।—"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** "যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদম্ শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, ** "যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** "যৎ-প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি **" কেনেশিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেশিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবোযনক্তি" শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বা-চোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাস্তে ভবন্তি॥" "নিত্যোনিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাং **" ইত্যাদি। অর্থ,—যে বস্তু চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সহযোগে অন্ধ নয়নদ্বয় চেতনাপন্ন হইয়া অন্যবস্তুকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বস্তু (চৈতন্য) বস্তু বলিয়া জানিবে, যে বস্তু কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে বস্তুর সহযোগে শ্রবণেন্দ্রিয় সচেতন হইয়া শব্দসমূহ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই ব্রহ্মবস্তু জানিবে। যাহা এই জড় প্রাণশক্তির দ্বারা প্রাণবান্ নহে, যে বস্তুর সম্পর্ক লাভ করিয়া প্রাণগণ ঐ দেহের প্রাণকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, তাহাকেই ব্রহ্মবস্তু বলিয়া অবগত হও। যাহা বাক্যের দ্বারা বিষয় করা যায় না, যাহার সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া সচেতন বাগিন্দ্রিয় অন্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই ব্রহ্মবস্তু জানিবে। যাহাকে মনের দ্বারা ধরিতে পাওয়া যায় না, যাহার সংযোগে জড়রূপী মন চৈতন্যাপন্ন হইয়া অন্যকে অধিকৃত করে, তাহাই ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া জানিবে।" "কাহার আধিপত্যে, কাহার প্রেরণায় অন্তঃকরণ নানাবিষয়ে ধাবিত হইতেছে? কাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া আদিপ্রাণ প্রাণত্ব লাভ করিল? কাহার আধি-পত্যে এই নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কাহার অধীনতায় নিজ নিজ বিষয়ে যুক্ত হইতেছে? চৈতন্য বস্তুর দ্বারা। সেই চৈতন্য পদার্থই শ্রোত্রের শ্রোত্র স্বরূপ। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয় আত্মলাভ করিতে পারে না। তাঁহার দ্বারাই চেতিত হইয়া উহারা নিজ বিষয়ে ক্রিয়া করিয়া থাকে। তিনিই মনের মানসত্ব স্বরূপ। তাঁহার সম্পর্ক ব্যতীত মনের অস্তিত্ব সংগঠিত হয় না, চৈতন্যও হয় না, কোন ক্রিয়াদিও হয় না। তিনি বাক্যের বাক্যত্ব স্বরূপ। তাঁহারই সম্বন্ধাধীন বাগিন্দ্রিয়ের সত্তা, চেতনা এবং ক্রিয়া। তিনিই প্রাণের প্রাণত্ব বস্তু। তাঁহা ব্যতীত পঞ্চ প্রাণ দৃষ্টি গোচর হয় না, ক্রিয়াশীলও হয় না, সচেতনও হয় না। তিনিই নয়নের নয়নত্বস্বরূপ। তাঁহারই অনু-প্রবেশে দর্শনেন্দ্রিয় অস্তিত্ব লাভ করে এবং চেতনাপন্ন হইয়া অন্যবিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। ধীরগণ এই বস্তুতে অবস্থিতি করিতে পারিলে এই জড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া মৃত্যুভয় বিমুক্ত হয়েন।" "এই জড়রাজ্য মধ্যে যে নিত্যভাব আভাস দেখিতেছ, ইহা তাহারই নিত্যভাব অধীন বা পরিচায়ক মাত্র। সেই চৈতন্য বস্তুই একমাত্র নিত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা বা অনিত্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া ইহাও নিত্যের মত প্রতীতি হয়। তিনি চেতনের চেতন। অন্ধ জড় ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ তাঁহার দ্বারাই চেতন হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তমান হয়।"

আবার দার্শনিকগণ ও বলেন "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বং" তাপ সম্মীলিত হইলে যেমন কৃষ্ণবর্ণ লৌহও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্দ্বারা তাহার নিজ শরীর প্রকাশিত হয়,

আবার নিকটবর্ত্তী অন্যবস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে, এই ইন্দ্রিয়গণ এবং মন পর্য্যন্ত অহঙ্কারও তেমন নির্জ্যোতিঃ, অন্ধ, অপ্রকাশ জড় পদার্থ। উহারা সকলেই চৈতন্য পদার্থের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশমান হয়। তখন উহাদের নিজের জড়তা নিবৃত্তি হইয়া [illegible] হয়, উহাদের নিজনিজের অবস্থা ও আকার প্রকার সমস্তই পরিদৃশ্য হয়, এবং নিকটবর্ত্তী অন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিতে পারে"। (সাংখ্যদর্শন)। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং" সেই চৈতন্য পদার্থের সহিত সংযোগ আছে বলিয়াই জড়রূপী অচেতন ইন্দ্রিয়গণ ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু এই দেহের মধ্যে আছে, সকলেই চেতনাপন্ন হয়" (সাংখ্যকারিকা)। অন্যান্য দর্শনেও এই মতই নিরূপিত হইয়াছে।

এই চৈতন্য বস্তুটি বাস্তবিক সমরস ও একমাত্র বস্তু হইলেও উপাধি জড় পদার্থের প্রভেদ মতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েন। দেহের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে দেহীয় চৈতন্য বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে ঐন্দ্রিয়িক চৈতন্য বলা হয়। প্রাণের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে প্রাণীয় চৈতন্য বলা হয়, এবং অন্তঃকরণের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে মানস চৈতন্য [illegible], [illegible] চৈতন্য ইত্যাদি নামে ব্যবহার করা গিয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু এক চৈতন্যই দেহাদি সকলের [illegible] সমভাবে প্রকাশ করিতেছেন। একটী প্রদীপ যেমন [illegible] যাবৎ বস্তুকে প্রকাশিত করে, ইনিও তেমন [illegible] সমস্তই প্রদীপ করিতেছেন। প্রকাশ্য দেহ ইন্দ্রিয়াদি পদার্থের [illegible] প্রভেদ [illegible] বলিয়া সেই প্রকাশক চৈতন্যের [illegible] নাই। তিনি সর্ব্বত্রই এক, সমরস, অবিনাশী, [illegible] ও [illegible]। তথাপি ঐ প্রকাশ্য বস্তুর প্রভেদে [illegible] ব্যবহার করা হয়। একজনকেই অনেকের [illegible] হয়। ঐ কাল্পনিক প্রভেদ অনুসারেই এরূপ চৈতন্য [illegible] চৈতন্যের ব্যূহ বলিয়া ব্যবহার করা হয়।

এই চৈতন্য বস্তুটি সচ্চিদানন্দ [illegible] সনাতন পদার্থ। ইহার কখনো উৎপত্তি হয় না, বিনাশ হয় না, হ্রাস হয় না, বৃদ্ধি হয় না, অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, [illegible] অস্তিত্ব স্থির রাখিবার নিমিত্তও কোনরূপ অপেক্ষা নাই। ইহা অনাদি, অনন্ত বস্তু।

তুমি যদি ঐ দেহটার মধ্যে [illegible] প্রবেশ করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে নিজ হৃদয়েই এরূপ সত্যতা অনুভব করিতে পারিবে। ঐ দেখ, তোমার দেহের আভ্যন্তরিক ভাব প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রাতঃকালে উহাতে সুপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, এখন ৮টা ৯টার সময়ে যেন একটু তীব্র তীব্র ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অথবা প্রাতঃকালে আলস্য, অবসাদ বা [illegible] ভাব ছিল, এখন যেন সুপ্রসন্ন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম [illegible] ভাব উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার চৈতন্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই। উহা সেই প্রাতঃকালেও যে অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, এখনও ঠিক সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছে। ঐ দেহের যখন প্রসন্ন ভাব বা আনন্দ অবসাদাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহা যেরূপ সুস্ফুট প্রকাশ পাইয়াছে, এখন তীব্রভাব বা স্ফূর্ত্তি উদ্যমাদির ভাব ও ঠিক সেইরূপই পরিস্ফুট প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রকাশ আর এই প্রকাশের কিছু মাত্র তারতম্য করা যায় না, তারতম্য কেবল প্রকাশ্য বস্তুর, অর্থাৎ ঐ দেহের অবস্থা সমূহের। সূর্য্যের আলোকরাশির মধ্যে সকল বস্তুই বিরাজ করিতেছে, সকলেই প্রকাশ পাইতেছে। যখন যে যে অবস্থার উপস্থিত হইতেছে, সে সেই ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ঐ বৃক্ষটার পত্রগুলি যখন লোহিত বর্ণ ছিল, তখন লোহিত রূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল, পরে যখন হরিতবর্ণ ছিল, তখন হরিত রূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল, আবার এখন পীতবর্ণ হইয়া পীতবর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেবের আলোক বা প্রকাশ পদার্থের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না। সেই লোহিত বর্ণ বৃক্ষটির প্রকাশ বা তৎ সম্বন্ধী সূর্য্যালোক যে ভাবের যে পদার্থ ছিল, প্রকাশ বৃক্ষটির হরিত বর্ণ অবস্থায়ও উহা সেই ভাবের সেই বস্তুই ছিল। আবার এখন তাহার ঐ পীতবর্ণ অবস্থায় ও প্রকাশ বা আলোক ঠিক একরূপই আছে। তাহার অণুমাত্র অন্যথা নাই। অন্যথা দৃষ্ট হয় কেবল ঐ প্রকাশ্য বস্তু বৃক্ষের। তবে ঐ বৃক্ষটা হইতে ভিন্ন করিয়া ঐ প্রকাশ বা আলোক বস্তুটি ধরিতে পারা যায় না, এনিমিত্ত ঐ প্রকাশ্যের [illegible] তেনই যেন প্রকাশের ও পরিবর্ত্তন বলিয়া [illegible] মনে মনে উপলব্ধি হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা নিতান্তই ভ্রান্তি। রঙ্গক্ষেত্রে প্রদীপ রহিয়াছে, অভিনায়কগণ ক্ষণে ক্ষণে নানা বেশে, নানাকারে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাই বলিয়া আলোকটি বা প্রকাশ বস্তুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা মনে করা নিতান্তই মূঢ়মতির কার্য্য। সেইরূপ চৈতন্য বস্তু এই দেহাদি জড় পদার্থের প্রকাশক, অথবা ইহাদের প্রকাশ পদার্থই সেই চৈতন্য। সুতরাং এই দেহের ভাব ও অবস্থাদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাশ বস্তুটিরও পরিবর্ত্তন কল্পনা করা অতীব ভ্রান্তি জ্ঞানের কার্য্য। তুমি দেহের মধ্যে কিছুকাল ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে মনে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

পরিবর্ত্তনের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধিও, চৈতন্য বস্তুর পরিলক্ষিত হয় না। উহাও ঐ প্রকাশ্য দেহাদির মধ্যেই অধিকার করিতেছে। এজন্য ভ্রান্তিবশতঃ হইয়া উহাও অনেকে সেই সনাতন অবিকারী চৈতন্য বস্তুতে আরোপিত করে। দেহের অবস্থা ও ভাব সমূহের সর্ব্বদা হ্রাস এবং বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকাশক চৈতন্য বস্তুটি ঠিক এক রূপেই অবস্থিতি করে। দেহের স্থূলাবস্থায় উহা যেরূপ প্রকাশ পাইতেছিল, এখন কৃশাবস্থায় ও সেইরূপই প্রকাশ পাইতেছে। প্রকাশের লেশ মাত্র ন্যূনাধিক্য নাই। ইহাও তুমি শরীরের মধ্যে ডুব দিলেই অনুভব করিতে পারিবে।

আবার দেখ, তোমার ঐ দর্শনেন্দ্রিয় বা দর্শন শক্তি ঐ নয়ন যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কতরূপে, কত ভাবে

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাহিরের এক একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ করার সময়ে এক এক সাজে পরিণত হইতেছে। লোহিত বর্ণ কোন বস্তুর গ্রহণ করার সময়ে উহাও যেন লোহিতাকার পরিগ্রহ করে। আবার পীতবর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষ সময়ে পীতবর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং নীল বস্তুর উপলব্ধি কালে নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়। এইরূপে দৃশ্যবস্তুর অসংখ্য বর্ণভেদে অসংখ্যবর্ণে বিভূষিত হয়। আবার দীর্ঘ প্রশস্তাদি অসংখ্য আকার ভেদে অসংখ্য আকারে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু উহার সঙ্গে যে সেই প্রকাশরূপী চৈতন্য বস্তুটি আছে, যাহার দ্বারা নয়নেন্দ্রিয়ের নিজের অস্তিত্ব স্ফুটিত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দৃশ্যবস্তু প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অণুমাত্র পরিবর্ত্তন নাই। তাহা সর্ব্বদা একরূপেই বিরাজ করিতেছে। আবার নয়ন শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে উহার হ্রাস বৃদ্ধিও পরিলক্ষিত হয় না।

আবার মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের চৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহাতেও ঐরূপই অপরিণাম অবস্থার সন্দর্শন হইবে। ঐ দেখ, তোমার মন সর্ব্বদা কতভাবে কতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কখনো বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সত্ত্বময়রূপে বিরাজ করিতেছে। কখনও দম্ভাহঙ্কার ধনলোভাদি রাজস বৃত্তির পরিগ্রহ করিয়া রজোময়রূপে অবস্থিতি করিতেছে, কখনো বা ঈর্ষ্যা, অবসাদ, প্রমাদাদি তমোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তমোময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতেছে। আবার বাহিরের বিষয়ের সহিত সমাসক্ত হইয়া কতসময় কতভাবে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু ঐ মনের অস্তিত্ব প্রকাশক চৈতন্য বস্তুটি ঠিক সেই একই রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তুমি যখন গাঢ় নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি কর, তখনও তোমার অন্তরের অস্তিত্ব প্রকাশের কিছুমাত্র অভাব বা অন্যথা দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নাবস্থায় সেই প্রকাশ বস্তুটি সেই রূপই থাকে। আবার জাগ্রত অবস্থায় ও সেই রূপই থাকে। অন্যথা হয় কেবল তোমার সেই চৈতন্য প্রকাশ্য অন্তঃকরণের অবস্থা। উহাই ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবে নানাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব চৈতন্য বস্তুর হ্রাস, বৃদ্ধি বা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই। যাহার হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন কোন নাই, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ কখনো ঘটিতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। নিদ্রাদি অবস্থায় যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, তাহার কারণ চৈতন্যের অভাব বা অজ্ঞান নহে। তাহার কারণ অন্য। দেহের সহিত চৈতন্যের সংযোগের অভাব, অথবা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যের অভাব, এই দুই কারণ হইতে নিদ্রাদি অবস্থায় দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্য অনুভূত হয় না। নিদ্রা ও মূর্চ্ছাদি সময়ে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উপসংহৃত হয় এবং মনের মধ্যে লীন হইয়া থাকে। "পরে দেবে মন-স্যেকীভবন্তি" (শ্রুতি)। এজন্য ইন্দ্রিয়ের স্বরূপই লুপ্তপ্রায় হয়, সুতরাং তাহার সঙ্গে চৈতন্যের প্রকাশ হইবে কিরূপে? আর দেহের সহিত সংযোগের অভাব হইয়া যায় বলিয়া দেহের সঙ্গেও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। তখন উহাকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অতএব চৈতন্য অজর, অমর, ক্ষয়-পরিরহিত সনাতন বস্তু। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" "নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং **" ** "মহান্তং ধ্রুবং**" ইত্যাদি।

এই চৈতন্য বস্তু সর্ব্বভূতেই এক অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বব্যাপী। ইনি একাই প্রতি প্রাণীদেহে বিরাজ করিয়া সকলকে আত্মবান করিতেছেন। ইহাও শ্রুতিই বলেন,—"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥" "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব॥" "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

চৈতন্য পদার্থের মধ্যে সুখ দুঃখাদি ভাব বা কোন ক্রিয়া গুণাদি নাই। ইহা সমস্ত ভাবের অতীত, সমস্ত ক্রিয়ার অতীত এবং সমস্ত গুণের অতীত বস্তু। ভাবগুণাদি সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। এই দেহের মধ্যে যতপ্রকার ক্রিয়া হইতেছে, এতৎ সমস্তই দেহাদি জড় পদার্থের লীলা। ইহার কোন ক্রিয়া এই দেহ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে। কোন ক্রিয়া নয়নাদি ইন্দ্রিয় হইতে সম্পন্ন হইতেছে। কোন ক্রিয়া প্রাণাদি শক্তি হইতে এবং কোন ক্রিয়া মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ হইতে সমুদ্ভূত হইতেছে। গমন, গ্রহণ, শয়ন, বমন, পান, ভোজন ও সঞ্চলনাদি সমস্তই কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং দেহের ক্রিয়া। দর্শন, স্পর্শনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। আর ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা, অভিমান ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সমস্তই মন, অভিমান ও বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণের ক্রিয়া। এইরূপ আরও যত কিছু ক্রিয়া আছে, তৎসমস্তই এই জড়বর্গের মধ্যেই কোন না কোন একটির দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু চৈতন্য বস্তু একেবারেই নিষ্ক্রিয়রূপে দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি গুণ, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, অবসাদ ও হর্ষ, শোকাদি ভাবগুলি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের মধ্যেই যথাযোগ্য অবস্থিতি করে। চৈতন্যের সহিত ঐ সকলের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। নিজের মধ্যে ডুবিতে পারিলে ইহাও তুমি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিবে। শ্রুতিও এই কথাই বলেন,—"সূর্য্যো যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতা-কৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥" "অশব্দ-মস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং। অদৃষ্টমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং ব্রহ্ম॥" অতএব চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বগুণ, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বক্রিয়া বিরহিত বস্তু।

[illegible] সংস্পর্শ জনিত ত্রিগুণমলাভ করিয়া [illegible] থাকেন। সুতরাং জীব আত্মসংস্থ হইতে [illegible] দিন পর্য্যন্ত না আত্মস্বরূপ দর্শন করিতে পারি[illegible] পর্য্যন্ত এ মোহ কাটিবে কি করিয়া? [illegible] এ মোহ কাটিবে, তদ্দিন প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন [illegible]। সে জন্য ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব শান্তি [illegible] চিন্তা করিতে থাকেন যে, এ ঘোর [illegible]? শাস্ত্র বলিয়াছেন, জীবের বাসনাই [illegible]।

[illegible] যেহেতু মানবের মনোমোহ নিত্যই [illegible] আমি নিত্য সুখসাগরে ভাসিতে থাকি, আমার [illegible] শান্তির সাগরে যেন চির অবি-[illegible] থাকে, [illegible] মানবান্তঃকরণে সর্ব্বদাই [illegible]। ঐ বাসনা হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি, [illegible], তাহাই মানবকে জন্মমৃত্যু [illegible] সংসারে [illegible] [illegible] অদৃষ্ট, [illegible] হইতে অতি, [illegible] কর্ম্ম, তাহা হইতে [illegible] হইতে থাকে। প্রক-[illegible] কর্ম্ম [illegible] আবর্ত্তে [illegible] আশ্রয় করিয়া [illegible]। এই [illegible] ভীষণ মায়া-কারী শক্তিকে [illegible] অতিক্রম করিতে [illegible]। [illegible] প্রারব্ধ কর্ম্ম, এবং [illegible] কর্ম্মের কদাচ অবসান হয় না। [illegible] ভগবানই হউন, সকলকেই কর্ম্ম [illegible] ভোগ করিতেই হইবে। তাই শাস্ত্র [illegible]—

> [illegible] প্রারব্ধং কর্ম্ম তন্মতম্।
> [illegible] জ্ঞানেন নশ্যতি॥
>
> শিব, গী।

অর্থ,—যে কর্ম্ম শরীরের আরম্ভক, অর্থাৎ যে কর্ম্ম থাকিলে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা যায়। ঐ কর্ম্ম কেবল ভোগ [illegible] নিবৃত্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা তাহার বিনাশ সম্ভবে না, অর্থাৎ [illegible] যেরূপ নির্দ্দিষ্ট, তাহা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকেও অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, ইহার অন্যথা হয় না।

এখন বুঝিলেন যে প্রারব্ধ কর্ম্ম কি [illegible]। আর একমাত্র-কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই আমরা এরূপ আত্মহারা অবস্থায় উপনীত, আমাদের ন্যায় ঘোর পাপীর কর্ণে এ নিদারুণ বার্ত্তা ধ্বনিত হইলে আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর উঠে ও প্রাণ ভয়ে ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে থাকে, [illegible], সর্ব্বদেহ অব-সাদ প্রাপ্ত হয়। তখন মনে হয় হায়! [illegible] নির্ম্মল, শান্তিপ্রদ সুধারা আমাদের ন্যায় পাপীর পক্ষে স্বপ্নবৎ। তখন ত্রিতাপের প্রবল উত্তাপ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, বিষ বৃক্ষের কণ্টক স্বরূপ পাপের সংস্কার রাশি দারুণ বেগে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে, হৃদয়ে কেবল নৈরাশ্যের হা হুতাশ ধ্বনি প্রবল ঝঙ্কারে প্রতি অস্থি মজ্জার স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত করিয়া দেয়। ওহো! সে দারুণ জ্বালা যে একবার উপভোগ করিয়াছে, সে কি এই ভ্রান্তিময় সংসারে মরীচিকাবৎ সর্ব্বানর্থের আকর বিষয় সুখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া শ্বাস রুদ্ধাবস্থায় ক্ষুদ্র প্রাণের আবেগে ক্ষণকালের জন্য সাগর বক্ষে মস্তক তুলিয়া আপনাকে বিপন্মুক্ত ও সুখী মনে করিতে পারে? ত্রিতাপদগ্ধ জীব মোহের বিভোরতায় অজ্ঞানে থাকিয়া আত্মযাতনা উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য যদি বিভোরতা কাটিয়া যায়, তখন ভয়ঙ্কর যাতনা উপলব্ধি করিয়া উন্মাদবৎ চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। কিন্তু হায়! কর্ম্ম চক্রের পরিধি অতিক্রম করে কাহার সাধ্য? যেদিকেই চাও না কেন, ঐ চক্রের মধ্যেই ঘুরিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র বাক্য। তবে কি জীব চিরদিনই সংসারের নিদারুণ জ্বালা নিরন্তর ভোগ করিয়া সদা হা হুতাশ ধ্বনি করিবে? হায়। তবে কি জীবের উদ্ধারের উপায় নাই? উপায় আছে। শাস্ত্রই সে উপায় স্থির করিয়াছেন। আমারা ক্রমে সে উপায় দেখাইব।

আহার-নিয়ম।

> লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
> অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥

রশুন, গৃঞ্জন (সালগম,) পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ছত্রাক) এবং অশুচি স্থান (বিষ্ঠাদিতে) সম্ভূত শাকাদি দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে॥ ম-সং ৫।৫।

> অনির্দ্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফং তথা।
> আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ॥
> আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
> স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি॥

গো প্রভৃতি যে সকল পশুর দুগ্ধ পান করা যায়, প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদিগের দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, অশ্বাদি এক খুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মেষের দুগ্ধ, ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ, অসন্নিহিতবৎসা বা মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ, মহিষ ভিন্ন মৃগাদি যাবতীয় আরণ্য পশুর দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ এবং শুক্ত (পর্য্যুষিত দুগ্ধ) পান করিবে না॥ ম-সং ৫।৮-৯।

> দধিভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্ব্বঞ্চ দধিসম্ভবং।
> যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ॥

উক্ত শুক্তের মধ্যে দধি ও দধি হইতে সম্ভূত নবনীতাদি এবং যে সকল দুগ্ধ উৎকৃষ্ট পুষ্প, মূল ও ফল জলের সহিত মিলিত হয়, তাহা ভোজন করা যায়॥ ঐ ১০।

> যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
> মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

যে যাহার মাংস আহার করে, তাহাকে তন্মাংসাদ, অর্থাৎ

তাহার মাংসভোজী বলে, যেমন বিডাল, মূষিকাদ ইত্যাদি। কিন্তু মৎস্যাদকে সর্ব্ব মাংসভোজী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, অতএব মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিবে (ক)॥

ম-সং ৫।১৫।

ব্রাহ্মণানাং সদা ভক্ষ্যং হবিষ্যান্নং নিরামিষম্।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ সূর্য্যবত্তেজসা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণগণের নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। বিপ্র আমিষ পরিত্যাগে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হন॥

ব্র-বৈ পু ৪।৮৩।৫২।

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥

প্রাণী ও উদ্ভিদ (বীজিযবাদি) এতদুভয়ই জীবগণের অন্ন বলিয়া প্রজাপতি (ব্রহ্মা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থকেই প্রাণাত্যয় স্থলে আহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন উদ্ভিদ পদার্থের দ্বারাই অনায়াসে জীবন ধারণ হইতে পারে, তখন প্রাণী হিংসা করিয়া কদাচ তাহা খাইবে না। যখন আর উপায় নাই, তখনকার জন্যই এই বিধান।

ম-সং ৫।২৮।

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥

হরিণাদি বিচরণশীল পশুগণ অচল তৃণাদি ভোজন করে, দংষ্ট্রাশালী ব্যাঘ্রাদি প্রাণীগণ সামান্য দন্তশালী হরিণাদি প্রাণীগণকে আহার করে, হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যগণ হস্তবিহীন মৎস্যাদিকে আহার করে, এবং সিংহ প্রভৃতি বীর পশুরা ভয়শালী হস্তী প্রভৃতি পশুগণকে আহার করে; ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ জানিবে। (এই বিধিও প্রাণ বিনাশের সময়ই বুঝিতে হইবে, কারণ মনু নিজেই মৎস্য, মাংসাহারের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন, সুতরাং ইহা সাধারণ বিধি হইতে পারে না।)॥

ম-সং ৫।২৯।

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞীয় মাংস ভোজন করাকে দৈব অনুষ্ঠান বলা যায়, কিন্তু তদন্যথায় আপনার জন্য পশু বধ করিয়া মাংস ভোজনের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাক্ষসী প্রবৃত্তি বলা যায়॥

ঐ ৩১।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা) স্বয়ংই পশু সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই জগতের বৃদ্ধির নিমিত্তই যজ্ঞ কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, অতএব যজ্ঞার্থে যে পশু বধ হয়, তাহা বধ নহে।

ম-সং ৫।৩৯।

অগ্নয়োমাংসকামাশ্চ ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ।
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্! বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ॥
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন।
যদি নৈবাগ্নয়োব্রহ্মন্ মাংসকামাঽভবন পুরা॥
ভক্ষ্যং নৈবাঽভবন্মাংসং কস্যচিদ্দ্বিজসত্তম।
অতাপি বিধিকল্পশ্চ মুনিভির্মাংসভক্ষণে॥

শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে অগ্নির পরিতুষ্টির নিমিত্ত পশু হিংসা করিয়া থাকেন এবং যে সমস্ত পশু যজ্ঞে মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হয়, তাহাদের আত্মাও স্বর্গাদি লাভে সমর্থ হয়। হে ব্রহ্মন্! অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন, অর্থাৎ যজ্ঞ সাধনার্থ যদি মাংসাদির প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের (রাক্ষস প্রকৃতি মনুষ্য ব্যতীত) ভক্ষ্য হইত না। অতএব মুনিগণও যজ্ঞাদি সম্পাদনার্থ মাংসের বিধান করিয়া গিয়াছেন॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।১১-১৩।

দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে দত্ত্বাপি যঃ সদা।
যথাবিধি যথাশ্রাদ্ধং ন প্রদুষ্যতি ভক্ষণাৎ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংস ভোজন দোষাবহ নহে॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।১৪।

অমাংসাশী ভবত্যেবমিত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ।
ভার্য্যাং গচ্ছন ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি ব্রাহ্মণঃ।

প্রত্যুত সেই ব্যক্তিকে (বিধিপূর্ব্বক মাংসাহারীকে) শ্রুত্যনুসারে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না, তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ক্রমে তাহাকে পাপস্পর্শ করিতে পারে না॥

ঐ ১৫।

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্।

যে মনুষ্য পিতৃ ও দেবোদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক মাংস প্রদান করিয়া ঐ মাংস ভোজন না করে, সে মরণান্তে ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়॥

ম-সং ৫।৩৫।

ন তাদৃশং ভবত্যেনোমৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদকঃ।

বৃথা মাংসাহারী লোকদিগের পরলোকে যাদৃশ দুঃসহ দুঃখরাশি ভোগ হইয়া থাকে, যাহারা ধনাকাঙ্ক্ষায় মৃগ বধ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, সেই ব্যাধদিগেরও সেই পাপ জন্য পরলোকে তাদৃশ দুঃখ ভোগ হয় না। (অতএব বৃথা মাংস ভক্ষণ অতীব গর্হণীয়)॥

ম-সং ৫।৩৪।

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ॥

মাংস ভক্ষণের দোষগুণের বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি বিপৎপাত না হইলে, অর্থাৎ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে কদাচ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিবেন না, যিনি যে যে প্রাণীর অবৈধ মাংস

(ক) মৎস্য, মাংস দুই প্রকার, বিহিত এবং নিষিদ্ধ। যাহা দেবতা এবং পিতৃ উদ্দেশে যথাবিধি সংস্কৃত হয়, তাহাই বিহিত, আর কেবলমাত্র নিজের তৃপ্তির জন্য যে মাংস, আর শাস্ত্রোক্ত অনুসারে অখাদ্য যে মাংস, তাহা নিষিদ্ধ। এই, যে মনু মৎস্যাহারের দোষ কীর্ত্তন করিলেন, ইহা অসংস্কৃত এবং নিষিদ্ধ মাংস সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

ভোজন করেন, সেই সকল জন্তু পরলোকে তাঁহাকে আবার ভোজন করে।

ম-সং ৫।৩৩।

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥

অবিধি পূর্ব্বক। অর্থাৎ দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন কিম্বা কোন ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওনের অভিপ্রায়, অথবা মাংস ভিন্ন অন্য খাদ্য দ্রব্যের অভাবে প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর ইত্যাদি কারণ ব্যতীত) যে দুরাচার বৃথা পশু হিংসা করে, সে সেই হিংসিত পশুর লোমসংখ্যক দিন পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে। অর্থাৎ সেই পশুর শরীরে যত লোম, তত দিন নরকে বাস করিতে হয়। যা-সং ১।১৭৯।

গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥

কি গৃহস্থাশ্রমে কি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কি বানপ্রস্থাশ্রমে সকল অবস্থাতেই শুদ্ধাত্মা দ্বিজাতিগণ বিপৎকালেও কদাচ বেদনিষিদ্ধ হিংসা করিবেন না।

ম-সং ৫।৪৩।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে শ্রুতিবিহিত যে পশু হিংসা, তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিবে, যেহেতু বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়াছে। অতএব বেদ যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ম-সং ৫।৪৪।

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তি আপনার সুখের নিমিত্ত অহিংসক পশুগণকে বিনাশ করে, সে কি জীবিতাবস্থায় ইহলোকে কি জীবনান্তে পরলোকে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ঐ ৪৫।

যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥

যে ব্যক্তি প্রাণিদিগকে বধ বন্ধনাদি দ্বারা ক্লেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না, পরন্তু সকলের কেবল হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই [illegible] অনন্ত সুখভোগ করেন।

ঐ ৪৬।

অহিংসানিরতা নিত্যং যতয়ো দ্বিজসত্তম।
কুর্ব্বতেঽপি হি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ॥

(ইহা সত্য বটে যে,) অহিংসানিরত যতিগণ যদি দৈবাৎ কোন হিংসা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ তাঁহাদের হিংসা না করাই ইচ্ছা, কেবল দৈব নির্ব্বন্ধার্থেই তাঁহারা হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন।

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।৩৪।

যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে রতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন॥

যে ব্যক্তি দংশ মশকাদি কোন জীবের হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান (চিন্তা) করেন, যে শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন, তিনি তৎসমুদায় অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারেন, অর্থাৎ অহিংসকের ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সকল কার্য্যই অনায়াসে সিদ্ধ হয়॥

ম-সং ৫।৪৭।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥

যে সকল পদার্থ হইতে মাংসের উৎপত্তি হয়, সেই সকল পদার্থের বিষয় এবং দেহীদিগের বধবন্ধনাদি নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্তি হইবে॥

ম-সং ৫।৪৯।

ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি সমুদয় উল্লঙ্ঘন করিয়া পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করে, সে লোক সমূহের প্রিয় হয় এবং ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত হয় না॥ ঐ ৫০।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥

পশু হত্যা করিতে যে অনুমতি করে, যে পশুর অঙ্গাদি অস্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ করে, যে হনন করে, যে ক্রয় বিক্রয় করে, যে পাক করে, যে পরিবেশন করে এবং যে ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই ঘাতক বলিয়া পরিগণিত॥

ম সং ৫।৫১।

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুন ইত্যাদি কার্য্য সকল যে দোষাবহ এমন নহে, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে জীবগণের যে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ অনুরাগ, তাহাই দোষাবহ, আর নিবৃত্তি অর্থাৎ বিরাগই মহাফল। অতএব মাংসাদি আহারে কখনই প্রবৃত্ত করিবে না।

ঐ ৫৬।

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ।

যে ব্রাহ্মণ মাংস বর্জ্জন করেন, তিনি গৃহবাসী হইলেও মুনি তুল্য এবং সেই মাংস বর্জ্জন জন্য তাঁহার সকল কামনাই সিদ্ধ হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥

যা-সং ১।১৮০।

দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে॥

দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণেই হিংসা করিবে না। যদি কেহ দেবতাদির উদ্দেশে অথবা সংগ্রামস্থলে বৈধ হিংসা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইবে না॥

ম-নি-ত ১১।১৪৩।

যোঽত্তি যস্য যদা মাংসমুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি যাহার মাংস ভোজন করে, তদুভয়ের বিভিন্নতা দেখিলে কেহই মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ একের ক্ষণকালমাত্র প্রীতি জন্মে, কিন্তু অন্যের প্রাণ বিয়োগ হয়। (অতএব এমন কার্য্যে কখনই বুদ্ধিমানের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে) ॥

হি-উ।

পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ বৃথাবিমুক্তানপি প্রিয়ে ॥
ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ ॥

হে প্রিয়ে! যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য এবং যে সকল পশু বোধযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু বধ করিবে না, বধ করিলে পাতকী হইবে ॥

ম-নি ত ১১।১৩৩।

নামাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশূংস্তথা।
বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ বসবর্জ্জিতান্ ॥

মাংস ভোজন করা নিতান্ত আবশ্যক হইলেও নরমাংস, নরাকৃতি পশুর মাংস, বহুপকারক গো সমূহের মাংস, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুদিগের নীরস মাংস ভোজন করিবে না ॥

ম-নি-ত ৮।১০৮।

নকুলানাং গণ্ডকানাং মহিষাণাঞ্চ পক্ষিণাম্।
সর্পাণাং শূকরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং বিশেষতঃ ॥
মার্জ্জারাণাং শৃগালানাং কুক্কুরাণাং ব্রজেশ্বর!।
ব্যাঘ্রাণামপি সিংহানাং ত্যাজ্যং মাংসং নৃণাং সদা ॥

নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, বিশেষতঃ সর্প, শূকর, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর, ব্যাঘ্র ও সিংহগণের মাংস পরিত্যজ্য, অতএব মানবগণ ঐ সমুদায়ের মাংস কদাচ ভোজন করিবে না ॥

ব্র বৈ-পু ৪ ৮৫।১৩-১৪।

জলৌকানাঞ্চ নক্রাণাং গোধিকানাং তথৈব চ।
মণ্ডূকানাং কর্কটানাং কম্বুকানাঞ্চ নিশ্চিতম্।
সর্ব্বাসাং চৈব শিঙ্কানাং [illegible] ॥

জলৌকা, কুম্ভীর, গোধিকা (গোসাপ) মণ্ডূক, কর্কটী, কম্বুক, (শামুক [illegible]) গো ও চমরীর মাংস কলিযুগে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥

ঐ ১৫।

হস্তিনাং ঘোটকানাঞ্চ নরাণাং রাক্ষসানাম্।
দংশশ্চ মশকশ্চৈব মক্ষিকা চ পিপীলিকা।
অভোজ্যা নিষিদ্ধানাং লোকে বেদে ব্রজেশ্বর! ॥

হস্তী, ঘোটক, মানব, রাক্ষস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জন্তুর মাংস এবং দংশ, মশক, মক্ষিকা ও পিপীলিকাদি ভোজন বৈদিক ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ আছে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৬।

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে! ॥

হে শিবে! ভূমিজাত গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল, মূল স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে ॥

ম-নি-ত ৮।১০৭।

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

বনমধ্যে স্বচ্ছন্দে জাত যে শাক তাহাতেও উদর পূরণ হয়, তবে এই দগ্ধোদরের জন্য প্রাণিহিংসা করিয়া কে মহাপাতক করে? ॥

হি-উ

বধে চ ক্ষুদ্রজন্তূনাং হিংসকানাঞ্চ পণ্ডিতঃ।
কার্ষাপণং সমুৎসৃজ্য মৃত্যুকালে প্রমুচ্যতে ॥

দংশ মশকাদি হিংস্র ক্ষুদ্র জন্তুর বধেও যে পাপ সঞ্চয় হয়, জ্ঞানবান ব্যক্তি সেই পাপক্ষালনার্থ মৃত্যুকালে কার্ষাপণ পরিমিত বরাটক উৎসর্গ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ॥

ব্র বৈ-পু ৪।৭।২০।

অহিংসকানাং ক্ষুদ্রানাং বধে শতগুণং ফলম্।
প্রায়শ্চিত্তং মৃত্যুকালে কথিতং পদ্মযোনিনা ॥

হিংস্র জন্তুর বধে যে পাপ হয়, অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বিনাশে নিশ্চয় তাহার শতগুণ পাপ জন্মে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা মানবের মৃত্যুকালে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি নিরূপণ করিয়াছেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭।২১।

অহুত্বা চ তপাঽজপ্ত্বা অদত্বা যস্তু ভুঞ্জতে।
দেবাদীনামৃণী ভূত্বা দরিদ্রশ্চ ভবেন্নরঃ ॥

যিনি হোম, জপ ও দান না করিয়া ভোজন করেন, তিনি দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদির নিকট ঋণী হইয়া দেহান্তে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ॥

দং-সং ২৫৮।

হবিষ্যান্নং ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তং গৃহিণাং সদা।
নারায়ণোচ্ছিষ্টমিষ্টমনিবেদ্যমভক্ষকম্ ॥

গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে নিত্য হবিষ্যান্ন ভোজন করাই প্রশস্ত ও একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা নারায়ণ হরিকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হইবে। নিবেদন না করিয়া অন্নাদি ভক্ষণ করিলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হয় ॥

ব্র-বৈ পু ১।২৭।৫।

অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
বিণ্মূত্রং সমশ্নাতি ভোজং যস্তু হরিবাসরে ॥

পরম পুরুষ বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিলে, খাদ্যদ্রব্য বিষ্ঠা সদৃশ এবং পেয়বস্তু মূত্র হয়। আর হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে অন্ন বা ভোজন করিলে তাহা বিষ্ঠা মূত্র স্বরূপ এবং মহাপাপ জনক হইয়া থাকে ॥

ঐ ৬।

অস্নাতাশী মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্।
অসংস্কৃতান্নভুঙ্মূত্রং বালাদিপ্রথমং শকৃৎ ॥

যে ব্যক্তি অস্নাত হইয়া ভোজন করে, তাহার মল ভক্ষণ করা হয়, যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, তাহার পূয ও শোণিত পান করা হয়, যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, তাহার মূত্র পান করা হয়। এবং যে ব্যক্তি বালকাদির অগ্রে আহার করে, তাহার বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয়। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি উক্তরূপ অসদাচার পরিত্যাগ করিবেন ॥

বি-পু ৩।১২।৭১।

একোহি ভুঙ্ক্তে হ্যন্নং অপরোহন্যেন ভোজ্যতে।
ন ভুজ্যতে স একোবৈ যোভুঙক্তে তু সমাংশকম্ ॥

কোন ব্যক্তি একক ভোজন করে, আবার কোন ব্যক্তি অন্যকে ভোজন করায়। যিনি একা ভোজন করেন, তিনি ভোজন করেন না। যিনি অংশ করিয়া ভোজন করেন, তিনিই যথার্থ ভোজন করেন। অর্থাৎ অন্যকে ভোজন না করাইয়া কেবল আপনিই ভোজন করিবে না॥

দ-সং ২।৮০।

ভ্রষ্টদ্রব্যং তথান্নঞ্চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা ভুঙ্ক্তে স্থানে পরিষ্কৃতে॥

ব্রাহ্মণ পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া পরিষ্কৃত স্থানে ভ্রষ্টদ্রব্য বা অন্ন ভোজন করিবেন॥

ব্র-বৈ-পু ৫৮।৩।৫৭।

শুভসংবাদ।

১লা ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত অষ্টাহকাল বর্দ্ধমান—কালনা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীতে সনাতন ধর্ম্ম সভার নবম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবের সময় নানারূপ ব্যাখ্যা বক্তৃতা হইয়াছিল।

২৭শে ফাল্গুন হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত গোস্বামি দুর্গাপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের সময় এখানে বক্তৃতা ও পুরাণ পাঠাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

দোল উপলক্ষে ২০।২১।২২শে ফাল্গুন বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সপ্ত বিংশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে এই উৎসবের সময় দেবার্চ্চনা, বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, শাস্ত্রের বিচার, বক্তৃতা এবং সংস্কৃত পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষাদি গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৯শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস জামালপুর হরিসভার ষোড়শ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখানে ও ধর্ম্মব্যাখ্যাদি সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানেই উৎসব কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৭ই ফাল্গুন বলিহারের রাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর মহাশয় কৃষ্ণকালী নামে স্বভবনে ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই উপলক্ষে রাজা বাহাদুর অনেক ব্যয় বিধান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশ হইতে বহুবিধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়াছেন। আমরা ইহা শুনিয়া সুখী হইলাম। আজ কালকার দিনে এই প্রকার সাধু অনুষ্ঠানের কথা শুনিলে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়। এইরূপ সংবাদ যদি মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক রাজধানী হইতেই আমরা শুনিতে পাই, তবে আমাদের বড়ই আনন্দের বিকাস হইবে। আমরা ৺জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করি, মা যেন "কৃষ্ণকালী" নামে চিরদিনই কৃষ্ণেন্দ্রের কল্যাণ এবং এইরূপ সৎকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

বিগত ১৯শে ফাল্গুন কলিকাতা তালতলা হরিসভাতে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। অনেক ভদ্র বিশিষ্ট লোক সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এবার বৎসর সমাপ্ত হইয়া আসিল, আর একখানি মাস গেলেই আমরা ১৩০০ সনে উপনীত হইব। দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ১২৯৮ ও বর্ত্তমান (১২৯৯) সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকী আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকী রাখিলে ধর্ম্মমণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের কাগজ নহে, বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র, সুতরাং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যকর। সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ দেয় মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সহ, বেদব্যাস সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডে আমাদিগকে একবার জানাইবেন। এই বিনীত প্রার্থনা যেন, ধর্ম্মমণ্ডলীকে দায়গ্রস্ত না করেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়দ্বয়ের স্বাক্ষরিত ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুষ্ঠান পত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল।——

"সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আলোচনা হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম লোকে অধিকতররূপে বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তদনুসারে ধর্ম্মের গৌরবও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকেই সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং দেশের বহুসংখ্যক লোক বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে অভিভূত, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব হওয়া উচিত, তাহা এক্ষণে হইতেছে না। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত এতদ্দেশের যথাযোগ্য আচার, ব্যবহার কি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকলের অনুসরণ করিলে আমাদের দেহ, মন, আত্মা, পরিবার ও সমাজের অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন। এই অজ্ঞতানিবন্ধন ও বিদেশীয় শিক্ষার ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার কষ্ট হইতেছে। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য এবং আপদ কালে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা উদ্দেশ্যে একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী অপরাপর কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের বিশেষ উল্লেখ এই স্থলে প্রয়োজন।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানীতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু ধর্ম্মের যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করণের ব্যবস্থা।

(৭) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

(৮) প্রস্তাবিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য বিশুদ্ধ হিন্দু নিয়ম প্রণালী মতে হইবে।

(ক) সভার সমুদায় কার্য্য ও অর্থব্যয় ধর্ম্মমণ্ডলীর আচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায় ও আদেশানুসারে হইবে।

(খ) কার্য্যকারক সমিতির যে পাঁচ জন ব্যক্তি সভ্য থাকিবেন, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে বৎসরে বৎসরে নূতন আচার্য্য মনোনীত করিবেন।

(গ) সভ্য শ্রেণী হইতে ৫০ জন সদস্য লইয়া এক এক বৎসরের জন্য এক একটী মন্ত্রণা সভা গঠিত হইবে। ইঁহারা আবশ্যক মত যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে আচার্য্যকে পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) এই মণ্ডলী সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(ঙ) মণ্ডলী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইবে।

(৯) আচার্য্যের আদেশ ব্যতীত কার্য্যকারক সমিতির সদস্যগণ নিজে কেহ একাএক বা একত্র কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, বা কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতামত চলিবে না।

(ক) আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কার্য্যকারক সমিতির পাঁচ জন ব্যক্তি সমিতির সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কার্য্যকারক সমিতির অধীনে একজন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি ধর্ম্ম-মণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার বহন করিবেন এবং আচার্য্য ও সমিতির অনুমত্যনুসারে যথানিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(খ) হিন্দু মাত্রেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা চাঁদা দিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

(১০) সভ্য মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে আপন আপন অভি প্রায় আচার্য্য মহাশয়, মন্ত্রণাসমিতি বা কার্য্যকারক সমিতিকে জানাইতে পারিবেন। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ও আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে।

যাঁহারা উপরি উক্তরূপ ধর্ম্মমণ্ডলীর স্থাপন জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ও সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপাততঃ উত্তরপাড়া নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে তাঁহাদের এক কালীন দাতব্যের টাকা এবং বার্ষিক দাতব্যের টাকা, নিজ নিজ নাম ধাম সহ, লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এবং পত্রাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ ঠিকানায় ধর্ম্ম-মণ্ডলী কার্য্যালয়ে মণ্ডলীর কার্য্যকরী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিবেন ও জানিবেন। মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মাবলী আচার্য্য মহাশয় মন্ত্রণা সমিতির পরামর্শ লইয়া প্রণয়ণ করিবেন।"

ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীপ্যারীমোহন শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়)
শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। চৈত্র।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমাধব মোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস ... বার্ষিক ... মূল্য।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ। } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

হরিহরাত্মকস্তোত্রম্।

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে!
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে!।
দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১ ॥

গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ!
বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাব্জপাণে!।
ভূতেশ খণ্ডপরশো মৃড চণ্ডিকেশ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ২ ॥

বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে!
গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড়!।
নারায়ণাসুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৩ ॥

মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো।
শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শৌরে!।
ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৪ ॥

লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য!
শ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে।।
আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৫ ॥

সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেবদেব!
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে!।
ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে।
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৬ ॥

শ্রীরাম রাঘব রমেশ্বর রাবণারে!
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ!।
চাণূরমর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৭ ॥

শূলিন্ গিরীশ রজনীশকলাবতংস।
কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ।।
ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৮ ॥

গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো।
কর্পূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র।।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরীণ গোপ।
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৯ ॥

স্থাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে!
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে!।
বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০ ॥

অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং
সন্দর্ভিতাং ললিতরত্নকদম্বকেন।
সন্নায়কাং দৃঢগুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥ ১১ ॥

ইত্থং দ্বিজেন্দ্র নিজভৃত্যগণান্ সদৈব
সংশিক্ষয়েদবনিগান্ হি ধর্মরাজঃ।
অন্যেঽপি যে হরিহরাঙ্কধরা ধরায়াং
তে দূরতঃ পুনরহো পরিবর্জনীয়াঃ ॥ ১২ ॥

যো ধর্ম্মরাজরচিতাং ললিতপ্রবন্ধাং
নামাবলীং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীম্।
ধীরোঽত্র কৌস্তুভভৃতঃ শশিভূষণস্য
নিত্যং জপেৎ স্তনরসং ন পিবেৎ স মাতুঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রুত্বা কথাং রম্যাং শিবশর্ম্মা প্রিয়াননাম্।
প্রহর্ষবক্ত্রঃ পুরতো দদর্শাগ্রে সরঃ পুরীম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মরাজবিরচিতা হরিহরাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা।

আয়ুর্ব্বেদ।

(ফাল্গুনমাসে প্রকাশিতের পর)

উল্লিখিত কারণে (১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ) জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কদাচ যথাকালে জলবর্ষণ করেন, কদাচ করেন না, কদাচ বিকৃত জলবর্ষণ করিয়া থাকেন। বায়ু আর স্বাভাবিকরূপে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবীর উর্ব্বরতা গুণাদির বিকৃতি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে জল শুষ্ক হইয়া যায়। শস্য সকল হিতকারক স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ঐ বিকৃত শস্য আহার, বিকৃত জল পান এবং বিকৃত বায়ুর স্পর্শ দোষে দেশাধিবাসী সমস্ত লোক উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। (ঙ)

এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এক প্রদেশ বা এক দেশবাসী বহু সংখ্যক লোকের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য অর্থাৎ আহারাদি বিষয়ক অভ্যাস, মনের অবস্থা ও বয়ঃক্রম, এ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি সকলেই একবিধ মহামারীদ্বারা আক্রান্ত হয় কেন, ভগবান আত্রেয় (পুনর্ব্বসু ঋষি) তদ্বিষয়ে এই বলিয়াছেন যে,—বহু সংখ্যক মনুষ্য উল্লিখিত প্রকৃতি ও আহারাদি বিষয়ে অসমান ভাবাপন্ন হইলেও যে সকল পদার্থ সকলের পক্ষেই সাধারণ, তাহাদিগের বিকৃতি ঘটিলেই সকলের পক্ষে সমান কারণ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্তই বহু লোকের এককালে একবিধ ব্যাধি উপস্থিত হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। সেই সাধারণ পদার্থগুলি এই,—বায়ু, জল, দেশ ও কাল। (চ)

নিম্নলিখিত রূপ বায়ুকে বিকৃত অর্থাৎ পীড়াজনক বুঝিতে হইবে। যথা—

যে ঋতুতে যেরূপ বায়ুবহন হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, তাহার বিপরীত,—অতি নিশ্চল, অতি চঞ্চল, অতি কর্কশ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতিশয় অভিষ্যন্দি (বাত পিত্তাদি দোষ রস রক্তাদি ধাতু ও মূত্র কিট্টাদি মলের ক্লেদ জনক), অতি ভয়ানক শব্দ বিশিষ্ট, পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আসিয়া যাহারা পরস্পরের গতি প্রতিহত করে, অতিশয় কুণ্ডলাকার (ঘূর্ণিবায়ু) অনিষ্টকারী গন্ধ, বাষ্প, বালুকা, পাংশু (ছাই) ও ধূমযুক্ত। [ছ]

নিম্নলিখিত রূপ জলকে স্বগুণ রহিত অর্থাৎ বিকৃত বুঝিতে হইবে। যথা,—

অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শবিশিষ্ট, অতিশয় ক্লেদ যুক্ত, যাহাতে জলচর পক্ষীসকল (হংস প্রভৃতি) বিচরণ করিতে চাহে না, জলাশয়ের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইবার পর যাহা অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা দর্শন ও স্পর্শনাদিতে অপ্রীতিজনক [জ]।

নিম্নলিখিত রূপ দেশ ও প্রদেশাদিকে বিকৃত অর্থাৎ পীড়াজনক বুঝিতে হইবে। যথা,—

যে স্থানের বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ স্বাভাবিকের বিপরীত হইয়াছে। যাহাতে অধিক ক্লেদ হইয়াছে। সরীসৃপ, সর্প, মশক, অন্যান্য পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, (ইন্দুর) পেচক, শ্মাশানিক (হাড়গেলা পাখীর প্রকার বিশেষ) শকুনি (হাড়গেলা) ও শৃগাল প্রভৃতি বাস করিতেছে। যে স্থান নানাবিধ তৃণ ও উলুঘাসদ্বারা জঙ্গলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। যথায় বহুতর গুল্ম ও লতাদি জন্মিয়াছে। যাহা কর্ষণাদির অভাবে অত্যন্ত পতিত এবং যথাকার শস্য সকল শুষ্ক ও নষ্ট হইয়াছে। বায়ু স্বচ্ছতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূম্রবর্ণ হইয়াছে। পক্ষীসকল সর্ব্বদা চিৎকার করিতেছে। কুক্কুরেরা ক্রন্দন ধ্বনি করিতেছে। বিবিধ মৃগ ও পক্ষী ব্যথিত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে গতাগতি করিতেছে। অধিবাসী ব্যক্তিরা ধর্ম্ম, সত্য, লজ্জা, আচার ও সৎস্বভাবকে পরিত্যাগ (অথবা বিকৃত) করিয়াছে। জলাশয় সকল বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে সর্ব্বদা বিলোড়িত ও উচ্ছলিত হইয়া থাকে। উল্কাপাত, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতেছে। সর্ব্বদাই অতি ভয়ানক শব্দ শ্রুত হয়। সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা সকল সর্ব্বদা রুক্ষ, তাম্র বা অরুণ, অথবা শুভ্রবর্ণ মেঘসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ যেন নিরন্তর সম্ভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইতে থাকে। সর্ব্বদাই যেন ভয়ের সহিত রোদন ধ্বনি শ্রুত হয়। দিক্ সকল যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হয় এবং কোথা হইতে যেন পিশাচবৎ জন্তুদিগের শব্দের ন্যায় বহুতর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে [ঝ]।

[ঙ] "তেন আপোযথা কালং দেবোবর্ষতি, নবা বর্ষতি, বিকৃতং বা বর্ষতি। বাতা ন সম্যগ্‌বান্তি। ক্ষিতির্ব্যাপদ্যতে। সলিলান্যুপশুষ্যন্তি। ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায় আপদ্যন্তে বিকৃতিম্। তত উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহার্য্যদোষাৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অ)

[চ] "অপি তু খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্য সত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ভবতীত্যত্র উবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

এবমসামান্যানামেভিরপি প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাঃ তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমেভাবাঃ সামান্যাঃ জনপদেষু ভবন্তি। তদ্‌যথা, বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ছ] "তত্র বাতমেবংবিধম্ অনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্‌যথা, যথর্ত্তুবিষমম্, অতিস্তিমিতম্ অতিচলম্, অতি পরুষম্, অতি শীতলম্, অত্যুষ্ণম্, অতি রুক্ষং, অত্যভিষ্যন্দিনম্, অতিভৈরবারাবম্, অতি প্রতিহতপরস্পরগতিম্, অতি কুণ্ডলিনম্, অসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতম্ ইতি।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[জ] "উদকন্তু খল্বত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ, ক্লেদবহুলম্, অপক্রান্তজলচরবিহঙ্গম্, উপক্ষীণজলাশয়ম্, অপ্রীতিকরম্ অপগতগুণং বিদ্যাৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ঝ] "দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতবর্ণগন্ধরসস্পর্শম্, ক্লেদবহুলম্। সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামূষিকোলূকশ্মাশানিকশকুনিজম্বুকাদিভিরুপসৃষ্টম্, তৃণোলুপোপবনবন্তম্, প্রতানাদিবহুলম্, অপূর্ব্ববৎ অবপতিতং, শুষ্কনষ্টশস্যম্, ধূম্র-

নিম্নলিখিত কালকে অহিতকর বুঝিতে হইবে। যথা,—

যে ঋতুতে যে সকল লক্ষণ হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, তাহাতে সেই সকল লক্ষণ অত্যল্প ভাবে অথবা অত্যধিক ভাবে কিম্বা বিপরীত ভাবে উপস্থিত হইলে [ঞ]। উল্লিখিত রূপ চতুর্ব্বিধ পদার্থ, অর্থাৎ বিকৃত বায়ু, জল, দেশ ও কাল, দেশ-ধ্বংসকারিণী মহামারীর কারণ হইয়া থাকে [ট]

৩। কখন কখনও অধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু সকলের বাহ্যদৃশ্য অন্যথা ভাব না হইয়া ও মহমারী ঘটিয়া থাকে। তদ্‌বিষয়ে নিম্ন লিখিত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

কৃত্যা (রাজার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মন্ত্রীর কৃত অভিচার নামক দৈব কর্ম্ম)। অভিশাপ (গুরু ও সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির নিকট অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহাদিগের মুখ হইতে অনিষ্ট সাধক বাক্য প্রয়োগ)। পিশাচ ও রাক্ষসদিগের ক্রোধ, মনুষ্যদিগের শরীর, বাক্য ও মনঃদ্বারা অনুষ্ঠিত অসৎকর্ম্ম জন্য অধর্ম্ম। বিরুদ্ধগ্রহ (শনৈশ্চর প্রভৃতি)। বিরুদ্ধ নক্ষত্রদিগের আচরণ (উল্কাপাত প্রভৃতি)। বিধি বিরুদ্ধরূপে নির্ম্মিত গৃহ। শাস্ত্র বিরুদ্ধরূপে পরিণীতা কুলক্ষণা ভার্য্যা। বিধি বিরুদ্ধ শয্যা, আসন, বাহন (পালকী প্রভৃতি) মণি (হীরক, স্ফটিক প্রভৃতি) অন্যান্য বস্ত্র এবং অপরাপর কুলক্ষণাক্রান্ত গৃহোপকরণ সকল উহার কারণ হইয়া থাকে [ঠ] (১)।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বোক্ত অতিভয়ঙ্কর মহামারীর কারণ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াই পরম পূজনীয় মহর্ষিগণ নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহারা তাদৃশ বিপৎকালে জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ বেদ মতানুযায়িনী চিকিৎসারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জনপদোধ্বংসনীয় রোগের সময়ে যে সকল লোকের সমভাবে আয়ুক্ষয় না হইয়াছে এবং যাহারা রোগের কারণ স্বরূপ সমানরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াছে, অথচ অন্যের অপরাধে পীড়ারূপ দণ্ডের ভাগী হইয়েছে, চিকিৎসাদ্বারা তাহাদিগের রোগ শান্তি ও সুস্থতা বৃদ্ধি হইতে পারে। [ড]

তাহাদিগের চিকিৎসা এই,—

১। সমস্ত দেশে জল, বায়ু ইত্যাদি দূষিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ দ্রব্য উদ্ধৃত করা আছে, তাহার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিবে।

২। বিকৃত দেশ ছাড়িয়া যে সকল দেশ বা প্রদেশ অবিকৃত আছে, তথায় গমন পূর্ব্বক অবস্থান ও চিকিৎসা করিবে।

৩। সাধারণতঃ অন্যান্য রোগীর ন্যায় এতাদৃশ রোগীর পক্ষেও অবস্থা বিশেষে পঞ্চকর্ম্ম অর্থাৎ বাতের শান্তির জন্য "নিরূহ" (এক প্রকার পিচ্‌কারী), পিত্তের শান্তির জন্য, "কায়-বিরেক" (জোলাপ) এবং কফের শান্তির জন্য, "বমন" ও "শিরোবিরেক" (নস্য ইত্যাদি দ্বারা মস্তকের কফ নিঃসারণ), আর অপবিকৃত রক্তের শান্তি জন্য রক্তমোক্ষণ, [*] এই পাঁচ প্রকার সংশোধন চিকিৎসা করিবে। এস্থলে প্রয়োজন মত সংশমন চিকিৎসা অর্থাৎ জ্বরাদি নাশক গুলঞ্চ প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৪। আয়ুর বৃদ্ধি নিমিত্ত ও গুরুতর রোগ নাশের যাহা-র্থ্যার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় "রসায়ন তন্ত্র" নামক অংশের উপদেশানু-

---

পবনম্ প্রপাতপতত্রিগণম্, উৎকৃষ্টশ্বগণম্, উদ্‌ভ্রান্তরাপিতবিবিধমৃগপক্ষিসঙ্ঘম্, উৎসৃষ্টধর্ম্মসত্যলজ্জাচারশীলজনপদম্, শশ্বৎ ক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ম্, প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পম্, অতিভয়ারাবরূপম্, রূক্ষতাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকম্, অভীক্ষ্ণং, সসম্ভ্রমোদ্‌বেগমিব, সত্রাসরুদিতমিব, সতমস্কমিব, গুহ্যকাচরিতমিব, আক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চ, অহিতং বিদ্যাৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

ঞ] "কালস্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্‌বিপরীতলিঙ্গম্, অতি লিঙ্গম্, হীনলিঙ্গঞ্চ অহিতং ব্যবস্যেৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

ট] "ইমানেবং যুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোধ্বংসনকরান বদন্তি কুশলাঃ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ঠ] "কদাচিদব্যাপন্নেষ্বপি ঋতুষু কৃত্যাভিশাপপিশাচরক্ষঃক্রোধাধর্ম্মৈরুপধ্বস্যন্তে জনপদাঃ। গ্রহনক্ষত্রচরিতৈর্ব্বা। গৃহদারশয়নাসনযানবাহনমণিরত্নোপকরণগর্হিতলক্ষণনিমিত্তপ্রাদুর্ভাবৈর্ব্বা।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬ অ)

"রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈস্তমধর্ম্মম্ অন্যদ্বা অপচারান্তরম্ উপলভ্য অভিহন্যন্তে। তথা অভিশাপস্য অধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। তে লুপ্তধর্ম্মানোধর্ম্মাদপেতা গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষিপূজ্যান্ অবমত্য অহিতান্যাচরন্তি। ততস্তাঃ প্রজাঃ গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতামুপযান্তি প্রাগেবানেকপুরুষকুলবিনাশায়।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

(১) শাস্ত্ররূপগভীর সমুদ্রে জগতের কার্য্য কারণ নির্ণয় বিষয়ে কত কোটিসিদ্ধান্ত রত্ন নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। সামান্য বুদ্ধিতে প্রস্তাবিত স্থলে অভিচার কার্য্যের সত্যতা, অভিশাপের প্রভাব, পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধ, শনৈশ্চরাদি গ্রহের এবং অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের বিরুদ্ধতা, পরিণীতা পত্নীর কুলক্ষণ এবং শয্যাদির অশুভলক্ষণের বিষয় আপাততঃ অনেকের নিকট উপহাসাস্পদরূপে বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য জীবন তত্ত্ব যে সকল ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষির জ্ঞান-নেত্রের গোচর হইয়াছে, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং বেদাঙ্গ স্বরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট তাহা উপহাসের বিষয় হইতে পারে না।

[ড] "চতুর্ষ্বপি তু দুষ্টেষু কালান্তেষু যদা নরাঃ।
ভেষজে নোপপাদ্যন্তে ন ভবন্ত্যাতুরাস্তদা।
যেষাং ন মৃত্যুসামান্যং সামান্যং ন চ কর্ম্মণাম্॥"

(চরক সংহিতা বিমানস্থান, ৩ অ

[*] "উদীরয়েৎ বহির্দোষান্ পঞ্চধা শোধনং হি তৎ।
নিরূহোবমনংকায়শিরোরেকোঽস্রবিস্রুতিঃ॥"

(বাভট সূত্রস্থান, ১৪ অ,)

স্বামী বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ ও স্বাস্থ্য রক্ষা ঘটিত নিয়ম পালন করিবে। [গ]

৫। অধর্ম্ম জন্য দূর দৃষ্ট নাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে নিম্নলিখিত কার্য্য করিবে। যথা,—

সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ। প্রাণীদিগের প্রতি দয়া। সৎপাত্রে দান। দেবতাদিগের উদ্দেশে নানাবিধ বলি (উপহার)। জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তি সকলের অবলম্বন। শান্তি ও নিরহঙ্কারতা প্রকাশ। ব্রহ্মচর্য্য ঘটিত নিয়ম সকলের সেবন, অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের দমন। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিদিগের সেবা। জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক মহর্ষিগণের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ঘটিত উপদেশ গ্রহণ ও তাহার চর্চ্চা। জ্ঞান বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ও মাননীয় সত্ত্বগুণপ্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা অবস্থান। [চ]

এস্থলে মনুষ্যদিগের জীবন, সুস্থতা ও পীড়ার সহিত এবং আয়ুর বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বা পুণ্য ও পাপের সম্বন্ধের বিষয় পাঠ করিয়া বিদ্যমান সময়ের অনেকেই হয়ত তাহা সংবরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জীবন ব্যাপারের সহিত ঐ সকল পদার্থের কেমন নিত্য, অকাট্য ও বিজ্ঞান সম্মত সম্বন্ধ আয়ুর্ব্বেদে নির্দিষ্ট আছে, আমরা তাহা প্রমাণ সহিত অপর প্রবন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের গোচর করিব।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[গ] "রসায়নতন্ত্রং নাম, আয়ুর্মেধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ অধ্যায়)

[চ] কর্ম্ম পঞ্চবিধং তেষাং ভেষজং পরমুচ্যতে।
রসায়নানাং বিধিবচ্চোপযোগঃ প্রশস্যতে।
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ॥
সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্।
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
সঙ্কথা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ॥
ইত্যেতদ্ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পরিপালনম্।
যেষামনিয়তো মৃত্যুস্তস্মিন্ কালে সুদারুণে॥

(চরক সংহিতা, বিমানস্থান, ৩ অ,)

"তত্র অব্যাপন্নানামোষধীনামুপযোগঃ। * * * তদ্‌স্থানপরিত্যাগ—শান্তিকর্ম্ম—প্রায়শ্চিত্ত—মঙ্গল—জপ—হোমোপহারেজ্যাঞ্জলি—নমস্কার—তপো—নিয়ম—দয়া—দান—দীক্ষাভ্যুপগম—দেবতা—ব্রাহ্মণ—গুরু—পরৈর্ভবিতব্যম্। এবং সাধু ভবতি।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬ অধ্যায়)

স্ত্রৈণতা।

বিবাহরূপ পবিত্র সংযোগদ্বারা একটী স্ত্রীর সহিত একটী পুরুষের যাবজ্জীবন সংসারবন্ধন পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল জাতিতেই চিরকাল প্রচলিত আছে। উহা যে মানব প্রকৃতির অনুযায়ী এবং পরম হিতকর, তাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ রূপে সম্বন্ধিত ঐরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা, তাহা বিবেচ্য বিষয়। পৃথিবীর পণ্ডিত শিরোমণি আর্য্যজাতীয় মহর্ষিগণ ঐরূপ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পুরুষের নাম স্বামী রাখিয়াছেন। স্বামীশব্দের প্রকৃত অর্থ প্রভু (১)। তিনি আপন স্ত্রীর ভরণ পোষণাদি করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার অপর নাম ভর্ত্তা ও পতি (২) হইয়াছে। পত্নী যে কোনও বিষয়ে পতির প্রতি প্রভুত্ব করিবেন, আর্য্যজাতির শাস্ত্রে তাহার কোনও বিধান নাই। ছায়া যেমন বৃক্ষাদির অনুগামিনী, সেইরূপ পত্নী সর্ব্বদাই পতির অনুগামিনী (৩) হইবেন, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত।

বহুদর্শী অথচ জগতের হিতৈষী শাস্ত্রকারদিগের ঐরূপ ব্যবস্থা প্রকৃতির অনুযায়ী ব্যতীত প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে। স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রীজাতির শারীরিক অবয়ব গত বৈলক্ষণ্য (যথা নিতম্ব ও স্তনদ্বয়ের উচ্চতা) প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে পুরুষবৎ শরীর সঞ্চালনে অপটুতা এবং গর্ভধারণের নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে ক্রমাগত কিছুকাল শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা, পরসাহায্যের সাপেক্ষতা ইত্যাদি ঐশ্বরিক নিয়মদ্বারা অকাট্য রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, পত্নী পতির তুল্য নহে। প্রত্যুত সকল বিষয়ে বিষয়ে তাহাকে পতির মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই প্রকৃতির নিয়ম পালন করিলেই সুখ ও লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

পত্নীকে নিজদেহের অর্দ্ধাংশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, তাঁহার দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করা অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহার দুঃখ নিবারণ ও সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা করা পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু যাহা করিতে গেলে নিজ স্বাধীনতার বিলোপ হয়,— দয়া, ন্যায়পরতা ও ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল, কাম, লোভ স্বার্থপরতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের নিকট পরাজিত হয়, সংসারের বহুতর নিয়ম শৃঙ্খলার ছেদন হওয়াতে একজনের নিকৃষ্ট সুখের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তির শত সহস্র দুঃখের আবির্ভাব হইতে থাকে, তাহা পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। যে পুরুষ ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অল্পতা এবং

(১) স্ব শব্দে ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব। যাহার স্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব আছে, এই অর্থে স্ব শব্দের উত্তর আমিন্ প্রত্যয় করিয়া স্বামী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "স্বাদামিন্ ঐশ্বর্য্যে" [ব্যাকরণ কৌমুদী]

(২) "ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ" [স্মৃতি]

(৩) ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীব দিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥

শুক্রনীতি, ৪ অ, ৪ প্র, ১২ শ্লোক।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রযুক্ত উল্লিখিত রূপে পত্নীর নিকট আপনার ন্যায়ানুযায়ী স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা এস্থলে, স্ত্রৈণ পুরুষ (৪) বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

এতাদৃশী স্ত্রৈণতা নিতান্ত গর্হিত এবং অত্যন্ত অনিষ্টকর, ইহা প্রতিপাদন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তথাহি,—

১। পিতা, মাতা প্রভৃতি একান্ত কৃতজ্ঞতা ভাজন ব্যক্তিগণের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং তদর্থে শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা এবং অর্থদ্বারা সাহায্য করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত ও সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুমোদিত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষদিগের এতাদৃশ কার্য্যের প্রবৃত্তি স্বতঃই অল্প হইয়া যায়। তাহার কারণ এই—আলোক ও অন্ধকার এই দুই পদার্থ যেমন পরস্পর বিরোধী, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই দুইটীও সেইরূপ। ইহাদিগের একের বৃদ্ধি হইলেই অন্যের হ্রাস হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রযুক্ত তৎপ্রবৃত্তি সাধনের উপকরণ স্বরূপ পত্নীকে অতি উপাদেয় পদার্থ এবং অদ্বিতীয় প্রীতির আধার ও পরম সুহৃৎ মনে করিতে থাকে। এইরূপে ন্যায়পরতা নামক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মলিনতা হইয়া উঠে। আবার ক্রমশঃ অজ্ঞানতা, কাম, লোভ ও স্বার্থপরতা রূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগণের অতি প্রবলতা হইতেই ন্যায়পরতা, দয়া ও ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া আইসে। এতাদৃশ [illegible] স্বার্থ পাপগ্রস্ত স্ত্রৈণ পুত্র নিকৃষ্ট অন্তঃকরণে জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি এবং জনকের অদ্বিতীয় হিতৈষিতা ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হয় না। তখন পিতা, মাতা প্রভৃতিকে প্রতিপোষ্য [illegible] সংস্কার জন্মে। সুতরাং তাদৃশ পুত্র আপন পিতা মাতা প্রভৃতির ভরণ পোষণে একেবারে [illegible] শিথিলপ্রযত্ন হয়। অথবা তাঁহাদিগকে [illegible] করিতে থাকে। এতাদৃশ ব্যাপার অতিশয় নিন্দনীয় ও অধর্ম্মজনক, তাহার সন্দেহ নাই।

২। স্ত্রৈণ ব্যক্তির প্রকৃতি ভেদে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে হীন না হইলেও তাদৃশ ব্যক্তি আপন সৎ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না। তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে।

[illegible] ও [illegible] পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে [illegible] ভিন্ন দেশস্থ অপরিচিত ব্যক্তির বাটীতে গিয়া, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতিকে পিতা মাতার স্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করা, [illegible] অস্বাভাবিক ও [illegible] উভয়দিগের শত শত [illegible] শত শত [illegible] এই [illegible]

(৪) "স্ত্রিয়া জিতঃ স্ত্রৈণঃ" [illegible] অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট পরাজিত হইয়াছে, এই অর্থে স্ত্রী শব্দের উত্তর নঞ্ প্রত্যয় [illegible] নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনটী স্বামীর প্রতি নিতান্ত নির্ভর করে। স্বামী যখন বাক্যদ্বারা বলিবেন এবং কার্য্যদ্বারা দেখাইবেন যে, তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি তাঁহার অদ্বিতীয় হিতৈষী ও পরম পূজাস্পদ ব্যক্তি, তিনি তাঁহাদিগের উপকারের নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার পত্নীর অন্তঃকরণেও শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতির প্রতি ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকিবে এবং তাহা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষদিগের স্বকীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক নীচতাপ্রযুক্ত নিজ পত্নীর প্রতি তাদৃশ উপদেশ প্রদানের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তাদৃশ পুরুষের পত্নীও শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতির আনুগত্য করিতে সম্মত হয় না। এ দিকে লোকসমাজের নিয়মানুসারে শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতির নিকট তাদৃশ বধূদিগকে কিছু না কিছু নিগ্রহ সহ্য করিতেই হয়। [illegible] পত্নীর ভক্তি নামক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রতিহিংসা নামক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি [illegible] হইয়া সুখের সংসারে বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত করে। স্ত্রৈণ [illegible] অথবা সম্পূর্ণ নিষেধকে অতিক্রম করিয়া [illegible] আপন পিতা মাতার আনুগত্য এবং অবশ্য [illegible] করিতে সমর্থ হন না।

৩। স্ত্রৈণ পতির পত্নী স্বার্থসাধনার্থ আপন পতির স্ত্রৈণতাকে অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননন্দ (ননদ—অর্থাৎ স্বামির ভগিনী) প্রভৃতির সহিত আপন স্বামীর মনান্তর করিয়া দিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে [illegible] তাহাতে প্রায়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করে; ইহা বিখ্যাত [illegible] এতাদৃশ ঘটনাদ্বারা মানবসমাজের কত অনিষ্ট [illegible] থাকে, [illegible] ইতিহাস শাস্ত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে [illegible] পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অঞ্চলে, এমন কি [illegible] অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে, এরূপ বলিলে অসঙ্গত [illegible]

[illegible] বংশীয় মহারাজা দশরথ, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতা [illegible] সদ্গুণে বিভূষিত হইয়াও স্ত্রৈণতাদোষে সর্ব্বগুণসম্পন্ন [illegible] বনবাসে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীস্থিত যাবতীয় সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে যে ব্যথা প্রদান করিয়াছেন, তাহা রামায়ণ গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতময়ী রচনাতে গ্রথিত আছে।

ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপন পিতা মাতার পর, স্বীয় পত্নীর পিতাকে পূজনীয়, আপন জননীকে [illegible] স্বীয় পত্নীর মাতাকে [illegible] শতগুণে আত্মীয় ও পূজনীয়, [illegible] কুপোষ্যবর্গ এবং পত্নীর [illegible] হিতৈষী ও আত্মীয়, [illegible] কন্যা এবং পত্নীর ভগিনী- [illegible] পরম [illegible] বিবেচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে ও [illegible] অবশ্যকর্ত্তব্য সাহায্যের ত্যাগ [illegible] বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ফলতঃ স্ত্রৈণতারূপ মহাপাপের আক্রমণে মনিবের

স্বর্গীয় প্রকৃতি অস্বাভাবিকরূপে বিকৃত হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই।

যখন দৃষ্ট হয় যে, পাষাণচিত্ত স্ত্রৈণপুরুষের বাটীতে সপ্ততিবর্ষীয়-বৃদ্ধতরা জননী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্বহস্তে সমস্ত পরিবারের আহারীয় দ্রব্যের উপকরণ সকল সংগ্রহ, পাকক্রিয়া নিষ্পাদন, ভোজনের স্থান-মার্জ্জন, অন্নপরিবেশন, এবং উচ্ছিষ্ট পাত্রের প্রক্ষালন করিতে-ছেন। আর সমর্থবয়স্কা পুত্রবধূ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পতির সহিত আমোদ এবং আপন ভগিনী ভ্রাতা ইত্যাদিকে নিজবাটীতে আহারার্থে আহ্বান করিতেছে, হাস্য, ক্রীড়া ও গানবাদ্য, ইত্যাদিদ্বারা সময় ক্ষেপন করিতেছে, আহার কালে পাকক্রিয়ার কোনও ত্রুটি পাইলে, সেই বৃদ্ধতরা শ্বশ্রূকে দাসীবৎ তিরস্কার করিতেছে, অথচ সেই বৃদ্ধার নয়নের মণিস্বরূপ হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ যুবা অথবা প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র, তৎকালে জননীর প্রতি কিছু মাত্র দয়া বা মমতাসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিতেছে না, প্রত্যুত আপন পত্নীর পোষকতা করি-তেছে, তখন কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির নেত্রযুগলে অশ্রুধারা প্রবাহিত, এবং হৃদয়দেশ বিদীর্ণপ্রায় না হয় !!!

যখন দৃষ্ট হয় যে, পাপাত্মা স্ত্রৈণপুরুষের অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধতম পিতা, আপন পুত্রবধূর বিবেচনায় কুপোষ্য মধ্যে গণ্য হওয়াতে ভয়ে ও লজ্জাতে সংসারের সাহায্য করিবার নিমিত্ত কখনও পাকক্রিয়ার কাষ্ঠাহরণে বিব্রত হইতেছেন, কখনও বা তৈলপাত্র হস্তে লইয়া যষ্টিহস্তে গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত তৈলিকবাটী হইতে আগমন করিবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন এবং বাটীতে পৌছিবার বিলম্ব হওয়াতে নিম্মমা, নির্লজ্জা যুবতী পুত্রবধুর নিকট তিরস্কৃত হইতেছেন, এদিকে তিনি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ অদ্বিতীয় মমতার ধন, আপন পুত্রের প্রতি কম্পিত হস্তে, শুষ্কমুখে এই বিপন্নিবারণার্থ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেও তাঁহার যৌবনাবস্থ অথবা প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র তাঁহার প্রতি কিছু-মাত্র দয়া ও মমতা প্রকাশ না করিয়া, আপন পত্নীর পোষকতা করিতেছে; তখন কোন হৃদয়বান ব্যক্তি[illegible] নয়ন যুগলে অশ্রু-স্রোত প্রবাহিত এবং হৃদয়দেশ বিদীর্ণপ্রায় না হয় !!!

যখন দৃষ্ট হয় যে, [illegible]চিত্ত স্ত্রৈণপুরুষের প্রকৃত পক্ষে অদ্বিতীয় বান্ধব কনিষ্ঠ [illegible]দরেরা অল্পবয়স্কতা বা অক্ষমতা প্রযুক্ত [illegible] অর্থোপা[illegible] করিতে না পারায়, অর্থোপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠ সহোদরের [illegible] কুপোষ্যমধ্যে গণ্য হওয়াতে তাহারা ভ্রাতৃ-শ্যালক[illegible] সেবা শুশ্রূষা এবং চণ্ডালপ্রকৃতি ভ্রাতৃ পত্নীরও আজ্ঞা প্রতি[illegible] করিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে স্বার্থ পর ভ্রাতৃশ্যালক আপন [illegible] ভগিনীপতির নিকট প্রশ্রয় পাইয়া তদীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রভুত্ব করিতেছে। অথচ যে সহোদর এক মাতার স্তন্যপানে ও এক পিতার স্নেহ মমতায় জীবন [illegible] করিয়া চিরকাল একত্রে শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র ক্রীড়া এবং দীর্ঘকাল [illegible] লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন। বাল্যকালে জ্যেষ্ঠ[illegible] অশ্রুপাত হইলে যে কনিষ্ঠ সহো-দরদিগের [illegible] অশ্রুপাত হইত, সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর, আজি সেই স্বর্গীয় সৌভ্রাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাস হইয়া সহোদরগণের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি, বা দয়া, স্নেহ ও মমতা প্রকাশ না করিয়া আপন শ্যালক ও পত্নীর পোষকতা করিতেছে, তখন কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তির নেত্র-যুগলে অশ্রুজল প্রবাহিত এবং হৃদয়দেশ অত্যন্ত ব্যথিত না হয় !!!

৪। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা কেবল যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা, মাতা ও পরমাত্মীয় ভ্রাতা, ভগিনীর প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য দয়া, স্নেহ ও মমতা পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় এরূপ নহে; তাহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ প্রদান করে, দয়ার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন, স্নেহের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ও মমতার পরিবর্ত্তে শত্রুতা প্রকাশ করিয়া অনন্ত নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত (৫) করে।

কোন বস্তুর গতি উপস্থিত হইলে যদি সেই গতির বাধা না ঘটে, তবে সেই বস্তুটী অনন্তকাল সমভাবে চলিতেই থাকিবে, আবার আরও বল পাইলে সেই গতির সমভাবে বৃদ্ধি হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বন্দুকের গুলি যখন বন্দুকের অভ্যন্তর ছাড়িয়া দ্রুতবেগে আকাশপথে গমন করিতে থাকে, তখন যদি প্রতিকূল বায়ুর বাধা, পৃথিবীর আকর্ষণ এবং পর্ব্বত, বৃক্ষ বা অট্টালিকাদির প্রতিঘাত না পাইত, তবে সে সমান বেগে অনন্তকাল অসীম আকাশে গমন করিত। আবার অনুকূল বাত্যার (ঝড়) আঘাত পাইলে, তাহা আরও দ্রুতবেগে চলিত, ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অকাট্য সিদ্ধান্ত।

পিতার কুসন্তান স্বরূপ স্ত্রৈণপুরুষের অন্তঃকরণ হইতে আপন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং তদীয় নীচ-প্রকৃতি পত্নীর উত্তেজনাবশতঃ দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেই নির্দ্দয়তা, বিদ্বেষ ও নির্ম্মমতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল যেন কোথা হইতে আসিয়া সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া ফেলে, আবার যদি তাদৃশ ব্যক্তি যে সকল লোকের সহবাসে কাল হরণ করে, তাহাদিগের প্রকৃতিও সেইরূপ নীচ ও নিন্দনীয় হয়, তবে সোণায় সোহাগা মিলিয়া যায়। তখন অন্যান্য লোকেও সেই স্ত্রৈণ পুরুষের সেই স্ত্রৈণতা ধর্ম্মের পোষকতা করিতে থাকে। সুতরাং তাদৃশস্থলে সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম ক্রমশঃ পূর্ণতা ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা আর বা [illegible] অপেক্ষা কি ?

বিদ্যমান সময়ে এ[illegible] দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে দুই চারিখানি প্রকাণ্ড পুস্তক [illegible] হইতে পারে। ফলতঃ এক্ষণে কত কত স্ত্রৈণপুরুষ পিতৃত্যাগ মাতৃত্যাগ ও সহোদর ত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের [illegible] অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগ ও অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছে [illegible] তাঁহাদিগের শত্রুকুলের সহিত মিলিত

---

(৫) "ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ত্যজেৎ ॥"

স্মৃতিসংগ্রহ।

"অকুর্ব্বন্ [illegible] ং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চে[illegible] র্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥"

মনুসংহিতা।

হইতেছে,—বিদ্রোহাচরণ করিতেছে এবং স্থল বিশেষে বিষ প্রয়োগাদিদ্বারা পিতা, মাতা প্রভৃতির প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, লেখনীও লজ্জা অনুভব করে।

দুঃখের বিষয় এই যে, কোনও পাপাচারী ব্যক্তিকে নির্ভয়ে ও স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দান করে, এরূপ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোনও উচ্চপদাধিরূঢ় হয় এবং তাহার নিকট কোনও রূপে উপকার পাইবার প্রত্যাশা থাকে, তবে সামান্য লোকে তাহার সেই পাপকার্য্যের দূষণীয়তা প্রখ্যাপন করিতেই পারে না, প্রত্যুত তাদৃশ কার্য্যের পোষকতা করিতেই বাধিত হয়। নিজের আভিজাত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ধনসম্পত্তি, সদাচারতা ও তেজস্বিতা অধিক না হইলে, অন্যকে উপদেশ দেওয়া বা অন্যের শাসন করা, কাহারই সাধ্যায়ত্ত হয় না।

৫। স্ত্রৈণ পুরুষেরা কেবল যে নিজেই কতকগুলি আত্মীয় লোকের অনিষ্ট করে, এরূপ নহে; তাহারা নিজের ন্যায় নীচ প্রকৃতি সন্তানপরম্পরা উৎপাদন করিয়া জগতে পাপাত্মার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সন্তান যে পিতা মাতার প্রকৃতির অনেক অনুরূপ হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। স্ত্রৈণ পুরুষের সন্তান জিতেন্দ্রিয় হওয়া নিতান্ত বিরল দৃষ্টান্ত, তাহার সন্দেহ নাই। আবার যদিও স্ত্রৈণ পুরুষের ঔরসে কোনও সাধু প্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি হয়, তথাপি তাহার অন্তঃকরণ শিক্ষার দোষে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ পিতামহ ও পিতামহীর নিকট আপনাকে দাসবৎ প্রদর্শন করা পৌত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু সেই পৌত্র, বাল্যকালে যদি দেখে যে, তাহার পিতা মাতা, সেই ব্যক্তিদিগের প্রতি কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার করিতেছেন না; প্রত্যুত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, তবে কি সে ব্যক্তির মনে তৎকাল হইতেই সেই পিতামহদেব ও পিতামহী দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে না? কেবল অঙ্কুর হইবে এরূপ নহে, নিজ পিতামাতার প্রাত্যহিক ব্যবহার দর্শনরূপ জল সেচনদ্বারা সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত ও দৃঢ়মূল হইবে, তাহার সন্দেহ কি?

৬। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা কুদৃষ্টান্তদ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিকেও স্ত্রৈণ করিয়া ফেলে এবং অপরাপর স্ত্রৈণ ব্যক্তিগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। এইরূপে পৃথিবীতে পাপাত্মার সংখ্যা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন স্ত্রৈণ হইলে, দুর্ব্বলমতি অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং গ্রামের মধ্যে প্রধান প্রধান দুইচারি ব্যক্তি স্ত্রৈণ হইলে সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য সামান্য ব্যক্তিগণ, স্ত্রৈণতা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইবে ও করিবে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি?

৭। স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীদ্বারা পৃথিবীর অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। তথাহি—

ক। স্ত্রীজাতির অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শিতার (৬) বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের প্রতি সর্ব্বদা অন্যায় ও অত্যাচার প্রকাশ পূর্ব্বক স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে বাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামী প্রভৃতির দূরদর্শিতা ও ন্যায় পরতার শাসনে থাকিলে, তাহা ঘটিতে পায় না। স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীকে সেরূপ শাসনে থাকিতে হয় না। সুতরাং তাহার প্রশ্রয়প্রাপ্ত পত্নী অবাধে আপন জাতৃ (৭) ননান্দৃ, দেবর, শাশুড়ী ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া থাকে। যাঁহারা গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, স্থানে স্থানে পাপাত্মা স্ত্রৈণ ব্যক্তির দুর্ব্বৃত্ত পত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কত কত ব্যক্তি অহোরাত্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।

খ। সময়ে সময়ে স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীর নিকট অতি সাধু চরিত্র ব্যক্তিগণকেও অসাধুচরিত্র বলিয়া গণ্য হইতে হয়। মনুষ্য প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া না করিতে পারে এরূপ কার্য্যই নাই। সহজ উপায়ে বৈরনির্য্যাতন করিতে না পারিলে অতি অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় না। স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীর প্রতি সাধু পুরুষদিগের বিরাগ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ রাক্ষসী মূর্ত্তিধারিণী নারী হয় ত আপন দাসবৎ স্বামীর নিকট সেই সাধু পুরুষদিগের প্রতি অসচ্চরিত্রতার অপবাদ প্রদান করে। এদিকে মনুষ্যত্বশূন্য স্ত্রৈণ স্বামী অপর সমস্ত প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন পরমপ্রীতিভাজন পত্নীর বাক্যেই বিশ্বাস করে। এইরূপে কত কত মহান্ ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হৃদয়বিদারক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা চিন্তা করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল চিন্তা করিয়াই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি-

(৬) অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচং নির্দ্দয়ং দর্পঃ স্ত্রীণামষ্টৌ স্বভাবজাঃ।
। শুক্রনীতি ১ অ, ১৬৪ শ্লো

(৭) ন প্রিয়া ... সমা ...
মাতৃ-স্বসা ভ্রাতৃপত্নী-সপত্ন্যঃ ...
... ৩ অ ১৬১ শ্লো।

গণ পুরুষদিগকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের সকল কথায় বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন (৮)।

গ। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ক স্বাধীনতা শাস্ত্র বিরুদ্ধ (৯) যুক্তি বিরুদ্ধ (১০) প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ (১১) সুতরাং উহাদ্বারা জগতের ঘোরতর অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। পশ্বাদি ইতর জন্তুগণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা দেখিয়া যাঁহারা মনুষ্যজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা উচিত ও আবশ্যক বলিয়া বোধ করেন, পশ্বাদি জন্তুগণের সহিত মানবজাতির গুরুতর প্রভেদ বৃত্তান্ত, তাঁহারা অবগত নহেন। প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির অধিকতর চিন্তাশক্তি, বাক্শক্তি, প্রবলতর বুদ্ধিবৃত্তি ও অমূল্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকাতে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ইতর প্রাণীদিগের সহিত সমান হইতে পারে না। এদিকে স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপনার কাপুরুষতা প্রযুক্ত পত্নীকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ফেলে, সুতরাং সেই স্বাধীনতার বিষময় ফল স্বরূপ ব্যভিচার দোষ আসিয়া পবিত্র সংসারকে অশান্তির আধার করিয়া দেয়। ইহা অপেক্ষা [illegible] আর কি হইতে পারে। যাঁহারা [illegible] সহিত [illegible] পরিচয় [illegible] দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিবিধ কারণে মুখে না বলুন, কিন্তু বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার সহিত ব্যভিচারের কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

ঘ। স্ত্রীলোকে আপন সতীত্ব হারাইলে, সে কেমন ভয়ঙ্কর পদার্থ হইয়া উঠে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। দয়া, মমতা, স্নেহ, ও ভালবাসা প্রভৃতি সৎবৃত্তিগুলি [illegible] হইতে [illegible] হইয়া যায়, সুতরাং এতাদৃশী [illegible] পতিকে [illegible] ও [illegible] স্ত্রৈণ পুরুষ আপন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঈদৃশী পত্নী ঈদৃশ পতির প্রাণনাশের কারণ হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঙ। স্ত্রৈণতারূপ মহাপাতকের ফল স্বরূপ, স্ত্রৈণ ব্যক্তি ও তদীয় পত্নী দ্বারা যে সকল অনিষ্টোৎপত্তি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই যে ঐ পাপের ফল পর্য্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ নহে। ঐ পাপের ফল পুরুষানুক্রমে ফলিতে থাকে। সংক্রামক রোগের ন্যায় গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বিস্তারিত হইয়া পৃথিবীর দুঃখ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। সন্তানে পিতামাতার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে অসতী রমণীর গর্ভে যে কন্যা সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ অসতী হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে। অপিচ একজন স্ত্রীলোকের অসৎ দৃষ্টান্তে অপরাপর স্ত্রীলোকের প্রকৃতিও অসৎ হইয়া যাইবে, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভাবিত।

উল্লিখিত বিষয় সকলের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ম্লেচ্ছধর্ম্মের অনুযায়ী পুরুষগণের স্ত্রীবাধ্যতা এবং নারীগণের অনুচিত স্বাধীনতাদ্বারা যে সহস্র সহস্র অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বহুতর পুস্তকে লিখিত আছে [illegible] ও প্রতিদিন সংবাদ পত্রে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। অতএব এই প্রস্তাবের লিখিত উপদেশ বাক্য গুলির [illegible] অনুমেয় বা যুক্তিগুলি বিচারসাপেক্ষ নহে। ইহা সর্ব্বতো ভাবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

এতাদৃশী সর্ব্বানিষ্টকারিণী প্রথার [illegible] অথবা মানব কুল কলঙ্ক ব্যক্তিগণের এতাদৃশী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দমনার্থ উপায় উদ্ভাবন করা, দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের [illegible] কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা বলিবার অপেক্ষা কি? ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বা সর্ব্বস্বহরণ লোলুপ দস্যুর প্রবৃত্তি, উদ্যম ও কার্য্যে বাধা দিবার উপায় করা যদি মানব সমাজের কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অপহরণকারী ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর স্বরূপ এবং দুর্দ্দমনীয় সংক্রামক রোগ স্বরূপ প্রস্তাবিত স্ত্রৈণত প্রবৃত্তির উদ্যম ও কার্য্যে বাধা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম [illegible] হইবে। সামাজিক শাসন, সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। মূঢ় ব্যক্তিরা পারত্রিক সুখ দুঃখে বিশ্বাস না করিতে পারে, তাহারা বিবিধ অসদুপায়ে রাজদণ্ড হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক শাসন অতিক্রম করা প্রায় কাহারই সাধ্যায়ত্ত হয় না, অতএব অন্যান্য উপায়ের পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে সামাজিক শাসনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা হইতেছে কি না, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করুন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৮) আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায়, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥
[মহাভারত]

(৯) বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং [illegible] ন [illegible] স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥
[মনুসংহিতা]

১০। [illegible] সময়ে নক্ষত্র [illegible] পুরুষ [illegible] কারণে আত্মার ও চিন্তা [illegible] নারী [illegible] সিদ্ধ [illegible]

(১১) [illegible] শারীরিক [illegible] নিয়মে [illegible] সমান হইবে, তাহা [illegible] অনুযায়ী হইতে পারে না।

বিবেক।

প্রস্তাবিত দৃষ্টান্তে দাম্পত্য সম্পর্কাদি বিষয়ে যেমন বিবেকের ত্রিবিধ অবস্থা দর্শিত হইয়াছে, অন্য সকল বিষয়েও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। বিবেক পদার্থটি স্বরূপতঃ এক বস্তু এবং এক প্রকার ফলের সাধক হইলেও লোকের অবস্থাভেদে তিন অবস্থায় তিন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হয়েন। সূর্য্যের আলোক যেমন একরূপ পদার্থ হইলেও আধারের অবস্থা প্রভেদে নানারূপে প্রকাশিত হয়, বিবেকও তেমন অন্তঃকরণের প্রকৃতি প্রভেদে বিভিন্নাকারে আবির্ভূত হয়েন। সৌর আলোকের মধ্যে বিবিধ বর্ণমালা আছে, কিন্তু প্রতি আধারেই তাহার সমস্তগুলি প্রকাশিত হয় না। যে আধারটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত সেইখানে আলোকেরও রক্তবর্ণটি মাত্র উদ্ভাসিত হয়, যেটি পীতবর্ণে রঞ্জিত আধার, সেইখানে আলোকের পীতবর্ণটিমাত্র প্রকাশিত হয়, আর নীলবর্ণে রঞ্জিত আধারে সূর্য্যালোকের নীলবর্ণ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ত্রিগুণময়মূর্ত্তি বিবেক ও তেমন আধারের গুণানুসারে নিজগুণের প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে হৃদয়ে তমোগুণের আধিক্য আছে, সেইখানে বিবেকের তামসী মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। অপর সাত্ত্বিকী আর রাজসী মূর্ত্তি অপরিস্ফুট অবস্থায় অবস্থিতি করে। আর রজঃপ্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বিবেকের রাজস ভাব প্রাদুর্ভূত হয় এবং তামস আর সাত্ত্বিক ভাব অপ্রকাশিত থাকে। এইরূপ সত্ত্বপ্রকৃতিক অন্তঃকরণে কেবল সত্ত্বমূর্ত্তি লইয়াই বিবেকদেব দর্শন দিয়া থাকেন। তখন তাঁহার তামসী এবং রাজসী মূর্ত্তি লুক্কায়িত হয়। আবার যে হৃদয় সমভাবে ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত, তাহাতে বিবেকের ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিই পরিস্ফুরিত হয়। ইহার বিপরীতমতের পরিস্ফুরণ কখনই হইতে পারে না। তামস প্রকৃতির হৃদয়ে রাজস বা সাত্ত্বিক বিবেক উদিত হইতে পারে না। রাজস প্রকৃতির হৃদয়ে তামস এবং সাত্ত্বিক বিবেক স্ফুরিত হইতে পারে না। আবার সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনেও রাজস কিম্বা তামস বিবেক আবির্ভূত হয় না। যদি কোন সময়ে কোন কারণে প্রকৃতির বিপরীত কোনরূপ বিবেকের আবির্ভাব হয়, তাহা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় হৃদয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হয় না। হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করে না। অসংলগ্ন ভাবে উপরে উপরে টলমলরূপে আভাসিত হয়। রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ অভিনায়ক যেমন ক্ষণকালের জন্য উপরে উপরে এক একটি রসের ভাব সংস্পর্শ করে, কিন্তু অন্তরে সে নিজভাবেই প্রকাশ পাইতে থাকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিবেকোদয় ও সেইরূপ। আচার্য্যের উপদেশ পরবশে প্রকৃতির বিরুদ্ধ কোনরূপ বিবেকের সমুদ্ভাস হইতে পারে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে হৃদয় তাহার নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথচ বাহিরে বাহিরে বিরুদ্ধ বিবেকের সহিত ক্ষণিক সম্পর্ক করে। ধাতুদ্রবে উপরঞ্জিত ধাতুদ্রব্যের ন্যায় হৃদয়ের নিজ রূপটা বিরুদ্ধ বিবেকের দ্বারা উপরঞ্জিত হয় মাত্র। এইরূপ বিবেকের স্থায়িত্বের সময় অতি অল্প, উহা এক নিমেষের জন্য আবির্ভূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ মনের অগোচর হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা কিছুমাত্র ফল সিদ্ধি হয় না। এজন্য উহার আবির্ভাব হওয়া আর না হওয়া উভয়ই সমান। অতএব প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিবেকের সেবার নিমিত্ত সময় ব্যয় করা নিতান্ত অবোধতার কার্য্য। তন্নিমিত্ত পরিশ্রম করা ও গজ স্নানের মত নিষ্ফল। এজন্য প্রকৃতির অনুকূল বিবেকই সকলের সেবনীয়। যিনি যে প্রকৃতির লোক, তাঁহাকে সেই প্রকৃতির বিবেকের আরাধনা করিতে হইবে। বিবেকের সেই মূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। সেই মূর্ত্তির দ্বারাই বিবেক তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবেন। সেই মূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয়ে সম্যক্ অধিকার করিবে। হৃদয়ের অন্তস্তর ও বহিস্তর উভয়ত্র অনুস্যূত হইবে। হৃদয়ের পরতে পরতে অনুবিদ্ধ হইবে। জল দুগ্ধের ন্যায় উভয়ের মিশন হইয়া যাইবে এবং উপযুক্ত সেবা করিলে চিরদিনের মত সংস্কাররূপে অবস্থিতি করিবে।

যাঁহাদের তমোগুণাধিক প্রকৃতি, একমাত্র তামসবিবেকই তাঁহাদিগের প্রকৃতির অনুকূল। এজন্য বিবেকের তমোগুণময় অবস্থাই তাঁহাদের সেবনীয় হইবে। সেই রূপেই বিবেক তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা যত অভ্যাস করিবেন, বারম্বার যত অধিক সমালোচন করিবেন, যত অধিক অনুধ্যান অনুধাবন করিবেন, তামস বিবেক তত অধিক বদ্ধমূল হইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে সংগ্রথিত হইবে।

যাঁহারা রাজস প্রকৃতির লোক তাঁহাদের অনুকূল রাজস বিবেক। বিবেক রাজসী মূর্ত্তি পরিগ্রহে তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া বিপদুদ্ধার করিবেন। এজন্য একমাত্র রাজস বিবেকই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয়। অভ্যাস, সমালোচন, অনুধ্যান, ও সমবধানাদি সেবার নানাধিক্য অনুসারে রাজস বিবেকই তাঁহাদের হৃদয়ে ন্যনাধিক রূপে বদ্ধমূল হইবে এবং ফলসাধক হইবে।

এইরূপ সত্ত্বপ্রকৃতি মহাপুরুষের অনুকূল সাত্ত্বিক বিবেক। সুতরাং সাত্ত্বিক বিবেকই তাঁহাদের সতত আরাধনীয়। সাত্ত্বিকী মূর্ত্তির দ্বারাই বিবেকদেব তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিবেন। অভ্যাসাদি অনুসারে সেই রূপেই তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া চিরস্থায়ী এবং ফলদায়ী হইবেন।

ত্রিগুণময় প্রকৃতির পুরুষের অনুকূল ত্রিগুণময় বিবেক। বিবেক ত্রিগুণময় রূপেই আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত এক মাত্র ত্রিগুণময় বিবেকই তাঁহাদিগের সেব্য। সতত আরাধনা করিতে করিতে ত্রিগুণময় বিবেকই তাঁহাদের যথানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

অ। বাহুল্য যে, বিবেকের এইরূপ বিভাগাদি কল্পনা সমস্তই সাধনাবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু সাধনাবস্থায় বিবেকের তামস রাজসাদি বিভাগ এবং সেবকের অন্তরে প্রকৃতিভেদাদির বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় বা ফলাবস্থায় নহে। সিদ্ধান্ত বা ফলাবস্থায় সকল বিবেকেরই একপ্রকার মূর্ত্তি। সকলেই তখন এক অবস্থায় পরিণত হয়েন। সিদ্ধান্ত যে বিবেকের মূর্ত্তি, রাজসবিবেকেরও তাহাই, আবার বিবেকেরও তাহাই। সুতরাং ত্রিগুণময় বিবেকেরও

কিছুমাত্র অগ্রভাব নাই, তবে তাহার আর প্রভেদ হইবে কিরূপে। এজন্য তাহা সকল প্রকৃতির লোকের পক্ষেই সমান।

বাস্তবিক বিবেকের সিদ্ধান্তাবস্থায় কেহ তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। সেবা করিতে পারে বিচারাবস্থায়। বিচারাবস্থাতেই পুনঃ পুন আলোড়ন, অনুধ্যান, ও সমবধানাদি করিতে পারে। পরে বিচারাবস্থার পরিত্যাগ করিয়া যখন ফলে দাঁড়ায়, তখন আর তাহাতে সমালোড়নাদি কিরূপে সম্ভবপর হইবে। তাহার যে, সমালোড়নের ফল স্বরূপ সিদ্ধান্তই হইল, আবার তাহার সমালোড়ন কি। তবে তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত যত্ন অবশ্যই করিতে হইবে। যদি সেইরূপ যত্নকেই তাহার সেবা বা আরাধনা বলিতে চাও তবে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ঐরূপ সেবাতে সকল প্রকৃতির লোকেরই সমান অধিকার। পরন্তু সেই সেবাকে আমরা এখানে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিয়াছি, সমালোচন, সমালোড়ন, অনুধ্যান, সমবধান, ও গাঢ়তর অভিনিবেশাদি রূপ সেবা। ইহা কেবল বিবেকের বিচারাবস্থাকেই অধিকার করিয়া থাকে। অতএব আমাদের এই সমস্ত আলোচনই বিবেকের বিচারাবস্থা লইয়া। এখন স্থির হইল যে, তামসপ্রকৃতির উদ্ধার কর্ত্তা তামস বিবেক। রাজসপ্রকৃতির উদ্ধারকর্ত্তা রাজস বিবেক। সত্ত্বপ্রকৃতির উদ্ধারকর্ত্তা সাত্ত্বিক বিবেক। আর ত্রিগুণময়প্রকৃতির উদ্ধার কর্ত্তা ত্রিগুণময় বিবেক।

ইহার পর, তামসাদি প্রকৃতির লক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। কে কোন্ প্রকৃতির লোক তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রকৃতির অনুকূল বা প্রতিকূল বিবেক কোন রূপে ধরা যাইতে পারে না। এই প্রশ্নের বিস্তারিত মীমাংসা করিতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। এখন তত অবকাশ নাই। অতএব সঙ্ক্ষেপে একটা পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইহার দ্বারাই বোধ হয় আপনাপন প্রকৃতি বিষয়ে কাহারো অনভিজ্ঞতা থাকিবে না।

যে প্রকৃতির বিবেকের সেবা করিতে যাঁহার অধিকতর মনস্তুষ্টি হয়, রুচির আনুকূল্য হয়, অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়, তিনি সেই প্রকৃতির লোক বলিয়া আপনাকে নির্দ্ধারিত করিবেন। সেই প্রকৃতির বিবেকই তিনি প্রাণপণে আরাধনা করিবেন। তামস বিবেকের অনুধ্যানাদি করিতে যাঁহার চিত্ত অধিকতর পরিতৃপ্ত হয়, তিনি তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া আপনাকে বুঝিবেন। এবং অন্য বিবেক উপেক্ষা করিয়া তিনি তামস বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আবার রাজস বিবেকের অনুধাবনাদিতে যাঁহার অধিকতর সম্প্রীতি অনুভূত হয়, তিনি আপনাকে রাজস প্রকৃতির পাত্র বলিয়া অবধারণ করিবেন, তিনি সেই বিবেকেরই সেবা শুশ্রূষা করিবেন। সাত্ত্বিক এবং ত্রিগুণময় প্রকৃতিও এই রূপেই পরিচয় করিয়া লইবে।

এখন বিবেকেরও সাধারণ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইল কোন্ বিবেক তামস, কোন্ বিবেক রাজস [illegible] পরিচ-না থাকিলে তদ্দারা আপনার প্রকৃতি চিনিতে [illegible] না। পূর্ব্বে যে, বিবেকের চতুর্ব্বিধা মূর্ত্তি [illegible] হইয়াছে তাহা কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল [illegible] দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক বিবেকেরই চতুর্ব্বিধা মূর্ত্তি দর্শিত হইয়াছে। তদ্দারা সর্ব্ব স্থানের বিবেকের তামসাদি মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায় না। এজন্য সর্ব্বস্থলীয় বিবেকের সাধারণ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

যে বিবেকের মধ্যে অদ্ভুত, হাস্য, এবং বীভৎসভাব পরিপূরিত থাকে, আলস্য, অবসাদ, মোহবৃত্তি ও ঈর্ষা অসূয়াদি বিমিশ্রিত থাকে, তাহাই তামস বিবেক। এইরূপ বিবেক যাঁহাদের অধিকতর প্রীতিকর হয় তাঁহারাই তামস প্রকৃতির পাত্র। যে বিবেকের মধ্যে বীর, ভয়ানক এবং রৌদ্রভাব আর দম্ভ, অহঙ্কার, যশঃস্পৃহা ও প্রভুত্বাদি পরিপূরিত থাকে, অথবা সুখ দুঃখাদির চিন্তা থাকে, তাহা রাজস বিবেক। এই বিবেকে যাঁহাদিগের অধিকতর পরিতুষ্টি সাধিত হয়, তাঁহারাই রাজস প্রকৃতির লোক। যে বিবেকে করুণ এবং শান্তভাব বিমিশ্রিত থাকে, অথবা বৈরাগ্য, ঔদাসীন্যাদি সম্বলিত তত্ত্বজ্ঞানাদি সমাশ্লিষ্ট থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক বিবেক, এবং এইরূপ বিবেকে যাঁহাদের হৃদয় অধিকতর সমাকৃষ্ট হয়, তাঁহারাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাপুরুষ। আর যে বিবেকে উপরি উক্ত ত্রিগুণের ভাবই কিছু কিছু সম্বলিত থাকে, তাহা ত্রিগুণময় বিবেক। ত্রিগুণময় বিবেকে প্রীতিমান মনুষ্যেরাই ত্রিগুণময় প্রকৃতির পাত্র।

এইরূপে বিবেকের রুচির দ্বারা আপনার প্রকৃতির নির্ণয় করিয়া যিনি যে প্রকৃতির লোক হইবেন, তিনি সেই প্রকৃতির বিবেকের আরাধনা করিবেন। বিবেক সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া কৃতার্থ করিবেন। এইরূপে বিবেকরূপী ভগবান্ সর্ব্বশ্রেণীর সেবকদিগেরই যথাযোগ্য সহায়তা করিয়া থাকেন। যে ঘটনায়, যেরূপ বিপ্লবে পড়িয়া মানবগণ বিবেকের আরাধনা করে, বিবেক তাহার অধিকারানুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করেন। কি সাংসারিক বিষয়, কি ব্যবহারিক বিষয়, কি সামাজিক বিষয়, কি অর্থনীতির বিষয়, কি রাজনীতির বিষয়, কি ধর্ম্মনীতির বিষয়, কি প্রাকৃত তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্বাদি বিজ্ঞেয় বিষয়, কি শোক, তাপ-অভাবাদি কি আধি সর্ব্বত্রই বিবেকের সমভাবে অধিকার। সেবক যে স্থানে যে অভাবে নিপতিত হইয়া একাগ্র মনে বিবেকের অনুধ্যান করেন, সেইখানেই তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া মঙ্গলময় পথের প্রদর্শন করিয়া দেন। আবার অনেক স্থলে আরাধনা ব্যতীত ও বিবেক স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া অপরিসীম করুণার পরিচয় দিয়া থাকেন। শোক, পরীতাপ ও অভাবাদি ঘটিত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলে সমুচিত সেবা কর, আর নাই কর, বিবেক আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া দুঃখ যন্ত্রণা বিমোচন করিয়া থাকেন। যেমন শীতের প্রপীড়নে প্রজাপুঞ্জ অধীর হইয়া পড়িলে যেমন সেবা না করিলেও ভগবান্ গ্রীষ্মের অবতারণা করিয়া সকলের রক্ষা বিধান করেন, আবার খরতর নিদাঘ-[illegible] শুষ্কায়মান প্রাণিগণকে [illegible] স্বয়ংই বর্ষার আবি-[illegible] উজ্জীবিত করিয়া থাকেন, শোকাদি যন্ত্রণায় ম্রিয়-[illegible] মানবের পক্ষেও তেমন দয়া করিয়া আপনিই ভগবান [illegible]নাদি নানাবিধ বিবেকরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার সর্ব্ব

যাতনা বিদূরিত করিয়া থাকেন। প্রবল তামসপ্রকৃতির মানব যখন পুত্রশোকে অধীর হইয়া হাহাকার করিতে থাকে, হৃদয় বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যখন আত্ম হারা হয়, নৈরাশ্যের প্রবল প্রবাহ আসিয়া যখন দশদিক্ শূন্যসম করিয়া তোলে, শোক প্রবাহের খরতর নিষ্পেষণে হৃদয়ের সঙ্কোচ হইয়া গিয়া যখন প্রাণ প্রসারিত হইতে পারে না, হৃৎপিণ্ড ফুসফুসাদি যন্ত্রগুলি থাকিয়া থাকিয়া স্তম্ভিতপ্রায় হয়, আবার প্রাণপণে জোর দিয়া এক একবার আঘাত হইতে থাকে, প্রাণবায়ু এক একবার অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া ফল্গুনদীর জলের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ধীরে ধীরে মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়, আবার সর্ব্বপ্রাণে বেগ দিয়া এক একবার উচ্ছ্বসিত হয়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন মৃতের ন্যায় পরিম্লান হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হইয়া পড়ে, যখন দশ দিক্ অন্ধকারময় হয়, জীবনের অস্তিত্ব নষ্টপ্রায় হয়, শোকাগ্নির খরতর জ্বালায় যখন সর্ব্ব শরীরের স্নেহভাগ দগ্ধ হইতে থাকে, জলাংশ শুষ্ক হইয়া যখন সমস্ত দেহটা সঙ্কুচিত হয়, যখন মরুভূমির বালুরাশির ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিয়া চতুর্দ্দিকে জ্বালামালা বিস্তার করিতে থাকে, যখন সর্ব্ব জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া পড়ে, যখন সর্ব্বপ্রাণ শুষ্ক হইয়া মৃত্যু দশায় উপনীত হয়, তখন আর সেই বিবেকরূপিণী জননী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। মানব সেবা করুক আর নাই করুক তখন সেই স্নেহময়, হৃদয়ধাম আপনা হইতেই দেব হইয়া উঠে। বিবেকদেব আপনা হইতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিয়া নানাভাবে নানামতে সান্ত্বনা করিতে থাকেন। তখন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া হৃদয়ে সুশীতল কর স্পর্শ করিতে করিতে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে এইরূপ বলিতে থাকেন—বাবা! তুমি এত অধীর হইলে কেন? কি জন্য এই সুদারুণ যন্ত্রণার প্রপীড়নে মুমূর্ষু হইয়া পড়িলে? কি কারণে এত তীব্রতর অনুতাপ করিতেছ? উঠ! একবার জাগ্রত হও, অভিনিবিষ্ট হইয়া আমার দুটি কথা শ্রবণ কর। বৎস! এ সংসারে কেবল তোমার একের জন্যই এই ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নহে। সংসারী লোকের মধ্যে প্রত্যেকেরই এইরূপ প্রতিকূল প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে ও প্রত্যেকেই এইরূপ সুদারুণ ঘটনার পরিচয় পাইতেছে। একবার অনুসন্ধান কর, দেখিবে প্রতি গৃহেই তোমার মত নরনারী বিদ্যমান রহিয়াছেন। পিতা মাতা হইয়া পুত্র কন্যাদির বিয়োগ দর্শন করিতে হয় না, এরূপ লোক অতি বিরল। ঐ দেখ, তোমার সন্নিহিত প্রতিবাসীগণের অবস্থা। ঐ দেখ, ঐ রামদাস কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন। উঁহার তিনটি পুত্রের মধ্যে উপযুক্ত পুত্রটিই গত বৎসরে কালের অধীন হইয়া রামদাসকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার একমাস কাল অতীত না হইতেই স্বর্ণ প্রতিমা কন্যাটিও পার্থিব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। তৎপর তোমার বাড়ীর দক্ষিণে শ্যাম দাসের অবস্থার স্মরণ করিয়া দেখ। ইনি আবার ততোধিক দুর্ভাগ্যশালী পুরুষ। ইঁহার বংশের প্রদীপ, প্রাণের অবলম্বন একটি মাত্র পুত্র। তাহাও সে দিন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বিপ্রদাস আবার ইঁহা হইতেও দুঃখী। ইঁহার সে বার অতীসারের সং ক্রমণে পাঁচটি সন্তানে পাঁচটিই সপ্তাহের মধ্যে লোকান্তরিত হইল। অবশেষে সেই ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী ভার্য্যাটিই তাহাদিগের পথানুসরণ করিলেন। এখন নিঃসহায় নিঃসম্বল বিপ্রদাসের অস্তঃশূন্য দেহটা মাত্র অবশিষ্ট। এইরূপ আরও কত লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগ্য লোক আছে, তাহার সংখ্যা নাই। তুমি যে দিকে কর্ণপাত করিবে, সেই দিকেই পুত্র কলত্রাদি শোকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। তবে আর তুমি এত বিহ্বল হইতেছ কেন? যদি এমন হইত যে, এই পৃথিবীলোকে কেবল তোমারই এই সর্ব্বনাশ হইল, তবে তুমি অধীর হইলেও পারিতে। কিন্তু যে ঘটনা সর্ব্বসাধারণকেই সমভাবে স্পর্শ করিতেছে, তোমাকেও অধীন করিতেছে, তাহাতে তোমার ঈদৃশ প্রবাধিত হওয়া সমুচিত নহে। ঐ দেখ, ঐ রামদাস শ্যামদাস প্রভৃতি সকলেই শোকাপনোদন করিয়া আবার শান্তভাবে সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছে, সকলেই সংসার করিতেছে, সময়ানুযায়ী আমোদ আহ্লাদেও বিরত হইতেছে না। তবে তুমি এ ভাবে রহিলে কেন? শান্ত হও, শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া গাত্রোত্থান কর। ক্লৈব্য অবসাদাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের ন্যায় সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও (ক)।

আরও দেখ। এ সংসারে অপত্যবান অপেক্ষায় নিরপত্য গৃহী যে সর্ব্বাংশে দুঃখী তাহাও নহে। তুলনা করিলে বরং নিরপত্যেরই অধিকতর শান্তি অনুভূত হয়। যাহাদের পুত্র কন্যাদি বিদ্যমান থাকে, তাহারা তদ্দ্বারা অনেক সময়ে অনেকাংশে অনেক রূপ অনুকূলতা পাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা সন্দেহাবহ। কাযাকালে তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে। সদ্গুণ সম্পন্ন সন্তান হইলে তাহা ঘটিতে পারে, কিন্তু অসৎ সন্তানের পক্ষে নহে। তদ্দ্বারা বরং নানাবিধ অশান্তিরই লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু নিরপত্য ব্যক্তির যে টুকু শান্তি তাহা সর্ব্বথা অসন্দিগ্ধ; তাহাতে কোনরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা

(ক) এই বিবেকের মধ্যস্থানে ঈর্ষা প্রবৃত্তি সম্মিশ্রণ আছে। যে প্রবৃত্তির দ্বারা পর সুখে দুঃখানুভব এবং পর দুঃখে সুখানুভব হয় তাহার নাম ঈর্ষা। এখানে পর দুঃখের দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের দুঃখে তাপ প্রশমক শান্তি লাভের ইচ্ছা হইতেছে, সুতরাং পরের দুঃখে সন্তুষ্টির ভাব থাকিল। যদি সংসারে সকলেই পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা সুখবান থাকিত, আর কেবল মাত্র গুরুদাস পুত্র বিয়োগ হইয়া সেই দুঃখে পরাক্লিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে অসহনীয় ঈর্ষাগ্নি পরিদীপ্ত হইয়া গুরুদাসের শোকাগ্নিকে বাড়বাগ্নির ন্যায় প্রলয়কারী করিত। সুতরাং পরের সুখে দুঃখানুভবের প্রবৃত্তি থাকিল। আবার সকলেই ঐরূপ দুঃখে সন্দহ্যমান হইতেছে বলিয়া শান্তির ভাব সমাবিষ্ট হইয়া শোকাগ্নিকে শীতল করিতেছে এজন্য পরদুঃখে সুখানুভবের প্রবৃত্তিও থাকিল। অতএব [illegible] বিমিশ্রিত বিবেক। ঈর্ষা বৃত্তিটি তমোগুণের বিকার সুতরাং বিবেকের মধ্যে তমোগুণের বিমিশ্রণ থাকিল। শোকার্ত্ত গুরুদাসে যদি তমোগুণ অধিক পরিমাণে না থাকিত, ঈর্ষা দোষ না থাকিত, [illegible] শোক মনে করিয়া তাঁহার শান্তি হওয়া দুরাশা; [illegible] শোকের সহানুভব করিয়া তিনি দ্বিগুণতর শোকার্ত্ত হইতেন। [illegible] হইয়া যখন তদ্দ্বারা শান্তির ভাব আসিতেছে, [illegible] প্রবলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই [illegible] হইলেন।

নাই। তাহা অবশ্যই লাভ করা যায়। পুত্রকন্যাদি থাকিলে তাহার লালন পালন, শরীর রক্ষা, ও জ্ঞান শিক্ষাদির নিমিত্ত কত পরিশ্রম, কত আয়াস, কত দুশ্চিন্তাদি করিতে হয়, অধিকাধিক অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কত রূপ প্রয়াস করিতে হয়, তাহার অবধি করা যায় না। অপত্যবান লোকের রাত্রিতেও সুনিদ্রা হয় না, অহোরাত্র মধ্যে বিশ্রাম করিতে পায় না। সর্ব্বদাই নানাবিধ কর্ম্মে সমাসক্ত থাকিতে হয়। সুতরাং সর্ব্বদা অশান্তি, সর্ব্বদাই ক্লেশ। কিন্তু অনপত্য পুরুষ প্রায় সর্ব্বদাই একরূপ নিশ্চিন্ত, নিষ্প্রয়াস, সুবিশ্রাম ও সাবকাশ অবস্থায় থাকিতে পারেন। পুত্র কন্যাদির নিমিত্ত যত কিছু করিতে হইত তাহার কিছুই তাঁহাকে করিতে হয় না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শান্তি এবং অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম হইয়া থাকে। অতএব বৎস! তুমি শান্ত হও গাত্রোত্থান কর। শোক যন্ত্রণা বিমোচন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। পুত্র বিয়োগ হইয়া তুমি এক প্রকার স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, এক প্রকার শান্তি পাইয়াছ, একপ্রকার বিশ্রাম ও অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রামাসনে যাবজ্জীবন অতিবাহিত কর। আর তোমাকে সেই অধিকাধিক চিন্তা, অধিকাধিক পরিশ্রমাদি কিছুই করিতে হইবে না (খ)।" ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশে সান্ত্বনা করিয়া বিবেক মূর্ত্তি জগদম্বা আপনার নিঃস্বার্থ দয়ার মহিমা বিস্তার করিতে থাকেন। ইহা বিবেকের তমোময়ী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দ্বারা লক্ষ্যাস্পদ হইলে বিবেক ক্রমেই হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে থাকেন, আর ক্রমে তাহার শোকানলের উচ্চ শিখা খর্ব্ব করিতে থাকেন। আবার থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে অধিকাধিক ঘন ঘন রূপে উক্ত প্রকারের বিচার তর্ক উত্থাপিত করিতে থাকেন, ক্রমে শোকজ্বালার হ্রাস হইতে থাকে, ক্রমে বিস্মৃতি হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমিক ঘন ঘন সমালোড়নের দ্বারা যখন ঐ বিবেক হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন শোক যন্ত্রণা নিঃশেষিত প্রায় হইয়া উঠে। তখন বিবেক দুঃখীর দুঃখ বারণে, মুমূর্ষুর জীবন দানে কৃতকার্য্য হইয়া আপনার নির্ম্মল দয়ার প্রভামালা বিস্তার করিতে করিতে শোকার্ত্তের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়েন। শোকার্ত্ত শোক তাপ বিস্মৃতবৎ হইয়া সমাশ্বস্তভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

আবার রজঃপ্রকৃতির মানব যখন প্রাগুক্ত মতে সুদুর্দ্দম শোকভাবে উন্মথিত হইয়া নিমীলিত সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং মিয়মাণাবস্থায় উপস্থিত হয়েন, তখন বিবেকদেব অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়েন। তখন শোকার্ত্তের হৃদয় ক্ষেত্রে এইরূপ উপদেশ চিত্রিত করিয়া সান্ত্বনা করিতে থাকেন। "অয়ে অবোধ! (কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ?॥) কি নিমিত্ত এখন তোমার এই কশ্মলভাব উপস্থিত হইল। ইহা নিতান্তই অকীর্ত্তিকর, এবং স্বর্গ হইতে অবচ্যুতিকারক বিষয়। আর্য্যগণ কখনই এইরূপ জঘন্য ভাবের সেবা করেন না। (মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥) (গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥) (জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥) বৎস! তুমি এরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পতিত হইও না। ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত লোকের নিমিত্ত দুঃখ সুখে বাধিত হয়েন না। এ সংসারে জাত মাত্রেরই মৃত্যু হওয়া সুনিশ্চিত বিষয়। আবার মৃত ব্যক্তিরও পুনর্ব্বার জন্মলাভ নিতান্ত নিশ্চিত। সুতরাং জন্ম আর মরণ উভয়ই অপরিহার্য্য বিষয়। অতএব এতদ্দ্বারা পরিবাধিত হওয়া তোমার মত লোকের উপযুক্ত কার্য্য নহে। সংসারে আসিলেই সুখ ও দুঃখ উভয়ের দ্বারা পরামৃষ্ট হইতে হয়। উহারা নদীর তরঙ্গ মালার মত পরে পরে থাকিয়া পরস্পরের স্থান অধিকার করে, উহার একটি উন্নত হইয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায় অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটি উপস্থিত হইয়া সেই স্থান প্রপূরিত করে, এবং এইরূপেই প্রবহমান হইয়া সকলগুলিই চলিয়া যাইতে থাকে। আজ যেখানে সুখের ঢেউ স্ফীত হইয়া উঠিল অমনি তাহার পশ্চাৎ ভাগে গভীর নিম্ন অর্থাৎ শূন্য হইয়া পড়িল, আর তৎক্ষণাৎ দুঃখের ঢেউ পরিস্ফীত হইয়া সেই খালিস্থান পূর্ণ করিতে আসিল। পরে তাহার সমাক্ষেপ লাগিয়া ঐ সুখের ঢেউটা সম্মুখে সরিয়া গেল অমনি সেইখানে ঐ দুঃখের ঢেউটি আসিয়া উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিল আবার তাহার পশ্চাৎ ভাগে গভীর নিম্নতা হইল, অমনি তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সুখ তরঙ্গটি আসিয়া সেই স্থানটা অধিকার করিল। আবার তাহার সমাক্ষেপে দুঃখের তরঙ্গটা সরিয়া গেল, পুনর্ব্বার সুখের তরঙ্গ আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। আবার ঐ নিয়মে দুঃখ তরঙ্গ আসিল, আবার সুখ তরঙ্গ আসিল। এইরূপ পর পরবর্ত্তী সুখ দুঃখের তরঙ্গমালা প্রবাহের দ্বারায় প্রাণিগণের হৃদয় ক্ষেত্রগুলি এক একটি অপূর্ব্ব নদীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। হৃদয় নদীর বক্ষের উপর দিয়া আজন্ম এইরূপ অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে। এবং যতদিন তোমার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই যাইবে। এইরূপ

(খ) এই বিবেকের অভ্যন্তরে আলস্য অবসাদাদির ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। অলস, অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য লোকেরাই ক্রিয়া তৎপর অবস্থাতে ভীত হইয়া থাকে, এবং সতত কষ্টানুভব করে। তাহারা সক্রিয়াবস্থা অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয়াবস্থাকে সুখ শান্তিজনক মনে করে। সর্ব্বদা বিশ্রাম ও নিশ্চেষ্টতা ভাল বাসে। সেই জন্য আজ পুত্র বিয়োগকেও আপেক্ষিক বিশ্রাম হেতু বলিয়া ক্লেশানুভব খর্ব্ব করিতেছেন। সুতরাং আলস্য ও অবসাদ স্বভাবই ইহার কারণ। আলস্য অবসাদাদি গুণগুলি তমোগুণের বিকার, এজন্য এই বিবেককে তামস বলিয়া অবধারিত করা যায়। এইরূপ বিবেক সংবৃত্ত হইয়া যে হৃদয়ে কার্য্যকারী হয়, তাহাতে তমোগুণের আধিক্য নিশ্চয় বলিতে হইবে। তিনিই তামস প্রকৃতির পুরুষ। [illegible] আলস্য অবসাদাদি না থাকিলে ঐরূপ বিবেক কিছুমাত্র ফলপ্রদ হয় না। [illegible] অলস, ক্লান্ত ও অকর্ম্মণ্য পুরুষ নহেন, তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়াবস্থাকে সুখ [illegible] ক্লেশাবহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সতত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অবস্থাই তাহার প্রিয়তর হয়।

প্রবাহের নিবৃত্তি করা বোধ হয়, স্বয়ং ব্রহ্মার শক্তির ও আয়ত্ত নহে। এ প্রবাহ চলিবেই চলিবে। কোন রূপ বাধা বিঘ্নই ইহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥" অতএব তুমি কেমন করিয়া এই অনাদি কাল প্রবাহিত নদীর প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহা কদাপি সম্ভাব্য নহে। সুতরাং এ সমস্তই সহ্য করিতে হইবে। রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের মত সুগভীর ধৈর্য্যাবলম্বনে অনন্ত বাধা বিঘ্ন-শরাবলীর অনন্ত আঘাত বক্ষের উপরে গ্রহণ করিয়া অবিচলিত রূপে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। সুখপ্রবাহের কালেও ঐ রূপেই স্থির থাকিতে হইবে। যিনি এই সুখ দুঃখের সমবেগ বহন করিতে না পারিয়া এতদ্দ্বারা পরিচালিত হয়েন, তিনি প্রকৃত পুরুষের মধ্যেই পরিগণিত নহেন। তিনি নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া বীর সমাজের বহিষ্কার্য্য পাত্র। তাই বলি, বৎস! তুমি বীর হও, কাপুরুষোচিত জঘন্য ভাব আশ্রয় করিও না। বক্ষের উপর দিয়া সুখ দুঃখের তরঙ্গ মালা চলিয়া যাইতে দেও, তুমি বীরভাবে বক্ষ স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদের অপূর্ব্ব লীলা গতি সন্দর্শন কর। দুঃখের তরঙ্গের দ্বারা পরিচালিত হইও না, সুখের তরঙ্গেও কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হইও না। দুঃখ-শরের সুতীক্ষ্ণাঘাতে বেগবান হওয়া যেমন ক্লীব পুরুষের কার্য্য, সুখের শরে পরিবাহিত হওয়া তাহার লক্ষগুণাধিক নীচ পুরুষের কার্য্য। কারণ দুঃখের আঘাত বজ্রাঘাতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, আর সুখের আঘাত শিরীষ কুসুমস্পর্শের মত সুকোমল। তাই বলি, তুমি, কি সুখ, কি দুঃখ কিছুতেই বিকম্পিত হইও না। সুতীব্র ধৈর্য্যের আশ্রয় লইয়া সমস্ত বহন করিতে থাক।

কএকটা ঘটনা উত্থাপিত করিয়া তোমাকে এই সুখ দুঃখের অনিবার্য্য চক্রবৎ গতি প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা দেখিলে বোধ হয় অবশ্যই তুমি শান্তিলাভ করিবে। ভাবিয়া দেখ, তোমার সেই বিবাহের দিন। ঐ দিন কি অদ্ভুত আনন্দলহরী তোমার হৃদয়-নদীর বক্ষে খেলা করিয়াছিল। সেই তরঙ্গমালা পূর্ব্ব হইতেই তোমার আশা-বাত্যার দ্বারা আঘাত হইয়া ঐ দিন কি ভয়ানক অবস্থায় উন্নত হইয়াছিল! যে সময় বিবাহ হয় তখন মনে হইল যেন সেই পর্ব্বতায়মান আনন্দ তরঙ্গ গুলি তোমার নিজের অস্তিত্বটাকে রসাতলে মগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং বেলার সহিত সমস্ত হৃদয় নদী বিপ্লাবিত করিয়া আকাশের উর্দ্ধ দেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। তখন ঐ মেঘাবলী তোমার আনন্দ তরঙ্গের ফেণার ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে চলিল। সুমেরুর ন্যায় উত্তুঙ্গ হইয়া এক একটা তরঙ্গ আইসে, আবার বহিয়া যায়, আবার আর একটা আইসে আবার বহিয়া যায়, এইরূপ [illegible] কিছুকাল পর্য্যন্ত অতি অদ্ভুত কএকটা আনন্দের ঢেউ উঠিতে হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইল। তৎপর ঐ রাত্রি শেষ না হইতেই যখন তোমার সেই স্ত্রীর [illegible] রে বা বিসূচিকা হইয়া মৃত্যু দশা হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ অমাবস্যার জোয়ারকালে বাণের মত গর্জ্জন [illegible] ধারাবাহী আসিয়া সেই হৃদয় নদী প্লাবিত করিয়া ফেলিল। নৈরাশ্যের চরম দশা হইল। আনন্দের তরঙ্গাবলী নিঃশেষে দক্ষিণ সমুদ্রে চলিয়া গিয়া একবারে অলক্ষিত হইল। তখন আবার কিছুকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া ধারাবাহী ক্রমে অত্যুত্তুঙ্গ কএকটা দুঃখের লহরী প্রবাহিত হইল। পরে অনেক ক্লেশে অনেক যত্নে স্ত্রীর আরোগ্য হইল। দুঃখের ঢেউগুলিও দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে সরিয়া নিঃশেষিত হইল। আবার নিস্কম্প হৃদয়-নদীতে আশা বায়ুর আঘাতের দ্বারা আনন্দ লহরী উত্থিত হইতে লাগিল। আবার প্রায় পূর্ব্ববৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। আবারও হৃদয় ধাম ভাসাইয়া ফেলিল, দুই কূল বিপ্লাবিত করিল। তোমার অস্তিত্ব পাতাল-মগ্ন করিল। তখন তুমি সস্ত্রীক সপরিকরে যাত্রা করিয়া নৌকারোহণ করিলে। কিয়ৎক্ষণ পর, সেই শ্রাবণ মাসের পদ্মানদীর মধ্য বক্ষে নৌকা খানি উপস্থিত হইল, অমনি মোচার খোলের মত টলমল করিতে লাগিল। পদ্মানদীর সেই পর্ব্বতায়মান তরঙ্গাবলী, একটি খরলা মৎস্যের ন্যায় তোমার নৌকা খানিকে মহাগ্রাহের মত গ্রাস করিয়া ফেলিল। উক্ত সেই চেরাপুঞ্জীর গহ্বরের ন্যায় সুগভীর তরঙ্গাবলীর গহ্বরে [illegible] নিপাতিত হইয়া দর্শকগণের অদৃশ্যতায় পড়িল। তখন চতুর্দ্দিক জলময় দেখিতে লাগিলে, এবং পাতাল পুরী স্মরণ পথে [illegible] বিভীষিকা উপস্থিত করিল। ক্ষণকাল পরে আবার নৌকাখানি ঘূর্ণাবিষ্ট ও পার্শ্ব প্রবণ হইতে হইতে, উদরস্থ তোমাদিগকে উত্তান অনুত্তানাদি রূপে বিপর্য্যস্ত করিতে করিতে, সমস্ত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভিজাইয়া বিপরিবর্ত্তিত, একত্রিত ও বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে, সকলের "হা হতোস্মি" চীৎকারের সহিত যখন পর্ব্বতের মত তরঙ্গের শিরের উপরে উঠিল, আবার তৎক্ষণাৎ উহার এক দিক্ তরঙ্গের গহ্বরে নামিয়া পড়িয়া যখন পোতের স্তম্ভের ন্যায় সরলভাবে দণ্ডায়মান হইল, তরঙ্গের ঘন গভীর নিনাদে যখন কর্ণকুহর বধির হইয়া পড়িল, বায়ুর প্রভঞ্জনের সমাক্ষেপের দ্বারা যখন আসন বসনাদি উড়ীয়া যাইতে লাগিল, এ দিকে জল উঠিয়া নৌকাখানি অর্দ্ধমগ্ন হইল, তখন ঐ তরঙ্গই তোমার দুঃখের তরঙ্গে পরিণত হইয়া পূর্ব্বতন সেই আনন্দের তরঙ্গাবলীকে দক্ষিণ সমুদ্রে সমাক্ষিপ্ত করিল। তখন তোমার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশাভরসা ডুবাইয়া ফেলিয়া আবার গগনগামী দুঃখতরঙ্গ বহিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে মরমর হইতে হইতে, কোন মতে জীবিত থাকিয়া যখন সকলের সহিত পদ্মার পার পাইলে তখন আবার সেই ভয়াবহ দুঃখের তরঙ্গগুলি দক্ষিণ সাগরের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার আশার সঞ্চারে উজ্জীবিত হইয়া হৃদয় নদীর আনন্দ লহরী উদ্বেলিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার পূর্ব্ববৎ প্রধাবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ উৎস্ফীত হইল। আবার তুমি আনন্দের তরঙ্গে ডুবিয়া ডুবিয়া হাবুডুবু করিতে লাগিলে। কিছু কাল আনন্দের ঢেউগুলি প্রবাহিত হইল। আবার থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ পিতৃদেবের লোকান্তর হইল। আবার নিদারুণ শোকজ্বালায় অন্তরাত্মা ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এদিকে, পর্ব্বতের মত সংসার ভার নিপাতিত হইয়া মস্তকটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। আবার আনন্দলহরী শুখাইয়া দুঃখের ঢেউ স্ফীত হইয়া উঠিল। আবার ঐ এক দিনের অনেককষ্টে তৎসমস্ত কাটাইয়া উঠিলে। সংসারের উন্নতিও করিলে। পুনর্ব্বার সুখের দিন সমাগত

অধ্যবসায়ের আধার, যাবৎ যত্নপ্রবৃত্তির আধার, তিনিই সর্ব্ব কার্য্যে সকলের প্রেরিকা, সকলের পরিচালিকা, এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তনকারিণী। তিনি দেবতা, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিজ্জাদি পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণী এবং ভূগোল খগোলাদি অপ্রাণী পদার্থের মধ্যে, যথা সময়ে, নিজের সেই সর্ব্বব্যাপক অগাধ অনন্ত পিতৃত্ব মাতৃত্ব শক্তি অর্থাৎ প্রজনন শক্তিকে স্ফুরিত করিয়া দেবতা হইতে দেবতা মনুষ্য হইতে মনুষ্য, পশু হইতে পশু, কীট হইতে কীট, পতঙ্গ হইতে পতঙ্গ এবং উদ্ভিজ্জাদি হইতে উদ্ভিজ্জাদির আবির্ভাব করিয়া জগৎপিতা, জগন্মাতা নামের সার্থক্য করিতেছেন। তিনি তোমার পিতামহ পিতামহীর আত্মা ও দেহের মধ্যে আপন পিতৃত্ব মাতৃত্ব শক্তির প্রকাশ করিয়া ঐ দেহাদি হইতে তোমার পিতাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন, সুতরাং তোমার পিতার পিতা মাতা তিনি। আবার তোমার মাতা পিতার দেহাদির মধ্যে আপন মাতৃত্ব পিতৃত্ব শক্তির পরিস্ফুরণ করিয়া তোমার ঐ দেহের প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তোমারও পিতা মাতা তিনিই। আবার সেই তিনিই, তোমার স্ত্রী আর তোমার দেহ প্রাণাদির মধ্যে, আপনার সেই সর্ব্ব পরিব্যাপক পিতৃত্ব মাতৃত্ব শক্তির উদ্দীপনা করিয়া তোমাদের উভয় দেহাদি হইতে ঐ মৃত শিশুটিকে সংসারে আবির্ভূত করিয়াছিলেন। অতএব তিনিই তোমার পিতামহের পিতা মাতা, তিনিই তোমার পিতার পিতা মাতা, তিনিই তোমার পিতা মাতা, আবার ঐ মৃত শিশুর পিতা মাতাও সেই তিনিই। তোমরা ভ্রান্ত হইয়া, তাঁহার সেই পরিব্যাপক প্রজনন শক্তি তোমাদের দেহাদি মধ্যে পরিস্ফুরিত হইয়াছে বলিয়া "আমার-আমার" ভাবিতে ভাবিতে আপনার করিয়া লইয়াছ। সেই জন্য সেই সর্ব্ব জনক জননীর সন্তানকে তোমাদের সন্তান বলিয়া কল্পনা করিয়াছ। তাই আজ, তাহার মৃত্যুতে,—সেই পরের পুত্রের মৃত্যুতে,—জগৎ পিতা মাতার—তোমাদের কুল পরম্পরা সকলের পিতা মাতার পুত্রের মৃত্যুতে আবার তোমাদের পুত্র মরিয়াছে বলিয়া "হা পুত্র! হা বৎস!" ইত্যাদি নানা মতের নানা কথায় বিলাপ করিয়া রোদন করিতেছ! অহো! মোহ-মহিমা! গহন মোহের কি দুরত্যয়া শক্তি! একবারে দিবাকেই রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছে, আর রাত্রিকে দিন! সম্পূর্ণ মিথ্যাকেই সত্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং সত্যকে একবারেই মিথ্যা! অবিদ্যে! তোমাকে প্রণাম, তোমার শক্তিকে কোটি কোটি প্রণাম। এই জন্যই বুঝি শাস্ত্র তোমাকে সেই সর্ব্বেশ্বরীর অনির্ব্বচনীয় শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হা! বৎস! এখন জাগ্রত হও, মোহের কবল নির্মোচন করিয়া নয়ন উন্মীলন কর। দেখ, ঐ মৃত শিশু তোমার পুত্র নহে। তোমার দেহই নহে। ও তোমার পিতা মাতা অর্থাৎ জগজ্জনক জননীর তনয়। আর তুমি উঁহাকে "পুত্র পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিও না, রোদনও করিও না।

সেই জগজ্জনক জননী কি নিমিত্ত উঁহাকে এখানে আনিয়াছিলেন, কি জন্যই বা আবার প্রতিপ্রসব করিলেন তাহা কেহই জানিতে পারে না। তাঁহার ক্রিয়া কলাপের উদ্দেশ্যাদি জীব-গণের হৃদয়ের অগম্য। তিনি তোমার আমার কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এ সংসারে কোন ক্রিয়ার আরম্ভ করেন না। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধিই তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া প্রবৃত্তির হেতু। সেই অনির্ব্বচনীয়, অপ্রতর্ক্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি যাবৎ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। সেই অবি-চিন্ত্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ শিশুটিকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য এখন সম্পন্ন হইয়াছে, তাই উঁহাকে পুন-র্ব্বার আপনার গর্ভে প্রতিপ্রসব করিলেন। সুতরাং এ ঘটনার ইষ্টানিষ্ট সমস্তই তাঁহার। ইহার দ্বারা কি হইল তাহাও তিনিই জানেন। কিন্তু তোমার কোন ফল সাধনের নিমিত্ত তিনি উঁহাকে প্রেরণ করেন নাই, প্রতিসংহারও সেই জন্য নহে। কারণ তিনি স্বাধীন, স্বতন্ত্র। সুতরাং অন্য কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার সেই স্বাধীন ক্রিয়াতে তোমার নিজের উদ্দেশ্যাদি কল্পনা করিয়া স্থাপন করিয়াছিলে। তোমাদেরই নানাবিধ ফল সাধনের নিমিত্ত উঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলে। তাই আজ উঁহার মৃত্যুতে সেই ভ্রম পরিকল্পিত উদ্দেশ্য রাশির ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মিছামিছি এই সুতীক্ষ্ণ পরিতাপে দগ্ধ হইতেছ। মরীচিকাময় মরুক্ষেত্রে জলাশা করিয়া আশা ভঙ্গের যন্ত্রণা পাইতেছ। বাস্তবিক এই শিশু কেন, এ সংসারের কিছুই তোমার কোন ফলাফলের নিমিত্ত আসিতে না যাইতেছে না। তোমার ঐ দেহটাও তোমার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আবির্ভূত হয় নাই, যাইবার সময়েও তোমার ফলাফলের কিছু মাত্র প্রতীক্ষা করিবে না। সেই একজনেরই সেই অনির্ব্বচনীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এ বিশ্ব সংসারের আবির্ভাব তিরো-ভাবাদিরূপ বিচিত্র ঘটনাবলী ঘটিয়া যাইতেছে। তবে আর তুমি এত পরিতাপ করিতেছ কেন!

এ জগতের কোন ঘটনার প্রতি তোমাদের কোনরূপ কর্তৃত্ব, বা প্রভুত্বাদি নাই, কোন শক্তিও নাই, কোন বলও নাই, কোন ক্ষমতাও নাই, কোন চেষ্টাও নাই, কোন ইচ্ছা অধ্যবসায়ও নাই, কিম্বা প্রবৃত্তি যত্নও নাই। সেই এক কর্ত্তার স্বাধীন কর্তৃত্বে, স্বাধীন প্রভুত্বেই এই বিশ্বসংসার প্রতিক্ষণে বিপরিবর্ত্তিত—উলট্ পালট্—হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছা প্রবাহের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহারই অনন্ত শক্তির অনন্ত তরঙ্গে হেলিয়া দোলিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাঁহারই বলের অধীন হইয়া সংযোগ বিয়োগের বিচিত্রতায় নানা ভাবে পতিত হই-তেছে। তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই চালনায়, যাবৎ জড়বস্তুর যাবৎ প্রকার পরিবর্ত্তনাদি সাধিত হইতেছে। তাঁহার কর্তৃত্বে, তাঁহার প্রভুত্বে, তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহারই প্রযত্নে, তাঁহার শক্তি, তাঁহার বল সমুদ্রের মন্থন সমালোড়নে তাহার ফেনবৎ, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা ভাসিয়া উঠিয়াছে। আবার সেইরূপে, সেই শক্তি, সেই বলের মন্থনেই ইহারা পরস্পরে মীলিত হইয়াছে। সেইরূপে, সেই বলের, সেই শক্তির সমালোড়নের দ্বারাই আবার ঘনাকারে উপনীত হইয়া ভূগোল খগোলাদি গোলাকারে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপে, সেই বল, সেই শক্তির সমালোড়নেই সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই

দ্বারা মরু সমুদ্র হইতেছে, সমুদ্র মরু হইতেছে, জল স্থল হইতেছে, স্থল জল হইতেছে, পর্ব্বত মৃত্তিকা হইতেছে, মৃত্তিকা পর্ব্বত হইতেছে। এবং সেইরূপে সেই শক্তি সেই বলের মন্থনেই এই জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু শস্যরূপে পরিণত হইতেছে, শস্য আবার রক্তরূপে পরিণত হইতেছে, তাহা আবার মাংস, অস্থি, রস, মেদাদি নানাবিধ আকারে সজ্জিত হইয়া কিয়ৎকাল স্থিতি করিতেছে, আবার সেই বল, সেই শক্তির সমালোড়নেই জল মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া দৃষ্টিবিষয় অতীত হইতেছে। এইরূপেই আবার ইহা ধান্যাদিরূপে এখানে আসিবে, আবার রক্ত মাংসাদিও হইবে, আবার অন্যরূপের আর একটা দেহের আকারেও কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করিবে, আবার জল মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এইরূপে এই বিশ্বসংসারের প্রাণী, অপ্রাণী যাবৎ পদার্থ ই সেই অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের উপরে, সেই অনন্ত বল, অনন্ত শক্তি, অনন্ত চেষ্টার সমালোড়নে কিছুকালের জন্য আত্মলাভ ও অবস্থিতি করিয়া আবার অগোচর হইতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব ঘটনায়, ইহারা, আমার নিকটে, সেই ইচ্ছা সমুদ্রের শক্তি তরঙ্গের উপরে এক একটা ক্ষুদ্র ফেণার মত প্রতিভাত হইতেছে। অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে অনন্ত শক্তির অনন্ত লহরী, উন্নমন অবনমনাদিক্রমে পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণে এই জড় রাজ্যের স্থূল, সূক্ষ্ম পদার্থ গুলিকে সমান্দোলিত, বিক্ষুব্ধ, ও প্রমথিত করিতে করিতে, চক্রাকার গতিক্রমে লইয়া যাইতেছে। অমনি সেই প্রাকৃত পদার্থ গুলি নানা রূপে, নানাভাবে, নানাবর্ণে, নানা পরিমাণে, ফেণার মত সংযুক্ত বিযুক্ত হইয়া বিচিত্র লীলা দর্শন করাইতেছে। যখন ফেণার মত সংযুক্ত হইতেছে তখন ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র, এবং বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তমাদি নানা পরিমাণে নানাবিধ আকারে উপনীত হইয়া নানা নামে কথিত হইতেছে। ক্ষুদ্রতম অবস্থায় পিপীলিকা ও মশক দংশকাদি নাম, ক্ষুদ্রতর অবস্থায় কীট পতঙ্গাদি নাম, ক্ষুদ্রাবস্থায় "মনুষ্য" পশ্বাদি নাম, বৃহদবস্থায় বৃক্ষাদি নাম, বৃহত্তর অবস্থায় নদী পর্ব্বতাদি নাম, এবং বৃহত্তম অবস্থায় পৃথিবীও গ্রহ নক্ষত্রাদি নাম গ্রহণ করিতেছে। আবার যখন ফেণার মত হেলিয়া দোলিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া খসিয়া খসিয়া ভাসিতে ভাসিতে কতক দূর চলিয়া গিয়া একবারে বিযুক্ত হইতেছে তখন সমস্ত আকার ও নাম নামাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই শক্তির তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। এই ফেণের আকার অনন্ত, সংখ্যা অনন্ত, পরিমাণও অনন্ত। ইহা প্রতি নিমেষে, কত লক্ষ আকারে, কত লক্ষ গঠিত হইতেছে, কত লক্ষ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভাসিয়া যাইতেছে, কত লক্ষ লীন হইতেছে তাহার অবধি হয়ত্তা নাই দশদিকে দৃষ্টি করিয়া যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, বা যে কোন রূপে বুঝিতে পাইতেছ সমস্তই সেই অনন্ত শক্তি তরঙ্গ মালায় প্রমথিত জড় পদার্থের সংযোগ বিয়োগে সঞ্জাত, ভাসমান এক একটি ফেণা। কীটাণু কীট হইতে নদনদী, বন, উপবন, এবং প্রস্তরাদির সহিত পৃথিব্যাদি গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই ঐ শক্তি তরঙ্গের উপরে ভাসমান প্রকৃতি রচিত ফেণা। এই শীত, শীতের পরে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পরে বর্ষা, এবং অন্তরালবর্ত্তী হেমন্ত, বসন্ত, শরৎ ইহাও সেই শক্তি তরঙ্গে ভাসমান ফেণা। আবার দক্ষিণে বায়ু, উত্তরে বায়ু, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়, তুফান, বাত্যা, বিদ্যুৎ, বজ্র, শিলা, বৃষ্টি, মেঘ, অভ্র, শিশির প্রভৃতি সমস্তই সেই শক্তি তরঙ্গের সঙ্ঘর্ষণ জাত ফেণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার এই যে প্রতি দেহের মধ্যে, জ্ঞান, ইচ্ছা, অধ্যবসায়, চেষ্টা, প্রবৃত্তি, দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্যাদি যত প্রকার উত্তম অধম মধ্যম প্রবৃত্তির স্ফুরণ হইতেছে ইহারাও সেই ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে, অনন্ত শক্তি তরঙ্গের বিক্ষোভে সঞ্জাত এক একটি ক্ষণ ভঙ্গুর ভাসমান ফেণা। ইহারা ও "পঞ্চপ্রাণ" "দশেন্দ্রিয়" "মন" "বুদ্ধি" অভিমানাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া, নদী গর্ভের শিশুমারের ন্যায় অভ্যুত্থিত ও মগ্ন হইতেছে। যখন অভ্যুত্থিত হইতেছে তখন বিবিধ রঙ্গ ভঙ্গ, ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিয়া এই দেহ গুলিকে "জীবিত" সংজ্ঞায় পরিচিত করিতেছে। আবার যখন ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়া মগ্ন হইতেছে তখন দেহ গুলিকে "মৃত" নামে খ্যাত করিতেছে। আবার আর একটা দেহের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থিত হইয়া হেলিয়া দোলিয়া নানারূপ লীলা খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে জীবিত করিতেছে, আবার মগ্ন হইয়া মৃত করিতেছে। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিতে করিতে সেই অনন্ত শক্তির তরঙ্গমালায় ভাসিয়া যাইতেছে।

তোমার ঐ দেহটাও সেই অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে, সেই অসংখ্য অপরিসীম শক্তি তরঙ্গের সমালোড়নে কএকটা জড় পদার্থের ঘনীভাবে আত্মলাভ করিয়াছে। এবং ডুবিয়া ডুবিয়া, উঠিয়া, উঠিয়া, থামিতে থামিতে, ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আবার ইহার মধ্যে [illegible] ভাবে নিম্মিত এই জ্ঞান, ইচ্ছা, অধ্যবসায়, দয়া, দাক্ষিণ্য, কাম, ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি এবং পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, ও ভাবনা [illegible] পদার্থ গুলি সেই শিশুমারের মত ক্ষণিক উন্মজ্জন নিমজ্জন করিতে করিতে শক্তি তরঙ্গের উপরে ফেণার মত বহিয়া যাইতেছে। উন্মজ্জন অবস্থায় নানাবিধ রঙ্গ [illegible], লীলা খেলা করিতে করিতে ইহাকে জীবিত নাম দান করিতেছে। তদ্দ্বারা উহা ক্ষণে সুপ্ত, ক্ষণে মুগ্ধ, ক্ষণে জাগ্রত,

ক্ষণে উপবিষ্ট, ক্ষণে তিষ্ঠন্ত ইত্যাদি নানাবিধ বিচিত্র ভাব ভঙ্গীর দ্বারা "পুতুল নাচের" লীলা করিতেছে। ইহার মধ্যে আবার ঐ স্বাধীন ভাব, "আমি ভাব" "আমার ভাব" আবির্ভূত হইয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যে দেহের অবয়ব [illegible] সেই পর শক্তির সঙ্ক্ষোভের দ্বারা গঙ্গা প্রবাহের মত, নাসা পথ, মুখপথ এবং লক্ষ লক্ষ রোম কূপ পথের দ্বারা সর্ব্বদা বহিয়া যাইতেছে। বাহিরের শাক, পাতা, ডাইল ভাত টানিয়া আনিয়া "প[illegible]চি" না করিলে, দুই তিন দিনের মধ্যে যাহার শেষ হইয়া যায় তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! প্রতিদিন, নিদ্রা স্বপ্নের কালে যাহা ছয় সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত দণ্ডের মত পতিত হইয়া থাকে তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল। একটু শর্করা সারের আধিক্যে, নিমেষের মধ্যে যাহা শবের ভাবে উপনীত হয় তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল। তড়িৎ শক্তির বিপ্রকর্ষণ হইলে যাহা শয়ন করিয়া মরিতেও অবকাশ পায় না তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল। শত শত কলেবরের পতিত উপরে ভর করিয়া যাহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! একটু বায়ু, পিত্ত, কফ বাড়িলে কমিলে যাহা লোষ্ট্রের মত পতিত হইয়া থাকে তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল। এক খানি কল বিকল হইলে যাহা ভগ্ন ঘড়ীর দশায় উপনীত হয় তাহাতে আবার স্বাধীনতা বিমিশ্রিত "আমি" ভাব হইল! উৎক্ষেপে অবক্ষেপে যাহা দণ্ডের লীলার অনুকরণ করে সেই দেহ পিণ্ডে আবার স্বাধীনতা বিমিশ্রিত "আমি" ভাব হইল। আবার যে ইন্দ্রিয়, যে মন, যে প্রাণকে শত [illegible], শত শুশ্রূষা করিয়া ও [illegible] অগম নির্ম্মম, আর ব্যয়ে যোজিত করা যায় না, লক্ষ লক্ষ উপাসনা করিলেও চল্লিশ বৎসরের পরেই [illegible] হইতে তল্পী মোট বাঁধিয়া আসন [illegible], অবশেষে যাওয়ার কালে না বলিয়াই পলাইয়া যায় সেই নয়ন, সেই শ্রবণ, সেই রসনাদি ইন্দ্রিয়, সেই প্রাণ এবং সেই মন মহাশয়ের প্রতি আবার স্বাধীনতা বিমিশ্রিত "আমি" ভাব আবির্ভূত হইয়া কত রূপের কত রঙ্গের অভিনয় করিতেছে!! অহোবত! অহোবত! জগন্মোহিনীর মহিমা! এই জন্য বুঝি লোকে "অঘটন ঘটনা পটীয়সী" কয়।

[illegible] লীলা করিতে করিতে সেই [illegible] দিয়া মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির সা[illegible] এই দেহফেনা ভাসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে আবা[illegible] ইহা হইতে আর এক বুদ্বুদ্ স্খলিত হইয়া ঐ পুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছিল। উহাও সেই জগজ্জনক জননীর প্রভুত্বে, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে, তাঁহারই অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে, সেই অনন্ত শক্তি তরঙ্গের সঙ্ক্ষোভ বিক্ষোভে কএকটা জড়দ্রব্যের সম্মিলনে অস্তিত্ববান্ হইয়াছিল, এবং নানাবিধ লীলা খেলা করিতে করিতে, ডুবিয়া ডুবিয়া, খসিতে খসিতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, হেলিয়া দোলিয়া তরঙ্গের উপরে ভাসিয়া যাইতেছিল। এখন একবারেই খসিয়া গিয়াছে, শক্তি তরঙ্গের মধ্যে মিলিয়া তলে তলে ভাসিয়া যাইতেছে। আবার একটু সম্মুখে গিয়াই সেই শক্তি তরঙ্গের সঙ্ক্ষোভে ঐ সকল জড়দ্রব্য আর একটি দেহরূপ ফেণার গঠন করিবে, করিবে নয়, করিয়াছে বলিলেই হয়। আবার তাহাও ঐরূপ খসিতে খসিতে চলিয়া যাইতে থাকিবে যতদিন সৃষ্টি প্রলয় আছে, যতদিন সেই জগজ্জননীর অস্তিত্ব আছে, ততদিনই এইরূপ প্রবাহ চলিবে। এ প্রবাহ অনাদি এবং অনন্ত। ইহার সীমা সংখ্যা, অবধি ইয়ত্তা নাই। তোমার ঐ দেহ ফেণাও প্রায় খসিয়া আসিল, প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিল। উহাও ঐ পুত্র দেহের মত ভাঙ্গিয়া গিয়া সেই শক্তি তরঙ্গের মধ্যে তলাইয়া ভাসিতে ভাসিতে আবার উল্লিখিত নিয়মে একত্রিত হইয়া অন্য আর একটা দেহরূপ ফেণায় পরিণত হইবে। আবার খসিবে, আবার মিলিবে, আবার খসিবে, আবার মিলিবে। যাবৎ সৃষ্টি, যাবৎ প্রলয় এইরূপে চলিবে। তবে আর তোমার "তুমিত্বই বা কোথা, স্বাধীনতাই বা কোথা, সত্ব স্বামিত্বই বা কোথা, "আমার আমার ভাবই বা কোথা, পুত্র কন্যাই বা কোথা, কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্বই বা কোথা শক্তি সামর্থ্যই বা কোথা, ইচ্ছা যত্ন চেষ্টাই বা কোথা, আর শোক দুঃখ পরিতাপের কারণই বা কোথা। এ সংসারে তোমার কেহই নাই, তুমিও কাহারো নও। শোক তাপেরও কোনরূপ হেতু যুক্তি নাই। এসংসার যাঁহার তিনিই যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, ক্ষতি হউক, বৃদ্ধি হউক সমস্তই তাঁহার। তুমি জ্ঞান বলে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া থাক। দাঁড়াইয়া তাঁহার অসীম অনন্ত ইচ্ছার বক্ষে, অসীম অনন্ত শক্তির লীলা খেলা সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দের উপভোগে আপনাকে চরিতার্থ কর। আধি ব্যাধি, শোক আহ্লাদাদি অনুকূল প্রতিকূল যত কিছু ঘটনা উপস্থিত হয়, তুমি নয়ন নিমীলন করিয়া তাহার অদ্ভুত ক্রিয়ার উপলব্ধির দ্বারা পরিতৃপ্ত হও। বৎস! গাত্রোত্থান কর, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমার অভয় আকার অবলোকন কর। এবং সমনা হইয়া আমার পরম হিতকর সুপথ্য উপদেশাবলীর অনুধ্যান কর, তাহা হইলে দেখিবে এই নিদারুণ শোকই তোমার

আমরা ঘোর অপরিণামদর্শী অতি দুর্ভাগ্য কৃতঘ্ন পুরুষাধম। তাই পদে পদে সঙ্কটে সঙ্কটে এই বিবেক মহা পুরুষের নিঃস্বার্থ নির্ম্মল করুণাগুণের ফলোপভোগ করিয়াও একবার তাঁহাকে চিনিতে ইচ্ছা করিলাম না, একবার যত্ন করিতে জানিলাম না, তাঁহার নিকটে গিয়া একবার বসিতে পারিলাম না, তাঁহাকে একটু থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে উৎসাহী হইলাম না, কিম্বা অবনত মস্তকে একবার প্রণাম করিয়াও আপনাকে ধন্য করিলাম না। এই মাত্র এই ঘোরতর শোক সঙ্কটে প্রাণলাভ করিয়া ও তাঁহার গৌরব বুঝিতে পারিলাম না। দুর্দ্ধর্ষ মোহ! তোমাকে প্রণাম। তুমি সমস্তই করিতে পার। তোমার মহিমাকে শত শত নমস্কার।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীর নিয়মানুসারে, ধর্ম্মমণ্ডলীর সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং নেতা রূপ একজন আচার্য্য বা গুরু আগামী ১৮১৫ শকের (১৩০০ সনের) বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। নিম্নলিখিত গুণ সম্পন্ন কোন মহাত্মা অনুগ্রহ করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে জ্ঞাপন পত্র পাঠাইলে সাদরে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহাকে উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বলা বাহুল্য, যে, ধর্ম্মমণ্ডলীর সর্ব্বাধ্যক্ষ নেতা গুরুদেবের সংসার যাত্রার সমস্ত ভার ধর্ম্মমণ্ডলী সন্তোষের সহিত নিজ মস্তকে গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে আর সে চিন্তা করিতে হইবে না।

স্বাধীন, স্বতন্ত্রচেতা, সত্যবাক্য প্রয়োগ বা সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাহারও মুখাপেক্ষা না করেন, এবং মিথ্যা দ্বেষী, সদাচার পরায়ণ, স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান নিরত, দম্ভ, মাৎসর্য্য ও ঈর্ষ্যাদি প্রবলতর দোষশূন্য, সরল, সুশান্ত, সুগম্ভীর প্রকৃতি, সুধীর, সুবুদ্ধি, বিবেকবান্, অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিৎ বেদান্তাদি দর্শন উপনিষদ, বেদ, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, বিশিষ্ট শক্তি অধ্যবসায় সম্পন্ন চত্বারিংশবৎসরের অধিক এবং ৬০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, অসৎপরিগ্রহ বিবর্জ্জিত, পর সেবাতাদি জঘন্যবৃত্তি পরিশূন্য, সৎকুলোদ্ভব এবং প্রসিদ্ধ বংশজাত ব্রাহ্মণ হইবেন তিনিই ধর্ম্মমণ্ডলীর গুরুপদে অভিষিক্ত হইবেন। বলা অতিরিক্ত যে, যিনি উক্ত সদ্‌গুণ সমষ্টিতে বিভূষিত নহেন তাঁহার আবেদন কেবল আমাদের দুঃখাবহ হইবে। কারণ ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহার আদর করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যাধ্যক্ষ,—
নং ৬৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(এইরূপ ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিতে হইবে।)

ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ।

আগামী বৈশাখের প্রথম দিন হইতে ধর্ম্মমণ্ডলের আর কএকটি কার্য্য আরম্ভ হইবে। ১ম, প্রতিদিন বেলা ৪টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত উপস্থিত সাধুহৃদয় বালক বৃদ্ধদিগকে নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তত্ত্বের উপদেশ দান এবং তাঁহাদের সন্দেহের মীমাংসা। ২য়, সন্ধ্যানুষ্ঠানের পর বেদান্তাদি দর্শন, উপনিষদ্ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা (ক)। ৩য়, প্রতি রবিবারে ৪টার সময়ে "বাল্যাশ্রমের" অনুষ্ঠান। (এই কার্য্যত্রয় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী মহাশয় নিষ্পন্ন করিবেন।) ৪র্থ অধ্যাপন সমাপ্তির পর ধর্ম্মমণ্ডলীর উপস্থিত সভ্যদিগকে লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর কৃত এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের পর্য্যালোচনা, এবং তাহার উন্নতিসাধনোপায়ের চিন্তা। ৫ম, সাধু সন্ন্যাসী বা যতিব্রতী কোন মহাত্মা আসিলে অথবা দূরদেশবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণাদির নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন কারণে অতিথিভাবে সমাগত হইলে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া যথা শক্তি সেবা করা হইবে।

৬ষ্ঠ। অধ্যাত্মবিদ্যা কার্য্যে পরিণত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত পৃথক একটি অনুষ্ঠান হইবে। (ইহারও গুরু শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়।)

৭ম। বিবাহ বিড়ম্বনা নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবিধ উপায়ের অনুসরণ।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এবার ১২৯৯ সন সমাপ্ত হইল দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ১২৯৮ ও বর্ত্তমান (১২৯৯) সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকী আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকী রাখিলে ধর্ম্মমণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের কাগজ নহে, বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র, সুতরাং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যকর। সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ দেয় মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সহ, বেদব্যাস সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে আগামী ১৩০০ সালের অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা (আগামী ১৫ই বৈশাখের মধ্যে) আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরত দিলে আমরা গ্রাহক শ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না। কিন্তু আগামী ১৩০০ সনের প্রথমে যাঁহারা পত্র দ্বারায় আমাদিগকে না জানাইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা ১৩০০ সনের গ্রাহক বলিয়া বুঝিব এবং বরাবর কাগজ পাঠাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

(ক) টোলের ছাত্র ব্যতীত, কোন স্কুলের ছাত্র, অথবা উপযুক্ত গৃহস্থ লোক অধ্যয়নার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য অধ্যাপন করা হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী।

রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়দ্বয়ের স্বাক্ষরিত ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুষ্ঠান পত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল।———

"সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আলোচনা হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম লোকে অধিকতররূপে বুঝিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তদনুসারে ধর্ম্মের গৌরবও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকেই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং দেশের বহুসংখ্যক লোক বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে অভিভূত, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ আদর ও গৌরব হওয়া উচিত, তাহা এক্ষণে হইতেছে না। ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত এতদ্দেশের যথাযোগ্য আচার, ব্যবহার কি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকলের অনুসরণ করিলে আমাদের দেহ, মন, আত্মা, পরিবার ও সমাজের অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন। এই অজ্ঞতানিবন্ধন ও বিদেশীয় শিক্ষার ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার কষ্ট হইতেছে। এই সকল অভাব দূরীকরণ জন্য এবং আপদ কালে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা উদ্দেশ্যে একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সভার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী অপরাপর কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের বিশেষ উল্লেখ এই স্থলে প্রয়োজন।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানীতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু ধর্ম্মের যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করণের ব্যবস্থা।

(৭) উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ।

(৮) প্রস্তাবিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য বিশুদ্ধ হিন্দু নিয়ম প্রণালী মতে হইবে।

(ক) সভার সমুদায় কার্য্য ও অর্থব্যয় ধর্ম্মমণ্ডলীর আচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায় ও আদেশানুসারে হইবে।

(খ) কার্য্যকারক সমিতির যে পাঁচ জন ব্যক্তি সদস্য থাকিবেন, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে বৎসরে বৎসরে নূতন আচার্য্য মনোনীত করিবেন।

(গ) সভা শ্রেণী হইতে ৫০ জন সদস্য লইয়া এক এক বৎসরের জন্য এক একটী মন্ত্রণা সভা গঠিত হইবে। ইহারা আবশ্যক মত যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে আচার্য্যকে পরামর্শ দিবেন।

(ঘ) এই মণ্ডলী সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থ দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(ঙ) মণ্ডলী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইবে।

(৯) আচার্য্যের আদেশ ব্যতীত কার্য্যকারক সমিতির সদস্যগণ নিজে কেহ একাএক বা একত্র কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, বা কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতামত চলিবে না।

(ক) আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কার্য্যকারক সমিতির পাঁচ জন ব্যক্তি সমিতির সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কার্য্যকারক সমিতির অধীনে একজন সম্পাদক থাকিবেন, তিনি ধর্ম্ম-মণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার বহন করিবেন এবং আচার্য্য ও সমিতির অনুমত্যনুসারে যথানিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(খ) হিন্দু মাত্রেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা চাঁদা দিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

(১০) সভ্য মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে আপন আপন অভিপ্রায় আচার্য্য মহাশয়, মন্ত্রণাসমিতি বা কার্য্যকারক সমিতিকে জানাইতে পারিবেন। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ও আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে।

যাঁহারা উপরি উক্তরূপ ধর্ম্মমণ্ডলী স্থাপন জন্য অর্থ সাহায্য করিতে ও সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপাততঃ উত্তরপাড়া নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে, অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে তাঁহাদের এককালীন দাতব্যের টাকা এবং বার্ষিক দাতব্যের টাকা, নিজ নিজ নাম ধাম সহ, লিখিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এবং পত্রাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ ঠিকানায় ধর্ম্ম-মণ্ডলী কার্য্যালয়ে মণ্ডলীর কার্য্যকরী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিবেন ও জানিবেন। মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মাবলী আচার্য্য মহাশয় মন্ত্রণা সমিতি পরামর্শ লইয়া প্রণয়ন করিবেন।"

ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

[illegible] মুখোপাধ্যায়
[illegible]।

বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ-বিষয়ক [illegible] হইবে। [illegible]

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে [illegible] পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইহার অন্যথা করিলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

৯। ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অথবা ধর্ম্মমণ্ডলী-সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ বেদব্যাস সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত সমস্ত পুস্তক নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম পর্ব্ব (৬ খণ্ড) একত্রে উত্তম বাঁধান, ডাকমাশুল সহ ২।৵০ দুই টাকা দুই আনা।

তত্ত্ববোধ। (উত্তম বাঁধান) মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৲ এক টাকা।

বেদবিষয়ে ইংরাজি মতের প্রতিবাদ। মূল্য মায় ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য
৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

মহাত্মার কনিষ্ঠ প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে বিশিষ্টরূপ প্রশংসিত। ইহাতে রাজা সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় বিষয় পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য মায় ডাকমাশুল ।৶০ ছয় আনা মাত্র। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীমোহিনীমোহন হড়।
ম্যানেজার
৪৩নং বহু ৯৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বড় সহজে প্রকৃত গয়াশ্রাদ্ধ।

৩৲ হইতে ৮৲ গয়াশ্রাদ্ধের ব্যয়। বিস্তৃত নিয়মাবলীর ডাকমাশুল ৴০ পাঠাইতে হয়। ঠিকানা—ডাক্তার শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, চক্‌, পাঁচ মহলা, গয়া।

এন, ডবলিউ এজেন্সি করপোরেসন্, লিমিটেড্।—মীরাট

১৮৮২ সালের আইনানুসারে স্থাপিত।

দেশীয় রাজন্য ও সম্ভ্রান্তবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত।

একলক্ষ টাকা মূলধন, ১০৲ দশ টাকা করিয়া, প্রত্যেক অংশে বিভক্ত।

স্বদেশ জাত শিল্পের পুনর্জীবন দান পক্ষে সহায়তা করা এবং সেই সমস্ত দ্রব্য বিদেশীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরবরাহ করা ও বাণিজ্যের উন্নতি করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এখন আমরা সাদরে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণের উৎসাহ প্রার্থনা করি। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে জানিতে পারিবেন।

অনুমত্যনুসারে
মুখার্জি এণ্ড কোং

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

৮মবর্ষ।

১৮১৫ শক। ফাল্গুন ও চৈত্র।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৩ নং ভীমঘোষের লেন,—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

১৩০০ সনের বেদব্যাস পত্রের

সূচীপত্র।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

মুকুন্দস্তোত্রং।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুহংসদশনং শিশুগোপবেশম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণ-বন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥১॥

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিতং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ!॥২॥

জয়তু জয়তু দেবোদেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণোবৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো-
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশোমুকুন্দঃ॥৩॥

মুকুন্দ! মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকং তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজমধুনো মহদদ্ভুতম্।
তৎপায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদপায়িনঃ॥৫॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনেনাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥৬॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহু মতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥৭॥

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো-
নরকে বা নরকান্তক! প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণে বিচিন্তয়ামি॥৮॥

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত! রন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্॥৯॥

মা ভৈর্ম্মন্দ মনোবিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরোদাসস্য কিং ন ক্ষমঃ॥১০॥

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতোনরাণাম্॥১১॥

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং
জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গগানাম্।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্॥১২॥

অপরাধসহস্রসঙ্কুলং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে!
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎকুভাবো-
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎকদাচি-
জ্জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎসকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥১৫॥

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি
তৎসর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভুক্
ত্বমেব মধুসূদন ! ॥ ১৬ ॥

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্।
সরসিজদৃশি দেবে তারকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥১৭॥

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্ !
পাদাম্ভোজে বরদ ! ভবতো ভক্তিভাবং প্রদেহি ॥ ১৮ ॥

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘুস্তেজো-
নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টা যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদধূলীকণঃ ॥১৯॥

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্যন্বহং
মেদচ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥২১॥

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম !
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো
জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥ ২১ ॥

ক্ষীরসাগরতরঙ্গসীকরা-
সারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে
মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীকুলশেখরেণ রাজ্ঞা বিরচিতা
মুকুন্দমালা সম্পূর্ণা।

স্মৃতির প্রামাণ্য।

বেদ অপৌরুষেয়, ভ্রমপ্রমাদান্বিত পুরুষ-কৃতগ্রন্থবৎ উহাতে কোন দোষাবেশ নাই। বেদ নিত্য, শিষ্ট-জন-জুষ্ট, সর্ব্ববিদ্যার নিদান। অদৃষ্টতত্ত্ব সমূহ বেদমূলক বা বেদানুগত হইলেই আর্য্য-জনপ্রতিপালনীয় হইয়া থাকে। কারণ শুষ্ক-যুক্তি অর্থাৎ নির্ম্মূল তর্কে কোন অদৃষ্টতত্ত্ব স্থির হইতে পারে না, কেবল তর্কশাণিত-তত্ত্বের স্থিরতা নাই। তর্ক-যুক্তি দ্বারা এখন যাহা স্থির হইবে, অন্য বুদ্ধিমান্ বুদ্ধি প্রাগর্ভ্যে তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া তত্ত্বান্তর স্থাপন করিতে পারেন, এজন্য কোন অভ্রান্ত বাক্যে নির্ভর করিতে হইবে। সেই অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বাক্য বেদ ভিন্ন ত্রিজগতে আর কিছুই নাই। যদি চ অনার্য্যগণও এক এক খানি গ্রন্থ সহ ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ পৌরুষেয়,—আধুনিক, অতএব ভ্রম-প্রমাদ-সঙ্কুল। বেদের সহিত তাহাদের তুলনা করিতে গেলেই যেন বেদের মান্য ন্যূন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানার্থ শ্রুতিই এক মাত্র মনুষ্যের শরণ। কিন্তু শ্রৌত তাৎপর্য্য-পরিগ্রহার্থ ও অধিকারানুরূপ অনুষ্ঠের সাধনের নিমিত্ত শ্রুত্যর্থ স্মরণ পূর্ব্বক বহু-বিধ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। শ্রুত্যর্থ স্মরণ পূর্ব্বক যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাদের সাধারণ নাম স্মৃতি। অতএব স্মৃতির শাসন গুলি বেদানুমত বলিয়া, বেদ-বিধায়ক-বচনবৎ মান্য ও উপাদেয়।

সাধারণতঃ স্মৃতি-গ্রন্থ বহুবিধ। মন্বাদি প্রণীত সংহিতা, সাঙ্খ্যাদি দর্শন, ভারতাদি ইতিহাস, পুরাণ ও উপপুরাণ, তন্ত্র ও আগম প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থ স্মৃতি পদবাচ্য। সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে শ্রুতি ব্যতীত যাবতীয় শাস্ত্রের সাধারণ নাম স্মৃতি। স্মৃতিকার মনু বেদার্থ-স্মরণ পূর্ব্বক স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদ অপৌরুষেয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণও বেদের স্মারক, কিন্তু কারক নহেন। "বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।"

"শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেবাদি ঋষিগণ সকলেই বেদের স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বকল্পানুরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার উঁহারাই স্মৃতির প্রণেতা ও প্রচারক। প্রখ্যাত-স্মৃতি-প্রণেতৃগণ সকলেই বেদজ্ঞ, সুতরাং শ্রৌতার্থই স্মৃতিতে প্রচার করিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে, অথচ স্মৃতিগুলি তত্ত্বনিরূপণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ম্মে বিচরণ করিয়া বিভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। মুক্তি লাভের জন্য কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম্ম, কেহ ষোড়শ পদার্থতত্ত্ব বোধ, কেহ ধর্ম্ম, কেহ বা প্রকৃতি পুরুষ বিবে-

কের উপন্যাস করিয়াছেন। আবার জগতের উপাদান কারণ সাধনে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাণু, কেহ বা প্রকৃতির উপদেশ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন অপৌরুষেয় বেদার্থ বিজ্ঞান ব্যতীত পরম পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় না। আবার কোন কোন ভাবুক প্রবর বলিতেছেন, এখন ঘোর কলিকাল উপস্থিত, এখন বেদে কিছু হইবে না। হরিনাম সার কর। অপর কেহ বলিতেছেন তাহাও নহে, আগম তন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেই হইবে না। আগম শিববক্ত্র হইতে বিনির্গত। উহাই কলি রোগের মহৌষধ। এরূপ বাদ বিবাদে মনে সতই বিচিকিৎসার আবির্ভাব হয়। সামাজিকগণ কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন? যাহারা স্বতন্ত্র-প্রজ্ঞ, আত্মবান্ তাঁহারা স্বপথে স্বপদে অবস্থান করিবেন কিন্তু পরতন্ত্রপ্রজ্ঞগণ কদাপি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। শাস্ত্রাচার্য্য ব্যতীত তাদৃশ জনগণের গত্যন্তর নাই। যদি স্বাতন্ত্র্যে প্রবৃত্ত হন তবে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার ঘটিবে। অধুনা অনেক লোকের মনে এরূপ বিচিকিৎসা উপস্থিত হইয়া অকর্ম্ম করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু শাস্ত্রে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য ও সমাধান আছে।

যে, যে পথে বিচরণ করুক না কেন বেদানুমত না হইলে তাহা শিষ্ট গ্রাহ্য হয় না। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অল্পমেধা লোকের উদ্ধার জন্য বেদ তরুর শাখাভেদে ভিন্ন করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। এই জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস আখ্যায় অভিহিত; বেদব্যাস ভগবদবতারে অবতীর্ণ। সুতরাং তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। ভগবান মনু বেদার্থ স্মরণে সর্ব্বমান্য ও পূজ্য। ব্যাস ও জৈমিনি শ্রুতির মীমাংসক; মীমাংসা শাস্ত্র ব্যতীত শ্রৌত তাৎপর্য্য বিনির্ণয়ে সামর্থ্য জন্মিতে পারে না। অতএব মনু, ব্যাস ও জৈমিনির অনুসরণ করিতে হইবে এবং তদনুকূল যথাসম্ভব অন্যান্য স্মৃতিও গ্রাহ্য। এতদ্ব্যতীত স্মৃতির বেদবিরুদ্ধাংশ হেয়, এবং অনুমোদিতাংশ গ্রাহ্য।

মনুর সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।" মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঔষধ।

> "অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগযোঃ।
> ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥
> জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
> শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

এই শাস্ত্রোক্তিরদ্বারা সুস্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যাস ও জৈমিনি বেদসাগরের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও মত বিরুদ্ধ কথা নাই। কণাদ ও গোতম উভয়েই পরমাণুবাদী, পরমাণু নিত্য, উহাই জগতের উপাদান, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র। পরমাণু ও ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণতা বেদ বিরুদ্ধ, সুতরাং উহাদের তদংশ পরিত্যাজ্য। কণাদ ও গোতম ঋষি হইলেও, বেদ তত্ত্বজ্ঞ হইলে ও তাঁহাদের সেই মত গ্রাহ্য নহে। কারণ তাহা বেদ বিরুদ্ধ। যদি বেদ বিরুদ্ধ না হইত, তবে ঐ মত কোন বেদে আছে এরূপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইত। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ঐ পরমাণু বাদ যে, বেদে নাই তাহা কি দিয়া জানিলে? ব্যাসদেব স্বীয় বেদান্ত দর্শনে উহার বিরুদ্ধ প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্বৈতভক্ত কোন বিচক্ষণ হয়ত বলিয়া থাকেন যে, ব্যাসের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য স্বমত সংস্থাপনার্থ অভিপ্রেতার্থের বিস্তার করিয়াছেন। আমরা বলি এরূপ বলা অকর্ত্তব্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্য, সাম্প্রদায়িক, তাঁহার মত গুরুর অনুমোদিত। তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য ভাষ্যের কারিকায় যে বেদান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাহার বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং শাঙ্কর মত সাম্প্রদায়িক। শঙ্করের স্বকপোল কল্পিত নহে। যাঁহারা উহা জানেন না, বাস্তবিক বেদান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারাই এরূপ বলেন। তর্কতঃ যদিও শঙ্করের ভাষ্যে নূতন মত স্বীকার করা যায়, তথাপি এই বলা যাইতে পারে যে, পরমাণু বাদ বৈদিক নহে। ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা গোতমের বিরুদ্ধে ব্যাসদেব যে, অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইতিহাসে গোতমের অক্ষপাদ আখ্যা হওয়ার বিবরণ অনুসন্ধান করিলেই উহা জানা যায় এবং ব্যাসসূত্রে স্পষ্টতঃ গোতম, কনাদ ও কপিলের মত খণ্ডন আছে, অতএব পরমাণু বাদ অবৈদিক ও শিষ্টের অগ্রাহ্য। এরূপ কপিল ও পতঞ্জলির প্রকৃতিকারণ বাদ ও অবৈদিক। মনু ও ব্যাস প্রভৃতির অত্যাজ্য। এখন আর একটী আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে, কপিল শ্রৌত ঋষি। শ্রুতিতে ইহার উল্লেখ আছে।

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" শ্রুতিঃ। অতএব কাপিল স্মৃতি প্রামাণিক। বিশেষতঃ কপিল সিদ্ধ, সুতরাং অপ্রতিহত জ্ঞান। অতএব কাপিল স্মৃতি বৈদিক। আচার্য্যগণ কপিলের প্রধান বাদকে অবৈদিক বলিয়াছেন। বিচার করিলেও এই দেখা যায় যে, একমাত্র শ্রুতিই অতীন্দ্রিয়ার্থের জ্ঞান সাধক। স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বেদ ভিন্ন, ধর্ম্মাদি ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। যুক্তি তর্কের বা কল্পনার তথায় প্রসর নাই। কপিলাদি ঋষি সিদ্ধ সুতরাং অপ্রতিহত জ্ঞান, অতএব বেদ নিরপেক্ষ হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সিদ্ধিও ধর্ম্মসাপেক্ষ। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদ জ্ঞান

পরে তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধিলাভ হইবে। সুতরাং পরবর্ত্তী সিদ্ধ-পুরুষের কথায় পূর্ব্বসিদ্ধ বেদার্থের অন্যথা করা অন্যায্য। আবার দেখ সিদ্ধ পুরুষও অনেক, তাহাদের স্মৃতিও বহু। অতএব সিদ্ধ মহাত্মগণের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ-বাদিনী হইলে শ্রুতির আশ্রয় ব্যতীত বিরোধ-ভঞ্জন বা অর্থ নির্ণয় হইবে না। যাহাদের জ্ঞান পরায়ত্ত—আচার্য্য ও শাস্ত্রের অধীন তাহাদের বল পূর্ব্বক স্মৃতিবিশেষের পক্ষপাতী হওয়া একান্ত অন্যায্য। পক্ষপাতী হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হইবে না। যে হেতু মানুষের বুদ্ধি বিচিত্র, সকলে সমান বুঝে না, সকলের মনের গতিও তুল্য নহে, অতএব স্মৃতির মধ্যে প্রৌঢ়বাদ থাকার অসম্ভব কি? এই প্রৌঢ়বাদেই কোন কোন স্মৃতিতে বেদ বিরুদ্ধ বর্ণনা আছে। অতএব স্মৃতিতে বিরোধ দেখিলে কোন্ স্মৃতি, শ্রুত্যনুসারিণী, তাহা আলোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিকে সৎপথ গামিনী করা কর্ত্তব্য! এই জন্য জৈমিনি মুনি মীমাংসা দর্শনের প্রমাণ বিচারে নিম্ন লিখিত সূত্রে অবতারণা করিয়াছেন "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্।" যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ সে স্থলে স্মৃতির প্রামাণ্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য। অর্থাৎ শ্রুতি বিরুদ্ধ না হইলেই অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে।

কপিল শ্রৌত বটে, যেহেতু শ্রুতি কপিলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রুতি দেখিয়া কপিল মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ কপিল শব্দ সামান্য বাচী। অনেক কপিলের মধ্যে কোন্ কপিল শ্রৌত আর কোন্ কপিল সাঙ্খ্য করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা কি? শ্রুতি কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্মৃতি, সগর সন্তান নাশক, বাসুদেব নামক অন্য কপিলের স্মরণ করিয়াছেন।

"ন শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্ব্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।" শাঙ্করভাষ্যম্। "তস্মাৎ শ্রুতি-সামান্যমাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রৌত ইতি। বাচস্পতিমিশ্রঃ।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে সুস্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, শ্রৌত কপিল ও সাঙ্খ্য প্রণেতা কপিল এক নহে, যাহারা একরূপ নাম দেখিয়া এক বলিয়া মনে করেন, তাহারা ভ্রান্ত। সাঙ্খ্যকার কপিল ভেদ জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, উহা অবৈদিক অতএব প্রমাণ নহে। আবার দেখ পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে মনুক্তি সংসার ব্যাধির মহৌষধ। ঐ মনু সার্ব্বাত্ম্য জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। এই সার্ব্বাত্ম্য জ্ঞানের প্রশংসা দ্বারা কপিল মতের নিন্দাই করা হইয়াছে, কোনরূপেই বলিতে পারিবে না যে শ্রৌত মনু ও স্মৃতিকার মনু, কপিলবৎ বিভিন্ন। মনুর সঙ্খ্যা চতুর্দ্দশ হইলেও স্বয়ম্ভু মনুই সংহিতা কার। অন্য মনু কিছু বলেন নাই। অতএব "মনুর্ব্বৈ যৎ-কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্"। অন্য মনুক্তি ছিল এরূপ কোন প্রমাণ নাই। স্বয়ম্ভু মনু বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

যে উপাসক সমানরূপে আপনাকে সমস্তভূতে ও সমস্তভূত আপনাতে সন্দর্শন করেন, সেই আত্মজ্ঞানী উপাসক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। আরো দেখ কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নানা আত্মা স্বীকার করেন, কিন্তু ভারতে একাত্মবাদ নির্নীত হইয়াছে এবং সাঙ্খ্যপাতঞ্জলের নানাত্ম বাদের উল্লেখ পূর্ব্বক পরিহার করা হইয়াছে।

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু"। এইরূপ আক্ষেপের উত্থাপন করিয়া—

"বহবঃ পুরুষাঃ রাজন্! সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাম্" এইরূপে পর-পক্ষের মত উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্"

এইরূপ উপক্রমে নিম্ন লিখিত উপসংহার করিয়াছেন,—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেন চিৎ কচিৎ॥,,

অনন্ত সংসারে আত্মা এক ব্যতীত দ্বিতীয় নহেন, সুতরা তোমার আমার আত্মাও ভিন্ন নন, এই আত্মাই সমস্ত ক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ, ইহাঁকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

"বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথা সুখম্॥"

ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক, ইনি এক অদ্বিতীয়, স্বাধীন প্রকাশ স্বেচ্ছা বিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান। মহাভারতের এই উপসংহৃত বাক্যে একাত্মবাদ নির্নীত হইয়াছে, সুতরাং নানাত্মবাদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে ও একাত্মবাদই স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে,—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

যিনি নিখিল সংসারে একমাত্র আত্মারই অস্তিত্ব দেখিতে পান, সেই একাত্ম দর্শীর শোক বা মোহ হইতে পারে না। সাঙ্খ্যের নানাত্মবাদ ও প্রধানবাদ বেদ বিরুদ্ধ এবং বেদানুমোদিত স্মৃতি বিরুদ্ধ। যদি কপিলকে অপ্রতিহত-জ্ঞান স্থির করিয়া তাঁহার

প্রধান বাদ গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে অপ্রতিহত-জ্ঞান মনুর একাত্মবাদ পরিহার করিতে হয়। মানবস্মৃতি পরিহার পূর্ব্বক কাপিল স্মৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন শাস্ত্র নাই, বরং মনুরই প্রাধান্য এবং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতির পরিহারেরই বিধান আছে।

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

অতএব সাঙ্খ্য পাতঞ্জলের প্রধান-বাদ ও গোতমের পরমাণু-বাদ বেদ বিরুদ্ধ ও শিষ্টের অগ্রাহ্য। ইহা ভগবান বেদ ব্যাস বলিয়াছেন। পাতঞ্জলের যোগ-স্মৃতি বৈদিক, সুতরাং গ্রাহ্য।

অনেকে যেমন সামান্য কপিল শব্দ শ্রবণ মাত্রই শ্রৌত-কপিল বলিয়া ভ্রমে পতিত হন, তেমন অনেকে সাঙ্খ্য শব্দ শ্রবণে কপিল প্রণীত সাঙ্খ্য, এবং তন্ত্র শব্দ শ্রবণ মাত্রই শিবপ্রোক্ত আগম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাও ভ্রম। কাপিল মতে তত্ত্ব-সঙ্খ্যা (মহত্তত্ত্বাদিতত্ত্ব) আছে বলিয়া উহাকে সাঙ্খ্য বলে। তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ববোধকে সাঙ্খ্যজ্ঞান বলে।

"সম্যগ্‌বুদ্ধিঃ বৈদিকী তয়া বর্ত্তন্ত ইতি সাংখ্যাঃ। বাচস্পতি মিশ্রঃ ইত্যাদি। এইরূপ তন্ত্র ও বহুবিধ শাস্ত্রের নাম। এমন কি কপিলের সাঙ্খ্য দর্শনকেও তন্ত্র বলে। শিবপ্রোক্ত গ্রন্থই তন্ত্র ইত্যাকার ভ্রম অনভিজ্ঞ লোকে করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রদর্শীর কর্ত্তব্য নহে; তবে অনেকে বাল্য-সংস্কার পরিত্যাগ করিতে প্রায়ই অসমর্থ হন। বাল্যসংস্কার বশে অনেক সময় প্রকৃত কার্য্যে ভ্রান্ত হইয়া বিষম কুসংস্কার প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বা দিক্ দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তৃত্বের ভান করিয়া থাকেন এবং না জানিয়াই একটা বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র ও উপযুক্ত গুরূপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রতাৎপর্য্য বিভাসিত হয় না। কতকগুলি কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধুনা শাস্ত্র বিশেষের উপদেশ লাভ করিয়াই যুক্তিবলে শাস্ত্রান্তরের একটা অর্থ সমাহিত করিয়া অনেকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতার ভান করেন, তাহাও সঙ্গত নহে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, অপৌরুষেয় বেদ ও বেদানুসারী স্মৃতিরই প্রামাণ্য। কেবল তর্কবলে যুক্তি জালে অদৃষ্টতত্ত্ব নিরূপিত হইবার নহে। যে শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধি মাত্রের সাহায্যে কোন তর্কের অবতারণা করে, সে সকল তর্কে স্থির থাকিবার সম্ভব নাই। কারণ কল্পনার কোন নিয়ামক নাই। নিয়ামক না থাকাতে যে, যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণ কল্পনা করে। কোন নিরঙ্কুশ তার্কিক অতি যত্নে একটী তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য তর্ককুশল তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আবার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ তার্কিক সেই তর্কেরও ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক নূতন তত্ত্ব স্থির করেন। মানব বুদ্ধি বিচিত্র; অতএব নিরঙ্কুশ তর্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। মানব-বুদ্ধি অনবস্থিত, সুতরাং তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত। এই সকল বিচারে এই স্থির হইতেছে যে, নিরঙ্কুশ-তর্ক-নির্ণীত বিষয় অবিশ্বাস্য। যদি কেহ বলেন "কপিল সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং কপিলের তর্ক প্রতিষ্ঠিত।" ইহা বলিলে তর্কে উহাও অন্যরূপ হইয়া পড়ে। কপিল সর্ব্বজ্ঞ; গোতম যে সর্ব্বজ্ঞ নয়, তাহা কে বলিবে? কপিল, গোতম, কণাদ ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেরই মাহাত্ম্য সুপ্রসিদ্ধ, অথচ কপিলের মতে কণাদ ও গোতমের আপত্তি, আবার কণাদ ও গোতমের মতে কপিলের আপত্তি। এই জন্য তাঁহাদের মত প্রতিষ্ঠিত নহে এবং সকলই প্রামাণ্য, ইহাও বলা যাইতে পারে না; কাজেই তত্তৎ স্থলে বুদ্ধি-প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। আবার যদি কেহ বলেন, "আমরা এমন একটী তর্ক স্থির করিব, যাহার অপ্রতিষ্ঠা দোষ নাই।" এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, একটা তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই। একটী না একটী তর্ক অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত আছে। অবশ্যই একটী তর্কদ্বারা অন্য তর্কের অবস্থিরতা হইবে। অতএব তদ্দ্বারা কপিল-স্মৃতির প্রধানবাদ বা কণাদাদির পরমাণুবাদ স্থির করিব। তর্কদ্বারা তর্ক প্রতিষ্ঠা একরূপ অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার চলিতে পারে না। প্রত্যেক লোক ভাবী সুখলাভ ও দুঃখ পরিহারের জন্য সতত প্রয়াসী। সেই প্রয়াস তর্কমূলক। যেমন লোক সকল বর্ত্তমান ভোজনে ক্ষুধার নিবৃত্তি দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভোজনের আয়োজন করে; এই আয়োজন চেষ্টা তর্কমূলক। তর্কের যাথার্থ্য না-থাকিলে এতদিনে ব্যবহার যাত্রা উচ্ছিন্ন হইত। এই সকল বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া অদৃষ্টতত্ত্ব নিরূপণে নিরঙ্কুশ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। অদৃষ্ট তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও দুরবগাহ। তাহার রূপ না থাকায় তাহা প্রত্যক্ষের অবিষয় এবং লিঙ্গাভাবে অনুমানেরও অবিষয়, সুতরাং তর্কের প্রাপ্তি নাই। বেদানুগত তর্কে তত্ত্ব স্থির যাহা হইবে, তাহার প্রতিষ্ঠা আছে; এজন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন:—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

যাঁহারা ধর্ম্ম শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান (তর্ক) বিবিধ শাস্ত্র অবগত হইবেন। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষি-দৃষ্ট ধর্ম্মবিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত হন।

এরূপ বিচার দ্বারা পূর্ব্বে যে সকল আপত্তির উপন্যাস করা গিয়াছিল সে সকলেরই সমাধান হইতে পারে। বেদ ও বেদানুমোদিত মন্বাদি স্মৃতিরই প্রামাণ্য। যাঁহারা বেদ বিরুদ্ধ বাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের সেই কথায় কখনই শিষ্ট জন কর্ণপাত করিবেন না। যাহারা বেদে কিছু নাই বা বেদদ্বারা কলিকালে কিছু হইবে না এরূপ বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যে উপাসক যে সাধনায় প্রবৃত্ত হউক, সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহার অধিকাংশই বৈদিক অনুষ্ঠান, অল্পাংশ স্মার্ত্তানুষ্ঠানের সংযোগ; অথচ মুখে প্রকাশ, বেদে কিছু হইবে না; সুতরাং বেদমূলক স্মৃতিও অগ্রাহ্য। শাস্ত্রে যাহাকে পাষণ্ড বলে—পামর বলিয়া ঘৃণাকরে—ঐরূপ পরমাণুবাদী ও পরমেশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ, এরূপ বাদিগণ "অর্দ্ধ বৈনাশিক" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কিন্তু তাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার

রেন। আর যাঁহারা বেদকেই ফুৎকারে উপেক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদের সংজ্ঞা পাঠকবর্গ স্থির করিবেন।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

আয়ুর্ব্বেদ।

পরমায়ুঃ।

দেহীগণ যত কাল বাঁচিয়া থাকে, অনেকে স্থূলকথায় সেই সময়কেই আয়ুঃ বা পরমায়ুঃ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া স্থির হইয়াছে যে, আয়ুঃ পদার্থের মুখ্য অর্থ সময় নহে, কিন্তু ইহা অন্য কোন বস্তু। তাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—

দেহ ও চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও জীবাত্মা; এই চারি প্রকার পদার্থের পরস্পরের অনির্ব্বচনীয় সংযোগ বিশেষের নামই আয়ুঃ। (ক) ইহারই নামান্তর জীবিত ও ধারী। (খ)

আয়ুর প্রকারভেদ।

মনুষ্য মাত্রেরই বাঁচিবার ইচ্ছা এবং মরিবার ভয় এতই প্রবল যে, জীবন অপেক্ষা হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই, সাধারণের এইরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধানে প্রতীত হয়, লোকের জীবন বা আয়ুঃ, অবস্থা বিশেষে উক্ত চারিপ্রকার, সামগ্রীর যথাযোগ্য সংযোগের নামই জীবন (গ) বিনাশের নামই মৃত্যু। আর শিথিলতার নাম আয়ুর হ্রাস এবং দৃঢ়তার নাম আয়ুর বৃদ্ধি। লোকের জীবন বা আয়ুর অবস্থা ভেদে তাহার নিজের সুখকর ও দুঃখ জনক এবং নিজের ও অপর সাধারণের হিতকর ও অহিত জনক হইয়া থাকে। (ঘ)

যে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ রোগ নাই;— দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনাবস্থা ঘটিয়াছে; বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও পরাক্রম অক্ষীণ ও ব্যাঘাত শূন্য? ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্র ও লোকাচার বিজ্ঞান যথা সম্ভব সংগৃহীত হইয়াছে; চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দিগের ন্যূনতা বা বিনাশ হয় নাই, তৎ সংক্রান্ত ভোগ শক্তির হ্রাস হয় নাই; বহু পরিমিত ধনাদি সম্পত্তি এবং মনোহর নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে; যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতেই সফলতা লাভ হয়, এবং সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আছে; সেই ব্যক্তির তাদৃশ আয়ুঃ তাঁহার সুখজনক, আর ইহার বিপরীত হইলেই দুঃখ জনক হয়।

যে ব্যক্তি সকলের হিতৈষী; পরের সম্পত্তি অপহরণ করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই; যিনি সত্যবাদী ও বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে অসদনুষ্ঠান হইতে নিবারণপূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়াছেন; সকল কার্য্যই বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোনও বিষয়ে মত্ত নহেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে এই ভাবে সেবা করেন যে, ইহাদিগের একের দ্বারা অন্যের ব্যাঘাত হয় না; পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সম্মান করিয়া থাকেন; ঈশ্বরজ্ঞান এবং শাস্ত্রাদি বিজ্ঞান চর্চ্চাতে যত্নবান্ আছেন; জ্ঞান বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের আনুগত্য করিয়া থাকেন; বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি এবং ক্রোধ, ঈর্ষা, মদ ও আত্মাভিমানাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে উত্তমরূপে আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন; সর্ব্বদা অপর সাধারণকে জ্ঞান, ধনসম্পত্তি ও নানাবিধ সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তপস্যাদি সৎকার্য্যকে নিত্যকর্ম্ম স্বরূপ করিয়াছেন, যথাসম্ভব ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও সকল কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর আছেন; ফলতঃ যিনি ইহকাল পরকাল লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন এবং যাঁহার স্মরণ-শক্তি অব্যাহত আছে, তাদৃশ ব্যক্তির জীবনই তাহার নিজের (উন্নতি সাধক বলিয়া) এবং অপর সাধারণের বা জগতের উপকারক বলিয়া) হিতকর। ইহার অন্যথা হইলেই অহিতকর। (ঙ)

(ক) "শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতং।

* * * * * * পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥"

(আয়ুর্ব্বেদ, চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়।)

(খ) প্রাণ সকলকে সজীব রাখিতেছে; অর্থাৎ দেহমধ্যে ধারণ করিতেছে; এই অর্থে জীব্ ধাতুর পর বর্ত্তমান কালে, কর্ত্তৃবাচ্যে "ত"—প্রত্যয় করিয়া জীবিত শব্দ জন্মিয়াছে।—"জীবযতি প্রাণান্ ধারযতি"—টীকাকারের লিখিত ব্যুৎপত্তি।

দেহকে ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ পচিয়া যাইতে দেয় না। এই অর্থে ধৃ ধাতুর পর বর্ত্তমান কালে কর্ত্তৃবাচ্যে, "ণিন্" প্রত্যয় করিয়া ধারিন্ শব্দ জন্মিয়াছে।—"ধারয়তি দেহং পূতিতাং গন্তুং ন দদাতি" টীকাকারের লিখিত ব্যুৎপত্তি।

(গ) আয়ুঃ থাকিলে বাঁচে, আর না থাকিলে মরে এবং আয়ুঃ থাকিলে মরিবে না ও না থাকিলে বাঁচিবে না। এই সকল কথা প্রচলিত থাকাতে অনেকের এরূপ বোধ হইতে পারে যে, জীবনের নাম আয়ুঃ নহে: জীবনের কারণ স্বরূপ পরমায়ুঃ একটা পৃথক্ পদার্থ। কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অথবা বিবিধ অত্যাচার দ্বারা লোকের উল্লিখিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও আত্মা, এই চারিটী পদার্থের যথাযোগ্য সংযোগের এমনই ব্যতিক্রম হইয়া যায় যে, তাহা আর সুধরাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্তই ঐ সংযোগের বিনাশরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। সুতরাং আয়ুকে বাঁচিয়া থাকিবার কারণ না বলিয়া, আয়ু থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা, আর না থাকার নামই মৃত্যু, এইরূপ বলা উচিত।

(ঘ) "হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুঃ।

(চরকসূত্রস্থান, ১ অধ্যায়)

তত্র শারীরমানসরোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমন্বাগত বলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রমস্য জ্ঞানবিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবলসমুদায়ে বর্ত্তমানস্য পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধসর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্টবিচরণাৎ সুখমায়ুরুচ্যতে। অসুখম্ অতো বিপর্য্যয়েণ।"

(আয়ুর্ব্বেদ চরকসংহিতা, সূত্রস্থান ৩০ অধ্যায়)

(ঙ) "হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং, পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ নাম পরস্য পরীক্ষ্যকারিণঃ অপ্রমত্তস্য, ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপ-

আয়ুর পরিমাণ।

মনুষ্য কত কাল বাঁচিয়া থাকিবে? অর্থাৎ তাহার আয়ুর কোন নিয়ত পরিমাণ আছে কিনা? এবিষয়ে শাস্ত্র সকলে মতভেদ আছে। কোন কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়ুর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কালেই লোক মরিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যখন মরিয়া যায়, তখনই তাহার আয়ুঃশেষ না হইলে মরে না। (চ)

কোন কোন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যের আয়ুঃ ব্যক্তি বিশেষে একশত ও এক শত কুড়ি বৎসর নিয়ত আছে। শারীরিক অত্যাচার জন্য গুরুতর পীড়া অথবা বজ্রপাতাদি আকস্মিক ঘটনা না হইলে লোক সকল সেই নির্দ্দিষ্ট কালই বাঁচিয়া থাকিবে। সুতরাং এই মতে জনসাধারণের পক্ষে আয়ুর দুইটী স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (ছ) কিন্তু জীবনতত্ত্ব নির্ণয় করাই যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। আয়ুর্ব্বেদের মত বা সিদ্ধান্ত এই,—

সকল মনুষ্যের আয়ু, বা জীবনের স্থায়িত্ব কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কালব্যাপী হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে,—

১। আয়ুর পরিমাণ যদি নির্দ্দিষ্ট ও নিয়ত থাকিত, তবে ত্রিকালজ্ঞ, পরমজ্ঞানী মহর্ষিগণ আয়ুরক্ষার্থ নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও মন্ত্র প্রয়োগ এবং নানাবিধ ঔষধি ও মণি সকল ধারণ করিতেন না। কারণ, যাহা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাহার বৃদ্ধির চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত। (জ) (১)

২। মনুষ্যদিগের আয়ুর একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নিয়ত পরিমাণ স্বীকার্য্য হইলে, প্রবল ঝড়, প্রচণ্ড অগ্নি, সুগভীর জল, বাঘ ও সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তু, বন্দুকের গুলি বা শাণিত তরবারিতে ভয়ের বিষয় কি? কারণ, আয়ু থাকিলে মৃত্যুর ত সম্ভাবনা নাই। (ঝ)

৩। তবে প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে অস্বাভাবিক ও অনভ্যস্ত অকাল মৃত্যুর ভয় কোথা হইতে আসিল? (ঞ)

৪। ঈশ্বর বাক্য স্বরূপ সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রসায়ন তন্ত্রে যে মানবের আয়ুর্বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ উপায় লিখিত আছে, তাহার ব্যর্থতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আয়ুঃ কতবৎসর ব্যাপী, তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট আছে, তবে চিকিৎসারূপ চেষ্টা দ্বারা সেই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অন্যথা (বৃদ্ধি) হইবার সম্ভাবনা কি? [ট]

৫। আয়ুর নিয়ত পরিমাণ সত্য হইলে, ইন্দ্রদেব কাহারও প্রতি বজ্র পাত করিতেন না; (আয়ু থাকিলে মরিবে কেন?) অশ্বিনীকুমার কাহারও চিকিৎসা করিতেন না এবং মহর্ষিগণও তপস্যাদ্বারা দীর্ঘআয়ুঃ প্রাপ্ত হইতেন না। কারণ, যাহা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বাড়িবে কেন? [ঠ]

৬। যদি আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনাই না থাকিত, তবে তাহাদিগের কোন জ্ঞাতব্যই অজ্ঞাত নাই, এতাদৃশ মহর্ষিগণ আয়ুর রক্ষার্থ ও হ্রাস নিবারণার্থ বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান যে কেবল আপনারা করিতেন না, এরূপ নহে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে জনসাধারণকে এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানও করিতেন না। [ড]

৭। তাহা হইলে, সচরাচর এরূপ প্রত্যক্ষও হইত না যে, যজ্ঞাদি কার্য্যদ্বারা লোকের আয়ু বৃদ্ধি হয়; কিন্তু যজ্ঞাদি না করিলে তাহা হয় না। বালকের জন্মগ্রহণের পরেই স্বাস্থ্যরক্ষা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইবার প্রক্রিয়া কারণে, তাহার জীবন দীর্ঘ,

---

হৃতম্ উপসেব্যমানস্য, পূজার্হসম্পূজকস্য, জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্য, বৃদ্ধোপসেবিন, সুনিয়তরাগরোষ ঈর্ষ্যামদমানবেগস্য, সততং বিবিধপ্রদানপরস্য, তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্য অধ্যাত্মবিদঃ তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাবেক্ষমাণস্য স্মৃতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিতম্ অতোবিপর্য্যয়েণ।"

(চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়)

(চ) "নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ নাস্তি মৃত্যুরকালজঃ।
যো যস্মিন্ ম্রিয়তে কালে মৃত্যুকালঃ স তস্য হি॥"

ব্যাসভট্টারকেণাপি উক্তম্—
"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
প্রাপ্তকালস্য কোঽস্তের রক্ষায়স্তে তৃণানাপি॥"

(সুশ্রুত টীকাকার, ডল্লনাচার্য্যধৃত।)

(ছ) ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত আছে, তদনুসারে, জ্যোতির্ব্বিদেরা লোকের জন্ম কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

(জ) "যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাৎ আয়ুষ্কামাণাং ন মন্ত্রৌষধি-মণি-মঙ্গল-বল্যুপহার-হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাত-গমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযুজ্যেরন্।"

(চরকসংহিতা, বিমানস্থান, ৩য় অঃ)

(১) বিষয় বোধের সুবিধার জন্য এস্থলে, সংস্কৃত প্রমাণ গুলির অবিকল অনুবাদ না করিয়া, অতি প্রয়োজনীয় অংশ গুলিরই তাৎপর্য্যার্থের অনুবাদ হইল। তৎপর অন্যত্রও এইরূপ হইবে।

[ঝ] "ন উদ্‌ভ্রান্ত-চণ্ড-চপল-গো-গজোষ্ট্র-খর-তুরগ মহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ। ন প্রপাত-গিরি-বিষম-দুর্গাম্বুবেগাঃ। তথা ন প্রমত্তোন্মত্ত চণ্ড চপল লোভ মোহাকুলমতয়ঃ ন অরয়ো, ন প্রবৃদ্ধোঽগ্নির্ন চ বিবিধবিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ঃ। ন সাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্রপ্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা ন অভাবকরাঃ স্যুঃ। আয়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ।" (চরক বিমান স্থান, ৩ অধ্যায়।)

[ঞ] "নচ, অনভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকাণাম অকাল মরণভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাম্।" (চরক বিমান স্থান, ৩ অধ্যায়।)

[ট] "বার্থাশ্চারম্ভকথা-প্রয়োগ-বুদ্ধয়ঃ স্যুর্মহর্ষিণাং রসায়নাধিকারে।" (চরক, বিমান স্থান, ৩য় অধ্যায়।)

[ঠ] "নাপি ইন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেণাভিহন্যাৎ। ন অশ্বিনৌ আর্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং। ন ঋষয়ো যথেষ্টম আয়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুঃ।" (চরক, বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

[ড] "নচ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুঃ উপদিশেয়ুঃ আচরেয়ুর্বা।" (চরক, বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

নতুবা অল্প হয়। বিষপান করিলে, আয়ুর হ্রাস হয়; কিন্তু না করিলে, হ্রাস হয় না। [ড]

সকল মনুষ্যের আয়ু, একটী নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী বলিয়া কল্পনা করিলে যে সকল অকাট্য দোষ হয়, তাহার উল্লেখ করা হইল। অতএব, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশ আছে। এই নিয়মানুসারে মনুষ্য মাত্রের জীবন যে, একদা বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই বিনাশরূপ মৃত্যু সকল মনুষ্যের পক্ষে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কালে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়ুঃ ভিন্ন ভিন্ন কাল ব্যাপী হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আয়ুঃ বা জীবনের অস্তিত্ব ও বিনাশ এবং আধিক্য ও অল্পতা বিষয়ে মূলতঃ দুইটী কারণ থাকে। যথা, দৈব ও পুরুষকার। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মে যে সকল সৎ ও অসৎ কার্য্য করিয়াছে, এস্থলে তজ্জনিত শুভ বা অশুভ অদৃষ্টের নাম "দৈব" আর এ জন্মে যে সকল সৎ বা অসৎ কার্য্য করে, তাহাকে 'পুরুষকার' কহে। [ণ]

অবশ্যই বলিতে হইবে যে, চুরী করিবার কালে, যে সকল সাক্ষী ছিল, তাহাদিগের বাক্যরূপ প্রমাণটী রাজ পুরুষের দ্বারা লিখিত হইয়া রহিয়াছিল। সেই প্রমাণ বশতঃ আইন অনুসারে তাহার দণ্ড হইতেছে। এস্থলে এজন্মে ঐ লিখিত প্রমাণটী দেখিতে ও দেখাইতে পারা যায়। এই নিমিত্ত উহার নাম দৃষ্টহেতু বা দৃষ্ট প্রমাণ। আর তৎসংক্রান্ত ঈশ্বরের গোচরটী অদৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু রাজ-শাসনকালে, ঐ অদৃষ্ট প্রমাণের আবশ্যকতা হয় না।

আবার যদি ঐ চৌর্য্য-ক্রিয়াটির সাক্ষী না থাকিত, তবে এ জন্মে চোর ব্যক্তির দৃষ্ট প্রমাণ অভাবে, কোন দণ্ডই হইত না। কিন্তু জন্মান্তর হইবার কালে, ঐ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে, ঐ চৌর্য্যকারী আত্মার দণ্ড হইত, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

লোকদিগের পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার উভয়ই প্রবল হইলে, দীর্ঘ ও সুখকর আয়ুঃ হইয়া থাকে। উহারা মধ্যম হইলে, মধ্যম পরিমাণে ও মধ্যম সুখকর। আর উহারা উভয়েই হীন হইলে অল্প পরিমাণ ও দুঃখ জনক আয়ুঃ হইয়া থাকে।[ত][১]

উদাহরণদ্বারা, ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে এতাদৃশ প্রবল পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন যে, তজ্জন্য এজন্মে তাঁহার নানাবিধ সুখসম্ভোগ ঘটিতে পারে, তিনি যদি এজন্মেও সুস্থতা রক্ষা আয়ুঃ বৃদ্ধি করিবার উপায় বা চিকিৎসা সকল সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তবে তাঁহার অতি দীর্ঘ ও সুখজনক আয়ুঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কালীন মহর্ষিগণ এতাদৃশ কারণেই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; আয়ুর্ব্বেদে তাহার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তির পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার উভয়ই মধ্যম রূপ, অথবা দৈব প্রবল, কিন্তু পুরুষকার মধ্যম; অথবা দৈব মধ্যম কিন্তু পুরুষকার প্রবল হয়। তাঁহার আয়ুঃ দীর্ঘায়ুঃ অপেক্ষা অল্প ও সুখদুঃখ মিশ্রিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ আয়ুর উদাহরণ পৃথিবীতে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার, উভয়ই হীন অথবা দৈব মধ্যবিধ, কিন্তু পুরুষকার অতি হীন; অথবা দৈব অতি হীন, কিন্তু পুরুষকার মধ্যবিধ; তাদৃশ ব্যক্তির হীন ও দুঃখপূর্ণ আয়ুঃ হইয়া থাকে। এরূপ আয়ুর উদাহরণ পৃথিবীতে অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে।

চতুর্থতঃ। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর প্রতিকূল হইলে, নিম্নলিখিত রূপে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। যথা—

১। যে ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দৈব অতি প্রবল ও হিত জনক। কিন্তু ঐহিক পুরুষকার অপ্রবল ও অহিত জনক, তাহার সুখকর দীর্ঘজীবন, অথবা অতি দুঃখজনক অত্যল্প আয়ুঃ ইহার কোন একটী না হইয়া, এই উভয়ের মিলিত ফল স্বরূপে, সুখদুঃখ মিশ্রিত, হীন আয়ুঃ অথবা মধ্যম আয়ুঃ হইয়া থাকে। ইহ জন্মে অতি পাপাচারী দুরাত্মা ব্যক্তিও এই কারণে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন ভোগ করে।

২। যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ দৈব অনিষ্টজনক, কিন্তু নিতান্ত হীন; আর ঐহিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পুরুষকার অতি প্রবল ও হিতজনক, সে ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত মধ্যম বা কিছু দীর্ঘ ও সুখ দুঃখ মিশ্রিত আয়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য অংশও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

এ স্থলে একটী অতি মহতী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে,—দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের বল যদি জমাখরচের ন্যায় কাটিয়া যাইবার পর অবশিষ্ট অংশই ফল প্রদান করে, তাহা হইলে, শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। যথা,—

[ঢ] "ইদঞ্চ অস্মাকং প্রত্যক্ষং যথা পুরুষসহস্রাণাম্ উত্থায়োত্থায় আহবং অকুর্ব্বতামকুর্ব্বতাঞ্চ ন তুল্যায়ুষ্ট্বম্। তথা জাতমাত্রাণাং প্রতিকারাৎ অপ্রতিকারাচ্চ, বিষাবিষপ্রাণিনাঞ্চাপি অতুল্যায়ুষ্ট্বম্।"

(চরক, বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

[ণ] "দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকং।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অ,)

[ত] "বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমং॥
তয়োরুদারয়োর্যুক্তিঃ দীর্ঘস্য সুসুখস্য চ॥
নিয়তস্যায়ুসো হেতুর্ব্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্॥

(চরক, বিমান স্থান, ৩ অধ্যায়।)

[১] প্রবলতা, মধ্যতা ও হীনতা ইহাদিগের ও অসংখ্য অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে। তদনুসারে, দীর্ঘ, মধ্য ও হীন আয়ু ও বহুভাগে পরিণত হইবে।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈবপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥"

অর্থ—জন্মান্তরীণ কর্ম্মের শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতেই হইবে। শতকোটি কল্প (*) পরিমিত বৎসর গত হইলেও ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের ক্ষয় হয় না। কিন্তু এস্থলে যদি পুরুষকার দ্বারা দৈবের শক্তি কিয়দংশে কাটিয়া যাওয়া স্বীকার করা হয়, তবে অদৃষ্টের সকল ফলভোগ হইল কৈ ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,—উপরি লিখিত বিধানকে সাধারণ বিধান বলিতে হইবে। অন্যান্য বিশেষ বিধান ব্যতিরিক্ত স্থলে, ঐ বিধানের অধিকার গণনীয়।

অতএব ঐ বিধানের প্রকৃত অর্থ এই যে, যদি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপের খণ্ডন করা না হয়, এবং উপযুক্ত পুরুষকার দ্বারা অশুভ ফলের বাধা না দেওয়া হয়, আর যথোপযুক্ত শুভফলের ভোগ যদি না হইয়া থাকে, তবে কোন শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যে বিফল অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। শতকোটি কল্পকালের পরেও সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহান্ সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্র এই—

১। "দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥"
(আয়ুর্ব্বেদ চরক সংহিতা, বিমান স্থান। ৩ অধ্যায়)

অর্থ—দুর্ব্বল দৈব, বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রবল পুরুষকার দ্বারা অপহত অর্থাৎ বিফলীকৃত হয়। আর দুর্ব্বল পুরুষকার প্রবল দৈব দ্বারা বিফলীকৃত হইয়া থাকে।

২। বেদাঙ্গ স্বরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রেও জন্মান্তরীণ পাপ ও পুণ্যের বিষয়ে এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পোষকতা দৃষ্ট হয়। যথা,—

"কষ্টাভীষ্টে তুল্যসংখ্যে নরাণাং।
স্যাতাং নাশঃ ফলয়োস্তত্র বাচ্যঃ॥
বাচ্যাপভির্যাতিরিক্তং তয়োঃ স্যাৎ।
সর্ব্বত্রৈবং কল্পনৈব প্রদিষ্টা॥"
(জ্যোতিস তত্ত্ব)

অর্থ—মনুষ্যদিগের জন্ম কোষ্ঠীতে শুভ ও অশুভ গ্রহের ফল সমান দৃষ্ট হইলে সে দুই ফলই কাটিয়া যাইবে। আর উহাদিগের মধ্যে কোনও ফল অধিক হইলে, সেই অতিরিক্ত ফলেরই ভোগ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই এই কল্পনা অনুকরণীয়।

এ স্থলে যদিও দৈবের সহিত পুরুষকারের সম্বন্ধ কথিত হয় নাই, তথাপি দৈব দ্বারা দৈবের খণ্ডন বর্ণিত হওয়াতে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি সাধারণ বিধানের সঙ্কোচ হইতেছে; তাহার সন্দেহ নাই।

৩। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রেও দৈব অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য বিষয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পোষকতা আছে। যথা,—
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহুতর পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে।

"প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি।"

যে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, তাহারই ফলভোগ করিতে হয়।" যদি ভোগ ব্যতিরেকে পাপের ক্ষয় হইবে না, এরূপ হইত, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত না।

এস্থলে যদি এরূপ ভাবা যায় যে, প্রায়শ্চিত্ত করিবার কালে যে শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ক্ষতি হয়, তাহাই পাপের ফলভোগ স্বরূপ। তাহা হইলেও স্বীকার্য্য হইতেছে যে, যাদৃশ পাপের ফলে, কুষ্ঠরোগ ভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিল, প্রায়শ্চিত্ত কালে অত্যল্প শারীরিক ক্লেশ এবং অর্থ ক্ষতিরূপ নূতনবিধ অশুভ ফল, তাদৃশ পাপের ফলরূপে গণ্য হইল। অতএব যে কার্য্যের যে ফলটী নির্দিষ্ট আছে, তাহার অন্যথা হইয়া থাকে।

৪। ইতিহাস শাস্ত্রে প্রস্তাবিত দৈব ও পুরুষকার এই দ্বিবিধ পদার্থের পরস্পরের বল অনুসারে খণ্ডনের বিষয় লিখিত আছে। যথা,—

তপোজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণ নামক পুরাতন ইতিহাসে কহিয়াছেন যে—

দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুং।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥"
(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড)

অর্থ—যে ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবের বাধা দিতে পারে, সে বিপদ্‌গ্রস্ত ও অবসন্ন হয় না।

সর্ব্ববেদবেত্তা ভগবান্ বেদব্যাস, মহাভারত ইতিহাসে প্রতিকূল দৈব দ্বারা দৈব ও প্রতিকূল পুরুষকার দ্বারা পুরুকার ও প্রতিকূল দৈব দ্বারা পুরুষকার বাধা পাইবার স্পষ্ট উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ৬ অধ্যায়)
শান্তিপর্ব্ব ১২০।১৪৩ অধ্যায়।
শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন ?

(প্রতি দেহে পিতৃ মাতৃ শক্তির অবস্থা)

গত শ্রাবণ ভাদ্র মাসের বেদব্যাসে "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন ?" এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়। কিন্তু আমার প্রধান ইচ্ছা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত আর তাহাতে হস্তার্পণ করিতে পারি নাই। মায়ের ইচ্ছানুযায়ী নানাবিধ দৈব দুর্ব্বিপাকের প্রতিকূলতাই ইহার হেতু। এখন সপ্তম মাস অন্তে আবার তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতকাল পরে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বৎসরে সেই পূর্ব্ব প্রবন্ধের উত্থাপন করা সঙ্গত নহে; এত দিন হয়ত সে সকল কথা অনেকের স্মরণও নাই। বেদব্যাসের সেবকগণের মধ্যেও অনেকের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। পূর্ব্ব গ্রাহকের মধ্যে অনেকে এবার বেদব্যাস না লইতেও পারেন। আবার নূতন করিয়াও

(*) ৩৬৫ দিনে মানবের ১ বৎসর। সেইরূপ চারিপদ্ম, বত্রিশকোটী বৎসরে ব্রহ্মার একদিন হয়। ঐ এক দিনকে এক "কল্প" কহে। এক কল্পে চারি হাজার যুগ।
(বিষ্ণুসংহিতা এবং মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১ অধ্যায়)

অনেকে লইবেন। তাঁহাদের সকলের পক্ষেই এ প্রসঙ্গটির আদ্যোপান্ত জানা হইল না। ইত্যাদি নানাবিধ অসঙ্গতি দেখিয়াও প্রসঙ্গটি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ আমি ইহাকে অতীব গুরুতর এবং অবশ্য বিজ্ঞেয় একটি অসাধারণ বিষয় বলিয়া মনে করি। আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপাশঙ্কাও আছে। তাই সেই গত বৎসরের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ বলিয়া বিষয়টি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

উল্লিখিত প্রসঙ্গে গত শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই কয়েকটি বিষয় বিশেষরূপে দর্শিত হইয়াছিল। (১) ভাবগর্ভ চিন্তাই জগন্মাতের প্রকৃত উপাসনা এবং তাহাই প্রকৃত কল্যাণ প্রদ। ভাব শূন্য চিন্তা তাহার উপাসনা নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা কৃতার্থতা হইতে পারে না। (২) দয়া স্নেহাদি সহচর গুণের সহিত মাতৃশক্তির মানস প্রত্যক্ষ করার নাম ভাবগর্ভ চিন্তা। (৩) মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব শক্তির স্বরূপ, অবস্থা, বিশেষ ক্রিয়া, ও ব্যাপকতা, ব্যাপ্যতাদি প্রভেদ। (৪) প্রসবোন্মুখ যাবৎ উদ্ভিজ্জ, তদীয় পুষ্প, এবং কীট পতঙ্গাদি হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবৎ স্ত্রীপুরুষের প্রজনন কালে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব শক্তির বিশেষ রূপ আবির্ভাব হয়। (৫) সন্তানোৎপত্তিকাল ব্যতীত অন্য সময়েও প্রতি স্ত্রীদেহে মাতৃত্ব শক্তি আর প্রতি পুংদেহে পিতৃত্বশক্তি আবির্ভূত আছে। কিন্তু তাহা ঐ কালের তুলনায় সূক্ষ্মতর। (৬) স্ত্রীদেহের ন্যায় পুংদেহেও মাতৃত্ব শক্তির আবির্ভাব আছে, আবার স্ত্রীদেহেও পুংদেহের ন্যায় পিতৃত্ব শক্তির আবির্ভাব আছে, ইহাও একটু ইঙ্গিত হইয়াছিল। এবার এই বিষয়টিই একটু বিস্তার মতে চিন্তা করা যাইবে।

প্রতি স্ত্রীদেহে যে পিতৃশক্তি বা পুংস্বশক্তির অস্তিত্ব আছে, তাহা স্ত্রীত্ব শক্তির তুল্য নহে। আবার প্রতি পুংদেহে অবস্থিত মাতৃশক্তি বা স্ত্রীত্ব শক্তিও পুংস্বশক্তির মত নহে। উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, ও সমাবৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীদেহের পুংশক্তি স্ত্রীত্ব শক্তি অপেক্ষায় অতি ক্ষীণ, এবং স্ত্রীত্ব শক্তির দ্বারা অভিভূত। এজন্য উহা স্ত্রীত্ব শক্তিতে সমাবৃত হইয়া তাহার অন্তরালে প্রকাশিত হয়। এইরূপ, পুংদেহের স্ত্রীত্বও পুংশক্তি অপেক্ষায় ক্ষীণ এবং তদ্দ্বারা অভিভূত। এজন্য উহা পুংস্ত্ব শক্তির সমান নহে, এবং পুংস্ত্ব শক্তিতে সমাবৃত হইয়া তাহার অন্তরালে অন্তরালে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ স্ত্রীদেহে স্ত্রীত্বশক্তিই অতি প্রবলা, সুতরাং পুংশক্তিকে নীচে মগ্ন করিয়া স্ত্রীদেহের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আবার বাহিরেও ছুটিয়া যাইতেছে। পুংশক্তি তাহার অন্তরে থাকিয়া যেন ফল্গুনদীর জলের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। আবার পুংদেহেরও স্ত্রীত্বশক্তি সেইরূপ। উহাও পুংশক্তির নীচে পড়িয়া ফল্গুজলের মত প্রবাহিত হইতেছে। আর পুংশক্তি অতি প্রবলভাবে বিকশিত হইয়া দেহের উপরে উদ্ভাসিত হইতেছে। বাহিরেও প্লাবিত হইতেছে। এজন্যই স্ত্রীত্বশক্তি থাকিলেও উহা পুংদেহ বলিয়াই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণেও পুংশক্তিরই বিকাশ স্থান বলিয়া উত্থাপিত হয়। আবার স্ত্রীদেহও পুংশক্তির সত্ত্বেই স্ত্রীদেহ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্থানেও স্ত্রীশক্তির বিকাশ ভূমিরূপেই উপস্থিত হয়।

এই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব আমাদের প্রত্যেক দেহকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অধিকার করিয়া আছে। স্ত্রীত্ব শক্তি বাম ভাগে প্রতিষ্ঠিতা। আর পুংশক্তি দক্ষিণ ভাগে। এই বিভাগের সীমাস্থান দেহের ঊর্দ্ধাধঃক্রমে সম্পাতিত মধ্যরেখা। নাসিকার উপরে ঠিক মধ্য ভাগে সূত্রপাত করিয়া সরলভাবে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র, অধে গুহ্য স্থান পর্য্যন্ত বিসর্পিত করিলে যে রেখা পাত হয়। আবার পশ্চাদ্ভাগেও ঐ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য প্রদেশ দিয়া শিখাস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা পাত হয়, তাহাই দেহের বাম দক্ষিণের মধ্যস্থ সীমা। এই রেখার বামভাগই স্ত্রীত্বের অধিকৃত, আর দক্ষিণভাগ পুংশক্তির অধিকৃত। এতদ্দ্বারা এই হইল যে, আমাদের একটি নয়ন, একটি ভ্রূ, একটি নাসিকা, একটি কর্ণ, অর্দ্ধভাগ রসনা, একখানি হস্ত, একখানি পদ ইহারা পুংশক্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। আবার অপরভাগের অপর একএকটি নয়নাদি স্ত্রীত্ব শক্তির অধীন হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। কেবল ইহা নহে, দেহের দক্ষিণ ভাগে যতগুলি যন্ত্র আছে, সমস্তই পুংশক্তির অধীন। আর বামভাগের যন্ত্রগুলি সমস্তই স্ত্রীত্ব শক্তির অধীনতায় অবস্থিতি করিতেছে। দক্ষিণভাগের সমস্ত গুলি শিরা, সমস্তগুলি ধমনী, সমস্তগুলি নাড়ী, সমস্তগুলি স্নায়ু, সকলগুলি অস্থি, সকলগুলি পেশী, এবং ফুসফুস্ যকৃৎ ইত্যাদি সমস্তই পুংশক্তির অধিকৃত ভূমি। ইহারা সকলেই পুংশক্তির অধীন হইয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করিতেছে। আবার বামভাগের সমস্তগুলি শিরা, ধমনী, নাড়ী, স্নায়ু, অস্থি, পেশী এবং ফুসফুস্ ও প্লীহাদি যাবৎ যন্ত্র সমষ্টিই স্ত্রীত্ব শক্তির অধিকৃত স্থান। ইহারাও সকলেই স্ত্রীত্ব শক্তির অধীন হইয়া আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, যে সকল যন্ত্র দুই দুইটি করিয়া নাই, যেমন মস্তিষ্ক, রসনা, কপাল কশেরুকা, গ্রীবাস্থি, তদন্তর্গত একাকৃত স্নায়ু সমষ্টি, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র ও স্নায়ু উপস্থাদি যন্ত্র ইহারা সকলেই একএকটি করিয়া হইলেও মধ্যস্থানে ঠিক এক একটি রেখার দ্বারা দুই দুই ভাগে বিভক্ত। মস্তিষ্কটি ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানাদি ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য উহার দক্ষিণ ভাগে যতগুলি যন্ত্র আছে, বামভাগেও ঠিক তত গুলি যন্ত্রই আছে। এইরূপ কপালাস্থিগুলিও দক্ষিণ বামে সমান সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। ওষ্ঠ ও অধরও মধ্যস্থানে রেখার দ্বারা সমান ভাগে বিভক্ত। দন্তপংক্তিও দক্ষিণ বামে সমান সংখ্যায় সমান ভাগে বিভক্ত। জিহ্বাও সমান দুই ভাগে বিভক্ত। এইরূপ হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পায়ু উপস্থ, এবং কৃকাটিকাদি সমস্তই এক একটি রেখার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া দক্ষিণ বামে সমান দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদেরও দক্ষিণ ভাগ পিতৃত্ব শক্তির অধীন আর বামভাগ মাতৃত্ব শক্তির।

এই যাবৎ শরীরের যাবৎ যন্ত্র সমূহের, স্ত্রীপুরুষ শক্তির অধীনতা কিসের দ্বারা? নিজ নিজে অধিষ্ঠিত শক্তির দ্বারা। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে যে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, তাহারাই

মাতৃত্ব আর পিতৃত্ব শক্তির অধীন। পিতৃত্ব মাতৃত্বের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই তাহারা অস্তিত্বলাভ করে, পিতৃত্ব মাতৃত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং তদ্দ্বারাই নিজ নিজ স্থানেতে নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করে। দক্ষিণদিকের সমস্ত গুলি শক্তি পিতৃশক্তির অনুপ্রবেশে অস্তিত্ব লাভ করিয়া, তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারই প্রভুত্বে দক্ষিণ দিকের যাবৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। আবার বাম ভাগের যাবৎ শক্তিগুলি মাতৃশক্তির অনুপ্রবেশে আত্মলাভ করিয়া তাহারই প্রভুত্বে পরিচালনায় বাম দিকের যাবৎ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। এজন্য দেহের যন্ত্রের ন্যায় তাহাদের প্রত্যেক শক্তিগুলিও দুই দুইটি করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেই বামভাগে একটি আবার দক্ষিণভাগে একটি এই রূপে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের দক্ষিণ নয়নের মধ্যে একটি দর্শনশক্তির ক্রিয়া হইতেছে, আবার বাম নয়নে অপর আর একটির ক্রিয়া হইতেছে। এইরূপ একটি শ্রবণশক্তি দক্ষিণ কর্ণে অবস্থিত, আর একটি বামকর্ণে অবস্থিত। একটি ঘ্রাণশক্তি দক্ষিণ নাসিকায় অধিষ্ঠিত, আর একটি বাম নাসিকায়, রসগ্রহণশক্তির একটি জিহ্বার দক্ষিণভাগে, আর একটি বামভাগে অবস্থিতি করিতেছে। একটি স্পর্শন শক্তি দেহের দক্ষিণাঙ্গ অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, আর একটি বামাঙ্গ অধিকার করিয়া। এই শক্তিগুলির নামই জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইরূপ, একটি গমন শক্তি আমাদের দক্ষিণপাদ অধিকার করিয়া অবস্থিত, আর একটি বামপাদ অধিকার করিয়া। একটি গ্রহণ শক্তি দক্ষিণ বাহু অধিকার করিয়া অবস্থিত, আর একটি বাম বাহু অধিকার করিয়া। একটি বাক্ শক্তি বাক্যের দক্ষিণভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিত, আর একটি বামভাগ অধিকার করিয়া। উপস্থ এবং মলমূত্র নেচনের যন্ত্রের মধ্যে যে যে শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহাও দুই দুইটি করিয়া, উহাদের দক্ষিণাংশে আর বামাংশভাগে অবস্থিতি করিতেছে। এই শক্তিগুলির নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। এইরূপ একটি চিন্তা শক্তি, একটি অভিমান শক্তি, একটি ঈর্ষাশক্তি, একটি হিংসাশক্তি, একটি দয়াশক্তি, একটি ক্রোধশক্তি, আমাদের মস্তিষ্কের দক্ষিণভাগ অধিকার করিয়া অবস্থান করে আর এক একটি বামভাগ অধিকার করিয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করে। অন্যান্য ভাবময় শক্তিরও এইরূপই নিয়ম। প্রাণাদি শক্তিরও এইরূপই নিয়ম। যেমন, একটি প্রাণশক্তি আমাদের দক্ষিণ ফুস্ফুস অধিকার করিয়া ক্রিয়া করিতেছে, আবার আর একটি বামভাগের ফুস্ফুস অধিকার করিয়া ক্রিয়া করিতেছে, ইত্যাদি। এইরূপ আমাদের আত্মার মধ্যে যে কোন রূপ শক্তি আছে, তাহার প্রত্যেকেই দুই দুইটি করিয়া অবস্থিত, এবং একটি দেহের দক্ষিণভাগে ক্রিয়া করে, আর একটি বামভাগে। তন্মধ্যে, দক্ষিণভাগে যাহারা ক্রিয়া করে, তাহারা পুংশক্তির অধীন। আর বামভাগের ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি স্ত্রীশক্তির অধীন।

উক্ত অধীনতাটি পরিচালক পরিচাল্যের মত নহে। উহারা প্রভুর অধীন ভৃত্য বা সারথির অধীন রথের মত অধীন নহে। উহা মূল অস্তিত্বাংশেই অধীন। মৃত্তিকার অধীন ঘটের ন্যায়, তন্তুর অধীন বস্ত্রের ন্যায় অধীন। মৃত্তিকা আর তন্তুর সত্তা হইতে যেমন ঘট এবং বস্ত্রের সত্তার বিকাশ। মৃত্তিকা তন্তুর সত্তা না থাকিলে যেমন ঘট আর বস্ত্রের সত্তা থাকিতে পারে না, মৃত্তিকা আর তন্তু যেমন ঘট আর বস্ত্রের অবয়ব, উহাদিগকে বাদ দিলে যেমন ঘট আর বস্ত্র অদৃশ্য হইয়া যায়, মৃত্তিকা আর তন্তুরই যেমন একটু প্রকার ভেদে ঘট আর বস্ত্রাবস্থা উপনীত হয়, এজন্য উহারা মৃত্তিকা আর তন্তু হইতে কোন অংশেই বিভিন্ন পদার্থ নহে। এজন্য ঘট মৃত্তিকার অধীন, আর বস্ত্র তন্তুর অধীন বলিয়া ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত শক্তিগুলিও ঠিক এইরূপেই স্ত্রীশক্তি আর পুংশক্তির অধীন। স্ত্রীশক্তি বা মাতৃশক্তির সত্তা হইতে দেহের বামভাগে বিরাজিত শক্তিগুলির সত্তা বিকশিত হইয়াছে, মাতৃত্ব শক্তির সত্তা না থাকিলে উহাদের সত্তা থাকিতে পারে না। মাতৃত্ব শক্তিই উহাদের মূল উপাদান। মাতৃত্ব শক্তি বাদদিলে উহাদিগকে দেখা যায় না। মাতৃত্বশক্তিই একটু রূপান্তরিত হইয়া নয়নেন্দ্রিয় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য মাতৃত্ব শক্তি হইতে উহারা কোন মতেই বিভিন্ন বস্তু নহে। এজন্যই উহারা স্ত্রী শক্তির অধীন। আবার দক্ষিণ ভাগের শক্তিগুলিও ঠিক এই রূপেই সেই পিতৃত্ব শক্তির অধীন। মাতৃ শক্তি আর পিতৃ শক্তিই আমাদের বামদক্ষিণে আবির্ভূত হইয়া নানা শাখায় নানা রূপে নানাশক্তি আকারে পরিণাম গ্রহণে দেহের যাবৎ ক্রিয়া সাধন করিতেছে।

এই বড় মজা সিদ্ধান্তটি যে শাস্ত্র বাক্য হইতে নিষ্কৃষ্ট হইয়াছে, তাহা এই,—

> মেঢ্রাদধো গুদাদূর্দ্ধং কন্দমূলং যথাণ্ডবৎ।
> তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণি দ্বিসপ্ততিঃ॥
> যথাশ্বত্থদলে নাড্যঃ, প্রধানাশ্চ চতুর্দ্দশ॥
> তাসু তিস্র প্রধানাঃ স্যু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসু মধ্যতাঃ।
> বামগা যা ইড়া নাড়ী শুক্লা চন্দ্রস্বরূপিণী॥
> শক্তিরূপা হি সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
> দক্ষে চ পিঙ্গলানাম্নী পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা॥
> * * * *　　　　(রুদ্রযামল)।

ভাবার্থ,—প্রত্যেকেরই গুহ্যদেশের উপরে এবং উপস্থের নিম্নে এইরূপ স্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে পক্ষীর ডিম্বের মত রক্তাভাস একটি পদার্থ আছে। উহা হইতে, পদ্মাদিকন্দের মূলের মত অনেক গুলি নাড়ী প্রসূত হইয়াছে, এনিমিত্ত উহার নাম কন্দ বা কন্দমূল।

ঐ কন্দমূল হইতে, আত্মার যাবৎ শক্তির ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী (স্নায়ু) প্রসূত হইয়াছে। পরন্তু এখান হইতে প্রথমেই যে অতগুলি নাড়ী বিভক্তরূপে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা নহে। উহা হইতে সর্ব্বপ্রধান কেবল তিনটি মাত্র নাড়ী বাহির হইয়াছে। তৎপরে তাহারা আবার আপেক্ষিক প্রধান প্রধান চতুর্দ্দশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পরে তাহাদের গাত্র হইতে আবার অবশিষ্ট সপ্ত দশোন দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী নির্গত হইয়াছে। ইহারাও অপেক্ষাকৃত প্রধান। পরে ইহাদের গাত্র হইতে যে সকল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম নাড়ী শ্রেণী নির্গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটী (তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড্য়.

স্বতাঃ উহারা দেহের আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত পেশী, অস্থি ও মস্তিষ্ক মজ্জাদি যাবৎ অবয়বের, যাবৎ যন্ত্রের অন্তর বাহিরে অনুবিদ্ধ হইয়া দেহটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সূত্রের দ্বারা যেমন কন্থা কিম্বা রসবহা নাড়ীর দ্বারা যেমন অশথ পত্র, এই দেহ গুলি ও সেইরূপ কোটি কোটি নাড়ী দ্বারা অনুস্যূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই ত হইল নাড়ীর বিস্তারের নিয়ম।

এখন জানা গেল যে, এক মতে অর্থাৎ পরম্পরারূপে দ্বিসপ্ততি সহস্র অথবা সার্দ্ধ ত্রিকোটী নাড়ীই সেই পূর্ব্বোক্ত কন্দ মূল হইতে প্রসৃত হইয়াছে। আবার আর এক মতে কেবল তিনটী মাত্র নাড়ী। তাহার একটির নাম পিঙ্গলা, একটির নাম ইড়া আর একটির নাম সুষুম্না। পিঙ্গলা নাড়ী আমাদের কন্দ মূলের দক্ষিণভাগ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এবং মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া, তাহারই অবলম্বনে বরাবর ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইয়া গলাস্থির দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে। ইড়া নাড়ী কন্দমূলের বামভাগ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এবং মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্ব দিয়া তাহারই আলম্বনে বরাবর ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইয়া গলাস্থির বাম পার্শ্ব দিয়া মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে। আর সুষুম্না নাড়ী ঐ কন্দমূলের মধ্যভাগ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া বরাবর উৎপ্রসৃত হইয়া মস্তিষ্কে মিশিয়া গিয়াছে (ক)। তন্মধ্যে পিঙ্গলা নাড়ী পুংরূপা অর্থাৎ পুং শক্তি বা পিতৃত্ব শক্তির বিকাশের স্থান। উহারই মধ্যে পিতৃশক্তি বিরাজিত হইয়া পিতৃশক্তির অনুগত যাবৎ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, এনিমিত্ত উহাকে সূর্য্যরূপা অর্থাৎ সৌরশক্তিসম্পন্না বলা যাইতে পারে। কারণ সৌরশক্তি সেই পিতৃত্ব শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আর ঐ যে ইড়া নাড়ী বুঝিয়াছ, ইনি স্ত্রীরূপা অর্থাৎ স্ত্রীত্ব শক্তি বা মাতৃত্বশক্তির লীলাখেলার স্থান। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া মাতৃ শক্তি বিরাজ করিতেছেন এবং অনুগত যাবৎ ক্রিয়া সাধন করিতেছেন। এজন্য ইহাকে চন্দ্ররূপা নাড়ী অর্থাৎ চান্দ্রী শক্তির প্রকাশিনী নাড়ী বলিয়া ব্যবহার করা যায়। কারণ চান্দ্রমসী শক্তি সেই মাতৃ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। তৎপর ঐ যে মধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্না নাড়ীর পরিচয় পাইয়াছ। উহাতে স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি সমান ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং উহা না স্ত্রী না পুরুষ এজন্য ক্লীবনামে অভিহিত হয়। এবং চন্দ্র সূর্য্য আর সঙঘর্ষণ জাত বহ্নি রূপা নাড়ী বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সুষুম্নার বাম দেশে স্ত্রীত্বশক্তি দক্ষিণ দেশে পুংশক্তি অথবা চন্দ্র আর সূর্য্যের শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। আর তাহার সীমা স্থানে ক্লৈব্য, অথবা বহ্নি বিরাজ করিতেছে ইহাই ঐ উল্লিখিত শ্লোক কএকটির তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ।

এখন জানা গেল যে আমাদের দেহের দক্ষিণ ভাগে যেসকল নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে তৎসমস্তই সেই পিতৃ শক্তির অবলম্বনে পিঙ্গলা নাড়ীর অনুগত, সুতরাং তাহাদের সমস্তের মধ্যেই পিতৃ শক্তির লীলা হইতেছে।

এবং ইহাও জানা গেল যে ঐ সকল দক্ষিণ বাহিনী নাড়ীই যখন আমাদের দক্ষিণ ভাগের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তির প্রতিষ্ঠাভূমি অথবা পরিচালিকা, তখন দক্ষিণভাগের যাবৎ শক্তিই সেই পিতৃত্ব শক্তির অধীন। দক্ষিণ ভাগের নয়নেন্দ্রিয় শক্তি পিতৃত্ব শক্তির অধীন, শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তিটিও পিতৃত্ব শক্তির অধীন এবং রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, গমনেন্দ্রিয়, গ্রহণেন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবৎ শক্তিই পিতৃত্ব শক্তির অধীন। আবার বামভাগে যেসমস্ত নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মাতৃশক্তির আলম্বনে সেই ইড়া নাড়ীর অনুগত। সুতরাং তাহাদের সমস্তের মধ্যেই কেবলমাত্র মাতৃশক্তির ক্রিয়া হইতেছে। আর ইহাও জানা গেল যে ঐ সকল বামবাহিনী নাড়ীই যখন বামভাগস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তির প্রতিষ্ঠাভূমি অথবা পরিচালিকা, তখন আমাদের বামভাগের যাবৎ শক্তিই সেই মাতৃ শক্তির অধীন। কি দর্শন শক্তি, স্পর্শন শক্তি, কি শ্রবণ শক্তি, কি ঘ্রাণ শক্তি, প্রাণ শক্তি সমস্তই মাতৃ শক্তির অধীন। এতদ্ব্যতীত আরো যে সকল শক্তি আছে সকলেই মাতৃশক্তির অধীন। এখন ফলায়াত সিদ্ধান্ত এই হইল যে, মাতৃ শক্তি আর পিতৃ শক্তিই আমাদের জীবাত্মার উপাদান। উহার দ্বারাই জীবাত্মা গঠিত হইয়াছে। উহা না থাকিলে আমাদের কোনরূপ শক্তি থাকিত না। ইন্দ্রিয় থাকিত না, প্রাণ থাকিত না, মন থাকিত না, বুদ্ধি থাকিত না, কিছুই থাকিত না। সুতরাং উহাদের সমষ্টিস্বরূপ জীবাত্মাও থাকিত না, পিতৃ মাতৃ শক্তি অছে বলিয়াই ইন্দ্রিয়াদি যাবৎ শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে যাওয়া যায় এবং তাহার সমষ্টিরূপ জীবাত্মা প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং, ঘটের কারণ কপালের ন্যায় অথবা বস্ত্রের কারণ তন্তুর ন্যায় পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব শক্তি আমাদের জীবাত্মার উপাদান কারণ। দুই খানি কপাল একত্র হইয়া যেমন একটি ঘটের উৎ-

(ক) উক্ত সমস্ত নাড়ী শ্রেণীকে অনেক স্থানে মস্তিষ্ক প্রসৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে উহাদিগকে কন্দ মূল প্রসৃত বলা হইল। এতদ্দ্বারা আপাততঃ পরস্পরের বিরুদ্ধভাব প্রতীত হয়। কিন্তু একটু অভিনিবিষ্ট হইলে আর তাহা মনে হইবে না। নাড়ীসমূহের অবস্থান চিন্তা করিলে উহাদিগকে মস্তিষ্ক প্রসৃত অবশ্যই বলিতে হইবে। আবার কন্দমূল প্রসৃত বলিলেও কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। তন্ত্রী সমূহকে যেমন বীণার মস্তক ভাগ হইতে প্রসৃত বলিলে অসঙ্গত হয় না, আবার অন্যভাবে উহার মূল দেশ হইতে প্রসৃতও বলা যাইতে পারে। অথবা ধনুকের গুণ সমূহকে যেমন, বক্তার ইচ্ছাধীন, উভয় কোটী প্রসৃত বলিয়াই ব্যবহার করা যায়। শরীরের নাড়ী সমূহও ঠিক সেইরূপ। শরীরের মেরুদণ্ডটিই একটি বীণা বা কোদণ্ড স্বরূপ। ইহার এক কোটিতে মস্তিষ্ক, আর এক কোটীতে কন্দমূল অবস্থিতি করিতেছে। আর নাড়ী গুলি উহার তন্ত্রী অথবা গুণ স্থানীয়। উহারা মস্তিষ্ক আর কন্দ এই উভয় কোটীতেই সমাবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং উহাদিগকে মস্তিষ্ক প্রসৃত বলা যাইতে পারে, আবার কন্দমূল প্রসৃত বলিলেও অসঙ্গত উক্তি করা হয় না। বক্তার ইচ্ছা এবং প্রয়োজনানুসারে উভয় প্রকার ব্যবহারই সঙ্গত। এজন্য কোন স্থানে কন্দমূল হইতে উহাদের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে আবার কোনখানে মস্তিষ্ক হইতে। অথচ উহার কোন মতই অসঙ্গত বা অপর মতের সুবিরুদ্ধ নহে।

পাদন করে, অথবা একত্রিত অবস্থায় তাহারাই ঘটনামে অভিহিত হয়, কিম্বা বহু তন্তু একত্রিত হইয়া যেমন একখানি বস্ত্র উৎপাদন করে, অথবা তাহারাই বস্ত্রনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ সেই পিতৃ শক্তি আর মাতৃ শক্তি একত্রিত হইয়া জীবাত্মার উৎপাদন করে, অথবা সেই সম্মিলিত পিতৃ শক্তি আর মাতৃ শক্তিই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। তাহা হইলে আমাদের জীবাত্মা, একমতে এক হইয়াও দুই। কারণ উহার উপাদান পিতৃ শক্তি আর মাতৃ শক্তি দুই। এইরূপ দ্বিতয়তা নিবন্ধনই জীবাত্মার দর্শন, স্পর্শন, ও শ্রবণাদি প্রত্যেক শক্তি দুই দুইটি করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

উক্ত পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব শক্তি পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ ও ভবাবিভব স্বভাব। উহারা পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণ বা আলিঙ্গন ব্যতীত থাকিতে পারে না। কেবল এক একটি করিয়া বিবিক্ত বা পৃথক রূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। তাহা হইলে উহাদের কাহারই অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতে পারেনা, অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। জড় পদার্থে প্রকাশিত অন্যান্য শক্তির ন্যায় পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণই উহাদের অস্তিত্বের জীবন বলিয়া অনুমান হয়। জড় পদার্থের শক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায় যে পরস্পরে বিরুদ্ধ এক শক্তিই অপর শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করে। আবার একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া, তাহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন শক্তিই আত্ম লাভ কিম্বা কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। এই ঘটনায়, সর্ব্বদাই, শক্তিরাজ্যে পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিয়া আসিতেছে, জয় পরাজয় চলিয়া আসিতেছে, আবিভাব তিরোভাব চলিয়া আসিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমন কি, মনে হয় যেন, এক শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই অপর শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবত্তা থাকা। চুম্বক শক্তির পর্য্যালোচনায় মনে হয় যে, যদি সমাকর্ষক চুম্বক শক্তি না থাকিত তাহা হইলে বিপ্রকর্ষক চুম্বক শক্তিও পৃথিবীতে লক্ষিত হইত না। আবার বিপ্রকর্ষক না থাকিলেও, বোধহয়, সমাকর্ষক চুম্বক শক্তির চিহ্নও পাওয়া যাইত না। এইরূপ সংযোজক তাড়িত শক্তির অসদ্ভাব থাকিলেও বোধহয় জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও সংযোজক তড়িৎ পাওয়া যাইত না। শক্তি জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম থাকিবার কথা। স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব বা মাতৃত্ব আর পিতৃত্ব এক একটি শক্তিময় বস্তু। ইহা পূর্ব্বেই (সেই ভাদ্রমাসে) বিস্তারিত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে অবশ্যই, উহা তাড়িৎ বা চুম্বকাদি শক্তির ন্যায় স্থূল জড় শক্তি নহে। কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম বস্তু, এবং নিতান্ত অপ্রবেশক ব্যক্তির একবারেই অনভিজ্ঞেয় বিষয়। বাস্তবিক, ঐ তাড়িতাদি শক্তিও বোধ হয় সেই অনভিজ্ঞেয় স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তিরই স্থূলতম, ও জড়ীভূত রূপান্তর মাত্র হইবে। কেবল উহাও নহে, সংসারে যতপ্রকার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্তই বোধ হয় সেই অনির্ব্বচনীয় স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তির স্থূলতম ও জড়ীভূত রূপান্তর মাত্র হইবে। সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনির্ণেয় দুইটিমাত্র শক্তিই পরস্পরের ভবাভিভব চেষ্টায় বা আত্ম লাভের চেষ্টায় পরস্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়া নানা স্থানে নানা ভাবে বিকসিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তবে এখানে শক্তি, আমাদের জীবরাজ্যের স্ত্রীত্ব পুরুষত্বই বিবক্ষিতব্য বিষয়, এ নিমিত্ত জড়রাজ্য উপেক্ষা করিয়া তাহারই বিস্তার করা যাইতেছে। উক্ত স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধ, অথচ উভয়ই উভয়ের জীবনরূপে অবস্থিতি করে। স্ত্রীত্ব শক্তিকে নির্ভর করিয়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুংশক্তি আত্মলাভ করে, সমস্ত ক্রিয়া করিতেও সমর্থ হয়, আবার স্ত্রীত্ব শক্তিও পুংশক্তিকে নির্ভর করিয়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করে, সমস্ত ক্রিয়া করিতেও সমর্থ হয়। এই ঘটনায় সর্ব্বদাই স্ত্রী পুং শক্তির পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, আবিভাব তিরোভাব চলিতেছে. একবার এক সময়ে স্ত্রীত্ব শক্তিকে অভিভূত করিয়া পুং শক্তি উত্তেজিত হইতেছে, আবার এক সময়ে পুংশক্তিকে অভিভূত করিয়া স্ত্রীত্ব শক্তি জাগ্রত ও উত্তেজিত হইতেছে। এতদ্দ্বারাই পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এই অবস্থার চিন্তা করিলে মনে হয় যেন স্ত্রীত্ব শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই পুং শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবত্তা থাকা, আবার পুং শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই যেন স্ত্রী শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবত্তা থাকা।

সর্ব্বশক্তির মূল উপাদান স্ত্রীপুং শক্তির মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইতেছে বলিয়া আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও সর্ব্বদা ঐ নিয়মের ক্রিয়া হইতেছে, স্ত্রী পুং শক্তি পরস্পরে বিরুদ্ধ বলিয়া তদধীন আমাদের দক্ষিণ দিকের দর্শন শক্তি ও বাম দিকের দর্শন শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং দক্ষিণ নয়ন শক্তি বাম নয়ন শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করিতেছে, আবার বাম নয়ন শক্তি দক্ষিণ নয়ন শক্তির জীবনরূপে অবস্থিতি করিতেছে, বাম নয়ন শক্তিকে নির্ভর করিয়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ নয়ন শক্তি আত্মলাভ করিয়া দর্শন কার্য্যে সমর্থ হয়, আবার বাম নয়ন শক্তি দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করিয়া দর্শন কার্য্যে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় সর্ব্বদাই বাম ও দক্ষিণ নয়নেন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, আবিভাব তিরোভাব চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, একবার এক সময়ে দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে পরিভূত করিয়া বাম নয়ন শক্তি উত্তেজিত হইয়া দর্শনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে, আবার এক সময়ে বাম নয়ন শক্তি দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে অভিভূত করিয়া, উত্তেজিত হইয়া দর্শনকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে। এইরূপে পরস্পরের ক্রিয়া রক্ষিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা মনে হয়, যেন দক্ষিণ নয়ন শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই বাম নয়ন শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার অস্তিত্ববত্তা থাকা এবং বাম নয়ন শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই যেন দক্ষিণ নয়ন শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার অস্তিত্ববত্তা থাকা। অন্যান্য সমস্ত শক্তি সমূহের মধ্যেও এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। দুইটী শ্রবণ শক্তি, দুইটী ঘ্রাণ শক্তি, দুইটী রসনাশক্তি দুইটী স্পর্শন শক্তি, দুইটী গমন শক্তি ইত্যাদি যতগুলি শক্তির বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সকলেই ঐরূপ বাম দক্ষিণভেদে পরস্পরের

বিরুদ্ধ। সকলেই ঐরূপ পরস্পরের জীবন রূপে অবস্থিতি করিতেছে; পরস্পরকে নির্ভর করিয়া, পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া আত্মলাভে, নিজ নিজ ক্রিয়া সাধনে সমর্থ হইতেছে। সকলের মধ্যেই সর্ব্বদা পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে।

এই নিয়মের আশ্রয়েই আমাদের জীবন দণ্ডায়মান থাকে। সুতরাং ইহা আমাদের জীবনের যষ্টি। ইহার বিশৃঙ্খলতা বা অন্যথা হইলেই জীবন নষ্ট হইয়া যায়। এজন্যই পক্ষাঘাতাদি রোগে দেহের দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইলে, বামাঙ্গের ক্রিয়াশীল শক্তি গুলিও ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে অন্তর্হিত হয়। এইরূপে, এই নিয়মে, পিতৃ-শক্তি আর মাতৃশক্তি আমাদের দেহের মধ্যে সর্ব্বদা লীলা খেলা করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ব্রাহ্মণ।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণাবাহিতা দেবাঃ শব্দবিদ্বেষু পণ্ডিতাঃ।
নচ বিপ্রাৎ পরো দেবো বিপ্ররূপী স্বয়ং হরিঃ॥"

কলির কলুষ অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আজি মন্দ-ভাগ্য মানবজাতির অদৃষ্টাকাশ আচ্ছন্ন। ব্রহ্মণ্য-শক্তি-চন্দ্রমার জগৎস্নিগ্ধকর শীতরশ্মি আজি জগতের ভাগ্যে দুর্লভ। যদিও অন্ততঃ নক্ষত্র-জ্যোতিঃরূপে সে প্রতিভার কথঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু ভারত-সমাজের আধুনিক ধর্ম্মাচার-বিপ্লব রূপ ঘোর ঘনঘটার আবরণে বুঝি তাহাও আর থাকেনা। এক্ষণে উপায় কি? এই ঘোরান্ধকারে ঐহিক জ্ঞান-ধর্ম্ম, সংসার-শান্তি ও পারত্রিক স্বর্গাপবর্গ-লাভ-পন্থার পথিক আর্য্যসন্তান গণের গন্তব্য-পথ নির্ণয়ের সম্ভাবনা কোথায়? যে অন্ধকারে ব্রহ্মণ্যশক্তিই অনন্য আলোক প্রভা, যে পন্থায় ব্রহ্মণ্য শক্তিই একমাত্র পথ-প্রদর্শিকা, যে সমাজে ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের কল্পবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা, ক্ষীণ-ব্রহ্মণ্য-তেজের দুর্ব্বল সাহায্য লইয়া, সেই সমাজ, সেই কলি-কলুষ তিমিরাচ্ছন্ন অবশ্য-গন্তব্য-সাধন পথে কিরূপে অস্খলিত-পাদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইবে? এই মহাগুরুতম প্রশ্নের অভ্রান্ত সমাধানের উপরেই আজ সমগ্র ভারত-সমাজের অনিবার্য্য যুগ-প্রভাব-জনিত আসন্ন সর্ব্বনাশের যথা সম্ভব প্রতীকারোপায় নির্ভর করিতেছে। অধঃ-পতিত হীনভাগ্য হিন্দুজাতির বর্ত্তমান আশা-ভরসার একমাত্র কেন্দ্রস্বরূপ সেই অভ্রান্ত সমাধানটীর আবিষ্করণ ও তাহার কার্য্য-পরিণতি সম্পাদনার্থ যথাসম্ভব উপায়াবধারণ করাই এক্ষণে বিশেষ আবশ্যক।

আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বর্ণ-গুরুত্বের স্বতঃসিদ্ধ [illegible] প্রমাণিত সত্য হিন্দু-জন-সাধারণে বুঝাইবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার তত প্রয়োজনীয় নহে। যাহাদের জন্য প্রয়োজন, এ প্রবন্ধ তাহাদের জন্য নহে। ভগবৎ কৃপায় যে কোন হিন্দু-সন্তানের হৃদয়-ক্ষেত্রে একবিন্দু স্বধর্ম্মানুরাগসুধাও সিঞ্চিত হইয়াছে, তিনিই জানেন, মানেন ও অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারেন যে, সংসার-সাগরে ব্রাহ্মণই হিন্দুসমাজ-তরীর একমাত্র কর্ণধার; ব্রাহ্মণই বিরাট হিন্দুসমাজ-শরীরের মহা-মহিমান্বিত শীর্ষদেশ; ব্রহ্মণ্য তেজঃই হিন্দুসমাজের বন্ধন, রক্ষণ, পোষণ ও পরিবর্দ্ধনের মজ্জাগত শক্তিস্বরূপ। হিন্দুর রত্ন-রচিত সিংহাসনে ক্ষত্রিয় রাজা; কিন্তু হিন্দুর হৃদয়-সিংহাসনে ব্রাহ্মণই রাজা! রাজৈশ্বর্য্য, রাজবেশ ও রাজদণ্ড লইয়া ক্ষত্রিয়, হিন্দুর বাহ্যজগৎ শাসনে নিযুক্ত; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চতুর্ব্ব-র্ণেরই অন্তর্জগৎ-রাজ্যে সেই জটাবল্কলধারী, ফলমূলাহারী, বিজন বনান্তর বা গিরিকন্দরবিহারী, নিস্পৃহ—নিরীহ ব্রাহ্মণই চিরপূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর। একদিন সেইদিন ছিল। কালের কুটিলগতি'র বশে আজি আর সেদিন নাই। যেমন কেবলমাত্র মূল-যন্ত্রের (স্প্রীংএর) সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন অব্যাহত থাকিলেই সমগ্র ঘটীযন্ত্রের সর্ব্বাবয়ব সচল ও সজীব থাকে, কিন্তু তদন্যথায় ঘটিকার অবস্থা কেবল আকৃতিমাত্রাত্মক হয়; তদ্রূপ আজ ব্রহ্মণ্য শক্তিরূপ মূলযন্ত্র অচলপ্রায় হওয়ায়, হিন্দুসমাজ-যন্ত্রও নিশ্চল—বিকল হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পদাঙ্কের চির অনুসরণকারী হিন্দুসমাজ এই কলিযুগের প্রারম্ভেই সেই পদাঙ্কেরই অনুসরণ করিতে করিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন অধঃপাত-পাতালপুরীর অন্তিম সোপানে সমাগত প্রায়!

হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অবনতিতে হিন্দুর যথাসর্ব্বস্বধন এবং সাধারণতঃ মানবজাতির ভগবৎ-কৃপা-প্রদত্ত স্বর্গীয় উপহার সম্পদ ধর্ম্মের অবনতি অনিবার্য্য; সুতরাং বুঝিয়া দেখিলে, ব্রাহ্মণের অবনতিতে সমগ্র মানবসমাজেরই আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ অবনতিই অবশ্যম্ভাবী। তবে কথা এই যে, ঊনবিংশশতাব্দীর এই ঐহিক বা জড়ীয় উন্নতি ও সভ্যতার সামান্ত শেখরারূঢ় কোন জাতিই হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মনাশেই 'সর্ব্বনাশ' বলিয়া জ্ঞান করেন না; কিন্তু ধর্ম্মই হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব—সারসর্ব্বস্ব ও জীবনসর্ব্বস্বধন! এই ধর্ম্মসাধ-নের অত্যুন্নতি-বিমানে আরোহণ করিয়াই ব্রাহ্মণ একদিন জগ-তের আদিগুরু—মানবজাতির আদি শিক্ষকরূপে অত্যুন্নত হইয়া-ছিলেন এবং এই ব্রাহ্মণই তাহার চিরচরণাশ্রিত হিন্দুসমাজকে ঐহিক-পারত্রিক উভয়বিধ অভ্যুদয়ের চরম চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হায়! আজ তিনি নিজে কোথায় নামিয়াছেন? (!) আজ যেন তাঁহার সেই স্বর্গীয় নন্দনবন বিহারী চরণ অতল রসাতল-তলে অবতীর্ণ প্রায়! সুতরাং সেই চরণের স্বতঃশরণাপন্ন হিন্দুসমাজের পুনরুন্নয়ন বা উদ্ধার স্বতএব-সুদূরপরাহত।

যদি এইরূপ মহার্হ গৌরব, সম্ভ্রম, শ্রেষ্ঠতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ব্রাহ্মণকে এখন আর না দিতে চাও, যদি কলির অবনত ব্রাহ্মণকে পুরাকালীয় সেই উন্নতের সম্মান আর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মনে কর, তবে তুমি হিন্দু! তোমার সমাজের সুচির-পোষিত জীবন মরণের অবস্থা একবার

ক্ষণকাল ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে পর্য্যালোচনা করিয়া বল দেখি, যে তোমার নিজত্ব বা হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া 'উন্নত' হইতে পার কিনা? অহো! হিন্দুসমাজ-যন্ত্রের চক্রে চক্রে তন্ত্রে তন্ত্রে যে এখনও ব্রহ্মণ্যশক্তির লীলা! হিন্দুসমাজ-দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে—প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর অণুতে পরমাণুতে যে এখনও ব্রহ্মতেজের খেলা! তোমার গুরু ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, পূজারী ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ, সামাজিক ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ। সংক্ষেপতঃ, হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার যা কিছু সামাজিক সুখ শান্তি বা মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান, তাহার প্রত্যেকটীতেই ব্রহ্মণ্যশক্তির অপ্রতিহত প্রভাব এখনও দেদীপ্যমান। এসব কি বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিবে? পারিলেই কি তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতীয়তা ও হিন্দুসমাজ-সত্বা রক্ষিত হইবে? তাহা হইলে হিন্দুত্বের সেই শ্মশান-ভস্মে আবার কোন্ অদ্ভুত জাতি সৃষ্ট হইবে? হিন্দুর সেই শব-স্তূপ হইতে কোন্ বিকট কবন্ধ-নিচয় নাজানি উত্থিত হইবে? সে "সোণার পাথরবাটী" বা "কাঁঠালের আমসত্ব" রূপী হিন্দুত্ব-শূন্য হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব প্রকৃত হিন্দুর কল্পনাতে উদিত হইলেও হৃদয় চমকিত হয়!

চতুরশীতি লক্ষ জন্ম-যন্ত্রণায় বিষম বিষণ্ণ ও অবসন্ন জীব দুর্লভ মানব-জন্মেই ভগবৎ-প্রেমামৃত-পানে সজীব হইবার অধিকারী। কিন্তু কে সেই গৌরবান্বিত অধিকারে সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হইয়া, অধস্তন অপর সাধারণ মানবমণ্ডলীর জন্য সেই অধিকার বিতরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? কে বা এই জন্মজন্মান্তরাবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ কর্ম্ম-পথ-পর্য্যটনে একান্ত পরিশ্রান্ত মানবকে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া সেই চিরবিশ্রাম-নিকেতনের অভিমুখে লইয়া গিয়াছেন? বলিতে কি, শাস্ত্ররূপী বিস্পষ্ট-অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারাই হউক, বা কথঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকিয়াই হউক, এখনইবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে কর্ম্মভূমিতে ধর্ম্মপথ দেখাইতেছে? এই ঘোর তামস কালযুগে এখনও যে কয়েকজন সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী, পরিব্রাজক—পরমহংসাদি মহাপুরুষ ভারতের বন-বিজনে, কুটীরে-কন্দরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ও পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ! চিন্তাশীল ধীমান মাত্রেই বোধ করি এটুকু প্রণিধান করিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণের বংশ-বীজেই যেন কেমন একটু বিচিত্র বিশেষত্ব, কেমন একটু অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি-রহস্য নিহিত আছে! অধিক কি, সামান্য সংস্কৃত-বাক্যের উচ্চারণটীতে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে কিরূপ সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশিত হয়! আহা! এমন বিশিষ্ট-ভগবৎ-প্রসাদ-পালিত "ভূদেব" আখ্যায় অর্চ্চিত অত্যুন্নত ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হইয়াও যে মানব, যুগ-প্রভাব, কাল-মাহাত্ম্য, বিষয়-বিমোহ, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গাদির কুফলে স্বীয় জন্মান্তরীণ সুকৃতি-অর্জ্জিত ব্রাহ্মণ্য-শক্তির অবমাননা, অপব্যবহার ও অপচয় করেন, তাঁহার ন্যায় দীন-ভাগ্যহীন জগতে আর কে আছে? কলির ব্রাহ্মণের এই শোচনীয় আত্মহিতান্ধতা—এই লজ্জাজনক স্বশক্তি-সম্ভ্রম-বিমূঢ়তা অধুনা হিন্দুসমাজের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার যথাসম্ভব সংস্কার ও প্রতীকার-চেষ্টা হিন্দুমাত্রেরই সামাজিক কর্ত্তব্যকলাপের কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

যে অনন্ত অসংখ্যেয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-গুণগৌরবের অতুল্য সম্পদে সমৃদ্ধিত ও গৌরবান্বিত হইয়া পৃথিবী গ্রহ আজি সৌরজগতে স্পর্দ্ধা বিস্তার করিতেছে, সে সমস্তেরই বীজ একদিন ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে উপ্ত হইয়াছিল! যে ধর্ম্মধন অর্জ্জন বা সাধনের চরম ও পরম পুরস্কার অমূল্যধন ভগবচ্চরণ; যে ধনের প্রসাদে 'সে ধন' লাভ করিয়া মানব কৃতার্থ, চরিতার্থ, পরিতৃপ্ত ও অমৃত হয়; নগণ্য জীবন ধন্য হয়; দুর্লভ জন্ম সার্থক হয়; সেই মহামহিমাময় ধর্ম্মের আদি বীজ সেই বিশ্ববিদিত উর্ব্বর মস্তিষ্কেই অঙ্কুরিত। অধিক আর কি বলিব, 'কৃতজ্ঞতা' শব্দটা যদি মানব-অভিধানের প্রিয় শব্দ হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মানব জাতির মহা কৃতজ্ঞতা আকৃষ্ট রহিয়াছে! এ হেন ব্রাহ্মণ কুলের আজ জীবনে শবত্ব—বিদ্যমানতায় বিলোপ কোন্ পাষাণ-প্রাণে সহ্য হয়? আর যাহার (যে জাতীয়ের) সহ্য হয় হউক, তাহাও বরং কথঞ্চিৎ উপেক্ষণীয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ-স্বপদাশ্রয় পালিত হিন্দুসমাজের তাহা একান্ত অসহ্য না হইলে, সে আবার অনাকাঙ্ক্ষনীয়—সে সর্ব্বনাশ অপ্রতিবিধেয়। অতএব বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের চরণে এই হীনভাগ্য হিন্দুজাতির এক্ষণে এই প্রধান প্রার্থনা, যেন হিন্দুসমাজের জীবন সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণত্বের পুনঃ সঞ্জীবন সাধনে হিন্দুসমাজ তাঁহারই কৃপায় কায়মনোবাক্যে বদ্ধপরিকর হয় এবং তাঁহারই কৃপায় তৎসিদ্ধি লাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

আহারনিয়ম।

অনর্চ্চিতং বৃথামাংসং কেশকীটসমন্বিতং।
শুক্তং পর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতং॥
উদক্যা স্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পাদস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥

অনাদরপূর্ব্বক প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য, বৃথামাংস (অর্থাৎ যে মাংস দেবাদির উদ্দেশে প্রদত্ত না হয়) কেশকীটাদি সংযুক্ত, দ্রব্যান্তর সংযোগে অথবা কালান্তর বশতঃ যাহার স্বাভাবিক আস্বাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজঃস্বলা ও চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিস্পৃষ্ট এবং "কে খাবে" ইত্যাদি রূপ ঘোষণা দ্বারা প্রদত্ত অন্ন, পর্য্যায়ান্ন, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত, কাকাদির উচ্ছিষ্ট ও জ্ঞানপূর্ব্বক পাদস্পৃষ্ট, এরূপ অন্ন পরিত্যাজ্য অর্থাৎ অভোজ্য॥ যা-সং ১।১৬৭।১৬৭

অনিন্দ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং বাগ্যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ॥

এইরূপে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে; ভোজনকালে বাগ্যত হইয়া থাকিবে; খাদ্য বস্তুর প্রতি কোনরূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিবে না। মহামৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, অর্থাৎ কোন প্রকার সঙ্কেতাদি

না করিয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর পরিতোষের নিমিত্ত অগ্রে পঞ্চগ্রাস ভোজন করিবে॥

বি-পু ৩।১১।৮৬।

একপংক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ॥

যদি অনেক ব্রাহ্মণ একপংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করেন, এবং যদি তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও পাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া যান, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই আর শেষ অন্ন ভোজন করিবেন না, অর্থাৎ সকলেই পাত্র পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবেন॥ পু সং ১১৮।

পরিবেশনকারী চ ভোক্তারং স্পৃশতে যদি।
অভক্ষ্যঞ্চ তদন্নঞ্চ সর্ব্বেষামেব সম্মতং॥

যদি পরিবেশনকারী ভোক্তাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তদীয় অন্ন অভক্ষ্যরূপে সকলে নিরূপণ করিয়াছেন॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১২

উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ সংস্পৃশেৎ॥

দ্বিজাতিগণ নিত্য নিত্য আচমন করিয়া সমাহিত চিত্তে অন্ন ভোজন করিবেন এবং ভোজনান্তেও সম্যক্‌ রূপে হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া জলদ্বারা ছয়টী ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মস্তকস্থিত চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা স্পর্শ করিবেন॥

ম-সং ২।৫৩।

ভবত্যেতৎ পরিণতৌ সমাপ্তব্যাহতং সুখং।
হস্তেন পরিমার্জ্জ্যাথ কুর্য্যাত্তাম্বূলভক্ষণং॥

অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারিলেই অব্যাহত সুখানুভব হইয়া থাকে। ভোজনান্তে হস্তদ্বারা মুখমার্জ্জন করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিবে॥ গ-পু ১।২০৫।১৫২।

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ॥

কাহাকেও উচ্ছিষ্টান্ন প্রদান করিবে না, দিবা ও সায়াহ্ন ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবে না, অতি ভোজনও করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও গমন করিবে না॥ ম-সং ২।৫৬।

দ্বিভোজনং ন কর্ত্তব্যং স্থিতে সূর্য্যে দ্বিজাতিভিঃ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ কর্ম্ম ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥

সূর্য্যের স্থিতি কাল মধ্যে দ্বিভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে ব্রাহ্মণ এই নিয়মের অন্যথা করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং সে অন্তে নরকে গমন করে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৮৩।৫৮।

নিত্যং নূতনভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃ পাক এব চ।
অথবা পক্কপর্য্যন্তং উপন্যস্তং মনীষিভিঃ॥

মনুষ্যগণ নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাক করিবেন, অথবা পাক সমাপনের পরেই ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ৫৩।

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ বাশৌচে মৃতজাতয়োঃ।
স্পৃষ্টে চাণ্ডচিনা সদ্যঃ পাকভাণ্ডং পরিত্যজেৎ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে, জনন ও মরণাশৌচে এবং অশুচিস্পর্শে মানব সদ্যঃ পাক-ভাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ ৫৬।

বিবিধ।

নব্যভারত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় সম্বাদ পত্রের উপরে মিউনিসিপাল লাইসেনস সম্বন্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা স্থানাভাব বশতঃ বেদব্যাসে উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই বিষয়ের নিমিত্ত বিশেষ আলোচনা হওয়া অতীব প্রয়োজন। সুতরাং ইহাতে প্রত্যেক পত্র পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সহানুভূতি দান করা কর্ত্তব্য।

নিবেদন।

বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখপত্র এবং ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত। ধর্ম্মমণ্ডলী, বিজ্ঞ প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমূহের কর্ত্তৃত্বে পরিরক্ষিত; সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবকের, বেদব্যাসের সম্পাদক বলিয়া, নাম প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করি না। সে কারণ এবার হইতে সম্পাদক স্থানীয় আমার নাম উঠাইয়া লইলাম। নাম উঠিল বলিয়া বেদব্যাসের সেবার সহিত সম্পর্ক উঠিল না। সাধ্যানুসারে বেদব্যাসের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব ইহাই চিরবাসনা। জগদম্বা করুন এ বাসনা যেন আমার অবিচলিত থাকে। কি মধিকমিতি।

শ্রীভূধর শর্ম্মা (চট্টোপাধ্যায়ঃ)

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইলেন। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাঁকী আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকী রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। মণিঅর্ডার-কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে, আমরা গ্রাহক-শ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি প্রকাশযোগ্য বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। জ্যৈষ্ঠ।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা। } অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর
তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ
ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত 'সরলার্থ প্রবোধিনী' ব্যাখ্যা
(অন্বয়) সম্বলিত ও তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিত-তত্ত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নামে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্তভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধিপূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৷৹ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ।৶৹ আনা, মোট ৩৷।৶৹ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন। ভি, পিতে লইলে অতিরিক্ত ৶৹ আনা লাগে।

আমরা আজ প্রফুল্লান্তঃকরণে জানাইতেছি যে, জগদম্বার কৃপায় নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রমণ করিয়াও যথা সময়ে সম্পূর্ণ গীতা প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, গীতামৃত-পিপাসু হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮ম বর্ষ।

ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকস্তোত্রং।

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো-
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥১॥

যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা॥
লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোক্ষিবিষয়ঃ॥২॥

অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ-
র্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৩॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদনধরা
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৪॥

মহেন্দ্রাদির্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো-
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমৃতে।
কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোসৌ বিজয়িনঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৫॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাং
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৬॥

নরাতঙ্কোত্তঙ্কশরণশরণো ভ্রান্তিহরণো-
ঘনশ্যামো বামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জ্জুনসখঃ।
স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৭॥

যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥৮॥

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌমাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ॥
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ॥৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?

(মাতৃ শক্তির উপলব্ধি)

প্রতিদেহের বামাঙ্গ ব্যাপীয়া মাতৃশক্তি বিরাজ করিতেছেন, দক্ষিণার্দ্ধে পিতৃশক্তি, একথা গত বারের বেদব্যাসে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এবারে, তৎপরবর্ত্তী নিবরণ, যথাশক্তি, নিবেদন করিতেছি।

দয়া স্নেহাদি সহচর গুণের সহিত মাতৃশক্তির উপলব্ধি করাই মায়ের ভাবগর্ত্ত উপাসনা, এবং সেই উপাসনাই আত্মার মঙ্গলপ্রদ ইহা প্রথমবারে লিখিত হইয়াছিল। গতবারে মাতৃশক্তিরও যথাশক্তি পরিচয় দিয়াছি। এখন ইহা জানা গেল যে, মায়ের ভাবগর্ত্ত উপাসনায় উক্তবিধ মাতৃশক্তির অনুভব করিতে হইবে। উক্ত অনুভব বহির্ব্বিষয়ের অনুভবের

মত নহে। বহির্ব্বিষয়ের উপলব্ধি কালে যেমন বহির্ব্বিষয় এবং মন এই উভয়ের সম্মিশ্রণে একটা ঘটনা হইয়া থাকে, উহা তদ্রূপ নহে। উহা মানসিক প্রত্যক্ষ। দয়া, ভক্তি ও কাম ক্রোধাদি বিবিধ প্রবৃত্তির উদয় হইলে তাহার উপলব্ধি করা যেমন মানসিক প্রত্যক্ষ, উহাও তেমন মানসিক প্রত্যক্ষ। সুতরাং ইহাতে মনটীর বিষয় রূপে অর্থাৎ মাতৃত্ব শক্তি রূপে পরিণত হওয়া আবশ্যক। দয়া ক্রোধাদি সমস্ত প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে যেমন তাহাদের সহিত মনের বা জীবাত্মার কোন প্রকার প্রভেদ থাকে না, ভিন্নরূপে বিষয়-বিষয়ি সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু মন বা জীবাত্মা স্বয়ং তদাকারেই উপনীত হয়। ঐ সকল বৃত্তির অস্তিত্ব হইতে উহাদের অস্তিত্বের পার্থক্য থাকে না। মাতৃত্বশক্তির অনুভবেও ঠিক সেইরূপ হওয়া চাই, অর্থাৎ মন বা আত্মাটি যখন সেই মাতৃত্বশক্তিময় হইয়া যাইবে, উহাদের অস্তিত্ব যখন মাতৃত্ব-শক্তির অস্তিত্বে পরিণত হইল, মাতৃত্বশক্তি হইতে যখন উহাদের ভেদের গন্ধলেশও থাকিবে না, সর্ব্বথা এক হইয়া যাইবে, তখনই মাতৃত্বশক্তির আন্তরিক প্রত্যক্ষ হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে জানা গেল যে, মানসিক প্রত্যক্ষের সময়ে, এই দেহের মধ্যে, মাতৃশক্তির আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক। নতুবা, আমাদের আত্মা কিম্বা মনের তন্ময় হইবার সম্ভাবনা নাই, উপলব্ধিও হইতে পারিবে না। ক্রোধ কামাদি প্রবৃত্তি যেমন উত্তেজিত হইলেই মনে মনে প্রত্যক্ষ গোচর হয়, মন বা আত্মাও তন্ময় হইতে পারে, কিন্তু উহা যখন না থাকে তখন কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। মাতৃত্বশক্তিও সেইরূপ। সুতরাং এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কিরূপে ঐ মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়। ফলতঃ এই জিজ্ঞাসার উত্তরের সঙ্গেই আমাদের সেই "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন" এই মূল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

মাতৃশক্তি আমাদের দয়া স্নেহাদির মত কোন বৃত্তি নহে, কিম্বা কোন জন্য ধর্ম্মও নহে। কিন্তু উহা নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্বপরিব্যাপক, স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, ও জীবাত্মার মূল উপাদান বস্তু। মাতৃশক্তি হইতেই ইহারা গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আত্মলাভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং উহার আবির্ভাব বা অন্তর্দ্ধান মন বা আত্মার অধীন নহে। মন ইচ্ছা করিয়া কোন ঘটনা হইতে উহার আবির্ভাব করিয়া লইতে পারে না। দয়া স্নেহাদি বৃত্তির মত স্ফুরণ করিয়া লইতে পারে না। আবার ইচ্ছা করিয়া বিসর্জ্জন বা অন্তর্দ্ধান করিতেও সমর্থ হয় না। মাতৃশক্তির আবির্ভাব হইলে তাহা আপনা হইতেই হয়, অন্তর্দ্ধান, হইলেও আপনা হইতেই হয়। অন্যের স্বাধীনতায় উহার কিছুই হইতে পারে না। তবে আর মন কি করিবেন, কেমন করিয়া তাহার আবির্ভাব করিবেন, কেমন করিয়া তাহা পাইবেন? তাঁহার ব্যগ্রতা ব্যাকুলতাতো কোনই আনুকূল্য করিবে না! দয়া ক্রোধাদি সদসৎ প্রবৃত্তি গুলি মন হইতেই উৎপন্ন হয়, মনই তাহাদের উপাদান কারণ, সুতরাং মন ব্যাকুল হইয়া ইচ্ছা করিলে তাহার সকলটিকে উদয় করিলেও পারে আবার বিদায় দিলেও পারে। কিন্তু যাহার দ্বারা মন নিজে গঠিত হইয়াছে, তাহার উদয় বা বিদায় করিতে মনের সামর্থ্য কি? তবে মাতৃশক্তির সহচর সেই পূর্ব্বোল্লিখিত দয়া, স্নেহ, সরলতাদি যে সকল গুণ, স্রষ্টৃত্ব, পালয়িতৃত্ব, সংহর্ত্তৃতাদি যে সকল শক্তি, এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইহাদের আগম নির্গম মনের অধীন বটে। ইহারা কতকগুলি মনের নিজস্তরে, আর কতক গুলি নীচের স্তরে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব সাক্ষাৎ বা পরস্পর সম্পর্কে মন বা আত্মাই ইহাদের উপাদান কারণ। সুতরাং মন ইচ্ছা করিলে, মায়ের প্রতিমূর্ত্ত্যাদি হইতে উহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে, আবার অন্তর্হিত করিতেও অসমর্থ নহে। মন নিজ হইতে বা নয়নের সহায়তায়, ব্যগ্র হইয়া যদি একটি পুত্রবতী নারী অথবা মায়ের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি ঐকান্তিক লক্ষ্য করিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই নিজ চেষ্টার দ্বারা উহা হইতে মাতৃশক্তির সহচর ঐ সকল গুণ ও শক্তি গুলির আবির্ভাব করিয়া লইতে পারে। আবার তাদৃশ চেষ্টা না করিলে আবির্ভাব না করিয়াও পারে। কিন্তু সেই সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ, ও সমস্ত ধর্ম্মের মূল উপাদান মাতৃত্ব শক্তিকেতো সেইরূপে আনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহাতো কোনরূপেই মনের আয়ত্ত বস্তু নহে। সত্য বটে, মায়ের আকারের মধ্যে দয়া স্নেহাদি গুণের মত মাতৃশক্তিও আছে, প্রতিনারী দেহ কিম্বা মায়ের প্রতিমাদিতেও তাহা আছে; কিন্তু হইলে কি হয়, মাতৃশক্তিত দয়া স্নেহাদির মত কোন বৃত্তি পদার্থ নহে, সুতরাং নারীদেহাদির মুখমণ্ডলাদি হইতে, দয়া স্নেহাদির মত, উহা স্ফুটিত হয় না, সুতরাং মন তাহাকে ধরিতে পারে না। অতি ব্যগ্রতা সহকারে অভিনিবেশ করিলেও কেবল সেই দয়া স্নেহাদি গুণ গুলিকেই উপলব্ধি করে, কিন্তু মাতৃশক্তি নহে। অতএব মাতৃশক্তির উপলব্ধি করা নিতান্তই অসম্ভাব্য হইল। এখন এমন কোন উপায়ই দৃষ্ট হইতেছে না, যাহাতে মাতৃশক্তিটি ধরা যাইতে পারে। অথচ এই ঘটনা না হইলেও মায়ের ভাবগত চিন্তা হইল না। তাহা না হইলেও মায়ের প্রকৃত উপাসনা হইল না। কেবল মায়ের কেন, বাবার উপাসনা হইবারও সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। কারণ, তাহাতেও সেই পিতৃশক্তির উপলব্ধির প্রয়োজন। নতুবা পিতার ভাবগত চিন্তা হইবে না। পিতৃশক্তিও উপাদানাদি বিষয়ে সর্ব্বথাই মাতৃশক্তির সদৃশ। সুতরাং তাহাকেও ধরিবার কোন উপায় নাই। মন একান্ত ব্যগ্র হইয়াও পিতৃশক্তির সহচর গুণ মাত্রই গ্রহণ করিতে পারে। তবেই দেখ কিরূপ বিপদ হইল! অনাদিকাল প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববেদ-প্রপূজিত, সেই বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, দধিচ্যাদির আনন্দিত, ব্রাহ্মণ জাতির মুখ্য আশ্রয় যষ্টি স্বরূপ শাক্ত শৈবের পন্থা একবারেই অবরুদ্ধ হইল। এখন বল দেখি কি করিবে? তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা স্বয়ং ইহার কোন উপায় বিধান করিতে পারিবে কি? যদি না পার, তবে শাস্ত্রের পদানত হইয়া তাঁহার অভয়প্রদ শুভ দৃষ্টির প্রতীক্ষা কর। যদি কৃপা করিয়া তিনি কিছু বলিয়া দেন তবে অবহিত ভাবে তাহা শ্রবণ কর। এই শুন, তিনি কি বলিতেছেন।—

"কালীভূত্বা যজেৎ কালীং শিবোভূত্বা যজেচ্ছিবম্"।

ইহার মোটামোটি অর্থ এই যে, আত্মা কালী হইতে পারিলে,তবে কালীর উপাসনা করিবে,আর শিব হইতে পারিলে তবে শিবের উপাসনা করিবে। মর্ম্মার্থ এই যে, মাতৃ শক্তির আবির্ভাব হইয়া মন ও জীবাত্মা যখন মাতৃত্বশক্তিময় হইয়া যায় তখনই মাতৃশক্তির উপলব্ধি হইবে, সুতরাং তখন মায়ের উপাসনা করিবে। আর পিতৃশক্তির আবিভাব হইয়া যখন মন ও জীবাত্মা পিতৃত্বশক্তিময় হয়, তখনই পিতৃশক্তির উপলব্ধি হইবে, সুতরাং তখন পিতার উপাসনা করিবে।

মাতৃপিতৃ শক্তির আবিভাব বলিলে উহার উত্তেজনা আর নিস্তেজনা অর্থ বুঝিতে হইবে, কিন্তু উৎপত্তি আর বিনাশ নহে। কারণ উহা সনাতন বস্তু। উক্ত উত্তেজনা আর নিস্তেজনা অন্য কোন কারণাধীন নহে, উহা জগন্মাতা, আর জগৎপিতার স্বভাবের অধীন। উঁহারা উভয়েই পরস্পর ভবাভিভব স্বভাব। সর্ব্বদাই এক জন আর একজনকে পরাভব করিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তদ্দ্বারা একবার একজনের উত্তেজনা হইতেছে আবার আর এক জনের উত্তেজনা হইতেছে। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তার রূপে দর্শিত হইয়াছে। এই স্বভাবজাত উত্তেজনা আর নিস্তেজনার পারম্পর্য্য অবশ্য নিতান্তই নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অর্থাৎ পিতৃ শক্তির বিকাশ বা উত্তেজনা হইলে, পরে আবার নিশ্চয়ই মাতৃশক্তির উত্তেজনা হইবে। এইরূপ অবধারিত পারম্পর্য্য আছে বলিয়াই সময়, দেশ, পাত্রও বস্তুর দ্বারা উহা ব্যবচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ এক নিমেষ কাল পর্য্যন্ত পিতৃ শক্তির উত্তেজনা হইলে ঠিক আর এক নিমেষ মাতৃ শক্তির উত্তেজনা হয়। এইরূপ এক দেশে পিতৃশক্তির উত্তেজনা হইলে অন্য দেশে মাতৃশক্তির উত্তেজনা হয়, এবং এক বস্তুতে পিতৃশক্তির উত্তেজনা হইলে অপর বস্তুতে মাতৃশক্তির উত্তেজনা হয়। এইরূপে চারি প্রকার ব্যবচ্ছেদ পরিগণিত হয়। তাহা হইলে জানা গেল, যে সময়ে, যে দেশে, যে পাত্রে, এবং যে বস্তুতে মাতৃশক্তির আবির্ভাব বা উত্তেজনা হয়, সেই পাত্র বা ব্যক্তি সেই বস্তুর সহায়তা লইয়া সেই স্থানে বসিলে ঠিক সেই সময়ে মাতৃশক্তির, উপলব্ধি করিতে পারিবে, আর যে সময়ে, যে দেশে, যে পাত্রে, যে বস্তুতে পিতৃশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই পাত্র, সেই বস্তুর সহযোগে, সেই স্থানে বসিলে সেই সময়ে পিতৃশক্তির উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে কখনই মাতৃ শক্তি বা পিতৃ শক্তির উপলব্ধি হইতে পারিবে না। অতএব যদি শাক্ত হইতে চাও তবে কোন্ সময়ে, কোন্ দেশে, কোন্ পাত্রে, কোন বস্তুতে মাতৃ শক্তির উত্তেজনা হয়, তাহার অন্বেষণ কর। আর শৈব হইলে পিতৃ শক্তির ঐ সকল তত্ত্ব সন্ধান করিতে হইবে। নতুবা শাক্ত কিম্বা শৈব হওয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য আমরা উক্ত চারি বিষয় লইয়াই বিশেষ পর্য্যালোচনা করিব। প্রথমে, সময়ের বিষয় চিন্তা করা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

কর্ম্ম কাণ্ডাদি-বিভাগ।

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদোদ্বিধা মতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ॥

বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানভেদে দুই প্রকার কাণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মার কল্যাণার্থ যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম কাণ্ড শব্দের অর্থ। আর আত্মার কল্যাণার্থ যে জ্ঞান প্রকরণের উপদেশ আছে, তাহাই জ্ঞান কাণ্ড রূপে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানকাণ্ডও আবার দ্বিবিধ, কর্ম্ম মিশিত জ্ঞান কাণ্ড, এবং শুদ্ধ জ্ঞান কাণ্ড। যে কাণ্ডেতে কর্ম্মের সম্মিশ্রণ আছে, অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের ও অনুষ্ঠেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্মমিশিত জ্ঞানকাণ্ড। যাহাতে কোনপ্রকার কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন কি চিত্ত বিশুদ্ধির নিমিত্তও কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, যে জ্ঞান কর্ম্মাদি নিরপেক্ষে আত্ম কল্যাণে সমর্থ, তাহাই শুদ্ধ জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত। এস্থলে অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে, জ্ঞানকাণ্ডে আত্মকল্যাণ পক্ষে কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হইবে। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, কর্ম্মকাণ্ডীর কর্ম্মই এক মাত্র চিত্তশুদ্ধ্যাদি কল্যাণকর কার্য্যের সহায়, আর জ্ঞানকাণ্ডীর পক্ষে কর্ম্মাদি চিত্ত শুদ্ধ্যাদির সহায়তা করে না। উহা স্বয়ংই মানবকে উন্নীত করে।

এখানে যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাব করা হইল, উহারও অনেক প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও এখানে আমরা শাস্ত্র হইতেই দেখাইতেছি।

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ।
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতং॥

শিবসংহিতা।

কর্ম্মকাণ্ড প্রথমতঃ দ্বিবিধ, নিষিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড, এবং বিহিত কর্ম্ম কাণ্ড। যে কর্ম্ম করিলে পাপ সংস্পর্শ হয়, আত্মা মলিন হয় তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড, সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা মানব কেবলমাত্র দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। আর যাহা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, আত্মা পবিত্র হয়, চিত্তের মলিনতা কাটিয়া যায়, চিত্ত প্রশান্ত হয়, তাহাই বিহিত কর্ম্ম, সুতরাং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মনুষ্য পুণ্যভাগী হইয়া থাকেন। বিহিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠানের তারতম্যে ফল তারতম্য হইয়া থাকে। বিহিত কর্ম্ম যদি ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক, ফলকামনা পুরঃসর অনুষ্ঠিত হয়, তবে তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ্যাদি হইতে পারে না, তাহার দ্বারা স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেননা কামনা বা বাসনাই চিত্তের মল, চিত্ত হইতে বাসনার উচ্ছেদ হইলেই চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই তাহাতে আত্মানন্দের উপলব্ধি হইতে পারে। যেমন মলিন দর্পণে কদাচ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে না, কিন্তু ভস্মাদিদ্বারা উহা সুপরিষ্কৃত করিলে অনায়াসেই মুখপ্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হইতে পারে, তেমনি চিত্ত যতকাল বাসনাদ্বারা অধিবাসিত থাকিবে, ততকাল তাহাতে নির্ম্মল চিদানন্দের উদ্বোধ হইবে না। তাই

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি-রাবিবেকখ্যাতেঃ"। (পাতঞ্জল দর্শন) সুতরাং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা বাসনার সঞ্চয় না হয়, তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। সকাম কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি ফললাভ হইলেও উহার দ্বারা চিত্তের আবিলতা বিদূরিত হয় না, সুতরাং তাদৃশ কর্ম্ম আত্মজ্ঞানের উপযোগী নহে। একই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের তারতম্যে ভিন্নফলোৎপাদন করে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যময় কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা শাস্ত্র ও যুক্তির অকাট্য সিদ্ধান্ত, তাহা সকলেরই অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান কালীন ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান করিলেও ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব হইবে না। প্রত্যেক ক্রিয়া বিষয়ে অভিনিবেশই বাসনার মূলগ্রন্থি। অভিনিবেশ বিরহিত হইয়া যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার দ্বারা বাসনাগ্রন্থি বা সংস্কারাশয় সুদৃঢ় হয় না। যেমন আমরা এককালীন বহুতর বহুলোকের দর্শনাদি করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে আমাদের অভিনিবেশ না থাকায় দর্শনাদির অনন্তর সেই সেই দর্শনাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হয় না। অথবা যেমন মানব নিদ্রার প্রগাঢ়তাবস্থায় মশকাদি তাড়না করিয়া থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় সেই ক্রিয়ার সংস্কার তাহার চিত্তে বদ্ধমূল হয় না, উহা যেন মনকে স্পর্শই করে না। সুতরাং এতাদৃশ ক্রিয়াকে দেহের সংস্কার জনিত ক্রিয়াই বলা যায়। তেমনি অভিনিবেশ শূন্য হইয়া যাবতীয় ক্রিয়া করিলেও তদ্দ্বারা মনের বাসনাগ্রন্থি সুদৃঢ় হয় না, সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়া চিত্তের মলিনতা সম্পাদিকা নহে, পরন্তু সেইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের বাসনাগ্রন্থি বিশ্লথ হইয়া যায়।

এই বিহিত কর্ম্ম ও আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা—

ত্রিবিধো বিধিকূটঃ স্যাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যোহকৃতে কিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলং॥

বিহিত কর্ম্ম তিনপ্রকার, যথা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ হয়, যাহার অনুষ্ঠান করিলে কোন বিশেষ পুণ্যের সঞ্চয় হয় না, তাহার নাম নিত্য। যেমন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনাদি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্তই সন্ধ্যা বন্দনাদি কতকগুলি বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, উহার অভাবে ব্রাহ্মণত্বের উজ্জ্বলতা, ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিভা প্রদ্যোতিত থাকিতে পারে না; সুতরাং সন্ধ্যা বন্দনাদি ব্রাহ্মণের পুণ্যোৎপাদক নহে, নিজের অস্তিত্বের সহায়, অতএব উহার অনুষ্ঠানে পুণ্য কি হইবে। নিজে নিজের স্বরূপে থাকাকে আর পুণ্য বলা যায় না। যদি উহার অনুষ্ঠান না করা হয়, তবে ব্রাহ্মণত্বের ক্ষীণতা, ব্রাহ্মণ্য শক্তির হীন প্রভা হয়, সুতরাং নিজের অস্তিত্বের হানি হইল, অতএব ব্রাহ্মণ্যের হানিরূপই মহৎ পাপ স্পর্শ করিল। এই কারণে নিত্যের করণে ফলের অভাব; এবং অকরণে পাপের প্রসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক। যেমন বিবাহাদিতে আভ্যুদয়িকাদি। আর কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম কাম্য, যেমন অগ্নিষ্টোম, সোমযাগাদি, ইহা স্বর্গাদি কামনা পূর্ব্বকই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কামনাই ইহার মূল। সুতরাং ইহাকে কাম্য কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কাম্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা নানাবিধ ফল উৎপন্ন হয়। এই প্রকার সৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান জনিতই পুরুষের স্বর্গাদি হইয়া থাকে। আবার অসৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা নরকাদি ভোগ হইয়া থাকে, এবং ভোগাবসানে কর্ম্মানুরূপ নানাবিধ যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। এই প্রকারে একমাত্র কর্ম্মই জীবের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব প্রথমতঃ নিষিদ্ধকর্ম্মের বর্জ্জন পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মালিন্য বিধৌত করিয়া লইতে হইবে। পরে চিত্ত নির্ম্মল হইলে আত্মসমাধির দ্বারা মানব কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, এই নিমিত্তই বেদে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। যাবৎ চিত্ত সুপরিষ্কৃত না হয়, চিত্তের রজস্তমোমল নিঃশেষে বিদূরিত না হয়, তাবৎ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা অনুযায়ী হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

দেবভাষা ও ভূদেব-সেবা।

জন্মজন্মান্তর-পৌনঃপুন্যে ও সাধন-বলে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষেই পূর্ণমনুষ্য সম্ভবে; কিন্তু ভোগভূমি অন্যান্য বর্ষে তাহা অসম্ভব, এটী শাস্ত্র-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-সিদ্ধ, স্বতঃপ্রমাণিত সত্য, সুতরাং ভারতীয় পূর্ণমনুষ্যের ভাষা "সংস্কৃত" ও পূর্ণতায় গৌরবান্বিত। ভারতজাত আর্য্যসন্তানই সাধন-বলে পূর্ণতালাভে সমর্থ হইলে, দেবভাষার যথার্থ সেবাধিকারী হইতে পারেন। এ জন্যই দেব-প্রসাদ-প্রণোদিত দেবভাষা আর্য্য-রসনা ও আর্য্য-লেখনী যোগে সমগ্র মানব সমাজে অনন্তজ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারার্থে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পূর্ব্বকালে অপূর্ণ প্রকৃতি স্ত্রীজাতি ও ইতর সাধারণ লোক প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত; কিন্তু পূর্ণ-মানবই সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক ব্যবহারাধিকারীর আদর্শ ছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্যটী প্রাচীন নাটকাদিতেও প্রমাণিত আছে। যাহা হউক, সে অধিকারের অবশ্য অনেক ব্যভিচার অপব্যবহার না ঘটিয়াছে, এমন নহে; তবে কিনা যাহা লইয়া বিচার, সে আদর্শ ঠিকই ছিল। ক্রমে কালসহকারে যুগধর্ম্ম ফলে ভারতীয় মানব পূর্ণতা ভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকার ভ্রষ্টও হইয়া পড়িল। এখনত একেবারে বিচিত্র বৈপরীত্য। আজ কি না জর্ম্মনী আমেরিকা প্রভৃতি ভোগ-ভূমির অধিবাসীগণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক অনধিকারী হইয়াও মহা-মহিমাময়ী দেবভাষার সেবা করিতে ব্যগ্র, আর ভাগ্যহীন আমরা—ভোগ-ভূমির অপূর্ণ ম্লেচ্ছভাষার বিজাতীয় মাদকতায় মুগ্ধ ও মত্ত।

সংস্কৃত, দেব-সমাজের ভাষা বলিয়া ইহার নামান্তর "দেবভাষা" এ বিশ্বাস যখন হিন্দুর ছিল, তখন এই দেবভাষাকে দেবকৃপালব্ধ স্বর্গীয় উপহার জ্ঞানে প্রাচীন ভারতবাসী হিন্দু ইহার প্রকৃত গৌরব ও আদর এক দিন বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু হায়!

"তে হি নো দিবসা গতাঃ"। বাস্তবিক এ ভাষার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। অপৌরুষেয় ভগবদ্বাক্যাত্মক সাক্ষাৎ উদ্দীপ্ত সূর্য্য-সদৃশ পতিতপাবন বেদ, এই ভাষাতেই স্বীয় স্বর্গীয় সত্তা ঘোষণা করিতেছেন। আর্য্যজাতির বেদানুগত অপর সমস্ত শাস্ত্রই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই ভাষার যে কেমন এক বিচিত্র বিশেষত্ব ও আধ্যাত্মিক গৌরব-রহস্য আছে, তাহা আমাদের ন্যায় প্রকৃত জনের প্রতীতির বিষয়ীভূত নহে। স্থূল দৃষ্টিতে তাহার যে কিঞ্চিৎ বাহ্য আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই আজ ম্লেচ্ছ যবন পর্য্যন্ত মুগ্ধ।

দেবগণের নিজ ভাষা বিধায়, দেবগণ এই ভাষাগ্রথিত মন্ত্রাহ্বানে আহূত ও আকৃষ্ট হইয়া সাধকের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই ভাষার অলৌকিক প্রভাবে পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, ভূতাদি অপযোনি ও যক্ষ-রক্ষ কিন্নরাদি,—বলিতে কি, সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সমাকৃষ্ট, পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইতে পারে। অতঃপর ভক্তির অধ্যাত্মতাড়িত-শক্তিসহযোগে মন্ত্রানুসারবর্তী হইয়া, সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা স্বয়ং জগন্নাথকেও সমাকৃষ্ট করিতে পারে।

বাক্যের শাব্দিক সত্তা নিত্য পদার্থ নহে, কারণ ব্যোম-ভূতোৎপন্ন শব্দ জড়েরই গুণ বিশেষ এবং উহা জড় ইন্দ্রিয়েরই বিষয়, সুতরাং অনিত্য; কিন্তু শব্দে অধ্যাত্মশক্তি সংযোগে যে নিত্যত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা ধারণ ও পোষণ করিতে এক মাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমর্থ। তাই মন্ত্রবলের অব্যাহত-সিদ্ধি আমাদের এদিনেও ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। শ্রদ্ধাপূত ও বিশ্বাস-বলিত পিপাসু হৃদয়ে যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনি এখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

যাহারা সংস্কৃত ভাষাকে "ভাষা" মাত্র জ্ঞানে মন্ত্রাদির মাতৃ-ভাষায় অনুবাদ করিয়া, আপনাদের উপধর্ম্মাবলম্বী উপসমাজের বিবাহাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন, তাঁহাদের কথা আমাদের আলোচ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা পরমার্থতত্ত্বান্বেষী ও সাধন-রহস্য-বিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন, এ ভাষা কি ঐন্দ্রজালিক কুহক ধারণ করে। আহা! এই যে সংসার-তারণ সর্ব্বার্থসাধন 'প্রণব,' এই যে সাধক-হৃদয়ের অমূল্য নিধি—মানবাত্মার অতুল্য সম্পদ, ইহা যদিও কোন পার্থিব ভাষার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু ইহা সংস্কৃতেরই ক্রোড়পালিত—সংস্কৃতেরই আদর-পালিত হইয়া সংস্কৃতেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ আবৃত্তি দ্বারা বাগিন্দ্রিয় পবিত্র ও পূর্ণ শক্তি সমন্বিত না হইলে ইহার সেই জগন্মোহন উচ্চারণই সম্ভবে না। *

বাগিন্দ্রিয়ের পূর্ণতাই, পশ্বাদি হইতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বলাভের ঐন্দ্রিয়িক হেতু। সংস্কৃত ভাষার্ণবে সম্যক্ অধিকার ব্যতীত সে পূর্ণতাও সুসম্পন্ন হয় না। ইহা নিত্য-প্রমাণিত সত্য যে, আর্য্যজাতি ব্যতীত অপর কোন জাতিরই বাগিন্দ্রিয় শত চেষ্টাতেও সর্ব্ববিধ শব্দের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে কৃতকার্য্য হয় না। ইহার প্রকৃত রহস্য এই যে, শব্দ-শক্তির পূর্ণতাময়ী দেব-ভাষার পবিত্র আসন পাইবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় আর্য্য রসনা স্বভাবতঃই এই বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

আজ মানব-উন্নতির সর্ব্ববিধ বিভাগের সর্ব্ববিধ শিক্ষা-সম্পদ্ সংস্কৃত-কল্পভাণ্ডারের লাভ করিয়া, এই দেবভাষার নিকটে সমস্ত জগৎ, সমগ্র মানবজাতি যে কতদূর ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ ইহার অন্তর্নিহিত অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সাধক সমাজের যে উপকার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। শুদ্ধ তাহার বিষয় চিন্তা করিলেই চিত্ত বিস্ময়াভিভূত হয়। সংক্ষেপতঃ এই বলিতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষাই আদি ভাষা, পূর্ণভাষা, সর্ব্ব ভাষার মাতৃভাষা, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সর্ব্বার্থসাধিনী ও জগদুদ্ধারিণী। এ ভাষার যথার্থ মহিমা বর্ণন এ ভাষাতেও অসম্ভব। তথাপি তদাকাঙ্ক্ষা চাপল্য-বশে একটী অযোগ্য ও ক্ষুদ্র স্তোত্র-হার এই খানেই দেবভাষার চরণে অর্পিত হইল।—

নমামি ত্বাং দেবভাষে চতুর্ব্বেদ-প্রসূতিকে।
পদ্মযোনেরাস্য-পদ্মে নমামি মধুরূপিণীং ॥
স্মৃতিতন্ত্রপুরাণানি সেতিহাসানি দর্শনং।
সাহিত্যং গণিতং শিল্পং সংগীতং জ্যোতিষং তথা ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি শাস্ত্রাণি রাজন্তে জগতীতলে।
তবৈব কৃপয়া মাতস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্ররূপিণী ॥
পরাপরাচ দ্বে বিদ্যে ত্বমেব তদ্বিবোধিনী।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনে সহকারিণী ॥
নিত্যং ব্যাকরণে দুর্গে রাজসে দেবি দুর্জ্জয়ে।
অলঙ্কারবিধানেন কবচেন সমাবৃতে ॥
বাল্মীকি-ব্যাস মাঘাদ্যাঃ কালিদাসশ্চ ভারবিঃ।
বহুসাধন-যত্নেন জিত্বা ত্বাঞ্চবশমানয়ন্ ॥
যদা ত্বম্পদারূপাসি ছন্দোহম্বর সুশোভিতে।
রস-মাধুর্য্য-রূপেণ ভূষণেন বিভূষিতে ॥
তদ্রূপস্তোপভোগেন বিমুগ্ধা দেব-মানবাঃ।
দর্শনেনাপি ধন্যাঃ স্যুর্ম্লেচ্ছযবনদানবাঃ ॥
কচিত্ত্বং নাট্যরূপা বাক্চাতুর্য্য-বিমোহিনী।
নমামি ত্বাং বর্ণরূপে বিচিত্রে বরবর্ণিনি ॥
সর্ব্বভাষা-প্রসূতিস্ত্বং সর্ব্ববিদ্যা-বিকাসিনী।
সংসার বিষবৃক্ষস্য সুধাফলস্বরূপিণী ॥
বিষয়াতপতপ্তস্য সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী।
দীনানাং নির্বিকল্পা ত্বমবসাদপ্রসাদিনী ॥
কাব্যানাং কল্পনাভূতে কবীনাং কণ্ঠমালিকে।
ভাবুকস্য ভাবনীয়ে মণ্ডিতে পণ্ডিত-প্রিয়ে ॥
রসনা-বাসিনি! শান্তে ললিতে রস-রঙ্গিনি।
মনঃ-সরোবরে রম্যে হংসীব কলকূজিনি ॥
আর্য্যবংশ-সুপুত্রস্য মানবস্য মনোরমে।
সাহিত্য-সরসীজস্য মধুপস্য মধুপমে ॥

---

* এস্থলে পাঠকগণকে গত বৈশাখ মাসের বেদব্যাসে "ব্রাহ্মণ" শীর্ষক লেখের ১৫ পৃষ্ঠার পঞ্চম স্তম্ভটী একটু দেখিতে অনুরোধ করি।

গদ্যে পদ্যে তথা গীতে বাক্যে চ বহুরূপিণী।
শ্রুতেঃ কণ্ঠস্থ চিত্তস্থ প্রাণানাং পরিতোষিণী॥
সর্ব্বার্থসাধিকে সৌম্যে সর্ব্বতত্ত্বসমন্বিতে।
তবোপমা ভবারাধ্যে ত্বমেকা ভবমণ্ডলে॥
মূর্খোহহং জ্ঞানহীনোহহং ন কবির্ন চ ভাবুকঃ।
বচনাতীতমাহাত্ম্যং বচসা কিম্বদাম্যহং॥
প্রসীদ দেবি মে নিত্যং দেবানাং রসনাসনে।
ত্রিজগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে তে চাস্তু মে মতিঃ॥
গ্রসতীদং জগৎ সর্ব্বং ম্লেচ্ছভাষা দিনে দিনে।
তদ্গ্রাসাৎ ত্রাহি মাং তূর্ণং দেহি মে পদপল্লবং॥

মাতঃ দেবভাষে! তোমার কৃপায়, তোমার পূজা ভারত-ক্ষেত্রে পুনরারব্ধ হউক; হীনভাগ্য হিন্দু-সন্তান তোমারই প্রসাদে তোমার চরণ-সেবায় পুনঃ অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হউক।

দেবভাষার সেবাধিকার লাভ করিতে হইলে, আমাদের যেটুকু পুরুষকারের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার্থ প্রথমে প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতক্ষেত্রে এই সংস্কৃত ভাষার কি অবস্থা? তত্ত্বতঃ বলিতে কি, সংস্কৃত বিদ্যার গন্ধমাত্র এখন পাওয়া যায়, পদাঙ্ক মাত্র দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যা কলি-ক্রোড় লালিত অবিদ্যা-বিপ্লবে অন্তর্হিত প্রায়। প্রাচীন ভারতের তুলনায় এখন যাহা আছে, তাহা সংস্কৃত-বিদ্যার চিতা-ভস্ম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অনেক নব্য শিক্ষিত সভ্যত ইহাকে মৃতভাষা বলিয়া ইহার প্রেতকৃত্য করিতে প্রস্তুত। আবার তদপেক্ষা একটু দয়াশীল দল ইহাকে অতি বৃদ্ধ ভাষা বলিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর দিতে ইচ্ছুক। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিভ্রাট বিকারেই হউক, আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্যাচারে উপেক্ষা ও শৈথিল্য বশতঃই হউক, বা কলির কাল মাহাত্ম্য সুলভ কুসংসর্গ ফলেই হউক, এই প্রাতিকূল প্রবাহ আর কিছু দিন অব্যাহত থাকিলে, সংস্কৃতের এই জরাজীর্ণ ধ্বংসাবশেষটুকুর সত্তাও থাকিবে কি না সন্দেহ। তাহা হইলে আর্য্যজাতির অস্তিত্ব ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই লোপ হইবে; তদ্ভিন্ন মানবজাতি সাধারণেরও অপ্রতিবিধেয় গুরুতর ক্ষতি হইবে। ধর্ম্মসাধন, ভগবৎতত্ত্বলাভ প্রভৃতি আর কিছুর জন্য না হইলেও, অন্ততঃ অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সম্ভোগের অনুরোধে ও স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-সন্তান হইতে ভিন্নধর্ম্মি ও যথেচ্ছাচারী নাস্তিক পর্য্যন্ত সকলেরই তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট বোধ করা উচিত, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অধুনা বিদেশীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় ভাবে ও বিদেশীয় প্রণালীতে যে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা হয়, তাহা ত বিড়ম্বনা মাত্র। তদ্দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যা-সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস অপুত্রক ধনীর পোষ্যপুত্রেরা পিতৃ সম্বোধন শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া, নাম ও বিষয় রক্ষা ব্যবস্থা প্রায় তুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ শুক-শিক্ষাবৎ যে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তাহা তাঁহাদের অনেকেরই ব্যুৎপত্তিগত ও আভ্যন্তরিক সংস্কারের মজ্জাগত হয় না; উপরে উপরে ভাসা ভাসা ভাবে গণ্ডূষ জলে সফরী ক্রীড়াবৎ যা একটু থাকে মাত্র। ক্রমে সংসার সংঘর্ষণে সেটুকুর অস্তিত্বও অন্তর্হিত হয়। যদিও নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে কেহ কথঞ্চিৎ রাখিতে পারেন, তিনিও সংস্কৃত বিদ্যা-তত্ত্বের কেবল সাহিত্যবলে চর্ব্বণ করিতেই ভালবাসেন, শাস্ত্র-সুধা-রসাস্বাদ প্রায় কাহারই ভাগ্যে ঘটে না।

তবে এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? মানব জাতির এ পরম বন্ধুকে বাঁচাইবার উপায় কি? অধুনা ইহার যেরূপ মুমূর্ষু অবস্থা তাহাতে নিতান্তই ভীত ও হতাশাভিভূত হইতে হয়; কিন্তু "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ" এই নীতি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, যথা সম্ভব চিকিৎসা প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দুত তাহাতে মুখ্যকল্পেই একান্ত বাধ্য। সংস্কৃত বিদ্যা বিলোপে যে হিন্দুর জাতীয় অস্তিত্ব—জাতীয় বিশেষত্ব কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা অতি অর্ব্বাচীনেও বুঝিতে অক্ষম নহে। গৌণকল্পে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্ব জাতীয়, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, (এমন কি) ধর্ম্ম-প্রয়োজনাভাব-মতবাদী ও নিরীশ্বরবাদীগণও ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। অতএব চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার ব্যবস্থা এক্ষণে মানবসমাজের একটী বিশেষ বিচার্য্য বিষয়।

ভারতবর্ষই সংস্কৃত বিদ্যার উৎপত্তি, উন্নতি, শক্তি ও লীলা-বিস্তারের যথার্থ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে ইহার অস্তিত্ব নষ্ট হইলে জর্ম্মণী বা আমেরিকার আধুনিক সংস্কৃত চর্চ্চার ছেলা খেলা ঠিক যেন সংস্কৃতের অপমৃত্যু ও অকাল মৃত্যু-উদ্ভূত প্রেতযোনির উৎপাত স্বরূপ হইবে। শতমোক্ষমূলর, সহস্র গোল্ডষ্টুকর সমবেত শক্তিও সে উৎপাত নিবারণে সক্ষম হইবে না। অতএব ভারতে ভারতীয় ভাবে ইহার স্থিতি ও পুনরুন্নতি বিধান একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে দেশের এই দুর্দ্দিনে সে সুদিনের শুভ সংযোগ আশা করা যায়?

অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন যে, অধুনা বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃতাধ্যাপকগণকে বৃত্তিদান ও সংস্কৃত বিদ্যার্থীর উপাধি দান ব্যবস্থা এবং সংস্কৃত-শিক্ষা, সভা সংগঠন ও টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্থাপনাদির যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতেই হয় ত সে আশা পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু হায়! তাহাও কি সম্ভব? গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য মানিয়া লইয়া অবশ্য ধন্যবাদ করিতে হয়, কিন্তু যাহাদের জাতীয় সত্তার মূলে সংস্কৃত বিদ্যা নিবদ্ধ নাই, সে জাতীয় রাজার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রসূত এই সংস্কৃত সেবায় কি ভারতের প্রকৃতি-ক্রোড়পালিত সেই সংস্কৃত সজীব থাকিবে? তাহাতে কি তাহার সেই জীবন্ত তাড়িত-শক্তি প্রতিভা, সেই অপার্থিব স্বাধীন উচ্ছাস প্রবাহ কি অব্যাহত রহিবে? সে আশা মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া, যদি কেহ তদর্থে ভারত সমাজের স্বাভাবিক অনুরাগ-সম্ভূত স্বতঃ-প্রবৃত্ত সেবা-বিধানের আবশ্যকতা অনুভব না করেন, তবে তিনি "ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু" হইলেও সংস্কৃত বিদ্যার স্বরূপতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আশা করি, চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এক্ষণে সমাজের স্বতঃ প্রবৃত্ত-সাহায্যে, সংস্কৃত বিদ্যার প্রাকৃতিক পরিচারক, স্বাধীন সেবক ও চির রক্ষক ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতকে সঞ্জীবিত না করিতে পারিলে আর সে উদ্দেশ্য কোন রূপেই সফল হইবার নহে।

অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার সংস্কৃত বিদ্যা, অনন্ত অতলস্পর্শ হিন্দুশাস্ত্র সিন্ধুরূপ বিরাট্ দেহ বিস্তার করিয়া জগতে বিরাজমান। আজীবন অনন্যচিত্ত, অনন্যচিন্ত ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া এ সিন্ধু মন্থন করিতে পারিলে, তবে ইহা হইতে অমৃত উত্তোলন ও রত্ন সঙ্কলন সম্ভব হয়। হায়! সতত সংসার সংগ্রামে সন্তাড়িত ও চঞ্চল মানবের সে অধিকার লাভের আশা কোথায়? হায়! সেই অধিকারে চির গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়েরই আজ সেই দশা! ইহা দেরই কথিত বাক্য "অন্নচিন্তা চমৎকারা" আজ ইহাঁদেরই অবস্থাতে সুপ্রমাণিত হইতেছে! দুর্ব্বিষহ সংসার ভারের নিদারুণ ও নিরন্তর নিষ্পেষণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অন্তরাত্মার জীবনী শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে। গৃহস্থ জীবনে ভরণ পোষণের অসদ্ভাবে আধ্যাত্মিক ভরণ-পোষণেরও শোচনীয় অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। সুতরাং এ অবস্থায় বিষয়-চিন্তা ভারাবসন্ন ভূদেব মস্তকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আর কিরূপে মানব-জগতের সমবেত-স্বার্থপূর্ণ গুরুভার বহনে সক্ষম হইবেন? হায়! তাই বুঝি হিন্দুর জীবনস্বরূপিণী দেবভাষা আজ অনাথিনী কাঙ্গালিনীর বেশে ম্লান মুখে খৃষ্টান রাজার দ্বারে সাহায্য ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান! আজ ব্রাহ্মণ সংসার সেবায় বিপন্ন হইয়া দেবভাষার সেবায় অসমর্থ হইয়াছেন, তাই তাঁহার এই দশা!

অব্যাপ্ত সত্ত্বায় ব্রাহ্মণ "ভূদেব" আখ্যায় বিখ্যাত হইলেও পাঞ্চভৌতিক সত্ত্বায় মনুষ্যই বটেন, সুতরাং আহারাচ্ছাদন-পালিত উক্ত পাঞ্চভৌতিক সত্ত্বার শক্তি রক্ষার্থ ব্রাহ্মণকেও অন্যান্য বর্ণের ন্যায় ব্যতিব্যস্ত ও ভাবনাগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিশ্চিন্ত ও শান্ত না করিতে পারিলে, কদাচ উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে।

জয়পুরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে এখনও নাকি অষ্টাদশ সহস্র সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান! যোগাযোগবা-বিচ্ছিন্ন এত বিপ্লব বিধ্বংসের পরেও এই আঠার হাজার গ্রন্থ নিহিত জ্ঞানরাশি ভগবৎ কৃপায় আজিও জগতের ভাগ্যে দুর্লভ নহে। নানাপ্রকার অত্যাচার, আর্য্য সমাজের অনাস্থা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকারান্তরে উপেক্ষা করিয়া—বলিতে কি, একরূপ না খাইয়া, না পরিয়াও ভারতে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই সংপত্তের ন্যায় এই গ্রন্থরত্ন বা জ্ঞান-রত্নরাশি বুকে বুকে রাখিয়াই রক্ষা করিয়াছিলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া—জগৎসংসার গ্রাহ্য না করিয়া, বিপন্না বিহঙ্গিনীর ডিম্ব রক্ষার ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই অবারাবণ রক্ষা কার্য্যটা মানব সমাজের মহতী কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছে। অতএব শুদ্ধ এই কথাটা বুঝিয়া দেখিলেও আশা হয় যে, এই সংস্কৃত বিদ্যার প্রকৃত রক্ষা, পোষণ ও বিতরণ কর্ত্তা ভূদেব মণ্ডলীর সেবা বিধানে ভূতলস্থ জ্ঞান লিপ্সু-তত্ত্বপিপাসু যে কোন জাতীয়ের বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই সহানুভূতি সম্ভাবিত। তর্কস্থলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে সর্ব্ব দোষের আকরস্বরূপ ধরিয়া লইলেও কেবল এই দেবভাষার অনুরোধেই ভূদেব-সেবা ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বজাতীয় মানব সমাজের অবশ্যপ্রতিপাল্য সার্ব্বভৌমিক ব্রতস্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত।

তুমি হিন্দু হও, 'ব্রাহ্ম' হও, বৌদ্ধ হও, খৃষ্টান হও বা মুসলমান হও, তুমি আস্তিকই হও বা নাস্তিকই হও এবং সদাচারী হও বা অসদাচারী হও, বল দেখি, পৃথিবীতে এই দেবভাষার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকা তোমার বাঞ্ছনীয় কিনা? বেদ, বেদান্ত, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য (কাব্যালঙ্কার) এবং শিল্প সঙ্গীতাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা প্রভৃতি অনন্ত-তত্ত্ব প্রসবিনী, অনন্তজ্ঞান-জননী, অসংখ্য গ্রন্থরত্নরক্ষিণী এবং অবনীর অলঙ্কার, মানবের অহঙ্কার ও মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের উপহার-রূপিণী এই দেবভাষা, অতএব মানবজাতির অব্যাহত অভ্যুদয় এবং সর্ব্ববিধ সুখ, শান্তি ও শিক্ষায় যদি তোমার এক বিন্দু সহানুভূতি থাকে, তবে তুমি যাহাই হওনা কেন, দেবভাষার রক্ষণ ও পোষণে তোমার অনিচ্ছা ও অনাস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু যদি অসম্ভবও সম্ভব হয়, তবে তাহার কারণ তোমারই অদৃষ্টের দোষ, বুদ্ধির দোষ, জ্ঞানের অভাব ও মোহের প্রভাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহা হইলে,—বলিতে কি, তুমি পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ কুসন্তান, সভ্যসমাজের বিদ্রোহী ও মানবজাতির উন্নতি প্রতিরোধী শত্রুস্বরূপ। আমরা ভারতবাসী—হিন্দু, আমাদের অন্তর্জগৎ দেবভাষার একান্ত আশ্রিত, সুতরাং এ কথা যে কেবল আমরাই জোর করিয়া বলিতেছি, এমন নহে; বোধ করি, আজ পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও অবিসংবাদিতরূপে, অসঙ্কোচিত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবেন। শিক্ষিত সমাজে এমন হৃদয়হীন অপদার্থ কে আছে, যে সংস্কৃতভাষার অভ্যুদয়ে আনন্দিত, বিলোপে ব্যথিত না হয়? দেশ নির্ব্বিশেষে জাতি নির্ব্বিশেষে ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানব সাধারণের যাহা হিতকর বস্তু, তাহার বিরুদ্ধে যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে, সে মানব আকৃতির অধিকারী হইলেও মানব-প্রকৃতির সুদূর প্রান্তেরও পথিক নহে। অতএব এই জগদারাধ্যা দেবভাষার রক্ষাবিধানার্থে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের রক্ষাবিধান একান্ত কর্ত্তব্য। এ উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ। সংস্কৃত ভাষা, তদধীন অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তদাধার গ্রন্থরাশি যিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাবেও রক্ষা করিবার আশা করেন, তিনি ও শুষ্ক সরোবরে মৎস্য-সঞ্চয়াভিলাষী বাতুল, একই শ্রেণীর বুদ্ধিমান্!

পূর্ব্বকালে ভারতীয় রাজগণ বিশেষ ভাবে এবং হিন্দুসমাজ সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণের সংসার চিন্তার ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিক হিন্দুসমাজ তদর্থে ধর্ম্মতঃ দায়াধ অনুভব করিতেন; সুতরাং ব্রাহ্মণগণও সোৎসাহে তাঁহাদের সমস্ত অন্তর্জগৎ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত অবকাশই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংস্কৃত শাস্ত্র সেবায় নিয়োগ করিতেন। তাহারই ফলে একদিন জগতের ভাগ্যে,—বিশেষতঃ ভারতের ভাগ্যে রত্ন ফলিয়াছিল। কিন্তু হায়! এখনকার অবস্থা ভাবিলে হৃদয়বিদীর্ণ হয়, অশ্রু অসম্বরণীয় হয়। আজ কিনা সংসার দায়ে আমাদের সমস্ত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন, নিত্য প্রীতিপূজাস্পদ

সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত অসৎ প্রতিগ্রহ, নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপেক্ষা প্রভৃতি দীনাত্মা সুলভ বহুবিধ হীনকার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া, "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী" এই আপন উক্তির আপনিই দীপ্তদৃষ্টান্তস্থল হইয়া বসিতেছেন।

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥"

পেটের দায়ে—পোষ্য পোষণের দায়ে এই মনুবাক্যটীর যথার্থ ভাবার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ অনুসরণ না করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা স্বয়ং আজ ইহার শাব্দিক অর্থ মাত্র গ্রহণ করতঃ যেন সত্য সত্য শত অকার্য্য করিতেও অগ্রসর! সমাজের ব্রাহ্মণ-পালনী প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও শক্তির বিপর্য্যয়েই আজি এ দুঃখে কাঁদিতে হইতেছে।

একদিন রাজরাজেশ্বরের মুকুটমণি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরণ-ধূলায় রঞ্জিত হইত এবং যে ব্রাহ্মণের সেবায় রাজভাণ্ডার সতত অবারিত ও উন্মুক্ত রহিত, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেই আরাধ্য চরণ আজ কিনা আজানু-ধূলি-ধূসরিত হইয়া, ধনীর দ্বারে দ্বারে হয়ত চারিটী পয়সার প্রত্যাশায় ঘূর্ণ্যমান! তাহাতেও হয়ত অনেকস্থল হইতে নিরাশার নিদারুণ নিপীড়নে (এমন কি, কোথাও কোন মন্দ-ভাগ্য মূঢ়কর্ত্তৃক অশিষ্ট ব্যবহৃত হইয়া) বিষাদাবসন্ন প্রাণে—ম্লানবদনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ইহাও কি প্রাণে সহ্য হয়? হিন্দুর চক্ষে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? আমাদের কত ভক্তি—কত আদরের ধন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আজি এই দশা, এ চিন্তা মনে উঠিলে চিত্ত উদ্বেলিত—নয়ন উচ্ছলিত হয়। প্রাণের কথা বলিতে কি, অশ্রুজলে কালী গুলিয়া বুঝি এ বর্ণনা লিখিলে ঠিক হয়। মনে হয়, যেন ঐ শীর্ণকায় ম্লান-মুখ, কাতর-হৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে কলির হিন্দুসমাজ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। তাহার বড় বাকীও নাই;—তাহাতে বড় আপত্তিও নাই। যদি ধর্ম্ম, আচার ও সংস্কৃত বিদ্যা এবং এই ত্রিতয়ের অনন্যরক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতই না থাকেন, তবে ভারত মহাশ্মশানে হিন্দু সমাজের মৃত দেহটা পড়িয়া থাকারই বা আবশ্যকতা কি? বরং দিন দিন বিকৃত ও পূতিগন্ধপূর্ণ হইয়া জগতের অস্বাস্থ্য উৎপাদন করা অপেক্ষা ব্রহ্ম-কোপানলে ইহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। নীতিকর্ত্তারাও বলিয়াছেন,—বরং শূন্যা শালা নচ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ।"

তাই বলি, ভাই হিন্দু! আমাদের প্রাণ-পূজ্য—ইহ পরত্রের পরমবন্ধু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আজ শুদ্ধ পেটের দায়ে—কেবল মাত্র পোষ্যপোষণের দায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে—আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন, এ অপেক্ষা আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে? ব্রাহ্মণের এই আত্মহত্যা এই ব্রহ্মহত্যা কি আরও দেখিতে চাও? চক্ষু উৎপাটিত হউক, এ দৃশ্য দর্শন হিন্দুর সাধ্যাতীত। যাহার শিরায় এক বিন্দুও পবিত্র আর্য্যশোণিত বহমান, এদৃশ্য দর্শন তাহার পক্ষে মহাপাপ।

গাভীমাতাকে কিছুমাত্র ঘাস জল না দিয়া তাহার দুগ্ধ পানার্থে যে মূর্খের রসনা লালায়িত হয়, সে যেমন জগতের উপহাসের পাত্র, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ্য শক্তিরূপিণী কামধেনুর নিকট পরমার্থ পীযূষ পানের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াও যদি আমরা "ভূদেব সেবা" দ্বারা সেই শক্তির জীবিকা না যোগাই, তবে আমাদের ন্যায় নির্লজ্জ মূর্খ ও অধিকতর উপহাসাস্পদই বা আর কে? এই অতি স্থূল কথাটাও কি হিন্দু সমাজ বুঝিবে না? আমাদের যথাসর্ব্বস্ব যে শাস্ত্রে ও যে ভাষায় নিহিত ও লিপিবদ্ধ, অন্ততঃ তাহারই রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হইতে কি এক প্রাণীও এই বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজে নাই? সকলেই কি মৃত? এই ধর্ম্ম লোপ—কর্ম্মলোপ, শাস্ত্রলোপ ও বিদ্যালোপের মহাভয়ে, অভয় দিতে কি একটী হস্তও উঠিবে না? আত্মসর্ব্বনাশ নিবারণ কল্পে একটী আত্মাও কি জাগিবে না? একটা প্রাণও কি কাঁদিবে না? সমাজের একটী সমর্থ লোকও কি এজন্য একটু মনে-প্রাণে ভাবিবে না? যদি অনিত্য ধনের দ্বারাই আপাততঃ ইহার যথাসম্ভব প্রতীকার হইতে পারে, তবু কি হিন্দুসমাজের একটী সার্থকজন্মা ধনশালীর হস্ত এতদর্থে মুক্ত হইবে না? চিরপরমার্থপ্রিয় হিন্দুসমাজ কি আজ এতই অনর্থকর অর্থপ্রিয় হইয়াছে? অর্থের এমন সদ্ব্যয়সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া সদ্দৃষ্টান্ত কি একজন অর্থশালীও দেখাইবেন না? শক্তি থাকিতে—উপায় থাকিতে হিন্দু কি এমন করিয়াই স্বেচ্ছায় আপন জাতীয় অস্তিত্বটী কালসাগরে ডুবাইবে? ভগবন্! এ বিপদে রক্ষা কর। ধর্ম্মরক্ষক, শাস্ত্ররক্ষক, সমাজরক্ষক ও সংস্কৃত সাধক দেব ভাষার অনন্য সেবক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে রক্ষা করিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে হতবুদ্ধি হিন্দুসমাজের বল-বুদ্ধি ও উদ্যম অধ্যবসায় প্রদান কর।

সংস্কৃত বিদ্যার সার্ব্বভৌমিক আবশ্যকতাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালনের সার্ব্বভৌমিক হেতুভূত; সুতরাং ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সার্ব্বভৌমিক রক্ষানুষ্ঠানও সংস্কৃত বিদ্যোন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। এই সিদ্ধান্তই অধুনা আমাদের বিচার্য্য, বিবেচ্য আলোচ্য ও গ্রাহ্য। রোগ-নির্ণয় হইয়াছে; ঔষধও মিলিয়াছে এক্ষণে ভগবৎকৃপায় সেবন-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হওয়াই একান্ত প্রার্থনীয়।

উপসংহারে আবার বলি, অন্যান্য গুরুতর প্রয়োজন না ধরিলেও, একমাত্র দেবভাষা রক্ষার্থই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বৃত্তিস্থ ও প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্ববাদী সম্মত। বিষয়টী এমনই সার্ব্বজনিক গৌরবাস্পদ যে, হিন্দু, অহিন্দু, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী, আমেরিক, আস্তিক-নাস্তিক দেবভাষার মঙ্গলকামী যে কোন সমাজের যে কোন মতাবলম্বী ব্যক্তিই এতদর্থে ভূদেবসেবানুষ্ঠান অসঙ্গত বা অপ্রয়োজনীয় বলার অধিকারী নহেন। তবে কিনা, হিন্দুর ইহাতে যথাসর্ব্বস্ব লইয়া টান পড়িয়াছে বলিয়াই ইহার প্রতীকার-দায়িত্ব মুখ্যতঃ হিন্দুরই শিরে। এক্ষণে দেশ কাল পাত্রের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যথাযথ বৃত্তি ব্যবস্থাদির দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে সংসার চিন্তা হইতে অন্ততঃ কিয়দংশে অবকাশ দান ব্যাপারটী বিপুল অর্থ সাপেক্ষ, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যার্থ চিন্তা করিলে মনে আশা হয় যে, যদি অনিত্য অর্থের বিনিময়ে আমাদের ইহ পারলৌকিক

সর্ব্বার্থে অব্যাহত রাখিতে পারা যায়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিলোপে আমাদের জাতীয় জীবন—এমন কি, জাতীয় সত্ত্বাদির পর্য্যন্ত বিলোপ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে যতই অসম্ভব—যতই দুষ্কর হউক না কেন, তাঁহাদিগের রক্ষা বিধান আমাদের করিতেই হইবে। তবে কিনা, যে ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়-ক্লেদকূপের কীট; যাহার সংকীর্ণ সংসার-স্বার্থের নিকটে স্বজাতি, স্বসমাজ, স্বধর্ম্ম, এমন কি চরাচর বিশ্বসংসারও নথাগ্রবৎ উপেক্ষণীয়, সে আত্মঘাতী সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? হিন্দুসমাজ সাধারণ্যে আমাদের এতৎ প্রবন্ধানুগত এই টুকু শেষ বক্তব্য যে, হিন্দুশাস্ত্র নিহিত, দেবভাষা বিবৃত ও ভূদেব-উপদিষ্ট যে নিত্যধন লাভের বলে অনিত্যধন সম্বন্ধে হিন্দুর বদান্যতা জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেই হিন্দুশাস্ত্র, সেই দেবভাষা ও সেই ভূদেবমণ্ডলীর সেবাদ্বারা, হিন্দুর সেই ধর্ম্মধন রক্ষার্থে সেই বদান্যতা কদাচ সঙ্কুচিতা হইবে না; ইহাই আশা, ইহাই ভরসা, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

দানীয় পাত্র-নিরূপণ।

ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকম্।

দানং হি বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে পারলৌকিক কার্য্য করিবে এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক দান করিবে।

দ-সং ৩।২৪।

সমদ্বিগুণসাহস্রমানন্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্।

দানে ফলবিশেষঃ স্যাৎ বিশেদ্‌যাযত্র এব হি॥

দানের ফল যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ, সহস্রগুণ ও অনন্তগুণ হইয়া থাকে। অতএব পাত্রভেদে দানের বিশেষ বিশেষ ফল আছে বলিয়া সৎপাত্রে দান করার নিমিত্তই বিশেষ যত্ন করিবে।

ঐ ২৫।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।

সহস্রগুণমাচার্য্যে ত্বনন্তং বেদপারগে॥

অব্রাহ্মণে দান করিলে সমান ফল অর্থাৎ যে দান বিষয়ে যে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই হয়। ব্রাহ্মণব্রুব ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল, আচার্য্যকে দান করিলে তাহার সহস্রগুণ ফল এবং বেদপারগকে দান করিলে তাহার অনন্তগুণ ফল হয়।

ঐ ২৬।

কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্ম্মণাং।

ন্যূনাধিকতা বাপি তাবদেব হি কর্ম্মণাং॥

কালভেদে (১), দেশভেদে (২) ও পাত্রভেদে (৩) দানাদি কর্ম্ম সমুদায়ের ন্যূনাতিরিক্ত ফল সঞ্জাত হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ২।৩৭।২২।

বিধিহীনং তথাঽপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।

ন কেবলং হি তদ্দ্রব্যং শেষমন্যচ্চ নশ্যতি॥

অপাত্রে ও অবৈধরূপে কোন দ্রব্য দান করিলে কেবল সে দ্রব্য নষ্ট হয় এমত নহে, কিন্তু দাতার পুণ্যাদি সমস্তই নষ্ট হয়॥

দ-সং ৩।২৭।

সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনং।

সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিনশ্যতি॥

সুক্ষেত্রেই বীজ বপন করিবে আর সুপাত্রেই দান করিবে, যেহেতু সুক্ষেত্রে ও সুপাত্রে যাহা নিক্ষিপ্ত হয় তাহা নিরর্থক হয় না, সুতরাং সৎপাত্রেই দান করা একান্ত আবশ্যক।

ব্যা-সং ১।৪৮।

ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিষ্কর্করমকণ্টকং।

বাপয়েত্তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সার্ব্বকামিকী॥

ব্রাহ্মণের মুখ কঙ্কর ও কণ্টকশূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ হয়, অতএব সর্ব্ব ফলাকাঙ্ক্ষী কৃষক এবম্বিধ সুক্ষেত্রেই বীজবপন করিবে।

ঐ ৫১।

ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ং।

নারায়ণে চ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলে স্বয়ং নারায়ণ সন্তুষ্ট হন এবং নারায়ণ সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন॥

ব্র-বৈ-পু ১।১১।১৫।

সংভুঙ্‌ক্তে স দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে সমশেষানিরূপণং।

তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন দ্বিজঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ॥

ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সদ্ভোগ মধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে।

গ পু ১।১১৫।৫১।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

তদ্ভক্ত্যাচারচরণা ইতরে নামধারকাঃ॥

যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের মর্ম্মজ্ঞ এবং তদুক্ত-ব্যবহার-নিষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলে, তদিতরকে ব্রাহ্মণ নামধারি মাত্র বলা যায়।

কা-খ ২।৫১।

স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রোপবনাচ্চ হুতাশনাৎ।

পবিত্রশ্চাপি তেজস্বী তস্মাদ্ভীতাঃ সুরাঃ সদা॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্র পবন অপেক্ষাও পবিত্র এবং হুতাশন অপেক্ষাও তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের নিকট দেবতারাও সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন।

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৯৭।

জপৈস্তপোভিশ্চ হোমৈশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন চ।

নাবং বেদময়ীং কৃত্বা তারয়ন্তি তরন্তি চ॥

---

(১) চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বকাল।

(২) তীর্থাদি দেশ।

(৩) ব্রাহ্মণাদি পাত্র।

ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকে এবং আপনাকে উদ্ধার করেন ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১৩।

ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েদ্‌যস্তু তুষ্যন্তে তস্য দেবতাঃ।
বচসা চাপি বিপ্রাণাং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণের বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১৪।

তস্মিন্ দেয়ং দ্বিজে দানং সর্ব্বাগমবিজানতা।
প্রদাতারং তথাত্মানং তারয়েদ্‌যঃ স শক্তিমান্ ॥

যে ব্রাহ্মণ স্বশক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন ॥ ঐ ২১।

অন্যেভ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যশ্চৈব ক্রিয়াপরাঃ।
ব্রহ্মবেত্তা চ তেভ্যোঽপি পাত্রং বিদ্যাতপোন্বিতঃ ॥

অন্যান্য বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও যাঁহারা ক্রিয়া-পরায়ণ তাঁহারাই প্রধান, আবার তন্মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ এবং বিদ্যা ও তপস্যানিষ্ঠ, তাঁহারাই সৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন। গ-পু-১৯৮।১

যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কোটিব্রাহ্মণভোজনৈঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জ্ঞানিনং যস্তু ভোজয়েৎ ॥
জ্ঞানিভ্যো দীয়তে যচ্চ তৎকোটিগুণিতং ভবেৎ ॥

মনুষ্য কোটিসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, একটী আত্মজ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে যাহা দান করা যায়, তাহা কোটীগুণ ফলপ্রদান করে ॥

শি-গী ১১।৪৪—৪৫।

বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥

বিদ্যা ও তপস্যাশূন্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না, যদি প্রতিগ্রহ স্বীকার করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে অধোগামী করে। গ-পু ১৯৮।৪।

ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এবং পুত্র কলত্রাদি ভরণপোষণে অসমর্থ ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি ধনদান করিলে দাতা তজ্জন্য পরলোকে স্বর্গভোগ করে।

ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, বিড়ালব্রতী (১) বা বকব্রতী (২) অথবা বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বিন্দুমাত্র বারিও দান করিবেনা ॥

ম সং ৪।১৯২।

সার্ব্বভৌতিকমন্নাদ্যং কর্ত্তব্যন্তু বিশেষতঃ।
জ্ঞানবদ্ভ্যঃ প্রদাতব্যমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥

প্রাণীমাত্রকেই অন্নদান, বিশেষতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথাচরণ করিলে নরকে গমন করিতে হয় ॥ দ-সং ৩।১৬।

ব্যসনপ্রতিকারার্থং কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে।
এবমন্বিষ্য দাতারং সর্ব্বদানেষ্বয়ং বিধিঃ ॥

দুঃখের প্রতিকারার্থ ও কুটুম্বগণের প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করিতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া দান করিবে, সকল প্রকার দানেরই এই বিধি ॥ দ-সং ৩।২৮

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় ! মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

হে কৌন্তেয়। দরিদ্রকে প্রতিপালন কর, ধনবানকে ধন দান করিও না, কারণ রোগীরই ঔষধ পথ্য হয়, অরোগীর ঔষধে প্রয়োজন কি ? হি উ

অতিথি-পূজা।

সকল প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে আর্য্য জাতির অতিথি-পূজা এক প্রধান ধর্ম্ম। যে পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়, তাহার একটী অঙ্গ-নযজ্ঞ, অর্থাৎ অতিথি-পূজন। যে গৃহস্থের আলয় অতিথির পদরেণুর দ্বারা পবিত্রীকৃত হয় না, যে গৃহী নিত্য অতিথির চরণামৃত সংস্পর্শে বঞ্চিত, তাহার গৃহ স্বর্ণবিনির্ম্মিত হইলেও তাহাকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহা নির্জ্জন অরণ্য বলিয়া পরিগণিত। যে গৃহস্থ অতিথি-সৎকারে তৎপর, তাহাকেই প্রকৃত গৃহস্থ সংজ্ঞায় ভূষিত করা যাইতে পারে। যে দেশে অতিথির সৎকার না হয়, সে দেশ সাধু মহাত্মাগণের অগম্য। অতএব গৃহস্থ সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অতিথি-পূজা করিবেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃ স্মৃতঃ ॥

নারীগণের যেমন স্বামী প্রভু, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ একমাত্র প্রভু, গৃহস্থ সম্বন্ধে তেমনি অতিথিই প্রভু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অতিথিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্টঃ তস্য তুষ্টঃ স্বয়ং হরিঃ ॥

যে গৃহী সর্ব্ব দেবময় অতিথিকে পূজা করেন, তাঁহার দ্বারা সমস্ত দেবতাই পূজিত হইয়া থাকে। অতিথি যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার প্রতি স্বয়ং হরিই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎফলং।
সর্ব্বব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া ॥

---

(১) যাহারা ছদ্মবেশধারী, লোকবঞ্চক, পরহিংসাপরায়ণ তাহাদিগকে বিড়ালব্রতী বা বিড়ালতপস্বী বলা যায়।

(২) যাহারা আপনাদিগের বিনীতত্ব প্রকাশ করণার্থ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, বিমর্ষভাবাপন্ন, নিষ্ঠুরাচারী, স্বার্থসাধনে তৎপর, শঠ ও মিথ্যাবিনীত তাহাদিগকে বকব্রতী বা বকধর্ম্মী বলা যায়।

সর্ব্বৈস্তপোভির্ব্বিবিধৈঃ নিত্যৈর্নৈমিত্তিকাদিভিঃ।
তদেবাতিথিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

গৃহী সমস্ত তীর্থাবগাহন, মণি মুক্তাদি রত্ন-দান, সকল প্রকার ব্রতোপবাসাদি এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল লাভ করিতে পারে এবং নানাবিধ তপস্যা ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফল সঞ্চিত হয়, তাহা অতিথি-সংকার জনিত ফলের তুলনায় অতি সামান্য। অতিথি-পূজা তীর্থাবগাহনাদি সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম অপেক্ষায়ও মহাফল-দায়িনী।

স্বাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ।

যে গৃহস্থ অতিথিকে স্বাগত বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ করেন, তাহার প্রতি দক্ষিণাদি অগ্নিগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। যিনি আসন, পাদশৌচ, এবং অন্নাদি দানের দ্বারা অতিথি সংকার করেন, তাহার সম্বন্ধে যথাক্রমে ইন্দ্র, পিতৃগণ ও ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা অতিথির যেরূপ সম্মাননা এবং অতিথি-সংকারের মহাফলতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের স্মরণ করিয়া রাখা উচিত যে, "কখনই আমার গৃহে যেন অতিথির অবমাননা না হয়।"

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥
পিতরস্তস্য গৃহ্ণন্তি পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণং।
তস্যাতিথিং ন গৃহ্ণন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ॥

যাহার গৃহ হইতে অতিথি আতিথ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই অতিথি বিমুখ কারীকে অতিথির পাপ রাশি গ্রহণ করিতে হয় এবং যদি তাহার সঞ্চিত কিছু পুণ্য থাকে, তাহা অতিথি গ্রহণ করেন। অতিথির অবমাননাকারীর পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত পিণ্ডদানাদি এবং তর্পণোদকাদি গ্রহণ করেন না, অগ্নি তাহার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন না, দেবগণ তাহার পুষ্প গন্ধাদি উপহার গ্রহণ করেন না। অতএব এক মাত্র অতিথিসংকারের অভাবে, গৃহস্থের যত কিছু অনর্থ পাত সম্ভব, তাহা সমস্তই সম্ভাবিত হইতে পারে। তাই শ্রুতি স্বয়ংই অতিথির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ মাত্রকেই অতিথিসংকারে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত করিয়াছেন এবং একমাত্র অতিথি-সংকারের অভাবে যে গৃহস্থের সমস্ত প্রকার অমঙ্গলই ঘটিতে পারে, তাহাও দেখাইয়াছেন। আমরা এই স্থানে সেই যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের উপাখ্যান ভাগের মর্ম্মার্থ দেখাইব, এবং প্রয়োজন অনুসারে দুই একটী শ্রুতিও উদ্ধৃত করিব, তবেই পাঠকগণ অতিথি-সংকারের মহাফল এবং উচ্চতা বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব কালে বাজশ্রবস মুনির তনয় যজ্ঞফল কামনা করিয়া সর্ব্বস্ব দান পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলে তৎকালে তাহার নচিকেতা নামক পুত্র জন্মলাভ করেন। তিনি কুমারাবস্থায়ই মনে করিলেন আহা! আমার পিতা সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু মদীয় পিতা দক্ষিণার্থ যে সকল গোদান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছি। কারণ আমি শুনিয়াছি,—"পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ।" যাহারা যজ্ঞের দক্ষিণার্থ পীতোদক (পূর্ব্বেই জলপান করিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আর জলপান করার সামর্থ্য নাই) জগ্ধতৃণ (পূর্ব্বেই তৃণাদি আহারে সমর্থ ছিল, এখন আর তৃণাদি আহার করিতেও পারে না।) দুগ্ধদোহা (পূর্ব্বে দুগ্ধবতী ছিল, ইদানীং দুগ্ধ বিহীন) এবং নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ জীর্ণ শীর্ণ, তৎক্ষণাৎই মৃত্যু মুখে নিপতিত, এতাদৃশ গোদান করে, তাহারা সেই গোদান জনিত কুফলে পরলোকে নিরানন্দ—সর্ব্বদা অসুখময় স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানে বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে *। অতএব আমার পিতা দক্ষিণার্থ যে সকল গোদান করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের অনুগত, সুতরাং এই গোদান জনিত কুফলে পিতা উত্তম স্থানের পরিবর্ত্তে অতীব জঘন্য স্থানই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব পুত্রের সর্ব্বদাই পিতার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতাকে অধর্ম্ম-বিপদ্ হইতে রক্ষা করা উচিত। সুতরাং আমার পিতার যে প্রকারে এই পাপের ক্ষালন হইতে পারে আমিও তাহার উপায় বিধান করিব। ইহা মনে করিয়া নচিকেতা বিনয় পূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন। পিতঃ! আপনি যজ্ঞীয় দক্ষিণার্থ যে সমস্ত গোদান করিয়াছেন, ইহার দ্বারা সঙ্কীর্ণ চিত্ততার পরিচয় মাত্র হইয়াছে, তাদৃশ দানের দ্বারা পর লোকের সমাগমাশা নাই, অতএব আপনি আমাকে প্রদান করিয়া আপন চিত্তের উদারতা সম্পাদন করুন। কেননা যিনি অতি প্রহৃষ্ট চিত্তে আপন পুত্রকে দান করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান্ এবং উদারচিত্ত বলিয়া কথিত হয়েন। এইরূপ বারম্বার নচিকেতা বলিলে, তখন পিতা রুষ্টভাবে বলিলেন "আমি তোমায় মৃত্যুকে প্রদান করিলাম" তখন পুত্র পশ্চাৎ করণে পিতাকে বলিলেন, "আপনি যমের উদ্দেশে আমাকে দান করিয়াছেন, অতএব আমাকে যমালয়ে গমনের আদেশ করুন, যে বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। কারণ সাধুগণ কদাচ সত্যের অবমাননা করেন না। আপনি আমাকে একবার মৃত্যুর উদ্দেশে দান করিয়া পুনরায় পুত্রস্নেহাভিনিবিষ্ট হইয়া সেই সত্যের অবমাননা করিলে সাধুগণ আপনাকে নিন্দা করিবেন।" নচিকেতা পিতাকে এই প্রকার বারম্বার বলিলে তখন পিতা পুত্রকে যমালয়ে গমনের আদেশ করিলেন। পুত্র কৃতার্থমনা হইয়া যমালয়ে গমনপূর্ব্বক তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে যম প্রোষিত ছিলেন, সুতরাং প্রভুর আদেশ ব্যতীত আহারাদি অকর্ত্তব্য, এইরূপ মনে করিয়া নচিকেতা তিন রাত্রি অনশনে থাকিলেন। যমের অমাত্যগণ এবং পত্নী সাতিশয় যত্ন সহকারে অতিথিকে আতিথ্য

* বদান্যগণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাহা দান করিতে হয়, তাহা ব্যবহারোপযোগী হওয়া উচিত, যাহা অব্যবহার্য্য হয়, তাহার দ্বারা গ্রহীতার কোন উপকার হইবে না, তাদৃশ বস্তু-দান, দাতার কেবল মাত্র নরকের জন্য হইয়া থাকে।

গ্রহণার্থ বিশেষ আগ্রহ করিলে, তখন অতিথি নচিকেতা বলিলেন—"আপনারা আতিথ্য গ্রহণার্থ অতিনির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করুন, কারণ আমি পিতৃদেব কর্ত্তৃক যমরাজে প্রদত্ত হইয়াছি, সুতরাং আমাতে আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধ্যাদি এখন প্রভুর আয়ত্ত, অতএব তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক নহি। অনন্তর যমরাজার ভার্য্যাদি অতিথিদ্বারা এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়া যমের আগমন প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন রাত্রি অতীত হইলে যমরাজ নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সহধর্ম্মিণী এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গকে অতিবিষণ্ণভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমাদের বড়ই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের গৃহে অগ্নিবৎ-তেজস্বী একটী ব্রাহ্মণ অতিথি তিনরাত্রি অনশনে অতিবাহিত করিতেছেন। আমরা বহু যত্ন করিয়াও তাঁহার শান্তি বিধানে সমর্থ হইলাম না, অতএব আপনি তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দানের দ্বারা প্রসন্ন করুন। আমরা শুনিয়াছি,—

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাঞ্চেষ্টা-
পূর্ত্তে পুত্রপশূন্ চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো-
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে॥

যে অল্পবুদ্ধি কৃপণ পুরুষের গৃহে অতিথি উপবাসী থাকেন, তাঁহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়,—তাহার ইষ্টাদি বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে সঞ্চিত আশা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং সাধু সঙ্গতি জন্য ফল, প্রিয় বাক্য প্রয়োগ জনিত ফল, অশ্বমেধাদি যাগ জন্য ফল, পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠাজন্য ফল ও পুত্র, পশু ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব আপনি এই অতিথিকে প্রসন্ন করিয়া আমাদের শ্রী রক্ষা করুন।

অনন্তর মৃত্যু স্বয়ং অতিথি নচিকেতাকে নানাবিধ পূজা পুরঃসর স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

তিস্রোরাত্রির্যদবাৎসীঃ গৃহে মে
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্! অতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্! স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎপ্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥

হে ব্রহ্মন্! আপনি অতিথি ভাবে মদীয় গৃহে সমুপস্থিত হইয়া আজ তিন রাত্রি অনশনে অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহা আমার বড়ই অকল্যাণকর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতিথি, ত্রিলোকের নমস্য, সুতরাং আপনাকে আমি নমস্কার করি। আমার যেন অমঙ্গল হয় না। আমি গৃহে না থাকা বশতঃই অতিথি-সৎকারের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এখন যদিও তাহার প্রতিবিধানের সামর্থ্য নাই; তথাপি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি,—আপনি প্রসন্ন হইয়া তিন রাত্রি অনশনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনটী বর গ্রহণ করুন।

যম অতিথির যথাযোগ্য পরিচর্য্যা করিতে না পারিয়া অতিশয় ভীত ভাবে সেই দোষের পরিমার্জ্জনার্থ বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে তখন প্রহৃষ্টচিত্তে নচিকেতা বর গ্রহণে সম্মত হইলেন এবং আতিথ্য গ্রহণের প্রতিবন্ধক পূর্ব্বোক্ত কারণ যমের নিকট বলিলেন।

আমরা উপাখ্যানাংশ এই স্থানেই শেষ করিলাম। সহৃদয়গণ। গৃহস্থগণ! আপনারা সকলেই এই উপাখ্যানের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করুন। এখানে শ্রুতির উপাখ্যান বলা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উপাখ্যানের দ্বারা অতিথি-সৎকারের আবশ্যকতা দেখানই উদ্দেশ্য। অতএব সকলেই শ্রুতির পরম কল্যাণকর এই আদেশ স্মরণ করিয়া অতিথি-সৎকারে যত্নবান হউন। হিন্দুর অতিথি সৎকার বড়ই আদরের দ্রব্য, বড়ই সুখের সামগ্রী। এই নিমিত্তই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ একাহারে অনাহারে থাকিয়াও কদাচ অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, যে গৃহীর গৃহে অতিথির পূজা হয় না, ক্ষুধার্ত্ত পিপাসার্ত্ত অতিথি যাহার গৃহ হইতে মধ্যাহ্নার্ক-মরীচি-মালায় অভিহত হইয়া বিফল মনোরথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহার সমস্ত শ্রী, কান্তি, তেজ, ঐশ্বর্য্য এমন কি সমস্তই অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। সে নরাধম, নরপিশাচ গৃহী হইয়াও অরণ্যবাসী বা শ্মশানবাসী বলিয়া অভিহিত হয়। যে কৃপণাশয় ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়াও অদীনভাবে প্রশান্ত মানসে প্রকৃত দেবভাবে অতিথিকে সপর্য্যাদান করে নাই, সেই নীচাশয়ের ঐহিক পারত্রিক কোন লোকেই সুখের আস্পদ হয় না। অতএব হে আর্য্যগণ! হে হিন্দুবংশধরগণ! আপনারা একাগ্রচিত্তে শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও শ্রুতিপ্রতিপাদিত, শাস্ত্রানুমোদিত, পূর্ব্বপুরুষগণ নিষেবিত সেই অতিথি-সৎকার-ব্রতে দীক্ষিত থাকুন, যাঁহার যাহা সাধ্য হয়, যাঁহার যেরূপ বিভব থাকে, তিনি তদনুরূপেই আতিথ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। বিশুদ্ধভাবে উদারচিত্তে শাকান্ন দ্বারা অতিথি পূজা করিলেও তাহা অনন্ত ফলের নিদান হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥
মনুসংহিতা॥

অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, এতাদৃশ সুখ-সাধ্য অতিথি সৎকারে কখনই কোন মনীষি ব্যক্তি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না। সকলেই ইহাতে যত্নবান্ হইবেন।

আশা।

মানব সংসার রাজ্যে দুঃখ পায় কেন, শোক তাপাদি নানাবিধ যন্ত্রণায় অধীর হয় কেন? এই প্রশ্নের গভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখিলে একমাত্র আশাই নিখিল দুঃখের নিদানরূপে প্রতীত হয়। একমাত্র আশার সুদৃঢ় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই মনুষ্য প্রকৃত সুখের অনুভব করিতে পারে। তদ্ব্যতীত আশাবান্ পুরুষ কদাচ নির্ম্মল সুখের অধিকারী নহে। অতএব আত্ম-সুখেচ্ছু মানবের পক্ষে, আশা দুঃখের নিদান কি প্রকারে, এবং যদি আশাই দুঃখ নিদান হয়, তবে তাহার পরি-

তাদের উপায় কি? ইহাই চিন্তনীয় বিষয়। আশা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে "আশা" পদার্থটী কি, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ সার সংগ্রহ হইতে পারে না। আশা বলিতে ইষ্টার্থ-প্রার্থনা বুঝায়, অর্থাৎ যখন যাহা আমার অভীপ্সিত,তখন তাহা পাওয়ার নিমিত্ত যে ইচ্ছা বিশেষ, তাহাই আশা শব্দের অর্থ। আশা শব্দের এই অর্থ স্মরণ রাখিয়া এই প্রবন্ধীয় মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সংসারের মানব সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই আশাবান্। সংসার-রাজ্যে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানবমণ্ডলী আশা-চক্রের বক্র গতিতে সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এক প্রভাত হইতে অপর প্রভাত পর্য্যন্ত যত কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে এবং যত কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতেছে, তাহার মুখ্য কারণ আশা। ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বিষয়ে যেমন একমাত্র আশাই কারণ,নিবৃত্তি বিষয়েও তেমনি আশাই কারণ। ক্রিয়ার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে যে ক্রিয়ার দুই প্রকার বিভাগ করা হইল, ইহা ব্যাবহারিক কথা মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে আশা কেবল ক্রিয়ামাত্রেরই প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। ক্রিয়োন্মুখী হইবার পক্ষে যেমন প্রবর্ত্তনাত্মক ক্রিয়ার মূল কারণ আশা,তেমনি ক্রিয়া হইতে পরাঙ্মুখ হইবার পক্ষে ও নিবর্ত্তনাত্মক ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ একমাত্র আশাই পরিলক্ষিত হয়, তদ্ব্যতীত আর কিছু নহে, সুতরাং ক্রিয়ার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ আশা না বলিয়া ক্রিয়া মাত্রেরই মূলীভূত কারণ আশা, ইহা বলিলেই স্পষ্ট হইতে পারে। এবং বিভাগ-প্রক্রিয়া-বিষয়েও যত্ন করিতে হয় না। যাহা হউক আমরা উক্ত বিষয় গুলি সমস্তই দৃষ্টান্তের দ্বারা এখানে দেখাইব।

অপত্যহীন ব্যক্তি অপত্য কামনা করেন। এস্থলে অপত্য কামনা এবং তদানুসঙ্গিক যত কিছু ক্রিয়া, উহা সমস্তই আশা-মূলক। এস্থলে অপত্য এবং তদাশ্রিত সুখাদিই ইষ্ট বস্তু, তাহার প্রার্থনা অর্থাৎ সেই ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে ইচ্ছাই (আশাই) অপত্য কামনাদি ক্রিয়ার আলম্বন। আবার দেখুন,—আহার একটী ক্রিয়া, ইহাও আশামূলক, এস্থানে ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ইষ্ট বিষয়, কিন্তু ঘোর অবিবেকীর পক্ষে রসনা তৃপ্তিও ইষ্ট বিষয় বটে, তন্নিমিত্ত প্রার্থনাই (আশাই) ভোজন ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এস্থলে যদি অপত্য এবং তদাশ্রিত সুখ, অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং রসনার তৃপ্ত্যাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা না থাকিত, তবে অপত্য কামনাদি কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হইত না, সুতরাং অবিচলিত রূপে বুঝিতে হইবে, আশাই উক্ত ক্রিয়ার মূলীভূত হেতু। এই প্রণালী অনুসারে, মনুষ্য জগতে যাহা কিছু ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে, তাহার প্রত্যেকটীই আশামূলক। এইরূপে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বিষয়ে আশার কারণতা বুঝিতে হয়। আবার নিবৃত্তি বিষয়েও একই প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতাপত্য-ব্যক্তি অপত্য কামনা করেন না অর্থাৎ অপত্য কামনা হইতে নিবৃত্ত থাকেন, এস্থলে অপত্য-কামনা হইতে নিবৃত্ত থাকাও ক্রিয়া, এবং ইহাও আশামূলক। পুনঃপুনঃ বহু অপত্য অথবা দুই একটী অপত্য হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা অপত্যগণ মূর্খতাদি দোষে দূষিত হওয়ায় অপত্য জনিত সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, সুতরাং আর অপত্য প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা নাই। এখানেও অপত্য না হইলে যে শান্তি পাইব, সেই শান্তিই ইষ্ট বিষয়, তাহার নিমিত্তই প্রার্থনা। সুতরাং অপত্য কামনা হইতে নিবৃত্তি-ক্রিয়া ও আশা-জনিত। আবার আহার সম্বন্ধে ও এইরূপ বুঝিতে হইবে।—আহার করে না অর্থাৎ আহার হইতে নিবৃত্ত থাকে, এখানেও নিবৃত্ত থাকার প্রযত্নাত্মকই ক্রিয়া, ইহাও আশা মূলক। কোন কারণ বশতঃ আহারজনিত ব্যাধি হইয়াছে, ঐ ব্যাধি হইতে আরোগ্যই ইষ্ট বিষয়, তাহার প্রাপ্তি বিষয়ে প্রার্থনাই (আশাই) আহার নিবৃত্তির কারণ। এস্থলেও অপত্যজনিত দুঃখের শান্তি কামনা এবং আরোগ্য কামনা যদি না থাকিত, তবে অপত্য কামনা বা আহার হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। এইরূপে নিবৃত্তি বিষয়ে ও আশার কারণতা বুঝিতে হয়।

এখানে যেন পাঠকগণের ধারণা থাকে যে,প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ে মানসিক প্রযত্নকেই ক্রিয়া বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং প্রবৃত্তি সময়ে যাদৃশ মানসিক প্রযত্ন করিতে হয়, নিবৃত্তি সময়ে ও তাহার কোন ন্যূনাধিক্য হয় না। ঐ প্রযত্নাত্মক ক্রিয়াটী মনে মনে সমানই হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা প্রবর্ত্তনাত্মক ক্রিয়া, তাহার বিস্তৃতি বাহিরে ও হয়, এজন্য তাহাই বিশেষ লক্ষ্য হইয়া থাকে, আর নিবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়া মনোরাজ্যে বিস্তৃত হইয়া তাহাতেই প্রশান্ত হইয়া যায়, সুতরাং বহিস্তরে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না।

এযাবৎ আলোচনার ফলে আমরা বুঝিতে পারিলাম,আশাই আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এখন বুঝা আবশ্যক যে, আশা প্রবর্ত্তক হইলেও দুঃখ দায়ক হইবে কেন? কলপক্ষে আশাই দুঃখ দায়ক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আশা ভঙ্গে দুঃখানুভূতি হওয়া সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয় এবং আশা যে প্রতিক্ষণ ভঙ্গুরা,ইহাও অনুভূত সত্য, তবেই বুঝুন যেখানে আশা, সেই খানেই ভঙ্গ, এবং অনন্তর দুঃখ, ইহা নিশ্চিত। নিরপত্য ব্যক্তির অপত্যকামনা এবং ক্ষুধার্ত্তের আহার ক্রিয়া যে নিশ্চয়ই সুনিষ্পন্ন হইবে, তাহার নিশ্চায়ক কোন প্রমাণ নাই, তাহার ব্যাঘাত ও হইতে পারে, তবেই যে ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত তত্তৎ ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হইয়া ছিল, তাহার বিঘ্ন জনিত আশার ভঙ্গ হইল, সুতরাং আশা ভঙ্গ জনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মানব যে যে ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তির আশায় ক্রিয়োন্মুখ হয়,তাহার অধিকাংশই নানাপ্রকার কারণে ব্যাহত হইতে দেখা যায় এবং ব্যাঘাত জনিত দুঃখও সহচরভাবে নিরন্তর সন্নিহিতই থাকে। আবার নিবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়া সম্বন্ধে ও আশাভঙ্গ প্রণালী একরূপই দৃষ্ট হয়। তাহাতেও যে শান্তি ও আরোগ্য আশায় পুত্র কামনা ও আহার ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে শান্তি ও আরোগ্য যে হইবেই, ইহা অনিশ্চিত। যদি না হয়,তবেই সেখানে ও আশানাশ-জনিত দুঃখ অনিবার্য্য, অতএব আশা যে দুঃখের কারণ ইহা অবধারিত সত্য।

এখানে আর একটী কথা বুঝিয়া রাখা উচিত।—মানব আশা-ভঙ্গ নিবন্ধন সর্ব্বদা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, বুঝিলাম। কিন্তু আশা ফলবতী হইলে সুখ কারণ ও হইতে পারে, সুতরাং সর্ব্বত্রই যে আশা দুঃখের কারণ, তাহা বলা যায় না। আমাদের

বিশ্বাস যে, আশার ভঙ্গ হউক আর নাই হউক, আশার বিজৃম্ভণ হইলেই দুঃখ অনিবার্য্য। কারণ আশাবৃত্তিটী রজোগুণ-সম্ভূত। ইহাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গসমুদ্ভবং"। ইত্যাদি। রজোগুণ স্বয়ংই দুঃখস্বরূপ, সুতরাং আশা বৃত্তিটী নিজেই দুঃখস্বরূপ হইল। কারণ সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটী গুণ যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, অতএব এই গুণোৎপন্ন বৃত্তি ও সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক হইবে, কেননা কার্য্য মাত্রেই উপাদান-গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

আশা যে স্বয়ই দুঃখাত্মক, এ বিষয়ে তর্ক ও দৃষ্টান্তাদির অনুসরণ না করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই এ বিষয়ের পরীক্ষা হইতে পারে। যেমন ক্রোধ কামাদির উত্তেজনা কালে তত্তৎ বৃত্তির চরিতার্থতা নিবন্ধন সুখানুভব হইলেও সেই বৃত্তির স্বরূপগত-দুঃখের উপলব্ধি মনস্বীমাত্রেই করিয়া থাকেন, যেমন, এক প্রকার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, যাতনাময়ভাব উপস্থিত হয়, যেমন ক্রোধাদির বৃত্তি চরিতার্থ হইলেও সর্ব্ব শরীর ব্যাপী এক প্রকার ক্লেশের অনুভব হইয়া থাকে, আশা সম্বন্ধেও সেইরূপই হইয়া থাকে। উহাই রজোগুণের স্বরূপের উপলব্ধি। তেমন আশার অভ্যুদয় কালে অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করিলেই উহার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, যাতনাময়ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে পারিলাম, আশার সফলতা হইলেও উহার স্বরূপগত দুঃখ অনিবার্য্য এবং আশা ভঙ্গেত দুঃখ হইবেই হইবে, সুতরাং সর্ব্বদাই আশা দুঃখের নিদান, ইহা সিদ্ধান্তিত বিষয়।

এখন আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, আশা দুঃখের কারণ, সুতরাং আশার নাশে দুঃখের নাশ হইতে পারে, কেননা কারণ নাশে কার্য্যের নাশ, ইহা সকলেরই স্বীকৃত বিষয়, কিন্তু আশার নাশে সুখের সম্ভাবনা কি? মৃত্তিকার নাশে ঘটের নাশ হইতে পারে, তাহাতে বস্ত্রের উৎপত্তি হইবে কেন? এ কথার উত্তর বুঝিবার পূর্ব্বে মনের গঠন প্রণালীতত্ত্ব সংক্ষেপে একটু জানিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ সুখ দুঃখের অনুভবিতা মনের স্বরূপ জানিতে না পারিলে সুখ দুঃখেরও মর্ম্ম বুঝা যায় না।

মনের স্বরূপ নির্দ্দেশ।

মন পদার্থটী সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়। এই ত্রিগুণই মনের উপাদান, তন্মধ্যে স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ মন জ্ঞানাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মন ত্রিগুণ ময়, সুতরাং তাহার বৃত্তি ও ত্রিগুণময়ী। যখন মনে সাত্ত্বিকী বৃত্তির উত্তেজনা হয়, তখন মনের কেবল মাত্র সত্ত্বাংশটুকুই পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, রজ ও তম অংশ অভিভূত অবস্থায় থাকে, আবার রাজসী বৃত্তির বিকাশ হইলে, মনের রজ অংশ-টুকুই প্রকাশিত হয়, সত্ত্ব, তম অভিভূত হইয়া থাকে, যখন তামসী বৃত্তির উদ্রেক হয়, তখন মন কেবল তমোগুণের আল-ম্বনেই অবস্থিতি করে। কিন্তু মনের প্রতিক্ষণে এইরূপ বিপরি-ণাম দুই কারণে নিষ্পন্ন হয়। এক—সত্ত্বাদিগুণের ভবাভি-ভব-চেষ্টা, দ্বিতীয় বাহ্য ভাব। মন যে সময়ে বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি করে, তখন উহার উপা-দান গুণত্রয়ের কোন না কোন একটী উদ্দীপ্ত হয়, আর দুইটী লুক্কায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মন বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ রজস্তমের উপলব্ধি হইলেও তাহার স্থায়িত্ব হয় না, উহারা আপনিই অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন সত্ত্বেরই অনুভূতি হইতে থাকে। কারণ, মন স্বভাবতই সত্ত্বপ্রধান, আবার রজ বা তমের উপলব্ধি রূপ যে জ্ঞান-ক্রিয়া, উহাও সত্ত্বেরই পরিণাম, সুতরাং রজস্তম লইয়া অভ্যন্তরে ডুব দিলেও তৎসঙ্গে সত্ত্বের সম্মিশ্রণ থাকিবেই, নতুবা রজস্তমোগুণের প্রকাশটুকু হইবে না। কারণ রজস্তমোগুণের প্রকাশ হওয়া টুকু সত্ত্বের কার্য্য, উহা রজস্তমোগুণের নহে। এই নিমিত্তই রজস্তমের আবির্ভাব কালে সত্ত্বের সম্মিশ্রণ থাকে, কিন্তু সত্ত্বের আবির্ভাব কালে আর রজস্তমোগুণের সহায়তার আবশ্যক থাকে না। অতএব রজস্তমোগুণের অনুভবের প্রগাঢ় চেষ্টা করিলেও ঐ অভিনিবেশের প্রগাঢ়তার সহিত সত্ত্বগুণই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। কেননা চিত্ত স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে নির্ম্মিত, আবার রজস্তমোগুণ অনুভূতির নিমিত্ত যে অভিনিবেশ, উহাও সত্ত্বেরই কার্য্য, (ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।) সুতরাং মানসিক সত্ত্বাংশেরই পরিস্ফুরক। যেমন ক্রোধ একটী রজোগুণের বৃত্তি, কিন্তু উদ্দীপ্ত ক্রোধাবস্থায় যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে ঐ ক্রোধের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা যায়, তবে আর ক্রোধ বৃত্তির বিজৃম্ভণ থাকে না, তখন আপনিই শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্রোধ বৃত্তিটার অভিনিবেশের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বের প্রাবল্য হইয়া রজোবৃত্তি-ক্রোধটাকে উপশান্ত করিয়া দেয়। এইরূপে রজোগুণের উপলব্ধির গাঢ়তাবস্থায় সত্ত্বেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই গুণের ভবাভিভব চেষ্টা-জনিত মানসিক বিপরি-ণাম। এখন বাহ্য ভাব-জনিত মানসিক বিপরিণাম শুনুন। এই বিষয়টী বুঝা বড়ই দুস্তর, এই কারণে এখানে ইহার অধিক বিস্তার না করিয়া একটু আভাস মাত্র দেখাইব। বাহ্য বস্তু মাত্রেই ত্রিগুণ রচিত, সুতরাং বাহ্য বস্তু হইতে যখন যে ভাবটী বা যে গুণটী আসিয়া মনের যে গুণের সহিত মিলিত হয়, তখন সেই গুণই প্রকাশিত হইয়া উঠে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সম্মিলনে মানসিক বিপরিণাম হইয়া থাকে।

এখন বুঝুন আশার বিনাশে কেমন করিয়া সুখ হইতে পারে। আশা রজোগুণের বৃত্তি, সুতরাং উহা স্বয়ংই দুঃখ স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব মন যতক্ষণ আশা আব-রণে অবৃত থাকে, ততক্ষণ মনের রজ অংশেরই উদ্ভূতি হইতে থাকে, সুতরাং গুণের স্বরূপগত দুঃখেরই উপলব্ধি হয়। যখন মন হইতে আশা-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন চিত্তের সত্ত্বপ্রধানা বশতঃ সুখেরই উপলব্ধি হইতে থাকে। যেমন জল স্বভাবতঃ শৈত্যপ্রধান, কিন্তু অগ্ন্যাদির দ্বারা উহাকে তপ্ত করিলে উহার শৈত্যাংশ অভিভূত হইয়া অননুভাব্যরূপে থাকে, কিন্তু সেই তাপাবরণ উন্মুক্ত করিলেই জলের শৈত্য আপনিই প্রকাশিত হয়, তাহার নিমিত্ত যত্নান্তরের প্রয়োজন হয় না। তেমনি

চিত্তের আশা-কৃত রজ আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলেই সত্ত্বের স্বভাব সমুৎপন্ন সুখ আপনিই প্রকাশিত হয়। তদ্ব্যতীত আশার নাশে সুখের অভিনব উৎপত্তি হয় না। ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন।—

আশাবৈবশ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে।
ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি॥
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং। (পুরাণ)
নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। (সাংখ্যদর্শন)

মর্ম্মার্থ—চিত্ত আশাদ্বারা অভিভূত থাকিলে কখনই অত্যুৎকৃষ্ট সন্তোষ সুখ আসিতে পারে না। কারণ আশা সন্তোষ জনিত পরম সুখের অন্তরায়। কেননা আশাবান্ পুরুষের কখনই আশার পরিসমাপ্তি হয় না, সুতরাং সন্তোষ সুখের অবসর কোথায়? মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ" মানবের নিরতিশয় সুখ লাভের একমাত্র সন্তোষই কারণ। বিষয় কখনই সুখের কারণ হইতে পারে না। বিষয়ের এতাদৃশী মোহিনী শক্তি যে, চিত্ত বিষয় পাইয়া কদাচ পর্য্যাপ্তি লাভ করে না। যখন যে টুকু বিষয় উপস্থিত হয়, চিত্ত তৎক্ষণাৎই তাহার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং আশা-সঙ্গে চিত্ত সর্ব্বদা অভিহত হইয়া কখনই সন্তোষ সুখের আস্বাদ করিতে পারে না। যযাতি রাজা অতি বিষণ্ণতা সহকারে বলিয়াছিলেন,—"পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ। তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা যত্তেষেব হি জায়তে॥" আমি নানা প্রকার বিষয় সেবা করিতে করিতে পূর্ণ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু আমার বিষয় তৃষ্ণার অণুমাত্রও হ্রাস হইল না, প্রত্যুত যতই বিষয়ের উপভোগ করিতেছি, তৃষ্ণা ও ক্রমেই বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া আমাকে অভিভূত করিতেছে, অতএব মানব সর্ব্বদা তৃষ্ণাক্রান্ত করিবে। এ কথা অতীব সত্য। মনুষ্য আশাবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া কখনই তাহার অভিঘাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। যদি কেহ সন্তোষ সুখের সেবক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিরন্তর মহাজন গণের "যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং" এই অমূল্য উপদেশের স্মরণ করিতে হইবে। মন একমাত্র সন্তোষ সুখের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেও অনন্ত, অগণনীয় মহৎ সুখের আস্বাদ করিতে পারেন, আবার অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়াও একমাত্র সন্তোষ শক্তির অভাবই তাঁহাকে নিরীশ্বর করিয়া রাখে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, আশাই পরম দুঃখ স্বরূপ এবং নৈরাশ্যই পরম সুখের আকর, আশারূপ ম্লানতা অপগত হইলেই চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে।

এখন আমরা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলাম, আশাই দুঃখের কারণ এবং আশাত্যাগই সুখের হেতু। এবং আশার ন্যূনাধিক্যে মানব ন্যূনাধিক দুঃখভাগী আবার ন্যূনাধিক আশা পরিত্যাগে ন্যূনাধিক সুখের ভাগী, অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণ আশার সেবক, তিনি সেই পরিমাণে দুঃখাভিভূত, আর যিনি যে মাত্রায় আশা পরিত্যাগী, তিনি সেই মাত্রায় সুখলাভে সমর্থ। এ বিভাগও অবশ্যই স্বীকার্য্য বিষয়, সন্দেহ নাই।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আশা পরিত্যাগের উপায় কি? ইহার এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, বিচারই একমাত্র আশা পরিত্যাগের হেতু। যখন দেখিতে পাই, মানব মাত্রেই সুখলিপ্সু এবং দুঃখ জিহাসু, সুতরাং যাহাতে সুখ নাই, প্রত্যুত দুঃখের বাহুল্য, তাদৃশ আশার আশ্রয় করিব কেন? পক্ষান্তরে যখন আমাদের আশামাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, যখন আশা করি, তখনও আশা বৈফল্য হয়, আবার কখন আশার পূর্ব্বে ও অনেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন আশাবান হইয়া দুঃখভাগী হইব কেন? কোন ইষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত আশা গ্রন্থি বাধিলাম না, সুতরাং তাহার অফলে দুঃখভাগীও হইব না, ফল হয়ত সুখভাগী অবশ্যই হইব। যেমন কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তব্যানুরোধে আশা বিরহিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, রাজা অতি দয়াদ্রহৃদয়, দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখাভিভূত হইল, তিনি সহস্র রত্ন আগন্তুককে অর্পণ করিলেন, আগন্তুক তখন আশার অবিষয়ীভূত ফল লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু যদি আগন্তুকের দশ সহস্র রত্নের আশা থাকিত, তবে সহস্র রত্ন পাইয়া কখনই তাহার সুখের উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখানে অযত্ন সুলভ ধন পাইয়া আগন্তুকের সুখোদয় হইল, এবং না পাইলেও তাহার দুঃখ হইবার কারণ ছিল না। অতএব আশা করিলেই যে পাইব, তাহা যখন অনিশ্চিত, কিন্তু না পাইলে দুঃখ নিশ্চিত। সুতরাং আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মানবের দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নিরন্তর আশাত্যাগ পূর্ব্বকই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবেই মানব প্রকৃত সুখের সেবক হইতে পারে। এই প্রকার সর্ব্বদা চিন্তা করার নামই বিচার, ইহাই আশাত্যাগের কারণ। যে পর্য্যন্ত মানব এই বিচারে সমর্থ না হয়, ইষ্ট বিষয়ের দোষাবলী সম্যক রূপে ধারণা করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত আশা গ্রন্থি বিশ্লথ হয় না। মানব যাহার জন্য সর্ব্বদা আকুলিত হয়, যদি তাহার অস্থায়িত্ব প্রভৃতি দোষ সুদৃঢ়রূপে অবধারিত থাকে, তবে তজ্জন্য কদাচ আশা হইতে পারে না। মন নিজেই ঐ বস্তুর প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হয়। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। অতএব বিচারই যে আশা ত্যাগের মূল কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আশা-যোগ্য বিষয়েরও অস্থায়িত্বাদি দোষ চিন্তা করিতে হয়, তবেই বিচার সুদৃঢ় হইয়া আশাত্যাগের হেতু হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্তই আমরা আশা বিবরণের উপসংহার করিলাম।

সমালোচনা।

সংস্কৃত-চন্দ্রিকা—সংস্কৃত মাসিকপত্রিকা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত-জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঠিকানা—৯নং

বাবুরাম ঘোষের লেন, কলিকাতা। বার্ষিকমূল্য সাধারণের পক্ষে ১॥০ টাকা এবং ছাত্রদিগের পক্ষে ১৲ টাকা মাত্র। সংস্কৃত চন্দ্রিকা পাঠে অনেক বিষয়ে আমরা প্রকৃতই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক চন্দ্রিকাই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা বিন্যাসে সাতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা-দুর্ব্বোধ সংস্কৃত ভাষাকেও সরল হইতে সরলতর এমন কি সরলতম করিয়া বর্ত্তমান ইংরাজিশিক্ষিত যুবককে সংস্কৃত ভাষার আস্বাদনে লুব্ধ করা। সেজন্য তিনি চন্দ্রিকার প্রত্যেক বিষয় অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বা অল্প সংস্কৃতাভিজ্ঞ যুবকের পাঠ সৌকার্য্য সাধনে যত্নপর। সুতরাং উদ্দেশ্য ও যত্ন যে সাধু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা সুকোমল উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের চিন্তার পরিচায়ক দুই একটী প্রবন্ধ চন্দ্রিকায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইলে আরও সুখী হইব। জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করি যে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের বহু যত্নের চন্দ্রিকা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত মস্তিষ্ক যুবকগণের ভাষা ও শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুক।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা। আর্য্যমিশন ইনিষ্টিটিউসন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵১০ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার কুফল দেখাইয়া দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। সুতরাং উদ্দেশ্য যে সাধু তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী আর কিছু দিন এরূপভাবে প্রচলিত থাকিলে ভারতবর্ষের স্ত্রী জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তবে লেখক মহাশয় যে, স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সকল মতের আমরা পোষকতা করিতে পারিলাম না। প্রধানতঃ তিনি 'নরনারীকে' এক প্রকার অধিকারী মনে করিয়া এক প্রণালী অনুসারে অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশার্থ যেন যোগমার্গ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। অন্য স্থানে তাঁহার ভাব জড়িত থাকিলেও উপসংহারে একরূপ স্পষ্ট করিয়া তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে এভাব বড়ই বিসদৃশ ও নিতান্তই অগ্রাহ্য।

দারোগার দপ্তর—১৩শ ও ১৪শ সংখ্যা কুলসম ও আসমানি-দাস। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও পাঠাগার হইতে শ্রীবানীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেকের মূল্য ৶০ আনা করিয়া। গ্রন্থকার চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তির যে সমস্ত গুপ্ত ঘটনাবলীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, তদবলম্বনে ইহা লিখিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এ দুই খানি ও কৌতুহলোদ্দীপক। ঘটনা বৈচিত্রের সংস্থান প্রণালী সম্বন্ধে লেখকের বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। ভাষাও প্রাঞ্জল। দারোগার দপ্তর পাঠে আমাদের হৃৎকম্প হয়। বর্ত্তমান সভ্যতা স্রোতে মনুষ্য হৃদয়কে কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতম সংগঠিত করিতেছে ভাবিলে চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহারা এই ভয়াবহ ঘটনাবলী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া হৃদয়বান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের দারোগার দপ্তর পাঠ করিলে অনেক উপকার দর্শিবে।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহক-শ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৩৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সময়বায় যোগ্য হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী কাগজের একপৃষ্ঠে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক মহাশয় নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত সমস্ত পুস্তক নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভবৌষধ। (উত্তম বাঁধান) মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৲ এক টাকা।

বেদবিষয়ে ইংরাজি মতের প্রতিবাদ। মূল্য মায় ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।
৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বড় সহজে প্রকৃত গয়াশ্রাদ্ধ।

৩৲ হইতে ৮৲ গয়াশ্রাদ্ধের ব্যয়। বিস্তৃত নিয়মাবলীর ডাকমাশুল ৵১০ পাঠাইতে হয়। ঠিকানা—ডাক্তার শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল অধ্যক্ষ, পাঁচ মহলা, গয়া।

এন, ডবলিউ এজেন্সি করপোরেসন্, লিমিটেড্।—মীরাট

১৮৮২ সালের আইনানুসারেস্থাপিত।

দেশীয় রাজন্য ও বদান্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত।

একলক্ষ টাকা মূলধন, ১০৲ দশ টাকা করিয়া প্রত্যেক অংশে বিভক্ত।

স্বদেশ জাত শিল্পের পুনর্জীবন দান পক্ষে সহায়তা করা এবং সেই সমস্ত দ্রব্য বিদেশীয় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সরবরাহ করা অন্তর্বাণিজ্যের উন্নতি করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এখন আমরা সাদরে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণের উৎসাহ প্রার্থনা করি। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিয় বাণিজ্যকারীর নিকট লিখিলে জানিতে পারিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। আষাঢ়।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শ্রীশিবস্তোত্রং। ...	... ...	৩৩
আয়ুর্ব্বেদ ...	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪
মা না মেয়ে ...	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	৩৭
অমাবস্থায় মায়ের পূজা কেন ?	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ...	৩৯

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

গীতা প্রকাশিত হইল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর
তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ
ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত 'সরলার্থ প্রবোধিনী' ব্যাখ্যা
(অন্বয়) সম্বলিত ও তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিত-তত্ত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নামে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্তভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধিপূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা-ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৷৹ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ ।৶৹ আনা, মোট ৩৷৶৹ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন। ভি, পিতে লইলে অতিরিক্ত ৶৹ আনা লাগে।

আমরা আজ প্রফুল্লান্তঃকরণে জানাইতেছি যে, জগদম্বার কৃপায় নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রমণ করিয়াও যথা সময়ে সম্পূর্ণ গীতা প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, গীতামৃত-পিপাসু হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। } কলিকাতা, ১৩০০ সন, আষাঢ় { ৩য় সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীশিবস্তোত্রং।

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
কর্ণামৃতায় শশিশেখরধারণায়।
কর্পূরকান্তিধবলায় জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ১॥

গৌরীপ্রিয়ায় রজনীশকলাধরায়
কালান্তকায় ভুজগাধিপকঙ্কণায়।
গঙ্গাধরায় গজরাজবিমর্দ্দনায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ২॥

ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগভয়াপহায়
উগ্রায় দুর্গভবসাগরতারণায়।
জ্যোতির্ম্ময়ায় গুণনামসুনৃত্যকায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৩॥

চর্ম্মাম্বরায় শবভস্মবিলেপনায়
ভালেক্ষণায় মণিকুণ্ডলমণ্ডিতায়।
মঞ্জীরপাদযুগলায় জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৪॥

পঞ্চাননায় ফণিরাজবিভূষণায়
হেমাংশুকায় ভুবনত্রয়মণ্ডিতায়।
আনন্দভূমিবরদায় তমোময়ায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৫॥

ভানুপ্রিয়ায় ভবসাগরতারণায়
কালান্তকায় কমলাসনপূজিতায়।
নেত্রত্রয়ায় শুভলক্ষণলক্ষিতায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৬॥

রামপ্রিয়ায় রঘুনাথবরপ্রদায়
নামপ্রিয়ায় নরকার্ণবতারণায়।
পুণ্যেষু পুণ্যভরিতায় সুরার্চ্চিতায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৭॥

মুক্তেশ্বরায় ফলদায় গণেশ্বরায়
গীতপ্রিয়ায় বৃষভেশ্বরবাহনায়।
মাতঙ্গচর্ম্মবসনায় মহেশ্বরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৮॥

বসিষ্ঠেন কৃতং স্তোত্রং সর্ব্বরোগনিবারণম্।
সর্ব্বসম্পৎকরং শীঘ্রং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্॥ ৯॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স হি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ১০॥

ইতি শ্রীবসিষ্ঠবিরচিতং দারিদ্র্যদহন-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

আয়ুর্ব্বেদ।

রোগ-নির্ণয়-প্রকরণ।

বাত, পিত্ত ও কফ।

মানব দেহে রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সাত ধাতু। স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধ ও ঋতু-শোণিত, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বসা (চরবী), দন্ত, ও কেশ প্রভৃতি উপধাতু, কর্ণমল, নেত্রমল ও নথ প্রভৃতি ধাতুমল। বিষ্ঠা, মূত্র ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি দেহমল। আমাশয়, পক্কাশয়, ফুস্ফুস, মূত্রাশয়, মলাশয় ও রক্তাশয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র। শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও স্রোতঃ প্রভৃতি নলাকার বস্তু। যাহাদিগের সাধারণ নাম নালী বা নাড়ী। আবার দেহ-বায়ু, পিত্ত এবং কফ ইত্যাকার অসংখ্য পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং দেহমধ্যে জ্বর, প্রমেহ, কাস, পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি কোন রোগ উপস্থিত হইলে, সেই রোগের মূল ও আধার কোন্ পদার্থ, তাহা চিন্তা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ কি?

পৃথিবীতে অল্পকালজাত এলোপ্যাথী নামক ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত চিকিৎসকেরা বোধ হয় এই কারণেই প্রমেহ, কাস, বহুমূত্র, শ্বাস প্রভৃতি কোনও একটী গুরুতর রোগের নির্ণয় করিতে হইলে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, রোগী ব্যক্তির উদ্গারিত আহার দ্রব্য ও পরিত্যক্ত মল মূত্র প্রভৃতি দেহস্থ বিবিধ পদার্থের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাপার যে আপাততঃ দেখিতে, শুনিতে ও ভাবিতেও ভাল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, মানব শরীরে ত্রিবিধ পদার্থ বিদ্যমান আছে। যথা, চৈতন্যময় আত্মা, অচেতন রক্ত, মাংস প্রভৃতি এবং চৈতন্য সংযোগে কার্য্য বিশিষ্ট নানাবিধ যন্ত্র ও শিরা স্নায়ু প্রভৃতি। উল্লিখিত পরীক্ষা-দ্বারা অচৈতন্য জড় অংশেরই তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু বহু সহস্র বৎসরের চেষ্টাতে বহুসহস্রগুণে ঐরূপ পরীক্ষার উৎকর্ষসাধন করিলেও, চৈতন্য অংশের এবং চৈতন্য মিশ্রিত জড়পদার্থ কিরূপ শক্তিমান্ হয়, তাহার নির্ণয় হইবার নহে। লোকে যদি কোনও অলৌকিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঈদৃশ পরীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তবেই মানব দেহের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ ও তৎসংক্রান্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে, নতুবা নহে। সেই উপকরণ জ্ঞানচক্ষুঃ ও তপশ্চক্ষুঃ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। [১]

আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি স্বতঃ সিদ্ধ দোষ সম্পন্ন [২] মনুষ্যের বাহ্যতত্ত্বানুসন্ধানের জ্ঞানসমষ্টি নহে। ইহার মূল ঈশ্বরবাক্য স্বরূপ চারিটী বেদশাস্ত্র [৩]। মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবার উপায়স্বরূপ ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা, কিমিতিবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান, জড়বিজ্ঞান, ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র সকল এই বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গমাত্র [৪]। ইহার প্রচার ও ব্যাখ্যা-কর্ত্তা মহর্ষিগণ, পূর্ব্বোক্ত ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের আকর স্বরূপ রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত ছিলেন না। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিনকালের পূর্ণজ্ঞান তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান ছিল [৫]। শারীরিক চেতন ও অচেতন যাবতীয় উপাদান পদার্থ, ও সেই সকল পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারণ ভাব তাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্রের অগোচর ছিল না। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

> সর্ব্বেষামেব ব্যাধীনাং
> বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব মূলং [৬]
> (সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান, ২৪ অধ্যায়)

---

[১] "ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ॥"
(সুশ্রুত সংহিতা, শরীরস্থান, ৫ অধ্যায়)

[২] মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান, যতই বিদ্বান্ ও যতই অনুসন্ধায়ী এবং পরীক্ষাশীল হউন না কেন, যাবৎ দীর্ঘকাল তপস্যা এবং যোগ ও সমাধি শিক্ষার অভ্যাস ও আয়ত্ত না করিবেন, তাবৎ তাঁহার মানব সাধারণের স্বতঃসিদ্ধ ঐ সকল দোষ থাকিবেই থাকিবে।

[৩] "ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং বৈ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

সুশ্রুতসংহিতাতে যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহা "শল্যতন্ত্র" লক্ষ্য করিয়া,—ইহাই প্রমাণিত হয়।

[৪] "একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ং।
তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াৎ চিকিৎসকঃ॥"
"অন্যশাস্ত্রোপপন্নানাঞ্চার্থানামিহোপনীতানামর্থবশাৎ তেষাং তদ্বিদেভ্য এব ব্যাখ্যানমনুশ্রোতব্যম্" ইত্যাদি।
(সুশ্রুত সূত্রস্থান, ৪ অঃ)

[৫] "রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রিকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বদন্তি তে কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ॥
(চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ১১ অঃ)

[৬] আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় প্রধানগ্রন্থে এই সূত্রের উল্লিখিত অতিমহান্ তত্ত্বটী লিখিত আছে। যথা,
"সর্ব্বা এব বিকারা নিজা নান্যত্র বাতপিত্তকফেভ্যো নিবর্ত্তন্তে।"
(চরক, সূত্রস্থান, ১৯ অঃ)

অর্থ—শরীরের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ নানাবিধ ও বহুসংখ্যক হইলেও এবং রোগের প্রকারভেদ অসংখ্যপ্রায় হইলেও, শরীরের অভ্যন্তরে তিনটী মাত্র দ্রব্য যাবতীয় রোগের কারণ হইয়া থাকে। যথা বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা।

রোগ মাত্রের পক্ষে শরীরের অভ্যন্তরস্থিত উল্লিখিত তিনটীমাত্র দ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে; এই বাক্যটীকে একটী "মহাসূত্র" বলিতে হইবে। কারণ, যে কথা সকল কালে, সকল দেশে ও সকলের পক্ষেই খাটে (যাহার অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি নাই) তাহাই "সূত্র" নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সূত্রেরও গুরুত্ব বা মহত্ব গণ্য করিয়া মহাসূত্র নাম দেওয়া যাইতে পারে।

অভ্রান্ত ও ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ এই মহাসূত্র মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইলে আমাদিগকে সেই কথায় বিশ্বাস করিতে হইত। কিন্তু বিষয়টী অতিশয় গুরুতর বলিয়া তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ঐরূপ মহাসিদ্ধান্তের প্রবলতর হেতুও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—

"তল্লিঙ্গত্বাৎ দৃষ্টফলত্বাৎ
আগমাচ্চ।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২৪ অঃ)

অর্থ—এইরূপ সিদ্ধান্তের তিনটী কারণ বা প্রমাণ আছে। যথা—

১। দেহ মধ্যে বায়ুর বিকৃতি ঘটিলে রোগীর শরীরে যে সকল চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ পাইবে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দেশ আছে, পৃথিবীর সকল দেশে, সকলকালে, সকল ব্যক্তির শরীরে, সকল রোগেই তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকেই থাকে। কদাচই অন্যথা হয় না। পিত্ত ও কফের সম্বন্ধেও ঐরূপ। (সুতরাং সূত্রের সত্যতা পক্ষে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ)।

২। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাত, পিত্ত ও কফের শান্তির জন্য যে সকল দ্রব্য ও যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, পৃথিবীর সকল দেশে, সকলকালে, সকল ব্যক্তির শরীরে, সকল প্রকার রোগেই তাহার প্রয়োগদ্বারা আরোগ্য সাধনরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। (ইহা প্রত্যক্ষ অবলম্বন করিয়া অনুমান প্রমাণ)।

৩। আগম অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রবাক্যেও লিখিত আছে যে, সকল রোগের পক্ষে শরীরের অভ্যন্তরস্থ বাত, পিত্ত ও কফ,

---

"বায়ুঃ পিত্তং কফঃ প্রোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।"

(চরক, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

"অধ্যাত্মলোকে বাতাদৈর্লোকো বাতরবান্দুভিঃ।
পীড্যতে ধার্য্যতে চৈব বিকৃতা বিকৃতৈঃ স চ॥"

(চরক, চিকিৎসিতস্থান, ২৪ অঃ)

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।

(বাভটসংগ্রহ, নিদানস্থান, ১ অঃ)

"শরীরদূষণাৎ দোষা মলিনীকরণাৎ মলাঃ।
ধারণাৎ ধাতবো জ্ঞেয়া বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ॥"

(বাভট, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

এই তিনটীই কারণ হইয়া থাকে। (ইহার নাম শাব্দ প্রমাণ অথবা শাব্দবোধ)।

সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, ইহাকে আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে। যথা,

মনেকর, কোন ব্যক্তি, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠ করিয়া বাত, পিত্ত ও কফের বাহ্য চিহ্ন কি, তাহা শিক্ষা করিবার পর পৃথিবীর এমন একটি স্থানে চলিয়া যাউন যে,—তথাকার লোকেরা কস্মিন্ কালে আয়ুর্ব্বেদের নামও শ্রবণ করে নাই। ইহার ভাষাও জানে না। ইহাতে লিখিত বাত, পিত্ত ও কফের বিবরণ কিছুমাত্র অবগত নহে। তাহারা আপন দেশীয় ভাষায় এবং আপনাদিগের জ্ঞানানুসারে রোগ সকলের নাম করণ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ আয়ুর্ব্বেদপাঠী ব্যক্তি তথাকার নানা জাতীয় বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের বহুপ্রকার রোগ দেখিয়া তাহার প্রত্যেক রোগে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাত, পিত্ত ও কফের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; এরূপ দেখিতে পান, তবে আর আয়ুর্ব্বেদের মহাসূত্রে বিশ্বাস না করিবেন কিরূপে?

এস্থলে একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে,—যদি বাত, পিত্ত ও কফ, এই তিনটীই সকল রোগের মূল, এই সিদ্ধান্ত হয়, তবে যে সকল লোক আয়ুর্ব্বেদ না জানাতে বাত, পিত্ত ও কফের বিবরণ অবগত নহেন, তাঁহারা অনেক স্থানে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য সাধন করিতেছেন কিরূপে?

ইহার উত্তর এই—জগতে যে পদার্থের যে লক্ষণ, ও যে দ্রব্যের যে শক্তি এবং যে শক্তির যে কার্য্য স্বাভাবিক, লোকে তাহা অবগত হউক বা না হউক। স্বীকার করুক বা না করুক, তাহা তাহাই আছে ও হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অগ্নির শক্তি দাহকরণযোগ্যতা। তৃণের শক্তি দাহ্যতা গুণে দগ্ধ হইতে পারা। আর অগ্নির সহিত তৃণের সংযোগশক্তির কার্য্য দাহক্রিয়া, ইহা স্বাভাবিক। লোকে ইহা অবগত হউক বা নাই হউক, ঐ তত্ত্বটী স্বীকার করুক বা নাই করুক, কিন্তু অগ্নির সহিত তৃণের সংযোগ হইলেই দাহক্রিয়া হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ লোকে যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে—অগ্নিতে দাহ্যতা ধর্ম্ম আছে, তৃণের দাহকরণ শক্তি আছে, আর যে স্থানে তৃণ ও অগ্নির সংযোগ হয়, সেই স্থানের মৃত্তিকাই দাহক্রিয়ার কারণ। এরূপ সংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা তৃণ ও অগ্নির সংযোগ করিলেও দাহক্রিয়া হইবে, সন্দেহ নাই। অপিচ, যদি লোকে, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে জিগীষার বশীভূত হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক এরূপ কহে যে—অগ্নিতে দাহকরণ শক্তি নাই, তৃণেও দাহ্যতা-গুণ নাই, আর উহাদিগের সংযোগও দাহক্রিয়ার কারণ নহে এবং দাহক্রিয়ার নাম দাহক্রিয়াই নহে। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি অগ্নির সহিত তৃণের সংযোগ করিলেও নিশ্চয়ই দাহক্রিয়া হইবে, তাহাতে সংশয় কি?

এই সমস্ত অনুধাবন করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সর্ব্বথা প্রমাণ-সিদ্ধ এবং বেদবাক্য-নির্দ্দিষ্ট শারীর বাত,

পিত্ত ও কফ এই তিনটী পদার্থ যে সকল রোগেরই কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা না বুঝিয়া বা না শিখিয়া অপর যে কোন দ্রব্যকে অর্থাৎ শারীরিক রক্ত মাংস বা কোনও যন্ত্র বিশেষকেই রোগের কারণ বলুন অথবা আপন সিদ্ধান্তে মত্ততা অথবা বিশেষ বুদ্ধিতে জিগীষা বশতঃ বাত, পিত্ত ও কফকে পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকার না করিয়া শিরা, স্নায়ু বা ধমনী পদার্থরূপে কিংবা তাহাদিগের ক্রিয়া পদার্থ রূপেই নির্দ্দেশ করুন। কিন্তু বাস্তবিক সকল রোগেই যে বাত, পিত্ত ও কফের লক্ষণ সকল বিদ্যমান আছে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ও অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিজাতীয় চিকিৎসকেরা কার্য্যকালে বাত, পিত্ত ও কফ নাশক দ্রব্য ও ক্রিয়া প্রয়োগ করেন। সুতরাং ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে আরোগ্য সাধন হইয়া যায়, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

মনুষ্যের জ্ঞানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা অনুসারেই তাঁহাদিগের তত্ত্বনির্ণয় ঘটিত সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা ও ভ্রান্ততা হইয়া থাকে। আধুনিক ইউরোপীয় অনেক চিকিৎসক পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উল্লিখিত বাত, পিত্ত ও কফের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, পরিহাস পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে—কবিরাজেরা শারীর তত্ত্ব জানে না বলিয়া, "বাত, পিত্ত ও কফ" নামে তিনটী পদার্থের উল্লেখ করে। কিন্তু শরীরের শিরা স্নায়ু প্রভৃতির মধ্যে বায়ু নাই। এমন কি কোনও শিরার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া রক্তে মিশ্রিত হইলে, তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে। বাস্তবিক, কবিরাজেরা যাহাকে বায়ু কহে, তাহা স্নায়ু ও শিরা প্রভৃতির ক্রিয়া মাত্র। পিত্ত ও কফও ঐরূপ অবাস্তবিক পদার্থ।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে,—বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটী কোনও সামান্য মনুষ্যের মনঃকল্পিত পদার্থ নহে। ইহা অনির্ণেয় প্রাচীন কালের ঈশ্বর বাক্য একরূপ বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। আবার উপহাসকারী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বহু সহস্রগুণে জ্ঞানবান পরমযোগী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ ঐমত স্বীকার করিয়া আবহমানকাল, অসংখ্য প্রায় মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার রোগ নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে সুস্থতা ও দীর্ঘজীবিতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এমন স্থলে কোনও চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট আয়ুর্ব্বেদীয় বাত, পিত্ত ও কফ, উপহাসের বিষয় হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জীবদেহস্থ আভ্যন্তর বায়ু সর্ব্বতোভাবে বাহ্যবায়ুর সমানগুণসম্পন্ন নহে। সুতরাং বাহ্যবায়ু দ্বারা রক্তের বিকৃতি দেখাইয়া আভ্যন্তর বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার না করা নিতান্তই যুক্তি বিরুদ্ধ। ফলতঃ পৃথিবীতে অল্পকালজাত ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাত, পিত্ত ও কফের বিষয়ে এক্ষণে যেরূপ বিতণ্ডা ও সংশয় উপস্থিত করিয়া যেরূপ ভাবের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, বহুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে ঐরূপ শ্রেণীর লোকেরা তাহাই করিয়াছিলেন। অগাধসমুদ্র স্বরূপ হিন্দুশাস্ত্রে সেই সংশয় ও সেই অসম্যক্ সিদ্ধান্ত এবং তাহার বিশিষ্টরূপে খণ্ডনপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

প্রাচীন সাংখ্যবাদীরা স্থির করিয়াছিলেন যে—

"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ।"

অর্থ—প্রাণাদি নামক অধ্যাত্ম (শরীর মধ্যস্থিত) বায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও উভয়েন্দ্রিয় (মনঃ) এই তিনের সাধারণ বৃত্তি। অর্থাৎ প্রত্যেক করণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বীয় স্বীয় ব্যাপার হইতে প্রাণাদি ব্যাপার অর্থাৎ তন্নামক অনুব্যাপার বা ক্রিয়াভেদ জন্মে। যেমন কোনও পিঞ্জর-মধ্যে অনেক পক্ষী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে পিঞ্জরটি পরিচালিত বা কম্পিত হয়, সেইরূপ অনুক্ষণ মনের ক্রিয়া (ইচ্ছা প্রভৃতি) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, এবং হস্তপদাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাহা হইতে হৃৎপঞ্জরস্থ প্রাণায়তন (শ্বাসযন্ত্র বা বায়ুকোষ) প্রস্পন্দিত হয়, অর্থাৎ তাহার সঙ্কোচবিস্তরাত্মক ক্রিয়াবিশেষ হইয়া থাকে। তাহা হইতে আবার অপানাদি আয়তনে ক্রিয়ান্তর জন্মে। এতাদৃশ ক্রমেই সর্ব্বশরীরে রক্তাদির গতি ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকাদি হইয়া থাকে।" কিন্তু এইমত বেদ-বিরুদ্ধ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া বহুকালপূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে। তথাহি,

১। "স বায়ুনা ভাতি চ, তপতি চ।"

(শ্রুতি)

ব্যাখ্যা—স প্রাণঃ ন বায়ুঃ। কিন্তু স বায়ুনা অধিদৈবিকেন ভাতি অভিব্যজ্যতে। অভিব্যক্তঃ সন্ তপতি কার্য্যক্ষমো ভবতি।"

অনুবাদ—পঞ্চধা প্রবিভক্ত প্রাণবায়ু, বায়ু নহে, অর্থাৎ অবিকলরূপে বাহ্য বায়ুর সমানগুণসম্পন্ন নহে। শরীরস্থ (আধ্যাত্মিক) প্রাণবায়ু বহিঃস্থিত (আধিভৌতিক) বায়ু দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইয়া স্পন্দন, পূরণ প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষমবান হয়।

২। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ।"

(শারীরকসূত্র, ২ অধ্যায়, ৪ পদ, ৯ম সূত্র)

অর্থ—দেহস্থ প্রাণ, বায়ু নহে অর্থাৎ অবিকল রূপে বাহ্য বায়ুর সমান গুণসম্পন্ন নহে। উহা ক্রিয়া নহে, অর্থাৎ কেবল ফুসফুস তদঙ্গীভূত পেশীনিচয়ের সঙ্কোচবিস্তার রূপ যান্ত্রিক ক্রিয়া বিশেষ নহে। তাহার যুক্তি এই,—শাস্ত্রে প্রাণবায়ু, যান্ত্রিক ক্রিয়া ও বাহ্যবায়ু পৃথক রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আধ্যাত্মিক বায়ু ও যান্ত্রিক ক্রিয়া এক পদার্থ হইতে পারে না।

৩। এদিকে চতুর্ব্বেদের সারাংশ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে—

"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগৎ দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২১ অ।

অর্থ—বাহ্যজগতে যেমন সোম অর্থাৎ চন্দ্র আপন কিরণদ্বারা পৃথিবীতে রস পদার্থের বিসর্গ করেন অর্থাৎ রস ফেলিয়া দেন। সূর্য্য তেজোময় কিরণ দ্বারা পৃথিবীর রসের আদান অর্থাৎ শোষণ করেন। অনিল ঐ চন্দ্রকিরণ ও সূর্য্য কিরণ এই উভয়েরই বিক্ষেপ করেন। সেইরূপ মানব দেহের অভ্যন্তরে চন্দ্রস্থানীয় কফ শরীরে রসের বিসর্গ ও সূর্য্যস্থানীয় পিত্ত শরীরস্থ রসের আদান এবং বাহ্যবায়ু স্থানীয় আভ্যন্তর বায়ু (প্রাণ, অপান, প্রভৃতি) ঐ কফের রস ও পিত্তের তেজকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিতেছে।

"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ
পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে
তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ॥ (ভাব প্রকাশ)

অর্থ—পিত্ত ও কফ এবং শারীরিক সমুদয় ধাতু ও মলপদার্থ পঙ্গু অর্থাৎ চলৎশক্তিরহিত। চলৎ শক্তি শূন্য মেঘ সকল যেমন বায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়, শরীরস্থ ঐ সকল চলৎ-শক্তিরহিত পদার্থগুলি তেমন শারীরিক বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বাত, পিত্ত ও কফ শব্দগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় ঘটিত অর্থ এই যে—"বাত"—গতিবিশিষ্ট পদার্থ। "পিত্ত"—তাপপ্রদানকারী তেজোময় পদার্থ। "কফ" (শ্লেষ্মা) আলিঙ্গনকারী (যাহা শরীরে কাদার মত লিপ্ত হইয়া থাকে) যথা—

"বা—গতিগন্ধনয়োরিতি ধাতুঃ। তপ-সন্তাপে।
শ্লিষ, আলিঙ্গনে। এতেষাং কৃদ্‌বিহিতৈঃ প্রত্যয়ৈঃ
বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মেতি চ রূপাণি ভবন্তি।
(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২১ অ)

অপি চ, আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে রুক্ষতা, শীততা, লঘুতা, সূক্ষ্মতা, চলতা, বিশদতা (ধূলিবৎ অপিচ্ছিলতা) খরতা (কর্কশতা) ইত্যাদি গুণগুলি বায়ুনামক দ্রব পদার্থে বিদ্যমান আছে।

"রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোহথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীতগুণৈর্দ্রব্যৈ র্মারুতঃ সংপ্রশাম্যতি॥"
(চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

পিত্ত ও কফের বিষয়েও এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে।

এতাদৃশ জাজ্বল্যমান প্রমাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে শারীরিক বাত, পিত্ত ও কফকে, শিরা, স্নায়ু ও ধমনী প্রভৃতির অথবা অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের, "ক্রিয়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দ্রব্য পদার্থের সহিত "ক্রিয়া" পদার্থের ভিন্নতা কি, তদ্‌বিষয়ক অজ্ঞানতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। সুতরাং মহাবিজ্ঞানময় আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষিত কবিরাজদিগকে, "শরীরতত্ব জানেন না বলিয়াই বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটা পদার্থের নাম করেন" এইরূপ বলা, পণ্ডিতকে মূর্খ, সাধুকে অসাধু, আলোককে অন্ধকার ও সত্যকে মিথ্যা বলার ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ও উপহসনীয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীঈশান চন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা না মেয়ে।

মা তুমি মা, না মেয়ে? বারে বারে তোমায় মা মা বলিয়া ডাকিয়াছি, তোমায় আবাহন করিয়াছি, তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, মনের কথা, প্রাণের ব্যথা তোমাকে জানাইতেছি; তুমি আসিয়াছ, আবার প্রচ্ছন্ন হইয়াছ। জিজ্ঞাসা করি।—বাটীর আদর খাইয়া গিয়াছ? শাস্ত্রে শুনিয়াছি—তুমি জগন্মাতা, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, অনাদি, অনন্ত-প্রভৃতি। কিন্তু এসব কথার দ্বারা আমার মনের সাধ মিটে না। আমি জগৎ দেখি নাই, ব্রহ্ম বুঝি না, তাহার আবার অণ্ড আছে, সে সংবাদও রাখি না। আদি এবং অন্তের আমার ধারণা নাই, সুতরাং ওসব গুণবাচক কথায় আমার মন উঠিবে না। আমার কাছে আসিতে হইলে কেবল আমারই মা হইয়া আসিতে হইবে। আমি মায়ের একছেলে হইয়া একলা ঘরের আদুরে মাণিক হইয়া, তোমার আদর খাইব, তোমার কাছে আব্দার করিব, তুমি আমার সকল উৎপাত সহিবে। আমি নিশি দিন অনবরত তোমার ত্রিভুবন দুর্ল্লভ পীযূষপোরা স্তনযুগল ধরিয়া পান করিতে থাকিব। আর যদি আমার কন্যা হইয়া আইস, তবে গজমুক্তার নলক দোলাইতে দোলাইতে, অধরোষ্ঠ ঈষৎ ফুলাইয়া কচি কচি গাল দুটি অভিমানে আদরে একটু রাগ রঞ্জিত করিয়া দ্রুত গমনে অস্থিরা চঞ্চলার ন্যায় আমার কোলে আসিয়া বস। হিমগিরি তাহা দেখিয়া অভিমানে হেটমুণ্ডে স্থির থাকুক। উমে! মা। কন্যার সাধ মিটাইতে হইলে আমার বুক পোরা, কোলজোড়া ঘর আলো করা মেয়ে হইয়া আইস। মৃণাল বাহুযুগল শয্যায় এলাইয়া ঘুমাইয়া থাকিবে, আর আমি তোমার চাঁদ মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কাণের কাছে ধীরে ধীরে বলিব।—

"আর কত ঘুমাবি কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে।
জাগ মম অন্তরে জাগ, জাগ জাগ সহস্রারে॥
আমায় দিয়ে মায়া নিদ্রা,
মা তোমার কি কপট নিদ্রা,
আমার আগত যে মহানিদ্রা, অজপা ফুরাইবারে।
কিবা রাত্রি দিনের বেলা
একি ঘুম তোর দানের বেলা,
আমি কাল ভয়ে হয়ে উতলা
মা বলে ডাকি তোরে॥"

তুমি অমনি উঠিয়া বসিবে, আমি তোমার মুখ চুমিয়া ঘুম ঘোর ভাঙ্গাইব, কোলে বসাইয়া ক্ষীর সর খাওয়াইব, নানা বস্ত্রাভরণে তোমাকে সাজাইব, আর দুই হাতে তোমার রাঙ্গা হাত দুটি ধরিয়া গাল পোরা হাসি হাসিয়া আমি বলিব।—

"আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম
একবার নেচেছ ভবে, তেমনি কোরে!
আবার নাচিতে হবে, নূপুর দিয়াছি পায়,
সুমধুর ধ্বনি তায় গো।
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, আমার ইহ পরকাল॥"

মা মেয়ে হইয়া সাধ মিটাওত এম্নি করিয়া মিটাইও। কি জানি মা, তুমি মা কি মেয়ে। মা বলিলে মা ও হয়, মেয়ে ও হয়, কি বলিয়া ডাকিব মা? কোন কথা তোমার কাণে গিয়া পৌছিবে?

কি বলিয়া ডাকিব মা?। কথার ব্যবসায়ী, কবিগণ

কথায় তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অত কথায় আমার কায নাই, আমি জানি তুমি "মা"। যাহার জন্য কাতর হইয়া, যে শব্দ প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, যে শব্দ দেশ দেশান্তরের নানা জাতিতে উচ্চারণ করিয়া থাকে, গো মহিষাদি জীব জন্তুগণ যে শব্দের সাহায্যে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া থাকে, যাহা সহজ, তাহাই তোমার বাচক,—তুমি আমার গালপোরা, বুকভরা, জগৎজোড়া মা। তোমার উপমা নাই, তোমার বিশেষণ পদ নাই, তোমাকে বুঝাইবার যো নাই—তুমি কেবল মা। তবে মা তুমি মা না মেয়ে ? । আমার ইচ্ছা তুমি মা ও হও—মেয়ে ও হও। আমার মাই মেয়ে, মেয়েই মা। পুত্রের ত মাতাই প্রথমা কন্যা কন্যাই বার্দ্ধক্যের মাতা। যত দিন আমি আদরের বালক থাকিব, ততদিন তুমি আমার মা হইও। আমার দুষ্টামি, দুরন্ত ব্যবহার, ঝোঁক, আব্দার ঝুকি সহ্য করিবে। আমি যাহা চাহিব, যাহার জন্য কাঁদিব, তাহা তুমি দিও। আমি যেমন সাজে তোমাকে দেখিতে চাহিব, তুমি সেই রূপে সেই বেশে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইও। আবার যখন সংসারের আশা—আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র্যের পেশনে আমার সারল্য পূর্ণ বালকত্ব নষ্ট হইবে, যখন আমি বুঝিতে, দেখিতে, হিসাব করিতে শিখিব, যখন পুত্র কন্যার সাধ হইবে, ঘর দুয়ার বাঁধিবার চেষ্টা ও উদ্যোগ হইবে, উমে—মা! তখন আমার কন্যা হইয়া ঘর দুয়ারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইও। তোমাকে কত আদর করিব, কত যত্ন করিব, কোলে বসাইব, হৃদয়ে ধরিব, উঠিতে বসিতে, ঘুরিতে ফিরিতে যখন ইচ্ছা হইবে তোমাকে ধরিয়া চুম্বন করিব, তুমি হাসিয়া জোর করিয়া অস্থিরা চঞ্চলার ন্যায় আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া যাইবে। শেষে যখন জরাজীর্ণ হইয়া রোগ শয্যায় শায়িত থাকিব, তখন উমে, স্নেহময়ী কন্যার ন্যায় আমার রোগের সেবা করিবে—আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। আমার বড় সাধ মা—তুমি আমার একাধারে মা ও মেয়ে হইয়া জন্ম-জরার সকল জ্বালা যন্ত্রণা মিটাইয়া দেও। আমার এ উৎকট বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা জানি না। আপাততঃ অনেক বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতে আমাকে পাগল বলিয়া খারিজ করিবেন। পাগল হইতে আমার আপত্তি নাই। তবে কেবল দশজনে দশদিক হইতে হাততালি দিয়া নাচাইয়া-রাগাইয়া ক্ষেপাইয়া তোলে যদি তবেই বিশেষ ভাবনার কথা। আপনার ভাবে আপনি মজিয়া পাগল হওয়ার চেষ্টা করা ও ভাল। যাউক, এখন এই বিষয়ে যুক্তির অবতারণা করিলে কি প্রকার হয় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতের কাছে, কবির মুখে শুনিয়াছি,—মা তুমি [illegible], বহুবক্ত্র, বহুরূপ—আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তুমি। বিশ্ব তোমাময়—তোমাতে মাখা, উহার প্রত্যেক অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতেছে, এবং যাবৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি তোমার বিরাট্ অনন্ত অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠাপিত। কেহ তোমাকে নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কেহ কেহ বা সাকার, সগুণ, সোপাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করে। তুমি কি, তুমি কেমন, কোথায় যাইলে, কি বলিয়া ডাকিলে তোমার সন্ধান পাইতে পারি, তাহাত কেহ বলিয়া দেয় না, বলিতেও পারে না।

কি বলিব মা, দশ ক্রোশ বিশক্রোশস্থ বস্তুর প্রমাণ যে মস্তিষ্কে ধারণা হয় না, নিত্যব্যবহার্য্য সভাগৃহের কোন স্থানে কি ভাবে কয়টা সামগ্রী সাজান আছে, একবার চক্ষু মুদিত করিয়া যাহার চিত্র চিন্তাপটে চিহ্নিত হয় না, এমন সকল স্বল্প বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের কাণের কাছে পলে পলে অনন্তের কথা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা হইতেছে, তাহাদের নিরাকারের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের লোকে "অনন্ত" শব্দের কি অর্থ বুঝে জানি না, কিন্তু আমি জানি "অনন্ত" অর্থে তাহাই যাহার পরিচ্ছেদ নাই। সুতরাং যাহার পরিচ্ছেদ নাই, তাহা ধারণা করিতেও পারা যায় না, অতএব তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে একটু ভাষার পরিপাটী করিতে হয়, একটু অনুপ্রাসের ছটা, অলঙ্কারের ঘটা দেখাইতে হয়। "অনন্ত" শব্দটি ও সুললিত, কাযেই মানান হয় ভাল, তাই উঠিতে বসিতে অনন্তের ছড়াছড়ি। কিন্তু মা, তোমার আলোচনা করিতে হইলে কেবল কথার হাওয়ায়, শব্দের আড়ম্বরেত কায হইবে না। তোমাকে বুঝিতে হইলে, ধ্যান করিতে হইবে, তবেই ধারণার যোগ্য তুমি হইবে। পরন্তু পণ্ডিত জ্ঞানী আচার্য্যগণের কাছে শুনিয়াছি তুমি "বাঙ্মনসয়োরগোচর"। বাক্য মনের অগোচর তুমি—ব্যাখ্যা বিবৃতির পরপারে তুমি। বুঝিবার নয়, বুঝাইবার নহে। অথচ তোমাকে বুঝিতে হইবে, দেখিতে হইবে—ইষ্টদেবী পরমেশ্বরী করিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ আমার জন্ম বৃথা, আমার মনুষ্যত্ব বৃথা, আমার পুরুষকার নাই। তোমার উপাসনা ভবব্যাধির মহৌষধ, তোমার উপাসনা অতৃপ্তি—অশান্তির নিবারক, তোমার উপাসনা অজ্ঞানান্ধতামসে এক মাত্র বিদ্যুজ্জ্যোতি; তোমার উপাসনা আমার সকল কার্য্যে উৎসাহ, সকল চেষ্টায় সাহস, সকল ব্যবসায়ের বল। তোমার সেবাই আমাদের নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু তোমাকে বুঝি না—জানি না, তাই সর্ব্বদা বিপদ্ জালে বিজড়িত।

অন্যান্য অনেক লোকেই বলে তুমি "বাঞ্ছাকল্পতরু" সতরু-কল্পলতিকা"। অতএব সহজে তুমি আমার উপাস্য দেবতা হইলে। আমি স্বীকার করি যে আমার বাসনা কোটীজিহ্ব-অগ্নি শিখার ন্যায় নিয়তই লহ লহ জ্বলিতেছে, সকল পদার্থই গ্রাস করিতে চাহে। আমার কল্পনা অনন্ত পথে ছুটিতে চাহে, পলে পলে সামগ্রী পাইবার জন্য বাসনা হয়। কল্পনার স্বপ্নেতে ও যাহা দুষ্প্রাপ্য—অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় তাহাও পাইতে আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া যায়। কিন্তু তুমিত আমার ইচ্ছার বশ, কল্পনার অধীন সাধের দেবতা, যখন যে ভাবে তোমাকে সাজাইব তুমি সেই ভাবেই সাজিবে। ইচ্ছা হইলে আমি তোমাকে কখন পিতা বলিব, কখন মাতা বলিব, কখন সখা বলিব, কখন প্রভু বলিব, কখন বা পতি-স্বামী বলিয়া তোমার সেবা করিব। আমার ইচ্ছা হইলে কদাচিৎ তোমার পূজা করিব, কদাচিৎ তোমার সহিত খেলা করিব, কদাচিৎ বা তোমার কাছে অভিমান করিয়া, রাগ

করিয়া ঠোঁট ঝুলাইয়া, কটু কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিব। তোমাতেত ভাল মন্দ নাই, উচ্চ নীচ নাই, শ্লীল-অশ্লীল নাই। আমার যেমন প্রকৃতি, যেমন শিক্ষা, যেমন বুদ্ধি, যেমন ধারণা তুমি তাহাই। যদি তাহা না হও তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার পূজা হওয়া, সেবা হওয়া অসম্ভব। তোমার "বাঞ্ছাকল্পতরুর" মর্ম্মইত এই মা ?

কে জানে মা তুমি কি—তুমি কেমন? অথচ দুরন্ত সংসারের দুঃখ দারিদ্র শোক মোহের বিষম ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরে পড়িয়া স্থির ও আয়ত্ত থাকিতে হইলে তোমাবৈত আর অন্য অবলম্বন, অন্য সহায় নাই। তুমি যাহা, তুমি তাহাই থাক, সে আলোচনায় সে অনুসন্ধানে আমার কি উপকার হইবে। আমি যখন ভব-ভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিতে থাকিব, তখন তুমি ভয়হারিণী হইয়া বরাভয় দিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবে, যখন আমি দুঃখদারিদ্র যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে থাকিব তখন তুমি প্রভাময়ী দয়াময়ী সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী জগজ্জননী অন্নপূর্ণা হইয়া আমার পিপাসিত, শুষ্ককণ্ঠে পীযূষ ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিবে, যখন আমি আত্মীয় স্বজন-মৃত্যু শোকে উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিব, তখন তুমি শান্তিবিধাত্রী, আনন্দময়ী হইয়া আমার নিরানন্দের অবসান করিবে। আমি যাহা চাহিব, যাহা পাইব না, যাহা খুঁজিব, যাহা মিলিবে না, তুমি তাহাই জুটাইয়া দিবে, তাহাই মিলাইয়া দিবে। তুমি আমার অমূল্য নিধি-স্পর্শমণি। আশা তোমাময় সাগরে ডুবিয়া গলিয়া মিশিয়া যাইবে।

কোনটি ভাল, কোনটী মন্দ ইহার হিসাব নিকাশ ত আমাদেরই দ্বারা হইয়াছে এবং হইতেছে। এবং তুমি ও আমাদের হিসাব নিকাশের বাহিরে, তবে তোমাকে ভাল মন্দের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া আমি কেন বঞ্চিত হই? এই অতৃপ্তিময় সংসারে তোমা ভিন্ন অন্য কেহ শান্তিবিধায়িনী নাই। আমি অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ, কলুষিত এবং ব্যসনাসক্ত, অতএব আমার মনের মত না হইলে সাধ মিটাইয়া তোমার পূজা আমি করি কি প্রকারে? মা অর্পূর্ণা, আমি যেরূপে ডাকিব, তোমাকে সেই রূপেই আসিতে হইবে। সাধনার ভিত্তিই ইহা, সাধনার আকর্ষণী শক্তিই এই। কাজেই ভাল মন্দের আবর্জ্জনা আনিলে তোমার বসিবার স্থান থাকিবে না। তুমি নিজ গুণে সকল মল দূর করিবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে, সকল সাধ মিটাইবে। আমি সংসারের ভাল মন্দের মেঘমণ্ডল এড়াইয়া, তড়িৎতরঙ্গ তুফান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনন্ত নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আকাশে গিয়া তোমার সহিত মিলিব, সেখানে উদয় নাই, অস্ত নাই, গতি নাই, পরিণতি নাই, বিচার, বিতণ্ডা নাই, বলিবার বুঝাইবার বুদ্ধি দিবার কেহ নাই, সে কেমন স্থান, যখন যাইব তখন তাহার মর্ম্ম বুঝিব। আমি ভক্তিভাবে ডাকার মত তোমাকে ডাকিতে পারিলে তুমি আমার মা হইয়া আসিবে, আমি তোমাকে যথারীতি প্রাণের সহিত আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া "উমে মা" বলিয়া ডাকিলে তুমি দৌড়িয়া আসিয়া ঝাঁপিয়া আমার কোলে উঠিবে। তুমি আমার মা, তুমি আমার কন্যা, আমি ইহাই চাই, তুমিও তাহাই। দশজনে দশকথা বলিবে, তুমি স্বপ্নরূপে দেখা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে।

সংসার যেমন দুঃখের আকর, চিন্তা ও শোক মোহের মহা সমুদ্র, ভগবৎ-উপাসনা ও তেমনি শান্তির খনি, আনন্দের অনন্ত সাগর। ভগবানের সৃষ্টিচাতুরীর সৎ ব্যবস্থাই এই—হলাহল এবং অমৃত একাধারে আছে, উষা এবং ছায়া পাশাপাশি থাকে। যাহার মুখে বিষ, তাহার মাথায় অমলা নিধি, যাহার বাহিরে সৌন্দর্য্য, তাহার ভিতরে কালকূট। ভবব্যাধি যেমন বিষম, তাহার ঔষধও তেমনি উত্তম এবং সহজ। এ রোগের সুলক্ষণ কা-া-া এবং অস্থৈর্য্য। আর রোগের কুলক্ষণ এই—রোগী যদি বুঝে যে তাহার কোন রোগ নাই, কোন জ্বালা নাই তাহা হইলে রোগ দুরারোগ্য। তুমি কাতর হইয়া, অস্থির-উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাক, নিশি দিন তাঁহার উপাসনা কর, সদ্‌গুরুর সাহায্যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া সাধনায় মগ্ন হও, দেখিবে সকল ব্যাধি দূরে যাইবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে। বস্ত্র বিশেষের সাহায্যে যেমন কর্দ্দমাক্ত জল নির্ম্মল হয়, তেমনি ভগবানের সেবার গুণে তোমার কলুষময় পাপজীবন নির্ম্মল, পবিত্র স্বর্গীয় হইবে, যে ভাবে তুমি তাঁহাকে ডাক, যে কথায় তাঁহার আবাহন কর, যে প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর, তিনি তোমার সেই ডাকেই বিচলিত হইবেন, তিনি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছামত তোমার আত্ম শক্তির প্রকাশ করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। যাহার যেমন প্রকৃতি, যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন গুণ, যে যে দেশের, তাহাকে সেইমত, সেই ভাবে, সেই গুনানুযায়ী হইয়া পবিত্র করিবেন। পরে যখন জ্ঞানের পূর্ণেন্দু বিকাশ হইবে, পরা ভক্তির প্রভাবে আত্ম সংযোগ হইবে, যখন সাধক জীবন মুক্ত হইবে, তখন কাঁদা কাটি থাকিবে না, আদার অনুরোধের জবর দস্তি থাকিবে না, তখন মা বলা, কন্যা বলার সাধ আকাঙ্ক্ষা দূরে যাইবে, তখন কি জানি, কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। লোকে বলে তুমি আমি এক হইব। পরন্তু এখন তুমি আমার মা হও-মেয়েও হও। মাতৃভাবে এবং কন্যার ভাবে যে কি স্নিগ্ধ মধুর পীযুষ প্রবাহ হইতেছে, সে যে এই নদীতে ডুবিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। কোমল সরস অথচ অতৃপ্ত পিপাসিত প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইবার ইহাই এক উপায়। যে মায়ের একছেলে সেই মা নামের মহিমা বুঝে। তাই মাই তাহার মা এবং মেয়েও তাহার মা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়।

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন ?

(মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি বিকাশের সময়)

পূর্ব্ববারে মাতৃ-পিতৃশক্তির আবিভাব তিরোভাবে সময়াদি সাপেক্ষতার উল্লেখ মাত্র করিয়াই প্রসঙ্গ রাখা গিয়াছিল। এবার সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করিব।

মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি উভয়েই পরস্পরের ভবাভিভব স্বভাব ইহা বারম্বার প্রবেদিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। উক্ত স্বভাব হইতেই পিতৃ মাতৃ শক্তির আবির্ভাব তিরোভাবের সাময়িক ব্যবচ্ছেদ নির্দ্দিষ্ট করা যায়। উভয়ের স্বভাব জাত ভবাভিভবের চেষ্টার দ্বারাই এক সময়ে একটির আবির্ভাব, অন্যটির তিরোভাব, আবার অন্য সময়ে সেইটির তিরোভাব এবং অপরটির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপ আবির্ভাব তিরোভাবই সাময়িক আবির্ভাব তিরোভাব। ইহাই সময়ের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

উক্ত আবির্ভাব আর তিরোভাব ব্যাপ্য এবং ব্যাপক কালের প্রভেদে সাত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম ক্ষণিক, ২য়, দ্বৈমুহূর্ত্তিক, ৩য়, চাতুর্য্যামিক, ৪র্থ, আষ্টযামিক, ৫ম, পাক্ষিক, ষষ্ঠ, মাসিক, সপ্তম, ষাণ্মাসিক। যে আবির্ভাব তিরোভাব, ক্ষণমাত্র স্থায়ী তাহাই ক্ষণিক, আর যাহা চতুর্দ্দণ্ড স্থায়ী তাহা দ্বৈমুহূর্ত্তিক, যাহা এক দিবা কিম্বা এক রাত্রি স্থায়ী তাহা চাতুর্য্যামিক, যাহা একটা তিথির সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী তাহা আষ্টযামিক, যাহা একপক্ষ স্থায়ী তাহা পাক্ষিক, আর মাসস্থায়ী মাসিক এবং ষন্মাস ব্যাপক আবির্ভাব তিরোভাব ষাণ্মাসিক বলিয়া অভিহিত হয়। এই সাত প্রকারের মধ্যে ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাবই সর্ব্বাপেক্ষায় ব্যাপ্য বা স্বল্প কাল স্থায়ী আর ষাণ্মাসিক আবির্ভাব তিরোভাব সর্ব্বাপেক্ষায় ব্যাপক বা দীর্ঘকাল স্থায়ী। সুতরাং অন্য কথায় বলিলে প্রথমটিকে সর্ব্বাপেক্ষায় সূক্ষ্ম, আর শেষেরটিকে সর্ব্বাপেক্ষায় স্থূল বলিতে পারা যায়। ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাব এত সূক্ষ্ম যে উহা প্রতিনিমেষেই, হয়ত, লক্ষ লক্ষবার ঘটিয়া যাইতেছে। সুতরাং সেই সময় কাহারো ধরিবার উপায় নাই। প্রতিনিমেষ মধ্যেই লক্ষ লক্ষবার পিতৃশক্তির আবির্ভাব, মাতৃশক্তির তিরোভাব এবং মাতৃশক্তির আবির্ভাব, পিতৃশক্তির তিরোভাব হইতেছে। উভয়ের প্রতি উভয়ের আক্রমণের দ্বারা একবার পিতৃশক্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছে, একবার মাতৃশক্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং উভয়েই এক একবার ক্ষীণাবস্থাপন্ন হইয়া নিমগ্ন এবং উত্তেজিত হইয়া উপরিস্থ হইতেছে। যখন পিতৃশক্তির বলবত্তা বৃদ্ধি পায়, তখন পিতৃশক্তি উপরিস্থ হয়; এবং মাতৃশক্তিটি ক্ষীণাবস্থায় পতিত হইয়া নিমগ্ন হয়। আবার যখন মাতৃশক্তির বলবত্তা বৃদ্ধি পায়, তখন মাতৃশক্তি উপরিস্থ হয়, এবং পিতৃশক্তি ক্ষীণতাপন্ন হইয়া নিমগ্নিত হয়। এই নিমগ্নতা আর উপরিস্থতাই উভয়ের তিরোভাব আর আবির্ভাব।

এখন বলা বাহুল্য যে, ইহাদের যাহার যখন তিরোভাব হয় তখন তাহাদের ক্রিয়াদি ও কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না। যাহার অস্তিত্বই অন্তর্হিত হইল তাহার ক্রিয়াদি ব্যবস্থা কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে।

উক্ত আবির্ভাব তিরোভাবের আবার ন্যূনাধিক মাত্রানুসারে অনেক প্রকার প্রভেদ হইতে পারে। একটি শক্তির পূর্ণমাত্রায় উত্তেজনা হইলে অপরটির পূর্ণ মাত্রায় ক্ষীণতা, হইবে, এবং মধ্যম মাত্রায় উত্তেজনায় মধ্যম মাত্রায় ক্ষীণতা আর অল্প মাত্রায় উত্তেজনায় অল্প মাত্রায় ক্ষীণতা হইবে। আবার ইহাদের ক্রিয়ার সদ্ভাব অসদ্ভাবও ঠিক ঐরূপেই হয়।

এইত হইল ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাবের অবস্থা, তবেই জানা গেল যে, ইহার দ্বারা মা কিম্বা বাবার উপাসনার কোনরূপ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হয় না, সুতরাং ইহা আমাদের প্রকৃত প্রসঙ্গের কোন উপযোগী হইল না। যে আবির্ভাব একটু অধিক কাল ব্যাপী হইবে, যাহাতে মা কিম্বা বাবার অনুধ্যানের সময় পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই উপাসনার অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, সুতরাং তাহাই এই প্রসঙ্গের উপযোগী এবং তাহাই বলা আবশ্যক, পাঠকগণও তাহাতেই মনোনিবেশ করিবেন।

আমাদের প্রসঙ্গের উপযোগী আবির্ভাব তিরোভাব দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত। দ্বৈমুহূর্ত্তিক হইতে ষাণ্মাসিক পর্য্যন্ত সকলেই দীর্ঘকাল স্থায়ী, সুতরাং তাহাতে অনুধ্যান বা অভিনিবেশের সময় পাওয়া যায়, এ নিমিত্ত তাহাই আমাদের প্রকৃত আলোচিতব্য বিষয়।

পূর্ব্বে আর একটি অত্যাবশ্যক বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা উচিত। তাহা এই;—

পিতৃ মাতৃশক্তির সত্তা এবং তাহার আবির্ভাব তিরোভাব ঘটনা যে কেবল মনুষ্যাদি প্রাণীগণের দেহের মধ্যেই হইতেছে, তাহা নহে, উহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্ব্বদা সম্বন্ধ আছে। জল, স্থল, বায়ু, পর্ব্বত, স্বর্ণ রজতাদি ধাতু, গন্ধকাদি উপধাতু, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নক্ষত্র ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বস্তুর মধ্যেই পিতৃ মাতৃশক্তির উক্তবিধ আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে এবং তদ্দ্বারা যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥" (মনু) ইহার ভাবার্থ এই,—সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশ্বর পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব এই উভয় শক্তি সমন্বিত। সুতরাং তাঁহার অর্দ্ধদেহ নারী আকারে, আর অর্দ্ধদেহ পুরুষাকারে বিরাজ করিতেছে। সেই মহাপুরুষ বা মহামাতার নাম হরগৌরী, এবং অর্দ্ধনারীশ্বর। ["অর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রোক্তো দেবতা জগতাম্বরঃ।" (নিবন্ধ) "নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং পাশারুণোৎপলকপালকশূলহস্তং। অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রুদ্রং॥" (নিবন্ধ) "যিনি জগতের পরাৎ পর পরমেশ্বর, তিনি অর্দ্ধাঙ্গে স্ত্রীও পুংদেহধারী হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর নামে জগতের পিতা মাতারূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহার অর্দ্ধাঙ্গ মায়ের আকার আর অর্দ্ধাঙ্গ পিতার আকার। যে অর্দ্ধ মায়ের আকার তাহা নীলবর্ণ, আর পিতার আকার-অর্দ্ধাঙ্গ শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত। ইঁহার বাম দিকে মায়ের অংশে যে দুখানি হস্ত আছে, তাহাতে পাশ আর রক্তোৎপল বিধৃত, আর দক্ষিণভাগে পিতার অংশের দুই হস্তে কপাল এবং ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন। ইনি ত্রিনেত্র, এবং চন্দ্রশেখর। ইঁহার দক্ষিণাঙ্গ সমস্তই পিতার যোগ্য বসন ভূষণে শোভিত, আর বামাঙ্গ সমস্তই মায়ের উপযুক্ত বসন ভূষণে অলঙ্কৃত।] এই জগৎ-পিতা মাতা মহাপুরুষ বা মহানারী, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি

নয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আপনার দেহকে দ্বিধাভাগ করিয়া বামাঙ্গের দ্বারা পৃথগ্‌ভূত মাতা এবং দক্ষিণাঙ্গের দ্বারা পৃথগ্‌ভূত পিতার দেহে আবির্ভূত হইলেন। পরে সেই "অলৌকিক দেহীস" মাতৃ পিতৃ শক্তির সম্পর্কের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নামান্তর-বিরাটকে প্রাদুর্ভূত করিলেন।" সুতরাং উপাদান উপাদেয়ের সমবর্ত্তিতা অনুসারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মাতৃপিতৃ শক্তিময় হইল।

আবার শ্রুতিও বলিতেছেন,—"ততো বিরাড়জায়ত, বিরাজো অধিপুরুষঃ। সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভুমিমথোপুরঃ"। (যজু) সেই জগজ্জনক জননী পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য নাম বিরাট প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহা হইতে ত্রিলোকাত্মক পুরুষ পৃথগ্‌ভূত হইলেন, পরে তাহা হইতে পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি-রূপের বিকাশ হইল।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রজা কামোবৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সমিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধাঃ প্রজাঃ করিষ্যত ইতি" (প্রশ্নোপনিষদ্) "জগতের জনকজননী প্রজা সৃষ্ট্যাদির অভিলাষী হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কৌশল অনুধ্যান করিলেন, পরে "ইহার দ্বারাই আমার যাবৎ প্রজা বা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়কার্য্য সম্পাদিত হইবে" এইরূপ কল্পনা করিয়া আপনার শরীর হইতে রয়ি অর্থাৎ স্ত্রীত্বশক্তি অথবা ভোগ্য শক্তি, আর প্রাণ অর্থাৎ পুং-শক্তি অথবা ভোক্তৃ শক্তির প্রাদুর্ভাব করিলেন। অনন্তর তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নিম্মাণাদি হইল।" অতএব ব্রহ্মাণ্ডের যাবদ্বস্তুই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বা স্ত্রী পুং শক্তিময়, এবং যাবদ্বস্তুর মধ্যেই ধারাবাহীক্রমে সর্ব্বদা পিতৃ মাতৃ শক্তির আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কোন বস্তু প্রচুর স্ত্রীত্ব শক্তি বিশিষ্ট, আর কোন বস্তু প্রচুর পুংশক্তি বিশিষ্ট। যেমন স্ত্রীদেহ ও পুংদেহ ইত্যাদি। এবিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃত মতে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে দেহে প্রধান রূপে স্ত্রী শক্তি বিরাজ করিতেছে, সেখানে পুংশক্তি স্বাভাবিক ক্ষীণাবস্থায় থাকিলেও তন্মধ্যেই আবার সময়ে সময়ে আপেক্ষিক প্রবলা এবং ক্ষীণতরা ও ক্ষীণতমা হইয়া থাকে। তাহাই তাহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব। আবার যে যেখানে পুংশক্তিই স্বভাবতঃ প্রধানা এবং স্ত্রীত্বশক্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণা, সেখানে স্ত্রীত্বশক্তির আবির্ভাব তিরোভাবেরও এইরূপই নিয়ম। এ বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্মরণার্থে পুনরুক্ত হইল।

এখন সেই উল্লিখিত দৈহর্ত্তিক আবির্ভাব তিরোভাব বিষয় শ্রবণ কর। আমাদের নিশ্বাস বায়ু যে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বোধ হয় সকলেরই বিদিত আছে, কিন্তু উহার সময়ের প্রতি হয়ত সকলের লক্ষ্য না থাকিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সেই টুকুই লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।

শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিলে চারি চারি দণ্ডের পরে পরে আমাদের নিশ্বাস বায়ু বিপরিবর্ত্তিত হয়। চারিদণ্ড বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয়, আবার চারিদণ্ড দক্ষিণ নাসিকায়। নিশ্বাস যখন বাম নাসায় প্রবাহিত হয়, তখন বাম ফুসফুসের ক্রিয়া আর দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস কালে দক্ষিণ ফুসফুসের ক্রিয়া হইয়া থাকে। উক্তবিধ দক্ষিণ ফুসফুসের ক্রিয়া পিতৃশক্তির অধীন, আর বাম ফুসফুসের ক্রিয়া মাতৃশক্তির অধীন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস কালে পিতৃশক্তির আর বাম নাসিকায় নিশ্বাস কালে মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস থাকা কালে পিতৃশক্তির উপলব্ধি আর বাম নাসিকায় থাকা কালে মাতৃশক্তি উপলব্ধির আনুকুল্য হইবে। এজন্য যে যে সময়ে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন জগৎ-পিতার আর যখন বাম নাসিকায় তখন জগন্মাতার উপাসনা করিতে হইবে। ইহাই দৈমুহূর্ত্তিক আবির্ভাব তিরোভাবের ব্যবস্থা। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরে বলা যাইবে, এখন চাতুর্য্যামিক আবির্ভাব চিন্তাকরা যাইতেছে।—

সর্ব্বপ্রথমে যে ক্ষণিক আবির্ভাব তিরোভাবের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা সেই সার্ব্বভৌম মাতৃশক্তির স্বভাব জাত নিয়মের অধীন, সুতরাং তাহা সার্ব্বভৌম, কিন্তু দ্বৈমুহূর্ত্তিক আবির্ভাব তিরোভাব তাহা নহে। উহা সার্ব্বভৌম, মাতৃপিতৃ শক্তির স্বভাব জাত নহে, নিজেও সার্ব্বভৌম নহে। উহা আমাদের এই পৃথিবীর অন্তর্গত ব্যাপ্য মাতৃ পিতৃ শক্তির স্বভাবের অধীন, এবং এই পৃথিবীতেই উল্লিখিত ধারা বাহিক্রমে প্রবাহিত হইতেছে।

এই পৃথিবী-ব্যাপক মাতৃ পিতৃ শক্তির স্বভাব অনুসারে যাবৎ পৃথিবীতে চারি চারি দণ্ডের পর তাহাদের আবির্ভাব তিরোভাব হয়, তাহাই আমরা নিজ নিজ দেহের মধ্যে উপলব্ধি করি। কারণ আমরাও পৃথিবীরই অন্তর্গত বস্তু। পরন্তু ইহার পর বর্ত্তী যে পাঁচ প্রকার আবির্ভাব তিরোভাব তাহা এ পৃথিবীর অনুগত নহে, কেবল এই পৃথিবী ব্যাপকও নহে। তাহা আমাদের চন্দ্র, সূর্য্য এবং রাশি হইতে সমাগত। আকর্ষণাদি শক্তির ন্যায় মাতৃ পিতৃ শক্তিও চন্দ্র, সূর্য্য এবং রাশি হইতে সংক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আধিপত্য করে, সেই জন্য সময় বিশেষে ইহাতে মাতৃপিতৃ শক্তির বিশেষরূপ আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেহের মধ্যেও হয়। তদনুসারে মা এবং বাবার উপাসনা করিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "আদিত্যোহবৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। রয়িব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।" (প্রশ্নোপনিষদ্) জগজ্জনকজননী সূর্য্যমণ্ডলকে ভোক্তৃশক্তি অর্থাৎ পিতৃশক্তি সম্পন্ন আর চন্দ্রমণ্ডলকে ভোগ্যশক্তি অর্থাৎ মাতৃশক্তি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আদিত্যই ভোক্তা, প্রাণ, অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ, আর চন্দ্রমা ভোগ্য, রয়ি অর্থাৎ স্ত্রীস্বরূপ। পরন্তু কেবল এই চন্দ্রমা আর রবিই মাতৃ পিতৃ শক্তি সম্পন্ন, এবং ইহারাই স্ত্রী আর পুরুষ তাহা নহে। জগতে মূর্ত্ত কিম্বা অমূর্ত্ত যাহা কিছু দৃষ্ট ও জ্ঞাত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ভোগ্য আর ভোক্তৃ শক্তি অথবা স্ত্রী আর পুরুষ শক্তি সম্পন্ন। সুতরাং সমস্তই রয়ি আর প্রাণ অথবা ভোগ্য আর ভোক্তা, অর্থাৎ স্ত্রী আর পুরুষ।" তাহা হইলে জানা গেল যে, সূর্য্যের আধিপত্য সময়ে এই পৃথিবীতে পিতৃ শক্তির আর চন্দ্রের আধিপত্য কালে মাতৃ-শক্তির আবির্ভাব হয়।

উক্ত চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্য আবার চতুর্ব্বিধ। ১ম, চাতুর্য্যামিক, ২য়, আষ্টযামিক, ৩য়, পাক্ষিক, ৪র্থ ষান্মাসিক। অথবা সাধারণ, বিশিষ্ট, বিশিষ্টতর, বিশিষ্টতম। ষন্মাসব্যাপক

যে আধিপত্য তাহা ষাণ্মাসিক অথবা সাধারণ আর পক্ষব্যাপক আধিপত্য পাক্ষিক অথবা বিশিষ্ট, এবং দিনরাত্রি ব্যাপক আধিপত্য আহ্নিক অথবা বিশিষ্টতর, আর দিন কিম্বা রাত্রিকাল ব্যাপক আধিপত্য চাতুর্যামিক কিম্বা বিশিষ্টতম আধিপত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে ষাণ্মাসিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক দক্ষিণায়ন আর উত্তরায়ণ। পাক্ষিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক কৃষ্ণ আর শুক্লপক্ষ। আহ্নিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক অহোরাত্র ব্যাপক এক একটি তিথি আর চাতুর্যামিক আধিপত্যের ব্যবচ্ছেদক রাত্রি আর দিন। এবিষয়ে শ্রুতি। সম্বৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। × × মাসোবৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণঃ × × অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ × (প্রশ্নোপনিষদ্)

ভাবার্থ,--পিতৃ শক্তি বিশিষ্ট সূর্য্য আর মাতৃশক্তি বিশিষ্ট চন্দ্র উভয়ের এক একবার আধিপত্য পূর্ণ হইলে একটি বৎসর সম্পন্ন হয়। উক্ত বৎসরের মধ্যে যতদিন চন্দ্রের আধিপত্য থাকে, তত দিন এ পৃথিবীতে মাতৃশক্তির প্রবলতা, আর যত দিন সূর্য্যের আধিপত্য, ততদিন পিতৃশক্তির প্রবলতা হয়। অতএব সংবৎসর আমাদের পক্ষে একটি পিতামাতাস্বরূপ। এনিমিত্ত ইহাকে "প্রজাপতি" বলা যাইতে পারে। এই বৎসর দুই অয়নের দ্বারা বিভক্ত। একটি উত্তরায়ণ আর একটি দক্ষিণায়ন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাসকে উত্তরায়ণ আর শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাসকে দক্ষিনায়ণ বলে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণে সূর্য্যের আধিপত্য এবং দক্ষিণায়নে চন্দ্রের আধিপত্য হয়, সুতরাং উত্তরায়ণ প্রবল পিতৃশক্তি সম্পন্ন এ নিমিত্ত প্রজাদিগের পিতা, আর দক্ষিণায়ন মাতৃশক্তির আবির্ভাবের সময় এজন্য প্রজাদিগের মাতা বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইহাই মাতৃ পিতৃ শক্তির ষাণ্মাসিক অথবা সাধারণ আবির্ভাব তিরোভাব।

বৎসরের ন্যায় মাসও প্রজাবর্গের পিতামাতা স্বরূপ, এ নিমিত্ত তাহাকে প্রজাপতি বলা গিয়া থাকে। শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে বিভক্ত দুই দুই পক্ষের সমষ্টির নাম এক একটি মাস। এক মাসের মধ্যে সূর্য্য আর চন্দ্র উভয়ের এক একটি বিশিষ্ট আধিপত্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার শুক্লপক্ষে সূর্য্যের আধিপত্য, সুতরাং উহা পিতৃশক্তি প্রধান, অতএব পিতা স্বরূপ, আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমার আধিপত্য হয়, সুতরাং উহা মাতৃশক্তি প্রধান, অতএব মাতাস্বরূপ। ইহা মাতৃ পিতৃ শক্তির পাক্ষিক আবির্ভাব তিরোভাব। এই আবির্ভাব তিরোভাব ষাণ্মাসিক আবির্ভাব তিরোভাব অপেক্ষায় বিশেষরূপ সম্বৃত্ত হয় এ নিমিত্ত ইহাকে বিশিষ্ট আবির্ভাব তিরোভাব বলিয়া ব্যবহার করা হইল।

এইরূপ প্রত্যেক দিনও আমাদের পিতা মাতা স্বরূপ, সুতরাং প্রজাপতি। দিবা আর রাত্রির দ্বারা বিভক্ত ষষ্টিদণ্ড কালের নাম একটি দিন। তন্মধ্যে দিবাতে সূর্য্যের বিশেষ আধিপত্য হয়, এ নিমিত্ত উহা পিতৃশক্তি প্রধান, সুতরাং পিতাস্বরূপ, আর রাত্রিতে চন্দ্রমার বিশেষ আধিপত্য হয়, এজন্য রাত্রি মাতৃশক্তি প্রধানা, সুতরাং মাতাস্বরূপা। এজন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন, 'রাত্রীং প্রপদ্যে 'জননীং' সর্ব্বভূতনিবেশিনীং। ইহাই মাতৃ পিতৃ শক্তির চাতুর্যামিক আবির্ভাব তিরোভাব। এই আবির্ভাব তিরোভাব সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট রূপে হয়, এনিমিত্ত ইহাকে "বিশিষ্টতম" এই সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হইয়াছে। আহ্নিক আধিপত্যের অবস্থা পরে প্রদর্শিত হইবে। ইহাই চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্যের নিয়ম। এতদ্ব্যতীত রাশিঘটিত যে পিতৃ মাতৃ শক্তির আধিপত্য হয়, তাহা মাসিক আধিপত্য, সে বিষয় পরে বলা যাইবে।

এখন জানা গেল যে উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, এবং দিবাতে পিতৃশক্তির প্রবলতা হয়, এ নিমিত্ত এই সময়ে পিতৃশক্তির উপলব্ধির অনুকূলতা হইবে, অতএব তখনই জগৎপিতার উপাসনা সুসম্পন্ন হইতে পারে। আর দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, এবং রাত্রিতে মাতৃশক্তির প্রবলতা হয় এ নিমিত্ত তখনই মাতৃশক্তি উপলব্ধির আনুকূল্য হইবে। অতএব এই সকল সময়েই মায়ের উপাসনা সুসম্পন্ন হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, 'নো নক্তং বৈষ্ণবে, সৌরে, মহাসৌরে চ পৈতৃকে। নামধ্যানং বিনা দেবি শশাঙ্কগ্রহণং বিনা। (যোগিনী তন্ত্র) এবং "ন দিবা পূজয়েদ্দেবীং" * * (নিরুত্তর তন্ত্র) "সমস্তাদাপীনস্তনজঘনধৃক্‌যৌবনবতী রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং। বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ। (কালীর স্বরূপাখ্য) ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বৈষ্ণব সৌরাদি পিতৃ আকারের উপাসকগণ দিবাতেই উপাসনা করিবে, আর রাত্রিতে কেবল নাম ধ্যান করিবে। কিন্তু জগন্মাতার উপাসক বীরগণ রাত্রিতেই মায়ের মন্ত্র জপ ও যৌগিক পূজাদি করিবেন, দিবাতে নহে। তাঁহারা দিবাতে কেবল মায়ের নাম জপ এবং যোগশূন্য বাহ্য পূজাদি করিতে পারেন। এইরূপ কৃষ্ণপক্ষ আর দক্ষিণায়নে মায়ের এবং শুক্লপক্ষ আর উত্তরায়ণে বাবার উপাসনা করা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। পরেই তাহা বিস্তার রূপে প্রদর্শিত হইবে।

এখন নিশ্চয় হইল যে দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, আর রাত্রিকাল ইহা মাতৃ উপাসনার, আর উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, এবং দিবা জগৎপিতার উপাসনার প্রশস্ত সময়। ইহার দ্বারা এই হইল যে মায়ের দৈনন্দিন উপাসনা রাত্রিতেই করিবে। আর কাম্য বা নৈমিত্তিক মতের পাক্ষিক অথবা আয়নিক উপাসনা কৃষ্ণপক্ষ আর দক্ষিণায়নের আশ্রয় লইয়া তাহার অন্তর্গত বিশেষকালে করিবে। অর্থাৎ পাক্ষিক উপাসনায় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকালই আশ্রয় করিবে, আর আয়নিক উপাসনায় দক্ষিণায়নের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকাল লইবে। তাহা হইলেই আপেক্ষিক প্রশস্ততর ও প্রশস্ততম উপাসনা হইবে। এই নিয়মে গোটা একটি কৃষ্ণপক্ষ, এবং গোটা একটি দক্ষিণায়নই মায়ের উপাসনার মুখ্য সময়, ইহা জানা গেল।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে। তাহা এই,—

দক্ষিণায়ন, কৃষ্ণপক্ষ, আর রাত্রিকাল ইহারা মাতৃশক্তির আবির্ভাবের সময় হইলেও ব্যবহার মতের সমস্ত দক্ষিণায়ন, সমস্ত কৃষ্ণপক্ষ এবং সমস্ত রাত্রিই তাহা নহে। অর্থাৎ শ্রাবণের প্রথম দিন হইতে পৌষের শেষ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন, আর কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ এবং সূর্য্যাস্ত হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত রাত্রি, ইহাই যে মাতৃশক্তির প্রবলতার সময় তাহা নহে। সত্য বটে, দক্ষিণায়ন এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন হইতেই এই পৃথিবীতে সূর্য্যের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চন্দ্রের আধিপত্য হইতে আরম্ভ হয়, আবার রাত্রিতেও সূর্য্যাস্ত হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্তই চন্দ্রের আধিপত্য থাকে, কিন্তু তথাপি সে আধিপত্য বিশেষ কোন কার্য্যকর নহে। উহা কেবল আধিপত্যের সূচনা এবং ক্ষীণাংশ মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, সূর্য্যের বল ক্ষীণতর করিয়া যখন চন্দ্রের বল অধিকতর হইবে, বা থাকিবে তখনই চন্দ্রের প্রকৃত আধিপত্যের সময়, তখন পিতৃশক্তির ন্যূনতা হইয়া মাতৃশক্তির প্রবলতরতা হইবে। আবার চন্দ্রের আধিপত্যের পর সূর্য্যের আধিপত্য অথবা মাতৃশক্তির পর পিতৃশক্তির প্রবলতা সম্বন্ধেও এইরূপই নিয়ম। কিন্তু ইহা প্রথম দিন হইতেই ঘটিতে পারে না। প্রথম দিন হইতে এক একটু উপচিত হইতে আরম্ভ করিয়া অয়নাদির অর্দ্ধাংশ সময় উপস্থিত হইলে চন্দ্র এবং সূর্য্যের আধিপত্যের সমতা ঘটনা হয়, মাতৃপিতৃ শক্তিরও তাহাই হয়, তৎপরে উহাদের শেষ দিন বা শেষ সময়ে ইহার পরিপূর্ণতা হয়, আবার তৎপরদিন বা পর সময় হইতে কমিতে কমিতে পরবর্ত্তী অয়নাদির অর্দ্ধাংশ সময়ে অবশেষে নিঃশেষিত হয়। ইহা এক একটি করিয়া বুঝান যাইতেছে। প্রথম অয়নের বিষয় শুন।

আয়নিক নিয়মে বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র চন্দ্রমার আধিপত্যের পরিপূর্ণতা হয়, সুতরাং মাতৃশক্তিরও পূর্ণ প্রবলতা সম্পন্ন হয়। আর একদিন মাত্র সূর্য্যের আধিপত্যের চরমাবস্থা হয়, সুতরাং পিতৃশক্তির প্রবলতাও যথোচিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেইদিন, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি আর উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন। তাহার দক্ষিণায়নের প্রবৃত্তির দিন (আষাঢ়ের শেষ দিন) সূর্য্যাধিপত্যের চরমাবস্থা, আর উত্তরায়ণের প্রবৃত্তির দিন (পৌষের শেষ দিন) চন্দ্রাধিপত্যের পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হয়। এখন বলা বাহুল্য যে চন্দ্রাধিপত্যের পূর্ণতার দিন সূর্য্যাধিপত্যের যতটা ক্ষয় হওয়া সম্ভব তাহাই হয়, আর সূর্য্যাধিপত্যের পূর্ণতার দিনও চন্দ্রাধিপত্যের যতটা ক্ষয় সম্ভবে তাহা উপস্থিত হয়। আবার উক্ত দিবসদ্বয়ের পর পর দিবস হইতেই পূর্ণটির ক্ষয় এবং ক্ষীণটির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস পরে উভয়ের সমতা সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন হইতে সূর্য্যাধিপত্যের ক্ষয়, এবং চন্দ্রাধিপত্যের পুষ্টি, অথবা পিতৃশক্তির ক্ষয় এবং মাতৃশক্তির পুষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিনমাসের শেষ দিনে সূর্য্যাধিপত্য আর চন্দ্রাধিপত্য অথবা পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি সমতাপন্ন হয়। আর মাঘমাসের প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাধিপত্যের ক্ষয় এবং সূর্য্যাধিপত্যের পুষ্টি অথবা মাতৃশক্তির ক্ষয় আর পিতৃশক্তির পুষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রমাসের শেষ দিনে উভয়ের সমতা ভাব উপস্থিত হয়। পরে বৈশাখের প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাধিপত্য আর মাতৃশক্তি অপেক্ষা সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তির বলাধিক্য হইতে আরম্ভ হইয়া আষাঢ় মাসের শেষদিনে উহা পরমাত্রায় উপনীত হয়, এইরূপ চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তিও কার্ত্তিকমাসের প্রথম দিন হইতে সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তি অপেক্ষায় বলবান হইয়া পৌষমাসের শেষ দিনে পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়। তাহা হইলে জানা গেল যে, কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্রমাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সূর্য্যাধিপত্য বা পিতৃশক্তি অপেক্ষায় চন্দ্রাধিপত্য অথবা মাতৃশক্তির আধিক্য থাকিবে, আর বৈশাখ হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তি অপেক্ষায় সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তির প্রবলতরতা থাকিবে।

এখন আর একটি বিষয় বলিয়া রাখিতেছি। এই যে সৌর সংক্রান্তি হইতে অয়নের গণনা করা হইল, ইহা ছাড়াও অন্যরূপেও ইহার গণনা হইয়া থাকে। আরো দুই প্রকারে অয়নের গণনা করা প্রসিদ্ধ আছে। তাহার একটি নক্ষত্রানুসারে দিন হইতে, আর একটি কৃষ্ণপক্ষান্ত চান্দ্রমাস হইতে। সমরাত্রিন্দিব হইতে অয়নের গণনানুসারে ১০ই আষাঢ় হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়া ১০ই পৌষ শেষ হইয়া থাকে, এবং এই দিনই উত্তরায়ণের আরম্ভ হইয়া ১০ই আষাঢ় শেষ হইয়া থাকে। এই নিয়মে ১১ই আশ্বিন হইতে চন্দ্রাধিপত্যের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, পরে ১০ই পৌষ উহার পূর্ণতা হয়, আবার ১১ই পৌষ অবধি একটু করিয়া ক্ষীণ হইতে হইতে ১০ই চৈত্র দিবা সমান হয়। পরে ১১ই চৈত্র হইতে সূর্য্যের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়া ১০ই আষাঢ় পরিপূর্ণ হয়। ইহাই সমরাত্রিন্দিবের মতের গণনা।

অবার চান্দ্রমাসানুসারে গণনা দ্বারা আষাঢ়ী অমাবস্যার পর শুক্ল প্রতিপদ হইতে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্ত হইয়া পৌষী অমাবস্যার দিন সমাপ্ত হইবে, এবং তাহার পরের শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ী অমাবস্যা পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ থাকে। এই নিয়মে শ্রাবণী শুক্ল প্রতিপদ হইতে চন্দ্রাধিপত্যের বৃদ্ধি হইতে হইতে আশ্বিনী অমাবস্যা অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন উহা সূর্য্যাধিপত্যের সমান হইয়া অমাবস্যার শেষ সময় হইতে বলবত্তর হয়, এবং পৌষী অমাবস্যার দিন পরিপূর্ণ হয়। আবার তাহার শেষ সময় হইতেই সূর্য্যাধিপত্যের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া চৈত্রী অমাবস্যার দিন চন্দ্রাধিপত্যের সমান হইয়া দাঁড়ায়, আবার তাহার শেষ সময় হইতে বলবত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ী অমাবস্যার দিন পরিপূর্ণ হয়। ইহা চান্দ্রমাসানুসারে অয়ন গণনার নিয়ম। এই দুই নিয়মেও চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে, মাতৃ পিতৃ শক্তির বৃদ্ধি, সমতা, পূর্ণতা এবং হ্রাসাবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে। এই হইল মাতৃ পিতৃ শক্তির আয়নিক আবির্ভাব তিরোভাবের ব্যবস্থা। এখন পাক্ষিক আবির্ভাব তিরোভাবের বিষয় বলা যাইতেছে।—

কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত পনের দিনের নাম কৃষ্ণ পক্ষ, আর শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনের দিন

শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষের শেষ দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমার দিনে সূর্য্যাধিপত্য আর পিতৃশক্তি বিকাশের পূর্ণতা আর অমাবস্থার দিন চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তি বিকাশের পরিপূর্ণতা হয়। চন্দ্রে আধিপত্য আর মাতৃশক্তির বৃদ্ধির আরম্ভ দিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ এবং সৌর আধিপত্য আর পিতৃ শক্তির বৃদ্ধির আরম্ভ দিন শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ। উভয়েরই সমতার দিন উভয় পক্ষীয় অষ্টমী এবং বলবত্তর হওয়ার দিন উভয় পক্ষীয় নবমী। অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের নবমী হইতে সৌর আধিপত্যের বলবত্তা এবং পিতৃশক্তির ও মাতৃশক্তি অপেক্ষায় বর্দ্ধিষ্ঠতা হয়, আর কৃষ্ণা নবমী হইতে চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তির বলবত্তা হয়। এইরূপে বলের আধিক্য হইতে হইতে একটি অমাবস্থার দিন আর একটি পূর্ণিমার দিন পরিপূর্ণ হয়। এই জন্যই অষ্টমী, পূর্ণিমা আর অমাবস্থাকে "পর্ব্ব" বলে। পর্ব্ব শব্দের অর্থ পাব—গ্রন্থি—গিড়া অর্থাৎ উভয়ের সন্ধির স্থল। যেমন, বাঁশের পাব, দূর্ব্বার পাব, আখের পাব ইত্যাদি। উক্ত অষ্টমী আর অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথিও তেমন চন্দ্র সূর্য্য এবং পিতৃমাতৃ শক্তির আধিপত্যের সন্ধিস্থল। এ নিমিত্ত উহারাও ইহার এক একটি পর্ব্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। অষ্টমী তিথিতে উহার সমতা হইয়া নবমী হইতে একের হ্রাস এবং অপরের বৃদ্ধি হইতে থাকে. এনিমিত্ত ন্যূনাধিকের সন্ধিস্থল অষ্টমীর শেষ সময়, যেজন্য দুর্গোৎসবের অষ্টমীর শেষ ভাগকে সন্ধি সময় বলিয়া আপামর সাধারণে ব্যবহার করে, সুতরাং অষ্টমী তিথি পর্ব্বদিন হইল। আর অমাবস্যা পূর্ণিমা একের পূর্ণতা এবং অপরের বৃদ্ধির সন্ধির সময়। অমাবস্যার দিন মাতৃশক্তির পূর্ণতার শেষ হইয়া তাহার পরক্ষণে প্রতিপদে পিতৃশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে, পূর্ণিমায় ও পিতৃশক্তির পূর্ণতার শেষ হইয়া পরক্ষণে প্রতিপদেই মাতৃশক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং উহারাও পর্ব্বই হইল। আবার এই পূর্ণিমা আর অমাবস্যার অতি সন্নিহিত বলিয়া উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশীও পর্ব্বের মধ্যেই পরিগণিত হয়।

এই নিয়মে বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বার করিয়া চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তি, আর সূর্য্যাধিপত্য এবং পিতৃশক্তির পূর্ণতা, সমতা, ক্ষয়, এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই পাক্ষিক নিয়মে আবির্ভাব তিরোভাবের ব্যবস্থা।

এখন পাক্ষিক নিয়ম মতে জানা গেল যে, কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত জগন্মাতার উপাসনার প্রশস্ত সময়, আর ইহার পূর্ব্বে এবং পরে নিতান্তই অপ্রশস্ত। আর অমাবস্থার দিন সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ততম কাল। আর আয়নিক নিয়মানুসারে প্রথম গণনা মতে কার্ত্তিকের প্রবৃত্তি দিন হইতে চৈত্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত মায়ের উপাসনার প্রশস্ত সময়, কিন্তু উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম কাল ইহা বুঝা গেল। দ্বিতীয় প্রকারের গণনামতে পাওয়া গেল যে, ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত মায়ের উপাসনার প্রশস্ত এবং ১০ই পৌষ সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম কাল। আর তৃতীয় গণনা মতে স্থির হইল যে, দীপান্বিতা অমাবস্থা হইতে চৈত্রী অমাবস্থা পর্য্যন্ত প্রশস্ত, এবং পৌষী অমাবস্থা প্রশস্ততম কাল। এস্থলে বলাবাহুল্য যে, চতুর্দ্দশী আর অমাবস্থা যখন নিতান্তই ঘনিষ্ঠ সময়, তখন অমাবস্থা অপেক্ষায় কিঞ্চিন্ন্যূন হইলেও চতুর্দ্দশী অন্যান্য সমস্ত সময় অপেক্ষায় প্রশস্ততম সময়।

এখন রাত্রির ব্যবস্থা বলা যাইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কালই রাত্রি বলিয়া পরিগণিত হইলেও চন্দ্রের আধিপত্য বা মাতৃ শক্তির আবির্ভাবের সময় ওরূপ নহে। তাহা উহা হইতে কিছু বিভিন্ন। বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই সূর্য্যের আধিপত্যের এক একটু ক্ষীণতা হইতে আরম্ভ হয়, অমনি চন্দ্রের আধিপত্য এবং মাতৃশক্তির এক একটু বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে সন্ধ্যার সময়ে উভয়ের সমতা হইয়া সূর্য্যাস্তের পর হইতে সূর্য্যাধিপত্য অপেক্ষায় বলবত্তর হয়, পরে দুই প্রহর রাত্রির সময়ে চন্দ্রাধিপত্য এবং মাতৃশক্তির পূর্ণ আবির্ভাব হয়। আবার তাহার পর ক্ষণ হইতেই তাহার এক একটু ক্ষীণতা হইতে আরম্ভ হয়, অমনি সূর্য্যাধিপত্য এবং পিতৃশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে প্রভাত সময়ে উভয়ের সমতা হইয়া দুই প্রহর বেলার সময়ে সূর্য্যাধিপত্য এবং পিতৃশক্তির পরিপূর্ণতা হয়। এই নিয়মে জানা গেল যে সন্ধ্যাকাল হইতে প্রভাত কাল পর্য্যন্তই মায়ের উপাসনার প্রশস্ত সময়, তন্মধ্যে অর্দ্ধনিশা সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম কাল। কিন্তু অর্দ্ধনিশার সময় মধ্য রেখার ন্যায় একটি অলক্ষিত বিষয় এ নিমিত্ত পূর্ব্বাপরের এক একটু সময় ধরিয়া লইয়া অর্দ্ধনিশার ব্যবস্থা করা হয়। এসম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে, তাহা আবশ্যক হইলে পরে বলা যাইবে। এই হইল রাত্রির ব্যবস্থা। ইহাই চন্দ্র সূর্য্যের আধিপত্য ঘটিত মাতৃশক্তির আবির্ভাব তিরোভাবের নিয়ম।

উল্লিখিত যাবৎ ঘটনাবলী হইতে এই কএকটি সিদ্ধান্ত সমাকৃষ্ট হইল। ১ম। যে যে সময়ে বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই সেই সময়ে মায়ের ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ২য়। প্রদোষ হইতে যাবৎ রাত্রি, বিশেষত মধ্য রাত্রিতে মায়ের উপাসনা ধ্যানাদি করিবে। ৩য়। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত বিশেষত চতুর্দ্দশী অমাবস্থায় মায়ের উপাসনা ধ্যানাদি করিবে। ৪র্থ। আশ্বিন মাসের ১০ই হইতে চৈত্র মাসের ১০ই পর্য্যন্ত বিশেষত পৌষ মাসের ১০ই জগন্মাতার ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৫ম। আশ্বিন মাসের শেষদিন হইতে চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশেষত পৌষ মাসের শেষদিনে মায়ের ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৬ষ্ঠ। আশ্বিন মাসের অমাবস্থা হইতে চৈত্র মাসের অমাবস্যা পর্য্যন্ত বিশেষত পৌষী চতুর্দ্দশী অমাবস্থায় জগজ্জননীর ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৭ম। বৎসরের মধ্যে যে যে দিন ইহার সমস্তগুলি সমাবেশ হইবে সেই সেইদিন সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ততম, সুতরাং সেই দিন প্রাণপণে মায়ের ধ্যানোপাসনাদি করিবে। ৮ম। যে যে দিন অপেক্ষাকৃত অধিক শুভযোগের সমাগম হয়, সেই সেই দিনেই মায়ের আরাধনা করিবে। এই হইল নিষ্কৃষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহ। পাঠক! এখন বুঝিতে পারিলে কি? অমাবস্থার রাত্রি কালে মায়ের পূজা কেন? এখন উপাসকগণের অনুষ্ঠিত আচার এবং শাস্ত্রীয় বিধানের সহিত ইহার যোজনা করিয়া লও।

শাস্ত্র বলেন,—"লপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রান্বিতা প্রভো। এতৎ

কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত্তু যন্ত্রমন্ত্রার্চ্চনাদিকম্। জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা সপ্রসবা যান্তি যন্ত্রমন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ॥" (গৌতমীয়) "অর্থ,—যাবৎকাল পর্য্যন্ত আধারপদ্ম-বিলাসিনী কুণ্ডলিনী শক্তি (মাতৃশক্তি) নিদ্রিতা (তিরোভূতা) থাকেন, তাবৎ কাল মায়ের যন্ত্র মন্ত্র জপ অর্চ্চনাদি কিছুই কোন ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু ভাগ্যবশে যখন তিনি জাগ্রতা (আবির্ভূতা) হয়েন, তখন সমস্ত অনুষ্ঠানই উপযুক্ত ফল প্রসব করে।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ সময় বাম নাসিকায় নিঃশ্বাস প্রবাহের সময়, ইহা বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে; বিশ্বসার এখন আমার নিকটে নাই, সুতরাং শ্লোকটির পাঠে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু মর্ম্মার্থে বোধ হয় অন্যথা হইবে না।

শ্লোকটি এই,—"যদা সঞ্চরতে বায়ুরিড়ায়াং প্রকৃতেশ্বশাৎ। তদা জাগর্ত্তি সা দেবী পিঙ্গলায়ান্তু নিদ্রিতা॥" অর্থ,—ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসিকায় যখন স্বভাবাধীন বায়ুর সঞ্চার হয়, তখন মাতৃশক্তির জাগরণ অবস্থা, আর পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহের কালে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থা বুঝিতে হয়। অতএব বাম নাসিকায় স্বাভাবিক মতে নিশ্বাস প্রবাহকালেই মায়ের যন্ত্র মন্ত্রার্চ্চনাদি যাবদনুষ্ঠান করিবে, ইহা বিহিত হইল।

"কৃষ্ণায়াম্বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ। দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি (চণ্ডী-কীলক)॥" অর্থ,—কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্দ্দশীতে অথবা অষ্টমীতে সমাহিত হইয়া মায়ের পূজাদি করিবে, তাহা হইলে তিনি গ্রহণ করিবেন। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণপক্ষ, আর অষ্টমী চতুর্দ্দশীর আদর করা হইল।

"অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ। শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমং। ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা নচাপদঃ।" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মায়ের উক্তি)॥

এখানে চতুর্দ্দশী আর অষ্টমীর ন্যায় নবমীর ও আদর করা হইল।

"চতুর্দ্দশী, সিনীবালী সন্ধিবেলার্দ্ধরাত্রকে। তত্র সম্পূজয়েৎ কালীং যথা শক্ত্যুপচারতঃ॥" (তারা খণ্ড) অর্থ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, আর শুক্ল অষ্টমী নবমীর সন্ধিকালে, এবং অর্দ্ধ রাত্রিতে জগজ্জননী কালিকার আরাধনা করিবে।

এই সকল বিধানের কারণ কি, তাহাও শাস্ত্রই বলিয়াছেন, তোমরা ইহা আমার পূর্ব্বলিখিত কথাগুলির সহিত মিলাইয়া লইও।

"অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডে তু, নবম্যাঃ পূর্ব্ব এবচ। অর্দ্ধরাত্রে মহাঘোরা আবির্ভূতা মহীতলে॥ (পিচ্ছিলা তন্ত্র) অর্থ, শুক্লা অষ্টমীর শেষ দণ্ড আর নবমীর প্রথম দণ্ড এই সময়ে আর অর্দ্ধ রাত্রিতে জগন্মাতা পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েন। অতএব এই সময়ে জগন্মাতার আরাধনা করিবে। অষ্টম্যা নবমীবিদ্ধা, নবম্যা চাষ্টমী যুতা। অর্দ্ধনারীশ্বরসমা উমা মাহেশ্বরী তিথিঃ॥ (পদ্মপুরাণ) অষ্টমী তিথিতে মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তির সমতা হয়, এনিমিত্ত উহা অর্দ্ধনারীশ্বর স্বরূপ। আবার উভয়ের সমতা নিবন্ধন ইহাকে মাতাও বলা যায়, পিতাও বলা যায়। আবার নবমীর মধ্যে কৃষ্ণ নবমীতে মায়ের বৃদ্ধি আর শুক্লা নবমীতে বাবার বৃদ্ধি, সুতরাং অষ্টমীকে যদি বাবার তিথি বল, তবেও নবমীর যোগে উহা অর্দ্ধনারীশ্বর হয়, আবার মায়ের তিথি বলিলেও নবমীর যোগে উহা অর্দ্ধনারীশ্বর হয়। অতএব উভয়থাই অষ্টমী আর নবমী তিথি অর্দ্ধ নারীশ্বরের ন্যায় মাতাপিতার অপূর্ব্ব সমাবেশের স্থান হইল। অষ্টমী আর নবমীর এত আদরের ইহাই কারণ। যদিচ দশম্যাদি তিথিতে ক্রমে মায়ের অধিকাধিক আবির্ভাব হয় বটে, তথাপি অষ্টমী নবমীর সন্ধিতে যখন মাতৃশক্তির বলবত্তরতা হওয়ার প্রথম সময়, তখন ঐ সময়েই মাতৃত্ব অনুভবের অধিকতর আনুকূল্য হইবে। কারণ প্রত্যেক শক্তিরই প্রথম পরিস্ফুরণকালে যেমন অনুভব হয়, পরে তাহা হওয়া কিছু কষ্ট সাধ্য। পরে উহা অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাহ্যেও আসিতে চায় না। তবে যখন অতি প্রবল হইয়া উঠে, তখন অবশ্যই অনুভব করা যায়। মাতৃশক্তি সম্বন্ধে সেই সময়টা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা। এজন্য দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ও ত্রয়োদশী এই চারি দিন মধ্যে বাদ দিয়া আবার চতুর্দ্দশী আর অমাবস্যায় মায়ের আরাধনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

অমাবস্যা বিশেষত আশ্বিনা অমাবস্যায় (দীপান্বিতায়) মায়ের পূজার বিশেষ বিধান এবং তাহার হেতু,—

"নিত্যং প্রপূজয়েদ্দেবীং দশমাত্রে বিশেষতঃ। ভৃতশক্তা তু সা জ্ঞেয়া উমা মাহেশ্বরী তিথিঃ॥ অমাবাস্যা হি কল্যাণি! কালা তারাপ্রিয়ঙ্করী। অমানাম্নী মহামায়া যস্যামেব বিশিষ্যতে। (বীর তন্ত্র) অর্থ,—জগন্মাতাকে নিত্যই যথা সময়ে আরাধনা করিবে, তন্মধ্যে বিশেষ অমাবস্যা। প্রতি অমাবস্যাতেই বিশেষ রূপে মায়ের উপাসনা করিবে। যে অমাবস্যায় উভয় দিনই মায়ের পূজা কাল প্রাপ্তি হয়, তাহাতে চতুর্দ্দশী যুক্ত দিনই আদরণীয়। অমাবস্যা মায়ের বিশেষ প্রিয় তিথি। কারণ ঐ দিন মায়ের বিশেষ রূপ আবির্ভাব হয়। জগন্মাতার একটি নাম "অমা"। তাহার মা—পরিমা অর্থাৎ পরিমাণ নাই, তিনি অপরিমেয়া এ নিমিত্ত তাহার নাম অ-মা। সেই অমার বাস অর্থাৎ আবির্ভাব হয় বলিয়াই এই তিথির নাম অমাবাস্যা। এজন্য ঐ তিথিতে অবশ্যই মায়ের উপাসনা করিবে।

"অবশ্যং পূজনং দেব্যা অমাবস্যাং সমাচরেৎ। কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ আবির্ভূতা জগন্ময়ী। নিশাথকে পূজিতা তু নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদা। (জামল)। অর্থ,—প্রতি অমাবস্যাতেই জগন্মাতার উপাসনা করিবে। কারণ, অমাবস্যামাত্রে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় (মুখ্যচান্দ্র আশ্বিনা অমাবস্যার, অর্থাৎ দীপান্বিতায়) জগন্মাতার আবির্ভাব হয়, অতএব তখন পূজা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই পূজা অর্দ্ধ রাত্রে করিবে, কারণ অর্দ্ধ রাত্র তাঁহার পূর্ণ আবির্ভাবের সময়: "কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি। আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনীকোটিভিঃ সহ। অতোহত্র পূজনীয়া সা তস্মিন্নহনি মানবৈঃ"॥ (বিশ্বসার তন্ত্র) অর্থ, কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে (দীপান্বিতা অমাবস্যাতে) মহানিশার সময়ে জগন্মাতা সপরিবারে আবির্ভূতা হয়েন, অতএব সেই দিন সেই সময়ে তাঁহার আরাধনা করিবে।

"কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি। আবিরাসী

মহাকালী কর্ণৌ শীঘ্রফলপ্রদা"॥ (ভৈরব তন্ত্র)। অর্থ পূর্ব্ব বচনের মত।

"রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়ামমাবস্যাম্বিষৈবতু। পৃথ্বীতলং সমায়াতা কালী দিগ্বসনাত্মিকা। অতস্তাং তত্র বৈ ভক্ত্যা দেবদেবীং দ্বিজাতয়ঃ পূজয়েয়ুর্ম্মুদা শ্যামাং পশুপুষ্পাঘ্যসম্পদা।" (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ) অর্থ,—নিশীথ ব্যাপক অমাবস্যাতে দেব-দেবী দিগ্বসনা কালিকা এই পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েন, অতএব এই সময়ে তাঁহাকে যথাশক্তি পশু পুষ্পার্ঘ্যাদির দ্বারা আরাধনা করিবে। এই হইল আশ্বিনী অমাবস্যার বিবরণ। অতঃপর মায়ের পূর্ণ আবির্ভাবের সময় গৌণী চতুর্দ্দশীও অমাবস্যার বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, শুন।

প্রতি মাসের অমাবস্যাতেই বিশেষ করিয়া পূজা বিধান আছে, এনিমিত্ত পৌষের অমাবস্যা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু না বলিয়া চতুর্দ্দশী বিষয়েই শাস্ত্র বিশেষ আড়ম্বর করিয়াছেন।

"রটন্ত্যাখ্যচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ পূজ্যা জগন্ময়ী।" (বরদাতন্ত্র) রটন্তী চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে জগন্ময়ীর পূজা করিবে। "মকরাবস্থিতে ভানৌ যা তু কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। তদ্রাত্রৌ কালিকা পূজ্যা সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। তদ্রাত্রৌ যদিদং কৃত্বা পূজয়িত্বা হরপ্রিয়াং। ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ প্রিয়পুত্রধনানি চ।" মূর্ধহা-কৃত স্মৃতি সমুচ্চয়) অর্থ পূর্ব্বের মত, অতিরিক্ত অংশ ও সহজ। "মকরস্থে রবৌ কৃষ্ণে চতুর্দ্দশ্যাং নিশার্দ্ধকে। পূজয়েদ্দক্ষিণাং কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। (উত্তর কামাখ্যাতন্ত্র॥" মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী। তস্যাং নিশার্দ্ধসময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীং॥" (মায়াতন্ত্র) এই সকল বচনে নিশার্দ্ধে পূজা বিধান করিয়াছেন। আবার স্মৃত্যুক্ত মতে পূজা করিলে প্রদোষ কালের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী। তস্যাং প্রদোষসময়ে পূজয়েন্মুণ্ডমালিনীং॥" অর্থ সহজ। এইরূপ এই চতুর্দ্দশী বিষয়ে আরো বহুতর শাস্ত্র বহুতর বচন প্রমাণ আছে। এই যে চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং অষ্টমী নবমী তিথিঘটিত মায়ের আবির্ভাবের বিষয় প্রদর্শিত হইল, ইহাই সেই পূর্ব্বোল্লিখিত আষ্টযামিক আবির্ভাব। ইহা এই সকল তিথির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী, সুতরাং অষ্টযাম অর্থাৎ অষ্ট প্রহর ব্যাপক হইল। ইহাই মায়ের পূর্ণ আবির্ভাবের সময়ের বিবরণ। অতঃপর মাতৃ পিতৃ শক্তির সমতার সময় চৈত্র অমাবস্যা বিষয়েও এইরূপ প্রমাণের অন্বেষণ হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র অমাবস্যা সাধারণেতেই যখন বিশেষ আদর করিয়াছেন, তখন তদ্দ্বারাই চৈত্রী অমাবস্যাও আদৃত হইয়াছে বলিয়া আর অতিরিক্ত কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বিশেষতঃ, চৈত্রী অমাবস্যা মাতৃশক্তির তিরোভাব প্রবাহের সময়, সুতরাং উহা সমতার দিন হইলেও কার্ত্তিকী অমাবস্যার তুল্য নহে, অতএব তাহার বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

পাঠক, বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই উল্লিখিত বিধানাদি সমস্তই সেই পূর্ব্ব কথিত অমাবস্যাদি এবং অমাবস্যান্ত অয়ন গণনার অনুযায়ী। অতঃপর সেই মধ্যম ব্যবস্থানুযায়ী পূজা বিধানাদি বলা যাইতেছে।

মধ্যম ব্যবস্থায়, ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত মায়ের আরাধনার প্রশস্ততা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রথম কৃত্য আমাদের শারদীয় দুর্গোৎসব, শেষ কৃত্য বাসন্তীয় দুর্গোৎসব, আর মধ্যম কৃত্য পৌষ মাসের কমলাত্মিকা বা মহালক্ষ্মীর আরাধনা। তন্মধ্যে শারদীয় আরাধনা পনের দিন ব্যাপক। উহা গৌণ আশ্বিনের নবমীর দিন আরব্ধ হইয়া মুখ্যাশ্বিনের নবমীর দিন সমাপ্ত হয়। এই পঞ্চদশ দিনের নাম "দেবী-পক্ষ"।

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, ঐ কৃষ্ণনবম্যাদি শুক্ল নবম্যন্ত দেবীপক্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ কৃষ্ণ নবমীর দিনে মায়ের বোধন করিতে হয়, পরে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত বারদিন যাবৎ পূজারাধনাদি করিয়া সপ্তমীর দিন প্রবেশন, অষ্টমীর দিন মহাপূজা, সন্ধির সময়ে এবং অর্দ্ধ রাত্রে মহামহা পূজা করিতে হয়। পরে নবমীর দিন পূজান্তে দক্ষিণা করিয়া থাকে।

এই আরাধনাটি আয়নিক আরাধনা হইলেও কেবল আয়নিক নহে। ইহা আয়নিক, পাক্ষিক এবং রাশির নিয়মঘটিত পূজা। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "দিশরাবে চরে চৈব লগ্নে "কেন্দ্রগতে" রবৌ। বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনং" (দেবীপুরাণ) অর্থ,—কন্যা রাশির উদয় কালে সূর্য্য "বিষুব রেখায় উপাগত হইলে" প্রতি বৎসর মায়ের আরাধনা করিবে।

আরো—কন্যাসংস্থে রবৌ শক্র! শুক্লামারভ্য নন্দিকাং মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামপ্রদায়িনী॥ (তিথিতত্ত্ব ও ধনঞ্জয় সংগ্রহ) অর্থ—রবি কন্যা রাশিতে উপাগত হইলে কৃষ্ণ নবমী কিম্বা শুক্ল প্রতিপদ্ বা ষষ্ঠীতে আরম্ভ করিয়া মহানবমী পর্য্যন্ত মায়ের আরাধনা করিবে। অতএব দুর্গোৎসব রাশি, অয়ন পক্ষ ঘটিত উপাসনা, ইহা সপ্রমাণ হইল। এনিমিত্ত ইহা পঞ্চদশ দিন ব্যাপক। সুতরাং ইহা ১০ই আশ্বিনের পূর্ব্বাপর ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়। আবার মলমাসের বৎসরে উহার কিঞ্চিৎ পরেও আরব্ধ হয়।

পাক্ষিক নিয়মে, কৃষ্ণ অষ্টমীর শেষ হইতে শুক্ল অষ্টমীর শেষ পর্য্যন্ত মায়ের আবির্ভাব থাকে, সুতরাং কৃষ্ণ নবমী হইতেই তাহার বৃদ্ধি, অমাবস্যায় পূর্ণতা, আর শুক্লা নবমীর দিন হইতে হ্রাসের আরম্ভ, ইহা পূর্ব্বেই বিস্তার ক্রমে দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতি মাসের এই পনের দিনই প্রকৃত কৃষ্ণপক্ষ, এবং দেবীর পক্ষও হইতে পারে। কিন্তু তথাপি, এই যে আশ্বিন মাসের পঞ্চদশ দিন ইহা আয়নিক ও মাসিক নিয়মে, আর পাক্ষিক নিয়মেও মায়ের আবির্ভাবের সময়, এ নিমিত্ত বিশেষ করিয়া কেবল এই পক্ষটিকে "দেবী-পক্ষ" বলা গিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, দেবীবোধং সমারভ্য যাবৎ স্যান্নবমী তিথিঃ। কৃতা তাম্বু বুধৈর্দীক্ষা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা। তত্রাপি শারদী দুর্গা যত্র দেবী গৃহে গৃহে॥ (বিষ্ণুযামল) বোধ নবমী হইতে অপর নবমী পর্য্যন্ত পনর দিনের যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিনই জ্ঞানীগণ মায়ের দীক্ষা কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। কারণ ঐ সময়ে সর্ব্বত্রই মায়ের আবির্ভাব হয়। উক্ত পক্ষের কৃষ্ণা নবমীর দিনই মাতৃশক্তির বলবত্তরতার আরম্ভ, সুতরাং উদ্বোধন হয়, এ নিমিত্ত ঐ দিন মায়ের "বোধনের" বিধি। তৎপর পাক্ষিক নিয়মে যদিও অমাবস্যার দিনই ইহার বিশেষ

পূজা করা উচিত বটে, কিন্তু তাহা হইলে অধিক সময়ে ১০ই আশ্বিনের পূর্ব্বেই উহার শেষ হইয়া যায়, সুতরাং আয়নিক নিয়মে মায়ের আবির্ভাবের সময় পায় না, অতএব আয়নিক নিয়মের সহিত ইহার অসম্মিলন হয়, এ নিমিত্ত অষ্টমীতেই মহাপূজার বিধি হইয়াছে। ইহাতে উভয় নিয়মেরই সম্মীলন থাকে। অষ্টমীর শেষ হইয়া গেলে নবমী হইতেই আবার পাক্ষিক নিয়মে মাতৃশক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, এ নিমিত্ত সেই দিনই পূজান্ত করিয়া দক্ষিণা করিয়া থাকে। "আদ্রায়াং বোধয়েৎ দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ। পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সম্পূজ্য শ্রবণায়াং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ (বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ) এবং "ইষে মাস্যসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ। নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্তায়াং ষষ্ঠ্যাং বিল্বাভিমন্ত্রণং। সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়াঃ প্রবেশনং। পূর্ব্বাষাঢ়াযুতাষ্টম্যাং পূজাহোমাদ্যুপোষণং। উত্তরেণ নবম্যান্তু বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং। শ্রবণেন দশম্যান্তু প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥ (দেবী পুরাণ) ইহার ভাবার্থ এই,—রবি কন্যা রাশিস্থ হইলে চান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণা নবমীতে জগন্মাতার বোধন করিয়া সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, অষ্টমী ও মহানবমীতে মহাপূজা করিয়া দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে। এ স্থানের অষ্টমী, নবমী ও সন্ধির গুরুত্বের কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই হইল মায়ের আবির্ভাবের প্রথম সময়ের আরাধনা। অতঃপর শেষ সময়ে সেই চৈত্রী উপাসনাও ঠিক এই আশ্বিনী উপাসনার মত, পাক্ষিক, আয়নিক এবং রাশি ঘটিত মতের উপাসনা। এ নিমিত্ত তাহাও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন ব্যাপক, তাহাও তিথি-ঘটিত, সুতরাং এই উপাসনার নিয়মেই পাক্ষিক আর আয়নিক ব্যবস্থার ঐক্য রাখিবার নিমিত্ত উহাকে অমাবস্যান্ত না করিয়া নবম্যন্ত করা হইয়াছে, আর ১০ই চৈত্র না করিয়া তিথি ঘটিত করা হইয়াছে। ইহাতে কোন বৎসর ১০ই চৈত্র ব্যাপিয়াও পড়ে, কোন বৎসর তাহার পরেও হয়, আবার এক দুই দিন পূর্ব্বেও হয়।

অতঃপর সংক্রান্তি ঘটিত অয়ন গণনানুযায়ী মায়ের আরাধনার বিবরণ বলা যাইতেছে। সংক্রান্তি হইতে অয়নের ব্যবস্থানুসারে আশ্বিনের শেষ সংক্রান্তির দিবস মাতৃশক্তির বলবতী হইবার সময়, আর চৈত্রের শেষ দিনে তাহার শেষ এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবস পরিপূর্ণতা হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল সংক্রান্তির দিন মায়ের আরাধনা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করেন নাই। কেবল আশ্বিন মাসের শেষ সংক্রান্তির দিন মহালক্ষ্মীর আরাধনা বিষয়ে বিধি আছে, কিন্তু মায়ের দীক্ষা বিষয়ে ইহার বিশেষ আদর আছে। "অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ" (যোগিনী তন্ত্র) ॥ ভাবার্থ,—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আর জল বিষুব (আশ্বিনের শেষদিন) এবং মহাবিষুব (চৈত্রের শেষদিন) সংক্রান্তির দিবস মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। এই হইল ত্রিবিধ অবস্থানুযায়ী অয়নের প্রথম, মধ্যম, ও অন্তিম সময়ের উপাসনার ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে মধ্যে বহুদিন মায়ের আরাধনার বিধি আছে। যে যে দিন বিশেষ এক একটুক শুভযোগ আছে, সেই দিনই মায়ের পূজা। প্রথম দুর্গোৎসব এবং অষ্টমীর অৰ্দ্ধ রাত্রে শ্যামাপূজা, আবার কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, আবার সংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা, পরে দীপান্বিতা এবং ঐ অমাবস্যারই প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা; আবার পাচ দিন পরেই শুভযোগ পাইয়া সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে মায়ের জগদ্ধাত্রী রূপের আরাধনা, আবার পাঁচদিন পরেই অমাবস্যার আরাধনা, পুনরমাবস্যা, পুন লক্ষ্মীপূজা, আবার রটন্তী অমাবস্যা, আবার চারিদিন পরেই শ্রীপঞ্চমীর লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, পুনশ্চ অমাবস্যা, আবার শীতলা পূজা, পুনঃ শঙ্কটা দুর্গার পূজা, পুন অমাবস্যা, আবার কমলা পূজা আবার অন্নপূর্ণা পূজা, এবং বাসন্তীয় দুর্গোৎসব, আবার অমাবস্যা। এতদ্ব্যতীত, ইহার অন্তর্গত প্রতিপক্ষের অষ্টমী, নবমী, আর চতুর্দ্দশীতে উপাসনা নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ যত উপাসনা তৎসমস্তই এই ছয় মাসের মধ্যে এবং উল্লিখিত কৃষ্ণপক্ষে বিহিত, অনুষ্ঠানও তদনুসারেই প্রচলিত। তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে পাক্ষিক ব্যবস্থায় অমাবস্যা আর রাশির নিয়মে ষষ্ঠী আর মনসা পূজা ভিন্ন কেবল মায়ের বিশেষ কোন উপাসনা দৃষ্ট হয় না। অতএব এখন সেই উল্লিখিত আটটি সিদ্ধান্তই শাস্ত্র, যুক্তি, এবং ব্যবহারের দ্বারা স্থিরীকৃত হইল। "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন" এই প্রশ্নের উত্তর মায়ের ইচ্ছায়, যথাসম্ভব পরিসমাপ্ত হইল। কেবল তাহা নহে, প্রসঙ্গাধীন মায়ের উপাসনার সমস্ত কাল রহস্যই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, নবমী, সন্ধি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ন ও জলবিষুবাদি সংক্রান্তি সময়ের গৌরবের কারণাদি সমস্তই প্রদর্শিত হইল। এখন আশ্বিন আর চৈত্র মাস সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ বলিয়াই অবসর গ্রহণ করিব।

আয়নিক ব্যবস্থানুসারে যে আশ্বিন এবং চৈত্র মাসের গৌরব করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তার ক্রমে দর্শিত হইয়াছে। এখন রাশি ঘটিত একটি কথা বলিব।

ভগবান্ সূর্য্যদেব এক বৎসরে মেষাদি দ্বাদশটি রাশিকে অতিক্রমণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশির উদয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষের, আষাঢ় মাসে মিথুনের, শ্রাবণ মাসে কর্কটের, ভাদ্রে সিংহের, আশ্বিনে "কন্যার," কার্ত্তিকে তুলার, অগ্রহায়ণে বিছার, পৌষে ধনুর, মাঘে মকরের, ফাল্গুনে কুম্ভের আর চৈত্র মাসে মীন রাশির উদয় হইয়া থাকে। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র উক্ত দ্বাদশটি রাশির ছয়টিকে পুরুষ, অর্থাৎ পুংশক্তি বিশিষ্ট, আর ছয়টিকে স্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রীত্ব শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "ক্রূরোঽথ সৌম্যঃ পুরুষোঽঙ্গনা চ ওজোঽথ যুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ, চরস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়া মেষাদিতঃ স্যুঃ ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ ॥" এই নিয়মে মেষ রাশি পুরুষ, সুতরাং বৈশাখ মাস পুরুষ, আর বৃষরাশি স্ত্রী, সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাস স্ত্রী। এইরূপে মিথুন, সিংহ, তুলা ধনু, কুম্ভ, এই কএকটি রাশি, আষাঢ়, ভাদ্র এবং কার্ত্তিক, পৌষ, আর ফাল্গুন এই কএক মাস পুরুষ, আর কর্কট, "কন্যা" বিছা, মকর, "মীন" এই কএকরাশি এবং শ্রাবণ, "আশ্বিন" অগ্রহায়ণ, মাঘ, আর "চৈত্র" এই কয়েক মাস স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইল। এখন বোধ হয়

বলা বাহুল্য যে, বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ, এবং ফাল্গুন এই কয়েক মাসে রাশির নিয়মে পুংশক্তির প্রবলতা, আর জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, "আশ্বিন" অগ্রহায়ণ, মাঘ, এবং চৈত্র মাসে স্ত্রীত্ব শক্তির প্রবলতা হয়, এই নিমিত্তই ইহাদিগকে পুংমাস আর স্ত্রীমাস বলা হইল। অতএব এই নিয়মে জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, আর চৈত্র মাসে মায়ের উপাসনা করার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইল। পরন্তু এই সকল মাসও এক সংক্রান্তি হইতে আর এক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত গণিতে হইবে না। ইহাও সেই অয়ন আর পক্ষের গণনার মত দুই দুইটির অর্দ্ধাংর্দ্ধ লইয়া গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ বৈশাখের অর্দ্ধাংশ হইতে জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ পর্যন্ত বৈশাখ মাস পরিগণিত হইবে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে আষাঢ়ের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত জ্যৈষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরবর্ত্তী আষাঢ়াদি মাসেরও এইরূপই যোজনা। কারণ, যদিচ বৈশাখাদি মাসের প্রথম দিন হইতেই মেষাদিরাশির উদয় আর শেষ দিনেই অস্ত হয় সত্য, তথাপি এই পৃথিবীতে পূর্ব্ব রাশির আধিপত্যের শেষ হইয়া পর রাশির আধিপত্য হইতে প্রায় ১৫ দিনঃ অতীত হইয়া যায়, সুতরাং দুই দুই মাসের অর্দ্ধার্দ্ধ ধরিয়া এক এক মাস পরিগণিত হয়, এবং এইরূপ মাসই মায়ের উপাসনায় বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু এক সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তির মাস তত আদরণীয় নহে। ইহাই রাশি ঘটিত সময়ের ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা মতে জ্যৈষ্ঠমাসের ষষ্ঠীতে ষষ্ঠী, এবং অমাবস্যাতে বিশেষরূপে কালীপূজা করার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আর শ্রাবণমাসে মনসা, আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসব, অগ্রহায়ণে কালীর পূজা, মাঘে রটন্তী, আবার চৈত্রে লক্ষ্মী, শীতলা, অন্নপূর্ণা এবং বাসন্তীয় দুর্গোৎসবের বিধি আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণায়নের মধ্যপতিত উপাসনা গুলির প্রায়ই অয়ন, পক্ষ, তিথি এবং রাশির সহিত মীলাইয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত উহার কোন কোনটা কোন কোন বৎসরে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক আধটুকু অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ে, কিন্তু অন্য সময়ের উপাসনা গুলি তাহা নহে, তাহা প্রতি বৎসরেই নির্দ্দিষ্ট সময় লঙ্ঘন করে না। ইহাই রাশিঘটিত সময়ের ব্যবস্থা। এবং সেই পূর্ব্বোল্লিখিত মায়ের মাসিক আবির্ভাব তিরোভাবের বিবরণ। এইরূপে মাস, অয়ন, পক্ষ, তিথি, দিবা, রাত্রি এবং বাম দক্ষিণ নাসিকার নিশ্বাস প্রবাহের সময় অনুসারে মায়ের আরাধনার বিধান করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় সমূহ উপস্থিত হইলেই মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়, সুতরাং সেই সকল সময়ে অনুধ্যান করিলেই মাকে ধরিতে পারা যায়, অতএব এই সকল সময়েই মায়ের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহার বৈপরীত্যে সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে অনুষ্ঠাতার সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হইয়া থাকে। তাই অমাবস্যায় মায়ের পূজা, তাই রাত্রিতে, অর্দ্ধ রাত্রিতে মায়ের পূজা, তাই বামাবহ নিশ্বাস কালে মায়ের পূজা, তাই আশ্বিনমাসে মায়ের পূজা, জলবিষুবে মায়ের পূজা, কোজাগরে মায়ের পূজা, দীপান্বিতায় মায়ের পূজা, কার্ত্তিকী নবমীতে মায়ের। পূজা, পৌষমাসে মায়ের পূজা, আবার রটন্তীতে মায়ের পূজা, শ্রীপঞ্চমীতে মায়ের পূজা, চৈত্রমাসে মায়ের পূজা বাসন্তীতে মায়ের পূজা, সেই অষ্টমীতে মায়ের পূজা জ্যৈষ্ঠমাসে মায়ের পূজা, এবং শ্রাবণমাসে মায়ের পূজা বিহিত হইয়াছে অতএব, সাধক! উপাসক! ভক্ত! যদি মাকে ধরিতে চাও মাকে পাইতে চাও, তবে উপরি উক্ত সময় রহস্য মনে রাখিয়া মাকে ধরিয়া যথাশক্তি অনুষ্ঠানের চেষ্টা কর, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আর যাঁহারা বাবার উপাসক আছ, তাঁহারা বাবার উপযুক্ত সময় চিন্তা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর, তবেই বাবাকে ধরিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। এ প্রসঙ্গে আর তাহা বলিব না। "অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন ?" এই প্রশ্নে মা যাহা বলাইলেন তাহা প্রকাশিত হইল।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য অতি গূঢ় যে সকল রহস্য আছে, তাহা এভাবে লিখিয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ। এখন অবকাস গ্রহণ করিলাম। ইতি

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর পার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবাব সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। শ্রাবণ।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

বিষয়।		লেখকগণ।			পৃষ্ঠা।
দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম।		...	...	...	৪৯
তত্ত্বমসি	...	শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন শাস্ত্রী		...	৫০
আমার কৃষ্ণ	...	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি		...	৫৩
আদর্শ-সংস্কার	...	ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক		...	৫৬
নিরাশ হইও না	...	...	...	...	৬২
অবশ্য দ্রষ্টব্য	...	...	...	...	৬৪

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৩, টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২, টাকা। ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, (১৮১৫ শক, ১৩০০ সন) শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

শরণমসি স্বরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্।

বিশ্বন্দর্পণদৃশ্যমাননগরী তুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনিমায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্নির্বিকল্পং পুন-
র্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপিমহা যোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া-
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

যস্যৈবস্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকম্ভাসতে
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভো নিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

নানাচ্ছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপ প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎসমস্তং জগ-
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

দেহং প্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়া সমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎসুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ববাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

বিশ্বম্পশ্যতি কার্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

ভূরম্ভাংস্যনলো নিলাম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃপুমা
নিত্যাভাতি চরা চরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকং।
নান্যৎকিঞ্চনবিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎপরস্মাদ্বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে
তেনাস্য শ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বংস্বতঃ
সিধ্যেত্তৎপুনরষ্টধাপরিণতং চৈশ্বর্যমব্যাহতম্॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি॥

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্ম নিষ্ঠৈঃ॥
আচার্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং
শ্রীমদ্দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

"তত্ত্বমসি"।

বেদবাক্য বিচারে যত লোক প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে আপাততঃ শ্রেণীত্রয়ে বিভাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা বিদ্যাব্রত-স্নাতক সাম্প্রদায়িক আচার্য্য সমীপে উপনীত হইয়া রীতিমত সাঙ্গরহস্য বেদানুশ্রবণ করিয়া বেদার্থ হৃদ্গত করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য্যবলে সংযত-মানস, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর প্রকৃত বেদবিৎ। যাঁহারা, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রাভ্যাসে শিষ্ট হইয়াছেন, অথচ তাদৃশ গুরূপদেশ লাভে অসমর্থ হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে স্বমত স্থাপনার্থ অভিমত বেদার্থ বিস্তার করেন, তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর বেদজ্ঞ। অপর শ্রেণীস্থ বেদবেত্তৃগণ উক্ত উভয় পথ স্পর্শও করেন নাই, কেবল পরমুখে অর্থাভাস শ্রবণ করিয়া দুঃসাহসে স্বমত ব্যাখ্যা করেন। ইহাদিগকে বেদজ্ঞ বলিলে উপহাস প্রকাশ করা হয়। উপযুক্ত ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাদি প্রলাপোক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ পরিহার্য্য। প্রাগুক্তপক্ষদ্বয়ের অর্থব্যাখ্যা শ্রবণেও অনেক স্থলেই পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। স্পষ্টতঃ বিরোধও আছে। অতএব তত্ত্বমসি, এই মহাবাক্য-বিচারেও তদ্রূপ পরস্পর বিরুদ্ধোক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আজ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পুরাতন হইলেই উৎকর্ষোপেত, আর নবীন হইলেই সদোষ, এই কথা সর্ব্বত্র সঙ্গত না হইলেও বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে। ঘোর কলিকালে, এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের দুর্দ্দিনে, বিজাতীয় সঙ্ঘর্ষণে শাস্ত্রাভ্যাস ও শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বোধ যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যে শাস্ত্রের অধ্যাপকটী গতায়ু হইলেন আর তেমনটী হয়না, ইহা কমশঃ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। দশবৎসর পূর্ব্বে যতজন বেদাধ্যাপক ছিলেন, অধুনা তাহার দশাংশের একাংশও নাই। বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক অতি বিরল। তথাপি যিনি যে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী তিনি অব্যবসায়ী অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞ ও অধিকারী। কিন্তু অধিকারী ও অধিকার বিচার অধুনা প্রায়ই বিলুপ্ত। পাশ্চাত্য-প্রবাহে সকল সমান হইয়া যাইতেছে। স্বেচ্ছানুরূপ শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত-প্রাধান্য স্থাপনে সকলে বদ্ধকটি। সাধনার প্রয়াস নাই, সাধক বলিয়া পরিচিত হইতে বাসনা। কেহ বা নিত্যকর্ম্মাদি পর্য্যন্তও অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিরত। অথচ বেদের কথা বলিতে মুখব্যাদান করিয়া থাকেন। কেহ আজন্ম বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পরমুখে শ্রুতবাণীই শ্রদ্ধেয় বোধ করেন। কাহারও বা কিছুতেই আস্থা নাই, শাস্ত্রগতিও অবগত নহেন, যখন যে যাহা বলে তাহারই অনুসরণ পূর্ব্বক বিভিন্নপথে বিচরণ করিয়া কুত্রাপি সস্থি লাভ করিতে পারেন না। কাহারও বা ব্রাহ্মণত্বের মৌখিকাভিমান আছে, অথচ কার্য্যকালে ব্রাহ্মণ্য রক্ষার চেষ্টা নাই। এবংবিধ মতিবিকারের প্রলাপ বাক্যে দেশে অশেষ অনর্থপাত হইতেছে।

বেদব্যাখ্যাতৃগণই আচার্য্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আবার ধারাবাহিক গুরুপরম্পরায় সুশিক্ষিত আচার্য্যগণ, সম্প্রদায় বিরহিত আচার্য্যাপেক্ষায় গরীয়ান্। আর যাহারা আচার্য্য নহেন, তাহারা বেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়ই অকাণ্ডে ব্যাখ্যান করিয়া অভিনব পথের বা বিপথের অবতারনা করিয়া থাকেন, সুতরাং এরূপ মত সাধু নহে। অনেকে স্বোদ্ভাবিত মতের বলাধিক্য রক্ষার্থ উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যাংশের বুদ্ধ্যনুরূপ অর্থ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিলে অথবা বিচারস্থলে উপস্থিত হইলে প্রায়ই তথ্য ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। মূল অনুসন্ধানে বিরত থাকিলে আপাততঃ প্রীতিপ্রদও মনোরম বোধ হয়, সুতরাং উহা শ্রেয় না হইয়া প্রেয় হয়। যাঁহারা শ্রেয়স্কাম, তাঁহারা আচার্য্যের অনুসরণ করেন, আর যাহারা প্রেয়ঃকাম তাহারা নব্য প্রতিভার মুখপ্রেক্ষী। শ্রেয়স্কাম আপাততঃ ক্লিষ্ট হইলেও পরিণামে স্থির সত্য-সুখ উপলব্ধি করেন। আর প্রেয়ঃকাম আপাততঃ মনের অনুকূল বাক্ বিন্যাসে আনন্দানুভব করিয়া পরিণামে বঞ্চনা ও দুঃখ লাভ করেন। মতিমানগণ শ্রেয়স্কাম হইতেই প্রয়াসী।

চারি বেদের চারিটী মহা বাক্য; তন্মধ্যে সামবেদে "তত্ত্বমসি"। চারিটী মহাবাক্যের তাৎপর্য্যই অদ্বয়ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন, ইহা আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞান, আর্য্যজনের চরম জ্ঞান; অদ্বৈত জ্ঞানে প্রকৃত মুক্তি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" বোধের উপদেশ শ্রুতিস্মৃতিতে প্রচুর রহিয়াছে। যতদিন অদ্বৈতবোধ না জন্মিবে ততদিন দ্বৈতে নির্ভর করিয়া সাধনাবলে অদ্বৈতে উপস্থিত হইতে হইবে। অদ্বৈত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে আর কর্ত্তব্য থাকে না। অদ্বৈত জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জনন মরণ চক্রে আবর্ত্তিত হইতেই হইবে ইহাই শাস্ত্র মর্য্যাদা। পুণ্যোপচয়ে উত্তম স্থান, সগুণ সাধনে সালোক্য লাভ হইলেও আবর্ত্তন ও স্খলন শঙ্কার পরিহার হয় না; এজন্য শ্রুতি বলিলেন "দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ং"। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"। একদিকে আচার্য্যগণ সম্প্রদায়গত শ্রৌত তত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়া সুসংযত শিষ্যকে সে তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন, আর একদিকে লৌকিক শাস্ত্রে কৃতবুদ্ধি পণ্ডিত মহাশয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন, এখন কাহার কথা শুনিতে হইবে? শ্রুতির প্রমাণ অন্য শ্রুতিদ্বারা, স্মৃতি দ্বারা এবং অনুভূত আচার্য্য উপদেশের দ্বারা যাহা প্রকাশিত, প্রচলিত ও শিষ্ট পরিগৃহীত তাহার উপেক্ষা কোন ব্রাহ্মণ করিতে পারিবেন না। যাহারা ব্রহ্মণ্য দেবকে দূরপেত ও নিষ্কাশিত করিতে ব্যগ্র তাহারাই নব পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হইবেন। আচার্য্য বলিলেন "তত্ত্বমসি" জীব ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক মহাবাক্য। কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, উপক্রমোপসংহারাদি বিচার করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন যে, উহা জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞাপক। অভেদজ্ঞাপক সোহহংভাবই প্রত্যেক শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। অদ্যাপিও তদ্ভাবে সাধক সাধনা করিতেছেন। এমন কি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সোহহংচিন্তা। তথাপি দ্বৈতবাদী বলিবেন, উহা অভেদপ্রতিপাদক নহে! 'তৎত্বং, তস্যত্বং "তাহার তুমি" এই অর্থ প্রতিপাদক! সেব্য সেবক ভাবে পরমও জীব পৃথক্, এই পার্থক্যের বিরাম নাই। সুতরাং দ্বৈতবাদীর মতে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রৌত আদেশ অকিঞ্চিৎকর।

অতএব নির্ব্বাণ মুক্তি একরূপ নাই বলিলেই হয়। কেহ কেহ এই শেষোক্তউপদেষ্টৃবাক্যে বিমুগ্ধ। এরূপ শাস্ত্রগতি কীদৃশ যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনার জন্য প্রথম "তত্ত্বমসি" শ্রুতির উপন্যাস করা যাইতেছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তৎ পিতা উদ্দালক ঋষির আখ্যায়িকায় ঐ মহাবাক্যের স্থাপনা হইয়াছে।

শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তংহো পিতোবাচ শ্বেত কেতো বসব্রহ্মচর্য্যং,,। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা আরুণি বলিলেন আমাদের গুরুকুলে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। নচেব সোম্যা স্মং কুলীনো ননূচ্য ব্রহ্ম বন্ধুরিব ভবতীতি। বেদাদি অধ্যয়ন না করিলে ব্রহ্মবন্ধু হইতে হয়।

"সহ দ্বাদশ বর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতি বর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনাঃ অনূচানঃ মহনীয় স্তব্ধ এয়ায়। শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বেদাধ্যয়ন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্যে যথারীতি বেদাধ্যয়ন করিলেও অভিমান ও অবিনয় পরিহার করিতে পারিয়াছিলেন না। "তংহো পিতোবাচ,, শ্বেতকেতো! পিতা তাহাকে অবিনয়ী দেখিয়া বেদের আত্মবিদ্যা (বেদান্ত) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্বেতকেতু আত্মবিদ্যা সম্যবিগত করিতে পারিয়াছিলেন না। পিতা আরুণি প্রশ্ন করিলেন "যেনাশ্রুতং শ্রুতংভবত্যমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি,। যে উপদেশে অশ্রুত শ্রুত হয়, অতর্কিত তর্কিত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাহা বল। আত্মজ্ঞানবিবর্হিত শ্বেতকেতু এরূপ প্রশ্ন শ্রবণে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া "কথংনুভগবঃ স আদেশোভবতীতি।" কি প্রকারে ইহার উপদেশ হয় জিজ্ঞাসিলেন, তখন আরুণি বলিলেন—

"যথা সোম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বংমৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচা রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং॥"

হে সৌম্য! যেমন, লোকের একটী মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞানদ্বারা মৃত্তিকায় জাত ঘটশরাবাদি তাবৎ মৃণ্ময় পদার্থের জ্ঞান জন্মে। উপাদান কারণ বোধে কার্য্যজ্ঞান জন্মে। ঘটশরাবাদি সমস্ত মৃৎপিণ্ডের রূপান্তর মাত্র। উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ স্থলে মৃত্তিকাই সত্য? ঘটাদি কেবল ব্যবহারার্থ নাম মাত্র। ব্যবহারে কেবল ঘটাদি, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য, পরমার্থতঃ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"যথা সৌম্যৈকেন লোহ মণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ম্ লোহমিত্যেব সত্যং। যথা সৌম্যৈকেন নখ নিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং এবং সৌম্য সআদেশো ভবতীতি।"

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান বোধের দৃঢ়তা প্রতিপাদনার্থে মৃত্তিকা দ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়া তদ্বৎ লোহমণি (সুবর্ণ) ও কৃষ্ণায়সের দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। বলয় কটকাদি স্বর্ণ হইতে বিভিন্ন নহে, বলয়াদি কেবল স্বর্ণের ভিন্ন ভাবে অবস্থান মাত্র।

"নবৈনূনং ভগবন্তস্ত এতদবে দিষুর্যদ্ধ্যেতদবে দিষ্যন্ কথং মে না বক্ষ্যন্নিতি ভগবাং স্তেব মেতদ্ব্রবীত্বিতিতথা সোম্যেতি হোবাচ॥"

শ্বেতকেতু শ্রুতির উপক্রম শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! আমাকে সেই বস্তুর উপদেশ করুন যাহার জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয়। যাহা জানিলে সকল জানা যায়। তখন আরুণি ঋষি সোম্য! তাহা বলিতেছি, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম॥"

সৎএব সোম্য ইদং অগ্রে আসীৎ একং এব অদ্বিতীয়ম।

এই শ্রুতি শুনিয়া প্রথমে মনে এই আশঙ্কার উৎপত্তি হয় যে, পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপ ছিল, এখন নাই। সেই আশঙ্কার নিরসনার্থ এই মাত্র প্রথমে বলা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপই ছিল সত্য। সৃষ্টি হইলে নাম রূপাদির বিশেষণাবিভাব হইল। যথা পূর্ব্বোক্ত বলয়াদিবৎ। এস্থলেই দ্বৈতভাব মিথ্যা প্রকটীকৃত হইল এবং অদ্বিতীয় পদ দ্বারা তাহারই দৃঢ়তা জন্মিল। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বাক্যত্রবিন্যস্ত হইল। ঐ শ্রুতির দৃঢ়তা স্থাপনার্থ পুনর্ব্বার বলা হইল।

"সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্॥

সৎতু এব সোম্য ইদং অগ্রে আসীৎ একং এব অদ্বিতীয়ম্। দ্বৈত মিথ্যা, পরব্রহ্মই সত্য, ইহাই স্থির বোধ। সুতরাং সৎস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান জন্মে ইহাই শ্রৌত তাৎপর্য্য।

তৎপর সেই সন্মাত্র পরব্রহ্ম অভিধান ক্রমে জগৎ সৃজন করিলেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। ইত্যাদি। যাহা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কালেও এক ভাবে বর্ত্তমান, তাহাই নিত্য সত্য। তদ্ভিন্ন জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা। কারণ প্রলয়ে তাহার অভাব হয়। যাহা হউক এইরূপ সৃষ্টিক্রম উল্লেখ করিয়া আবার শ্রুতির উপন্যাস হইল যে, "অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ॥" অন্য শ্রুতিতে, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। পরমাত্মা দেহপিণ্ড সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। অতএব পরম ও জীব একই বস্তু। কেবল নিরুপাধিক ও সোপাধিক মাত্র। ফলতঃ পৃথক নহে। এইরূপে সৃষ্টি প্রপঞ্চ বিস্তার ও তৎসঙ্গে আত্মোপদেশ প্রদানন্তর শ্বেতকেতুকে পরম ও জীবের অভেদজ্ঞান দৃঢ়রূপে অনুভব করার জন্য এক এক পদার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক "স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি॥" এইরূপ নব বার "তত্ত্বমসি" বলিয়া ঔপনিষদাত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছিল। ঐ নববার তত্ত্বমসি উপদেশ প্রবাহের মধ্যে একস্থলে এই শ্রুতি আছে যে, "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তেন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা "তত্ত্বমসি" শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এবমা ভগবান বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। শরীরেরই বিনাশ হয় কিন্তু জীবের বিনাশ নাই, সুতরাং জীব নিত্য। পরমাত্মাই নিত্য, তদ্ভিন্ন আর কিছু নিত্য নাই, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব জীব ব্রহ্মের অভেদ ভিন্ন নিত্যত্ব ও নির্ব্বাণ মুক্তি রক্ষিত হইতেই পারে না। যেরূপ দৃশ্যমান লবণ পিণ্ড জলে মিশাইয়া লবণ অদৃশ্য হইলেও কিন্তু আচমনে জল লবণাক্ত

অনুভূত হইতে থাকে, তদ্রূপে লবণের অবস্থান দৃষ্টে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের পুনরুল্লেখ হইল। এতাবতা "তত্ত্বমসি" অভ্যাসে জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতীতি দ্বারা শ্বেতকেতুর একজ্ঞান হইয়াছিল। ইহাই উপসংহার।—উপক্রমে অভ্যাসে ও উপসংহারাদির বিবেচনায় "তংত্বং" তাহাই তুমি, এইরূপ উপদেশ আমাদেরও হৃদ্যোর হয়। বিশেষতঃ আচার্য্যের উপদেশ, সাম্প্রদায়িক গুরূপদেশ, এবং শিষ্টজন পরিগৃহীত "তাহাই তুমি" তত্ত্বমসি।"

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক নহেন, আচার্য্য নহেন, দ্বৈতাদ্বৈতবং ইত্যাদি শ্রুতি শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করিলেন, "তত্তু সমন্বয়াৎ" "সর্ববেদান্ত প্রত্যয় শ্চোদনাদ্য বিশেষাৎ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সঙ্কুচিত করিয়া সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই, আংশিক সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রাশি রাশি অপৌরুষের প্রতিবাক্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, শ্রুতি স্মৃতির মর্য্যাদা বিলঙ্ঘন করিয়াছেন, তত্ত্বপথের অন্তরায় হইয়া সংসার ও স্বর্গাদি প্রাপ্তিকেই চরম বোধ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিলেন "তাহার তুমি হও" ইহাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তাৎপর্য্য। যাঁহারা এই অর্থ করেন তাঁহাদের উপক্রম উপসংহার ও অভ্যাসাদি লিঙ্গ বিচার কোথায়? আপাততঃ "তাহার তুমি হও" এই তাৎপর্য্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য, তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও অন্যবেদের মহাবাক্য "অহংব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইহাদের গতি কি হইবে? যে ব্যাকরণ বলে "তস্যাত্বং" এই বিগ্রহে "তত্ত্বং নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই ব্যাকরণ এস্থলে সম্পূর্ণ নিরস্ত। এবং বৈদিক অভিধান নিরুক্ত দ্বারা, অন্য শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা ও "অহংব্রহ্ম" এইবাক্যে "ব্রহ্মের আমি" এরূপ অর্থ হইতে পারে না। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে, প্রকৃত আচার্য্য ভাষ্যকারের ন্যায় "তাঁহার তুমি হও" এই তাৎপর্য্য নিরূপক পণ্ডিতগণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং অনেকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অদ্যাপি অনেকে দৃক্‌শূন্য হইতেছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না যে, "তত্ত্বমসি" ব্যতীত আরও মহাবাক্য রহিয়াছে। তাঁহারা "তত্ত্বমসির" তস্যত্বং শুনিয়াই ক্ষান্ত হন, অন্য মহাবাক্য আছে ইহার লেশমাত্রও হৃদয় মন্দিরে জাগরূক হইতেছে না। চক্ষে ধূলিপ্রদানের অপর কারণ এই যে, "মানুষকে ব্রহ্ম বলে" এই অর্থ কি সঙ্গত? অদ্বৈতবাদীরা কখনই মানুষকে ব্রহ্ম বলে না। আত্মা ও পরমাত্মা এক ইহাই বলে। পরমাত্মা নিত্য, অন্যবস্তু মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য, ইহাই বলে। এবং সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন জীব তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাৎপর্য্যানুভবে, আচার্য্য সংযোগে অধিকারী। তদুপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতভাব থাকে, পূজ্য পূজক পার্থক্য থাকে। মিথ্যা হইলেও দ্বৈত সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া সোহহং চিন্তায় আদেশ আছে, শেষ লক্ষ্য তাহাই। সাধকগণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যখন ব্রহ্মামৃত পান করেন, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার তখন অনুভব হয় না। কিন্তু সেই সিদ্ধ সাধকেরও সমাধিভাবের অপগম হইলে দ্বৈত ব্যবহার থাকে। উহাই অদ্বৈতবাদিগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেন মাত্র। মানুষকে ব্রহ্ম বলেন না। অনমুসন্ধিৎসু গুরূপদেশ ব্যতীত ঐ সমস্ত তত্ত্বামৃত পানে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বৈতবাদী-সাধনার বিসর্জ্জন করিয়া কেবল কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। আর উর্দ্ধে উন্নীত হওয়ার আশাও করেন না এবং অন্যের পথেও কণ্টক প্রদান করিয়া থাকেন। পরমাচার্য্যের সম্পূর্ণ মীমাংসিত প্রকৃত ভাষ্য আর অসাম্প্রদায়িক অনাচার্য্যের দিঙমাত্র মীমাংসিত অপূর্ণ ভাষ্য সুধী সমাজে স্থাপিত হইলে শেষোক্ত নিরস্ত ও নিরাকৃত হইবে এবং হইয়াছে। অদ্যাপি পরমহংসগণ প্রথমোক্ত ভাষ্য পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। আর শেষোক্তগণ "জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়ে কৃষ্ণ ভজ সদা" এই বাক্যকে বেদাধিক প্রামাণিক বোধকরেন। জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষার আদেশে বেদের নিন্দা প্রচার করা হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। এবং তদনুসারে বৈদিকক্রিয়া কর্ম্মাদির বিলয় সাধন করিয়া কলিমাহাত্ম্য প্রচার হইতেছে মাত্র। বেদ বিরুদ্ধ মত সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। নবীন দ্বৈতসত্য, হয়ত বলিলেন, বেদ বিরুদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে সত্য, কিন্তু বেদ সঙ্গত মতই যে, জ্ঞান কর্ম্মে উপেক্ষা করা! যদি জ্ঞান কর্ম্মের উপেক্ষা বেদ সঙ্গত মত হয় তবে নিশ্চয় তাঁহাকে বলিব তিনি বেদস্বরূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জ্ঞান কর্ম্মোপদেশেই বেদের বেদত্ব। যাহাদের অধিকার বিচার বা তদনুরূপ উপদেশ নাই তাহারাই নিত্য কর্ম্মের পরিহার করিয়া কেবল ভজনোপদেশ প্রদান করেন তত্ত্বমসির অর্থ "তাহার তুমি" এরূপ বলিয়াও বিচারস্থলে উপস্থিত হইতে সাহস প্রাপ্ত হন না। আমরা "কৃষ্ণভজ" এরূপ উপদেশের বিরোধী নহি। কিন্তু "জ্ঞান কর্ম্মের উপেক্ষা কর, এই উপদেশকে অবৈদিক বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করি এই ঘৃণা শাস্ত্রমূলক। অদ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি" তৎত্বং অসি এই বাক্য অবলম্বনে বহু বিচার এবং তাৎপর্য্য বোধের জন্য অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিচার বর্ণন করিয়া পাঠক বর্গের সময় নাশ করিতে ইচ্ছা করিনা। সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গেলেও এই দেখা যায় যে, শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া পূর্ণ যৌবনে স্বগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে তাঁহার তুমি হও, এই উপদেশ নয়বার বলিবার আবশ্যক কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ উপদেশ স্থির করিবার প্রয়োজনই বা কি? বোধহয় তাদৃশ ব্যক্তিকে একবার বলিলেই হয়। সহজে যেদিগে মানুষের বুদ্ধি যায়, যাহার ধারণা করা সুকর তাহার উপদেশ পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে কেন? কিন্তু "তাহাই তুমি" এই অভেদ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা, হৃদয়ে অনুভব করা সুকর নহে। ধারণা করিতে বিমলান্তকরণ হওয়া একান্ত বিধেয়। সেইজন্যই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা অভেদ বোধক বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। আমি মায়াবশে সংসারী, মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই নির্মুক্ত হইয়া প্রকৃত সোহং হইতে পারি। যাহা সুগম তাহার সাধনায় বহু প্রয়াস পাইতে হয়না। যাহা দুর্গম তাহার সাধনায় নানাবিধ ইষ্ট আয়োজনের প্রয়োগ হইয়া

থাকে। যে তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অবাঙ্মনসগোচর, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, নির্গুণ, নিরঞ্জন, নির্লেপ, তাহাতে "তাহার আমি" এই ভাব বড়ই সরল ও অসংলগ্ন বোধ হয়। "আমি তাহার" এরূপ প্রতীতি হইলে স্বরূপাধিগমের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই নির্মূল হইয়া আসে। আর "আমিই তাহা" এরূপ প্রতীতি করিতে হইলে, তাহা কি? এরূপ স্বরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই জন্মে।

"তাহার আমি" বাদিগণ বলিয়া থাকেন তাহার সেবা করিতে পারিলেই পরম সুখ হইল, মুক্তি কিছু নহে। এই বাক্য সুসার নহে। সেবায় সুখ হয় বটে; কিন্তু বিগ্রহবান্ না হইলে কথিত সেবা ঘটে না। বিগ্রহবত্তা তাঁহার স্বরূপ নহে—মায়িক রূপ। মায়িক রূপ স্থায়ী নহে, সুতরাং নিত্য সুখ হইল না। আবার সেবকের পদে পদে স্খলন হইতে পারে। ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণও আছে। আবার কোন ২ সেবক যুক্তি লাগাইয়া বলেন "তাহার তুমি" এই অর্থই সঙ্গত হয়, কারণ চিনি হইয়া কাজ কি? পিপ্‌ড়ে হইয়া চিনি খাওয়াই সুখ"। এই দৃষ্টান্ত বিষম, সুতরাং অসঙ্গত। চিনির সহিত ব্রহ্মের তুলনাই হয় না। সুখ বাঞ্ছনীয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। সেই সুখ নিত্য হইলেই সুখাশার সম্পূর্ণ তর্পণ হইয়া থাকে। নিত্য সুখী হইতে হইলে সচ্চিদানন্দ না হইলে আর নিত্য সুখানুভবের আশা নাই। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হওয়া আর চিনি হওয়া কোনরূপে সমান নহে। সেই তুমি "তত্ত্বমসি" হইলেই তাহা সাধিত হয়—প্রকারান্তরে নহে। উপরে বলা হইয়াছে বিগ্রহবান্ হইলে সেবক মনোমত সেবা করিয়া সেবা জনিত সুখানুভব করিতে পারেন। কিন্তু বিগ্রহ, স্বরূপ নহে,—মায়িকরূপ। মায়িক, সুতরাং মিথ্যা এবং অসীম, অতএব অল্প। "যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং", নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং। ইত্যাদি শ্রুতি। ভূমা ব্রহ্ম, তাঁহারই অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। মহামায়া ইঁহাদের প্রসূতি। পুরাণে ব্রহ্মাদির আবির্ভাব তিরোভাব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। "তাহার তুমি" এরূপ তাৎপর্য্য হইলে তুমি কাহার তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত। যদি বল "আমি বিষ্ণুর। তবে যখন মহামায়ার সত্ত্বগুণ উপসংহৃত হইবে, প্রকৃতির কুক্ষিস্থ হইবে, তখন বিষ্ণুর অবতার সত্ত্বা বিষ্ণুতে লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি কাহার? যদি বল আমি তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মের, তবে তুমি ব্রহ্ম হইতে চিরকালই ভিন্ন। সুতরাং নিত্য নীরূপের সেবা কিরূপে করিবে? প্রলয় কালে কোথায় থাকিবে? তোমার যে ভিন্ন সত্ত্বা। আর সেবারই বা প্রয়োজন কি? ব্রহ্মও নিত্য তুমিও নিত্য। তোমার উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব একান্তই সঙ্কুচিত ও হতপ্রভাব। এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক উপস্থিত হইবে। স্পষ্ট একত্ব প্রতিপাদক বহুবিধ শ্রুতি রহিয়াছে এবং দ্বৈতভাবের অসারতা ও ভয়জ্ঞাপক স্পষ্ট শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু অদ্বৈত বোধে ভয়, দুঃখ বা তাপ ঘটে এরূপ শ্রুতি নাই। সুতরাং ইহাও "তত্ত্বমসির" সেই তুমি এই তাৎপর্য্যের অনুকূল।

অদ্বৈত বোধ উপযুক্ত অধিকারীরই হইয়া থাকে। অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাধ্য সাধক, পূজ্য পূজক ভাবে অর্চনা করিতে হইবে। কিন্তু তখনও সোঽহংভাবে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে, আশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপ যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবে, পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চ পূজায় নিষ্মালান্তঃ করণ হইতে হইবে, বিশুদ্ধ ভাবে। এরূপ ভাবে ভাব শুদ্ধি হইলেই জীবের ক্রমশঃ আত্মোন্নতি হইতে থাকে। তখন প্রকৃত মুমুক্ষু হয়। উৎকট মুমুক্ষার আচার্য্য যোগে "তত্ত্বমসি" "তুমি তাহা" এই অভেদজ্ঞান হৃদয়ের তলে ২ অনুভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাই শ্রৌত তাৎপর্য্য, আচার্য্যের ব্যাখ্যা এবং শিষ্ট জনের প্রতিপালিত।

কাল মাহাত্ম্যে আজ কাল বড় বড় কথা লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইয়া থাকে। তাহাতে যাহারা পাশ্চাত্য মত উদ্ভাবন করিতে পারেন, পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত জনগণের অনেকে তাহাই প্রায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিতে প্রায়ই প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই অনেকের অন্তঃকরণে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে।

আমার কৃষ্ণ।

প্রথম প্রস্তাব।

অনেক দিন যাবৎ কেবল মায়ের বিষয় লইয়াই নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিতেছি। বাবাও তাহাতে একবারে পরিত্যক্ত হয়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ বা বিষ্ণু সম্বন্ধে এযাবৎ কোন নাম গন্ধই করা হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বর প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিতেছে। তাই এবার তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করার ইচ্ছা। পরন্তু, একথা, বোধ হয়, বলা বাহুল্য যে, এই সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব তাহা আমারই প্রকৃতি এবং জ্ঞানাদির অনুযায়ী। সুতরাং তাঁহার (কৃষ্ণ) সম্বন্ধে ইহা বাস্তবিকও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষ যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু বলে তৎসমস্তই তাহার আপনার অবস্থা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বর্ণিতব্য বিষয় সম্বন্ধে উহা সত্য এবং মিথ্যা দুইই হইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধের কথাবার্ত্তাতে আমার এ বিশ্বাস অতীব দৃঢ়।

নিম্নস্থ বিষয়টি আমার এ বিশ্বাস জন্মাইবার হেতু। সেই বিষয়টি—মনুষ্যের শ্রেণী ভেদ। মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সমূহ পরিলক্ষিত হয়। গুণ, শক্তি, স্বভাব, প্রকৃতি, সংসর্গ, শিক্ষা, অভ্যাস, এবং বুদ্ধি জ্ঞানাদি হইতে মানবগণের শ্রেণী ভেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানবের মধ্যে ভিন্নভিন্ন রূপের গুণ, শক্তি, স্বভাবাদি অনুভূত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারাই মানবের প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত গুণ ও শক্ত্যাদি দুইটি মানুষের ঠিক এক না হইলেও অনেকাংশেই সদৃশ হইতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। এজন্য সেই সাদৃশ্য লইয়া কতকগুলি কতকগুলি মানুষকে এক এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, ব্যবহারেও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গুণ শক্ত্যাদির দ্বারাই মানবের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্ম্মিত।

অনুভূত হইতে থাকে, তদ্রূপে লবণের অবস্থান দৃষ্টে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের পুনরুল্লেখ হইল। এতাবতা "তত্ত্বমসি" অভ্যাসে জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতীতি দ্বারা শ্বেতকেতুর একজ্ঞান হইয়াছিল। ইহাই উপসংহার।—উপক্রমে অভ্যাসে ও উপসংহারাদির বিবেচনায় "তৎত্বং" তাহাই তুমি, এইরূপ উপদেশ আমাদেরও হৃদ্বোধ হয়। বিশেষতঃ আচার্য্যের উপদেশ, সাম্প্রদায়িক গুরূপদেশ, এবং শিষ্টজন পরিগৃহীত "তাহাই তুমি" তত্ত্বমসি।"

যাহারা সাম্প্রদায়িক নহেন, আচার্য্য নহেন, দ্বৈতাদ্বৈতয়ঃ ইত্যাদি শ্রুতি শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করিলেন, "তত্তু সমন্বয়াৎ" "সর্ব্ববেদান্ত প্রত্যয় শ্চোদনাদ্য বিশেষাৎ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সঙ্কুচিত করিয়া সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই, আংশিক সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রাশি রাশি অপৌরুষের প্রতিবাক্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সত্যের আপলাপ করিয়াছেন, শ্রুতি স্মৃতির মর্য্যাদা বিলঙ্ঘন করিয়াছেন, তত্ত্বপথের অন্তরায় হইয়া সংসার ও স্বর্গাদি প্রাপ্তিকেই চরম বোধ করিয়াছেন, তাহারাই বলিলেন "তাহার তুমি হও" ইহাই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তাৎপর্য্য। যাঁহারা এই অর্থ করেন তাঁহাদের উপক্রম উপসংহার ও অভ্যাসাদি লিঙ্গ বিচার কোথায়? আপাততঃ "তাহার তুমি হও" এই তাৎপর্য্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য, তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও অন্যবেদের মহাবাক্য "অহংব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইহাদের গতি কি হইবে? যে ব্যাকরণ বলে "তস্যত্বং" এই বিগ্রহে "তত্ত্বং নিষ্পন্ন হইয়াছিল সেই ব্যাকরণ এস্থলে সম্পূর্ণ নিরস্ত। এবং বৈদিক অভিধান নিরুক্ত দ্বারা, অন্য শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা ও "অহংব্রহ্ম" এইবাক্যে "ব্রহ্মের আমি"এরূপ অর্থ হইতে পারে না। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে, প্রকৃত আচার্য্য ভাষ্যকারের ন্যায় "তাহার তুমি হও" এই তাৎপর্য্য নিরূপক পণ্ডিতগণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং অনেকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অদ্যাপি অনেকে দৃক্‌শূন্য হইতেছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না যে, "তত্ত্বমসি" ব্যতীত আরও মহাবাক্য রহিয়াছে। তাহারা "তত্ত্বমসির" তস্যত্বং শুনিয়াই ক্ষান্ত হন, অন্য মহাবাক্য আছে ইহার লেশমাত্রও হৃদয় মন্দিরে জাগরূক হইতেছে না। চক্ষে ধূলিপ্রদানের অপর কারণ এই যে, "মানুষকে ব্রহ্ম বলে" এই অর্থ কি সঙ্গত? অদ্বৈতবাদীরা কখনই মানুষকে ব্রহ্ম বলে না। আত্মা ও পরমাত্মা এক ইহাই বলে। পরমাত্মা নিত্য, অন্য-বস্তু মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য, ইহাই বলে। এবং সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন জীব তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাৎপর্য্যানুভবে, আচার্য্য সংযোগে অধিকারী। তদুপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতভাব্ থাকে, পূজ্য পূজক পার্থক্য থাকে। মিথ্যা হইলেও দ্বৈত সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হওয়া সোঽহং চিন্তায় আদেশ আছে, শেষ লক্ষ্য তাহাই। সাধকগণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যখন ব্রহ্মামৃত পান করেন, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার তখন অনুভব হয় না। কিন্তু সেই সিদ্ধ সাধকেরও সমাধিভাবের অপগম হইলে দ্বৈত ব্যবহার থাকে। উহাই অদ্বৈতবাদিগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেন মাত্র। মানুষকে ব্রহ্ম বলেন না। অননুসন্ধিৎসু গুরূপদেশ ব্যতীত ঐ সমস্ত তত্ত্বামৃত পানে অধিকারী হইতে পারে না। দ্বৈতবাদী-সাধনার বিসর্জ্জন করিয়া কেবল কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। আর উর্দ্ধে উন্নীত হওয়ার আশাও করেন না এবং অন্যের পথেও কণ্টক প্রদান করিয়া থাকেন। পরমাচার্য্যের সম্পূর্ণ মীমাংসিত প্রকৃত ভাষ্য আর অসাম্প্রদায়িক অনাচার্য্যের দিঙমাত্র মীমাংসিত অপূর্ণ ভাষ্য সুধী সমাজে স্থাপিত হইলে শেষোক্ত নিরস্ত ও নিরাকৃত হইবে এবং হইয়াছে। অদ্যাপি পরমহংসগণ প্রথমোক্ত ভাষ্য পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। আর শেষোক্তগণ "জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়ে কৃষ্ণ ভজ সদা" এই বাক্যকে বেদাধিক প্রামাণিক বোধকরেন। জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষার আদেশে বেদের নিন্দা প্রচার করা হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। এবং তদনুসারে বৈদিকক্রিয়া কর্ম্মাদির বিলয় সাধন করিয়া কলিমাহাত্ম্য প্রচার হইতেছে মাত্র। বেদ বিরুদ্ধ মত সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। নবীন দ্বৈতসত্য, হয়ত বলিবেন, বেদ বিরুদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে সত্য, কিন্তু বেদ সঙ্গত মতই যে, জ্ঞান কর্ম্মে উপেক্ষা করা! যদি জ্ঞান কর্ম্মের উপেক্ষা বেদ সঙ্গত মত হয় তবে নিশ্চয় তাঁহাকে বলিব তিনি বেদস্বরূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জ্ঞান কর্ম্মোপদেশেই বেদের বেদত্ব। যাহাদের অধিকার বিচার বা তদনুরূপ উপদেশ নাই তাহারাই নিত্য কর্ম্মের পরিহার করিয়া কেবল ভজনোপদেশ প্রদান করেন তত্ত্বমসির অর্থ "তাহার তুমি" এরূপ বলিয়াও বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সাহস প্রাপ্ত হন না। আমরা "কৃষ্ণভজ" এরূপ উপদেশের বিরোধী নহি। কিন্তু "জ্ঞান কর্ম্মের উপেক্ষা কর, এই উপদেশকে অবৈদিক বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করি এই ঘৃণা শাস্ত্রমূলক। অদ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি" তৎ ত্বং অসি এই বাক্য অবলম্বনে বহু বিচার এবং তাৎপর্য্য বোধের জন্য অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিচার বর্ণন করিয়া পাঠক বর্গের সময় নাশ করিতে ইচ্ছা করিনা। সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গেলেও এই দেখা যায় যে, শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া পূর্ণ যৌবনে স্বগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে তাঁহার তুমি হও, এই উপদেশ নয়বার বলিবার আবশ্যক কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ উপদেশ স্থির করিবার প্রয়োজন বাকি? বোধহয় তাদৃশ ব্যক্তিকে একবার বলিলেই হয় সহজে যেদিগে মানুষের বুদ্ধি যায়, যাহার ধারণা করা সুগম তাহার উপদেশ পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে কেন কিন্তু "তাহাই তুমি" এই অভেদ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা, হৃদয়ে অনুভব করা সুকর নহে। ধারণা করিতে বিমলান্তকরণ হওয়া একান্ত বিধেয়। সেইজন্যই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা অভেদ বোধক বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। আমি মায়াবশে সংসারী, মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই নির্মুক্ত হইয়া প্রকৃত সোঽহং হইতে পারি। যাহা সুগম তাহার সাধনায় বহু প্রয়াস পাইতে হয়না। যাহা দুর্গম তাঁহার সাধনায় নানাবিধ ইষ্ট আয়োজনের প্রয়োগ হইয়া

থাকে। যে তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অবাঙ্মনসগোচর, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, নির্গুণ, নিরঞ্জন, নির্লেপ, তাহাতে "তাহার আমি" এই ভাব বড়ই সরল ও অসংলগ্ন বোধ হয়। "আমি তাহার" এরূপ প্রতীতি হইলে স্বরূপাধিগমের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই নির্মূল হইয়া আসে। আর "আমিই তাহা" এরূপ প্রতীতি করিতে হইলে, তাহা কি? এরূপ স্বরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই জন্মে।

"তাহার আমি" বাদিগণ বলিয়া থাকেন তাঁহার সেবা করিতে পারিলেই পরম সুখ হইল, মুক্তি কিছু নহে। এই বাক্য সুসার নহে। সেবায় সুখ হয় বটে; কিন্তু বিগ্রহবান্ না হইলে কথিত সেবা ঘটে না। বিগ্রহবত্তা তাঁহার স্বরূপ নহে—মায়িক রূপ। মায়িক রূপ স্থায়ী নহে, সুতরাং নিত্য সুখ হইল না। আবার সেবকের পদে পদে স্খলন হইতে পারে। ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণও আছে। আবার কোন ২ সেবক যুক্তি লাগাইয়া বলেন "তাহার তুমি" এই অর্থই সঙ্গত হয়, কারণ চিনি হইয়া কাজ কি? পিঁপড়ে হইয়া চিনি খাওয়াই সুখ"। এই দৃষ্টান্ত বিষম, সুতরাং অসঙ্গত। চিনির সহিত ব্রহ্মের তুলনাই হয় না। সুখ বাঞ্ছনীয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। সেই সুখ সনাতন হইলেই সুখাশার সম্পূর্ণ তর্পণ হইয়া থাকে। নিত্য সুখী হইতে হইলে সচ্চিদানন্দ না হইলে আর নিত্য সুখানুভবের আশা নাই। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হওয়া আর চিনি হওয়া সমকক্ষে সমান নহে। সেই তুমি "তত্ত্বমসি" হইলেই তাহা সাধিত হয়—প্রকারান্তরে নহে। উপরে বলা হইয়াছে বিগ্রহবান্ হইলে সেবক মনোমত সেবা করিয়া সেবা জনিত সুখানুভব করিতে পারেন। কিন্তু বিগ্রহ, স্বরূপ নহে,—মায়িকরূপ। মায়িক, সুতরাং মিথ্যা এবং অসীম, অতএব অল্প। "যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং। ইত্যাদি শ্রুতি। ভূমা ব্রহ্ম, ইঁহার অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। মহামায়া ইঁহাদের প্রসূতি। যাঁহাতে ব্রহ্মাদির আবির্ভাব তিরোভাব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। "তাহার তুমি" এরূপ তাৎপর্য্য হইলে তুমি কাহার তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত। যদি বল "আমি বিষ্ণুর। তবে যখন মহামায়ার সত্ত্বগুণ উপসংহৃত হইবে, প্রকৃতির কুক্ষিস্থ হইবে, তখন বিষ্ণুর অবতার মহা বিষ্ণুতে লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি কাহার? যদি বল আমি তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মের, তবে তুমি ব্রহ্ম হইতে চিরকালই ভিন্ন। সুতরাং নিত্য নীরূপের সেবা কিরূপে করিবে? প্রলয় কালে কোথায় থাকিবে? তোমার যে ভিন্ন সত্তা। আর সেবারই বা প্রয়োজন কি? ব্রহ্মও নিত্য তুমিও নিত্য। তোমার উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব একান্তই সঙ্কুচিত ও হতপ্রভাব। এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক উপস্থিত হইবে। স্পষ্ট একত্ব প্রতিপাদক বহুবিধ শ্রুতি রহিয়াছে এবং দ্বৈতভাবের অসারতা ও ভয়জ্ঞাপক স্পষ্ট শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু অদ্বৈত বোধে ভয়, দুঃখ বা তাপ ঘটে এরূপ শ্রুতি নাই। সুতরাং ইহাও "তত্ত্বমসি" সেই তুমি এই তাৎপর্য্যের অনুকূল।

অদ্বৈত বোধ উপযুক্ত অধিকারীরই হইয়া থাকে। অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাধ্য সাধক, পূজ্য পূজক ভাবে অর্চ্চনা করিতে হইবে। কিন্তু তখনও সোহংভাবে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে, আগমোচিত ক্রিয়া কলাপ যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবে, পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চ পূজায় নিষ্পাপান্তঃকরণ হইতে হইবে, বিশুদ্ধ ভাবে। এরূপ ভাবে ভাব শুদ্ধি হইলেই জীবের ক্রমশঃ আত্মোন্নতি হইতে থাকে। তখন প্রকৃত মুমুক্ষু হয়। উৎকট মুমুক্ষায় আচার্য্য যোগে "তত্ত্বমসি" "তুমি তাহা" এই অভেদজ্ঞান হৃদয়ের তলে ২ অনুভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মুক্ত হইতে হয়। ইহাই শ্রৌত তাৎপর্য্য, আচার্য্যের ব্যাখ্যা এবং শিষ্ট জনের প্রতিপালিত।

কাল মাহাত্ম্যে আজ কাল বড় বড় কথা লইয়া প্রায়ই আলোচনা হইয়া থাকে। তাহাতে যাহারা পাশ্চাত্য মত উদ্ভাবন করিতে পারেন, পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত নব্যদের অনেকে তাহাই প্রায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিতে প্রায়ই প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই অনেকের অন্তঃকরণে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে।

আমার কৃষ্ণ।

প্রথম প্রস্তাব।

অনেক দিন যাবৎ কেবল মায়ের বিষয় লইয়াই নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিতেছি। বাবাও তাহাতে একবারে পরিত্যক্ত হয়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ বা বিষ্ণু সম্বন্ধে এযাবৎ কোন নাম গন্ধই করা হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বর প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিতেছে। তাই এবার তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করার ইচ্ছা। পরন্তু, একথা, বোধ হয়, বলা বাহুল্য যে, এই সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব তাহা আমারই প্রকৃতি এবং জ্ঞানাদির অনুযায়ী। সুতরাং তাঁহার (কৃষ্ণ) সম্বন্ধে ইহা বাস্তবিকও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষ যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু বলে তৎসমস্তই তাহার আপনার অবস্থা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বর্ণিতব্য বিষয় সম্বন্ধে উহা সত্য এবং মিথ্যা দুইই হইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধের কথাবার্ত্তাতে আমার এ বিশ্বাস অতীব সুদৃঢ়।

নিম্নস্থ বিষয়টি আমার এ বিশ্বাস জন্মাইবার হেতু। সেই বিষয়টি—মনুষ্যের শ্রেণী ভেদ। মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সমূহ পরিলক্ষিত হয়। গুণ, শক্তি, স্বভাব, প্রকৃতি, সংসর্গ, শিক্ষা, অভ্যাস, এবং বুদ্ধি জ্ঞানাদি হইতে মানবগণের শ্রেণী ভেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ভিন্নভিন্ন রূপের গুণ, শক্তি, স্বভাবাদি অনুভূত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারাই মানুষের প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত গুণ ও শক্ত্যাদি দুইটি মানুষের ঠিক এক না হইলেও অনেকাংশেই সদৃশ হইতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। এজন্য সেই সাদৃশ্য লইয়া কতকগুলি কতকগুলি মানুষকে এক এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, ব্যবহারেও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গুণ শক্ত্যাদির দ্বারাই মানবের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্ম্মিত।

এইরূপ প্রভেদ আছে বলিয়াই সংসারের সকল মানুষেরা ঠিক একরূপ অর্থ পরিগ্রহ করে না; কোন বিষয়েরই ঠিক একরূপ মর্ম্ম সন্দর্শন করে না; ঠিক একরূপ ভাব, একরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে না,—করিতে পারেই না। ঈশ্বর বিষয়ে তো একবারেই নহে। যাহার মধ্যে যে গুণ, যে শক্তি যে স্বভাবাদি আছে, অন্য সম্বন্ধেও সে কেবল তাহাই অনুভব করিতে পারে, তাহাই বুঝিতে পারে, তাহাই ধরিতে পারে। তাহা লইয়া তর্ক করিতে পারে, বিচার করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের যে গুণ ও শক্ত্যাদি একবারেই নাই, সে লোক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিবে—তাহার গন্ধ লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, ধরিতে পারিবে না, বুঝিতে পারিবে না, তাহা লইয়া কোন তর্ক বিচারও করিতে পারিবে না। যদি করে, তবে সে তর্ক বিচারও একান্ত নিষ্ফল। কারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে, তর্ক ও বিচারের দ্বারা, তাহার অগ্রাহ্যতা ব্যতীত, গ্রাহ্যতা বুদ্ধি হওয়া, বোধ হয়, অসম্ভব।

এ বিষয়ের প্রমাণ চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আশৈশব চিররোগী, সে দুর্ভাগ্য। সে শরীরের সুস্থতা অবস্থায় কিরূপ উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝিতে বা ধরিতে পারে না। আবার এ জন্মে, যাহার শরীরের কোনরূপ বিকৃতি বা ব্যাধির সম্পর্ক হয় নাই, সে কখনও শিরঃশূলাদি অনুভূতির আকার বুঝিতে পারে না। এইরূপ, যাহার হৃদয়ে একবার মাত্র কখনও দয়া, ভক্তি প্রেমাদি গুণের পরিস্ফুরণ হয় নাই, সে কখনও, ঐ সকল গুণোদয়ে, অন্তরে অন্তরে কিরূপ অবস্থা কিরূপ ভাবটী হয়, তাহা বুঝিতে পারে না। আবার চিরদয়ালু, চির প্রেমাদি গুণ সম্পন্ন মানবগণও নিষ্ঠুরতা, কর্কশতাদির বিস্ফুরণে আন্তরিক অবস্থার পরিগ্রহে সমর্থ হয় না। যাহাদের জ্ঞান কখনও স্থূল জড় রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, তাহারা অবস্থান্তরের ভাব গুণাদি কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় প্রকৃত হিন্দুদম্পতি পরস্পরকে কিরূপ ভাবে সন্দর্শন করেন, পরস্পরের কিরূপ সম্পর্ক মনে করেন, অন্যদেশবাসী অন্যধর্ম্মী লোকেরা তাহা কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আবার তাহারা স্ত্রী পুরুষের যেরূপ ভাব অনুভব করে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না। এইরূপ আমাদের পিতা মাতার সম্পর্কও অন্যদেশে গ্রহণ করিতে পারিবে না, আবার তাহাদের পিতা মাতার ভাবও আমরা ধরিতে পারিব না। অন্যান্য সমস্ত বিষয়েও ঠিক এই নিয়মই বুঝিতে হইবে।

যদি এই কথাগুলি সত্য হয় তবে জানাগেল যে, মানবগণ কেবল আপনাকেই বুঝে, আপনাকেই জানে, আপনাকেই অনুভব করিতে পারে; কিন্তু অন্যের কোন কিছুই বুঝিতেও পারে না, ধরিতেও পারে না। সকলেই আপনাপন গুণাদি অন্যের মধ্যে পরিকল্পনা করিয়া পরে তদ্দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করে। তখন যদি বাস্তবিক সেই ব্যক্তিতেও ঠিক ঐরূপ গুণাদিই থাকে তাহা হইলে ঐ কাল্পনিক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর যদি সে গুণ তাহাতে না থাকে তবে উহা প্রকৃতই কাল্পনিক জ্ঞান হইল।

যদি ইহাই স্থির হয় তবে প্রমাণ হইল যে, এক বিষয় হইতে ঠিক এক একরূপ মর্ম্মই সকল লোকে পরিগ্রহ করে না। কারণ গুণও শক্ত্যাদি অনুসারে মানুষের শ্রেণীভেদ রহিয়াছে।

আমাদের শাস্ত্র লইয়া, অনুষ্ঠান লইয়া, এবং আচারোপাসনাদি লইয়া যে অজস্র বিবাদ বিসংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত ঘটনাই তাহার মুখ্যতম হেতু। আমরা সকলেই একরূপ গুণ শক্ত্যাদি সম্পন্ন নহি, সুতরাং কোন শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম ঠিক একমাত্র হইলেও আমরা তাহা একভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা আমাদের ভিন্নভিন্ন গুণ শক্ত্যাদি অনুসারে আপনাদের মত এক মর্ম্মকল্পনা করিয়া লই। সুতরাং এক শাস্ত্রেরই অসংখ্য প্রকার মর্ম্ম হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে, যাঁহার গুণ ও শক্ত্যাদিতেই শাস্ত্র প্রণেতার গুণ ও শক্ত্যাদির ঠিক সমান হইবে, তিনি যে মর্ম্ম ধরিবেন সেই মর্ম্মই ঠিক শাস্ত্রের মর্ম্ম হইবে। কারণ শাস্ত্র প্রণেতার প্রকৃত ভাব গ্রহণে তিনিই সমর্থ। তদ্ব্যতীত, যাহাদের গুণ শক্ত্যাদি শাস্ত্র প্রণেতার গুণ শক্ত্যাদির বিপরীত তাঁহারা যাহা বুঝিবেন তাহার একটিও ঠিক শাস্ত্রের মর্ম্ম নহে। তাহা কেবল পরিকল্পিত জ্ঞানের বিচিত্র লীলা লহরী মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কেহই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। সকলেই আপনাপন গুণ শক্ত্যাদির অনুযায়ী সেই পরিকল্পিত মর্ম্ম সমূহকেই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং, সেইমত সংস্থাপনের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকরে চেষ্টা করেন, কত বিবাদ করেন, বিচার করেন, তর্ক করেন, আবার দলাদলীও করেন। অথচ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন কিন্তু কেবল সেই একজন লোক যাঁহার গুণ ও শক্ত্যাদি শাস্ত্র প্রণেতার গুণাদির সমান।

উপরিউক্ত কারণেই এক খানি তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কোন পুরুষকে যাবৎ স্ত্রীজাতিতে জগন্মাতার মত ভক্তি করিতে দেখা যায়, অবার কাহাকে স্ত্রীর মত প্রেম করিতে দেখা যায়, এবং কত লোককে আবার বেশ্যার মত ব্যবহার করিতেও দেখা গিয়া থাকে। সেইএক গ্রন্থ পড়িয়াই কেহ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতেছেন, কেহ বা জিতেন্দ্রিয় হইতেছেন, আবার কতলোকে ইন্দ্রিয়ের অন্তস্তলে ডুবিয়া যাইতেছেন। আবার কেহ সন্ন্যাসী হইতেছেন, কেহ সংসারী হইতেছেন, কেহ সংসারের গুহ্য প্রদেশে মগ্ন হইতেছেন। কেহ ভক্ত হইতেছেন, কেহ কর্ম্মী হইতেছেন, কেহ জ্ঞানী হইতেছেন। আবার কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ বা তাহা ত্যাগ করিতেছেন। এইরূপ আরও কতজনের কত প্রকার অবস্থা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অথচ, তন্ত্র প্রণেতার মনের ভাব কিন্তু এক ভিন্ন দুই প্রকারও নহে। সেই ভাবটি ধরিতে পারিয়াছেন মাত্র কেবল সেই এক শ্রেণীর লোক। যাহাদের গুণ ও শক্ত্যাদি তন্ত্র প্রণেতার গুণ শক্ত্যাদির অনেকাংশে সদৃশ, সেই শ্রেণীর লোক। অবশ্য তাঁহারাও আপনার গুণাদির অনুরূপই ভাব পরিকল্পনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তথাপি তাঁহাদের সহিত যখন গ্রন্থ প্রণেতার আংশিক সাদৃশ্য আছে তখন উভয়ের ভাবেরও অনেকাংশে সমতাই হইবে। সুতরাং

হইলে পরিকল্পিত জ্ঞানও যথার্থ জ্ঞানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

আবার দেখ, এক ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীধরস্বামী, মা-ধব, উমা-ধব (শিব) এবং মা (লক্ষ্মী) আর উমাকে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা তিনি ভাগবত টীকার প্রথম শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার অন্য কতজনে কত প্রকার দৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কেহ মা আর মাধবকে সেব্য আর উমা এবং উমাধবকে সেবক, বলিয়া ঠিক করিতেছেন। কেহবা উমা আর উমাধবকে বর্তমান মুক্ত-কচ্ছ "বৈরাগী"-দিগের আসনে বসাইতেছেন। আবার অনেকে তাহাও সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরীকে কুক্কুরের পুচ্ছের সমান বলিয়া সন্তুষ্ট হইতেছে। এইরূপ কেহ যোগ সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গৌরবরক্ষা করিয়া ব্রত নিয়ম, উপবাস অর্চ্চনাদির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতেছেন, আবার কতজনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কেবল মুখে হরিনাম করিতেছেন। আবার দেখ, ভগবানের এক রাস ক্রিয়াদি লইয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ইত্যাদি কতরূপ ব্যাখ্যা কত জনে করিতেছেন; গোপীগণকেই বা কতজনে কত ভাবে দর্শন করিতেছেন। এইরূপ, আবার এক গীতা লইয়াও কত শত শত প্রকারের ব্যাখ্যা আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এস্থলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ভাগবত এবং গীতা প্রণেতার মনের ভাব কখনই এত অসঙ্খ্য প্রকার নহে। সুতরাং উহার অর্থও লক্ষবিধ নহে। তাহা ঠিক এক প্রকারই হইবে। কিন্তু পাঠকগণ আপনাপন প্রকৃতি গুণ ও শক্ত্যাদির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, যাঁহার গুণ ও শক্ত্যাদি গ্রন্থকারের গুণাদির আংশিক সমান হইবে তাঁহার জ্ঞান পরিকল্পিত জ্ঞান হইলেও যথার্থই হইবে। কারণ প্রকৃতির সমতা নিবন্ধন গ্রন্থকারও ঠিক তাহাই যে ভাবিয়াছেন ইহা নিশ্চিত বিষয়। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য সকলের পরিকল্পিত অর্থগুলি একবারেই অসত্য। তাহার সহিত গ্রন্থের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অন্যান্য শাস্ত্র সমূহেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে। এই হইল শাস্ত্রের কথা, এখন ঈশ্বর বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা যাউক।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অতীব সুদৃঢ় যে, মানবগণ তাঁহাকে বুঝিতে গেলে আপনাপন গুণ, স্বভাবাদির এক একটা প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। তন্মধ্যে যাঁহাদের গুণ স্বভাবাদি কোন কোন অংশে ঈশ্বরের গুণ স্বভাবাদির কিছু কিছু সাদৃশ্যলাভ করিতে পারিয়াছে, তিনি যাহা দেখিবেন তাহা সমূলে মিথ্যা হইবে না। যদিচ, তিনিও ঈশ্বরের আপন প্রকৃতির প্রতিবিম্বই দর্শন করিবেন সত্য, তথাপি তাঁহার সহিত ঐশিক গুণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলে তাহা ঈশ্বর হইতে একবারে বিভিন্ন বা বিপরীত হইবে না। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য সহস্র সহস্র লোকে যাহা কিছু দেখিবেন তৎসমস্তই সমূলে মিথ্যা। কারণ ঈশ্বর কখনও একভিন্ন দুই নহেন, তাঁহার স্বরূপও নানাবিধ নহে। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারে না, অথচ কিছু না বলিয়াও স্থির থাকিতে পারে না, তাই নানা জনে নানা প্রকার বলে, আপনাপন গুণ স্বভাবাদির অনুযায়ী তাহার বর্ণনা করে এবং তাহাই ঠিক ঈশ্বরের অবস্থা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া অন্যের মত খণ্ডনের চেষ্টা পাইয়া থাকে।

এই দেখ, কি আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই (আবার) অচল স্থির পদার্থটিকে কতজনে কতরকমে টানাটানি করে। ঐ দেখ, ইয়ুরোপীয় মানবগণ জগৎ কর্ত্তাকে ইয়ুরোপীয় ন্যায় গুণাদি-সম্পন্ন এবং ইয়ুরোপীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আবার আমেরিকানগণ আমেরিকানের মত, আফ্রিকাবাসীগণ আফ্রিকাবাসীর মত এবং ভারতবাসী-মানবগণ ভারতের মত ন্যায়াদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতেছেন। এবং পরস্পরের অসামঞ্জস্য নিবন্ধন পরস্পরে কত বিবাদ বিসংবাদ করিতেছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

ভারতের মধ্যেও আবার তাঁহাকে কতজনে কতরূপেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে মুসলমানের মত ন্যায় গুণাদি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার হিন্দুগণ হিন্দুর মত। তন্মধ্যে আবার শাক্তগণ কত শত ভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করেন, শৈবগণও কত ভাবে দেখেন, বৈষ্ণবগণও কতরূপে ধরেন, তাহারও ইয়ত্তা করা অসাধ্য।

এত সহস্র সহস্র শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহারা আংশিক কিঞ্চিৎ সদৃশ ঐশিক গুণ সম্পন্ন, তাঁহারা যাহা বলেন তাহা কিঞ্চিৎ সত্য হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্যে যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করেন তৎসমস্তই মিথ্যা হইবে ইহা সুনিশ্চিত কথা। কারণ ঈশ্বর, বোধ হয়, নিশ্চয়ই এক এবং একরূপ গুণাদি সম্পন্নই হইবেন।

আর একবারে সম্পূর্ণ সত্য হইবে এক শ্রেণীর লোকের কথা। যাঁহাদের নিজ গুণ শক্ত্যাদি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কথা। কারণ তখন তাঁহাদের দৃষ্টিই ঈশ্বরের দৃষ্টি, তাঁহাদের জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞান, এবং তাঁহাদের আত্মাই ঈশ্বরের আত্মা। "ব্রহ্ম বিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি" (শ্রুতি)। সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন তৎসমস্তই ঈশ্বরের কথা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এজন্য তাঁহাদের কথাই যথার্থ হইবে। তাহাতে কণামাত্র মিথ্যার আশঙ্কা নাই।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের কতকগুলি কথাও, বোধ হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে। সেই কথাগুলির নাম "সার্ব্বভৌমিকী কথা"। সে সকল গুণ, শক্তি, বা স্বভাবাদি জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিজ্জাদি প্রাণী ইহার কোন স্থানেই যাহার অভাব নাই, যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে স্পর্শ করিয়া থাকে না, দশদিকের যে দিকে তাকাও সেই খানেই যাহা দেখিতে পাইবে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাতেই যাহার অভাব অনুভূত হইবে না, এমত কোন শক্তি, স্বভাব বা কোন কিছু থাকিলে তাহার নাম সার্ব্বভৌমিক বস্তু। সেই বিষয়ের কোন কথা হইলে তাহাই সার্ব্বভৌমিকী কথা হইল। সেই কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে। কারণ তাহা ব্যক্তি বিশেষের গুণ শক্ত্যাদির অবস্থানুপাতী নহে, তাহা সার্ব্বভৌম, সর্ব্বত্রই সমান।

যাহা এক ব্যক্তিতে আছে আর এক ব্যক্তিতে নাই তাহা ব্যক্তি বিশেষেরই গুণ বা শক্ত্যাদি বলিয়া নির্ণীত হইবে। কিন্তু যাহা সকলেই আছে তাহাতো তোমারও নয়, আমারও নয়, রামদাস শ্যামদাসেরও নয়। তাহা, যিনি সকলের মধ্যে আছেন তাহার নিজস্ব বস্তু। সুতরাং সেইরূপ কোন বিষয়ের কথা হইলে তাহা যথার্থ হইবারই সম্ভব। কিন্তু তাহাও বাছাই করিয়া লওয়া নিতান্ত নির্মল, সূক্ষ্ম, এবং সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির কার্য্য। সুতরাং সকলের বুঝিবার বিষয় নহে।

যদি এই কথাই সত্য হয় তবে, আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিব, এবং পূর্ব্বেও বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস কে? তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য হইবে অথবা মিথ্যা হইবে এ বিষয় বিচারের পাত্র কে? কেবল আমার সমশ্রেণীর লোক ব্যতীত তাহা মানিবেই বা কে, বুঝিবেই বা কে? আর আমি কোন শ্রেণীর লোক, কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি তাহারই বা নিশ্চয় কি? তাই বলিতেছি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলা এরূপ নিষ্প্রয়োজন বিষয়।

শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইব, তাহার অর্থও লোকে আপন প্রকৃতি অনুসারেই পরিগ্রহ করিবে। তাহাতেও যাহারা আমার মত লোক তাহারা আমার অর্থ মানিবে, আর যাহারা তাহা নহেন তাঁহারা নিশ্চই তাহা মানিবেন না। তবে শাস্ত্র তুলিয়াই বা কি হইবে? সুতরাং একবারে নিস্তব্ধ থাকাই উচিত। তাহা হইলেই সমীক্ষ্যকারিতা হয়। কিন্তু যা আর বাবা সম্বন্ধে যখন সে সমীক্ষ্যকারিতার গৌরব করা হয় নাই, তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর ভাল মানুষ হইয়া কি হইবে? সকল এক ভাবে থাকাই কর্ত্তব্য কার্য্য। তাই, কৃষ্ণ সম্বন্ধেও আমি যেমন ব্যক্তি, আমি যেমন বুঝি, আমার শক্তি গুণাদি যেমন, তেমনই কিছু বলিব। ইহাতে খাঁটি কৃষ্ণের মত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। সেই জন্যই আমি যে কৃষ্ণের বর্ণনা করিব তাঁহাকে "আমার কৃষ্ণ" এই সংজ্ঞা প্রদান করিলাম। প্রবন্ধটীর নামও সেই কারণেই "আমার কৃষ্ণ" রাখা হইয়াছে। এখন এই কৃষ্ণ যদি অন্যের কৃষ্ণের সহিত না মিলে, তন্নিমিত্ত কেহ উত্তপ্ত হইবেন না। কারণ আমি তাঁহাদের কৃষ্ণকে কিছু বলিতে যাই নাই। আমি বলিতেছি আমার কৃষ্ণকে। আমার কৃষ্ণকে আমি আমার মতই গড়িব ইহা প্রাকৃত নিয়ম, সুতরাং ইহাতে অন্যের কোন দুঃখের কারণ নাই। কৃষ্ণ অনেকের হস্তে অনেকবার অনেক মতে গঠিত হইয়াছেন, এখনতো দিনের মধ্যে শতবার করিয়া গঠিত হইতেছেন। একবার আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ গঠিত হইতেছেন, একবার আধিদৈবিক, একবার আধিভৌতিক, একবার আদর্শ পুরুষ, একবার আদর্শ ঈশ্বর, একবার নিকৃষ্ট পুরুষ একবার প্রেমময়, একবার রসময়, একবার নাগর, একবার নায়ক ইত্যাদি। এইরূপ কত প্রকার হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ইহার মধ্যে হয়ত সকল গুলিই একবারে মিথ্যা হইতে পারে। কারণ আপনাপন গুণাদির প্রতিবিম্ব সকলে সন্দর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা ঈশ্বরের কিছু নহে। অতএব সেই সমস্তই যদি কৃষ্ণ সহন করিতে পারিয়া থাকেন তবে আমার কথাও সহন করিবেন। সামাজিক লোকেরা সেইরূপেই আমার বাক্যগুলি সহন করিয়া লইবেন। আর যদি না করেন তবে অন্যেরও যে গতি হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে। কিন্তু কৃষ্ণ কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিব না।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আদর্শ-সংস্কার।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্বসংসারের অন্তর্বাহ্য উভয়স্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের সার-নিষ্কর্ষ-আদর্শ একমাত্র ভারত ক্ষেত্রেই একাধারে বিরাজিত। ভারত প্রকৃতিই জগৎ-প্রকৃতির আদর্শ, ভারতীয় মানবই সমগ্র মানবজাতির আদর্শ, ভারতের ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ, ভারতের সমাজনীতি সকল সমাজের আদর্শ, ভারতের জ্ঞান নিখিল জ্ঞানের আদর্শ। অনন্ত তত্ত্ব অনন্ত ভাব ও অনন্ত পদার্থ-বৈচিত্র্যে নিত্য বিচিত্রতাময় বর্ণার চিত্রশালিকা ("যাদুঘর") এই ভারতভুবন। কক্কর কণিকাবৎ ক্ষুদ্রতম বট বীজের অভ্যন্তরে সুবৃহৎ প্রাকৃতিক [illegible] স্বরূপ বিশাল বটবিটপী যেরূপ সূক্ষ্মভাবে নিহিত, তদ্রূপ [illegible] মহদায়তন মহামণ্ডলের সমগ্র প্রাকৃতিক সত্তাটী যেন এই [illegible] তেই সূক্ষ্মভাবে সমাহিত। "যা নাই ভারতে, তা নাই জগতে" "ভারত-ছাড়া ত জগৎ-ছাড়া" অস্মদ্দেশের এই প্রাচীন উক্তি দ্বয় মূলতঃ অত্যুক্তি নহে। তাই আজ স্বধর্ম্মাসক্ত স্বদেশভক্ত আর্য্য সন্তান হর্ষোচ্ছসিত বক্ষে, প্রেমাশ্রুপ্লাবিত চক্ষে, অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিতে পারেন, "ভারত জগতের আদর্শ।" আহা ভাবুক জ্ঞানীর চক্ষে প্রকৃতির মুক্ত-হস্ত-করুণা পালিত ও উদার-আদর-লালিত ভারতবর্ষের কি প্রদীপ্ত প্রভা!—কি সমুজ্জ্বল শোভা! পীতাম্বর শ্যামসুন্দর বিষ্ণুর বিনোদবক্ষে যেরূপ কৌস্তুভ মণি বিভাসিত, নীরদনীলাম্বরা শ্যামাসুন্দরী মেদিনীর কমনীয় কণ্ঠে তেমনই এই ভারত-রত্ন বিলম্বিত!

যে ভাবে আমাদের বক্ষ্যমান প্রবন্ধটীর বিষয় আলোচ্য, তাহাতে ভারত যে জগতের আদর্শ, ইহার প্রমাণার্থ বৃথা তর্কের বাগাড়ম্বর-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। ইহা অধুনা প্রায় সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত—সুতরাং অবিতর্কিতরূপে সিদ্ধান্তিত সত্য। কিন্তু যেমন গুরুর গুরু আবার তস্য গুরু, তদ্রূপ আদর্শেরও আদর্শ, তাহারও আবার আদর্শ, এইরূপ কার্য্যকারণানুবর্তী ভাবে উত্তরোত্তর-ক্রমের প্রণালী বিশ্বপ্রকৃতিতে বর্ত্তমান। এই নিয়মে জগতের আদর্শ ভারতবর্ষ; ভারতের আদর্শ আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যাবর্ত্তের আদর্শ আবার ভৌম-সত্তা অতিক্রম পূর্ব্বক [illegible] নিক সত্তায় আর্য্যজাতি রূপে পরিগণিত। আর্য্যজাতির আদর্শ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সংস্কৃত-ভাষায় অধিকার ও কতকটা শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেই প্রকৃত "পণ্ডিত" আখ্যা প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ নহে। পরমার্থ তত্ত্ববিষয়িনী শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানই শাস্ত্রমতে "পণ্ডা" শব্দের বাচ্য, তাহাতে অধিকারী সার্থক জন্মা মহাত্মাই যথার্থ পণ্ডিত। অত

এব ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মানবদেহের উপযুক্ত অধীশ্বর সুব্রাহ্মণ ও যথার্থ পণ্ডিতকে এই ভাবে জগতের আদর্শ স্বরূপ বলিতে যদি নব্য সভ্যগণের আস্যমণ্ডলে হাস্যোদয় হয়, তাহাতে তত আপত্তি নাই; কারণ তিনি যে অন্ততঃ সমগ্র মানব জাতির আদর্শ স্বরূপ• পূর্ণ মানব, তাহা অনেকাংশে স্বীকার করিতে তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরুগণের মধ্যেও বিশেষ মত ভিন্নতা বা বিসংবাদিতা দৃষ্ট হয় না। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সন্দর্ভ সমূহে সময়ে সময়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। এ প্রবন্ধে তাহার বিশেষ বিবৃতি লক্ষিভূত নহে। এই সত্যটীর স্বত্রমাত্র ধরিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ে উপনীত হইব।

তারপর প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তবে আদর্শ কে? (যেহেতু, এই আদর্শ আবিষ্করণ-প্রণালী কার্য্যকারণানুবর্ত্তী ভাবে হইবে)। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শ ধর্ম্ম বা মানবাত্মার যথার্থ স্বরূপ। তদাদর্শ বিশুদ্ধ স্বরূপাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা; জীবাত্মার আদর্শ বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা! বিষয়ের বিশুদ্ধ ও পূর্ণ নির্ম্মাণভাগকে যদি আদর্শ বলা যায়, তবে এই বিচার-প্রণালী বোধ করি অবিশুদ্ধ না হইতে পারে। অতএব যদি সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাদি, মূল-আদর্শ পরমাত্মা হইতে উত্তরপর্য্যায়ে অদূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ ভাবে স্থূলতঃ সমগ্র জগতের আদর্শ হইতে পারেন, তবে ভারতীয় আর্য্যজাতির স্থূল সূক্ষ্ম উভয়তঃ আদর্শ যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

হায়! আজ আমাদের সেই আদর্শের কি অবস্থা! আর আদর্শের দোষে পরবর্ত্তী নিম্নাঙ্গের অপ্রশস্ততা ও অপূর্ণতা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের (হিন্দু-সন্তানগণের) জাতীয় অস্তিত্বেরই বা কি দশা! যদি গুরুর দোষে শিষ্য নষ্ট, প্রভুর দোষে ভৃত্য নষ্ট, রাজার দোষে প্রজা নষ্ট হয়, তবে আদর্শের দোষে যে উত্তর-নির্ম্মাণ নষ্ট হইবে, ব্রাহ্মণের দোষে যে হিন্দুজাতি নষ্ট হইবে, তাহাতে আর কি সংশয়? আমাদের জাতির পবিত্র ও পূর্ণ আদর্শ ভূদেবসত্ত্বা আজ কলিবক্ত্র-বিজৃম্ভিত মোহোদ্গারধূমের আচ্ছন্নতায় বিপন্ন বিকলাঙ্গ, বিকৃত, দীন ও অধ্যাত্মজ্যোতিহীন হইয়া পড়িয়াছেন! আমাদিগের যদি সুগঠিত হইবার আশা ও আবশ্যকতা বোধ থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদের আদর্শ-সংস্কার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যের পুনরুদ্ধার মহাব্রতই অবশ্য প্রতিপাল্য পরমধর্ম্ম স্বরূপ বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক, যে ভাবে হউক, অনেক দেশে অনেকবারে আদর্শ সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে; অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদর্শ-সংস্কার ব্যতীত অবনত—অধঃপতিত জাতির পুনরভ্যুদয় সুদূরপরাহত। আমাদের জাতীয় সত্ত্বার যদি পুনরভ্যুদয় লাভের আকাঙ্খা থাকে, তবে আদর্শ-সংস্কার বা ব্রাহ্মণ সংস্কার হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য-কলাপের কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত।

আদর্শের অবনতিতে জাতীয় জীবনের কি সর্ব্বনাশ ঘটে দেখুন। আদর্শের অপকর্ম্মাদির অসদৃষ্টান্তে অধঃপতন-সোপানে ক্রমে পদস্খলন হইতে হইতে অবশেষে কলি-কুহক-বিমূঢ় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যেন আর পতন বোধ নাই! বিকার প্রাপ্ত মুমূর্ষু রোগীর যেমন রোগ বোধ থাকে না, আমাদেরও ঠিক তদ্রূপ দশা। হায়! কি ছিল, কি হইল! সেই স্বর্গ আজ নরকে অবনত; সেই নন্দন কানন আজ শ্মশানে পরিণত! মুকুটের মণি আজ চরণে দলিত, ধূলায় লুণ্ঠিত! আমরা ইহা বুঝিয়াও বুঝি না, দেখিয়াও দেখি না। অবনতির অধস্তম স্তরে আসিয়া পড়িলে মানুষ এমনই অন্তঃসারবিহীন হয় যে, আপন দুরবস্থার উপলব্ধিও তাহার বিলুপ্ত হয়। অপকর্ম্মের অপবিত্রতা ও যথেচ্ছাচারের জঘন্যতা আমাদের এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা উহার অসহনীয়তা—আর্য্য-প্রকৃতির সহিত অসামঞ্জস্যতা আর অনুমাত্র অনুভব করিতেও যেন সমর্থ নহি। "মুচেনাকে গন্ধ ঢাকে" এই যে আমাদের একটি গ্রাম্য প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহা ঠিক আমাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। মুচীর (চর্ম্মকারের) নাসিকা যেমন চর্ম্মের দুর্গন্ধে আকুঞ্চিত হয় না, দুরাচারিতার দুঃসহনীয়তায় আমাদের অন্ধ-অনুভূতিও তদ্বৎ। অধর্ম্ম ও অনাচারের নামে যে হিন্দুর অঙ্গে লোমাঞ্চ উপস্থিত হইত, অধুনা তাহাতেই তাহার অবিরক্তি—প্রত্যুত আনুরক্তি দেখিলে, সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয় যুগপৎ লজ্জা, ভয়, বিষাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। একমাত্র আদর্শের অবনতিতেই আমাদের এই শোচনীয় পরিণাম!

হিন্দুসমাজের চির আদর্শ ব্রাহ্মণ যখন যেরূপ মূর্ত্তি ধরিবেন, হিন্দুসমাজও তখন সেইরূপে গঠিত হইবে। আবহমানকাল হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজ কখনও আদর্শকে অতিক্রম করে নাই; করাও অস্বাভাবিক। চিরকাল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ২ চলিয়াছে; ব্রাহ্মণ পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত একপদও যথেচ্ছা বিচরণ করে নাই। বাষ্প-কল-শকটের (এঞ্জিনের) পশ্চাতে সংযোজিত—শৃঙ্খলিত সাধারণ শকটশ্রেণী যেমন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সরল বর্ত্মে ঠিক তাহারই অনুগমন করে, ব্রাহ্মণের সেবা-শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু সমাজ তদ্রূপ চির দিন ব্রাহ্মণেরই অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুগমন করিয়াছে—করিতেছে। সুপথেই হউক, আর কুপথেই হউক, ব্রাহ্মণের গতিই হিন্দু সমাজের অনন্যগতি। আজ যদি ব্রাহ্মণ মৃত হন, হিন্দু সমাজ নিশ্চয় পতিব্রতা রমণীর ন্যায় স্বামীর সহগমন করিবে। হায়! ভারতের ভাগ্যদোষে—কালের কাল ধর্ম্ম বশে অধুনা ব্রহ্মণ্য সত্ত্বা মৃত প্রায়; তাই হিন্দু সমাজের আজ দৃষ্টি ক্ষীণ, নাড়ীহীন—হিমকলেবর!

গুরুদেব পায়সান্নের ভোগ গ্রহণ করিলে পর শিষ্য-শাখা যেরূপ প্রসাদ পাইয়া থাকে, ব্রাহ্মণানুসরণে হিন্দু জাতির সন্মার্গ-গতি তদ্রূপ। চারিযুগের পুরাণেতিহাসেই ইহার প্রদীপ্ত প্রমাণ রহিয়াছে। আবার সত্যের অনুরোধে ইহাও বলা অসঙ্গত নহে যে, গৃধিনী ("গিন্নী শকুন") শব উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে, সাধারণ শকুন-সম্প্রদায় যেমন মহোল্লাসে সেই মহাভোগের মহাপ্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, ব্রাহ্মণের অধঃপতন-পথে দুর্ভাগা হিন্দু সমাজের অবিচলিত অনুগমনও ঠিক সেই প্রকার। দুই একটী সামাজিক দৃষ্টান্ত চিন্তা করিলেই ইহার যথেষ্ট প্রতীতি হইবে। দেখুন, খ্রীষ্টান হইয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; অখাদ্য খাইয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; বিলাত গিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; "বিধবা-

বিবাহ” দিয়াছেন ও করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহী হইয়াছেন ব্রাহ্মণ; হিন্দু সমাজ দেহের ব্রণস্বরূপ “ব্রাহ্ম সমাজ” স্থাপন ও অবলম্বন করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ; ইত্যাদি ইত্যাদি। নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; সমাজ-হিতৈষী অভিজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই বোধ করি সহজেই চিনিতে ও বুঝিতে পারিবেন। বলিতে কি, এইরূপ সেই গৃধিনীর শব-স্পর্শবৎ ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় কলির কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার চিরঅনুগামী ও চিরানুগত হিন্দু সমাজকে এমনই করিয়া মজাইয়াছেন। কৃত্তিবাসের সেই “আপনি মজিলে ভাই লঙ্কা মজাইলে” উক্তিটী ঠিক আমাদের চিরপ্রভু ব্রাহ্মণের প্রতি এক্ষণে প্রযোজ্য হইতে পারে। ভাল-মন্দ উভয়তঃই সমাজ স্বীয় আদর্শের অভ্রান্ত-অনুবর্ত্তী হয়; সুতরাং আমাদের ভাগ্যেও তাহাই সপ্রমাণিত হইতেছে।

হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! স্বাধীন জাতি ছিলাম, অধীন হইলাম; বলী ছিলাম, দুর্ব্বল হইলাম; দীর্ঘায়ু ছিলাম, অল্পায়ু হইলাম; সুস্থ ছিলাম, রুগ্ন হইলাম; সুন্দর ছিলাম কুৎসিত হইলাম; ধনী ছিলাম, দীন-দরিদ্র হইলাম; মানী ছিলাম, অবমানিত হইলাম; যশস্বী ছিলাম, কলঙ্কী হইলাম; চূড়ায় বিরাজিত ছিলাম, পদতলে দলিত হইলাম! কি বলিব, সুরভির সন্তান হইয়া আমরা তৃষ্ণা-কাতর-কণ্ঠে গোষ্পদের নিকট জল-যাজ্ঞায় প্রবৃত্ত হইলাম! কল্পতরুর তলবাসী হইয়া এরণ্ড বৃক্ষের সমীপে ফল-ভিক্ষার্থ উপনীত হইলাম! এইরূপে পদে পদে কতমতে বিড়ম্বিত, প্রতারিত ও অধঃপতিত হইলাম। অবশেষে কিনা দরিদ্রের নিধির ন্যায়, অন্ধের যষ্টির ন্যায়, অকূল পাথারে পতিতের বক্ষস্থিত জীবনালম্ব একমাত্র কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আমাদের যথা সর্ব্বস্ব ধন “ধর্ম্ম” পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিলাম। এ দুঃখ-ভার রাখিবার স্থান কোথায়? শাখা-পল্লব-মুকুল-মঞ্জরী-ফুল-ফল ইত্যাদি সমস্ত বিহীন হইয়াও বৃক্ষ যেমন একমাত্র মূলে নির্ভর করিয়াই জীবিত থাকে, তদ্রূপ ক্রমশঃ সর্ব্ব সম্পদ্‌ শূন্য হইয়াও হিন্দু সমাজ তাহার একমাত্র মূল ধর্ম্মের আশ্রয়ে নির্ভর করিয়াছিল; হায়! সে মূলেও কীট প্রবিষ্ট হইয়াছে। আর সর্ব্বনাশের বাকী কি? আর্য্যজাতি একদিন যে জাতির সভ্যতা-শিক্ষায় গুরুর গুরু—তস্যগুরুরও গুরুতা করিয়াছেন, সেই উলঙ্গ, উল্কা-চিত্রিতাঙ্গ, আম মাংসাশী গুহা-গহ্বরবাসী গতকল্যের সভ্যজাতিও আজ সেই আর্য্য জাতিকে অকিঞ্চিৎকর নর-কীট স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পদতলে বিমর্দ্দিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? একমাত্র ধর্ম্মোন্নতির মহীয়সী মহিমা বলে যে জাতি একদিন জগদারাধ্য ও সর্ব্বজাতির শিরোরত্নরূপে পরিগণিত ছিল, আজ কেবল আদর্শের স্বরূপ-ভ্রষ্টতার অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য কুফল ধর্ম্মাবনতি-বশে সেই জাতির এই ভয়াবহ পরিণতি!

যত অধিক উচ্চ হইতে পতন ঘটে, পতিত পদার্থের প্রতি আঘাতের প্রচণ্ডতা তত অধিক হয়। রাজার সন্তান মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলে তাহার যত দুঃখ, মধ্যবিত্তের সন্তান পথের ভিখারী হইলেও তাহার তত দুঃখ সম্ভবে না। কোন উৎকৃষ্ট সুখাদ্য পদার্থ নষ্ট হইয়া পচিয়া গেলে, তাহা যেরূপ জঘন্য বিষবৎ পদার্থে পরিণত হয়, একটী সামান্য খাদ্য বিকৃত হইলে প্রায় সেরূপ হয় না। পচা মৎস্য বরং অনেকে আহার করিয়া থাকে, কিন্তু পচা দুগ্ধ বোধ হয় কেহই পান করিতে পারেন না। এক্ষণে সহৃদয় হিন্দু পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অত্যুচ্চ হইতে পতিত পদার্থ, দরিদ্র রাজ সন্তান ও বিকৃত দুগ্ধের অবস্থা আধুনিক নাম-সর্ব্বস্ব-হিন্দু আমাদের সমতুল্য কিনা। কিন্তু পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, চর্ম্মকারের নাসিকার দুর্গন্ধ-বোধ-রাহিত্যের ন্যায় আমাদেরও আত্মদুর্দ্দশা বোধের একান্ত অভাব। তাই আদর্শ-সংস্কাররূপ ইহার একমাত্র প্রতিবিধানের প্রতি আমাদের অদ্যাপি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।

এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত থাকা সাজেনা। আমাদের শাস্ত্র-শাসন-সংগঠিত শান্তি নিকেতন সমাজ-গৃহের চূড়ায় অগ্নি লাগিয়াছে, আর কি নিদ্রিত থাকিলে রক্ষা আছে! এখনও যদি আমরা জাগরিত না হই, তবে এ নিদ্রা নিশ্চয় মহা নিদ্রায় পরিণত হইবে! কিন্তু হায়! কে জাগায়? অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করিতে পারে না, নিদ্রিতও তদ্রূপ নিদ্রিতকে জাগরিত করিতে পারে না। জাগাইবার ভার যে সেই আদর্শেরই হস্তে। যে স্থলে আদর্শ স্বয়ং নিদ্রাভিভূত, সে স্থলে তৎকর্ত্তৃক নিদ্রিত জাতির উদ্বোধনের আশা কোথায়? অতএব আদর্শেরই সর্ব্বাগ্রে জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। ওঝা স্বয়ং ভূতাবিষ্ট থাকিলে তদ্দ্বারা ভূতাপসারণ কদাচ সম্ভাবিত নহে। যে ভাবেই দেখ, যেরূপ উপমাযোগেই চিন্তা কর, আদর্শ সংস্কার ব্যতীত আমাদের আর উপায়ান্তর নাই।

গুরু-পুরোহিত-সংস্কার, আচার্য্য-অধ্যাপক-ব্যবস্থা-দাতা-সংস্কার, সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সংস্কার ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-সমাজের মুখ্যাংশের সংস্কার হইলেই আপাততঃ আমাদের প্রস্তাবিত আদর্শসংস্কার সংসাধিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের আবার মুখ্যাংশ-গৌণাংশ কি? স্বধর্ম্মাচারে আত্ম-সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, ব্রাহ্মণ মাত্রই মুখ্যতায় গৌরবান্বিত হন এবং তাহা হওয়াই শাস্ত্রাদিষ্ট, সুতরাং সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যবশে অধুনা নাকি সে আশার পূর্ণ সাফল্য আকাশকুসুমবৎ হইয়াছে, কাজেই বিপ্রসমাজের কতকাংশে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ-বৃত্তির প্রশ্রয় বৃদ্ধি অনিবার্য্য হওয়ায়, সেই অংশকেই গৌণাংশ কল্পনা করিয়া, অবশিষ্ট মুখ্যাংশের (ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতাদি অংশের) সংস্কার সাধনেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা।

“কাণে ফুঁঃ, শাঁখে ফুঁঃ, অবশেষে চুলায় ফুঁঃ”। ইতর প্রবচনে স্ব-বৃত্তিস্থ ব্রাহ্মণের এই যে অবস্থাত্রয়ের ব্যবস্থা কথিত আছে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচ্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, সুতরাং ভব-বন্ধন-ছেদনার্থে জীবকে মহামন্ত্রাস্ত্র প্রদান করিতে তিনিই প্রাকৃতিক অধিকারী। অতএব “কাণে ফুঁঃ”—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা-দানই তাঁহার উত্তম ব্যবসায়। তৎপর যাগ-যজ্ঞ-পূজা-অর্চ্চনাদির দ্বারা যজমানের ইহ-পরত্রের কল্যাণ বিধান অর্থাৎ পৌরহিত্যই তাঁহার মধ্যম ব্যবসায়। “শাঁখে ফুঁঃ” বাক্যে ইহাই লক্ষিত। অবশেষে “চুলায় ফুঁঃ” অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক অনিত্য অন্নময় কোষ দেহের

পুষ্টি-বিধানার্থে জীবকে অন্নদানরূপ রন্ধন-বৃত্তি বা "রাঁধুনী-গিরী" ব্রাহ্মণের অধম ব্যবসায় বলিয়াই গণ্য। রন্ধন পূর্ব্বক জীবকে অন্নদান অবশ্য দোষাবহ নহে, বৃত্তিরূপে পরিণত করতঃ তদ্দ্বারা জীবিকা-অর্জন অপ্রশস্ত। তাহার পরিণাম যেরূপ হয়, আধুনিক "রাঁধুনী ঠাকুরের" অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। এই বৃত্তিই অধুনা ব্রাহ্মণের "নিদানের বিধান।" ইতর উপমায় ইহাকে "হাতের পাঁচ" বলা যাইতে পারে! এতদ্ব্যতীত ভূস্বামী, চাকরীয়া ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিবিধ আধুনিক বৃত্তিবান ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহাদের সমষ্টিকেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌণাংশ বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যেও মুখ্যাংশের লক্ষণে লক্ষিত অনেক মাহাত্মা আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই ব্রহ্মসূত্র অজ-গল-স্তনবৎ কণ্ঠ-লম্বিত থাকার কোনই সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। শোভা, সুবিধা ও সমাজ ভয় প্রভৃতি কতিপয় অকিঞ্চিৎকর কারণ ব্যতীত উক্তরূপ সূত্র-ধারণ-বিড়ম্বনার কোনই প্রকৃষ্ট হেতু নাই। "পৈতার খোরাক না দিলে পৈতা বাঁচে না" এ উক্তিটীর যাথার্থ এই স্থলেই প্রমাণিত। ফলতঃ দুর্লভতম ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়া, কেবল মাত্র জীবনশূন্য পৈতার শব দেহ বহনে পর্য্যবসিত যে ব্রাহ্মণত্ব, তাহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত গৌণাংশের মুখ্যতম লক্ষণ। ব্রাহ্মণ সমাজের এই গৌণাংশের পূর্ণসংস্কার যে কলিকালে অসম্ভব, স্বয়ং শাস্ত্রই তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ফলতঃ মুখ্যাংশের সংস্কারই এতৎ প্রবন্ধ-বিষয়ীভূত আদর্শ সংস্কার। ইহার সম্পাদনে গৌণাংশেরও যথা সম্ভব সংস্কার সম্ভাবিত।

গুরুর অযোগ্যতায় শিষ্যের অসিদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ। মুক্তি-পথ-প্রদর্শক ইষ্টমন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ-গুরুর শাস্ত্রীয় গুরু লক্ষণাভাব জনিত অযোগ্যতায় সর্ব্ববর্ণের—সমগ্র হিন্দু জাতির আধ্যাত্মিক বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্নের অভ্যন্তরস্থ "কুসুম" নামক জীবন-সার পদার্থটি পচিয়া গেলেও আপাততঃ বহির্দৃষ্টিতে অন্নের কোনরূপ অভাব বা বিকৃতি কিছু লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু তাদৃশ অন্নের অস্তিত্ব যেরূপ নিরর্থক, সারশূন্য অন্তঃসারহীন হিন্দুসমাজের অস্তিত্বও সেইরূপ নিরর্থক। অতএব হিন্দুসমাজকে স্বরূপে রক্ষা করিতে হইলে সেই অন্তঃসার-বিধানকর্ত্তা গুরুসম্প্রদায়ের আত্মসংস্কার সর্ব্বাগ্রে বিধেয়।

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্র মন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

ইত্যাদি যে সমস্ত গুরু-লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহার অন্ততঃ কতকাংশে অধিকারী না হইয়া গুরুর উন্নততম আসনে অধিরোহণেচ্ছা শাস্ত্রমতে ধৃষ্টতা মাত্র। অবশ্য শিষ্যেরও উপযোগিতা বিষয়ে বিবিধ লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। কিন্তু সেই কথা স্মরণ করুন, আদর্শ উত্তম না হইলে তদনুবর্ত্তী গঠন উত্তম হওয়া কদাচ সম্ভাবিত বা স্বাভাবিক নহে। পরমার্থ সাধন বিষয়ে এই আদর্শরূপী গুরু সমাজ সংস্কৃত হইলে, আদর্শানুবর্ত্তী শিষ্য সমাজ অবশ্য ক্রমে সংস্কৃত হইয়া উঠিবে। অতএব অধুনা গুরুসম্প্রদায়ের শাস্ত্র বিহিত লক্ষণানুরূপ সংস্করণ বা উন্নয়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক পুরোহিত সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেই কথা। অবশ্য সুযোগ্য পুরোহিতের অদ্যাপি অত্যন্তাভাব হয় নাই সত্য, কিন্তু যে পরিমাণ অভাব হইয়াছে, হিন্দুর জাতীয় গৌরবকে ধ্বংসপুরে পাঠাইতে তাহাই যথেষ্ট।

"বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো জপহোম পরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদ বচোযুক্তঃ এষ বাজ পুরোহিতঃ॥"

ইত্যাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমন্বিত কয়টি পুরোহিত অধুনা এতদ্দেশে দৃষ্ট হন? পূর্ণ শাস্ত্রীয় লক্ষণালঙ্কৃত পুরোহিতের সংখ্যা এক্ষণে অঙ্গুলি-পর্ব্বে গণিতব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার সমবায়ে হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্বের ভিত্তি ভূমি গঠিত। তন্মধ্যে নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া প্রধানতঃ পুরোহিত সাপেক্ষ। অতএব সেই পুরোহিত যদি লক্ষণান্বিত না হন, তবে সেই ভিত্তি ভূমি আর কিরূপে দৃঢ় রহিবে? যদিও কাম্য ক্রিয়ার একাংশীভূত পূজাদি দেব কার্য্য যজমানের ভক্তির গুণেই পৌরহিত্য দোষকে অনেকাংশে অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অন্তর্ভূত পিতৃকার্য্যাদি পুরোহিতের অযোগ্যতায় (বিশেষতঃ অশুদ্ধ মন্ত্রাদি পাঠে) কদাচ সুসিদ্ধ হইবার নহে।

"পিতরো বাক্যমিচ্ছন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতাঃ।"

এই শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্যেও উহাই সপ্রমাণিত হইতেছে। নিত্য ক্রিয়ার বিষয়ীভূত প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনাদি—ইষ্ট পূজাদি প্রায়শঃ পুরোহিত-নিরপেক্ষ এবং তত্তাবতের কোন প্রকাশ্য সামাজিক অঙ্গ নাই; সুতরাং সে সমস্তের অকরণে মহা প্রত্যবায় সংঘটন সত্ত্বেও আপাততঃ তাহাতে প্রকাশ্য সমাজ বিপ্লব ঘটেনা। আর কাম্য ক্রিয়াদির অকরণে পাপস্পর্শও না থাকাতেও তাহার ফল প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যরূপ নৈমিত্তিক ক্রিয়ার উপেক্ষা এই অধঃপতিত হিন্দুসমাজও ক্ষমা করেন না। করিলে, বিস্পষ্ট ধর্ম্মাচার বিরহে সমাজের ধ্বংস অচিরাৎ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পিতৃকার্য্যই এক্ষণে হিন্দু সমাজের একমাত্র ছিন্নাবশিষ্ট প্রকাশ্য বন্ধন, সুতরাং এটুকুর বিশুদ্ধিও যদি পুরোহিতের মূর্খতাদি দোষে নষ্ট হয়, তবে আর উপায় কি? অতএব পুরোহিত সংস্কারে হিন্দুসমাজের ঔদাস্য-অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

তারপর সামাজিক ব্যবস্থা ও শাস্ত্র-শিক্ষাদাতা আচার্য্য অধ্যাপক মণ্ডলীর সংস্কারও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রান ভিজ্ঞতায় ও সংকীর্ণ সংসার স্বার্থবশে, সমাজের কতস্থলে কত বিষয়ে কত যে ব্যবস্থা বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্র যদি 'বেওয়ারিস্ মালের' ন্যায় যথেচ্ছা ব্যবহৃত হন, তবে শাস্ত্রের সেই স্বর্গীয় সত্তাও নষ্ট হইবে, আর ভ্রান্তশাস্ত্র ব্যবস্থায় ব্যবহিত হিন্দুজাতিসত্বও কবিকৃত কপিত্থবৎ শূন্যগর্ভ হইয়া পড়িবে। অশিক্ষা, অল্পশিক্ষা ও কুশিক্ষা জন্য শাস্ত্রের যে সব বিকৃত ব্যাখ্যা আজকাল চলিতেছে, তাহাতে সহৃদয় মাত্রেই ব্যথিত হইতেছেন এবং আপাততঃ ইহার প্রাব-

লোর সমাবেশ অধিকতর অপ্রতিবিধেয় বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছেন। সংপ্রতি আবার অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকে রাজানুগৃহীত হইতেছেন; তাহাতেও সময় বিশেষে—অবস্থা বিশেষে শাস্ত্রের যথার্থ অভিমতের সহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অনৈক্য অনুভূত হইলে, তত্তৎক্ষেত্রে স্বাধীন হৃদয়ে শাস্ত্রার্থ প্রচার সম্বন্ধে অনেক স্থলে দুর্ব্বলতার আশঙ্কা অসম্ভব নহে। ইত্যাদি নানা কারণে (বিস্তার-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন) পণ্ডিত সমাজকে যথাযোগ্য উপায়ে প্রকৃতিস্থ করার উপযুক্ত অনুষ্ঠান উদ্যোগ অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য। ফল কথা, গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, অধ্যাপকাদি সমস্তই সংক্ষেপতঃ "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" সংজ্ঞার অন্তর্ভূত এবং সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতই হিন্দু সমাজের আদর্শ। এই আদর্শের সংস্কার-প্রয়োজনীয়তার যে সমস্ত হেতুবাদ উপরে প্রদর্শিত ও বিবৃত হইল, তাহার মূল কারণের অনুসন্ধান ও তন্নিরাকরণার্থ কিরূপ উপায়াবলম্বন দ্বারা উক্ত সংস্কার ব্যাপারটি আধুনিক দেশ কাল পাত্রানুসারে যথাসম্ভব সুসম্পন্ন হইয়া, যথার্থ অধিকারী গুরু, সুযোগ্য সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিত, শাস্ত্রপারদর্শী উন্নত চরিত্র অধ্যাপকাদি দ্বারা হিন্দুসমাজাদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমলঙ্কৃত হইতে পারেন তদ্বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাস, অধুনা দারিদ্র্যদোষই আদর্শ হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। গৃহস্থজীবনে দারিদ্র্য-দোষ সর্ব্বদোষের জনক স্বরূপ। কিরূপে আদর্শ হিন্দু উক্ত দোষাক্রান্ত হইয়া, স্বীয় অন্তর্জগতে ক্রমাবনতির উত্তরোত্তর পরিণাম ফলে অবশেষে পাপপঙ্কে পতিত হইয়া, হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন আনয়ন করিয়াছেন, তাহার স্থূল অবস্থা সহজে বুঝিবার সুবিধার্থ বংশপর্য্যায় লিপিপ্রণালী ক্রমে তাহা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাতে কিছু ভ্রম, অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়টির একটি মোটা মুটি ভাব প্রকাশ মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের

দারিদ্র্য।

জা তী য অ ধঃ প ত ন।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, এই লিপির যাথার্থ্য বা বিশুদ্ধি কিরূপ? দারিদ্র্য হইতে চরিত্রহীনতা জন্মে, ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্র সুলভ। দরিদ্রতার দংশন বিষে গৃহস্থের সংসারজ্বালা দারুণ দুঃসহ হয়। তজ্জনিত দুশ্চিন্তা বিকারে মস্তিষ্ক বিলোড়িত, বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও চিত্ত অপ্রকৃতিস্থ হয়; সুতরাং চরিত্রের বল রক্ষার সামর্থ্য আর থাকে না। এদিকে চরিত্র দৌর্ব্বল্যের ছিদ্র পাইয়া, কুক্রিয়াসক্তি আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে; অসহায় আক্রান্ত হৃদয় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সহজেই পরাস্ত ও পাপগ্রস্ত হয়।

সংসার-চিন্তা-জ্বর-বিহীন শান্তিরস-বিলীন জীবনে অনন্যচিত্ত হইয়া শাস্ত্রসেবা করিতে পারিলে, তবে এই সুগহন আর্য্যশাস্ত্রে যথার্থ অধিকার লাভের আশা করা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য জন্য সতত সংসার সংগ্রামে পরিশ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত মানবের পক্ষে সে সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপে শাস্ত্রানভিজ্ঞতার অভাবে অজ্ঞানতা স্বতএব সমুপস্থিত হয়। শাস্ত্র-নিরপেক্ষ আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞান-হিন্দুর পরমার্থপ্রদ নহে। শাস্ত্রই হিন্দুর অনন্ত ও অভ্রান্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কল্প ভাণ্ডার। শাস্ত্রাশ্রয় শূন্য জ্ঞান অজ্ঞানেরই ছদ্মবেশ মাত্র। অতএব শাস্ত্রানভিজ্ঞতার অব্যবহিত ফল অজ্ঞানতার তিমিরাবরণে পাপ পুণ্য বিচারের সূক্ষ্মদৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায় এবং সহজেই মোহমুগ্ধ মানবের পদে পদে পদস্খলন হইতে থাকে।

উদরান্নের দায়ে পড়িয়া অনেকস্থলে একরূপ "আপদ্ধর্ম্ম" বিধানেই সংসারী মানব নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। নিন্দিত বা হীনবৃত্তিই "নিষিদ্ধবৃত্তি" বা "অসদ্বৃত্তি" পদের বাচ্য; সুতরাং আজীবন তাহাতেই সংবদ্ধ থাকিলে, উহার অনিবার্য্য ফল নীচতা দ্বারা হৃদয় অপ্রশস্ত ও অপবিত্র হইয়া উঠে এবং তদ্ধেতু তাহা অবলীলাক্রমে পাপের লীলাভূমিরূপে পরিণত হয়।

বর্ণাশ্রম বিহিত স্বধর্ম্মাচারের সম্যক্ পালনাভাবে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যশক্তি দুর্ব্বলা—ক্রমে জীবনহীনা হইয়া পড়েন। কারণ উহাই ঐ শক্তির একমাত্র উপজীবিকা স্বরূপ। কিন্তু হায়! দারিদ্র্যের প্রচণ্ড কশাঘাতে অধীর হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহেরই উপজীবিকা যোগাইতে যদি অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণের সেই সযত্ন সংরক্ষিত স্বধর্ম্মাচার সেবা কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং ঐ শক্তির আধার সত্ত্বগুণ ও আধেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে সত্ত্বগুণই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। ব্রাহ্মণের স্বরূপ সত্তা সত্ত্বগুণেই প্রতিষ্ঠিত। এই সত্ত্বগুণের অধ্যাত্ম সিংহাসনে বসিয়াই ব্রাহ্মণ রাজার রাজা—প্রভুর প্রভু! এবং ইহার রিক্ততাতেই ব্রাহ্মণ প্রকৃত পথের কাঙ্গাল! বাহিরের দৈন্য এইরূপেই ক্রমশঃ সত্ত্বগুণাপচয় জনিত আভ্যন্তরিক দৈন্য উৎপাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করে। কুক্রিয়াশক্তি, অজ্ঞানতা, নীচতা প্রভৃতি দারিদ্র্যের আর যে কতিপয় পরিণাম ফল ব্রাহ্মণের অধঃপতনের অব্যবহিত কারণরূপে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দার্শনিক বিচারের অনুবীক্ষণ যোগে দৃষ্টি করিলে, তাহার প্রত্যেকের মূলেই এই সত্ত্বগুণাপচয়ের অল্পাধিক কারণতা দৃষ্ট হয়। কায়িক, মানসিক, বাচনিক ভেদে শাস্ত্রে যে দশবিধ পাপের নির্দ্দেশ আছে, প্রকৃত পক্ষে সত্ত্বগুণহীনতাই তাহার প্রত্যেকের প্রসূতি। অতএব ধীমান্ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে, একমাত্র দরিদ্রতার প্রতিকূলতায় হিন্দু সমাজের প্রকৃতি সিদ্ধ আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিত যদি এইরূপে সর্ব্ববিধ পাপের সর্ব্বনাশক গ্রাসে আত্মসমর্পণ করেন, তবে সেই দরিদ্রতার কোনরূপ প্রতীকার ব্যতীত হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন আর কিসে নিবারিত হইবে?

অধুনা ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে যাঁহারা এই দারিদ্র্যদোষ পরিশূন্য সঙ্গতি সম্পন্ন, তাঁহারাও যে সকলেই পূর্ব্ববর্ণিত অবনতির

মস্তকে পদ স্থাপন করতঃ সত্ত্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণসত্তায় স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন, এমন নহে; কিন্তু তাহাও প্রায়ই চতুর্দ্দিকের এই সাধারণ দারিদ্র্য দোষসম্ভূত বহুব্যাপক অবনতির অশুভ দৃষ্টান্তের প্রসার ও তজ্জনিত সুযোগ্য আদর্শাভাবের ফল। সুতরাং সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে তাহারও হেতুভূত এই দারিদ্র্যদোষ। অবশ্য এতদ্ব্যতীত তাহার আরও যে সব অবান্তর কারণ আছে, সে সমস্ত ব্যভিচার বা ব্যতিরেক স্থল মাত্র। তাহা বিচারের প্রশস্ত বিষয়ীভূত নহে। যাহা সাধারণ, তাহা লইয়াই যে কোন বিষয়ের বিচার, আলোচনা বা প্রস্তাবনা হইয়া থাকে। দরিদ্রতাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলের অবনতির সাধারণ হেতু বিধায় যথা সম্ভব তৎপ্রতীকারোপায় আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে গত জ্যৈষ্ঠমাসের "বেদব্যাসে" "দেবভাষা ও ভূদেব সেবা" শীর্ষক প্রবন্ধে সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষা কল্পে ব্রাহ্মণপণ্ডিত রক্ষার যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছিল, বক্ষ্যমান প্রবন্ধের পরিশিষ্ট বক্তব্যও তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়োপযোগী যথাসম্ভব বৃত্তি ব্যবস্থাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংসার ভারাবসন্নতার অপনোদন না করিতে পারিলে, আমাদের বিবেচনায় অপর কোন অভিনব উপায় কল্পনা দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের "আদর্শ-সংস্কার" অনুমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইবারও সম্ভাবনা নাই।

সহানুভূতিপ্রবণ জাতীয় প্রেমাসক্ত হৃদয়ে আমাদের প্রস্তাব বোধ হয় তত দুঃসাধ্য বলিয়াও বিবেচিত হইবে না। "যত্নেন কিমসাধ্যম্?" যত্নের অসাধ্য কি আছে? পুরুষকারের প্রবল পরাক্রম কখন কখন দৈবকেও অতিক্রম করিতে পারে। ব্রাহ্মণ রক্ষা বিধান সম্বন্ধে সমবেত জাতীয় পুরুষকারের শক্তি কলির কাল ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত এই সামাজিক দুর্দ্দৈব অচিরাৎ অন্তর্হিত করিতে পারে।

> "অল্পানামপিবস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
> তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ।"

আমাদের এই সুপ্রসিদ্ধ নীতিবাক্যটির সার গ্রহণে যদি আমরাই অনধিকারী না হই, তবে ভগবৎ কৃপায় আশা পূরণের আশা করা যায়। অধিক কি, হিন্দু সমাজের সকলে না হউক, অন্ততঃ স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুগৃহস্থগণ যদি এতদর্থে (ব্রাহ্মণপণ্ডিত পালনার্থ বৃত্তি বিধান কল্পে) দৈনিক আহার্য্য তণ্ডুল হইতে এক মুষ্টি মাত্র তণ্ডুল ভিক্ষাদান করেন, তাহাতেই উদ্দেশ্যের আশাতীত সিদ্ধি সম্পাদিত হইতে পারে। এমন গুরুতম জাতীয় কর্ত্তব্য সাধনার্থে—কলির করাল কবল হইতে জাতীয় বিশেষত্বের উদ্ধারার্থে, যদি আমরা মুষ্টি ভিক্ষা দানেও কুণ্ঠিত হই, তবে যেন আর আমরা জগতে "হিন্দু" নামে পরিচয় না দেই। যে হিন্দুত্ব আমাদের প্রাণ, যে হিন্দুত্ব আমাদের সর্ব্বস্ব, যে হিন্দুত্বের স্মরণে আমাদের অঙ্গে পুলক-লোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, এত দুঃখ দুর্দ্দিনেও যে হিন্দুত্বের মহিমা চিন্তনে আমাদের তাপিত বক্ষও সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত হয়, সেই হিন্দুত্বের রক্ষাকল্পে মুষ্টি ভিক্ষা! যে ব্রাহ্মণের আজ্ঞার মাত্র পালনার্থ সসাগরাধরাপতি রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র শ্মশান চণ্ডালের ক্রীতদাস; যে ব্রাহ্মণের সমাদর মাত্র সঙ্কল্পে পাণ্ডব মহাযজ্ঞে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পাদ্যবারি প্রদাতা, সেই ব্রাহ্মণের স্বরূপ অস্তিত্ব রক্ষার্থে আজ কিনা মুষ্টিভিক্ষার প্রস্তাব! যদি বল, সে ব্রাহ্মণ আর এ ব্রাহ্মণে কত প্রভেদ! হায়! সর্ব্বস্বদান ও মুষ্টি ভিক্ষা দানেও ত কত প্রভেদ! বলিতে কি, যদি হরিশ্চন্দ্রাদির হৃদয় সম্পদের সহস্রাংশের একাংশেরও উত্তরাধিকারী আমরা হইতাম, তবে "এ ব্রাহ্মণ" প্রায় "সে ব্রাহ্মণ"ই থাকিতেন। কালবশবশে সমাজের ব্রাহ্মণ পালনা প্রবৃত্তি ও শক্তি ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রাহ্মণের ক্রমে এ ব্রাহ্মণত্ব পরিণতি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে ইহারই সময়োপযোগী প্রতিপ্রসবরূপ মহানুষ্ঠান সাধনার্থে যথাশক্তি—যথা সম্ভব—যথাভিরুচি যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়েও যদি আমরা কাতর হই, যদি ব্রহ্মণ্য শক্তি সঞ্জীবনরূপ হিন্দু সমাজের এই সর্ব্বার্থসাধক মহাযজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যেক গৃহস্থের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বয়ে যদি অন্ততঃ একটি পয়সাও উত্থিত না হয়, তবে বুঝিব, পুরাকালীয় সেই জগৎ পূজ্য হিন্দুজাতির জন্য মানব অভিধানে এমন একটিও জঘন্যতম বিশেষণ শব্দ নাই, যদ্দারা বর্ত্তমানে ইহার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় হইতে পারে। তাহা হইলে বোধ হয়, মনুষ্যের তেমন ভাষাই নাই, ভাষায় তেমন শব্দই নাই, শব্দে তেমন অর্থ প্রকাশ শক্তি নাই, যদ্দারা ইহার নিকৃষ্টতম লজ্জাজনক ঘৃণিত স্বভাব বিশদ বর্ণনা সম্ভবে।

মনে করিলে, অস্মদ্ সমাজস্থ একটী মাত্র ধন-কুবেরও একাকী এই শুভানুষ্ঠানের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে পারেন। কেবল বাড়ী সাজাইয়া, গাড়ী নাচাইয়া, বিলাস-সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ খেলিয়া অর্থের অপব্যবহার করাই কি আধুনিক হিন্দু-ধনীর দুর্লভ মানবজীবনের সুলভ সারভূত লক্ষ হইবে?

> "দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্ম স্তথায়ুষঃ।
> পরোপকরণং কায়াদসারাৎসারমাহরেৎ॥"

অসার হইতে সার গ্রহণ বিষয়ে আর্য্যনীতি-শাস্ত্রের এই অপূর্ব্ব উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতঃ এই সুযোগে কি একটা বিত্তশালী আর্য্যসন্তানও অসারবিত্ত হইতে দান-সার আহরণার্থ উৎসুক হইবেন না? যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের বিত্ত পাইয়াছেন, তাঁহারা কি পূর্ব্বপুরুষের চিত্ত পাইবেন না? উত্তরাধিকার কি কেবল পার্থিব রাজার আইন অনুসারেই হইবে? বিশ্বরাজের আইন অনুসারে কি একটুও নহে! যাহাহউক, পঙ্গবাদি হইলে একেবারে নির্গন্ধা হয় না; অতএব ভরসা করি, বিষয়টীর গুরুত্ব বিশেষরূপে প্রতীত হইলে, হিন্দুধনীগণ যথাশক্তি দান দ্বারা হস্ত সার্থক, অর্থ সার্থক ও জীবন সার্থক করার এমন সুলভ সুযোগ কদাচ একেবারে উপেক্ষা করিবেন না এবং অপর হিন্দু-জনসাধারণও তাঁহাদের অন্ততঃ কথঞ্চিৎ অনুকরণে আর্য্য-শোণিতের পরিচয় দানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই আশায় বুক বাঁধিয়া, অদম্য উদ্যম ও অক্লান্ত অধ্যবসায় লইয়া, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ও সিদ্ধিদাতা গণপতির চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিষয়টী বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয় একেবারে নিরাশ ও নিরু-

দ্যম হইয়া পড়িলে চলিবে না। নদীতে তুফাণ উঠিয়াছে দেখিয়াই ভগ্নতরীর হাইল ছাড়িয়া দেওয়া মূঢ়ের কার্য্য।

কলিকাতায় স্থাপিত "ধর্ম্মমণ্ডলী-সভা" স্বীয় বিস্তৃত কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে এই "আদর্শ-সংস্কার" রূপ মহদনুষ্ঠান সম্পাদনকেই মুখ্য লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব তৎসঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে যথার্থ আত্মকার্য্য বোধে হিন্দুজনসাধারণের এ বিষয়ে ধর্ম্মমণ্ডলীকে যথাসাধ্য সহায়তা করা ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগতব্যষ্টিভাবের উন্নতি বিধানেই জাতিগত সমষ্টিভাবের উন্নতি সম্পাদিত হয়; সুতরাং জাতীয় অবনতি নিবারণার্থ যে কোনরূপ সমষ্টিভাবের জাতীয় অনুষ্ঠানই তজ্জাতীয় প্রত্যেকের ব্যষ্টিভাবে আত্ম-অবনতি নিবারণের অনুষ্ঠান স্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত। অতএব প্রত্যেক হিন্দুরই অর্থে সামর্থ্যে,স্বতঃ-পরতঃ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তাবিত কার্য্যক্ষেত্রে খাটিবার জন্য সোৎসাহে বদ্ধপরিকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক হিন্দু পত্র-পত্রিকা, প্রত্যেক হিন্দু-সভা-সমিতি, প্রত্যেক হিন্দু-বিদ্যালয় ও কার্য্যালয়াদির ইহার আন্দোলন আলোচনা ও চেষ্টা-বিস্তারার্থ উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। আদর্শকে ভাল না করিতে পারিলে, আমাদের জাতীয় উন্নতির পুনর্গঠন আর কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে।

অধুনা কংগ্রেসের প্রতিনিধি বা তজ্জাতীয় গুণসম্পন্নগণ যাঁহাদের কর্ত্তৃক সমাজের আদর্শরূপে বিবেচিত হন, তাঁহাদের কাছে আমাদের কিছুমাত্র আশা নাই। তাঁহাদের কল্পিত হিন্দুসমাজের বিলাতী সংস্করণ বা ইংরাজী অনুবাদরূপ অদ্ভুত সমাজের উদ্দেশে আমাদের দূর হইতে নমস্কার! উৰ্দ্ধবগভা পাশ্চাত্য শিক্ষা তাহার আদর্শ বর্ষে বর্ষে প্রসব করিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্রানুশাসিত, স্বধর্ম্মাচার পালিত ও জাতীয় বিশেষত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকৃত হিন্দুসমাজের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ব্যতীত আর কে হইতে পারে? অতএব তাঁহাদের সংস্কার ব্যতীত শত সহস্র ধর্ম্মসভা—হরিসভা, শত সহস্র হিন্দু-পত্র-পত্রিকা, শত সহস্র হিন্দু-বিদ্যালয়াদি বা শত সহস্র হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি প্রচার দ্বারা সম্যক্ ফললাভের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে এখন এই বিষয়ই ঘোষিত, প্রস্তাবিত ও আলোচিত হউক। স্বধর্ম্মানুরাগী স্বজাতি হিতৈষী হিন্দু মাত্রেই চিন্তা ও আন্দোলন করুন। যথা সম্ভব প্রত্যেক হিন্দুর কর্ণে এ প্রস্তাব ইষ্ট মন্ত্রবৎ সগৌরবে প্রবিষ্ট ও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হউক। তাহা হইলে, কতিপয় ক্ষুদ্রতম ভেষজ বটিকার মহতী শক্তি যেমন মহাভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক বিকার নিমেষে অন্তর্হত করে, তদ্রূপ হিন্দু কুল-সুসন্তানগণের প্রত্যেকের একটু সামান্য ত্যাগ স্বীকারই জাতীয় জীবননাশক এই বিকট সামাজিক বিকারে নিশ্চয় অব্যর্থ ভেষজ-বটিকা স্বরূপ হইবে।

ভগবদিচ্ছায় অস্মদ্দেশ প্রকৃতির প্রিয় প্রমোদকানন। এখানে বসুন্ধরা সার্থক রূপেই বসুন্ধরা। কমলার কমলনেত্রের কমনীয় দৃষ্টি প্রসন্নতায় এ দেশে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ধন ধান্যের গৌরবচ্ছটা দেশ দেশান্তরবাসীর নয়নকে তৃষিত ও হৃদয়কে ঈর্ষা কষায়িত—অথচ এতদভিমুখে লোভাকৃষ্ট করিতেছে। পক্ষান্তরে মাতা সরস্বতীর স্বর্গীয় শুভ দৃষ্টির সুধাবৃষ্টি ধারার অবিরল-সম্পাতে বিবিধ বিদ্যা বৈভবে ও গুণ-জ্ঞান-গৌরবে, এ দেশ চির গৌরবান্বিত। কিন্তু অধুনা সপত্নীত্ব ও বৈমাত্রেয়ত্ব সম্বন্ধের সেই সাধুবদন-নিন্দিত দ্বেষ্য-দ্বেষক ভাবের প্রভাবেই বুদ্ধি উভয় মাতার কৃপা কটাক্ষ একাধারে পতিত হয় না এবং সরস্বতীর সেবা-পুত্র ও লক্ষ্মীর ক্রোড়-পুত্র গণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি স্বশক্তি-সহায়তা জনিত সম্প্রীতিও লক্ষিত হয় না। এমন এক দিন ছিল, যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রূপ সুধী-সম্প্রদায়ের সারস্বত-সহায়তায় সম্পন্ন-হৃদয় হইয়া,কমলা-কর-পালিত নর কুবেরগণ ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য বোধে সোৎসাহে তাঁহাদের সংসার-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ, আর্য্য সমাজকে অমর সমাজ-স্পর্দ্ধী করিয়া তুলিয়াছিলেন। হায়! তাহারই বিষাদময় বিপর্য্যয়ে মর্ত্ত্যধামে স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব প্রায় পবিত্র আর্য্য-ক্ষেত্রে আজ কিনা অনার্য্যেরও ঘৃণা নিঃসৃত নিষ্ঠিবন নিক্ষেপে নিরন্তর নিষিক্ত হইয়া অপবিত্র অমেধ্য ভূমি (আস্তাকুড়) রূপে পরিণত হইয়াছে? আবার যতদিনে আর্য্যজাতি আমাদের প্রস্তাবিত এই আদর্শ সংস্কার রূপ সেই সৌভ্রাত্র-প্রেম-পুষ্পে ভারতমাতার পূজা করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন এ দুর্দ্দিন দূর হইবার নহে। বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীহরি শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, যেন আমরা এ দুর্দ্দিনে তাঁরই অভয় চরণ-শরণে নির্ভয় হইয়া, স্বধর্ম্মানুগ এই গুরুতম কর্ত্তব্য-শিক্ষায় সিদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারি।

ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক।

নিরাশ হইও না।

আশা-সমীরণ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। সুশীতল [illegible] সংস্পর্শে সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সদালোড়িত মস্তিষ্ক, জর্জ্জরিত হৃদয়, বিচলিত প্রাণ মনিষীগণ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া আশ্বাসিত হইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা বর্ত্তমান বিজাতীয় অধঃপতন স্রোতের খরতর প্রভাব দেখিয়া নৈরাশ্যের অতলস্পর্শ সমুদ্রে আপনাদিগকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন, কি [illegible] এক নবোদ্যমে প্রোতসাহিত হইয়া, সতেজে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য—হিন্দু সমাজ রক্ষা। অতএব নিরাশ হইও না। ঐ দেখ সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত ভূদেব প্রমুখ প্রবীন, চিন্তাশীল, স্বসমাজহিতৈষী ধীমানগণ আজ সমাজ রক্ষায় স্বার্থত্যাগে কৃতসঙ্কল্প। আধুনিক-শিক্ষিত-সমাজে সম্যক সমাদৃত রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন প্রমুখ কৃতবিদ্য ধনী ও রাজ-গৌরবে গৌরবান্বিত রাজন্যবর্গ, আজ স্বসমাজের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যাকুলিত-হৃদয়। ক্ষত্রিয়-কুল-ভূষণ, ভক্তিমান ও শান্ত প্রকৃতি শ্রীযুক্ত দামোদর দাস বর্ম্মণ এবং স্বধর্ম্মনিরত, সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্ত-হৃদয় শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ প্রমুখ ধনী সম্প্রদায় আজ স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষণে মুক্ত-হস্ত। তাই বলি নিরাশ হইও না। কেবল ধনী বা বিদ্বান বলিয়া নহে, সমাজের প্রত্যেক

অঙ্গটী যেন, আশা-বায়ু সংস্পর্শে, ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, ব্রাহ্মণ শূদ্র, বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সকলেই যথাসাধ্য সমাজের হিত-চিন্তায় আজ উৎসাহিত-চিত্ত। লক্ষ্য সকলেরই এক—সেই হিন্দুসমাজ রক্ষা। তবে বুদ্ধি বা শিক্ষা দোষে প্রণালীর যে সামান্যমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়, সে ইতরবিশেষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ লক্ষীভূত বিষয় এক হইলে, গন্তব্য পথের বৈষম্য অধিকদিন স্থায়ী হয় না। সময়ে সকলেই যে, প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়া, এক যোগে এক প্রাণে, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হইয়া আত্মত্যাগে অকুণ্ঠিত হৃদয় হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব নিরাশ হইও না। আইস, সকলে আশায় বুক বাঁধিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অকাতরে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই। মানবের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। মানবের যেখানে কার্য্য সিদ্ধি না হয়, সেখানে যত্নেরই কোন ত্রুটী হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতিকাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্যকুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা-
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ॥

তাই অদ্যও আমরা সেই শাস্ত্রবাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া তার স্বরে বলিতেছি—

যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি অত্র যত্নে কোহপি দোষঃ ভবত্যেব॥

ভাবার্থ—যত্নে দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তবে যত্নেরই কোন ত্রুটী হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অনেকে উক্ত শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়া বলেন যে, "যত্নদ্বারাও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে আর তজ্জন্য দোষ কি ইত্যাদি। এরূপ ব্যাখ্যা আমরা সঙ্গত মনে করি না। পাঠকগণও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্লোকটী পাঠ করিলে আমাদের সহিত একমত হইবেন। যে শ্লোকে বলিলেন,—"উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীকে লাভ করেন। যাহারা কাপুরুষ তাহারাই কেবল দৈবের দোহাই দেয়। অতএব "দৈবং নিহত্য" আত্মশক্তিবলে পৌরুষকে আশ্রয় কর।" এখন ভাবুন দেখি যে, এত তেজপূর্ণ বাক্য প্রয়োগের পর কোন ব্যাখ্যাটী সঙ্গত বোধ হয়? সম্ভবত প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা। কারণ মানুষ যখন সাধনা বলে ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন, তখন সামান্য পার্থিব-কার্য্য-সিদ্ধি কোন অধিক কথা। অতএব হিন্দুসন্তান! নিরাশ হইও না। শতবার অকৃতকার্য্য হইলেও পুনর্ব্বার যত্ন কর। নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

"যত্নেন কিমসাধ্যম।"

যত্নের অসাধ্য কি আছে? অতএব পুনরেব যত্নমাধিযতাম। পুনরায় যত্ন কর—সিদ্ধি অনিবার্য্য।

অদ্য আমরা নিম্নে ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করিলাম। পাঠক! তদ্দৃষ্টে ধর্ম্ম মণ্ডলীর গুরুগম্ভীর লক্ষ্য সমূহ অবগত হইয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন।

ধর্ম্মমণ্ডলি।

বিগত ১২৯৮ সালের আষাঢ় মাস হইতে কলিকাতা নগরীতে 'ধর্ম্মমণ্ডলী' নামে একটি সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। উক্ত সমিতির কার্য্যে সুভদ্র হিন্দু সাধারণের যাহাতে অনুরাগ জন্মে মণ্ডলীর শুভানুধ্যায়ীগণ এ যাবৎ তাহার চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন, এবং তদ্বিষয়ে উল্লিখিত সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য দানের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারিবে এই আশায় তাঁহারা এক্ষণে সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের সুস্থতা সাধন বিষয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রধান সাধন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকেই আজকাল অন্নাচ্ছাদনাদির চিন্তায় আকুলিত হইতে হওয়ায় অনেকেই শাস্ত্রাদির অভ্যাসে শিথিল প্রযত্ন হইয়া উঠিতেছেন এবং তাহাতে সমাজেরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সমাজের কুশল কামনা করিয়া ইহাঁদের জীবিকার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য প্রয়াস স্বীকার করা এবং সম্মাননা দ্বারা ইহাঁদিগের উৎসাহ বিধানে যত্ন পাওয়া প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ধর্ম্মমণ্ডলী এ জন্য নিম্ন লিখিত মতে ইহাঁদের জন্য বৃত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রানুমোদিত উপাসনাদি, ধর্ম্ম রহস্য প্রকাশক গ্রন্থ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠান বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক, প্রবন্ধাদির সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিবেন এবং যে সমস্ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ অনিষ্টকর ব্যাপার সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছে তন্নিবারণার্থ যথাশক্তি যত্ন করিবেন।

বৃত্তি দানের নিয়ম——

যাঁহারা রীতিমত অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহারাই ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তি লাভের পাত্র। বৃত্তিভোগী পণ্ডিতগণ আপনাপন ছাত্রদিগকে শাস্ত্রার্থের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানপরায়ণ করিবেন এবং নিজেও তাহার আদর্শস্থল হইবেন। যে পণ্ডিত যে সমাজ অথবা যে গ্রামের অধিবাসী তিনি সেইখানকার নীতি, চরিত্র, আচার ও ধর্ম্মাদি বিষয়ে সতত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলকে সৎপথে সংস্থাপনের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন। উপরি উক্ত গুণ ও ক্রিয়া যাঁহাতে দৃষ্ট হইবে তাঁহাকেই বৃত্তি দিবার চেষ্টা করা যাইবে। বৃত্তির ন্যূনসংখ্যা বার্ষিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। বৃত্তিগুলি বৃত্তিদাতাগণের অভিমত নামে এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে চিহ্নিত হইবে। যাঁহারা বার্ষিক ৫০৲ টাকার ন্যূন দান করিবেন তাঁহাদের অর্থ সংগৃহীত হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর সাধারণ বৃত্তি নামে অভিহিত হইবে। বৃত্তি দানের স্থান ও পাত্র নির্দেশ সম্বন্ধে বৃত্তিদাতার অনুরোধের প্রতি ধর্ম্মমণ্ডলী বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বৃত্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে ধর্ম্মমণ্ডলীর নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থে শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই পণ্ডিতগণের বৃত্ত্যাদি দানে ব্যয়িত হইবে।

এই সমস্ত কার্য্য অর্থ এবং সর্ব্বসাধারণের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সহায়তা-সাপেক্ষ। সমাজের সার্ব্বভৌমিক আনুকূল্য ব্যতীত এই অর্থাদি সংগৃহীত হয় এমন আশা করা যাইতে

পারে না। তাই আমরা সমাজের দ্বারস্থ হইয়া সানুনয়ে প্রার্থনা করি যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অনুরোধে তাঁহারা সাধ্যানুসারে অর্থ এবং সকল প্রকার সাহায্য দ্বারা এই মহান্ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের ফলোপধায়কতা সাধন করুন। অর্থ সম্বন্ধে এককালীন, বার্ষিক, মাসিক এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে অথবা সর্ব্বরকমে যিনি যে ভাবে দিতে ইচ্ছা করিবেন ধর্ম্মমণ্ডলী তাহাই আদরে গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক সংপ্রতি যে যে মহাত্মাকে যে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে সকলের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।—

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপ্যাধ্যায় বাহাদুর, সি, এস, আই (উত্তরপাড়া)—কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)—সম্পাদক।

কার্য্যনির্ব্বাহকগণ।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, (চুচুঁড়া)
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, সি, এস, আই, (উত্তরপাড়া)
শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর (তাহিরপুর)
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)

এই পাঁচ জনেই ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি ১৮১৫ শক, (১৩০০ সন) বৈশাখ মাস।

শ্রীশশধর দেব শর্ম্মা (তর্কচূড়ামণি) (কলিকাতা)
শ্রীভূদেব দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), চুঁচুড়া।
শ্রীঈশানচন্দ্র দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), কলিকাতা।
শ্রীপ্যারীমোহন দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), উত্তরপাড়া।
শ্রীশশিশেখরেশ্বর দেবশর্ম্মা (রায়), তাহিরপুর।
শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বর্দ্ধমান।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কলিকাতা।
শ্রীদামোদর দাস বর্ম্মণ, কলিকাতা।
শ্রীরমানাথ ঘোষ "
শ্রীবিজয়রত্ন সেন "
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া।

ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্যই ধর্ম্মমণ্ডলীর সৃষ্টি, হিন্দু মুক্তহস্ত হউন। যাঁহার যাহা সাধ্য, তিনি ধর্ম্মমণ্ডলীর সাহায্যার্থ, পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নিকট ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ কলিকাতা এই ঠিকানায় তাহা যেন পাঠাইয়া দেন।

ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যিনি যেরূপ অর্থ দান করিয়াছেন তাহার বিবরণ।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, চুঁচুড়া ৫০০৲ বার্ষিক। রাজা শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, উত্তরপাড়া ১০০৲ বার্ষিক, ২৫০০৲ এককালীন। রাজা শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, তাহেরপুর ১০০৲ বার্ষিক, ২৫০০৲ এককালীন। শ্রীরমানাথ ঘোষ কলিকাতা ১০০৲ বার্ষিক, ২৫০০৲ এককালীন। ডাক্তার অনারেবল শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ, কলিকাতা ১২০৲ বার্ষিক। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি ময়মনসিংহ রামগোপালপুর ১০০৲ বার্ষিক। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কলিকাতা ৫০৲ বার্ষিক। শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৲ বার্ষিক। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া ১২৲ বার্ষিক। হুগলী স্কুলের ছাত্রগণ ১৫৲ বার্ষিক। শ্রীসুরনাথ মুখোপাধ্যায়, ইছাপুর ১২৲ বার্ষিক। শ্রীলালবিহারী মুখোপাধ্যায় শিবপুর ১২৲ বার্ষিক। শ্রীমুটবিহারী পাল হাওড়া ১২৲ বার্ষিক। শ্রীমধুসূদন চৌধুরী, সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক, ১০৲ এককালীন। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ১০৲ এককালীন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু, সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ৫৲ এককালীন। শ্রীকালিকুমার মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক, ৫৲ এককালিন। শ্রীরামচন্দ্র লাহিড়ী সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ৫৲ এককালীন। শ্রীতারিণীকমল মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক ১৲ এককালীন। শ্রীযাদবচন্দ্র চৌধুরী সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক। শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু সিরাজগঞ্জ ৩৲ বার্ষিক। ক্রমশ:

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বেদব্যাস পত্র ১৩০০ সনে উপনীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকার মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সংঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডর কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা——মূল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত সরলার্থ প্রবোধিনী ব্যাখ্যা (অন্বয়) শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীধর স্বামীর টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা এবং শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ ও মধ্যে মধ্যে টীকা টিপ্পনিও আছে। ভগবদ্ভক্ত ও বেদব্যাসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত। কালিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৩।০ টাকা ডাক মাশুলাদি ৵০ আনা। গীতার পূর্ব্বে গীতা পাঠের প্রক্রম দেখান হইয়াছে। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারের মাহাত্ম্য প্রকাশক শ্লোকগুলিও সন্নিবেশীত হইয়াছে। ভাষ্য টীকা সম্বলিত সরলার্থ প্রবোধিনী সহিত অনুবাদ বিশদিকৃতা গীতা খানির মুদ্রনাদি কার্য্য ও মন্দ হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থের মূল্যও অধিক হয় নাই। ৩।০ টাকা মাত্র। আমরা এত দিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যেরূপ সম্পাদন দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলাম, সেইরূপ সম্পাদনই দেখিতে পাইলাম। সুতরাং বড়ই তুষ্ট হইলাম। আশা করি হিন্দু পাঠক মাত্রেই তুষ্ট হইবেন। দৈনিক।

Bhagavatgita.—Yet another edition of *Bhagavagita* has been published and there is no text which we can recommend more heartily to readers of *Gita.* The publisher, Babu Bhudhar Chatterjea, who has already made a name as a good Hindu scholar, had previously issued another edition with an elaborate Bengali translation by Pandit Sasadhar Tarkachuramani, and, the present work seems to be a great improvement upon the former one. It has been edited in a masterly style and the arrangement is excellent. First a *sloka* from the text is given; then the paraphrase of the *sloka* with the meaning of every difficult word contained in it (altogether a new feature introduced in this edition); afterwards come the learned commentaries of Sankaracharja and Sridhar Swami, followed by the annotations of Pandit Madhusudan Saraswati; and then a literal Bengali translation by Pandit Sasadhur Tarkachuramani makes the *sloka* complete. We do not know what more a reader of *Gita* wants. All the editions now extant are more or less full of mistakes, but the present is remarkably accurate and free from grammatical blunders. The publisher has spared neither pains no expense to make this edition the best of its kind, and we hope it will command the speedy sale which it so well deserves. It has grown to be a voluminous work but is very moderately priced at Rs. 3-4 a copy.

The Hindoo Patriot, (June 24, 1893.)

"The edition of the "Srimad Bhagavad Gita recently brought out by Pundits Bhudhar Chattopadhyaya and Prasanna Kumar Shastri, deserves well of the students of Shastri clore. It is a handsome volume of about 800 pages, royal octavo, neatly bound. Indeed the get up and finish is really creditable to the printer and publisher. But the real worth of the book will be found in the arrangement of the notes and commentaries. In addition to the usual notes of Sridhar Swami and Madhoosudan Sarashwati there is very intelligent paraphrase of every sloka. But we think the best recommendation of this really welcome publication is the Bengali translation which strives to make the text as clear as possible and which betrays a spirit of anxious care throughout to help the reader. We heartily recommend it to those who wish to be led into the labarynths of the Gita, to procure a copy which is far from highly priced, judging from pains taken in its compilation, the best appreciation of which will be a large sale."

Amrita Bazar Patrika, (July 29th, 1893.)

Gita—Edited by Pundits Bhudhar chatteerjee & Prosanna Sastri. The *Gita* is universally admired, not because Schtegel and other European *savants* speak highly of it, but because it is the repository of the concentrated essence of spiritual wisdom and philosophical truths. It is no wander, therefore, that in these days of revival of Hindu religion and Sanskrit literature, so many editions of the *Gita* should come out of the Bengali Press. One of the best editions, issued, is the one under notice. It publishes the text, with a paraphrase made by one of the Editors, theBhashya of Sankaracharaya, the annotations of Swami and Sarasvati and a Bengali rendering of the original by Pundit Sasadhar Tarkachuramani, accompanied with necessary notes. The publication is valuable, as it embraces the explanations of the greatest aannotators of the *Gita* of the olden days, and the elucidations and translations of some of the recognised Pundits of the modern times. Such a combination in one publication is almost rare.

Indian Mirror, (July 13th. 1893.)

The Editor of Hope concludes his long article on our Geeta thus——

Sremat Bhagabat Gita—Original Sanskrit text with paraphrase, commentaries of Sankara, Swami and Madhusudan, and a Bengalee translation by Pundits Sasadhur Tarka Chudamani. Edited by Pundits Bhudhar Chattapadhyaya and Prasana Kumar Sastri. Price 3-4-0.

The edition of Geeta under notice is the best yet come out of the press, and well calculated to help the student in understanding the spirit of the sublime principles taught in the book. The edition would be perfect with an exhaustive index for easy reference and comparison. Hope, July 30,

A few days ago we had occassion to congratulate ourselves on the turn for spiritual enquiry and study of the Hindoo Shastras which has been growing to be a happy sign of the times among the educated Indians, and as an evidence of this change we noticed the many and various editions of the *Bhagavad Gita* that were being brought out by different editors and publishers. As one of the latest and best of these editions we brought to the notice of the reader the *Gita* of Pundit Bhudar Chattyopadhya, Editor of *Bedavyas*, which is calculated to prove a very handy volume for the ordinary readers, giving as it does the most important commentaries and a free Bengali translation by Pandit Sasadhar Tarka Churamani. (Hope, 13 August 1893.)

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস পত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর পার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। ভাদ্র।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

[illegible] ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থপ্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা, মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত।

সুখের বিষয়, আজ কাল গীতা-শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা-নিহিতত্ত্বরাশি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, দিন দিন অনুরাগী হইতেছেন। সে কারণ, গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, ককেটগীতা ইত্যাদি নানে বহুবিধ গীতা দেশ বিদেশ প্রচারিত হইতেছে। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল-প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বান্বেষীগণকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবশ্যই সেই সকল ভাষ্য ও টীকাদি প্রকাশিত না হইয়োছে, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত ভাষ্যাদির প্রায় গুলিই এত অশুদ্ধি পূর্ণ দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়াই দুষ্কর। যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া, এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সরল অন্বয়, যাহা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন। তৎপর শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গুরু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ এবং অতিরিক্ত টীকাটিপ্পনী নিম্নে দেওয়া হইল। যাঁহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরোধ আছে, ভরসা করি তাঁহারা এই গীতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর ও রুচিকর করা হইয়াছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৷০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র এবং ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচ ৵০ আনা, মোট ৩৷৵০ তিন টাকা দশ আনা মাত্র দিলেই এই বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন। ভি, পিতে লইলে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

সংবাদ পত্রের মত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, উক্ত শাস্ত্রি দ্বারা সংশোধিত এবং প্রকাশিত। মূল্য ৩৷০ আনা। এ পুস্তক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত সরলার্থ প্রবোধিনী ব্যাখ্যা (অন্বয়) শঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়া মণিকৃত বাঙ্গানুবাদ এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় টীকাসম্বলিত। ভগবানের অনুগ্রহে আজি কাল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদর আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল মাত্র ধর্ম্ম প্রাণ ভারত বাসী নহে; ম্লেচ্ছ ভূমি খৃষ্টান রাজ্যের অধিবাসিবর্গেরও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, আর নাই পারেন গীতা তত্ত্বের কিঞ্চিমাত্র আভাস উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হইতেছেন। ইউরোপের বহু ভাষায় গীতা অনুবাদিত হইয়াছে। সেদিন এক খানি ইংরেজী কাগজেই দেখিতেছিলাম যে, এক জন বলিয়াছেন ইউরোপে বাইবেলের পরিবর্ত্তে কালে গীতারাই আদর হইবে। ফল কথা গীতা হিন্দুর পরম আদরের গ্রন্থ। ইহার সম্যক প্রচার হয়, ইহা হিন্দুমাত্রেরই ইচ্ছা। শাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ থাকিলেও গুরূপদেশ ভিন্ন গীতামর্ম্ম অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাই বলিয়া গীতার আলোচনা পরিত্যজ নহে। স্বতঃ [illegible] পাধ্যায় এবং শাস্ত্রি মহাশয় এই পুস্তক খণ্ডে অন্বয় ব্যাখ্যা, তিনটী টীকা এবং বঙ্গানুবাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব লোকের আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। গীতার এরূপ একখানি সুন্দর সংস্করণ নাই বলিলেও চলে। আমরা আশা করিতে পারি যে, এ দেশে এ পুস্তকের সমধিক আদর হইবে। যাঁহারা সামর্থ আছে, তিনিই এ পুস্তকের একখণ্ড করিদ করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিবেন এবং অর্থেরও সার্থকতা করিবেন। কলিকাতা ৬৩ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। বঙ্গবাসী, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—শাঙ্করভাষ্য স্বামিকৃত টীকা, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সম্বলিত। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া উক্ত শাস্ত্রী দ্বারা সংশোধিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৩৲; ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। * * * * * শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের গীতার অনুবাদ এদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আবার প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা যার পর নাই সুখী হইয়াছি। গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার ও [illegible]

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। কলিকাতা, ১৩০০ সন, ভাদ্র। ৫ম সংখ্যা

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শিবস্তোত্রং।

গৌরীনাথং বিশ্বনাথং শরণ্যং
ভূতাবাসং বাসুকীকণ্ঠভূষম্।
ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেবং পুরাণং
বন্দে সান্দ্রানন্দসংদোহদক্ষম॥
যোগাধীশং কামনাশং করালং
গঙ্গাসঙ্গক্লিন্নমূর্ধানমীশম্।
জটাজূটাটোপরিক্ষিপ্তভাবং
মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি॥
শ্মশানস্থং ভূতবেতালসঙ্গং
নানাশস্ত্রৈঃ খড়্গশূলাদিভিশ্চ।
ব্যগ্রাত্যুগ্রা বাহবো লোকনাশে
যস্য ক্রোধোদ্ভূতলোকোঽস্তমেতি॥
যো ভূতাদিঃ পঞ্চভূতৈঃ সিসৃক্ষু-
স্তন্মাত্রাত্মা কালকর্ম্মস্বভাবৈঃ।
প্রহৃত্যেদং প্রাপ্য জীবত্বমীশো-
ব্রহ্মানন্দো রমতে তং নমামি॥
স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজিষ্ণুঃ সুরাত্মা
লোকান্ সাধূন্ধর্ম্মসেতূন্বিভর্ত্তি।
ব্রহ্মাদ্যাংশে যোঽভিমানী গুণাত্মা
শব্দাদ্যঙ্গৈস্তং পরেশং নমামি॥
যস্যাজ্ঞয়া বায়বো বান্তি লোকে
জ্বলত্যগ্নিঃ সবিতা যাতি তপ্যন্।
শীতাংশুঃ খে তারকাসংগ্রহশ্চ
প্রবর্ত্ততে তং পরেশং প্রপদ্যে॥
যস্য শ্বাসাৎ সর্ব্বধাত্রী ধরিত্রী
দেবো বর্ষত্যম্বু কালঃ প্রমাতা।
মেরুর্ম্মধ্যে ভুবনানাং চ ভর্ত্তা
তমীশানং বিশ্বরূপং নমামি॥
ইতি শ্রীকল্কিপুরাণে কল্কিকৃতশিব-
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সংসারে পরীক্ষা।

পরীক্ষার নাম শুনিলে শরীর সম্ভ্রম-মুলভভয়ে কণ্টকিত হয়, পৃথিবী ঘুরিতে থাকে। আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত পলাইবার পথ দেখে। পরীক্ষার সহিত বিদ্যার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরীক্ষা বিদ্যার পরিচয় দেয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার গৃহ-গত স্বর্ণ উৎকৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা পত্র না পাইবে, ততক্ষণ তাহার যথার্থ মূল্য বা আদর হইবে না। তাই বলি, যদি আপনার মূল্য বাড়াইবার ইচ্ছা কর, যদি দশের নিকট আদরের ধন হইতে চাও, তবে পরীক্ষা দাও।

কিন্তু তাই বলিয়া কেবল এল, এ, বি, এ প্রভৃতি উপাধি-পরীক্ষায় উন্মত্ত হইলে চলিবে না। সম্মুখস্থ বিচিত্র ভীষণ পরীক্ষা-ক্ষেত্রের প্রতি কি একবার দৃষ্টিপাত করিবে না? তোমার বি, এ প্রভৃতি পরীক্ষা তো মুখস্থ-সাধ্য,—একটু ভাষা ভাষা পরিশ্রম করিলেই এ পরীক্ষার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পার। প্রকৃত শিক্ষাজীবন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রকারভেদ মাত্র। এ আশ্রমে তাদৃশ দুশ্চিন্তা-বাত্যায় আকুল হইতে হয় না, আবেগের প্রবাহে কুল হারাইতে হয় না,—ভাবের তীব্রদংশনে তত অস্থির হইতে হয় না। চিন্তারহিত সংসারভাবে অকলুষিত পবিত্র এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াও যদি ঐ সামান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পার, তবে নাচার।

তৎপর ঐ দেখ ভাই! তোমার এক-পদ-ক্ষেপ-গম্য সম্মুখস্থ অলক্ষিতভাবে অবস্থিত ভীষণ আর একটী পরীক্ষা-ক্ষেত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্র রোগ শোকের আকর, শঠতার কার্য্য ক্ষেত্র, সুকৃত-দুষ্কৃতের পণ্যভূমি, ভাব-গুপ্তির ধারাযন্ত্র (ফোয়ারা)। ঐ স্থানে প্রলোভনের মনোহর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। সর্ব্বদা কুক্রিয়ার-আসঙ্গলিপ্সার বাষ্পীয় যন্ত্র (এঞ্জিন) জোড়া রহিয়াছে। চলিতে জানিলে বড়ই সুখের হয়। একটু অন্যমনস্ক হইলে পদমাত্র স্খলনে লোকের হুড়াহুড়িতে গাড়ীর চড়াছড়িতে প্রাণ লইয়া টানাটানি। ভাই! ঐ স্থান কি চিনিতে পারিলে? উহার নাম সংসার।

এই সংসারাশ্রমে প্রথম প্রবেশ করিতে বিবাহ-সংস্কার রূপ প্রথম পরীক্ষা তোমার দিতে হইবে। যদি না দেও, তুমি সংসারে প্রবেশাধিকারের পাশ পাইবে না। সহস্র যত্নসত্বে যদি স্ত্রীলাভ করিতে না পার, তবে নির্দ্দোষ সহকারে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে। পৈঠীনসী সে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। মৃতস্ত্রীক পুন অপরিণীত পুরুষদিগকে "রণ্ডাশ্রমী" নামে সুন্দর উপাধি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সত্য, মিথ্যা, সংশয় হয়, নিম্নে প্রমাণ তুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম, দৃষ্টি করিলে সমস্ত সংশয়ের অপনোদন হইবে।

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বাণপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকং॥

ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে চারিটী আশ্রম উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুক।

দক্ষ—অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ॥

ক্ষণকালও পূর্ব্বোক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্যতম অবলম্বন না করিয়া থাকিবে না। যদি বিনা আশ্রমে থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। বলা অধিক—বিবাহ না করিলে গার্হস্থ্যাশ্রমী হয় না।

পৈঠীনসী—অলাভে চৈব কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতমাচরেৎ।
চেষ্টাসত্বেও কন্যার একান্ত অলাভ হইলে অগত্যা গৃহে থাকিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে পারে।

চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ॥
ভবিষ্যপুরাণ

আটচল্লিশ বৎসর পরে যদি স্ত্রী বিযুক্ত হয়; তাহা হইলে তাহার নাম রণ্ডাশ্রমী হইবে।

বিবাহই মানবের চিত্ত-পরীক্ষার স্থান। যদি তুমি এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহা হইলে ভগবান্ তদনুরূপ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলময় পুরস্কার দিবেন। পরিশেষে যেখানে মলয়ানিল সদা প্রবাহিত, নিত্যজ্যোৎস্না সমুদিত, ব্রহ্মপ্রভা বিস্ফুরিত দ্বন্দ্বদুঃখ অন্তর্হিত প্রীতিদ্বেষ অস্তমিত, দেব দুর্লভ সেই পবিত্র রাজ্যে অপুনরাবৃত্তি অধিকার পাইবে। যে অধিকারে তোমার পরিবারবর্গ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উল্লসিত হইবেন।

ব্রাহ্ম্যো বিবাহ আহুয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষান্ একবিংশতি মিত্যাদি॥
যাজ্ঞবল্ক্য।

যে বিবাহে বরকে আহ্বান করিয়া যথাশক্ত্যলঙ্কৃতা কন্যা প্রদত্তা হয়, তাহার নাম ব্রাহ্ম্য বিবাহ। সেই বিবাহে একবিংশতি পুরুষ নরকত্রাণরূপ ফললাভ করে।

বিবাহ অতি বিষম পরীক্ষা। প্রায়শঃ আমরা ষোড়শী বা বর্ষীয়সী, কুরূপা বা সুরূপা স্ত্রীর মত্ততা ঘোরে কর্ত্তব্য হারাই, কখন কুক্রিয়াসাগরে হাবিডুবি খাই, কখন বা ইন্দ্রিয়রূপ হাঙর-কুম্ভীরের যন্ত্রনায় অস্থির হই। তবু চৈতন্য নাই—কুলে উঠিবার চেষ্টামাত্র নাই। সস্ত্রীক হইলেও "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই প্রশ্নের উত্তর নাই। আছে কেবল স্ত্রী লইয়া কদাচার। অধুনাতন স্ত্রী যেন ইন্দ্রিয় ভোগের বিলাস ক্ষেত্র। যখন ইচ্ছা টাকা বা অলঙ্কারাদি দর্শনী দেও; আর ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ কর।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ" বচনের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া "কামার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা আত্মনাশঃ প্রয়োজনং" এই পাঠ স্বীকার করাই সময়োচিত। এখন আর পিণ্ডদাতা পুত্রের উৎপত্তি নাই। আছে কেবল কতকগুলি কুলাঙ্গারের উৎপত্তি। তাও একটি আধটী নয় গণ্ডায় গণ্ডায়—বার্ষিক বৃত্তির ন্যায় প্রতিবর্ষেই লাভ করা যায়। আমরা যেমন কুল-

ধিক। কাচের আকরে কথন হীরক রত্ন জন্মে না, বিষবৃক্ষে কভু সুরসাল অমৃতফল ফলে না। এমন ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গলময় স্ত্রীধন এখন কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য প্রয়োজন। সে প্রয়োজন যে ইহাতে সিদ্ধ হইবার নয়, ভ্রান্ত তাহা বুঝিয়াও বোঝে না। বালক ভাবে এই বাগানটী অতিক্রম করিলেই আকাশ ধরিব। তিন বাগান অতিক্রান্ত হইল, সাধের আকাশ কিন্তু ধরা দিল না। বালক আবার আশা-মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভাবিল—এইবার ধরিব, ময়দানটুকু পার হইলে হয়। ময়দানও পার হইল, বালকের অচরিতার্থ ইচ্ছার সহিত আকাশ পিছাইয়া পড়িল। "লাভঃ পরং গোবধঃ" অবশেষে বালক সুদূর কান্তারে তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল বা জন্মের মত সংসার হইতে বিদায় লইল। ভোগীরও ঐ দশা,—ভোগী যত সুখের তরে অগ্রসর হয়, সুখ ততই পিছাইয়া পড়ে। বিষয়-সুখ আদর্শগত প্রতিবিম্বের ন্যায় ধরিবার বা উপভোগ করিবার জিনিষ নয়। প্রতিবিম্ব যেমন কোন ব্যবহারে আসে না। বিষয় সুখও তদ্রূপ। কেবল তফাৎ হইতে দেখিতে ভাল। ইন্দ্রিয়-সংযম-শিক্ষা পরিণয়ের অবান্তর প্রয়োজন। ফলে কিন্তু এখন বিপরীত—ইন্দ্রিয় সংযম শিখিতে গিয়া নিজে সংযত হইতে দেখা যায় না। যেন ডাক্তারি-শিক্ষা—ডাক্তারি শিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন সুপথ্যে স্বশরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করণ। কার্য্যতঃ প্রায়শঃ বিপরীত ফল ফলে। ডাক্তারেরা অধিকাংশত ঘোর মদ্যপায়ী এবং বিষম বেশ্যাশক্ত হইয়া অস্বাস্থ্যের পথ-পরিষ্কার করেন।

অধুনা ভাব-গ্রাহিতার, শাস্ত্রালোচনার এবং সাধু সঙ্গের অভাব বশতঃ পরিণয় ঘটিত প্রশ্নের উত্তর বলিলেও সহসা কেহ বিশ্বাস করে না। পরন্তু মনোমুগ্ধ কর বাক্য বলিয়া উপহাস করে। তাঁহাদের বিশ্বাসস্থাপনের কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নোত্তরের গ্রন্থ হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

পুরাকালে যযাতি নামক জনৈক রাজা ছিলেন। দেবযানী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, শর্ম্মিষ্ঠাও ভার্য্যারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা রাজার বেশী প্রিয়পাত্র ছিলেন। দেবযানীর দুটি পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র। সপত্নীর পুত্রাধিক্য দর্শনে দেবযানীর সন্ধুক্ষিত সাপত্ন্যদ্বেষ দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট স্বামীর পক্ষপাতিতার অভিযোগ করিলেন। কন্যাগত-প্রাণ পিতা 'জরাগ্রস্তোভব" বলিয়া জামাতাকে অভিসম্পাত করিলেন। দেবযানী কিন্তু আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিলেন।

জরাগ্রস্ত যযাতি অনন্যোপায় হইয়া শ্বশুরের শরণ লইলেন। শ্বশুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "অন্যের যৌবনের সহিত তোমার জরার বিনিময় করিতে পার" এই প্রতিপ্রসব দিলেন। তখন তিনি পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট জরার পরিবর্ত্তে যৌবন ভিক্ষা চাহিলেন। পুত্রের যৌবন লইয়া স্বস্ত্রীতে উপগত হওয়া অনুচিত বলিয়া সকলেই ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। বিষয় ভোগের তৃষ্ণায় মত্ত যযাতি পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর নিকট প্রস্তাব করিলেন। হৃদয়বলে বলীয়ান্ পুরু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। [illegible] পিতার জরা গ্রহণ করিয়া বয়োচিত পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। বয়োবৃদ্ধ পিতা যুবক সাজিয়া যুবোচিত বিষয়-সুখলিপ্সায় কাচমূল্যে জীবন বিক্রয় করিলেন। ধন্য পুরু! তুমি অপরিণত মতি যুবক হইয়া যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তোমার পিতা অধ্যাপককল্প হইয়াও তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

মনুষ্যের স্বভাব, বেশীদিন কিছু ভাল লাগে না। পাঁচ দিন একই তরকারি ব্যবহারে অরুচি ঘটে। সেইরূপ যযাতিরও বিষয়ভোগ আর ভাল লাগিল না। প্রাক্তন জন্মে সুকৃত বাতাসে বাসনাভস্ম উড়িয়া গেল, তখন ভস্ম বিরহিত বহ্নির ন্যায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কিরণ বিস্তার হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে। মহাভারত।

অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর উপভোগে ভোগ স্পৃহা কমে না, বরং বাড়ে। ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিলে অগ্নির তেজ বাড়ে বই কমে না।

এত দিন পরে যযাতির চৈতন্যের উদয় হইল। সময় থাকিতেও পুরুর যৌবন পুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নিজের জরা পরিগ্রহ করিলেন। কামস্পৃহা ভোগে ক্ষীণ হয় না, ইহার মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত যযাতি। ইহার দ্বারা দেখান হইল, স্ত্রী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পর্য্যাপ্ত উপায় নয়।

সন্তুষ্যধর্ম্মাচরণের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন। স্ত্রী, পুরুষ—উভয়ে সমবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা পতিপত্নীভাব-সূত্রে বদ্ধ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। নতুবা বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিয়া পশুবৎ পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিলে চলিতে পারিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" পুত্রোৎপত্তিও পরিণয়ের অবান্তর প্রয়োজন। সন্দেশ সুস্বাদু বলিয়া কি আকণ্ঠপূর্ণ ভোজন করা উচিত? কখনই নয়। যে পরিমাণ ভোজনে তোমার স্বাস্থ্যসুখের ব্যাঘাত না জন্মে, সেই পরিমাণ ভোজন কর,—সন্দেশ-ভোজন-জনিত সুখ পাইবে, অথচ স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত দুঃখভোগ করিতে হইবে না। পরন্তু তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষেও উন্নতি হইবে। স্ত্রী সহবাসের পক্ষেও এই যুক্তি। কেবল ঋতুকালে পুত্রলাভ বাসনায় স্ত্রীসহবাস কর, পুত্রলাভও হইবে, উপভোগজনিত সুখও পাইবে, অথচ তোমার সন্তুষ্যধর্ম্মাচরণের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

পত্নী ব্যতীত পণ্যস্ত্রীতেও ইন্দ্রিয় সুখ অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু এমন আত্মনীন ধর্ম্মাচরণ ও পুন্নামক নরক ত্রাতা পুত্রলাভ অন্যত্র সুলভ নহে। তাই বলি—এমন মঙ্গলময় বস্তু কেবল ইন্দ্রিয়ের কুহকে পড়িয়া অপব্যবহার করা, নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য।

অভিনয় কালে দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্য সঙ্ প্রদর্শিত হয়। অভিনেতা মাতালের সঙ্ সাজিয়া মাতালের ভান করিয়া থাকে,—করস্থ মদের বোতলে, ঢুলু ঢুলু নয়নে, গদ্গদবচনে ও স্খলিতচরণে দর্শকের প্রীতির উৎপাদন করিয়া থাকে, অথচ সাধু অভিনেতার মনে কোনরূপ অপবিত্র ভাবের ছায়া মাত্র পড়ে না। ব্যবসায়ের খাতিরে অপবিত্রভাব প্রদর্শন করার

মাত্র। অভিনয় সম্বন্ধ চ্যুত হইলে যে সাধু, সেই সাধু। সেইরূপ পুত্র কলত্র পরিবৃত সংসার-রঙ্গভূমিতে সংসারীরূপ সঙ্ সাজিয়া তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দতার চেষ্টা করা উচিত। অথচ মনে যেন অসংসারিভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। সথ করিয়া মাতাল সাজিয়া মাতাল হওয়া যেমন অধঃপাতের কারণ, সেইরূপ সংসারী হইয়া সংসারিভাবে মগ্ন হওয়া অধঃপাতের সোপান। যদিচ পুত্র কলত্রের সুখের সহিত সংসার-সুলভ সুখ নিত্যসম্বন্ধ; তথাপি যদি তাহাদের জন্য মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, চৌর্য্যাদি প্রভৃতি অপকর্ম্ম না কর, যদি তাহাদের সুখে একেবারে আত্মহারা না হও, তাহাদের দুঃখে অতলজলধি-তলে ডুব না দেও, অর্থাৎ যদি অনাসক্তভাবে তাহাদের সুখে সহানুভূতি দেখাইতে পার,—অনাসক্তভাবে তাহাদের দুঃখে করুণাপ্রকাশ করিতে পার, তবেই তুমি ধর্ম্মবীর,—তাহা হইলেই তোমাকে বিবাহবিষয়ক চিত্তপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলা যাইতে পারে। কালিদাস বলিয়াছেন ;—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥

বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহারাই বীর। যে ব্যক্তি অঋতুস্নাতা সপ্তদশবর্ষা ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া যোগে যুক্ত হইতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় বলা উচিত। যিনি গ্রাম্যভাব বিবর্জ্জিত, সংসার-চিন্তার অগম্য নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে বসিয়া বিষয় হইতে চিত্ত নিবৃত্ত করেন, তাঁহার চিত্ত অতি দুর্ব্বল। সে দুর্ব্বল চিত্ত প্রবল ইন্দ্রিয়ের আসঙ্গলিপ্সার বলে হটাৎ পরাস্ত হইতে পারে। অনাতপের ঘাস অনাতপেই সরস এবং সবল থাকে। অল্পমাত্র আতপস্পর্শেই মলিন হইয়া পড়ে। সেইরূপ অসংসারী যোগীর চিত্ত সামান্য কারণে বিকৃত হইতে পারে। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া লোভ সম্বরণ চিত্তশুদ্ধিসাপেক্ষ। কখন যুদ্ধ করিলাম না, অন্তঃপুর হইতে সেনাকটকে পদক্ষেপ মাত্র করিলাম না। অথচ আমি একজন মহাবীর। কুম্ভকর্ণের ন্যায় আহার এবং বিলক্ষণ লম্বা চৌড় শরীরখানি হইলে বীর হয় না। বীর হইতে হইলে সাহস চাই যুদ্ধে গমন করিয়া প্রতিপক্ষের অস্ত্রজ্বালা সহ্য করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করা চাই, নতুবা বীর বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

মহর্ষিই বল, আর রাজর্ষিই বল, অপরিণীত ব্যক্তি কখন নিঃসংশয়িতরূপে জিতেন্দ্রিয় বা সংযমী পদবাচ্য হইতে পারে না। যে কোন কারণে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য না হইলে যদি জিতেন্দ্রিয় বলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ক্লীবকেও জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। পরিণয়ই চিত্তের সংযম শিক্ষার প্রশস্ত উপায়। এই শিক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, ভগবানের নিকট তাঁহার চাকরির আবেদন সমধিক আদরণীয় হয়। এই মঙ্গলময় শিক্ষাসম্পাদন হয় বলিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রমান্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণ সাধারণের প্রতিপালনীয়।

এখন একটী আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। বিবাহ না করায় শুকদেব নারদ প্রভৃতি মনীষিগণ কি শাস্ত্রের নিকট দোষী? অথবা তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়া কি উচিত?

শাস্ত্র যুক্তিময়,—সে যুক্তি আবার শাস্ত্রজ্ঞান সাপেক্ষ। অতএব শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে ইহার উত্তর করিতেছি। জীব দুষ্কৃতি মলিন চিত্ত লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইল কিনা পরীক্ষার প্রয়োজন। যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ মলিন নয়, যাহাদের চিত্তে তির্য্যগ্‌ভাবেও পাপের ছায়া পতিত হয় নাই, সেই আজন্মসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের নিঃসংশয়িতরূপে পবিত্র চিত্তের অপর পরীক্ষা কি? সম্যগ্ ধর্ম্মাচরণ এবং পুন্নামনরক ত্রাতা পুত্রের প্রয়োজন কি? কর্ম্ম জন্য স্বর্গনরক ফল আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়। জ্ঞানাগ্নি কর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সোণার বাসনে যদি ময়লা পড়ে, লোকে ছাই দিয়া সেই বাসন পরিষ্কার করে। সেইরূপ চিত্তস্বর্ণ মলিন হইলে সংসাররূপ ভস্ম দ্বারা সেই মলিনতা দূর করিতে হয়। স্বর্ণের দ্বারা আর কেহ কখন স্বর্ণের মলিনতা দূর করে না। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তোলার ন্যায় মলিন বস্তুর দ্বারায় মলিনতা দূর করিতে পারে। যে শুকদেব নারদ প্রভৃতি মনীষিগণের মনে ময়লা মাত্র নাই, তাঁহাদের ভস্ম-সংসারের দরকার কি? দরকার নাই বলিয়াই তাঁহারা লৌকিক শাস্ত্রের বহির্ভূত।

অনেকে বলিতে পারেন, সংসার চিত্তশুদ্ধির কারণ হওয়া দূরে থাক, প্রত্যুত চিত্তের অশুদ্ধিজনক, সুতরাং সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত। এই হেতু অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবত্তাজ।" হে বৎস! যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে বিষবৎ বিষয় পরিহার কর। বাহ্যিক, ইহার তাৎপর্য্য—মুমুক্ষু ব্যক্তির সংসার অবস্থিতিকালীন বিষয়সংসর্গ অনিবার্য্য হইলেও আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে,—অনাসক্তভাবে পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতে হইবে। আসক্তিত্যাগের নামই বিষয়ত্যাগ। পুত্র, কলত্র, নৃত্য, গীত, গাড়ী ঘোড়া, প্রভৃতির অভাব হইলেই বিষয় পরিহার হয় না। উহার মূল শিকড় টুকু উৎপাটন করা চাই, নতুবা আবার জাগিয়া উঠিবে। বিষয়বাসনাই বিষয়বৃক্ষের মূল। আমরা ঘোর বিষয়ী, বিষয় পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও বিষয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। বানরগণ যখন ঋষিগণের আশ্রমে উৎপাত করিত, তখন তাহাদিগকে ডাকিয়া রামচন্দ্র বলিতেন, "ছিঃ! এত করে বারণ করি, তথাপি তোমরা স্বভাব ছাড়বে না।" তখন দলপতি গোদা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিত, "প্রভো! আমাদের কোন অপরাধ নাই—আমরা ছাড়তে চাই, কিন্তু বান্দরে স্বভাব যে ছাড়ে না।"

নীতিশতককার বলিয়াছেন,—

"ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিবারো নিজদেহমাত্রং।
বস্ত্রঞ্চ শতখণ্ড মলীমসং তৎ
হা! হা! তথাপি বিষয়ান্ন পরিত্যজন্তি।"

সুখের কথা শুনুন—প্রত্যহ লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র ভোজন। তাহাও কেবল নীরস। তা'ও দুবেলা দুমুঠো সংগ্রহ দুষ্কর। সুখশয্যার কথা আর কি বলিব—ভূমিমাত্র। পরিবারের খুব সচ্ছলতা—নিজ দেহ খানি। বাহবা পরিচ্ছদ—শতগ্রন্থি বস্ত্র,—তা'ও মলিন। হায় হায়! তথাপি লোকে বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়তো আপনা আপনি পরিহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাসনা পরিত্যাগ করিবার পাত্র নয়। মনে মনে সব আছে,—অট্টালিকায় শয়ন, পুত্রের বি, এ, পাশ, ইত্যাদি মনে মনে সর্ব্বদা তোলাপাড়া হইতেছে। প্রলয় বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্রের তরঙ্গ যেন স্তরে স্তরে উঠিতেছে, আর বিলীন হইতেছে। ধন্য মন! ধন্য তোমার কল্পনা! এই কল্পনা বলেই আকল্পকাল সংসারে যাতায়াত করিতেছ।

এক ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া বিজন বনে কোন সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে। অনন্তর উপদেশানুরূপ কুটীরের বহির্ভাগে মুদিত নয়নে যোগাভ্যাস করিতে লাগিল। একদা গুরু ফলমূল আহার্য্যবস্তু কুটিরের অভ্যন্তরে রক্ষা করিয়া শিষ্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শত আহ্বানেও শিষ্যের যোগভঙ্গ হইল না। অল্পদিনে শিষ্যের একপ একাগ্রতা দেখিয়া গুরুর হৃদয় আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে গুরু দুর্নিবার ক্ষুধার জ্বালায় বহির্ভাগে আসিয়া শিষ্যের কর্ণাকর্ষণপূর্ব্বক যোগভঙ্গ করিলেন। শিষ্যও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চকিতভাবে "অ্যাঁ" করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অনন্তর কুটীরের দ্বারের নিকট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন। গুরু বলিলেন "কুটীরের ভিতরে এস।" শিষ্য বলিলেন "কেমন ক'রে যা'ব, আমার শৃঙ্গ যে দ্বারে বাধিবে"। পাঠক! বুঝিতে পারিলেন কি? শিষ্য ব্রহ্মচিন্তা করিতেছিলেন না। তাঁহার গৃহ পালিত মহিষটীই তাঁহার কোমল হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। অন্য বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিনিবেশ ছিল না। একাগ্র চিত্তে মহিষচিন্তা করিতে করিতে নিজেই মহিষ হইয়াছিলেন। তা'ই তিনি গুরুর নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন যে কুটীরের দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ—আমার বৃহৎ মহিষশৃঙ্গ,—কিরূপে যাইব?

ইহার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইল—আসক্তিই চিত্ত অশুদ্ধির কারণ। সংসারের দোষ দেওয়া বৃথা। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সংসার-সুলভ আসক্তি মন হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। নতুবা জন্ম জন্মান্তরে বিবাহ না করিলেও "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

এবিষয়ে রাজর্ষিজনক প্রধান আদর্শ পুরুষ। তিনি সংসারী হইয়াও অসংসারী রাজকার্য্যে নিরত ব্যাপৃত থাকিয়াও ঈশ্বর প্রেমে বিভোর। কোন আসক্তিই তাঁহার চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পারিত না। প্রতিবেশী বা পরিজনের সুখে সুখানুভব করায়, তাহাদের দুঃখে করুণাপ্রকাশ করায়, তাহাদের পুণ্য কার্য্যে হর্ষপ্রদর্শন করায় এবং তাহাদের পাপকার্য্যে উপেক্ষা করায় তাঁহার (জনকের) চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইত *। সুতরাং ভগবানও তাঁহার প্রতি নিরন্তর প্রসন্ন ছিলেন। অনাত্মরূপ দেহে আত্মভ্রমরূপ অবিদ্যা, সমস্ত বিষয়ে অহঙ্কার, অভিমত বিষয়াভিলাষরূপ রাগ, অনভিমত বিষয়ে দ্বেষ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ক আগ্রহরূপ অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশে কখনও জনকের হৃদয় কলুষিত হইত না। অতএব তিনি পুত্র কলত্রবান্ হইয়াও পুত্রকলত্র শূন্য, রাজা হইয়াও পথের ভিখারি। এক কথায় তিনি সংসারী হইয়াও মুক্তিমার্গে বিচরণ করতঃ পরিশেষে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ধন্য শিক্ষা! ধন্য পরীক্ষা!

এক দিন বশিষ্ঠ জনকের চিত্তপরীক্ষা করিতে আসিয়া বলিলেন, "বৎস! জনক! তুমি সংসারে থাকিয়া কিরূপে নিয়ত সেই পরমব্রহ্ম চিন্তা কর?" তচ্ছ্রবণে জনক বলিলেন, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর পরে করিব। সম্প্রতি আমি একটী নূতন বৈঠকখানা সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই তৈলপূর্ণ বাটী লইয়া সেই গৃহসজ্জা দর্শন করিয়া আসুন। সাবধান, একবিন্দু তৈলও যেন মৃত্তিকায় পতিত না হয়।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব তৈলপূর্ণ বাটিটি লইয়া গৃহসজ্জা দর্শনে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কহিলেন 'হে রাজর্ষে! এরূপ দেবদুর্লভ মনোমুগ্ধকর গৃহসজ্জা দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছি। জনক ব্যস্তভাবে বলিলেন, "বিন্দুমাত্র তৈলও তো বাটি হইতে ভূতলে পতিত হয় নাই?"

বশিষ্ঠ বলিলেন, তৈলের প্রতি আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, অথচ তন্ন তন্ন করিয়া দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়াছি। তখন জনক সহাস্য বদনে বলিলেন, প্রভো! ঐরূপ আমারও দৃষ্টি অবিচলিতভাবে সর্ব্বদা ব্রহ্মে লগ্ন থাকে; অথচ সংসারের সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া আরণ্যক ঋষি প্রমুদিতহৃদয়ে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। অতএব সকলেরই সংসারে থাকিয়াও আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করা উচিত, তবেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর শাখা সভাসমূহের প্রতি কয়েকটি পরামর্শ।

গত দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের সংস্রবে বহুতর সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকালও হইতেছে; বোধ হয় ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু ঐ সকল সভার প্রতিষ্ঠাতাগণের কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে কি না, এবং যদি থাকে তবে তাহা কি, আর তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে কি না, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে সাহস করি না, তবে আমি যেসকল সভাসমূহের বিবরণ অবগত আছি, তাহার পূর্ব্বাপর অবস্থাদির পর্য্যালোচনার দ্বারা যেরূপ অনুমান হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি।

আমি এপর্য্যন্ত যতগুলি সভা সমিতির পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি সভাকে ও অক্ষত অবস্থায় দেখিতে পাই

* মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং

নিশ্চিহ্ন হইতে দেখা গিয়াছে। যে সকল সভার একবারে মৃত্যু হয় নাই, তাহাও দুই এক বৎসরের মধ্যেই দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে। তদ্ব্যতীত, দুই একটি সভা না হয় বিশেষ পীড়িত না হইতেও পারে, কিন্তু মানবাদির দেহ যেমন শৈশবাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা কদাচই হয় নাই। উহা সেই উৎপত্তির সময়েও যতটুকু ছিল, এখনও ততটুকুই আছে। বৃদ্ধির পদবী একবারেই সংস্পর্শ করে নাই। এইরূপ সভা যদি দুই একটি থাকে তাহা নিশ্চয়ই উন্নতিশালিনী সভা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু শৈশবাদির পর প্রৌঢ়াবস্থার ন্যায় জন্মাপেক্ষায় পঞ্চাশৎ গুণে স্থূলকায়-উপনীত একটি সভাও দেখিতে পাই নাই। তাহা যে আছে এমতও মনে হয় না।

এইত হইল সভাসমূহের অবস্থা, এখন ইহা হইতে কিরূপ অনুমান হইতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

আমার বিবেচনায়, এই সকল সভা সমিতি যে ধান্যাদি ব্রীহির ন্যায় ফলোৎপাদন করিয়া মৃত হইয়াছে, কিম্বা মরিতে বসিয়াছে তাহা অনুমিত হয় না। তাহা হইলে উহাদের অকাল মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সম্পাদকগণের কোনরূপ শোক তাপ হইত না। তাহা কিন্তু বিলক্ষণই আছে। যেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে সেইখানেই সেই মৃত বা মুমূর্ষু সভা সমূহের সম্পাদকদিগের ঐরূপ দুঃখ কষ্টের কথা শুনিতে পাইবে। অতএব কোন সভাই প্রকৃত ফল প্রসব করে নাই, ইহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ, শৈশব হইতে প্রৌঢ়তা পর্য্যন্ত যখন কোন সভাই অক্ষত শরীরে বাঁচিতেছে না, তখন ফল প্রসব করিবে কিরূপে? যথা সময় ব্যতীত তো কখনই কাহারো ফল হইতে দৃষ্ট হয় না। তবে কোন কোন স্থানে এমত ঘটনা দেখা যায় যে, যে সকল নবকল্পিত ধর্ম্ম গিয়া সমাজের মধ্যে কিছু কিছু আস্পদ করিতেছিল, সনাতন ধর্ম্ম সভার উৎপত্তি হইলে, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। যেখানে একবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেখানেও বিনষ্টপ্রায় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি কেহ ইহাকেই উদ্দেশ্যরূপে স্থির করিয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের মতে সভার ফল হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু আমরা বলি, সে উদ্দেশ্য অতি জঘন্য। যে উদ্দেশ্যে নিজের কোনরূপ হিতসাধন নাই, কিন্তু পরের অনিষ্ট সিদ্ধি আছে তাহা সদুদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। যদিও তাহাই হয়, তথাপি, সেইটি আমাদের ধর্ম্ম সভার ফল নহে। উহা তাহার সংশ্লিষ্ট বায়ুর ফল। পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গসংশ্লিষ্ট সমীরণ প্রবহমান হইলেই কল্পিত ধর্ম্মনামক অপবিত্র স্বেচ্ছাচার সমূহ অদৃশ্য হইতে পারে, হইয়াও থাকে।

এতদ্ব্যতীত যেখানে কোন কল্পিত ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই, অথচ ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্জীবনা হইয়া আমাদের একএকটি ধর্ম্মসভা যেন নিয়তকালের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেখানেতো কোন ফলের কথাই বলিবার নাই, সুতরাং আমাদের কোন সভাই কোনরূপ ফল প্রসব করিতেছেন ইহা বলিতে পারি না।

অতঃপর, যে সকল সভাসমূহ জন্মমাত্রেই অলক্ষিত হইয়া না। উহা বোধ হয় উন্মত্তের ক্রিয়া বা বালকের লীলার ন্যায় একটা খেলা করা মাত্র হইয়াছিল। সদ্বিষয় লইয়া এইরূপ বিড়ম্বনা দেখিলে মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কি কারণে আমাদের ধর্ম্ম সভা সমিতিগুলির এইরূপ অবস্থা হইল আর কিরূপেই বা ইহার সংস্কার হইতে পারে। এবিষয়ে আমাদের যাহা মনে হয় তাহা প্রকাশ করিতেছি।

যে সকল সভা জন্মমাত্রেই অদৃশ্য হইয়া যায়, উৎপত্তিকালে কোন রূপ সুদৃঢ় সংকল্পিত উদ্দেশ্য না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। দৃঢ় সংকল্পিত উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া তৎসাধনের নিমিত্ত একান্তমনে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কখনও সমূলে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে না, পরিত্যক্তও হয় না, তাহার অবনতিও হয় না। তবে প্রকৃত উপায় জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে ফল সাধনের বাধা হইতে পারে। কিন্তু সেই বাধা দেখিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যযুক্ত কার্য্যে কেহ কখনো পরাঙ্মুখ হয়েন না। তখন সকলেই পূর্ব্ব কল্পিত উপায়ের অযোগ্যতা বুঝিতে পারিলে উপায়ান্তরের অন্বেষণ করেন। পরে সেই উপায়ের দ্বারাও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে যত দিন কার্য্যসিদ্ধি না হয়, ততদিনই উপায় হইতে উপায়ান্তরের অনুসরণ করিতে থাকেন, পরে প্রকৃত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। যেমন আমাদের জীবিকার চেষ্টা। আমাদের সকলেরই জীবন ধারণ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য আছে। বাঁচিয়া থাকা সকলেরই সুদৃঢ়ীকৃত উদ্দেশ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, ব্যবসায়, শিল্প, লেখ্য ক্রিয়া, এবং সেবাবৃত্তি প্রভৃতি, নানাজনে, নানা উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু তখন পূর্ব্বাবলম্বিত উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা কিম্বা অসাধ্যতা হইলে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্ত কেহই প্রায়োপবেশন করিয়া থাকে না। কিন্তু সে উপায়টি পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তরের আশ্রয় করিয়া থাকি। আবার তাহার দ্বারা কৃতকার্য্য না হইলে অপর উপায় অন্বেষণ করি। এইরূপে যাবজ্জীবনও অনেকে কেবল উপায় পরম্পরা সংযোগ বিয়োগের দ্বারা কালাতিপাত করে। প্রকৃত কোন উদ্দেশ্য দৃঢ়রূপে সংকল্পিত থাকিলে সভাসমিতিরও এইরূপ ঘটনা হইত। উহা যে উপায়ে যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অভীষ্ট সিদ্ধি না হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অন্বিষ্ট হইত। পরে তাহাও ব্যর্থ হইলে অন্য উপায় অবলম্বিত হইত। যতক্ষণ কার্য্য সিদ্ধি ততক্ষণই এইরূপ চলিত, কিন্তু কোন সভাই নিশ্চিহ্ন হইতে পারিত না, ইহা নিশ্চিত কথা! অতএব যে সকল সভা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার মূলে স্থিরীকৃত কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহ বিষয়।

কেবল ধর্ম্ম সভা সমিতি নহে, আজ কাল আমাদের কোন কার্য্যেরই প্রায়, কোনরূপ উদ্দেশ্য থাকে না। অনুষ্ঠানারম্ভের পূর্ব্বে কোন একটি উদ্দেশ্যকে সুদৃঢ়রূপে হৃদয় বদ্ধ করিয়া বোধ হয় কোন কার্য্যই আমাদের অনুষ্ঠিত হয় না। আমাদের

বোধ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। আমি সে গুলির নাম লইয়া নিরর্থক তাহার অনুষ্ঠাতাদিগকে দুঃখিত বা কুপ্রবৃত্তি-পরিদূষিত করিতে চাই না। তৎপর, কি আহার, কি ব্যবহার, কি আচার, কি লেখা পড়া প্রভৃতি কার্য্য, ইহার কোন কিছুতেই আমাদের কোন রূপ সুদৃঢ় উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সমস্ত কার্য্যই প্রায় আমাদের উপস্থিত মতে ঘটিয়া গিয়া থাকে। আমরা, না চেতন, না অচেতন ভাবে বসিয়া থাকি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, এবং কর পদাদি ইন্দ্রিয়গুলি আর মন, ইহারা উদ্দাম মাঠ-বিহারী রক্ষক শূন্য গোপালের মত নিরঙ্কুশ এবং উদ্দামরূপে বিচরণ করিতে থাকে, সেইরূপেই নানামত কার্য্য করিতে থাকে। পরে যদৃচ্ছাক্রমে হইতে হইতে তাহার যে ফল হইবার তাহাই হয়। আমাদের সমস্ত কার্য্যই প্রায় আজকাল এইরূপেই চলিতেছে। জাত মাত্রে মৃত সভা সমিতিগুলিও সন্ততঃ এইরূপেই অনুষ্ঠিত হয়।

চারিদিকে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, কালীসভা এইরূপ নাম শুনা যায়, কাগজ পত্রেও ধূম ধামের কথা দেখি, অমনি তখনি মনে হয় "তবে আমরাও একটা ধর্ম্ম সভা করিব" অমনি আর একজনের নিকট দ্রুতবেগে গিয়া বলি "হাঁ—গা! একটা হরিসভা করিলে হয় না? আজকাল ধর্ম্মসভা নাই এমত স্থানইত নাই। ভারতের দশদিক ধর্ম্মসভা, হরিসভায় পূর্ণ হইয়াছে। লোকের মুখে, কাগজপত্রে সর্ব্বদাই ইহার সংবাদ বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, এস আমরাও একটা হরিসভা করি। আমাদের কিছুরই অভাব হইবে না। খোল করতাল আমার বাড়ীতেই আছে, দেবদারুর গাছও আছে, বাঁশও আছে। তোমাকে কএকটি ফুলের যোগাড় করিতে হইবে। গেটটি ভাল করিয়া সাজান চাই। ইহার পর আর একটী কার্য্য করিতে পারিলে একবারে চূড়ান্ত হইয়া যায়। তা, বড় বেশী নয়, গোটাদশেক টাকার প্রয়োজন। ইহা হইলে একবারে টেকা দেওয়া যায়। অনেক প্রচারকের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ সালাপ আছে, গোটা পাঁচেক টাকা হইলেই একজনকে আনা যাইতে পারে। আর গোটা পাচেক টাকা কাঙ্গালীদের জন্য।" এই শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিও অমনি "লাগে" বলিয়া লাগিয়া গেলেন। অমনি প্রস্তাব মতে সভার উদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল, চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। ধূমধামের সহিত সভার অনুষ্ঠান হইল। সভ্য, সভাপতি, সম্পাদক, এবং সহযোগী সম্পাদক প্রভৃতি সমস্তের নির্ব্বাচন হইল। ভাগবত পাঠের আচার্য্য ও একজন নিযুক্ত হইলেন। নিয়মাবলী একখানা নির্ম্মিত হইল, প্রতি রবিবারে সভার অধিবেশন স্থিরীকৃত হইল। এইরূপ নিয়মে প্রথম সভার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। পরে দ্বিতীয় অধিবেশনের দিন সভাপতি, সম্পাদক, সহযোগীসম্পাদক আর আচার্য্য মহাশয় এই চারিজন মাত্রই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং ইহাঁরাই সেদিনের সভার কার্য্য শেষ করিলেন। তৃতীয় রবিবারে কেবল সম্পাদক মহাশয় আর আচার্য্য এই দুইজন বাধ্যতা মতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চতুর্থ রবিবারে কেবল মাত্র আচার্য্য মহাশয়ই উপস্থিতির বাধ্য থাকিলেন, সুতরাং তিনিও বাধ্য হইতে পারিলেন না। সুতরাং এই খানেই সভার শেষ। এইরূপে সভার উৎপত্তি হইল, এবং এইরূপে প্রলয় প্রাপ্তি হইল।

এইরূপ ঘটনা বোধ হয়, অনেক সভার ভাগ্যেই ঘটে। কিন্তু তথাপি ইহা কিছুই বিস্ময়াবহ নহে। এইরূপ নিয়মে এই ভাবে যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার বিলয়প্রাপ্তিও এইরূপেই হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ চিরপ্রচলিত নিয়ম। এ নিয়ম কোন দিনই বোধ হয়, উল্লঙ্ঘিত হইবে না। এইরূপ উদ্দেশ্য শূন্য, সঙ্কল্প শূন্য, অধ্যবসায় শূন্য এবং ভাবনা চিন্তা শূন্য কোন অনুষ্ঠান যদি চিরস্থায়ী হয়, কিম্বা কোনরূপ ফলপ্রদান করে, তাহা হইলে জগতের প্রকৃত নিয়ম বিপরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং জগৎও ব্যুৎক্রান্ত হয়। কিন্তু তাহা কদাপি হইবার নহে।

জগতের যথার্থ অনুষ্ঠান সমূহের এইরূপ নিয়ম প্রণালী অবধৃত আছে।—

সর্ব্বাগ্রে, অবশ্য আলম্বনীয় বা অবশ্য করণীয় কোন একটী বিষয়ে একটা উৎকট অপ্রতুলের প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। তৎপর, সেই আলম্বনীয় বা করণীয় বিষয়টি প্রাপ্ত হইল না বলিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবলতর অভাব বোধ হওয়া আবশ্যক। সেই অভাব বোধটি এত লক্ষাস্পদ হইবে যে, মনের অন্যান্য ভাবনা চিন্তা, অন্যান্য ক্রিয়া গুলি একবারেই অবকাশ পাইতেছে না, একবারেই ফুটিতে পারিতেছে না। সর্ব্বদাই কেবল সেই অভাবের চিন্তা, সেই অভাবের উপলব্ধি। পরে তন্নিমিত্ত বিশেষরূপ যাতনার অনুভব হওয়া আবশ্যক। এই সময়ে সেই যাতনার নিবৃত্তি আর সেই অভাবের পূরনের নিমিত্ত তীব্র ইচ্ছা হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ বিষয়। সেইরূপ ইচ্ছা হইলেই তাহার উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত চিন্তা আরম্ভ হয়, এবং তদ্বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসাদি হইতে থাকে। নানারূপ তর্ক বিতর্ক, খণ্ডন প্রতিখণ্ডনাদিরূপ বিবিধ প্রকার পর্য্যালোচনা হইতে থাকে। পরে একটা উপায় স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে অনুষ্ঠানারম্ভ হয়, এইরূপে স্থিরীকৃত উপায় প্রায়ই ব্যাহত হইতে পারে না। সুতরাং সেই আলম্বনীয় বা করণীয় কার্য্যটি সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। উহা পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বাপদ্ শূন্য না হইলেও কিছু পরিমাণে হইবেই হইবে। পরে সেই পূর্ব্বরূপ চিন্তা ও পর্য্যালোচনাদি করিতে করিতে নানাবিধ বিশদ, বিশদতর, এবং বিশদতম উপায় পরম্পরা উদ্ভাবিত ও আলম্বিত হইতে থাকে, ক্রমেই সুখ্যফলের শ্রীবৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া উদ্যোক্তাকে কৃতার্থ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত অনুষ্ঠান এবং কার্য্যসিদ্ধির প্রণালী। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই প্রকৃত অনুষ্ঠান। আর বিপরীত হইলে তাহা কেবল বাললীলা বা উন্মত্তক্রিয়ার অনুকরণ মাত্র। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত অনুষ্ঠান যতকার্য্য ফলপ্রদ হইয়াছে, সমস্তই বোধ হয়, এই প্রণালীর অনুগামী হইয়া, কিন্তু ইহার অন্যথা বা ব্যুৎক্রমে নহে।

মনে কর, যেমন নদীর পারাপার হওয়া। এখন আমরা নানা মতে নানা উপায়ে নদ নদীর পারাপার হই বটে, কেবল নদ নদী কেন সমুদ্র পর্য্যন্তও অতিক্রম করিয়া থাকি। কিন্তু

প্রথমে এই কার্য্যটি সিদ্ধি হইবার পূর্ব্বে, বোধ হয়, নিশ্চয়ই উল্লিখিত প্রণালীর আলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমে হয়ত একটা খাল হইতেই এই পারাপার ব্যাপারের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। হয়ত, তখন এইরূপ ঘটনা হইযাছিল।—গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম দ্বয়ের মধ্যে একটি বৃহৎ খাল আছে, তাহার একপার হইতে অপর পারের মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়, চিনিতে পাওয়া যায়, ডাকিলে সারাও পাওয়া যায়, সুতরাং স্বতঃ সিদ্ধ প্রবৃত্তি অনুসারেই আলাপ সম্পর্কাদির নিমিত্ত পরস্পরের ব্যগ্রতা হইতে লাগিল। কিন্তু কি করা যায়, অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় নাই। খালে গভীর জল, কণ্ঠমাত্রজল পর্য্যন্ত গিয়া আর যাওয়া যায় না, পদের দ্বারা মৃত্তিকা পাওয়া যায় না। পরস্পরের সম্প্রীতি, সম্বন্ধ, এবং ভাবাভাব পূরণাদি সাধনের পক্ষে জলই একমাত্র অন্তরায় হইল। অথচ অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত উভয় পক্ষেরই হৃদয়ের ব্যগ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমেই অধীরতাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের সম্পর্ক না করিয়া পরস্পরের ভাবাভাব পূরণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, এরূপ অবস্থা হইলে অভাব বোধ অতীব প্রবল হইয়া উঠিল। সেই চিন্তাই প্রবলরূপে লক্ষাস্পদ হইল। তখন কি উপায়ে পারাপার হওয়া যায় তাহার প্রকৃত চিন্তা হইল, এবং সমান অভাব বোধ সম্পন্ন দুই চারিজনে মীলিত হইয়া তর্ক বিতর্ক পরামর্শাদি হইতে আরম্ভ হইল, তখন মৎস্য কূর্ম্মাদির সন্তরণ ব্যাপার দেখিয়া সন্তরণই পারাপারের উপায় স্থির হইল। ক্রমে তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল এবং বারম্বার ডুবিয়া ডুবিয়া, কত জল খাইয়া অনেক কষ্টে সন্তরণ শিক্ষা হইল। তখন অনেক কষ্টশ্রেষ্ঠে কোন মতে অপর পারে গিয়া চিরসঞ্চিত অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল, জীবন চরিতার্থ হইল।

এইরূপে অভীষ্ট সাধন হইল বটে, কিন্তু উপায়টি নিতান্তই বিপদাবহ, প্রাণের আশঙ্কা জনক, সুতরাং অতি অপটুতর। এজন্য অন্য কোন সুষ্ঠুতর উপায়ের অন্বেষণ হইতে লাগিল। তখন হয় ত ভেলা কিম্বা বাঁশের সেতুর আবিষ্কার হইল। পরে তাহাতে ও আশঙ্কা, অসুবিধার শেষ না হওয়ায় আবার চিন্তা, আবার তর্ক বিতর্কাদি হইতে লাগিল, তৎপরে হযত গাছ খোদাই করিয়া নৌকা নির্ম্মিত হইল। এইরূপে ক্রমে ভাল নৌকা হইল, বড় নৌকা হইল, অবশেষে সমুদ্র পারাপারের নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ পোত পর্য্যন্ত হইয়া যখন সমস্ত অসুবিধা অনুপপত্তি একবারে তিরোহিত হইল, তখন সুস্থতা ও শান্তি লাভ করিয়া প্রকৃত নিদ্রানন্দের অনুভব করিতে পাইলেন। এইরূপে সেই এক অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সন্তরণ হইতে পোত পর্য্যন্ত উপায় পরম্পরা পরিকল্পিত হইয়া অদ্যাপি আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেছে।

এখন বলা বাহুল্য যে, এই [illegible] যদি সুদৃঢ়রূপে অভীষ্ট বিষয়টি পরিক[illegible] তৎপর বাধা দর্শন, অভাব বোধ, তীব্র য[illegible] না হইত, কিম্বা কেবল মুখে মুখে অভী[illegible] ভাববোধ, মুখে মুখে অভাব বোধ, এবং মুখে মু[illegible] তবে সমুদ্র পার ত দূরের কথা, সেই [illegible]

অদ্যাপি, আমরা একটা খাল পার হইতেও সমর্থ হইতাম না। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি কএকটি নির্দ্দিষ্ট অনুবন্ধ আশ্রয়ণীয় হয়। নতুবা সেই অনুষ্ঠান একটা অনুষ্ঠান বলিয়াই পরিগণিত নহে। তাহা বাল্যলীলার অনুকরণ মাত্র।

এতদ্ব্যতীত, ঐ নির্দ্দিষ্ট অনুবন্ধ সপ্তকের মধ্যে যদি একটিকে আর একটি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাতেও একরূপ ঘটনাই ঘটিবে। অর্থাৎ যদি উদ্দেশ্যকে উপায়, উপায়কে উদ্দেশ্য, অন্তরায়কে অনুকূল এবং অভাবকে ভাব বোধ ইত্যাদি ব্যুৎক্রমে বা অন্যথারূপে অনুবন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান ও সেই বালোন্মত্তের লীলা বিশেষই হইবে। তাহাও কোনই ফলসাধক হইবে না। ইহারো দৃষ্টান্ত, সেই উল্লিখিত পারাপার ব্যাপারেই যথাযোগ্য যোজনা করিয়া লইতে হইবে। অতএব উল্লিখিত দুইটি প্রসঙ্গই মানবের যাবৎ অনুষ্ঠান কলাপের একান্ত উপযোগী। ইহা না হইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া থাকে।

আমাদের ধর্ম্মসভাসমিতি ব্যাপারেও এই দুইটি বিষয় চাই। উক্ত সাতটি অনুবন্ধও চাই, এবং তাহাদের অব্যুৎক্রম, অনন্যথা ভাব হওয়াও চাই। তবেই উহা প্রকৃত অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং মনস্বি সমাজে উহা সমাদৃত হইবে। তাহা হইলে এইরূপে উহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।—প্রথমে ধর্ম্ম বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, যাহাতে ধর্ম্ম একটি অতি প্রয়োজনীয়, অতি গুরুতর বিষয় বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। এই বিশ্বাস হইলেই তাহা লাভ করার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষ হওয়া স্বতঃ সিদ্ধ ঘটনা। যাহাকে অতীব প্রয়োজনীয় অতীব গুরুতর বস্তু বলিয়া জানা যায়, তাহার প্রতি নিশ্চয় একান্ত অভিলাষ, এবং একান্ত সমাসক্তি হইবে। ঈদৃশ আসক্তি হইলেই ধর্ম্ম একটি অবশ্য প্রাপ্তব্য বস্তু বলিয়া সুদৃঢ় কল্পনা হইতে পারে। সেই কল্পনার নামই এখানে উদ্দেশ্য নির্ণয় করা, এবং ইহাই এই ক্ষেত্রের প্রথম অনুবন্ধ।

তৎপর তাহা প্রাপ্ত হইবার পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন দীপ্যমান রহিয়াছে, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত বুঝিতে পারিলে, ধরিতে পারিলে তাহাই অন্তরায় বোধ এবং এবিষয়ের দ্বিতীয় অনুবন্ধ।

ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বোধ আছে, তাহার প্রতি আসক্তি আছে, সুতরাং অবশ্য প্রাপ্তব্যতার নিশ্চয় আছে এবং তদনুসারে যত্ন হইতেছে, অথচ তাহার মধ্যে নানাবিধ অন্তরায় আসিয়া দাঁড়াইল, কোন মতেই আর সেই অভিলষিত বস্তু পাইতেছি না ইহা চিন্তা করিতে করিতে যখন হৃদয় প্রকৃত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহাই এস্থলের অভাব বোধ এবং তৃতীয় অনুবন্ধ।

এই অভাব বোধ হইলে যে মনে মনে কষ্টানুভব হয়, তাহাই এখানে চতুর্থ অনুবন্ধ। তৎপর উপায় চিন্তা এবং তাহা লইয়া তর্ক পরামর্শাদি করা পঞ্চম অনুবন্ধ। পরে উপায়ের অবধারণ এবং অনুষ্ঠান করা ষষ্ঠ অনুবন্ধ এবং ফল সিদ্ধি সপ্তম অনুবন্ধ।

এইত হইল সাতটি অনুবন্ধ। এখন যদি কোন সভাসমিতিই ইহার একতম উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, আর তাহার [illegible]

সেইরূপে সেই ভাবে উহা অনুষ্ঠিত হয়, তবে অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত যুগান্ত হইলেও তাহার অভাব কিম্বা অবনতি হইতে পারে না। উহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসব পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে এবং দিন দিন লব্ধাস্পদও পুষ্টিমতী হইয়া বাল্য কৈশরাদি অবস্থা অতিক্রম করিতে থাকিবে। আর যদি তাহা না হয়, তবে নিশ্চয়ই যেমন সচরাচর হইতেছে তেমনই হইবে। আর অনুবন্ধের ব্যুৎক্রমে কিম্বা অন্যথারূপে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিও এই দশাগ্রস্তই হইবে।

এখন তবে কি প্রকারে, কোন প্রণালীতে ধর্ম্ম সভাসমিতি করা উচিত, তদ্বিষয়ে আমার যেমন বিবেচনা হয় তদনুরূপ দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

কথা কটী বলিবার পূর্ব্বে, ভাব প্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত, আমাদের সভাকারকগণকে ভিন্ন ভিন্ন কএকটী শ্রেণী বদ্ধ করিব, এবং তদনুসারে একএক শ্রেণীকে একএকরূপ পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সভা-কারকগণ আমার মতে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন।

১ম। উদ্দেশ্য বিহীন, অন্ধভাবে অনুকরণকারী।

২য়। নাম, খ্যাতি, এবং সমান্দোলন (হুজুক্) প্রিয়।

৩য়। উদ্দেশ্য ভ্রান্ত।

৪র্থ। পরোপকারী।

৫ম। আত্মোপকারী।

যাঁহারা কোন উদ্দেশ্যাদি চিন্তা ও পরিকল্পনা না করিয়া অন্ধভাবে কেবল পরের দৃষ্টান্তে, "সকল স্থানে ধর্ম্মসভা হইতেছে, অতএব আমরাও করিব" এইরূপ ভাবে কোন ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর সভাকর।

খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্তি কামনায় এবং আন্দোলন প্রিয়তা নিবন্ধন যাহারা সভানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভাকর।

যাঁহারা সভাকেই সকল চেষ্টার মূল ফলরূপে বিশ্বাস করিয়া সভানুষ্ঠান করেন, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর সভাকর।

যাঁহারা নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল অন্য সকলকে ধার্ম্মিক করার নিমিত্ত ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশে সভানুষ্ঠান করেন, তাহারা চতুর্থশ্রেণীর সভাকর।

আর যাহারা নিজের অভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে প্রকৃতিস্থ করা কামনায় অন্যের সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত কোনরূপ ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর সভাকর।

এই পঞ্চ প্রকার সভানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ১ম শ্রেণীর মহাশয়দিগের নিকট আমাদের অনুরোধ পূর্ব্বক আবেদন এই যে, তাঁহারা এইরূপ উদ্দেশ্য বিরহিত বালক ক্রীড়ার মত সভাসমিতি আর কখনো না করেন। কারণ এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাদের অমানুষতা, নির্ব্বোধতা, অপরিণাম দর্শিতা, অর্ব্বাচীনতা এবং বালকত্বাদি দোষ প্রকাশিত হইবে। সমাজের নিকট তাঁহারা অতি তুচ্ছ, অকর্ম্মণ্য, অসার প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সমাজের ধর্ম্মের পক্ষেও কিঞ্চিৎ গ্লানি এবং অপমানাদি হইবে। অতএব ওরূপ ধর্ম্মসভা না করিলেই ভাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠাতৃগণকেও আমরা ইহাই বলি। বিশেষতঃ, অন্তঃসার শূন্য খ্যাতি প্রতিপত্তি, বা আন্দোলন কামনায় পাঁচ জন লইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কদাচ বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। অত্যল্পকাল পরেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। যে কার্য্যের অধ্যবসায় হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ফুটিয়া না উঠে, তাহার ক্ষণভঙ্গুরতায় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে অবোধ লোকের নিকট কিছু কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি হইলেও কার্য্য বিনাশের পরে তাহা স্থায়ী হয় না। তখন দুঃসহ নিন্দাপমানাদি আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে, অতএব একরূপ কার্য্য সুমানুষের কর্ত্তব্য নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠাতৃগণের সভাসমিতিও থাকিবার নহে। ফল, ছায়া, মূল, বল্কল ও পত্রাদির গুণ এবং দারু ক্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাহার কোন কিছু উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল বৃক্ষ রোপণকেই উদ্দেশ্য করিলে তাহা রোপণ করা যায় বটে, কিন্তু ঐ রোপণ পর্য্যন্তই শেষ। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষাদির প্রতি কাহারো যত্ন হওয়া স্বভাবের বিরুদ্ধ বিষয়। কোন পরিণাম ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল সভাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সভাস্থাপন করিলেও ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইবে। তাহাও স্থাপন মাত্রেই পৃথিবীতে মিশিয়া যাইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠাতৃগণের মত ফললাভও হইবে। অতএব এরূপ ধর্ম্ম সভা কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্থ শ্রেণীর মহাশয়গণের নিকট বিশেষ কিছু বক্তব্য আছে।

এ সংসারে পরোপকার করার তুল্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, তাহা সত্য, কিন্তু সেই কার্য্যটী শক্তি সামর্থ্যাদি সাপেক্ষ। উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য থাকিলেই অন্যের উপকার করা যায়। তাহা না থাকিলে হইতে পারে না। ধনসম্পন্ন ব্যক্তি ধনের দ্বারা অন্যের উপকার করিতে পারেন, এবং জ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা, বিদ্যা সম্পন্ন বিদ্যার দ্বারা, বুদ্ধিমান্ বুদ্ধির দ্বারা অন্যের আনুকূল্য করিতে সমর্থ হবেন। কিন্তু যাহার অর্থ ভিক্ষা নাই, তিনি যদি কাহাকেও ধনের দ্বারা সম্রাট্ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন, অথবা নির্ব্বোধ ব্যক্তি কাহাকেও বুদ্ধিমান্, মূর্খব্যক্তি বিদ্বান্ অজ্ঞান ব্যক্তি জ্ঞানবান্ করিয়া দিতে যত্ন করেন, তাহা একটা হাস্যাস্পদ বিড়ম্বনা বিষয় ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই বিষয়ে ভ্রম হওয়া সমুচিত নহে। অন্যকে ধর্ম্মিষ্ঠ করিয়া উপকার করা বিষয়েও এই নিয়ম ব্যাহত হইবে না। এই নিয়ম বাদ দিয়া কদাপি তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অগ্রে নিজে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ, কর্ম্মপরায়ণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ হইলেই অন্যকেও ধার্ম্মিক এবং কর্ম্মিষ্ঠ করা যায়। তাহাতে বড় অধিক যত্নের ও প্রয়োজন হয় না। অভাববান্ ব্যক্তি আপনা হইতেই ভাববান্ লোকের আনুগত্য করিতে থাকে। নির্দ্ধন ব্যক্তি ধনীর অনুগামী হয়, এবং মূর্খ জ্ঞানীর, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমানের অনুগত হইয়া

থাকে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম। সেইরূপ অধার্ম্মিক লোকেরাও ধার্ম্মিক পুরুষের ধর্ম্ম-সম্পদের মহিমা গৌরবাদি অনুভব করিয়া নিজের অভাব বুঝিতে পারিলে স্বতই তাঁহার আনুগত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, ধর্ম্ম লাভের পরামর্শ চায়, জ্ঞান চায়, উপদেশাদি চায় এবং তখনই তাঁহার উপকার করিবার সময়। কিন্তু যিনি নিজে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারেন নাই, ধর্ম্মের প্রকৃত অভাব ও উপলব্ধি করেন নাই, সুতরাং স্বয়ং ধর্ম্মের নিমিত্ত লালায়িত নহেন, তিনি সমাজ উচ্ছন্ন হইল, গ্রাম উচ্ছন্ন হইল বলিয়া সকলকে ধার্ম্মিক করার নিমিত্ত সভাসমিত্যাদির চেষ্টা করিলে তাহা কদাপি কোন ফলপ্রদ হইতে পারে না, স্থায়ী হইতে পারে না, প্রত্যুত পরিণামে একটা বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠে। অতএব এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া তাহারা হৃদয়, মুখ, এবং অনুষ্ঠান হইতে "পরোপকার" কথাটী পরিত্যাগ করুন, "গ্রাম নষ্ট হইল, সমাজ নষ্ট হইল, সনাতন ধর্ম্ম আর কেহই মানিতে চায় না, কেহই আদর করে না, কেহই সেবা করে না, অতএব তাহার সংশোধনের নিমিত্ত একটা সভা করা উচিত" ইত্যাদি ভাব এবং ভাব প্রকাশক বাক্যগুলি একবারে উপেক্ষা করুন, পরে নিজের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব উপলব্ধি করুন, তাহার প্রতি সমাসক্ত হউন, তাহা লাভের বাধা দর্শন করুন, প্রকৃত অভাব বোধ করুন, অভাবের যাতনা ভোগ করুন, এবং ঐকান্তিক ব্যগ্র হইয়া লোকের নিকট নিজের অবস্থা প্রকাশ করিতে থাকুন, "ধর্ম্ম এইরূপ গুরুতর বস্তু, এইরূপ ভালবাসার বস্তু, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিতেছে না, পদে পদেই নানাবিধ বিঘ্ন বাধা খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান, কি করিব কি উপায় হইবে, কেমন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মপক্ষে থাকা যায়, ধর্ম্মের সেবা করা যায়। ভাই! তোমরা আমাকে সৎপরামর্শ দেও, কেমন করিয়া অনর্গলরূপে ধর্ম্মের সেবা শুশ্রূষা করিয়া মানব জীবন সার্থক করিতে পারা যায়, কেমন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব পাওয়া যায়, কিরূপেই বা তাহার আনুকূল্য হয় ইত্যাদি ইত্যাদি" এইরূপ আলোচনার পর যিনি যিনি আপনার সহিত যোগ দিবেন, মনের মত উত্তর করিবেন, এবং সমান দুঃখের দুঃখী হইবেন, তাঁহাদের সহিত মনে প্রাণে মীলিত হউন, কেবল তাঁহাদিগকে লইয়াই সভাসমিতি করুন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সভার কোন আপদ হইতে পারিবে না। বাল্য কৌমারাদি অবস্থার ন্যায় ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপথে অগ্রসর হইয়া কালে অনুপম ফলপ্রসব করিবে। নতুবা যেমন হইতেছে, তেমনই হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমাদের পরামর্শ।

অতঃ পর পঞ্চম শ্রেণীর সভানুষ্ঠাতৃগণকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আগামীবারে চিন্তা করিব।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আমার কৃষ্ণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমার কৃষ্ণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে, এবিষয় গতবারে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এবার হইতে সেই সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার কৃষ্ণ পরমেশ্বরের অবতার। পরমেশ্বরের ইচ্ছাময় অবতার। শাস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বরের পঞ্চবিধ অবতারের পরিচয় পাওয়া যায়। ১ম। ইচ্ছাময় অবতার। ২য় দৈবিক অবতার। ৩য়। বিদেহাবতার। ৪র্থ। সদেহাবতার। ৫ম সদেহবিদেহাবতার।

যাহাতে জীবভাবের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, জীবের কোন ভাব বা কোন গুণই যাহাতে নাই, যাহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ নিজ ভাবে পরিপূর্ণ, যাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, অস্থি নাই, মাংস নাই, মজ্জা নাই, রক্ত নাই, চর্ম্ম নাই, মেদ নাই, শুক্র নাই, বসা নাই, স্নেহ নাই, মল নাই, মূত্র নাই, জড় দেহের কোন পদার্থই নাই, যাহাতে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ইহার কিছুই নাই, এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ও নাই, অথচ মনুষ্য, দেবতাদির মত হস্ত পদাদিবিশিষ্ট এবং বাল্য কৈশোরাদি অবস্থান্বিত, বহুবৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশিত আকৃতি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ঐশিক ভাব সর্ব্বদাই অবিলুপ্ত থাকে, অথচ পৃথিবীতে পরিদৃশ্যমান, তাহাই ইচ্ছাময় অবতার। যেমন, সতী, হৈমবতী, গিরিশ, বামন, রাম, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি। আমার কৃষ্ণ ও সেইরূপ ইচ্ছাময় অবতার।

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের আর দুইটী অবস্থার বিষয় বলিয়া রাখা উচিত বোধ হইতেছে। তাহার একটীর নাম অনিয়ত আবির্ভাব অবস্থা, দ্বিতীয়টী নিয়ত আবির্ভাব। যাহার সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই, কোন্ সময়ে হইবে, কত দিন থাকিবে, এরূপ কোন অবধারণ নাই, তাহাই অনিয়ত আবির্ভাব। যেমন কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, তারা, নৃসিংহ, ত্রিপুরারি ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের কোন উপকার সাধনের নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য এই সকল আকারের আবির্ভাব হইয়াছে। কার্য্যটী শেষ হইলেই আবার তিরোধান হইয়াছে। এই সকল আবির্ভাবে "অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত থাকিবে" কিম্বা "অমুক সময়ে হইবে" এইরূপ কোন সময়ের নির্দ্দিষ্টতা নাই, সুতরাং ইহা অনিয়ত আবির্ভাব।

এইরূপ আবির্ভূত আকারে ইচ্ছাময় অবতারের সমস্ত লক্ষণই আছে বটে, কিন্তু বাল্য কৌমারাদি অবস্থা নাই, সেই সকল লীলাও নাই, এনিমিত্ত ইহাতে অবতার ব্যবহার নাই।" কালী অবতার, দুর্গা অবতার, ত্রিপুরারি অবতার, এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল একখানি গ্রন্থে, নৃসিংহকেও অবতার মধ্যেই বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে অবতারের বাল্য কৌমারাদি অবস্থার কথাটীর বোধ হয় গৌরব করা হয় নাই। তাই অন্য সমস্ত লক্ষণ আছে বলিয়া তাঁহাকে অবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই অনিয়ত আবির্ভাবের লক্ষণ।

যে আবির্ভাবে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, মহাপ্রলয়ানন্তর প্রত্যেক সৃষ্টিতেই যাহার আদি অন্ত অবধৃত আছে, কোন্ সময়ে হইবে, কত দিন থাকিবে, কত দিন পরে অদৃশ্যতা হইবে, তাহার ইয়ত্তা আছে, সেই আবির্ভাবই নিয়ত আবিভাব। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ইত্যাদি। প্রতিবারেই সৃষ্টি প্রারম্ভে ইঁহাদের আবির্ভাব হয়, সৃষ্টির স্থিতি পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি এবং মহাপ্রলয় কালে আবার অভাব হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র নির্দ্ধারিত বিষয়। শাস্ত্রই বলেন,—

"এক এব শিবঃ সাক্ষাৎ তিস্রো মূর্ত্তীর্দধৌ পুনঃ।
রজোগুণং সমাস্থায় ব্রহ্মা স্যাৎ সৃষ্টিকারণং।
সত্বমাস্থায় বিষ্ণুঃ স্যাৎ পালনার্থং বৃহস্পতে!।
তমসা কালরুদ্রাখ্যঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ॥"

(লিঙ্গ পুরাণ)"

"জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ।
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সংপ্রবর্ত্ততে॥
সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
সত্বভৃগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয়পরাক্রমঃ॥
তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাৎ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

"ব্রহ্মা সর্ব্বদেবানাং প্রথমঃ সম্ভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" (মুণ্ডকোপনিষদ্।

ক্রম পরম্পরা অর্থ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক শিবই ছিলেন, তিনি সৃষ্টির উপক্রমে আবার সেই পূর্ব্ব সৃষ্টির মত স্বয়ং তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সৃষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত রজোগুণ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইলেন। হে বৃহস্পতে! সৃষ্টির পর জগতের পালন করা মানসে তিনি সত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইলেন, আর তমোগুণাধিষ্ঠানে সর্ব্ব সংহার কারক কাল বা রুদ্র, অথবা কালরুদ্র নামধারী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। (লিঙ্গ পুরাণ)

সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর হরি রজোগুণ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে জগতের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত ইহাকে রক্ষা করার নিমিত্ত সেই ভগবান হরি সত্বগুণ পরিগ্রহ করিয়া অপ্রমেয় পরাক্রম বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে কল্পান্তকালে ইহাকে বিনাশ করার মানসে সেই জনার্দ্দন তমোগুণ আলম্বন করিয়া রুদ্র রূপে আবির্ভূত হইলেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভীষণ রুদ্রই চরাচর অখিল প্রাণী অপ্রাণী সমষ্টিরূপে যাবৎ জগৎকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এক জনার্দ্দনই ভিন্ন ভিন্ন তিনগুণের আশ্রয়ে, তিনরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, অন্ত এই তিন কার্য্য করেন বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর রুদ্র এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (বিঃ পুঃ) ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রথমে [illegible] ভূত হইয়া তিনিই ত্রিভুবনের পালয়িতা এবং সংহর্ত্তা। (শ্রুতি) তাই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন যে, নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রয়বিভেদায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে।" *

উক্ত ভিন্ন স্থানীয় শ্লোক কয়টির প্রকৃতার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইতেছে যে, তিন স্থানেই মূল সিদ্ধান্তের কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ আছে কেবল নামের। যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাকে সকলেই ত্রিগুণময় বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আবির্ভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের মত কেবল রজ, কেবল সত্ব বা কেবল তম এইরূপ একগুণময় বলেন না। ঘটনায়ও তাহা সঙ্গত হয় না। যিনি রজোগুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা হইলেন, সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু এবং তমোগুণ আশ্রয়ে রুদ্র হইলেন, তাঁহাকে অগত্যাই ত্রিগুণময় পুরুষ বলিতে হইবে। কিন্তু কেবল সত্ব, কেবল রজ বা কেবল তমোময় নহে। যিনি কেবল তমোময়, তাহা হইতে সত্বময় আর রজোময় পুরুষ আবির্ভূত হইবেন কিরূপে, কেবল সত্বময় পুরুষ হইতেই বা রজোময় বা তমোময় পুরুষ কিপ্রকারে প্রাদুর্ভূত হইবেন, আর কেবল রজোময় পুরুষ হইতেও কি প্রকারে সত্বময় বা তমোময় পুরুষ আবির্ভূত হইতে পারেন। যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহা হইতে কদাপি সেই বস্তু লাভ করা যায় না। অতএব, রজোগুণ, সত্বগুণ আর তমোগুণ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে নিশ্চয়ই ঐ ত্রিগুণ সমান ভাবে থাকিবে, কিন্তু কেবল একগুণ নহে। এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং যুক্তির দ্বারা ও স্থির হইল যে যথাক্রমে রজ, সত্ব এবং তমোগুণময় ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র এইরূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি ত্রিগুণময় পুরুষ, কিন্তু এক গুণময় নহেন। তাহাই যদি হইল, তবে নামত তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা রুদ্র ইহার যাহা বল না কেন, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র কথাটী যে অর্থে ব্যবহৃত হয় উহা বলিলে যাহা বুঝা যায়, অর্থাৎ রজোগুণময়, পুরুষ,

---

* এই প্রমাণ কয়েকটি একস্থানে উপস্থিত করাতে শাস্ত্রের একটু রহস্য প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণেই আমরা এই তিন জাতীয় প্রমাণ একত্র করিয়া দেখাইলাম। রহস্য টুকু এই,—লিঙ্গ পুরাণ বলিলেন, শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণু পুরাণ বলিলেন,—বিষ্ণু। আবার অন্য প্রমাণ বলিলেন ব্রহ্মা, সুতরাং বড়ই অন্ধকার উপস্থিত। শাস্ত্রের পরস্পরে অনৈক্য হইয়া পড়িল, অর্থের ও নিতান্তই অসঙ্গতি। শিবতো রুদ্রই, তিনি আবার রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইলেন, ইহা কিরূপে সঙ্গতোক্তি হয়, বিষ্ণুও তো বিষ্ণুই, তাঁহার আবার বিষ্ণুর রূপ পরিগ্রহ করা কি, এবং ব্রহ্মাও ব্রহ্মাই, তাঁহারই বা ব্রহ্মারূপ হওয়ার অর্থ কি। একের অন্যরূপে আবির্ভূত হওয়া সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যিনি স্বতঃ সিদ্ধ যাহা আছেন, তিনি সময় বিশেষে সেইরূপ পরিগ্রহ করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব পর হয়? ইহাই প্রকৃত অসঙ্গতি। পরন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ সকল আপত্তির কোন গৌরবই নাই। একটু সামান্য মনোযোগ করিলেই ইহা মীমাংসিত হইতে পারে।

ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী বিষয়েও এইরূপই বর্ণিত আছে। অতএব ইহাঁদের আবির্ভাবই নিয়ত আবির্ভাব। এই আবির্ভাবেও অবতারের অন্য সমস্ত লক্ষণই আছে, কিন্তু বাল্য কৌমারাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নাই, তদনুরূপ ক্রিয়া কলাপও নাই। আবির্ভাবের সময়াবধি ইহারা সর্ব্বদা একরূপেই আছেন এবং থাকিবেন। এ নিমিত্ত ইহাঁদিগকে অবতার বলা যায় না। শাস্ত্রেও সেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই না। অতএব ইহা ঈশ্বরের আবির্ভাবাবস্থা।

এখন অন্য চারিপ্রকার অবতারের বিষয় বলা যাই-তেছে। ক্রম পরম্পরা মতে এখন জৈবিক অবতারের লক্ষণ বলা আবশ্যক হইতেছে। তাহা এই,—যে অবতার মনুষ্যাদি জীবের সহিত অভিন্ন ভাবে থাকিয়া জীবের অন্তরালে প্রকাশিত

সত্ত্বগুণ ময় পুরুষ বা তমোগুণময় পুরুষ ইহার কিছুই তিনি নহেন, তিনি ত্রিগুণময় পুরুষ। তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম দিলেও যেরূপ ফল, বিষ্ণু নাম দিলেও তাহাই, আবার রুদ্র নাম দিলেও তাহাই। তবে আর বিবাদ রহিল কোথা, শাস্ত্রের অনৈক্যই বা কোথা, আর অসঙ্গতিই বা কোথা। গুণ, ক্রিয়া, ক্ষমতা, ও শক্ত্যাদির দ্বারা সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ ঠিক একটি বস্তুই যদি সকলের লক্ষিত বিষয় হয়, তবে তাহার নাম মাত্র ভিন্ন ভিন্ন রাখিলেই কি বিরোধ, অনৈক্য বা অসঙ্গতি হয়? এক মনুষ্যকেই তো, মনুষ্য, মানুষ, মানব, মর্ত্ত্য ইত্যাদি কত নাম কত জনে দিয়াছেন, এক পৃথিবীকেই তো, ক্ষ্মা, অবনি, মেদিনী, মহী, ইত্যাদি বহু নাম দান করা হইয়াছে, তাহা বলিয়া কোন অসঙ্গতি বা অনৈক্যাদি হইল ইহা বলা যায় কি? বাস্তবিক সকলেরই অভিমত অর্থ যখন এক, তখন যিনি যে নামে ইচ্ছা, সেই নামেই তাহা ব্যবহার করুন তাহাতে কিছুমাত্র বাধা হইতে পারে না, তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, প্রকৃত স্থলে, সেই মহাপুরুষ যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইহার কেহই না হইলেন তবে তাঁহাকে অন্য কোন অভিমত নাম না দিয়া ঐ তিনটি নামই দেওয়া হইল কেন, ইহার কোন তাৎপর্য্য আছে কিনা। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, হ্যাঁ আছে, অবশ্যই কিছু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সর্ব্বশাস্ত্রেই এইরূপ ব্যবহার প্রবৃত্ত হইত না। আমাদের বিবেচনায় তাহা এই,—

ভারতের সুবিজ্ঞ লোক মাত্রেই বোধ হয় এবিষয় অবগত আছেন যে, আমাদের সুপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থ স্থান—ত্রিবেণী” হইতে গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী ইহাঁরা তিন জনে পৃথগ্‌ভূত হইয়া তিন দিকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ত্রিবেণী স্থানে আর কাহারো কোন পার্থক্য বা প্রভেদ বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই। সেই খানে একরূপের একটি মাত্র নদীই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন বলুন দেখি, যাহারা চিরদিন গঙ্গাবাসী লোক, গঙ্গা নদীতেই সর্ব্বদা গমনাগমন করে, গঙ্গাকেই সর্ব্বদা ব্যব-হার করে, গঙ্গারই গুণ, মহিমা, মাহাত্ম্যাদি বিশেষ রূপে অব গত আছে, কিন্তু যমুনা আর সরস্বতীর প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য ও রাখে না, চিন্তা ও করে না, তাহারা যদি সেই গঙ্গা নদী দিয়া উজাইতে উজাইতে ত্রিবেণী স্থানে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে একটু বৃহদাকার গঙ্গা নদীই বলিতে পারে কিনা, এবং তাহাই বলিবে কি না, আর সেই খান হইতে যে আর দুইটা ধারা (যমুনা ও সরস্বতী) বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকেও তাদৃশ বৃহদ্ গঙ্গারই রূপান্তর বলিয়া বলিতে পারে কি না এবং বলিবে কি না, আর সেই বৃহদ্ গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া “এক গঙ্গাই

ইহা বলিতে পারে কিনা এবং বলিবে কি না। আবার চির যমুনাবাসী চির সরস্বতীবাসীদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ যোজন করিয়া লউন এবং তাহার সদুত্তর করুন। উত্তরে বোধ হয় বলিবেন যে, তাহা অবশ্যই বলিতে পারে, এবং তাহাই বলিয়া থাকে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহারই সঙ্গে আমার প্রকৃত বিষয়ের যোজনা করিয়া লইবেন। ঠিক এই দৃষ্টান্তের মতেই, যাঁহারা রৌদ্র, রুদ্রোপাসনা-পরায়ণ, রুদ্রধ্যান পরায়ণ, রুদ্র-মাহাত্ম্য, রুদ্র-গুণ গরিমা জ্ঞান-বিশারদ, এবং তাঁহার আরাধনার দ্বারা সেই ত্রিবেণীর অনুকারী ত্রিগুণময় স্থানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণু বা ব্রহ্মার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই, তাঁহারা সেই ত্রিগুণময় স্থানে গিয়াও তাঁহাকে রুদ্রই দেখিবেন, রুদ্রই বলিবেন এবং সেই স্থান হইতে যে আর দুইটিরূপ (ব্রহ্মা আর বিষ্ণু) আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ইহা হইতেই বহির্গত হইতে দেখিবেন, আর সেই ত্রিগুণময় বৃহৎ রুদ্রই, রুদ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এই তিনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাও বলিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা বিষ্ণুর ধ্যানৈকতায়ন, বিষ্ণূপাসনা-পরা-য়ণ, বিষ্ণু গুণ মাহাত্ম্যাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু শিব আর ব্রহ্মা বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই, তাঁহারা বিষ্ণূপাসনা করিতে করিতে যখন সেই ত্রিগুণময় স্থানে উপস্থিত হইবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিষ্ণুই বলিবেন, তাহা হইতে যে আর দুটি রূপ (রুদ্র আর ব্রহ্মা) আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদি-গকেও বিষ্ণুরূপ হইতেই প্রকাশিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন এবং সেই বিষ্ণুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর রুদ্র এই তিনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা বলিবেন। আবার যাঁহারা ব্রহ্মার ধ্যান-পরা-য়ণ, ব্রহ্মৈকতায়ন এবং রুদ্র ও বিষ্ণুতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সেই ত্রিগুণময় স্থানে উঠিলে ব্রহ্মা রূপেই দেখিবেন, তাহাই বলিবেন, তাহা হইতে প্রকাশিত রুদ্র আর বিষ্ণুকেও তাঁহারই রূপান্তর বলিবেন, আর সেই ব্রহ্মাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন রূপের নিদান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহা নিতান্তই সম্ভব পর এবং সুসঙ্গত কথা। কিন্তু সকলেরই লক্ষিত বিষয়ের স্থূল ও মহিমাদি-গত তাৎপর্য্যের যখন কোনই অনৈক্য নাই এবং বাস্তবিক পক্ষেই যে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব এই তিনেরই সমষ্টি রূপ বটে, তখন কোনই অবৈশদ্য বা আবর্জ্জনা নাই। অতএব শাস্ত্র এবং ব্যবহার সুসঙ্গত হইল! এই কথাটি স্মরণ রাখিলে প্রচলিত বৈষ্ণব ও শৈবাদির অমূলক বা ভ্রান্তিমূলক বা মহাপাপ মূলক বিবাদ বিসম্বাদ ও নিবৃত্ত হইতে পারে। এজন্যই আমরা

হয়েন, জীবময় বলিয়াই অনুভূত হয়েন, জীবের ক্রিয়াকলাপই তাঁহার ক্রিয়াকলাপ, তাঁহার ক্রিয়াকলাপই জীবের ক্রিয়াকলাপ, এইরূপ অভেদ হইয়া যায়, সুতরাং বাস্তবিক না হইলেও জীবের দেহই তাঁহার দেহ বলিয়া পরিগণিত হয়, আর ঐশিকভাব সমস্তই অবিলুপ্ত থাকে, অথচ দেহের সহিত অনন্য ব্যতিরেক শূন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ দেহের উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্যন্ত সর্ব্বদাই অবতারের সত্তা থাকিবে, কিম্বা তাহার অভাব হইলে দেহের অভাব হইবে, এমত কোন নিয়ম থাকিবে না। উহা আবশ্যক মতে দৃশ্য অদৃশ্য এই দুই অবস্থায়ই থাকিবে, তাহাই জৈবিক অবতার। যেমন, শিবের অবতার দুর্ব্বাসা প্রভৃতি, বিষ্ণুর অবতার কপিল, দত্তাত্রেয় এবং পরশুরামাদি। এই সকল অবতারে উপরি উক্ত সমস্ত গুলি লক্ষণই আছে। এইরূপ অবতার ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হয়েন। "দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমাং।" (বিঃ, পুঃ)

যে অবতারে স্থূল ভৌতিক দেহ নাই, কিন্তু তন্মাত্র নামক পঞ্চভূত রচিত সূক্ষ্ম দেহ আছে, অথচ ইচ্ছাময় দেহের মত রক্ত মাংসাদি নাই, যে অবতার জীবের সহিত অভিন্ন ভাবে অন্বয়-ব্যতিরেকবান্ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য এই ষড়ৈশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য কোন ঐশিক শক্তি যাহাতে প্রকাশিত হয় না, তাহাই বিদেহাবতার। যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ এবং কুবের প্রভৃতি দেবগণ। ইহাদের মধ্যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণাবলীই বিদ্যমান রহিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহাঁরাই ঈশ্বরের বিদেহাবতার। এই কারণে অনেক স্থানেই এই সকল দেবগণের প্রতি ঈশ্বর ভাবপ্রকাশক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে। তুভ্যং প্রাণঃ প্রজাস্ত্বিমাবলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠতি॥ দেবানামসি বহ্নিতমঃ, পিতৄণাং প্রথমা স্বধা। ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামপি॥ ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ! তেজসা, রুদ্রোসি পরিরক্ষিতা ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ॥" (শ্রুতি)॥ ইত্যাদি।

মনুষ্যাদি কোন প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনরূপ বিভূতি প্রকাশিত হইয়া সংসারের অতি প্রয়োজনীয় কোন একটা গুরুতর কার্য্য সাধন করে, তাহাই দেহাবতার। যেমন শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদনসরস্বতী, বুদ্ধ প্রভৃতি। ইহাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন,— "যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং॥ (ভঃ, গীঃ)।

আর দেবগণ অংশক্রমে যখন কোন মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাকেই সদেহবিদেহাবতার বলা যায়। যেমন ধর্ম্মের অবতার মহারাজ যুধিষ্ঠির, বায়ুর অবতার ভীমসেন, ইন্দ্রের অবতার অর্জ্জুন ইত্যাদি।

এই অবতার পঞ্চকের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমেই শ্রেষ্ঠতা, আর উত্তরোত্তর ক্রমে নীচতা। অর্থাৎ সদেহবিদেহাবতার সর্ব্বাপেক্ষায় নীচ, সদেহাবতার তদপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ, সদেহাবতার অপেক্ষায় বিদেহাবতার শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষায় জৈবিকাবতার শ্রেষ্ঠ, এবং ইচ্ছাময় অবতার সর্ব্বোপরি। তাহাই পূর্ণাবতার। [illegible] মধ্যে যে আবির্ভাবদ্বয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক তদ্রূপ।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার অবতারের মধ্যে আমার কৃষ্ণ ইচ্ছাময় অবতার। শাস্ত্রে ইহাই বর্ণিত আছে। যথা, "সেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোপি" (শ্রীভাগবত) শ্রীভাগবতকে যাঁহারা বেদব্যাসের প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা এই প্রমাণ গণ্য না করিতে পারেন, এজন্য সর্ব্বজন প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহের প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—বাসুদেবেঽপীতি চেন্ন তদাকারমাত্রত্বাৎ॥" (শাণ্ডিল্য সূত্র) এবং "জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ! শঙ্খচক্রগদাধর! দিব্যরূপমিদং দেব! প্রসাদেনোপসংহর॥ * * যোঽনন্তরূপোঽখিল বিশ্বরূপ! গর্ভেষু লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি। প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ, স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)॥ এবং—অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং"॥ (ভগবদ্গীতা) ইহার স্বামিকৃত ভাষ্য।—

নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তোমূঢ়া মূর্খা মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি॥

শাঙ্করভাষ্যম্,—এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তং অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং, ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেন হতা বরকাস্তে॥

মধুসূদনসরস্বতীকৃতটীকা—এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমানন্দঘনমনন্তমপি সন্তং অবজানন্তি মাং সাক্ষাদীশ্বরোঽয়মিতি নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা মূঢ়া অবিবেকিনোজনাস্তেষামবজ্ঞাহেতুং ভ্রমং সূচয়তি মানুষীং তনুমাশ্রিতং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানাং মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ, ততশ্চ মনুষ্যোঽয়মিতি ভ্রান্ত্যাচ্ছাদিতান্তঃকরণা মম পরং ভাবং প্রকৃষ্টং পারমার্থিকং তত্ত্বং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরমজানন্তো যন্নাদ্রিয়ন্তে নিন্দন্তি বা তদনুরূপমেব মূঢ়ত্বস্য॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ,—যাহারা বিমূঢ়চেতা, তাহারা আমার এই সর্ব্বভূত মহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না, এবং আমি এই মনুষ্যের ন্যায় ভৌতিক দেহের মত প্রতীয়মান আকার বিশিষ্ট দেহে প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি বলিয়া, আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জানে"*। এইরূপ অর্থ প্রকাশক

* কৃষ্ণের ইচ্ছাময় অবতার সম্বন্ধে উল্লিখিত ভাগবতাদি প্রমাণের ন্যায় উক্ত গীতার শ্লোকটি ও স্পষ্টার্থ প্রকাশক, কিন্তু তথাপি আজ কাল গীতার বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায় এবং গীতা হইতেই নানা ভাবের নানা কৃষ্ণ প্রকাশিত হইতেছেন, এই নিমিত্ত গীতার প্রমাণটি একটু বিস্তার এবং স্পষ্টতর করিয়া উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইল, তাই ইহার ভাষ্যাদি [illegible] প্রদর্শিত করিলাম।

আরো বহুতর শ্লোক বহুতর গ্রন্থে লিখিত আছে। অতএব আমার কৃষ্ণ ইচ্ছাময় অবতার, তাহার দেহে, ভূত, ভৌতিকাদি কোন পদার্থের সংশ্রব নাই, সুতরাং তিনি উল্লিখিত জৈবিকাদি অবতার নহেন, ইহা শাস্ত্র দ্বারা অঙ্গীকৃত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

সত্যাবলম্বন।

"সত্যাৎ পরতরং নহি" এই মহাবাক্য এক সময় হিন্দু হৃদয়েই অতি সযতনে ও সসমাদরে প্রতিপোষিত হইত। সে মহাবাক্য সমগ্র ভারতক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া হিন্দুহৃদয়কে কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত করিত। সত্যের প্রকৃত আদর জগতে যদি কোন জাতি কখন করিয়া থাকে, সে কেবল ভারত মাতার সস্নেহে প্রতিপালিত আর্য্যসন্তান।

নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই এবং মিথ্যা হইতে পাপাচরণ আর কিছুই নাই। অতএব মানবগণের কর্ত্তব্য যে তাহারা সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র সত্যই অবলম্বন করিবেন।

কিন্তু হায়! কাল বশে যাহা হিন্দুর হৃদয়-মূল মন্ত্র, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। সত্য-ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমরা দিন দিন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক সর্ব্ববিধগুণ রহিত হইয়া পশুত্বে পরিণত হইয়াছি। সত্যহীনতার জন্যই আমরা এখন বীর্য্যহীন সর্প যেমন মূষিক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়, তদ্রূপ হিন্দুর অগ্রাহ্য বিজাতি কর্ত্তৃক অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতেছি। কিন্তু তাহাতেই বা আমাদের প্রকৃত সত্যানুরাগ বৃদ্ধি লাভ করে কৈ? তথাপি ইহা নিশ্চয় বাক্য যে, যত দিন আমরা সত্যাবলম্বনে সমর্থ না হইব, ততদিন আমাদের কল্যাণ নাই। সত্যাবলম্বনে মানব অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বজয়ী হইয়া অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। এমন কি সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাজন হইতে দেবতারাও ভয় পাইয়া থাকেন। কারণ সত্যপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য স্থির-বাক্।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাজন-মুখ-নিসৃত বাণী অব্যর্থ। তাঁহার মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয় তৎক্ষণাৎ তাহাই ফলিয়া থাকে। যিনি সত্যকে আশ্রয় করেন তাঁহাকে কদাচ ভ্রষ্ট হইতে হয় না। মহাভারত বলেন যে, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্যই প্রজা পালন করিয়া থাকে। লোক সমুদায় সত্য প্রভাবেই স্বর্গ লাভে সমর্থ হয়! মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃপাত ঘটিয়া থাকে। লোকে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে আর সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে পারে না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরক মিথ্যা, ও অন্ধকার স্বরূপ। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, প্রকাশ অপ্রকাশ, সুঃখ ও দুঃখ যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত [illegible] প্রকাশ এবং যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অনৃত তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম তাহাই অন্ধকার, এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ। সুতরাং দুঃখ বিমুক্তির জন্য কামনা থাকিলে অনৃত পথ সম্যক প্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশ পায় না, তেমনি মনুষ্য অসত্য রূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাঁহার অন্তরস্থ সুখ প্রকাশ পায় না, নিক্রিয় অবস্থায় অন্তরেই থাকিয়া যায়। তাহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলা ক্রিয়া সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরো নহি॥

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সমুদয় ক্রিয়াই সত্য মূলক, সুতরাং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ম, ভা।

সহস্র অশ্বমেধ এক দিকে এবং এক সত্য বাক্য একদিকে, উভয়কে তুলাযন্ত্রে ধৃত করাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্য বাক্যই অতিরিক্ত হইবে।

এইরূপে সমগ্র শাস্ত্র সত্যেরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন সুতরাং জীবের সত্যাবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জীবত দূরের কথা, এই যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ইহাও কেবল সত্যেরই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি সত্যের অভাব ঘটে তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সত্যেরই শাসনে আমরা সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। স্ত্রীর পার্শ্বে স্বামী নিঃসঙ্কোচে নিদ্রিত, মাতার ক্রোড়ে পুত্র নিশ্চিন্ত, আত্মীয় স্বজনের সহবাসে মানব অকুতোভয়, ইহা কেবল সত্যেরই মহিমা। অনন্ত জ্যোতিষ্মান্ মার্ত্তণ্ডদেব স্বীয় অনন্ত প্রতাপ বিস্তার করতঃ অনন্ত সৌর জগৎ শাসন করিয়া জগতের অশেষবিধ হিত সাধন করিতেছেন, সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা বৈশ্বানর স্বীয় বীর্য্যশালী অগ্নিমালা উদ্দীপ্ত করতঃ জগতীয় রাজ্যের বীর্য্যবত্তা সাধন করিতেছেন, বিশ্বরাজ্যের প্রাণস্বরূপ পরমপ্রিয় বরুণদেব আপনার মধুরতাময় শক্তি বিস্তার করিয়া ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা নিরত রহিয়াছেন, এইরূপে বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় মঙ্গল বিধাতা দেবগণ নিজ নিজ শক্তি যথাযথ প্রয়োগদ্বারা যে অনির্ব্বচনীয় কল্যাণ বিধান করিতেছেন, ইহা কেবল সেই সত্যেরই বল। সেই জন্য সত্যপ্রতিষ্ঠ মহর্ষিগণ স্বষ্ট রাজ্যের অন্তরে বাহিরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সত্যের মহিমা দর্শন করিয়া সত্যানন্দে বিভোর হইয়া মন প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন।

তস্মাৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।
সত্যমেব পরো যজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতং॥
সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদং।
কীর্ত্তির্যশশ্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবর্ষিপূজনং॥
আদ্যো বিধিশ্চ বিদ্যা চ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং।
[illegible] সরস্বতী॥

ব্রতচর্য্যা তথা সত্যং ওঙ্কারঃ সত্যমেব চ।
সত্যেন বায়ুবভ্যেতি সত্যেন তপতে রবিঃ॥
সত্যেনাগ্নির্দহেন্নিত্যং স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি।
সত্যেন চাপঃ ক্ষিপতি পর্জ্জন্যো ধরণীতলে।
পবেণ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
সত্যস্য বচনাল্লোকে সর্ব্বমাপ্নোত্যসংশয়ং।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥
সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতব ঋষয়স্তথা।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সত্যাৎ সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥
অগাধে বিপুলে শুদ্ধে সত্যতীর্থে শুচিহ্রদে।
স্নাতব্যং মনসা যুক্তৈঃ স্নানং তৎপরমং স্মৃতং॥
আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থেবাপি মানবাঃ॥
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ॥
তস্মাৎ সত্যকৃতং পঞ্চ তদনন্তফলং ভবেৎ॥

সত্যেব মহিমা অসীম, অপার, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়। স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনে অপারগ হইয়া "সত্যমানন্দম্ ব্রহ্ম" বলিয়া নির্ব্বাক হইয়াছেন। বিশাল সাগরস্থ অসংখ্য পদার্থ মধ্যে মুক্তা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য এবং আদরণীয়, আকাশস্পর্শী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গাবলী-পরিশোভিত পর্ব্বতস্থ অগণিত দ্রব্যাদি মধ্যে স্বভাব বচিত নির্ঝরিণী পরিবেষ্টিত সুরম্য কন্দর যেরূপ স্পৃহণীয়, রত্ন-প্রসবিনী বসুন্ধরাব গর্ভোত্থিত নানাবিধ রত্নরাজি মধ্যে অতুলনীয় হিরক খণ্ড যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য, তদ্রূপ যাবতীয় ধর্ম্মের মধ্যে সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সম্যক্ আদরণীয় ধর্ম্ম। এক সত্যানুষ্ঠানে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। সত্যের আশ্রয়ে জীব সর্ব্ব বিপদ এবং ভীতি হইতে স্বতঃই রক্ষা পাইয়া থাকে। দুর্দমনীয় সংসার ভীতির একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র—সত্য। সত্যের আশ্রয় অবলম্বন কর, চিরশত্রু সমস্ত বৈরিভাব বিস্মিত হইয়া পদানত হইবে, বিষধর সর্প হলাহলের পরিবর্ত্তে অমরত্ব প্রদায়িনী সুধা দান করিবে, ভীষণ দংষ্ট্রাকরাল বদন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ সস্নেহে, সন্তর্পণে ও অতি সমাদরে তোমায় ক্রোড় প্রদান করিবে, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসগণ কৃতদাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাবাহী হইয়া সেবা করিবে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবগণ দশদিক্‌পালগণ প্রভৃতি সকলে স্বীয় স্বীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তোমার শরীর রক্ষক রূপে তোমাকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিবে, এমন কি স্বয়ং যমরাজ তোমার চিরদাসত্ব স্বীকার করিয়া তোমার দৌবারিক হইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। অতএব লোক মাত্রেরই সত্যাবলম্বনে তৎপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দান, যজ্ঞ, হোম ও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত তপস্যা ইত্যাদি প্রতিপাদক বেদ সকল ও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যই বেদ! সুতরাং সত্যহীন পাপাত্মা আত্মাকে অপমান ও বিধ্বংস করিয়া নিজ নিরয়ের পথ সহজ গম্য করিয়া তোলে।

অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ।

অতএব সত্যবিহীন ব্যক্তিই সমুদয় পাপের আশ্রয়। যেমন সত্যকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় পুণ্য অবস্থান করে, তদ্রূপ এক মাত্র মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় মহাপাতক অবস্থান করে। অতএব হে মানব! কদাচ সত্যচ্যুত হইও না। পূর্ণ দার্ঢ্যতার সহিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার চির কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদাদাতাগণের নাম ও ঠিকানা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ;—

নাম	ঠিকানা	চাঁদা	
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ তরফদার	সিরাজগঞ্জ	৩৲	বার্ষিক
" রামচন্দ্র সরকার	ঐ	১	ঐ
" নীলকান্ত চৌধুরী	ঐ	৩৲	ঐ
" অর্জ্জুনচন্দ্র ভৌমিক	ঐ	৩৲	ঐ
" শিবরত্ন সান্যাল	ঐ	৩৲	ঐ
" নলিনচন্দ্র রায়	ঐ	৩৲	ঐ
" তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩৲	ঐ
" হরচন্দ্র নিয়োগী	ঐ	৩৲	ঐ
" অমৃতলাল সিংহ	ঐ	৩৲	ঐ
" কেশবচন্দ্র সেন	ঐ	৩৲	ঐ
" প্যারীমোহন মৌলিক	ঐ	৩৲	ঐ
" জগন্মোহন, জিতেন্দ্রমোহন সাহা		১০৲	ঐ
	এককালীন	৩৲	বার্ষিক
" যদুনাথ, উপেন্দ্রমোহন সাহা	ঐ	৩৲	বার্ষিক
		৫৲	এককালীন
" লোকনাথ, ভীমচরণ রায়	ঐ	৩৲	ঐ
" বদনচন্দ্র, সখারাম পোদ্দার	ঐ	৩৲	বার্ষিক
		৩৲	এককালীন
" জগদ্বন্ধু, চন্দ্রশেখর সাহা	ঐ	৩৲	বার্ষিক
		৫৲	এককালীন
" জলধর, দেব নাথ সাহা		৩৲	বার্ষিক
		৫৲	এককালীন
" যাদবচন্দ্র রায়	ঐ	৩৲	বার্ষিক
		৫৲	এককালীন
" রামলাল সিংহ	ঐ	৩৲	বার্ষিক
" গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জব্বলপুর	৩৲	ঐ
" কৃষ্ণগোপাল বন্দোপাধ্যায়	বিরামপুর	৩৲	ঐ
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জব্বলপুর	৩৲	ঐ
" আনন্দচন্দ্র চৌধুরী	রামগোপালপুর	৩৲	বার্ষিক
" জগচ্চন্দ্র মজুমদার	ঐ	৩৲	ঐ

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ লাহিড়ী ৩৲ ঐ

ঐ

" রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

কলসকাটী, বরিশাল ২৲ ঐ

" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য

রঙ্গপুর ১৲ ঐ

ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র টাকা সমস্তই পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নামে কলিকাতা ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পাঠাইতে হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক বৃত্তি দান।

ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্যোগে শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয় প্রদত্ত অর্থের দ্বারায় বার্ষিক ৫০৲ করিয়া নিম্নলিখিত দশটি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বৃত্তিগুলি ভূদেব বাবুর পিতৃদেব ৺বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নামে অঙ্কিত; এ জন্য ইহার নাম বিশ্বনাথ বৃত্তি। বৃত্তি প্রতিগ্রহীতা মহাত্মাগণের নাম ও ধাম,—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পূর্ব্বস্থলী, বর্দ্ধমান।
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা।
শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ ঐ ঐ
শ্রীকৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন, উজীরপুর, যশোহর।
শ্রীগঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন, মহীসার, ফরিদপুর।
শ্রীশশিকুমার শিরোরত্ন, কোড়কদি, ঐ
শ্রীনৃসিংহ সরস্বতী, মন্ত্রেশ্বর, বর্দ্ধমান।
শ্রীআশুতোষ তর্করত্ন, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর বেদান্ততীর্থ, সেনহাটি, খুলনা।

সমালোচনা।

ভৈষজ্যবিজ্ঞানম্। শ্রীমতা ঈশানচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় বিশারদেন সঙ্কলিতং। তেনৈব বিরচিতয়া সুবোধিনীনামিকয়া টীকয়ালঙ্কৃতং,কিঞ্চ অনূদিতয়া বঙ্গভাষয়া স্পষ্টীকৃতং প্রকাশিতঞ্চ। প্রথমোভাগঃ। মূল্য এক টাকা, আট আনা। এই পুস্তক খানি আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ গ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লিখিত। ইহাতে মূল বচন এবং বিশারদ মহাশয়ের সুবোধিনী টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে পৃথক ভাবে বচন গুলির বঙ্গানুবাদ ও দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক খানি চারি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে পরিমাণ নির্ণয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে গুঞ্জ মাসাদি যে সমস্ত পরিমাণের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। এবং প্রাচীন বচনাবলীর ব্যাখ্যা করিয়া উহা স্পষ্ট ও মীমাংসিত করা হইয়াছে। বিশারদ মহা- [illegible] বিবিধ পরিভাষার বিষয় লিখিত হইয়াছে। যেমন "ত্রিফলা" "ত্র্যূষণ" "চতুঃস্নেহ" ইত্যাদি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে-দ্রব্যের মূল, পত্র, ত্বক বা রস ইত্যাদি কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলে, কোন পদার্থের গ্রহণ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক খানি অধ্যয়ন করিলেই লেখকের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অতীব পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে ইহার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে, তাহা ও জানা যায়। আমাদের বিশ্বাস নবীন আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থীর এই পুস্তক বিশেষ উপকারক হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অতীব প্রয়োজনীয় অনেক পরিভাষাদি জ্ঞাতব্য বিষয় এক স্থানেই দেখিতে পাইবেন ছাত্রের পক্ষে ইহার মূল্য আরও কম হওয়া উচিত।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

আজ ১৩০০ সনের চারি মাস চলিয়া গেল, দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে; বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য করিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন! যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

সম্ভবতঃ আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের "বেদব্যাস পত্র" আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ আফিস বন্ধের পরেই একত্রে প্রকাশিত হইবে, সুতরাং আমাদের গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যেও অনেকেরই তখন স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমাদের নিবেদন এই যে যাঁহারা পূজার পূর্ব্বে স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা পোষ্ট আফিসে নিজ নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন। আমরা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই বেদব্যাস পাঠাইব। নিজ শৈথিল্য বশতঃ কাহারও বেদব্যাস পাইতে গোলযোগ হইলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মূল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার [শা]স্ত্রী কৃত সরলার্থ প্রবোধিনী ব্যাখ্যা (অন্বয়) শাঙ্কর ভাষ্য, [শ্রী]ধর স্বামীর টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা এবং শ্রীযুক্ত [শ]শধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ ও মধ্যে মধ্যে টীকা টিপ্পনিও [আ]ছে। ভগবদ্ভক্ত ও বেদব্যাস সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টো[পা]ধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত। কালিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৩।০ টাকা ডাক মাশু[লা]দি ।৵০ আনা। গীতার পূর্ব্বে গীতা পাঠের প্রক্রম দেখান হইয়াছে। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারের মাহাত্ম্য প্রকাশক শ্লোকগুলিও [স]ন্নিবেশীত হইয়াছে। ভাষ্য টীকা সম্বলিত সরলার্থ প্রবোধিনী [স]হিত অনুবাদ বিশদিকৃতা গীতা খানির মুদ্রনাদি কার্য্য ও মন্দ হয় নাই। বৃহৎ গ্রন্থের মূল্যও অধিক হয় নাই। ৩।০ টাকা [মা]ত্র। আমরা এত দিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যেরূ[প সম্]পাদন [দে]খিবার জন্য উৎসুক ছিলাম, সেইরূপ সম্পাদনই [দে]খিতে পাইলাম। সুতরাং বড়ই তুষ্ট হইলাম। আশা করি হিন্দু পাঠক মাত্রেই তুষ্ট হইবেন।

দৈনিক।

BHAGAVATGITA.—Yet another edition of *Bhagavagita* has been published and there is no text which we can recommend more heartily to readers of *Gita*. The publisher, Babu Bhudhar Chatterjea, who has already made a name as a good Hindu scholar, had previously issued another edition with an elaborate Bengali translation by Pandit Sasadhar Tarkachuramani, and, the present work seems to be a great improvement upon the former one. It has been edited in a masterly style and the arrangement is excellent. First a *sloka* from the text is given; then the paraphrase of the *sloka* with the meaning of every difficult word contained in it (altogether a new featuie introduced in this edition); afterwards come the learned commentaries of Sankarachaija and Sridhar Swami, followed by the annotations of Pandit Madhusudan Saraswati; and then a literal Bengali translation by Pandit Sasadhur Tarkachuramani makes the *sloka* complete. We do not know what more a reader of *Gita* wants. All the editions now extant are more or less full of mistakes, but the present is remarkably accurate and free from giammatical blunders. The publisher has spared neither pains no expense to make this edition the best of its kind, and we hope it will command the speedy sale which it so well deserves. It has grown to be a voluminous work but is very moderately priced at Rs. 3-4 a copy.

THE HINDOO PATRIOT, (June 24, 1893.)

"The edition of the "Srimad Bhagavad Gita recently brought out by Pundits Bhudhar Chattopadhyaya and Prasanna Kumar Shastri, deserves well of the students of Shastric lore. It is a handsome volume of about 800 pages, royal octavo, neatly bound. Indeed the get up and finish is *really creditable to* the printer and publisher. But the real worth of [illegible] sloka. But we think the best recommen[dation of] this really welcome publication is the Beng[ali trans]lation which strives to make the text as clear as possible and which betrays a spirit of anxious care throughout to help the reader. We heartily recommend it to those who wish to be led into the labarynths of the Gita, to procure a copy which is far from highly priced, judging from pains taken in its compilation, the best appreciation of which will be a large sale."

AMRITA BAZAR PATRIKA, (*July 29th, 1893.*)

Gita—Edited by Pundits Bhudhar chatteerjee & Prosanna Kumer Sastri. THE *Gita* is universally admired, not because Schtegel and other European *savants* speak highly of it, but because it is the repository of the concentrated essence of spiritual wisdom and philosophical truths. It is no wander, therefore, that in these days of revival of Hindu religion and Sanskrit literature, so many editions of the *Gita* should come out of the Bengali Press. One of the best editions, issued, is the one under notice. It publishes the text, with a paraphrase made by one of the Editors, the Bhashya of Sankaracharaya, the annotations of Swami and Sarasvati and a Bengali rendering of the original by Pundit Sasadhar Tarkachuramani, accompanied with necessary notes. The *publication* is valuable, *as it embraces the explanations of the greatest* aannotators of the *Gita* of the olden days, and the elucidations and translations of some of the recognised Pundits of the modern times. Such a combination in one publication is almost rare.

INDIAN MIRROR, (July 13th. 1893.)

Sremat Bhagabat Gita—Original Sanskrit text with paraphrase, commentaries of Sankara, Swami and Madhusudan, and a Bengalee translation by Pundit Sasadhur Tarka Chudamani. Edited by Pundits Bhudhar Chattapadhyaya and Prasana Kumar Sastri. Price 3-4-0. HOPE, July 30,

The Editor of Hope concludes his long article on our Geeta thus——

The edition of Geeta under notice is the best yet come out of the press, and well calculated to help the student in understanding the spirit of the sublime principles taught in the book. The edition would be perfect with an exhaustive index for easy reference and comparison.

A FEW days ago we had occassion to congratulate ourselves on the turn for spiritual enquiry and study of the Hindoo Shastras which *has been growing to* be a happy sign of the times Among the educated Indians, and as an evidence of this change we noticed the many and various editions of the *Bhagavad Gita* that were being brought out by different editors and publishers. As one of the latest and bes[t] of these editions we brought to the notice of th[e] readers the *Gita* of Pundit Bhudhar Chattyopdhy[aya] Editor of *Vedavyas*, [illegible] handy volume for [illegible]

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস প্রপত্রিকা ত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই র্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে; সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য [illegible] না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

১৮১৫ শক। আশ্বিন, কার্ত্তিক

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। কলিকাতা, ১৩০০ সন, আশ্বিন, কার্ত্তিক। ৬ষ্ঠ, সপ্তম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

ঈশ্বরকৃত-জগদম্বাস্তোত্রং।

মাতর্জ্জগদ্রচননাটকসূত্রধারঃ
সদ্রূপমাকলয়িতুং পরমার্থতোয়ম্।
ঈশোপ্যনীশ্বরপদং সমুপৈতি তাদৃ-
ক্কেস্ম স্তবং কিমিব তাবকমাদধাতু॥

নামানি কিং তু গৃণতস্তব লোকতুণ্ডে
নাড়ম্বরং স্পৃশতি দণ্ডধরস্ত দণ্ডঃ।
যল্লেশলঙ্ঘিতভবাম্বুধিনির্যতোয়-
ত্বন্নামসংস্মৃতিরিয়ং ননু নঃ স্তুতিস্তে॥

ত্বচ্চিন্তনাদরসমুল্লসদপ্রমেয়া-
নন্দোদয়াৎ সমুদিতঃ স্ফুটরোমহর্ষঃ।
মাতর্নমামি সুদিনানি সদেত্যমুং ত্বা-
মভ্যর্থয়েহর্থমিতি পূরয়তাদ্দয়ালো!॥

ইন্দ্রেন্দুমৌলিবিধিকেশবমৌলিরত্ন
রোচিশ্চয়োজ্জ্বলিতপাদসরোজযুগ্মে।
চেতো মতৌ মম সদা প্রতিবিম্বিতা ত্বং
ভূয়া ভবানি! বিদধাতু সদোরুহারে!॥

লীলোদ্ধৃতক্ষিতিতলস্য বরাহমূর্ত্তে-
র্ব্বারাহিমূর্ত্তিরখিলার্থকরী ত্বমেব।
প্রালেয়রশ্মিসুকলোল্লসিতাবতংসা
ত্বং দেবি বামতনুভাগহরা হরস্য॥

ত্বামম্ব! তপ্তকনকোজ্জ্বলকান্তিমন্ত-
র্যেচিন্তয়ন্তি যুবতীতনুমাগলান্তাম্।
চক্রায়ুধত্রিনয়নাম্বরপোতৃবক্ত্রাং
তেষাং পদাম্বুজযুগং প্রণমন্তি দেবাঃ॥

ত্বৎসেবনস্খলিতপাপচয়স্য মাত-
র্মোক্ষোঽপি যত্র ন সতাং গণনামুপৈতি।
দেবাসুরোরগনৃপালনমস্যপাদ-
স্তত্র শ্রিয়ঃ পটুগিরঃ কিয়দেবমস্য॥

কিং দুষ্করং ত্বয়ি মনোবিষয়ং গতায়াং
কিং দুর্লভং ত্বয়ি বিধানবদর্চ্চিতায়াম্।
কিং দুষ্করং ত্বয়ি সকৃৎস্মৃতিমাগতায়াং
কিং দুর্জ্জয়ং ত্বয়ি কৃতস্তুতিবাদপুংসাম্॥

ইতি শ্রীঈশ্বরকৃত-জগদম্বাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অয়ুর্ব্বেদ।

(শবচ্ছেদ প্রথা।)

বিদ্যমান সময়ে অনেকের সংস্কার আছে, যেন কবিরাজী শাস্ত্রে অথাৎ আয়ুর্ব্বেদে এলোপ্যাথী ডাক্তারী শাস্ত্রের ন্যায় শবচ্ছেদ করিয়া অথাৎ মড়া কাটিয়া মানব শরীরের ভিতরে কিরূপ যন্ত্র সকল আছে, তাহা এবং অস্থি, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি দেখিবার ও ছাত্রদিগকে দেখাইবার কোনও ব্যবস্থা লিখিত নাই ও পূর্ব্বকালে তাহা হইতও না। সুতরাং কোনও ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার সুচিকিৎসক হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যে স্থলে আয়ুর্ব্বেদ বেদশাস্ত্রেরই অন্তর্গত, তখন ইহাতে শারীর-তত্ত্ব জ্ঞানের এরূপ একটি অতি প্রধান অঙ্গ থাকিবে না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?

অতি পূর্ব্বকালে, যখন ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর, প্রায় সমস্ত প্রদেশ বা দেশ অজ্ঞানান্ধকারে, আচ্ছন্ন ছিল, তখন, নারায়ণাবতার ভগবান্ দিবোদাস ধন্বন্তরি [১] আর্য্যাবর্ত্তের কাশী প্রদেশের নিকটবর্ত্তী তপোবনে আপন আশ্রমে থাকিয়া রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতাচার্য্য প্রভৃতি দ্বাদশ জন শিষ্যকে [২] আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার সময় জিজ্ঞাসা করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আট অঙ্গে বিভক্ত। যথা, শল্য তন্ত্র, শালাক্য তন্ত্র ইত্যাদি। তন্মধ্যে তোমরা কে কোন্ অঙ্গ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে আপনি আমাদিগকে প্রধানরূপে শল্যতন্ত্র, আর অপ্রধান রূপে অপর তন্ত্রাদি সকলের শিক্ষা দেউন।

প্রমাণ—অথ খলু ভগবন্তমমরবরম * * আশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিং ঔপধেনবৌরভ্রপৌষ্কলাবতকরবীর্য্য গোপুররক্ষিতসুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ। * * তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থম্ আত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোঃ আয়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানম্। * * স্বয়ম্ভূঃ আয়ুর্ব্বেদং অষ্টধা প্রণীতবান্। তদ্‌যথা, শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্যম্, অগদতন্ত্রম্, রসায়নতন্ত্রম্ বাজীকরণম্ ইতি। * * অত্র কস্মৈ কিমুচ্যতাম্। তে উচুঃ অস্মাকং সর্ব্বেষামেব শল্যজ্ঞানমূলং কৃত্বা উপদিশতু ভগবান্ ইতি।"

(সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ১ অধ্যায়)

উপরি লিখিত "শল্যতন্ত্র" কাহাকে কহে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

শল ধাতুর অর্থ সত্বর গমন। যে সকল পদার্থ (তীর প্রভৃতি) শরীর মধ্যে সত্বর প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মায়, মুখ্য কল্পে তাহাদিগের উদ্ধার ও তজ্জন্য-ব্রণ ইত্যাদির চিকিৎসার্থ যে তন্ত্র (শাস্ত্রের পরিচ্ছেদ) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম শল্যতন্ত্র।

উদাহরণ—নানাবিধ তৃণ, সূক্ষ্মকাষ্ঠ, পাষাণের সূক্ষ্ম খণ্ড, বালুকা কণা, শেল, বাণ প্রভৃতি লৌহময় অস্ত্র, লোষ্ট্র (পাটকিলের কুচি) অস্থি, কেশ ও নখ প্রভৃতি শরীরে বিদ্ধ হইয়া কিংবা অদৃশ্য ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে, তাহা বাহির করিবার বিধান, দুষ্টব্রণ প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে পূয়স্রাব করিবার কৌশল, গর্ভ শল্য, অর্থাৎ গর্ভবতীর জরায়ুস্থিত সন্তান, বিকৃত ভাবে আসিয়া প্রসবের বাধা জন্মাইলে, তাহা বাহির করিবার উপায়, এবং বিবিধ যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম (তীক্ষ্ণতম ক্ষারদ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া ফেলা) প্রয়োগ ও ব্রণ (নানা প্রকার ফোড়া) বিনিশ্চয়ের উপায় প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের যে অংশে উপদিষ্ট আছে, তাহার নাম শল্য তন্ত্র।

প্রমাণ—"তত্র শল্যং নাম, বিবিধতৃণকাষ্ঠপাষাণপাংশুলোহলোষ্ট্রাস্থিবালনখপূয়স্রাবণান্তর্গর্ভশল্যোদ্ধরণার্থং যন্ত্র শস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানব্রণবিনিশ্চয়ার্থঞ্চ।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ অঃ)

উল্লিখিত শল্য তন্ত্রের শিক্ষা দান কালে ভগবান্ ধন্বন্তরি কহিয়াছেন যে, স্থূলতঃ সমস্ত শরীরকে বিভাগ করিলে, তাহাতে নিম্ন লিখিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি জ্ঞাতব্য আছে। যথা—

সাতটী পুরু চর্ম্ম; সাতটী কলা (যন্ত্র বিশেষ); সাতটী ধাতু,—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র; তিন প্রকার মল (ঘর্ম্ম, মূত্র, বিষ্ঠা); তিন প্রকার দোষ (যাহা পীড়া দ্বারা শরীরকে দূষিত করে; যকৃৎ যন্ত্র; প্লীহা যন্ত্র; ফুস্‌ফুস (বায়ু কোষ) উণ্ডুক অর্থাৎ মলাশয়, হৃদয় যন্ত্র; সাতটি আশয় অর্থাৎ আধার স্থান (বাতাশয়, পিত্তাশয় প্রভৃতি) কুক্ষিস্থিত গোলাকার যন্ত্র) অন্ত্র অর্থাৎ আঁত, দুইটী বুক্ক, নয়টা বহির্ম্মুখ স্রোতঃ (স্থূল নলাকার যন্ত্র কণ্ঠনালী প্রভৃতি); ষোলটী কণ্ডরা প্রধান স্নায়ু), ষোলটি জাল; ছয়টি কূর্চ্চ (পদদ্বয়ের পৃষ্ঠ দেশের ন্যায় স্থান), চারটি প্রধান মাংস রজ্জু (দড়ীর ন্যায় লম্বা পদার্থ; সাতটি সেবনী (শিলাই করা স্থানের ন্যায়); চৌদ্দটি অস্থি সংঘাত, চৌদ্দটি সীমন্ত (মাথায় সিঁতি কাটার ন্যায় স্থান) তিন শত অস্থি। ২১০ টি অস্থি সন্ধি। ৯০০ নয়শত প্রধান স্নায়ু, ৫০০ পাঁচ শত মাংসপেশী। ১০৭ টি মর্ম্মস্থান। (যে যে স্থানে

---

[১] ধন্বন্তরি শব্দটী সংজ্ঞাশব্দ অর্থাৎ নাম নহে। যেমন ন্যায়রত্ন, তর্করত্ন প্রভৃতি শব্দ গুলি বিদ্যার উপাধি, ধন্বন্তরি শব্দটীও সেইরূপ। ধনু শব্দে শল্য শাস্ত্র। অন্তর শব্দে পার। ই শব্দে যিনি গমন করিয়াছেন। সুতরাং ধনু + অন্তর্ × ই একত্রিত হইয়া ধন্বন্তরি" শব্দে যিনি সমস্ত শল্য তন্ত্রের পারগামী হইয়াছেন, এই অর্থ বুঝাইতেছে। কাশিরাজের পুত্র রূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণাবতারের নাম দিবোদাস এবং উপাধি ধন্বন্তরি। সুতরাং তাহাকে দিবোদাস ধন্বন্তরি বলা যায়।

[২] এস্থলে মূলের লিখিত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নিমি, কাঙ্কায়ন গার্গ্য ও গালব এই চারিজন ধরিয়া দ্বাদশ জন শিষ্যের নাম এই—ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর, রক্ষিত, সুশ্রুত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব। উক্ত দ্বাদশ জনের প্রত্যেকেই শল্য তন্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঔপধেনব, ঔরভ্র, সুশ্রুত ও পুষ্কলাবত, এই চারিজনের গ্রন্থ প্রধান, ও অতি প্রামাণিক। যথা।

ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতং।
শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান,)

প্রমাণ——"তস্মাৎ সমস্তগাত্রম অবিষোপহতং অদীর্ঘব্যাধি পীড়িতম্ অবর্ষশতিকম নিস্কৃষ্টাপপুরীষং পুরুষম অবহন্ত্যাম্ আপগায়াম নিবদ্ধম অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ।"

(সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়)

যদি ৭ দিনে প্রয়োজনমত শিথিল হইয়া থাকে, (নতুবা আরও ২।১ দিন রাখা আবশ্যক) তবে জল হইতে ঐ শবদেহটী তুলিয়া কোনও স্থানে প্রস্থবান করিয়া সূক্ষ্ম বেণার মল, অথবা নারিকেল শলাকা (নারিকেলের কাঠি) কিংবা বাঁশের অতি সূক্ষ্ম কাঁচি ইহাদিগের এক একটী দ্বারা চর্ম্মের উপরি ভাগে অল্প অল্প ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। তাহাতে এক এক পুরু চর্ম্ম উঠিতে থাকিবে। সুতরাং ক্রমশঃ ৭ পুরু চর্ম্ম দেখা হইবে। এ দিকে চর্ম্মের অভ্যন্তরস্থিত অতি সূক্ষ্ম পশাখা শিরা, স্নায়ু ও ধমনী সকল অখণ্ডিত থাকিবে। ক্রমে মাংস-পেশী সকল একে একে এইরূপে দৃষ্টি গোচর হইবে। ইত্যাদি।

প্রমাণ—"সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চ উদ্ধৃত্য ততোদেহং সপ্তবারাং উশীরবালবেণুবল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ন্ ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েৎ চক্ষুষা।"

(সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শব বিচ্ছেদ প্রথার প্রমাণ দর্শিত হইল। এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, কবিরাজী শাস্ত্রে মড়া কাটিবার, শারীরিক যন্ত্রাদি দেখিবার ব্যবস্থা নাই, বিদ্যমান সময়ের অনেকের এই সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রমমূলক ও অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক কি না?

প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, জানা যায় যে,—পবিত্র ভারতবর্ষ আবহমান কাল সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার বিদ্যালয় স্বরূপ। এখান হইতে আরব দেশীয়েরা, তাহাদিগের হইতে যথাক্রমে মিসর, গ্রীক, ইটালিয়ন ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা সকল বিদ্যারই মূল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এদিকে ঘটনাক্রমে এই ভারতীয় ব্যক্তিরাই আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রণীত শাস্ত্র গ্রন্থাদির নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। কালচক্রের কি আশ্চর্য্য ঘটনা?

প্রস্তাবিত স্থলে, অপর একটি বিবেচ্য এই যে, পূর্ব্বকালীন মহর্ষিগণ যোগাদিবলে মানবদেহ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান লাভ করিলেও এবং শবদেহ বিচ্ছেদ দ্বারা দৈহিক যন্ত্রাদি সকল আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া দিবার ব্যবস্থা লিখিলেও, বিদ্যমান সময়ের যে সকল বৈদ্য চিকিৎসক প্রকৃত পক্ষে শব বিচ্ছেদ দ্বারা ঐ সকল দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে কি না?

দৃষ্ট হইতেছে যে, শবদেহ বিচ্ছেদ দ্বারা মৃত মনুষ্যের চৈতন্য শূন্য জড় যন্ত্রাদিই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সেই জড় অংশগুলি চৈতন্য যোগে কোন্ সময়ে, কি ভাবে, কত পরিমাণে, কোন কোন্ কার্য্য করিত, তাহা প্রত্যক্ষ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শব বিচ্ছেদ দ্বারা জীবিত মানবের দেহতত্ত্ব অর্থাৎ তাহার সুস্থাবস্থা এবং পীড়িতাবস্থার অর্থাৎ রোগের বিষয়ে এত অল্প জ্ঞান লাভ হয় যে, তাহা নগণ্য বলিলেও হয়।

বাস্তবিক চিকিৎসা শাস্ত্র শল্যতন্ত্র প্রভৃতি যে ৮ অংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে ভূতবিদ্যা, রসায়ণতন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি অংশে শব চিকিৎসার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি মোটেই শববিচ্ছেদ দ্বারা তৎসম্ভাবিত জ্ঞান উপার্জ্জন করে নাই, কিন্তু ঐ সকল স্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার চিকিৎশাস্ত্রের রসায়ণতন্ত্র (মনুষ্যের রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর শুদ্ধি, পুষ্টিসাধন ও রক্ষণাদি চিকিৎসা), এবং বাজীকরণতন্ত্র (স্ত্রী সহবাসের শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি) ইত্যাদি অংশে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা সুদীর্ঘকাল শব বিচ্ছেদ দ্বারা তৎসম্ভাবিত জ্ঞানলাভ এবং ব্রণ রোগাদিতে শস্ত্রপ্রয়োগ ঘটিত চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের রসায়ন তন্ত্রাদিতে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা কি?

কবিরাজ

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বভাব।

পুরাকালে রচনা ছিল স্বভাব-সুলভ, এখন অভ্যাসলভ্য। পূর্ব্বকালে যাহার যে স্বভাব ছিল, সে সেই মত কার্য্য করিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কার্য্য করিত, ধোপা নাপিত, কামার কুমার, এবং যুগি জোলার কার্য্য করিত না। যুগি-জোলা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সাজিয়া সমাজে বিরাজ করিত না। সুতরাং কাযেই স্বাভাবিকভাব পরিস্ফুট থাকিত। তখন কণ্ঠে কোকিল জয়ী, নৃত্যে রম্ভার গর্ব্ব খর্ব্বকারী, রূপে কন্দর্পের দর্পহারী, সেই যাত্রাদল গাইত, নাচিত, রঙ্গভঙ্গি করিত, আর স্বাভাবিক রসে রসিক কুলের মনোহরণ করিত। এরূপ একটানা বক্তৃতার ছটা ছিল না। এরূপ গর্দ্দভবৎ গভীর গর্জ্জনে বীররসের অবতারণা ছিল না। তখন গানের জন্য প্রধানতঃ যাত্রা, বক্তৃতার জন্য কথকতা এবং ভক্তি মাখা-গাথার জন্য কীর্ত্তন প্রথা ছিল। এখন একাধারে সব।—এক যাত্রাদলে সমস্ত রসের মিশণ।

বণিকের বিপণিতে পূর্ব্বে বানিজ্য পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হইত। এখন সেই বিপণিতে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও চর্ম্মকার প্রভৃতি সমস্ত কারের কারিগরি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ শব্দশাস্ত্রের, কেহ স্মৃতি শাস্ত্রের, কেহবা বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। যাহার যে শাস্ত্রের জ্ঞান স্বাভাবিক, তিনি সেই শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ভাষান্তরের অধ্যাপক হওয়া দূরে থাক, এক জনও সংস্কৃত সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই একবিদ্যা-সুশিক্ষিত অধ্যাপকমণ্ডলী তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সমাজেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরাচীন অধ্যাপক মণ্ডলী পল্লবগ্রাহী, পাঁচে ফুলে সাজি পুরিতে চান। তখন এক ফুলেই সাজি পুরিত, এখন যে পাঁচ ফুলেও সাজি পোরে না, পূজায়ও কুলায় না। এরূপ বিড়ম্বনার কারণ অকৃত্রিম স্বভাব-সুলভ শক্তির অনাদর, আর কৃত্রিম অভ্যাসলব্ধ শক্তির আদর।

কাহারও যথাশক্তি অস্বাভাবিক কার্য্য করা উচিত নয়। যে সময়ে অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়া যে ফল পাইবে, সেই সময়ে স্বাভাবিক কার্য্যে ততোধিক ফললাভ ঘটিবে।

সকলেরই একরস প্রিয়তম হয় না। কাহারও রসনায় মধুর-রস স্বাদু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ অম্লরসের ভক্ত। কেহবা তিক্ত রসের রসিক। সেইরূপ কাহার বুদ্ধি গণিতে, কাহার সাহিত্যে, কাহারও বা অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক। তাহার কারণ, স্বভাব মনুষ্যের অনাহার্য্য ভাব। ফলতঃ একাধার সর্ব্ব-গুণের আকর হয় না। অতএব কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

"প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্টির এই নিয়ম—একাধারে সমস্ত গুণ থাকে না। যাহার যে বিষয়ে প্রতিভা অসঙ্কোচ ভাবে প্রতি-ভাত হয়, তাহার সেই বিষয়ের শিক্ষা করাই স্বভাবানুমোদিত, সুতরাং সমধিক ফলপ্রদ। লোকে কেন অস্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, তাহার কারণ যথামতি নির্দ্দেশ করিতেছি।

দারিদ্র্যভাবে জঠরে অনল নির্ব্বাণাকার, ক্ষুধায় নয়নে ধূমাকার, গৃহে পরিজনের হাহাকার; সুতরাং অর্থের দরকার। সে দর-কারের প্রাণ কোথায়? এ বিশ্বগ্রাসী পিপাসার শান্তি এক সমুদ্রে পর্য্যাপ্ত হয় না। অগত্যা চতুঃসমুদ্রের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে অগ্রসর হইতে হয়। পরিশেষে অদৃষ্টানুযায়ী ফল ফলে—জাবি-চুরি বা পিপাসার শান্তি। কিন্তু প্রায়ই এ পিপাসার শান্তি একেবারে হয় না। হরীতকী-কষায়িত রসনায় বারিপান কর, কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিবে না। যত জলপান করিবে, ততই পিপাসার বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না। ধন পিপাসারও এই দশা। বিষয় বাসনা কষায়িত মানসে এ পিপাসার শান্তি হয় না। তাই আজকাল লোকে এই ধন পিপাসার পরিতৃপ্তিবাসনায় এক বিপণিতে বহুবস্তুর সমাবেশ করিয়া থাকে। এক ব্যবসায়ে অভাব পূরণ হয় না, অথবা বিষম পিপাসার পরিশেষ হয় না। তাই এত আড়ম্বর, এত বিড়ম্বনা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান, বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতানু-শীলন করিয়াছেন। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার আর বয়স নাই। সে প্রতিভা নাই। সেরূপ অধ্যবসায়ও নাই। আছে কেবল ধনপিপাসা, আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে স্পৃহা। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। সময়ে সময়ে যজমান বৃত্তিও চরিতার্থ করা হয়। অপিচ সময়ের গতিকে বাণিজ্য ব্যবসায়েও বিরতি নাই। এই প্রকার ব্যবসায় করিতে হইলে সৎপথে থাকা কঠিন; বিশেষতঃ সাধারণের ধারণা—স্বব্যবসায়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদিতে পাপ স্পর্শে না। উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের তিনটী ব্যবসায় বা ততোধিক। বলা বেশীর ভাগ—প্রবঞ্চনাসূত্রে অনুস্যূত ব্যবসায়মালায় শিক্ষক মহাশয় অধিরাজের ন্যায় বিরাজিত আছেন। দৈবের কি বিড়ম্বনা, এ ব্যবসায়সমুদ্রেও তাঁহার পিপাসার শান্তি হইল না। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, অভাব জ্ঞান স্বভাব-সুলভ ব্যবসায় পরিহারের এবং অস্বাভাবিক অভ্যাস-লভ্য ব্যবসায়-পরিগ্রহের প্রধান কারণ। একে দুশ্চিন্তা-বৃশ্চিকের তীক্ষ্ণদংশনে জীবন যাতনা-পুরী, তাই আবার অভাবের দারুণ সন্তাপ। কি রাত্রি, কি দিন, সেই সন্তাপে সন্তপ্ত হইলে পিপাসা না পাইবে কেন? পিপাসায় আকুল হইলে সকল জলপাত্র গুলিই ধরিবার ইচ্ছা হয়; কি জানি, যদি একটা পাত্রের জলে পিপাসা না মেটে। শরীর সুস্থ হইলে অল্লায়াসে, অল্লাতপে পিপাসা না পাইতে পারে। তথাপি অভাবরূপ আতপাধিক্যে সুস্থেরও পিপাসা অনিবার্য্য। পিপাসা হইলেই অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। অন্তর্দাহ উপস্থিত হইলে ব্যবসায়সমুদ্রে ঝাপ দিয়া থাকে। যদি দৈব অনুকূল থাকেন, সন্তরণ-শক্তি থাকে, তবেই কূল পাই-বার আশা। নতুবা সেই সমুদ্রে প্রাণ হারাইতে হয়।

সাময়িক পিপাসা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সততা-বস্থিত পিপাসার কারণ অভাব। অভাব আমাদের সুমস্ত পিপাসা জাগাইয়া দেয়। যদি আমরা তাদৃশ অভাবগ্রস্ত না হই, তাহা হইলে আর আমাদের নিদিত পিপাসা জাগরিত হয় না। যদি পিপাসা রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অভাবরূপ কুপথ্য সেবা করিলে চলিবে না। সংসার হইতে অভাবকে অর্দ্ধচন্দ্র দেখাইতে হইবে। কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা উচিত নয়। চিত্তকে সংযত করিতে হইবে। প্রাচীন নৈতিক শিক্ষার আলোচনায় অর্বাচীন সংস্কার দূর করিতে হইবে। অভাবের অভাব ব্রতের উদ্‌যাপন করা চাই। যদি এক টাকার জুতায় শরীর অসুস্থ না হয়, তবে পাঁচ টাকার জুতা পরি কেন? ঘৃত দুগ্ধ সেবনে যদি শরীর সবল থাকে, তবে কালিয়ে, কোপ্তা, কট্‌লেট খাই কেন? যদি কুশাসনও চর্ম্মাসন সুখের আসন হয়, তবে অহঙ্কারের উদ্রেজক চেয়ারে বসি কেন? যদি গ্রীষ্মকালে মলমল সুখকর হয়, তবে ইকিন আদি পরিয়া ক্লিষ্ট হই কেন? আমাদের তো এই দশা। আবার অন্তঃপুরবর্ত্তিনী যাহারা অবলা—যে পথে চলে, বলে, কৌশলে লইয়া যাও, সেই পথে যায়। সেই জগদ্দুর্লভ চরিত্রা গৃহলক্ষ্মীকে বড় পরাইয়া লক্ষ্মী ছাড়া হই কেন? আমরা স্বতঃ পরতঃ যখন তখন যেখানে সেখানে অভাবকে ডাকি-তেছি। অভাবও দলবল লইয়া তাহার প্রেয়সী পিপাসার সহিত আবির্ভূত হইতেছে। অনেকে বলেন, অভাব ইংরেজ রাজ্যের সহচর। কিন্তু আমরা সর্ব্বদা আহারে ব্যবহারে, শয়নে বসনে সে সহচর সঙ্গী করি কেন? সে সহচর সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে যাই কেন? অসূর্য্যম্পশ্যার সহিত সে সহচরকে আলাপ করিতে দি কেন? সেই সহচরের সহিত গৃহিণীর সতীত্বনাশের কারণ নিজে হই কেন? ইংরেজ রাজ্যের উপর দোষ দিয়া মহত্ত্বের ভান করিলে চলিবে না। আমরা ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া নহি, যে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া গাড়ী টানিব। আমাদের বুদ্ধি আছে, আপদ প্রতীকারের শক্তি আছে, পরস্পরের সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে, অধিক কি, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব লাভ করিবারও সামর্থ্য আছে, তবে কেন পশুর মত পদে পদে যন্ত্রণাভোগ করি, বুঝিতে পারি না। ইহার দ্বারা দেখান হইল, পিপাসা মনুষ্যের কেবল স্বভাব-সুলভবস্তু নয়, অপিচ অভ্যাস লব্ধ। এখন অভ্যাসে আর স্বভাবে ভেদ কি, বলি। সহজে বুঝিতে চাও—জীবের যে অকৃত্রিম ভাব তাহাই স্বভাব শব্দের বাচ্য। আর জীবের যে কৃত্রিম ভাব, তাহাই অভ্যাস। উজ্জ্বল দর্পণকার বলিয়াছেন।—

বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽথ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যেষ ভবতি দ্বিধা॥
নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।
অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপো ভাব উচ্যতে॥

অর্থাৎ বাহ্য হেতুর অনধীন যে সংস্কার তাহাই স্বভাব নামে অভিহিত। সেই সংস্কার নিসর্গ ও স্বভাবরূপে দুই প্রকার হয়। উক্ত সংস্কার দ্বয়ের মধ্যে যাহা চিরাভ্যাসলব্ধ, তাহাই নিসর্গ। আর যাহা অকৃত্রিম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার নাম স্বভাব। আমরা কার্য্য কারণের অভেদ বিবক্ষা করিয়া অভ্যাস নামেই নিসর্গের উল্লেখ করি, কেননা নিসর্গ ও স্বভাব একার্থ বলিয়া পাঠকের ভ্রান্তি হইতে পারে।

শিরায় শিরায় শোণিতের কণিকার সহিত স্বভাব অভিন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এ শরীর থাকিতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন আর ঘটিবে না। যাহা ইহ কালজ—ইহজীবনের কার্য্য, তাহাই ইহজীবনের কারণ দ্বারা উৎপাটিত হইতে পারে। স্বভাব অন্য জীবনের ফল—পিতামাতার শুক্রশোণিতের সহিত জীবনকে আশ্রয় করিয়াছে। এই জন্যই দর্পণকার "অজন্য" বলিয়া স্বভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার পিত্ত প্রধান ধাতু হয়, ইহ জীবনে আর সে, সে ধাতু পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না; কেন না পিত্ত-প্রধান ধাতু অজন্য—ইহ জীবনের কৃতকর্ম্মের ফল নয়। যদি ইহ জীবনের কৃত কর্ম্মের ফল হইত, তবে ইহ জীবনেই ভোগে হউক, প্রায়শ্চিত্তে হউক, তাহার প্রতীকার করিতে পারিত; কিন্তু স্বভাব জীবনী শক্তির ন্যায় শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কেহই স্বভাবকে পরিত্যাগ করিতে পারে না;

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥ চাণক্য

অর্থাৎ যাহার যে স্বভাব, সে কখন সে স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। শত শত বার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনতা দূর হয় না।

"সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকা ময়লা, ছোড়ে যব জাগে, যব আগ করে প্রবেশ।"

অর্থাৎ সদ্গুরু যদি পাওয়া যায়, তিনি যদি আত্মা ও অনাত্মার ভেদ বুঝাইয়া জ্ঞানের উপদেশ করেন, তাহা হইলে চির সঞ্চিত অজ্ঞানতা দূর হয় এবং জ্ঞানালোকে সমস্ত আলোকিত হয়। যেমন শত শত বার ধৌত করিলেও কয়লার ময়লা দূর হয় না; কিন্তু যখন কয়লায় অগ্নি সংক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত মলিনতা দূর হয়, এবং অগ্নির প্রভাব উদ্ভাসিত হয়।

ভাসা ভাসা ভাবে কবিতার অর্থ বুঝিলে চলিবে না, উহার ভিতর প্রবেশ করা চাই। যদি রত্ন লিপ্সা থাকে, তবে অতল জলধি তলে ডুব দেও, আর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর; রত্ন দেখিতে পাইবে। যদি উপরি উপরি দেখ, তবে রত্নের পরিবর্ত্তে উপরি ভাসমান তৃণ রাশি প্রভৃতি আবর্জ্জনা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না।

কয়লা স্বভাবতঃ মলিন। বহ্নি সংক্রমণে কয়লার মলিন ভাব দূরীভূত হইলে তাহার বিপরীত লোহিত ভাবের আবির্ভাব হয়, ইহাই স্থূল দৃষ্টিতে সকলে দেখিয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায়, বিবৃত করিতেছি।

অগ্নি সংক্রান্ত কয়লাও মলিনতা অনুভূত হয়। মলিনতা অঙ্গারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।—লোহিতত্তা অস্বাভাবিক—অর্থাৎ কৃত্রিম অন্যদীয় ধর্ম্ম। অঙ্গার হইতে অগ্নির বিশ্লেষ কর, তখন দেখিবে যে, অঙ্গার, সেই অঙ্গার,—যে মলিনতা সেই মলিনতা। অঙ্গারের অঙ্গারত্ব থাকিতে উহার মলিন ভাব বিদূরিত হইতে পারে না। যদি বল, অঙ্গারের অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে না দিলে কখনই অঙ্গারের সহিত মলিনতার সংসর্গ ঘটে না। এ আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; কেননা জ্বলদঙ্গারেও মলিনতা থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদের একটী গল্প মনে পড়িল। পিতা শ্বেতকেতুর পরীক্ষা ছলে ব্রহ্মোপদেশ করিতেছেন। পুত্রের তর্কের ভিত্তি, যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নয় তাহা বিশ্বাস যোগ্য নয়। পিতা একটু সামুদ্র জল আনিয়া পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "বল দেখি, ইহাতে লবণ আছে কি?" পুত্র অভিনিবিষ্ট ভাবে দেখিয়া বলিলেন, "না।" পিতা একটু পান করিতে বলিলেন। পুত্র পানান্তে বলিলেন, "হাঁ ইহাতে লবণ আছে, জিহ্বায় লবণের স্বাদ অনুভূত হইতেছে।" পিতা বলিলেন, "তবে স্বীকার কর, যে, যে কোন ভাবে প্রত্যক্ষ হইলে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আমিও পাঠককে বলি, যে ভাবে জ্বলদঙ্গারের মলিনতা প্রত্যক্ষ করিতেছ, সে ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সুধৌত সৌধ ভিত্তিতে জ্বলদঙ্গারের ঘর্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, মলিন-রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। তুমি বলিবে, ঘর্ষণ কালে জ্বলদঙ্গারের রেখাকারী অংশে হইতে অগ্নি অন্তর্হিত হয়। তাই কৃষ্ণবর্ণ রেখা পাত হইয়া থাকে। তবে জ্বলদঙ্গার দ্বিভাগ কর, দেখিবে ভিতরে সেই মলিনতা। তুমি বলিবে, উহার ভিতরে অগ্নি সংক্রান্ত হয় নাই। আমিও তো তাহাই বলি, উহার মলিন ভাব ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বাহ্যাকারে অগ্নির দীপ্তি প্রদীপ্ত, অভ্যন্তরে সেই স্বভাব-সুলভ মলিন ভাব বিরাজমান। মলিনতাই অঙ্গারের অঙ্গারত্ব। অঙ্গার দেহ থাকিতে আর উহার মলিনতা দূর হইবার নয়। যখন অগ্নিতে অঙ্গার দেহের পাত হইবে, অর্থাৎ যখন অঙ্গার অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হইবে, তৎকালে অঙ্গারের সহিত উহার মলিনতা তিরোহিত হইবে। যদি অঙ্গারের সহিত অগ্নির সম্পর্ক না ঘটে, তবে সে মলিনতা-স্বভাবের আর ধ্বংস নাই।

আমাদেরও সেই দশা। আমরা স্বভাব পরিহার করিতে পারি না। গুরূপদেশেও আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। গুরু লব্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে আমাদের মলিন স্বভাব তিরোহিত হয় মাত্র। এই দেহের সহিত যখন বাসনা জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়া যায়, তখনই স্বভাব পরিত্যক্ত হয়। অতএব ছান্দোগোপনিষদে বলিয়াছেন; "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত।"

অর্থাৎ গুরূপদেশে ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু সে শরীরে মুক্ত হইতে

পারে না। শরীর পরিত্যক্ত হইলে জীব জীব-স্বভাব হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব চাণক্যের কথা ঠিক।

"স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥"

কাহারও ক্রুদ্ধ স্বভাব, কাহারও বা কামী স্বভাব। সহস্র সহস্র শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িলে, সহস্র সহস্র দিন সাধু সঙ্গ করিলে, সহস্র সহস্রবার গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, অধিক কি সহস্রবার আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও দেহজ স্বভাবের পরিহার হইবে না। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

অর্থাৎ কাম ক্রোধের বেগ অনিবার্য্য। আজীবন যিনি সেই বেগধারণ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, স্বভাব কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভাষা কথায় লোকে বলে, "এল্লোং যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে"।

বিষম কথা! এমন অপরিহার্য্য স্বভাব কোথা হইতে আসিল? কাহারও স্বভাব সৎ, কাহারও বা অসৎ—এ বিষম বৈসাদৃশ্যের বীজ কি? জগৎ পিতা সর্ব্বত্র সমদর্শী, সকল সন্তানের প্রতি সমান স্নেহ। তাঁহার নিকট এ বিষম ব্যাপারের অভিনয় কেন? সমস্ত কার্য্যের সাধারণ কারণরূপে যাহা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আছে, তাহাই বিসদৃশ স্বভাবের একমাত্র কারণ। প্রাক্তন জন্মকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের সমষ্টিই স্বভাবরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্যকে কর্ম্মফল ভোগ করায়, অতএব ব্রহ্মপুরাণকার বলিতেছেন—

"স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।"

পূর্ব্ব দেহের কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বভাব সংগঠিত হয়। কি সুন্দর বিচার,—যাহার কর্ম্ম, তাহারই ফল ভোগ করিতে হইবে, তা ইহ জন্মেই হউক, আর জন্মান্তরেই হউক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে—

"বচনেষু চ বুদ্ধৌ চ স্বভাবে চ চরিত্রতঃ।
আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাং॥
লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তৎ কর্ম্ম যৎ কৃতং পুরা।
স্বকর্ম্মণাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে জন্তুর্জ্জন্মনি জন্মনি॥
* * * * *
সুবক্ষ কর্ম্মজনকস্তৎ কর্ম্ম দৈবকারণং।
স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা॥
স এব আত্মা সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ।
স চ সৃজতি দৈবঞ্চ স্বভাবং কর্ম্ম এব চ॥

তাৎপর্য্য—বাক্যে, বুদ্ধিতে, স্বভাবে, চরিত্রে আচারে ও ব্যবহারে মানুষের হৃদয় চেনা যায়। মানুষ কর্ম্মের বশীভূত। যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ তাহার স্বভাবাদি গঠিত হইবে। সে কর্ম্ম ইহকাল কৃত নয়, পুরাকৃত। সেই পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল এক জন্মের ভোগে না ফুরাইলে জন্ম জন্ম ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য স্বয়ং কর্ম্মের কর্ত্তা। মনুষ্য সে কর্ম্ম করে কেন? তাহার কারণ দৈব। সে দৈব কি?—আপনারই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল। তাহার নাম স্বভাব। আত্মার ন্যায় সমস্ত জীবে সম্বন্ধ। সকলেই সেই স্বভাবের সেবা করিয়া থাকে। স্বভাবও সেবানুযায়ী শুভাশুভ ফল প্রদান করে। স্বভাব বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মকর্ত্তা এবং ভবিষ্য-জন্মেরও দৈব ও স্বভাবের স্রষ্টা।

অভ্যাস শব্দের অর্থ পুনঃ পুনরনুশীলন। পুনঃ পুনরনুশীলনে এক বিষয়ে অন্তঃকরণের তৎপ্রবণতা জন্মে। সেই তৎপ্রবণতারূপ অভ্যাস মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাবের ন্যায় কার্য্যকারী বলিয়াই তাহাকে দ্বিতীয় স্বভাব নামে ব্যপদেশ করা যায়। বস্তুতঃ অভ্যাস স্বভাব নয়। অভ্যাস কর্ত্তৃক স্বভাব অভিভূত থাকে, সময়ে সময়ে স্বভাবের উদ্বোধের কারণ প্রতিরোধ করে। সেই উদ্বোধের কারণের অসদ্ভাব হইলে অভ্যাস স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে পারে, প্রত্যুত উদ্বোধের সাহায্যে স্বভাব বলবান হইলে কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বভাবের প্রবলতা সপ্রমাণ করিতেছি।

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি স্নেহ অভ্যাসলব্ধ অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষ। লালন পালনে পুত্রের প্রতি স্নেহ হয়। কুলীনের পুত্রের প্রতি স্নেহ হয় না। কেন না কুলীনের লালন পালনের ভার নাই। সুতরাং স্নেহকে অভ্যাসলব্ধ বস্তু স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেও স্নেহ যে অভ্যাস বলে বলবান, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই।

দাতৃত্ব, হিংসকত্ব, দয়ালুতা ও কৃপণতা প্রভৃতি অকৃত্রিম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বভাবের নিকট অস্বাভাবের পরাজয় হইয়া থাকে। কর্ণ স্বভাবতঃ দাতা। তাহার অপ্রতিহত দাতৃত্ব শক্তিতে ভগবানের আসন পর্য্যন্ত টলিল। তাই ভগবান্ দাতৃত্বশক্তির পরীক্ষা করিবার বাসনায় তাঁহার গৃহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ণও অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অতিথির প্রত্যাশায় দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-রূপী ভগবানকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বৃদ্ধ গোঁ ধরিলেন—পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মাংস ব্যতীত অন্ন গ্রহণ করিবেন না। কি বিষম কথা। কাহাকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া বধ করিবেন! আবার অতিথি প্রত্যাখ্যান করা ও তাহার স্বভাব সুলভ ব্যাপার নয়। চিন্তাকুল হইয়া পত্নী কলত্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। পুত্র বৃষকেতু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,"পিতঃ! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?—আজ হউক, কাল হউক, এ শরীর শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে, তা নয়, দুদিন অগ্রে ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য হইল। অতএব আমার মাংসের দ্বারা অতিথি সৎকার করুন।" পতিগতপ্রাণা পত্নীও তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন। কর্ণের আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আবার গোঁ ধরিলেন—"পিতা মাতা দুজনে সেই পুত্র করাত দ্বারা কাটিবেন। মাতা পুত্রের মাংস পাক করিবেন, পিতা তাহাই পরিবেশন করিবেন। কি কর্ত্তন, কি রন্ধন, কি পরিবেশন—কোন সময়েই কেহ অশ্রুজল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সহাস্য বদনে স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কি বিষম ব্যাপার! কোন দেশে বোধ হয়, এরূপ

লোমহর্ষণ অতিথি সৎকার সম্পাদিত হয় নাই। এত নিষ্ঠুর নিৰ্ম্মমেও ব্রাহ্মণের তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন, "পঞ্চম বর্ষীয় বালককে না খাওয়াইয়া আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিব না।" কর্ণের মাতার যেন বজ্রাঘাত হইল! কে সেই পুত্র স্বরূপ কাল করাল গ্রাসে পুত্র সমর্পণ করিবে। প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইলেন, কুত্রাপি পঞ্চম বর্ষীয় বালক দেখিতে পাইলেন না। স্বামী স্ত্রীতে করাত দিয়া নিজ পুত্র কর্ত্তন করিলেন। পত্নী পুত্র-মাংস সহাস্যবদনে পাক করিলেন, এতকাভাবে তাহার সমস্ত শ্রম বুঝি পণ্ড হয়। তখন গত্যন্তর না দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন ভগবান আর কতক্ষণ ভক্তের কষ্ট সহ্য করিবেন। তাঁহার পরীক্ষা করা শেষ হইল। কর্ণ ভগবানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ভগবান্ "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আর পারিতোষিক স্বরূপ বৃষকেতু হরি-গুণ গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে আবির্ভূত হইল। ভগবান অমনি অন্তর্হিত হইলেন।

পাঠক, দেখিলেন, স্বভাবের কি খরতর বেগ। সে বেগবলে স্নেহ, মমতা সমস্তই ভাসিয়া কোথায় গেল। অতএব কবি বলিয়াছেন।—

সৰ্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ
অতীত্য হি গুণান্ সৰ্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বৰ্ত্ততে॥

অর্থাৎ সকলেরই স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত, ইতর গুণের পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ স্বভাব সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া সকলের মস্তকের উপর বসিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

ফরিদপুর জেলার অধীনতায় কালিকাপুর নামে একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। গ্রামটি বহুতর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্রগণের আবাস স্থল। অন্যান্য জাতিরও যথা সম্ভব বাস আছে। গ্রামের সমস্ত অধিবাসীগণই প্রায় স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সুসম্পন্ন অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এই চারি বৎসর পরিব্যাপক সুদারুণ দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়াছে। এখন সকলেই অতিদীন ভাবে কোন মতে জীবিত রহিয়াছেন। এ অবস্থায় ধর্ম্মের অবস্থাও যেমন হওয়া উচিত তাহাই ঘটিয়াছে।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণপল্লীর এক প্রান্তে কালীশরণ ভট্টাচার্য্য নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। কালীশরণ শাস্ত্র রহস্য বোধে অতি নিপুণ এবং অধ্যাত্ম বিদ্যাপঙ্কজের একটি মধুকর স্বরূপ। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েও ধার্ম্মিকগণের আদর্শ। সুতরাং এরূপ লোকের, ইদানীং যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইঁহারও তৎসমস্তই আছে। দিনান্তে একবার শাকান্ন ব্যতীত অন্য কিছুই কখনই সংগৃহীত হয় না, পরিচ্ছদেও সপরিবারের শতগ্রন্থি সম্বলিত বস্ত্র, তাহাও আবার অঙ্গারের মত মলিন। গাত্রে তৈল নাই, মস্তকে তৈল নাই, বেতনাভাবে নাপিতও ক্ষৌর কার্য্য করে না, সুতরাং সেই অতিরুক্ষ, আলুলায়িত, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু কেশ সমূহে সমাকুলিত গৌরবর্ণ মুখ খানি হিমানী-মধ্যগত সৌর বিম্বের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ দেহদণ্ডটি অন্নকৃচ্ছ্রে প্রক্ষীণ হইয়া দীর্ঘ বাহুদণ্ড বিধ্বংসনের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পতন চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। বাটীতে দুই খানি কুটীর মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাও জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া লক্ষ ছিদ্রে পরিণত হইয়াছে। তাহার একখানি কুটীর মায়ের মণ্ডপ আর একখানিতে নিজের অবস্থিতি এবং পাকাদি হইয়া থাকে। পরিবার মধ্যে পুত্র কন্যাদি সমস্তই জগদম্বা হরণ করিয়াছেন, এখন কেবল মাত্র সহধর্ম্মিণী অবশিষ্টা। দম্পতি উভয়েই প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন, শরীরের অবস্থাও উভয়েরই সমান। ইহাই কালীশরণের স্বাভাবিকী অবস্থা।

ইহার উপরি আবার বর্ত্তমান বৎসরের এই দারুণতম দুর্ভিক্ষ, আর প্রলয়প্রতিম বন্যা! এখন কালীশরণ মহাশয়ের অবস্থা সম্বন্ধে পাঠকের যেরূপ অনুমান হইতেছে তাহার কিছুই মিথ্যা হইবার নহে, তৎসমস্তই বাস্তবিক ঘটিয়া গিয়াছে। বন্যায়, প্রথমে বাটী, তৎপরে প্রাঙ্গণ নিপ্লাবিত করিয়া অবশেষে কুটীরের মধ্য পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। কুটীরে বক্ষ মাত্র জল! কালীশরণ তাহার উপরি বংশ মঞ্চ করিয়া দিনযাপন করেন। মায়ের কুটীর খানি ঐরূপ জলগত হওয়ায় পতিত হইয়াছে। এদিকে, আহার সম্বন্ধে, কোন দিন যবাগু, কোন দিন দ্বি ত্রি মুষ্টি অন্ন, কোন দিন কেবল কচ্চী শাক, না হয় কদলীসার (থোড়) মাত্র ঘটিয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া উঠে না। সে দিন কেবল জলের দ্বারাই দিবা রাত্রি অতিক্রান্ত হয়। এই অবস্থায় এবার সপরিবার কালীশরণ মহাশয় কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু এ বিপদ, এ অন্নব্যসন তাঁহার অন্তরাত্মাকে অণুমাত্র বিত্রস্ত বা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি অকাতরে অনন্যমানসে সৰ্ব্বদা মায়ের ভাবে মগ্ন রহিয়াছেন। সাশ্রুনয়নে, সগদ্গদ কণ্ঠে, রসোল্লসিতচিত্তে, মায়ের গুণাবলী সম্বলিত গানের দ্বারা তাঁহার বাহ্য প্রাণ, বাহ্যেন্দ্রিয় সৰ্ব্বদা সমাপ্যায়িত থাকে; অন্তঃকরণও সেই মৃত সঞ্জীবন সুধানিস্যন্দী মায়ের চরণ চন্দ্রিকার মধ্যেই সতত বিলীন হইয়া থাকে। তাই কালীশরণের নিকট কোন বাধা বিপদ আস্পদ করার অবকাশ প্রাপ্ত হয় না।

এবার এক ক্রমে ছয় দিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র অলবণ কচ্চী শাক, আর কদলীসার ব্যতীত তাহার আহার সম্বন্ধে আর কিছুই ঘটিতেছে না, দেহ যষ্টি একবারেই জীর্ণ হইয়া স্বব্যাপারে অসমর্থ হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালীশরণ মহাশয় এ সকল বাধা বিপদে পরিচালিত হয়েন না। তাই, এ অবস্থায়ও আজ, কালীশরণ সেই বংশ মঞ্চের উপরি বসিয়া জীবনসঙ্গিনী অৰ্দ্ধাঙ্গিনীর নিকটে সানন্দে মায়ের গুণালাপ করিতেছেন। আলাপ করিতে করিতে, উভয়েই, কখনো কাঁদিতেছেন, কখনো হাসিতেছেন, কখন বা বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পতিত হইতেছেন, আবার উঠিতেছেন, আবার কখনো উভয়ে সমস্বরে মিলিত হইয়া "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় গান করিতেছেন।

এদিকে, হরি বিরিঞ্চি প্রমুখ সমস্ত সুরবৃন্দ সমবেত হইয়া কৈলাস ধামে সমুদ্‌গত হইলেন। সেখানে দ্বারস্থ গণপতিগণে

সহিত যথাযথ সংকার গ্রহ প্রতিগ্রহে সম্ভাষণ করিয়া ত্রিলোক জননীর সিংহাসনের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সপ্তবার প্রদক্ষিণান্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সেই ত্রিভুবন বিধাত্রীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন জগদ্ধাত্রী তাঁহাদিগের প্রত্যেকের শিরোঘ্রাণাদি স্নেহ ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিয়া সকলকেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশনে অনুমতি করিলেন, এবং সস্নেহে কুশল প্রশ্নাদির পরে আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সমস্ত সুরগণ সুররাজের প্রতি অভিনিবেশ করিলেন, তাহা অনুভব করিয়া তিনিই সেই বাগ্দেবীর নিকটে উত্তর বাক্য নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইন্দ্র। জননি! আপনি কৃপা করিয়া যাহাকে ঐ চরণযুগলের দর্শন দান করেন তাহার সমস্ত প্রয়োজনের শেষ হইয়া যায়, সমস্ত কামনা, সমস্ত বাসনা সমূলে উন্মূলিত হয়। সুধা সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে যেমন কূপোদকের নিমিত্ত কেহ লালায়িত হয় না, ঐ সর্ব্বাশুভ নিবারক, সর্ব্বাভাব পরিপূরক, চরণ যুগলের সন্দর্শন পাইলেও তেমন অন্য কোন বিষয়ে অভিলাষ বা অনুরাগ হইতে পারে না। এজন্য জ্ঞানীগণ এই সন্দর্শনকেই ধ্রুব তারা করিয়া সমাধি যোগাদি উপকরণের অবলম্বনে ভব-সমুদ্রে "পারা" ধরিয়া থাকেন, আমরাও সতত শ্রীচরণ দর্শনেই প্রার্থনা করি, এবং যাহাতে ইহার গৌরবাদরের কোনরূপ ত্রুটি হয় তাহা দেখিলে বিশেষ বেদনা অনুভব করি। জ্ঞানরূপিণি! সর্ব্বজ্ঞে! আপনার অবিদিত কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব নাই, তথাপি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য সমস্ত বলিতেছি। জননি! সম্প্রতি কতিপয় বৎসর হইতে ঐ দ্বিতীয় [illegible] আমাদিগকে নিতান্তই প্রবাধিত করিতেছে। যাহাতে ঐ ভবারাধ্য চরণযুগলের অবমাননা হইতেছে। হিমালয়ের [illegible] ভূধর তপস্যা ফলের পরিপূরণের নিমিত্ত যে প্রতিবৎসর তিন দিন কাল আপনি ধরণীমণ্ডলে আবির্ভূতা হয়েন, তখন নানা নগর নগরীর ভূরি ভূরি দুরাচারগণ দুর্গোৎসবের অভিনয় দ্বারা নানাবিধ পাপাচরণ করে। তাহারা আপনার এই ত্রিলোক মোহন মূর্ত্তির একটা স্বেচ্ছাকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করে, [illegible] ও [illegible] দেয়, তৎপর বারাঙ্গনা সুরাদি লইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত পাশব ভাবে মগ্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, আপনার পূজা ক্রিয়াতে আরো এত গর্হিত আচরণ করে যে, তাহা আমাদের ততোধিক মনঃপীড়াকর। বিশেষতঃ, এবার [illegible] প্রেরণার দ্বারা যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহা উপস্থিত সকল দেবগণের নিশ্চয়ই অসহনীয় হইবে। অতএব জননি! এবার হিমালয় গমনের সম্বন্ধ প্রতিসংহৃত করিয়া চরণোপান্ত পতিত দেবগণকে সমাশ্বস্ত করিবেন, ইহা অভিলাষ করিতেছি।

জগদম্বা।—বৎস! ভারতের অনেক স্থানেই, আমার পৃথিবী সংস্পর্শ কালে, তোমার বর্ণনানুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, সত্য, তদ্দর্শনে তোমাদের বিরক্তি বা মনোবেদনা হওয়াও সম্ভবপর, এতৎ সমস্তই আমার বিদিত আছে। কিন্তু বাবা! সেই মদ্গতপ্রাণা মেনকার সেই হৃদয়স্পর্শী আহ্বান উপেক্ষা করা আমার নিতান্ত কষ্টাবহ হয়, তাই প্রতিবারেই তোমাদিগকে সমাশ্বস্ত করিয়া পৃথিবীতে গমন করিয়া থাকি। তা হউক, এবৎসর তাহাও উপেক্ষা করার সঙ্কল্প করিলাম, এবার তোমাদের নিষেধ প্রতিপালনের ইচ্ছা রহিল, কিন্তু শ্রীমান্ কালীশরণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ চিন্তা আছে। সে পূজা করিলে, তাহার আহ্বান উপেক্ষা করা আমার অধিকতর ক্লেশাবহ হইবে।

ইন্দ্র।—জননি! যদি অনুমতি পাইলে, কালীশরণ যাহাতে আপনার পূজা চেষ্টায় বিরত থাকেন, তাহা আমরা করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন উদ্বেগই থাকিবে না।

জগদম্বা। তাহা যদি পার তবে আমার অসন্তোষের কোন কারণ নাই।

অনন্তর দেবগণ তদনুজ্ঞা অনুষ্ঠানের অবধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কালীশরণ মহাশয় অদ্য প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সেই অকূল জলে ভাসমান বংশমঞ্চে উপবিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহ এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছেন।—

গৃহিণী।—গুরো! কেবল কচ্ছাশাকাহারের দ্বারা অদ্য সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল, ইহার পূর্ব্বেও বহুদিন হইতেই কখনো দ্বি ত্রি মুষ্টি অন্ন, কখনো যবাগু, কখনো কদলীসার, কখনো কচ্ছ, কোন দিন বা কিছুই না, এইরূপে কাল যাপন হইতেছে। অধিদেব! ঈদৃশ দীর্ঘকাল ব্যাপক অন্ন বসনের দ্বারা আপনার ঐ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপ দেহটি আমার নিতান্ত শোকাবহ হইতেছে। ইহার এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা সন্দর্শন করিতে আমার মর্ম্মোদ্বেগ অবসন্ন হয়, উপবাসাবেশে জীবনটা যেন একবারেই নিমীলিত হয়। প্রভো! আপনার এরূপ অবস্থা সন্দর্শনে আমি কোনমতেই এ জীবন রাখিতে সমর্থ হইতেছি না। অধীশ্বর! মা কি এইরূপেই আমাদের [illegible] করিবেন?

কালীশরণ।—পতিপ্রাণে! শান্তা হও, প্রতিবুদ্ধা হও। জগৎ ক্ষণশীল, অবশ্য বিনশ্বর [illegible] দেখিতেছ; অভাবাশঙ্কা কাতরা [illegible] হওয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর পক্ষে সমুপযুক্ত নহে। পতিব্রতে! আমি এ দেহপাতের নিমিত্ত কিছু মাত্র চিন্তিত নহি, তবে ঘটনা মতে যাহা সম্ভব, হউক, কিন্তু একটি বিষয় আমার নিতান্ত মর্ম্মান্ত বেদনাকর হইয়াছে, ইহা আর সহ্য হইতেছে না। যে মুখে সুধা অর্পণ করিতে ও বাসবাদি দেবগণ ভক্তিভরে দণ্ডায়মান থাকেন, হতভাগ্য আমি আজ সপ্তাহ যাবৎ সেই ত্রিভুবন বিধাত্রী রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মায়ের শ্রীমুখে কেবল মাত্র সামান্য কচ্ছাশাক অর্পণ করিতেছি! মা আর কত দিন আমাকে এ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিবেন, তাহা জানি না।

তৎপর আর একটি চিন্তাও ক্রমে বলবতী হইয়াছে। বাহজ্ঞানি! ঐ দেখ দাসের কুটীর খানি জল মধ্যে পতিত হইয়াছে। মায়ের শুভাগমন দিন নিকটবর্ত্তী হইল, অদ্য আশ্বিন মাসের চতুর্থ দিন। এখন হইতে কুটীর খানির কিঞ্চিৎ সংস্কার চেষ্টা না করিলে মায়ের প্রতিমা গঠনাদির উদ্যোগ হইতে পারিবে না; অতএব অদ্য তাহারই যত্ন করিব। কিন্তু চিন্তা করিতেছি জলের। প্রাঙ্গন মধ্যেই বক্ষ মাত্র জল, ইহার একটু দূরে যাইতে

হইলেই মৃত্তিকায় পদার্পণ হয় না, তখন সন্তরণ করিতে হয়। সন্তরণের দ্বারা সেই অরণ্যে যাওয়া এবং বংশাদি সংগ্রহ করা কিরূপে সম্পন্ন হইবে তাহাই ভাবিতেছি। যাহা হউক, মায়ের নাম লইয়া যাত্রা করি, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এই বলিয়া এক খানি দাব মস্তকে বন্ধন করিয়া মায়ের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন, এবং অতি যত্নে অতি কষ্টে সেই শীর্ণ দেহটি লইয়া সন্তরণ করিতে করিতে বহুক্ষণে সেই গ্রামের প্রান্তস্থ বংশ বনে উত্তীর্ণ হইলেন। সেখানে গিয়া একটি বংশ কর্ত্তনাদি করিয়া আর একটি কাটিতেছেন, এমন সময়ে সেই বংশ পর্ব্বের বিল হইতে একটি কৃষ্ণ সর্প সমুত্থিত হইয়া তাঁহার বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগে দংশন করিল। কালীশরণ সেই জাতি সর্পের বিষের শক্তি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দাত্রের দ্বারা দষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীটি সমূলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদন ক্ষত হইতে দেহের ক্ষয়াবশেষ রুধির টুকু প্রায়ই নিঃসৃত হইল। কালীশরণ মায়ের চরণ সুধা মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া কথঞ্চিৎ বেদনা সম্বরণ করিলেন, এবং একটু বিবেচনানন্তর বলিতে লাগিলেন।—

"ভুজঙ্গম! তোমার আমা হইতে কোন ভয় নাই, তুমি নিরাপদে আশ্রয়ীকৃত নীড়ে পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইয়া বসতি কর। আমার নিকট তুমি কোন রূপ অপরাধী নহ। আমিই তোমার আশ্রয় নাশের অপরাধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই প্রলয়প্রতিম বন্যা বাধায় তুমিও আমার মতই বিপন্ন হইয়া এই বংশ বিলের আশ্রয় লইয়াছিলে। আমি অজ্ঞানত তাহার বাধায় প্রযত্ন করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে বাস কর। কিন্তু ভ্রাতঃ! তুমি আপাতত আমাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছ। আমাকে এই বংশ লইয়া মায়ের কুটীর সংস্কার করিতে হইবে, তাহা এই সবেদন ছিন্নাঙ্গুলী হস্তের দ্বারা নিষ্পন্ন করা বিশেষ কষ্টাবহ হইবে। হউক, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই আমার কার্য্য বাধিত হইবে না।" এই বলিয়া তাদৃশ হস্তের দ্বারাই অতি ক্লেশে অপর আর একটি বংশ কর্ত্তন করিলেন। এই দুইটা বংশকে একত্রিত করিয়া জলে ভাসাইয়া স্বয়ং পূর্ব্ববৎ সন্তরণের দ্বারা কোনমতে স্বকুটীরে প্রত্যুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গিনী করিয়া তদ্দ্বারা মায়ের কুটীর খানিকে কোনমতে একরূপ কার্য্যোপযোগী করিলেন। এইরূপে কালীশরণের মণ্ডপ সংস্কার হইল। এখন মায়ের প্রতিমা নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিবেন।

কালীশরণের গ্রাম প্রতিবাসী একজন ধর্ম্মভীরু কুম্ভকার ছিল। সে অতি সামান্য কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক আর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই প্রতি বৎসর কালীশরণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। এবারও সেই ভরসায় নির্ভরে কালীশরণ সেইরূপ সন্তরণ করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মন্তব্য বিজ্ঞাপ্ত করিলেন। কিন্তু কি জানি কি কারণে এবার সে তাহার পূর্ণ পারিশ্রমিক সমস্তই অগ্রে না লইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণে স্বীকার করিল না। কালীশরণ বহুবিধ অনুনয় আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি করিলেন, [illegible] সেই কুম্ভকার পূর্ব্বনিয়মে বাধ্য হইল না।

কা[illegible] অবস্থা, পাঠক অবগত আছেন, তিনি অর্থ দিতে সমর্থ কি না তাহাও জানিতেছেন, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তিনি কুম্ভকারকে কোন মতেও বাধ্য করিতে না পারিয়া বন্যার জলে অশ্রুজলের সম্মূর্চ্ছনা করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ সন্তরণে স্বকুটীরে প্রত্যাগত হইলেন।

পর দিবস, নিজেই প্রতিমা গঠন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন এবং মৃত্তিকাহরণ মানসে এক খানি কুদ্দাল লইয়া কদলী ভেলার সাহায্যে নদী তীরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেখানে পাদ মাত্র জলে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই পদ্মা নদী হইতে অতি ঘোর তর কুম্ভীর উত্থিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পাদ গ্রাস করিয়া নদী মধ্যে লইয়া চলিল। কালীশরণ জীবনের শেষ সময় বুঝিতে পারিয়া তাদৃশ জঘন্য মৃত্যুতে ভীত হইলেন, এবং জগন্মাতার ধ্যানের অবকাসের আশায় আকস্মিক মৃত্যু হইতে শরীর রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিলেন। সে জন্য হস্তস্থিত কুদ্দালের দ্বারা গ্রাহ-গৃহীত পদ খানি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, গ্রাহ ছিন্ন পদ খানি লইয়া জল মগ্ন হইল। কালীশরণ সুদারুণ বেদনানলে দহ্যমান হইয়া কিঞ্চিৎ রহিলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হইলে সংসার রোগের মহৌষধ ত্রিতাপহরণ মায়ের পাদুখানির রস পানে মনোনিবেশ করিলেন। যামদ্বয় পর্য্যন্ত তাহাতেই নিমগ্ন থাকিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার বহিঃসংজ্ঞা হইল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার ব্যসনকারী কুম্ভীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বিহিত নহে। সে তাহার নির্দ্দিষ্ট আহারেরই অভিলাষ করিয়াছিল, তবে সে অন্য কিছু না লইয়া আমিই তাহার ব্যাপদনায় হইলাম, ইহা আমার জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতের ফল। কিন্তু সে দুষ্কৃত ও স্বাধীন কোন বস্তু নহে, তাহা আমার দ্বারাই সঞ্চিত হইয়াছিল। আমার ক্রিয়াতেও যদিচ মায়ের ইচ্ছাই মূল কারণ বটে, তথাপি সে ইচ্ছা যখন জীবগণের জ্ঞান বুদ্ধির অবিকারাতীত, তখন তাহা লইয়া দয়াময়ী মাকে কোন দোষারোপ করিতে পারা যায় না, সুতরাং এ প্রাণ-ব্যসন ঘটনা আমা হইতেই উপনীত হইয়াছে, অতএব আমি স্বয়ংই ইহার একমাত্র কারণ। তা হউক, কিন্তু আমি পাদ কর্ত্তনের দ্বারা সেই গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া লাভ করিলাম কি? এখন যে দেখিতেছি, আমার সেই আকস্মিক মৃত্যুই আপেক্ষিক শ্রেয়স্কর ছিল। এখন এদেহ যদি থাকে তাহা হইলেও এইরূপ শক্তি রহিত পঙ্গু দেহের দ্বারা কি করিব? ইহার দ্বারাও ব্রাহ্মণীদের রক্ষা করা নিতান্তই অসাধারণ হইবে। তৎপর, যাহার নিমিত্ত এত কষ্ট করিলাম, অগাধ জলে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে ডুবিতে কতকিছু করিলাম, সেই দারুণ সর্পাঘাত সহ্য করিলাম, কত প্রাণান্ত করিয়া সেই বংশাদি আহরণ করিলাম, কুটীর সংস্কার করিলাম, তৎপর কুম্ভকার কর্ত্তৃক কত ন্যক্কৃত হইলাম, তাহাও ত সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। এই দারুণ যন্ত্রণাবহ রুধিরস্রাবী খঞ্জপদ আমাকে মোমুহ্যমান করিতেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি, অন্তর শূন্যময় হইতেছে, শীর্ণদেহটা অবসন্ন হইতেছে, এখন ইহার দ্বারা আমি কি করিব? কেমন করিয়া মৃত্তিকা নয়ন করিব, কেমন করিয়া কুটীরে যাইব, কিরূপেই বা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব, তৎপর দুখানা কচ্চীশাকের ভোগই বা

কি প্রকারে আস্বাদিত হইবে। মাগো জগজ্জননি! তোর ইচ্ছা-সমুদ্রের মধ্যে কি হতভাগ্য কালীশরণের এইরূপ পরিণাম লুক্কায়িত ছিল” ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখ সংলাপ করিয়া কালীশরণ লক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে রহিলেন। অনন্তর এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। “হউক, আর বিলাপ করিয়া কি হইবে। এখন বোধ হয় জীবনের অধিক সময় অবশিষ্ট নাই, যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দুই তিন মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেহ যন্ত্রের ক্রিয়ার শেষ হইবে। অতএব ইহার যে অবশিষ্ট শক্তি-টুকু আছে তাহা মায়ের ক্রিয়াতেই শেষ করা কর্ত্তব্য। তৎপর যখন দেখিব যে ইহা পরিসমাপ্ত হইল তখন এই নদীতীরে বালুমধ্যে শায়িত হইয়া মায়ের চরণযুগল স্মরণ করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিব।” এই বলিয়া কালীশরণ মহাশয়, সেই পরিহিত ছিন্নবস্ত্র খানির কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত স্থানের উপরিভাগটা বন্ধন করিলেন। তাহাতে রুধিরস্রাব কিছু বারিত হইল। অনন্তর জানু অবলম্বনে অর্দ্ধদণ্ডায়মান হইয়া সেই কুদ্দালখানি গ্রহণ পূর্ব্বক বারে বারে মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে কার্য্যোপযোগী মৃত্তিকা সংগৃহীত হইল। তিনি অতিক্লেশে ম্রিয়মাণভাবে সেই মৃত্তিকা পিণ্ডকটি সেই ভেলাতে উত্তোলন করিয়া কুটীরাভিমুখে ভেলাটি বাহিতে লাগিলেন, ক্রমে কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর পতি-প্রাণা উৎসুকা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সমস্ত আবেদন করিয়া বিবিধ সান্ত্বনা-সহ সেই মৃত্তিকার দ্বারা নিজেই কোনরূপে মায়ের ক্ষুদ্রাকার একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন। চূণ, এবং হরিদ্রাদির দ্বারা তাহা রঞ্জিতও করিলেন। ক্রমে পূজাদিন নিকটবর্ত্তী হইল, আজ মায়ের অধিবাসের দিন, কিন্তু কালীশরণের হস্তক্ষত, পদক্ষত আজও শুষ্ক হয় নাই, যন্ত্রণাও কিঞ্চিৎ অল্পতর মাত্র। তিনি এতদিন অন্য কোন উদ্যোগই করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ আর নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নাই বলিয়া সেইরূপে, সেই ভেলায় নদী পার হইয়া ভিক্ষান্বেষণে ভ্রাম্যমান হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়, প্রায় অনেকেই অনাহারে একাহারে দিনপাত করিতেছেন, সুতরাং কালীশরণ তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া সমস্ত দিনান্তে এককুঙ্কিমাত্র তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, আর কিছু কচ্চাশাক, আর কদলীসার সমাহরণ করিয়া সায়ংকালে কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে গৃহিণীও যত্নবলের দ্বারা কএকটি জলজ পুষ্প আর বিল্ব পত্রের সমাহরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমে অধিবাসের সময় সমুপস্থিত হইল। অনন্যশরণ কালীশরণ স্বয়ং বিল্বমূলে মায়ের আধিবাসিক পূজা করিয়া প্রতিমার অধিবাস কার্য্য করিলেন। কিন্তু কেমন কেমন যেন হইল। অন্যবৎসরের মত মায়ের আবির্ভাবের কোন সূচনা পাইলেন না। পূজাস্থান যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কালীশরণ অতি খিন্নভাবে দীন মনে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া সেই সুদারুণ দুঃখসূচক বিষয় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বলিলেন। সাধ্বি! হতভাগ্যের সমস্ত আশাবন্ধনই, বোধ হয়, সিকতার সেতুবন্ধন হইল। যাহা কিছু করিলাম, যাহা কিছু ভাবিলাম, সমস্তই বুঝি স্বাপ্ন ক্রিয়ায় পরিণত হইল। অদ্য অধিবাসন ক্রিয়াতে আমি অতি নিপুণ হইয়া, অতি ব্যগ্র হইয়া মাকে ডাকিলাম, কিন্তু তাঁহার আগমন তো হইলই না, তৎসূচক কোন লক্ষণও অনুভব করিলাম না। সত্যইত, প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে তাহা হইবেই বা কেন, হরিবিরিঞ্চিসহস্রাবিলাসিনী, পীযূষধারিণী মা, হতভাগার এই জঘন্য কুটীরে কচ্চাশাক ভোজনের জন্য আগমন করিবেন কেন? আমি নিতান্ত অল্পমেধা, নিতান্ত পুরোভাগা, তাই ঈদৃশ অসদৃশ আশায় নিবদ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত কত কি, করিতেছি, কত কিছু ভাবিতেছি, ইহা কি কখনো সম্ভবে? আর শের শশধর কি বামনের করস্থ হইতে পারে? মানস সরোবরের হংসী কখনো মণ্ডূককূপে বিহার করিতে পারে? কদাচ নহে, সুতরাং আমাদের আশা ভরসা সমস্তই বৃথা। হউক, তথাপি, কল্যকার দিনটা প্রতীক্ষা না করিয়া শেষ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব না। সমস্ত হেতু যুক্তি বুঝিতে পারিলেও আত্মার আবেগ আমায় নিরাশস্ত হইতে দিতেছে না, এজন্য আগামী পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত একবার দেখিব।” এই বলিয়া পতি পত্নী উভয়েই অনাহার অবস্থায় মায়ের গুণ মহিমা শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি এবং নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে রজনী অবসান করিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে বহির্গত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানে মায়ের কুটীর মার্জ্জনাদি করিলেন, অনন্তর অতি কষ্টে জাহ্নবীনীর বিসর্পিত হইয়া কয়েকটি পুষ্প ও বিল্বপত্র আহরণ করিলেন, আর সেই ভিক্ষালব্ধ ক্রাঙ্ক (কুনকে বা টুরী) মাত্র তণ্ডুলের কিয়দংশের নৈবেদ্য ও কিয়দ শেষ অন্ন এবং সেই অলবণ কচ্চা শাক এই কয়েক উপহার সংগ্রহ করিয়া পূজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর যথাবিধি আচমনাদি ক্রিয়ান্তে, সাশ্রু লোচনে, গদ্গদকণ্ঠে, উদাত্তস্বরে দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া মায়ের আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়ের আগমনের কোন লক্ষণ বুঝিতে পাইলেন না, তখন পুনর্ব্বার সেইরূপ সমাহ্বান করিলেন, সেই ক্ষীণ দেহের কণ্ঠশক্তি নিঃশেষ প্রায় হইল, কিন্তু মায়ের কোনই তত্ত্ববার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন না। এবার নিশ্চয় বুঝিলেন সেই ত্রিভুবনবিধাত্রী রাজরাজেশ্বরী মা তাঁহার কুটীরে আগমন করিলেন না, এবং গতরাত্রির চিন্তিত বিষয়ই তাহার একমাত্র হেতু বলিয়া অনুমান করিলেন। তখন কালীশরণের হৃদয়ে অকূল নৈরাশ্য-সমুদ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ বেগের দ্বারায় তাঁহার সেই উন্মূল প্রায় জীবনতরুকে উন্মথিত করিল। জীবনতরু পতনপ্রায় হইল। তাহার পরে আবার মায়ের আগমন আশায় অনুষ্ঠিত ব্যাপারে কালীশরণের যে সকল ঘটনা অতীত হইয়াছে, সমস্তই যুগপৎ বর্ত্তমানবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। সেই বিষধরের বিষজ্বালা, তৎপরে সেই অঙ্গুলিচ্ছেদের যন্ত্রণা, সেই নিরাহারে সন্তরণ ক্লেশ, কুম্ভকারের হুঙ্কার, কুম্ভীরের ঘোর সংষ্ট্রায় নিষ্পেষণ, আর কুদ্দালে জানুকর্ত্তন, সেই অবস্থায় মৃদাহরণ, ভিক্ষাহরণ ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই যেন যুগপৎ তৎকালবর্ত্তী বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সেই কালীশরণের আলুলায়িত সুকৃষ্ণ কেশজালে সমাচ্ছন্ন সুদীর্ঘ ললাটফলক ঘর্ম্মার্দ্র হইল। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে মগ্ন হইয়া পড়িল। শ্মশ্রুসমাকুল গণ্ডস্থলে ধারা বহিতে লাগিল। তখন

জানুনিভরে দণ্ডায়মান হইয়া কালীশরণ মহাশয় কৃতাঞ্জলি পুটে মাকে বলিতে লাগিলেন।

কালীশরণ। মাগো জগদম্বে! আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। সপ্তস্বর্গের চূড়ামণি কৈলাস ধাম পরিত্যাগ করিয়া, হরির বিরিঞ্চিমুগ্ধস্থিত সহস্রদল কমলের কর্ণিকাসন উপেক্ষিত করিয়া এ হতভাগার জঘন্য কুটীরে তোর শ্রীপদের সমাগম কখনই সম্ভবপর নহে, তাহা সত্য। তোর সেই স্বপ্রকাশ কাপড়া মূর্ত্তি আমার নির্ম্মিত এই প্রণত মৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিতে পারে না ইহাও সত্য। তৎপর যে রাঙ্গা চরণদুখানির শোভা ম্লান হইবে বলিয়া পারিজাত পুষ্পাঞ্জলি লইয়াও দেবরাজ ভীতবৎ ইতস্ততঃ করেন, তাহা আমার এই কলম্বীপুষ্পে কলুষিত হইবে ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। আর সতত সুধাপানে যে মুখে পরিতৃপ্তির আভাস প্রতিভাসিত হয়, তাহা এই দুর্ভাগা দুর্মেধার উপকরণবিহীন একমুষ্টি তণ্ডুল অলবণ কচ্চা শাক সম্বলিত দগ্ধমুষ্টি অন্নগ্রহণ করিবে ইহা সর্ব্বাধিক অসম্ভাব্য বিষয়। ইত্যাদি কিছুই আমার অবিদিত নাই। কিন্তু মা! আমি বুঝিলে কি হইবে, আমার প্রাণত তাহাতে প্রবুদ্ধ হইল না! সেত সম্ভবাসম্ভব শুনিতে চায় না, সঙ্গত অসঙ্গত মানিতে চায় না। কারণ কি, জানি না, সে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জন করিয়া এই কুটীরেই তোকে আনিতে সাহস করিতেছে, এই কদর্য্য উপহার প্রদানে উৎসাহী হইতেছে এবং সেই জন্যই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। এখন তুই না আসিলে হতভাগার পঞ্চপ্রাণ কোন মতেই এ ভগ্ন দেহ ধারণ করিবে না। তাই বলি, মা! একটু কৃপাকটাক্ষ কর, মাত্র তিন দিবসের জন্য দুর্ভাগ্য কালীশরণের কুটীরে এক বার পদার্পণ কর। মাগো! এ সংসারে আমার আর কিছুই নাই। কেবল তোর ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানি, উহাকেই অবলম্বন করিয়া এই ভগ্ন দেহদণ্ড এযাবৎ সংস্থিত রহিয়াছে, মাগো! উন্মূলিত কুমুদ যেমন মৃত হইয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বলে সুধাকরের সুধা-প্রতীক্ষায় প্রস্ফুটিত থাকে, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ উন্মূলিত এবং জীবন বিহীন হইয়াও সেইরূপ তোর চরণ সুধার প্রতীক্ষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশমান আছে। এখন তাহা না পাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত অন্তর্হিত হইবে। মাগো! তোর কিছুই অবিদিত নাই, আমার যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, সমস্তই অবগত আছিস। সেই সকল প্রাণঘাতকারক ঘটনা সত্ত্বেও কেবলমাত্র তোর চরণ দর্শনের প্রতীক্ষায় নির্ভর করিয়া আমি অবস্থিত রহিয়া ছিলাম। নতুবা কি ছয় মাসের আহার বাসনে এই নলিনী-দলবৎজীবন প্রতিষ্ঠমান হয়? কিম্বা সেই কৃষ্ণসর্পের বিষজ্বালা, অঙ্গুলীচ্ছেদনের যাতনা, কুম্ভীরের করাল দংষ্ট্রাপেষণ এবং পদচ্ছে-দনের সুদুঃসহ বেদনা উপভোগ করিয়া অদ্যাপি বিদ্য-মান থাকে? তাহা কদাচ নহে। মা তোকে দেখিব বলিয়া তদৌৎসুক্যে নিমগ্ন হইয়াই আমি তাদৃশ মৃত্যু জনক ঘটনাতেও মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পাই নাই, তাই সমস্তই সহ্য হইয়াছে, তাহা লইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও বিরত হই নাই। কিন্তু মা! এখন তোর আসার নিরাশায় যে আমার সেই সমস্তই বর্ত্তমানবৎ প্রত্যুপস্থিত হইল। তৃণাচ্ছাদিত হুতাসনের ন্যায় সমস্তই পরিদীপ্ত হইল। মাগো! আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না! আমার চির সঞ্চিত আশা বন্ধ ছিন্ন হইয়া পড়িল, ছিন্নশিক কুম্ভ শ্রেণীর ন্যায় আমার পঞ্চ প্রাণের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিপতিত হইল! মাগো! জগদম্বে! হতভাগার জীবন যে আর জীবিত থাকে না! এখন সেই সুদারুণ গরল জ্বালায় অবসন্ন হইলাম। অঙ্গুলীচ্ছেদের যন্ত্রণায় দন্দহ্যমান হইলাম। কুম্ভীরের দংষ্ট্রা পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইলাম! পদচ্ছেদনের সুদুঃসহ যাতনা আমাকে মূর্চ্ছিত করিল! আর তো সহিতেছে না, নিরালম্ব জীবন তো আর রহিতেছে না। মাগো! তুই কোথায়, হতভাগ্য কালীশরণের দুটা কথা শোন! মা! আমার কোন উপহার কোন কিছুই তোর উপযুক্ত নহে, তাহা সহস্রবার সত্য, কিন্তু মা! এদীন দরিদ্রের যে আর কিছুই নাই। এ তনয়াধম প্রাণান্ত করিয়াও কিছুই প্রাপ্ত হইল না! কলম্বী পুষ্প আর কচ্চা শাক ব্যতীত আর কিছুই ঘটাইতে পারিল না। মাগো! তুই তো আমার মা ই বটে, আমার কিছুই নাই বলিয়া কি প্রাণান্ত সময়েও একবার দেখা দিবি না! মা! তোকে কোন উপহার গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা দেখিতেও অনুরোধ করি না, প্রতিমায় প্রবেশেরও প্রয়োজন নাই, স্পর্শেরও আবশ্যক নাই, তুই একবার মাত্র আসিয়া তোর সেই রাঙ্গাচরণ দুখানির দর্শন দান কর। মাগো! আমি আর কিছুই চাই না, একবার সেই যবা মাখা পা দুখানির দর্শন দান কর। মা আমি সমস্তই সহ্য করিয়াছিলাম, প্রাণাধিক তনয় তনয়াদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে সমর্পণ করিয়াও জীবিত ছিলাম, কেবল তোরই পা দুখানি প্রাণের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া অবস্থান করিতে ছিলাম, আজ তাহারও অভাব হইলে কেমন করিয়া বাঁচিব, কেমন করিয়া থাকিব! মাগো! ওমা! জগদম্বে! দোহাই তোর পা দুখানির, দোহাই তোর "দুর্গতিহরা" নামের! ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর! মাগো! আর সহ্য হয় না, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।" এইরূপ বলিতে বলিতে সস্ত্রীক কালীশরণ অচেতনবৎ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন।

এদিকে আনন্দময়ীর কৈলাসধাম যেন হটাৎ নিরানন্দবৎ হইল, যেন কি একরূপ সংক্ষুব্ধবৎ হইল। মায়ের শ্রীমুখ মণ্ডল ম্লায়মান হইল, অধৈর্য্যের আভাস প্রকাশ করিতে লাগিল; স্তনতট হইতে দুগ্ধ ধারা স্খলিত হইতে লাগিল, সভাস্থ দেববৃন্দ সচকিতে টলটলায়মান হইলেন, মায়ের প্রসন্নতা প্রত্যাশায় উচ্চৈঃস্বরে "দেবীমাহাত্ম্য" গান করিতে লাগিলেন, রক্ষ রক্ষ বলিয়া সজয়ধ্বনি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে সভার্য্য কালীশরণ মুহূর্ত্ত পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন সমস্ত কুটীর সেইরূপ শূন্যময়ই আছে, সেইরূপ অন্ধকারই আছে, মায়ের শুভাগমন হয় নাই। তখন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে এইরূপ বলিলেন।—

কালীশরণ।—সতী-কুল চন্দ্রিকে! পতিপ্রাণে! হতভাগার কুটীরে মা নিশ্চয়ই পদার্পণ করিলেন না, তাহা অবধারিত হইল। সুতরাং এ জীবন রক্ষা পাইবার আর উপায়ান্তর নাই; কোন প্রয়োজন ও নাই। দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই, বোধ হয়,

ইহা এই ভগ্ন দেহটা পরিত্যাগ করিবে। এই দেখ, আমার সেই বিষাদের যন্ত্রণা যেন সহস্র গুণে পরিস্ফীত হইয়া এই নিরানন্দ জীবনটাকে নিষ্পেষণ করিতেছে! এখন কোন মতেই ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না। মা-শূন্য জীবন আর বহিতেছে না। তাহা হইলে পতিপ্রাণা তুমিও নিশ্চয় আমার পথের অনুসারিণী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য, আমি বিবেচনা করি, এজীবন এইরূপে অদৃশ্য হওয়া সমুপযুক্ত নহে। ইহা মায়ের নিমিত্তই এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এক দিন অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনই স্বত্ব স্বামিত্ব সম্পর্ক নাই। ইহা সেই মায়েতেই অর্পিত হইয়াছিল, মায়েরই সুত্ববৎ বস্তু। অতএব ইহাকে, এখন সেই মায়েরই উপহারে বিনিযুক্ত করিয়া নিঃশেষিত করি। প্রাণপ্রতিমে! এস, দুই জনেই একত্র হইয়া, ঐ প্রতিমার চরণের উপরি মস্তক দুইটা রাখিয়া যুগপৎ এই ছুরিকার দ্বারা গলদেশ ভিন্ন করিয়া দিই। তাহা হইলেই জীবন সহ মস্তক দুটি মায়ের চরণের উপহার হইল, মায়ের পূজার সমাপন হইল। প্রিয়ে! দেখ, যেন দুর্গানাম বিস্মৃত হইও না! অজস্র বারবার দুর্গানাম করিতে থাক, দুর্গে! দুর্গতিহরে! এইরূপে ডাকিতে থাক, আমিও ডাকিব। সেই ছিন্ন মুণ্ডের নয়নদ্বয় নিমীলন কালে, মুখকুহর হইতে যখন শেষ বায়ু নিঃসৃত হইবে, তখন যেন "দুর্গে! দুর্গতিহরে!" এই মহাবাক্যের সহিত বিনির্গত হয়। এখন আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, জীবন শেষ হইল, এস এখন সত্বরই সঙ্কল্পিত কার্য্যের সমাধা করি।" এই বলিয়া ছুরিকা গ্রহণ করিলেন। তখন পৃথিবীতে নানাবিধ অমঙ্গল সূচনা হইতে লাগিল। ঘন ঘন ভূকম্পে, হর্ম্ম্য প্রাসাদ ও গিরিশৃঙ্গাদি ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, সূর্য্যদেবের কিরণাবলী অন্তর্হিত হইল, জগৎ অন্ধকারময় হইল, হুতাশন নিস্তেজ হইলেন, দিগ্দাহ উল্কাপাতে দশ দিক দন্দহ্যমান হইল, দিক্‌সমূহে দিগ্‌দাহ করিল, ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবহমান হইয়া খণ্ড প্রলয়ের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল। শিবাগণ উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইত্যাদি নানাবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়া ধরা সংক্ষুব্ধা করিল, প্রাণিগণের হাহারব সমুত্থিত হইয়া, সেই কৈলাস পর্য্যন্ত গেল কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। এদিকে সস্ত্রীক কালীশরণ ত্বরানি ছুরিকা করে লইয়া প্রতিমার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সজলনয়নে গদগদকণ্ঠে মাকে দুইটি কথা বলিতে লাগিলেন।—

মাগো জগদম্বে! জগদ্ধাত্রিণি! আমি আর কিছুই চাই না। এই জঘন্যতম কুটীরে তোকে আসিতে হইবে না, তোকে স্বমুখে এ কচ্চো শাকও দিতে হইবে না, ঐ কৈলাস ধামে থাকিয়াই কেবল একটু দৃষ্টি মাত্র করিবি। বহু কাল যাবৎ আমাদের মনঃ প্রদত্ত উপহার দুটি, আজ বহিঃ প্রদান কালে, একবার স্বীকার করিবি মাত্র। মাগো! এই জীবন প্রায় অনেক দিন হইতেই তোর পদ-কমলে মনে মনে সমর্পণ করিয়াছিলাম, এখন তাহা বহিঃক্রিয়ায় পরিণত করিয়া সঙ্কল্প পরিসমাপ্ত করিব। আমাদের দম্পতির জীবন আর মনঃ প্রাণের অধিষ্ঠান যন্ত্র মস্তক দুটি তোর এই শ্রীমূর্ত্তির পদে সমর্পণ করিব, তুই এখান হইতেই কেবল অঙ্গীকার করিবি মাত্র। তা এই বক্ষ রক্ত, স্ত্রীরক্ত বলিয়া তোর উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই। আমি এখন আর ব্রাহ্মণ নহি, স্ত্রীও প্রকৃত স্ত্রী নহে। তোর চরণধ্যানের অভাবে আমার চণ্ডালত্ব পরিণাম হইয়াছে। স্ত্রীও আমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্কন্ধ পুরুষে পরিণতা হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে।" এই বলিয়া দুই জনেই সেই প্রতিমার চরণোপরি মস্তক দুটি রাখিয়া "দুর্গে! দুর্গতিহরে"—মাগো! ওমা!" এইরূপ বলিতে বলিতে গলদেশে ছুরিকাঘাত করিলেন। এদিকে হটাৎ যেন কৈলাস পুরী ব্যাকুলিত হইয়া পড়িল, ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ বিমূর্চ্ছিত হইলেন, কৈলাসের প্রদীপ অন্তর্হিত হইল। কৈলাসেশ্বরী কৈলাস নাথের বক্ষ উপেক্ষা করিয়া "হা বৎস, হা বৎসে!" বলিতে বলিতে আবির্ভূতা হইলেন, এবং সেই সুধানিস্যন্দী কর-পল্লব সংস্পর্শনের দ্বারা উভয়ের কণ্ঠ ক্ষত বিদূরিত করিলেন। কালীশরণের ছিন্ন করপদ পূর্ব্ববৎ সুপ্রতিষ্ঠ করিলেন, শিরোঘ্রাণ আর স্তন্যধারা সেচনের দ্বারা উভয়কেই সমুজ্জীবিত করিলেন। আর বলিলেন, "বৎস বৎসে! গাত্রোত্থান কর, এই আমি আসিয়াছি, কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া, কৈলাসপতির হৃদয় ধাম বিসর্জন করিয়া তোমাদের কুটীরে আগমন করিয়াছি। তোমাদের সন্ধ্যাভাব বিদূরিত হইয়াছে। শরীর সুপুষ্ট হইয়াছে, শক্তিমান্ হইয়াছে, দেববৎ লাবণ্য সম্পদে ভূষিত হইয়াছে। বৎস! কালীশরণ! তোমার কর পদ অক্ষত হইয়াছে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। বাবা! উঠ, গাত্রোত্থান কর, তোমার আয়োজিত উপহার আমাকে প্রদান কর, আমি এই প্রতিমাতেই অধিষ্ঠিতা হইয়া, তোমার এই কলস্থা কুসুম আর অলবণ কচ্চা শাক গ্রহণ করিব। তৎপরে, ঐ দেখ, কুবের ও ইন্দ্রাদি তোমার মনের অভিলাষ পরিপূরণের নিমিত্ত আমার স্বর্গীয় উপহারাবলী আনয়ন করিতেছেন, ইহার দ্বারা আমার পূজা করিয়া নিজ তৃপ্তি সম্পাদিত করিবে। তৎপরে অতি সত্বরই আমি তোমাদিগকে এই নরকাকার পৃথিবী হইতে, জড়দেহ বিমোচিত করিয়া আমার অক্ষয় ধামের অধিবাসী করিব। বাবা! তোমরা এইরূপ কষ্ট, এইরূপ আত্ম সমর্পণ করিয়াছ বলিয়াই এই যোগি-দুর্ল্লভ স্থান সংপ্রাপ্ত হইবে, এবং সেই মহার্ঘ্য ফল দিব বলিয়াই তোমার অতকষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি। বাবা! সে কষ্ট কেবল তোমারই হয় নাই, তোমার শরীরে যাহা কিছু হইয়াছে, এই দেখ, আমার অঙ্গেও সেই সমস্তে অদ্যাপি চিহ্নিত আছে। আমার ভক্ত তনয় আমার প্রাণাধিক বস্তু, সুতরাং তাহার সুখ দুঃখ সমস্তই আমার দেহে, আমার আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। বাবা! উঠ, মা! উঠ, তোমাদের সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে। অনন্তর সভার্য্য কালীশরণ আনন্দময়ীকে পাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে মায়ের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার এইরূপে এই ভাবে আনন্দময়ীর শুভাগমন হইল। পৃথিবীতে যিনি এইরূপ করিবেন তিনিই মাকে পাইবেন, নতুবা সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবারাধ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই কালীশরণের উপাখ্যান চিত্রিত হইল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আ'জ না কা'ল।

নিষ্কাম ধৰ্ম্ম জগতে দুৰ্লভ। যদিচ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ধৰ্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন, যদিচ ইহাই ধৰ্ম্মযাজকদিগের একমাত্র লক্ষ্য তথাপি সংসার ক্ষেত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে উহা বাগবিতণ্ডাতেই পর্য্যবসিত। কার্য্যতঃ সমস্তই সকামত্বদ্যোতক। নিষ্কাম ধৰ্ম্ম লাভ বড়ই কষ্ট সাধ্য। এই যে কবি সুমধুর কাব্য রচনা করিয়া জগৎস্থ লোকের প্রশংসা বাদ লাভ করিতেছেন, পাঠক, একবার উহার মূলদেশে দৃষ্টি করিলে দেখিবে সকাম ধৰ্ম্মের ব্যপদেশে দিগ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন। এই যে পরহিতৈষী জীবন বৰ্ত্তমান সাধুগণ জগতে সাধুত্বের ধ্বজা উড়াইয়া দিতেছেন, পাঠক অনুসন্ধান করুন জানিবেন সকাম প্রবৃত্তি উহাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে বিরাজমানা। বস্তুতঃ কেহই "কা'ল" ভাবে না, সকলেই ভাবে "আ'জ"। আমরা "আ'জ" বলিলে বৰ্ত্তমান জীবন এবং "কা'ল" বলিলে ভবিষ্যৎ জীবন বুঝিব। আমরা দেখি সকলেই "আ'জ আ'জ" করিয়া ব্যতিব্যস্ত, সকলেই চায় বিনা পরিশ্রমে শস্যক্ষেত্র উর্ব্বরা করিতে, বিনা চিকিৎসায় রোগী উপশান্ত করিতে, বিনা ব্যয়ে অর্থোপায় করিতে। আশুসুখ ত্যাগ করিতে পারিব না, অথচ স্থায়ী সুখাভিলাষী। এই যে অর্থ গৃধ্নু আত্মাকে সর্ব্ব প্রকারের সুখবিলাস হইতে বঞ্চিত করিয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেছে—পাঠক উহার উদ্দেশ্য কি, বল দেখি! এই যে পিতা শত সহস্র কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইতেছে, পাঠক উহার অভিপ্রায় কি জান? এই যে রাজা অমিত ধন বিতরণ পূৰ্ব্বক আপনার দানশীলতার পরিচয় দিতেছেন, বল দেখি উহা কিসের জন্য? এই যে বণিক এক সহস্র টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশসহস্র টাকার পণ্যাদি অন্য ব্যবসায়ীকে ধারে দিতেছেন, উহা কিসের জন্য! প্রাণি-জগতে যেরূপ, জড় জগতেও সেরূপ। এই নিয়ম তুল্য বলবান্। এই যে উচ্ছ্রিতকায় মহীরুহ গগন ভেদ করিবার জন্য সমুদ্যোগী হইয়াছে, ইহার পরিণাম কি, জান? কা'ল ইহা প্রচণ্ড বাত্যাহত হইয়া ভূমিসাৎ হইবে। এই যে খরতর প্রবহমান স্রোতস্বতী সাগরসম্মিলনের জন্য অনন্যমনে ছুটিতেছে। উহার পরিণাম কি জান? কিছুকাল পরে প্রতিকূল সলিল-তাড়নে ক্ষীণতেজাঃ হইবে। এই যে শারদীয় পৌর্ণমাসীর বিমল চন্দ্রমা বদন খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে, ইহার পরিণাম কি জান? কিছু কাল পরে ইহা নিবিড় নীরদ জালাবৃত হইয়া বিষাদ-পঙ্কিল মনে আত্মগ্লানির পরিচয় দিবে। এইরূপ দেখি জগৎ শুদ্ধ সমস্তই ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান বিহীন। যাহা হউক এ সকল আলোচনা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক একবার মনুষ্য জীবনে "আ'জ" এবং "কা'ল" এর প্রতিবিম্ব কিরূপ পরিলক্ষিত হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়াই "আ'জ" কথাটার মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। বালক দেখে সুখ দুঃখ বৰ্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ। বালকের একটু সুন্দর ছবি দেখিলেই মনে সুখ হয় কিন্তু "দেখিব" বলিয়া মনে করিলে সে সুখ হয় না। সুমিষ্ট আম্রাস্বাদন জনিত সুখ কল্পনাবলে উপলব্ধি হয় না চপেটাঘাত জনিত দুঃখও কল্পনাবলে যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই রূপ ভাবে বালক দেখিতে আরম্ভ করিল, প্রকৃত সুখের ব দুঃখের সহিত বৰ্ত্তমান কালেরই সম্পর্ক। কল্পনাবলেও সুখ দুঃখের অনুভূতি হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ দুঃখের ন্যায় সুগম নয়। কিছুকাল পরে বালক দেখিল যে আগে লেখা পড়া করিলে পরে সুখ পাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তক ভালরূপ অভ্যস্ত হইলে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া যায়—পিতামাতার ভাল বাসা লাভ হয় ইত্যাদি। এই সমস্ত সুখোপ করণই কার্য্যের প্রবর্ত্তক, কিন্তু কার্য্যলাভ জনিত সুখ এবং কল্পনা প্রসূত সুখ এক নয়। এক শ্রেণী ভুক্ত বটে, কিন্তু পরিমাণতঃ ন্যূনাধিক্য জ্ঞাপক। আর দ্বিতীয় কথা এই যে ঈদৃশ সুখ আমাদের সংজ্ঞানুসারে "আ'জ"এর সুখসামান্তভূত। পরে ক্রমশ বালক যুবক হইতে চলিল এবং দেখিতে ও শিখিতে আরম্ভ করিল যে দরিদ্রকে ধনদান করিতে হয়, বিপন্ন ব্যক্তির উপকার করিতে হয়। উপার্জ্জন জনিত অর্থ কিছু সঞ্চিত রাখিতে হয়, বৈরনির্য্যাতন করিতে হয়। কিন্তু হৃদয়ের বৃত্তি গুলি সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় ইহাদের অধি কাংশই বৰ্ত্তমান সুখহেতু। শাস্ত্রাদেশানুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, "রাজসিক বা তামসিক সুখই প্রাগুক্ত সদনুষ্ঠান গুলির মধ্যে অধিকাংশের চরম লক্ষ্য। সুখ ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন। যথা—"যত্ত দগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্ত মাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্

এই যৌবনের রাজত্বে আর দুঃখের বার্ত্তা নাই; যেদিকে এই সুখের জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেদীপ্যমানা। চারিদিকেই সুখের ছড়াছড়ি, বিলাসের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। উকীল মিথ্যা মোকদ্দমার পোষকতা করিতে যাইয়া, সত্যকে অপমানিত, ভৎর্সিত ও পদ দলিত করিতেছে, ডাক্তার সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য, ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষিত করিবার জন্য—অর্ব্বাচীনতার অকাট্য প্রমাণ দিবার জন্য রোগীকে বনে প্রাণে মারিতেছেন, ব্যবসায়ী লৌহ পেটিকা স্বর্ণ পূরিত করিবার জন্য মিথ্যা বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, ইত্যাদি সকলই যৌবন রাজ্যের লীলা বিভাগ। আবার যেই যুবক প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিল অমনি ক্রমশঃ তাহার 'আ'জ' ছাড়িয়া কা'লএর প্রতি দৃষ্টিপাত পড়িল। ভাবিল সাংসারিক জীবনের সুখাস্বাদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইল, অধর্ম্মের দাসত্ব মনের সাধে খুব করা গেল, বিষয় ভোগস্পৃহা যথেচ্ছ ভাবে সন্তৃপ্ত হইল, এখন একবার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করা যাউক। কিন্তু ঈদৃশী মনস্কামনা সহজে ফলপ্রদ হয় না। স্বেচ্ছাচারী মন কিছুতে প্রতিরুদ্ধ হইতে চায় না, স্বা শক্তি চিরাক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে। সুজনের উপদেশ পরিগ্রাহ্য নয় সুসংবাদ ও শ্রোতব্য নয়। মন চিরাভ্যস্ত পথেই বিচরণ ভিলাষী। সুতরাং সদিচ্ছা সত্ত্বেও সদনুষ্ঠান বিড়ম্বিত হয় যে চিরকাল তস্করতা করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ধৰ্ম্মোপদে

দেও ; সে তাহা অবাঙ্‌ তচিত্তে শুনিবে, জীবনের অতীত স্মৃতি হৃৎপটে অঙ্কিত করিয়া সন্ত্রাসিত হইবে, নিরুদ্ধবাক্‌ হইবে। মর্ম্মবেদনা হৃদয়কে সারশূন্য করিবে। কিন্তু তথাপি চিরাভ্যাস পরিহার সুকর নয়, তাহাকে অনবরত পাপপুণ্য সংগ্রামের মধ্যবর্ত্তী থাকিতে হইবে, ন্যায়ের প্রতি মনের টান বাড়াইতে হইবে, সত্যের আদর একটু প্রশস্ত মনে করিতে হইবে, লোভের দাসত্ব ছাড়িতে হইবে। মনের এইরূপ দৃঢ়াবস্থা প্রতিষ্ঠিতা হইলে তবে সে চোর্য্য বৃত্তি ছাড়িবার পাত্র হইবে। এইরূপ উদ্যোগ পাইত যুবকেরও ধর্ম্মময় জীবন সংগঠিত করিবার জন্য কতক গুলি উপক্রমণিকার যথারীতি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ নর বিবেক শাসন দ্বারা আত্ম সংশোধন করিবার পূর্ব্বেই সেই মানব মৃত্যু পথের পথিক হইবে। সে কেবল আ'জই দেখিয়া গেল, কা'লের প্রতি আর দৃষ্টি করিল না। চেষ্টা আরম্ভ হইল, তাহা আবার ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই চেষ্টা কর্ত্তার ইহ লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। পার্থিব জীবনে যে সুখ-তৃষ্ণার জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব থাকিত, এখন সেই ক্ষণিক সুখ দীর্ঘ স্থায়ী অসুখের নিদান হইল।

এখন বুঝা গেল যে 'আ'জ' এবং 'কা'ল' বলিতে আমরা কি বুঝিতে পারি। কিন্তু মনের ঈদৃশ বিকৃত ভাব কোথা হইতে এবং কেনই বা উপস্থিত হয় একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য করা যাউক।

সাধারণ সুখ দুঃখ জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক। সদ্যোজাত শিশু ক্ষুধার উদ্রেক হইবামাত্রই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল, এবং মাতৃস্তন্যপান করিবামাত্রই শান্ত হইল। এই স্বাভাবিক জ্ঞান দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সংযোগে উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল ; বহুদর্শিতা এই জ্ঞানের সহায়তা করিল। কারণ আমরা দেখি ইংরেজ চেয়ার টেবিলে বসিয়া আহারাদি করে, আলাপাদি করে। আমরাও এই সুখের প্রত্যাশী। আমরা দেখি ইংরেজ নানাবিধ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করে, তাহা দেখিয়া আমাদের রসনা লোলায়মানা, আমরা দেখি ধন-কুবের ত্রিতল অট্টালিকোপরি দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন করে, নিদাঘের দুর্ব্বিষহ উৎপীড়নেও শীতানুভব করে, আমরা ইহা দেখিয়া সেই সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু যদি না দেখিতাম, তবে হয়ত এই সুখাংশ কল্পনায় ও আসিত কি না সন্দেহ। রেলপথ আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে লোকে রেলে যাওয়ার সুখ পাইত না, কিন্তু এখন দুপাও হাটিতে গেলেই রেল, ট্রাম, জাহাজ ইত্যাদি কত কথা মনে পড়িয়া যায়। এইরূপ তাড়িতালোক, টেলিগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, জাহাজ ইত্যাদি দেখিয়া সুখ আশা কত বলবতী হইয়াছে সকলেই জানেন। আগ্রার তাজমহল, চীনের প্রাচীর ইত্যাদি যে না দেখিয়াছে, সে তদ্দর্শন জনিত সুখ সম্পদ অজ্ঞান-কল্পনায় তাহার পার্শ্ববর্ত্তীও হইতে পারে না। কিন্তু যে দেখিয়াছে সে এতৎ সম্বন্ধে সজ্ঞান এবং তাহার দর্শন পিপাসা অনিবারিত। সে যত দেখিবে ততই তাহার দর্শনেচ্ছা বলবতী হইবে। আবার যে, না দেখিয়াও ইতিহাসাদিতে প্রাগুক্ত স্থান সকলের বিশেষ বর্ণনা পাঠ করিয়াছে তাহার, এতৎ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সুখ আছে। যেহেতু এতৎ সম্বন্ধে তাহারা কিছু জানিয়াছে। আমাকে যদি কেহ বলে, অমুক স্থানে ১৫ হাত একটা মৎস্য ধরা পড়িয়াছে, ইহা শুনিয়া যদি আমি উহা দেখিতে যাই তবে আমার কিছু সুখ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যদি না দেখিতে যাই তবে আর সে সুখ কিছুতেই পাইব না। কল্পনা বলে সুখচ্ছবি গড়াইয়া নিতে পারি বটে, কিন্তু কল্পনা প্রসূত সুখ এবং যথার্থ সুখ বড় বিভিন্ন। এইরূপ বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সুখ মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্তা হয়, এই জ্ঞান আবার প্রধানতঃ, দর্শন জাত এবং শ্রবণ জাত ইত্যাদি। এত সুখের জন্যই লেখা পড়া শিক্ষা করা, দেশ পর্য্যটন করা ইত্যাদি।

এই সুখ আবার নিত্য অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। প্রাবৃট্‌ কালীন তটিনী বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা দর্শন করিলে যে সুখ হয়, তাহা অনিত্য সুখ এবং নিশীথ কালীন নভোমণ্ডলের তারকাবলী দর্শন করিলেও কতকটা অনিত্য সুখের উপলব্ধি হয়। সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক বলিতে গেলে বলিতে হয় অনিত্য বস্তু দর্শন অনিত্য সুখের কারণ, এবং নিত্য বস্তু দর্শন নিত্য সুখের কারণ। যাহা হউক এ বিষয় বাদানুবাদ করা প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য নয়। সূক্ষ্মতর রূপে বলিতে গেলে এক ঈশ্বর ভিন্ন সমস্তই অনিত্য বলিতে হয়।

এই সুখ দ্বারা উপকৃত হইতে হইলে আত্মদৃষ্টি থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যেরই আত্মোপরি ফলাফল নির্ণয় করা আবশ্যক। সৎকার্য্য করিলেই বা আত্মার কিরূপ অবস্থা হয় এবং অসৎকার্য্য করিলেই বা আত্মার কিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, তৎপ্রতি অভিনিবিষ্টমনে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রথা নাই বলিয়া "আ'জ'এর সম্মান এবং কা'লের পদ বিমর্দ্দন। এই জন্যই জগতে পাপের প্রশ্রয় এবং পুণ্যের হতাদর, সত্যের লাঞ্ছনা এবং অসত্যের শ্রীবৃদ্ধি।

শ্রীকাশীচন্দ্রাদায়তনয়ঃ।

"তত্ত্বমসি"

আমরা প্রথমে (গতশ্রাবণ মাসের বেদব্যাস দেখ) দেখাইয়াছি, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদন। তত্ত্বমসির তাৎপর্য্য অভেদ বোধক ইহা শ্রৌতাচার্য্য সকল অন্যান্য সাক্ষাৎ শ্রুতি ও উহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, দ্বৈত জ্ঞানের নিন্দা বোধক বহুশ্রুতি আছে, কিন্তু অদ্বয় জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা শ্রুতি নাই, প্রত্যুত স্বপক্ষেই আছে। সুতরাং তত্ত্বমসি মহাবাক্যের শ্রৌত তাৎপর্য্য অভেদ বোধক হইলে উপাস্য, উপাসক, আরাধ্য আরাধক প্রভৃতি ভাব রক্ষিত হয় না। অতএব অভেদ বোধক তাৎপর্য্য অসঙ্গত এইরূপ বহুবিধ আপত্তির উত্থান হইতে পারে। এইরূপ আপত্তির মধ্যে যত সংশয় ও আপত্তির উপস্থিতি হইতে পারে, আদৌ তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

১। তত্ত্বমসির অভেদ তাৎপর্য্য হইলে—আরাধ্য আরাধক ভাবের তিরোধান হয়।

২। পরমেশ্বর নিষ্পাপ নির্লিপ্ত, জীব পাপবত্তাদি দোষ

৩য় অপাপত্বাদি গুণকে পাপবত্বাদি গুণে এবং পাপবত্বাদি গুণকে অপাপত্বাদি গুণে জানিতে ও ভাবিতে পারে না এবং ভাবিতে প্রবৃত্তি ও হয় না।

৩। পরমেশ্বর নিষ্পাপ, অসংসারী ; জীব সংসারী, সপাপ, পরস্পর বিপরীত। পরমেশ্বর সংসারী আত্মা হইলে এখন ঈশ্বর নাই, এইরূপ আপত্তির সমাবেশ ও শাস্ত্রোপদেশের নিষ্ফলতা হয়।

৪। সংসারী আত্মাই ঈশ্বর হইলে অধিকারী না থাকায় কে কাহাকে উপাসনা করে ?

৫। ঈশ্বরই সংসারী এ কথা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ। উপরোক্ত এই প্রশ্নাবলীর উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

শাস্ত্রগুলি শ্রুতি সাপেক্ষ। শ্রুতি নিরপেক্ষ শাস্ত্র শিষ্টানুমোদিত নহে। কারণ শ্রুতি বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা না করিয়া স্বকপোল কল্পিত মত বিন্যাস করিলেই নানা বিচিকিৎসার আবির্ভাব হয়। বেদ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত ইহা অনেকেই জানেন। কিন্তু উপাসনা কাণ্ড তাহার অন্যতম। উপাসনার পর্য্যালোচনা ও মীমাংসিত মত অবগত হইতে হইলে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ দেখিতে শুনিতে হয়। উপাসনা গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গগ্রহ। উহাদের মধ্যে অহং গ্রহ উপাসনা শ্রেষ্ঠ কল্পের উপাসনা।

"যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি, ইতি শ্রুতি

যাহার অহমীশ্বর, আমিই ঈশ্বর এরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, আমি ঈশ্বর কিনা এ সন্দেহ না থাকে, তাহারই ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে। ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি উহার প্রমাণ। এখন পূর্ব্বোক্ত আপত্তি গুলির নিরসন জন্য প্রথমতঃ অভেদ জ্ঞানে যে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ ভূত কতিপয় শ্রুতির উপন্যাস করা যাইতেছে,—

"ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে, হে ভগবতি দেবতে। প্রসিদ্ধ তুমিই আমি, অথবা আমিই প্রসিদ্ধ তুমি।

"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং।

যে ভিন্ন ভাবে দেবতা উপাসনা করে, উপাস্য দেব ভিন্ন ও উপাসক আমি ভিন্ন এইরূপ ভাবে, সে পশু। এইরূপ ভূয়সী শ্রুতি ভেদ দর্শনের নিন্দা গান করিয়া অহং গ্রহ উপাসনার আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং অহং অভেদে উপাসনা করিলেই প্রকৃত উপাসনা হয়। অদ্যাপি শাস্ত্রানুমোদিত উপাসনার প্রারম্ভে সোঽহং জ্ঞান, এমন কি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়াই সোঽহং ভাবে ভাবিত হইবে এরূপ বিধান প্রচারিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত এক আপত্তি এই যে, অসংসারিত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি গুণের অভেদ ভাবনা হওয়া অসম্ভব। উত্তরে বলা যাইতেছে, একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যায় যে, জীবের যে সমস্ত বিরুদ্ধ গুণ দৃষ্ট হইতেছে, উহা মিথ্যা। মিথ্যা গুণ গুলি অপগত হইলেই গুণীর অভেদ সাধিত হয়। যে নির্গুণ তাহার আবার গুণ কি। উপাধির দোষ গুণ গুণীর নহে, গুণী উপাধি যোগে দোষ গুণে অধ্যস্ত হয়, বস্তুতঃ দোষাদি বুদ্ধ্যাদিরই গুণ।

আর এক আপত্তি ছিল যে, ঈশ্বর জীবরূপ ধারণ করিলে ঈশ্বরাভাব প্রসক্ত হইবে, সে কথাও সাধু নহে। কারণ শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অনভ্যাগম এই দুই কারণে সে আপত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় না। অভেদার্থেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান পরমেশ্বর। এই জগৎ তাঁহার একাংশে অবস্থিত। শাস্ত্র ঈশ্বরের সংসারিত্ব প্রতিপাদন করেন না। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সংসারীর সংসারিত্ব বিদূরিত হউক, ঈশ্বরত্ব বোধ অবিচাল্য হউক। তজ্জন্যই শাস্ত্রে অদ্বৈতেশ্বরের অপাপত্বাদি গুণতা নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাহা তদ্বিরুদ্ধ গুণ, তাহা মিথ্যা বলিয়াই অবধারিত। যদিও আপাততঃ বিরুদ্ধ গুণ প্রতিভাত হয়, তাহা কেবল অবিদ্যান্ধকারের ফল। অবিদ্যার বিনাশ করিয়া নির্ম্মল হইতে হইবে। এজন্যই পূজককে প্রথমেই সোঽহং চিন্তা করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। আর এক আপত্তি ছিল, অধিকারীর অভাব,—উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক এক হইলে উপাসক থাকে কৈ ? মূলে উপাসকেরই অভাব হয়। বস্তুতঃ তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধ, সুতরাং সে কথাও অসঙ্গত। কারণ তত্ত্বজ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বে সংসারিত্ব এবং প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার স্বীকার হইতে হয়। তৎপর আত্ম প্রবোধ উপস্থিত হইলে আর সংসারিত্ব ও প্রমাণাদি ব্যবহার থাকে না।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (শ্রুতি) সমস্তই যখন সাধকের আত্মভূত হয়, তখন কে কি দেখিবে ? এই সমস্ত শ্রোতবাক্যে প্রবোধ কালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। সুতরাং ভেদ জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞানাবস্থার পরিচায়ক এবং পূজাদি সাধনার তখনই প্রয়োজন। অবিদ্যামোহে মুগ্ধ জীব পূজ্য পূজক পৃথক্ ভাবে দেখিয়া থাকে, কিন্তু সেই পৃথক ভাব অন্তর হইতে যাহাতে অন্তর্হিত হয়, তাহার জন্যই পূজাদির প্রয়োজন। যিনি পূজা জপ পরায়ণ, অভ্যাস ও অদৃষ্ট বলে বাহ্যাঙ্গ সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া অন্তরঙ্গ সাধনে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তন্ময় হইয়াছে, তাহার দ্বৈতভাব কোন রূপেই থাকিতে পারে না। যদি দ্বৈত ভান থাকে তবে নিশ্চয় সমাধি হয় নাই, সুতরাং পূজ্য পূজক ভাব থাকে না, ইহা সাধকের আপত্তি নহে। শ্রুতি স্পষ্ট রূপে বলিয়া দিয়াছেন।

"দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি"

অতএব আরাধ্য আরাধক ভাব প্রথম মান্য করিলেই যে, জীব পরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকার হয়, তাহা নহে, প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধি ভেদে ভিন্ন প্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মা সেইরূপ চিত্তোপাধি দ্বারা ভিন্ন প্রায় হন অর্থাৎ উপাস্য উপাসক ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন। বস্তুতঃ পরমেশ্বর অবিশেষ অর্থাৎ একরকম। অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ॥

পরমার্ষ সূত্রম্ ॥

উপাস্য উপাসক ভাব তাত্ত্বিক নহে, মিথ্যা। এমন কি বেদ পর্য্যন্ত তখন অবেদ হয় "বেদা অবেদাঃ, বেদের প্রয়োজনীয়তা বিদূরিত হয়। যত দিন পূজ্য পূজক ভাব পৃথক থাকিবে ততদিন তাহার পূজার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় নাই, সুতরাং পূজ্য পূজক এই আপত্তি সংসারাসক্ত বিষয় সুখীর। উহা একান্ত অকিঞ্চিৎ কর।

এখন উহার সঙ্গে আর এক আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, যদি অভেদই হইল, তবে প্রবোধ কাহার। উত্তর এই।—যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার প্রবোধ। যদি বল শাস্ত্রানুসারে আমি, ঈশ্বর। শ্রুতি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বলিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আবার প্রবোধ কি? যে অবোধ তাহারই প্রবোধ? পরন্তু যে নিত্য প্রবুদ্ধ, তাহার আবার বোধ কি?, উত্তরে এই বলা যাইতেছে যে, যদি তুমি আপনাকে নিত্য প্রবুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর কাহার ও প্রবোধ ভাব নাই। অন্য কেহ অবোধ নহে, অন্য কেহ প্রবুদ্ধ হয় না। ফলতঃ এসম্বন্ধে যত কিছু পূর্ব্ব পক্ষ হইবে সমস্তই অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। অবিদ্যা থাকায় অদ্বৈত ভঙ্গ হয় অর্থাৎ আত্মা স্বরূপতঃ অদ্বয় হইয়াও সদ্বয় হন। সাধক শাস্ত্র যুক্তি সঙ্গত দর্শিত কারণে অভিন্ন ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবেন, অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

"যদোবং প্রতিবুদ্ধোঽসি নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ
ভগবান শঙ্করাচার্য্য।

"যদ্যদ্বৈতেন তোষোঽস্তি মুক্ত এবেসি সর্ব্বদেতি বাচস্পতি মিশ্রোদ্ধৃত বচন।

"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ॥ পরমার্থ সূত্রম্ ৪ অ
১ পা ৩ সূ

যাহারা প্রকৃত মুমুক্ষু হইতে সযত্ন, তাহারা অভেদ বোধের দ্বারা বিনাশের উপায় দেখেন, আর যাহারা বিষয় সুখ সাগরে সন্তরণ করাকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন, তাহারাই ভেদ জ্ঞানের পক্ষপাতী। বস্তুতঃ ভেদ জ্ঞানের নিন্দা যাবতীয় শাস্ত্রে রহিয়াছে, তথাপি দ্বৈতজ্ঞানের পক্ষপাত কালি দোষ বিশেষ। এই সকল কারণে সনিবন্ধ বলা যাইতে পারে। অন্যান্য শ্রৌত তাৎপর্য্যের সমন্বয় পরিহার করিয়া কেবল শ্রুতি খণ্ডের উপর স্বকপোল কল্পিত মতানুসারে ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য, প্রকাশ করা বিজ্ঞের কার্য্য, অযথা মত বিস্তারার্থ অপার্থ প্রকটন কাহারও কর্ত্তব্য নহে। শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়িগণ স্বীয় উপাস্যের প্রাধান্য জন্য বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিবেন সর্ব্ব এক অদ্বয় একরস।" "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী।

মনের বিষাদ।

আমরা সংসারের ঘৃণিত, অপবিত্র, মলিনীকৃতান্তঃকরণ প্রাণী, তাই আমরা জগন্মাতের অপার দয়া-সাগরের অনুপম অমৃত পান করিতে পারিলাম না। যাঁহার দয়া অনন্ত-অপরিসীম, যাঁহার স্নেহ সর্ব্বোপরি ক্রিয়া করিয়া অনন্ত জগৎকে সুস্নিগ্ধ ও আপ্যায়িত করিতেছে, যাঁহার সুবিশাল দয়ার্ণবের কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া আমরা দয়ারসের আস্বাদ জনিত অপরিমেয় আনন্দানুভবে সমর্থ হইতেছি, হতভাগ্য দুঃখী সন্তান আমরা সেই মাতৃ-দয়ায় বঞ্চিত। আমাদের হৃদয় অবিপবিত্রতা পরিপূরিত, কৌটিল্য-নিসেবিত, বিষয়-তৃষ্ণা-সমাচ্ছাদিত, ইন্দ্রিয়-বাত্যাঘাতে বিঘূর্ণিত, গর্ব্বান্ধতমসে সমাবৃত, তাই মাতৃ-দয়ার সুকোমল ছবি প্রতিফলিত হয় না। যদি হৃদয়-কন্দরে সারল্য-বিবস্বান্ কখনও বিভাসিত হইত, যদি এ মলিমস হৃদয় হইতে অবিশ্বাস-কলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, তবে আমরা ও এক দিন জগন্মায়ের নির্ম্মল দয়ারসরাশির অনুভবে সমর্থ হইতাম। তাহা হইল কৈ? মানস-গহ্বর যে, শত শত কুপ্রবৃত্তি-তমোমালায় সমাকলিত। কি প্রকারে, সে দয়াধিকারী হইব? তবে কি মা আমার প্রতি দয়া করিবেন না। মা কি আমার এ অজ্ঞান-কালুষ্য বিদূরিত করিবেন না? মা কি দয়াহীনা? না, না, না, তা কখন ও বলিতে পারি না। মা দয়াহীনা বলিতে যে, রসনা অগ্রসর হয় না। মুখমণ্ডল যেন মুকুলিত হইয়া আসে। নয়ন যেন কি ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বারিতে ভাসিতে থাকে, অন্য ইন্দ্রিয়গণ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। মন ও যেন সেই সঙ্গে অবসন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত রহস্য—যখনই মানস-পবন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়গণের সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন আর রসনাদি কোন ইন্দ্রিয়েরই আর দীনতা থাকে না। তখন তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী মাতৃ-দয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত নিজেই অনুভব করিতে পারিয়া অপার আনন্দ-বারিধি সলিলে সুখে ক্রীড়া করিতে থাকে।

তাই মন মহাশয় প্রথমতঃ রসনাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রসনে! তুমি মাতৃ-দয়ার জন্য আকুলিত হইতেছ কেন? তোমার সম্মুখেইত মূর্ত্তিমতী মাতৃদয়া বিরাজমানা রহিয়াছে, তবে আর তুমি মাতৃদয়া বঞ্চিতা বলিয়া আপনাকে তিরস্কৃত করিতেছ কেন? এ ধরনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াই পার্থিব মাতার প্রকৃত স্তন হইতে যে অমৃতবিন্দু পান করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা তুমি দিন দিন পুষ্টাঙ্গ হইয়া আজ পূর্ণাকারে পরিণত হইয়াছ, যাহা তোমার নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অতিযত্নে, অতি সন্তর্পণে, কত আদরে, কত শিল্পভাব সহিত নির্ম্মিত হইয়া ছিল, যাহা দ্বারা তুমি আত্ম-পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিখিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টিসাধন করিয়া পরোপকারের পূর্ণ অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ, তাহা কি মাতৃ-দয়ার ফল নয়? তাহা কি মাতৃ-স্নেহের রূপান্তর নয়? তখনই কি তুমি মাতৃদয়া অনুভব করিতে পার নাই? অবশ্যই পারিয়াছিলে। রসনে! বহু দিনের পরিবর্ত্তনে আর তোমার সে কথা মানস-পটে বিকাশ পাইতেছে না, তুমি ভাবিয়া দেখ,—তাহা (স্তন্য) যদি মাতৃ-দয়ার রূপান্তর না হইত, তবে জড় পিশিতপিণ্ড ঐ অমৃত কোথা হইতে পাইল? জড় মাংস পিণ্ডের যদি সেই অমৃত সমাহরণের সামর্থ্য থাকিত, তবে হস্ত পদাদি মাংস পিণ্ডে ও উহা পরিলক্ষিত হইত। তাহা কি কখন ও হয়? হয় না। অতএব রসনে! তুমি সমাশ্বস্ত হও। তুমি আজীবন মাতৃ দয়ারসে আপ্লুত হইয়া আজ কেন তোমার এতাদৃশ কশ্মল সমুপস্থিত হইল? মা দয়ার মূর্ত্তি, তুমি ও সর্ব্বদাই সেই দয়ারসে হাবুডুবু খাইতেছ, তথাপি অন্ধ যেমন নয়নোপরি পরিবর্ত্তমান মার্ত্তণ্ড দেবকে দেখিতে পায় না, তুমিও তাদৃশ অজ্ঞানান্ধ, তাই অনুভবে সমর্থ হও না।

রসনে! তুমি সমাকুলিত হইও না, চিত্তনদীর বেগ সম্বরণ কর। মা তোমাকে ভালবাসেন, তুমি মার বড়ই কৃপাপাত্রী। তুমি মার পীযূষবর্ষী নামাবলী উচ্চারণ করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিতেছ। তুমি যখন মায়ের "দুর্গে","তারিণী"জগদম্বে" ইত্যাদি

নাম কীর্ত্তন কর, তখন অবনিমণ্ডল তৎশ্রবণে কৃতার্থ হয়। তৎপর মা দয়া করিয়া মাধুর্য্যাদি ষড়্‌ রসের অধিকারী একমাত্র তোমাকেই করিয়াছেন। অয়ি রসনে! একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি মাধুর্য্যাদি রসের উপলব্ধি সময়ে কতই সুখ, কতই আনন্দ অনুভব কর। মা দয়া করিয়া না দিলে, কি আনন্দ কেহ অনুভব করিতে পারে? মা আমার আনন্দময়ী, তাই তোমাকে ভাল বাসিয়া আনন্দ দেন। রসজ্ঞে! তুমি শান্ত হও, তোমার বিকার অপনীত হউক, তুমি আপনাকে মায়ের দয়াস্পদ মনে করিয়া সুখিত হও।

নয়ন! তুমিও মূর্খ! অজ্ঞানান্ধ! তাই মাতৃ-দয়া অন্বেষণে সচেষ্ট হইয়া দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত নিরাশ্রয় হৃদয়ে ম্লান হইতেছ। একবার তোমার অদূরাস্থিত ঐ উদ্যানমালার প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ কর। ঐ দেখ, আবার তোমার উপরে গগনমণ্ডল আলোকিত, সুস্নিগ্ধ ও উপজীবিত করিয়া চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, দেখ! নয়ন! একবার আত্মা, মন ঢালিয়া দিয়া দেখ। ঐ আকাশের কোলে কি অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় সুষমা খেলা করিতেছে, উহার অনুপম মাধুরি চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। আহা! কি শোভা, কি সৌন্দর্য্যছটা, ঐ জলদাবলীর প্রতি এক নিমেষের নিমিত্ত ও দৃষ্টি প্রসারণ করিলে আত্মা যেন পরিপূর্ণ হয়, মনটা যেন আনন্দময় হইয়া যায়। ঐ সাদা সাদা খণ্ড খণ্ড বারিদমালার কোন কোন স্তরে আবার নীল, পীত, রক্ত আরো কত কি রঙ্গে অনুরঞ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার প্রতি এক বার নয়ন ফিরাইলে আর প্রতিসংহার করা যায় না। আবার পূর্ব্ব দিকে অবলোকন করিয়া দেখ,—সৌদামিনীর হাসি হাসি মুখখানি যেন সম্মিলন-সুখাশায় প্রসন্ন জলদ কোলে লুক্কায়িত হইতেছে। আহা! উহাদের কতই শোভা। তোমাকে যে ঐ উদ্যানাবলী দেখাইলাম, উহার দিকে আবার চক্ষু ফিরাও, দেখ, উহার কি অভাবনীয় কান্তি। ইহার সুকোমল শোভা মন প্রাণের অণুতে অণুতে যেন অনুপ্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও সমুল্লসিত করিতেছে। কত সুরমা প্রসূনমালা উহাতে বিরাজ করিয়া অপূর্ব্ব সুপ্রকৃতা সাধন করিতেছে। উহার প্রতি একাগ্র মানসে নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, কোন দয়াবতী মালাকরী স্তরে স্তরে মালালহরী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। একবার দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। কতই আনন্দ, কতই শান্তি, কতই সমুল্লাস, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? নয়ন! আর একবার সুধাংশুর কোলে বিশ্রাম কর, তোমার আত্মা আপ্যায়িত হইবে। আহা! দেখ, ঐ কৌমুদীর কি পরমা শোভা। সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণাভিহত আত্মা এখন যেন গভীর সুধাম্বুধির সুধাধারায় সমুন্মীলিত হইল। নয়ন! আর কত দেখিবে, যদি আরো দেখিতে চাও, তবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ কর। জগন্মায়ের অপূর্ব্ব দয়া দেখিতে পাইবে। এতক্ষণ তুমি যাহা দেখিয়া বিস্মিত এবং পরক্ষণেই প্রোৎফুল্ল হইয়াছ, ইহা কি মায়ের দয়ারই গৌরব নয়? বস্তুতঃ উহা মায়েরই দয়া। তুমি মায়ের ভালবাসা চাও, তাই দশ দিশ আশা ব্যাপিয়া দয়া বিতান করিয়া রাখিয়াছেন! নয়ন! মা দয়া করিয়া না দিলে তুমি ঐ অসামান্য আনন্দ কোথা হইতে পাইলে। ঐ যে সুরমা কত কি দেখিলে, উহাত সমস্তই জড়,—লোষ্টবৎ মলিন, উহাতে আনন্দ নাই, শান্তি নাই। তবে স্বর্গীয় অতুলা সুখ কোথা হইতে আসিল? উহা জড়ের গুণ নহে, উহা মায়েরই দয়া, মা দয়ার নিদান, তাই তোমাকে সুশান্ত করিতেছেন। যদি ঐ শান্তিধারা জড়পিণ্ডে থাকিত, তাহা হইলে লোষ্ট দেখিয়া তুমি বিহ্বল হও নাই কেন?

ত্বক্! তুমি আবার বিশীর্ণ হইতেছ কেন? তোমারও কি মাতৃ-দয়ার অস্তিত্বে অবিশ্বাস হইয়াছে? হইতে পারে। তুমি অন্ধ, তাই মায়ের জ্বলন্ত দয়ালহরী দেখিতে পাও না, তুমি কোটি কোটি রোম কূপের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিতেছ, যাহা তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে সঞ্জীবিত করিতেছে, যাহা তোমার অস্তিত্বের সহায়, সেই বায়ু;—সেই সুস্নিগ্ধ, সুশান্তিপ্রদ মলয়ানিল তোমাকে কে দিলে? কার দয়ায়, কার ভালবাসায় তুমি সেই অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইলে? অবশ্যই বলিবে, মা'র দয়ায়। যদি আজ অভিমান কর, তবে তুমি কৃতঘ্ন। মা তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তাই তোমাকে ব্যাপক অধিকার দিয়া চরিতার্থ করিয়াছেন। তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অভিনিবিষ্টভাবে চিন্তা কর—মলয়-সমিরণ তুমি নিজে গ্রহণ কর নাই। মা দয়া করিয়া, তোমাকে অনুপ্রাণিত, স্নিগ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন। যদি তুমি বিশ্বাস না কর, তবে একবার রসনাকে, নয়নকে, নাসিকাকে, কর্ণকে, সকলকে জিজ্ঞাসা কর, "ভাই! আমরাত সকলেই একত্রিত হইয়া থাকি। ভাই! তোমরা পরস্পর কিছু ব্যবহিত হইলেও আনিক্ষণকালের জন্যও তোমাদের কাহাকে বিশিষ্ট করিয়া থাক না। সত্য বল্! তোমরা কি কেহ মলয় মারুৎ গ্রহণ করিতে পারিয়াছ"। ঐ দেখ, সকলেই এক তানে বলিতেছে, "না, ভাই! না; আমরা পারি নাই। মা তোকেই বড় ভালবাসে, তাই উহা তোকেই দিয়াছে।" ত্বক্! তুমি একবার অন্তঃস্তরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা কর, তবেই বুঝিতে পারিবে। মা'ই তোমাকে দয়া করিয়া ঐ অনুপম সুখ সম্ভোগে নিযুক্ত করিয়াছে, নতুবা তোমার সহ নয়নাদি ইন্দ্রিয়বর্গ উহা পায় নাই কেন? অতএব ত্বক্! ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর, অজ্ঞান তিমিরাবলী তিরোহিত কর, তবেই প্রতিক্ষণ-অনুভূয়মানা মাতৃ দয়ার প্রকৃত মধুরিমা উপভোগ করিতে পারিবে।

কর্ণ! "মা দয়াহীনা" শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছ? দুঃখ পরিত্যাগ কর। জাগ্রত হও, একবার আত্মা, মন মাতে সমর্পণ কর তবেই মাতৃ-দয়া বুঝিতে পারিবে। উত্তুঙ্গ মোহ-তরঙ্গে ভাসিও না। মা দয়াময়ী, তাই তোমার প্রতি অগাধ দয়ারাশি বিতরণ করিতেছেন। ঐ শুন—মা এখনই তোমার ভ্রান্তি অপসারণের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পুত্র জনৈক সাধককে তোমার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। শুন—সাধক কৃতাঞ্জলিপাণি হইয়া কি মধুর মা'র গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। শ্রবণ! তুমিই ধন্য! মার গুণ গীতি শুনিতে তুমিই একমাত্র অধিকারী। আমরা তোমার সহচর হইয়াও ঐ পীযূষরস পানে অসমর্থ। সাধক কি বলিতেছেন, একবার অবহিত হইয়া শুন।—"মাগো!

মা! দুর্গে! অশেষ যাতনানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াও তোমাকে স্মরণ করিতে পারিতেছি না। প্রসন্নময়ি! একবার কৃপা করিয়া তোমার অনাথ হতভাগ্য সন্তানকে রক্ষা কর। মাগো! আমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। নিরন্তর সংসার-বাত্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। বিষয়-বিষধরবিষে তনুলতা অনিশ জর্জ্জরিত। দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদাই আমাকে বঞ্চিত করিয়া অহরহ আমার প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মাগো! আমি শুনেছি, তুই কল্পলতিকা। সাধকের হৃদয়কুঞ্জবিহারিণী। তুই অনাথের আশ্রয়। আমি মূঢ়বুদ্ধি তনয়। তোর অনন্ত মহিমা-বিস্তার বুঝিতে না পারিয়া গাঢ়ান্ধতম সমাবৃত দুর্গম নিরয় পথে অগ্রসর হইতেছি। মাগো! তুইত ত্রিতাপহারিণী, শরণাগত ভীতি নিবারিণী। একবার দয়াশ্লিষ্ট হৃদয়ে এ অধম সন্তানের প্রতি নয়ন দে। জগদম্বে! তোর ঐ সুরাসুর পরিসেবিত সাধুবৃন্দ সুবন্দিত চরণদ্বন্দ্ব দেখিলে আমার মন প্রাণ উহাতে বিলীন হইয়া যায়। তুইত কৃপাময়ী ক্ষণেকের জন্য একবার এ দুঃখীর নিকটে দাঁড়া, আমি এই প্রভূত যত্ন রচিত পুষ্পাঞ্জলি তোর ঐ চরণ প্রান্তে নিক্ষেপ করি।"

শ্রবণ! সাধকের অমৃত নিস্যন্দিনী বাণী শুনিলে। শুন, আবার ঐ দিকে কোন মহাত্মা গললগ্নীকৃতবাসে উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মা, মা বলিয়া ডাকিতেছেন, আর গাহিতেছেন,

> দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ
> প্রসীদ মাতঃ! জগতোঽখিলস্য।
> প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
> ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য।
> সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে!
> ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি! দুর্গে! দেবি! নমোঽস্তু তে॥
> নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
> কিং রুক্ষচিন্তনপরৈঃ ন কৃতং বচোভিঃ।
> শ্যামে! ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
> ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব! পরং তবৈব॥
> জগন্মাতঃ! মাতঃ! তব চরণসেবা ন রচিতা
> ন বা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
> তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
> কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥

শ্রোত্র! শুন, আর কত কি বলিতেছেন। এমন মধুর ধ্বনি আর শুনিবে না, জীবন সার্থক কর। ধন্য! তুমিই ধন্য! মায়ের ভালবাসা তোমাতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আমরা ত মায়েরই সন্তান। মায়ের গুণাবলী শুনিতে পাইলাম না। শ্রবণ! তোমার পায়ে পড়ি—কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করি। তুই আর একবার ঐ মধুরিমার আস্বাদে আমাকে কৃতার্থ কর। আমি নিরতিশয় হতভাগ্য। আমি ক্ষণেকের জন্য যে তোর সহিত একাগ্র ভাবে মার নাম শুনিব, তাহাতে ও বঞ্চিত। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক হইতে রসনা প্রভৃতি আমাকে আহ্বান করিতেছে। আজ বুঝিলাম তুইই মায়ের দয়ার পাত্র। মা তোমাকে বড় কৃপা করিয়া তাঁর নাম শুনিতে একমাত্র অধিকারী করিয়াছেন। অতএব তুমি শান্ত হও, মায়ের দয়াতে আর সন্দিহান হইও না। মা তোর নিকটে সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া রহিয়াছেন।

মনের এতাদৃশী সুমধুর বাক্যাবলী শ্রবণে সকলেই নিজ নিজকে মাতৃ-স্নেহের অধিকারী মনে করিয়া আনন্দ সাগর-কল্লোলে ভাসিতে লাগিল, কিন্তু নাসিকা নিতান্ত ম্লানায়মানা। নাসিকার গন্ধ গ্রহণের শক্তি তিরোহিত হইল, অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত প্রায় হইল। মাতৃ দয়া হীনা কি জীবন ধারণ করিতে পারে? মাতৃ-স্নেহ-বঞ্চিত জীবন কি দণ্ডায়মান থাকিতে পারে? তাই নাসিকা আজ নিতান্ত বিমূঢ়, যেন মৃত। মন ঈদৃশী দশা দেখিয়া বলিলেন,—গন্ধবহে! তুমি উন্মত্তা হইও না, তুমি ও তোমার সহচরবর্গের ন্যায় মাতৃ-স্নেহের অধিকারিণী। মা তোমাকে ও ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস, মা তোমাকে সকল অপেক্ষায় অধিক স্নেহ করেন। মার কৃপায় তুমি হৃদয় সঞ্চারীগণের অধীশ্বরী। তোমার কৃপাতেই উহারা জীবিত থাকে, নিজ নিজ ক্রিয়ায় সমর্থতর হয়। তুমি যদি বায়ু বায়ু গ্রহণ না কর, তবে উহারা জীবিত থাকিয়া স্ব স্ব ক্রিয়ায় উন্মুক্ত হইতে পারে না। তিলমাত্র সময় তোমার সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের মৃত্যু দশা উপস্থিত হয়। তাই বলি,—তুমি চিন্তা সমাকুল হইও না। মা তোমাকে দয়া করিয়া ইন্দ্রিয় রাজ্যের অধীশ্বরী করিয়াছেন। কত কত মনোহর গন্ধ উপহার দিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিতেছেন। তুমি চম্পক, মল্লিকা, গোলাপ, বেল প্রভৃতি কত কুসুমনিচয়ের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র, সুখিত ও পরিতৃপ্ত করিতেছ। কতই উৎসুকা, কতই শান্তি উপভোগ করিতেছ, ইহা কি কম সৌভাগ্যের পরিচয়? ইহা কি মাতৃ-স্নেহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়? অবশ্যই তুমি বলিবে, মা আমার প্রতি নিতান্ত দয়াবতী, তাঁহার অমৃত সংপৃক্ত দয়া বিকারণ ব্যতীত এ আনন্দ কোথা হইতে আসিল? অতএব নাসিকে! তুমি স্থির হও, আত্ম-দৈন্য দূর কর, মাতৃ দয়া হৃদয়ে ধারণ কর, আর পরিক্লিশ্যমান হইও না।

মনোদেব এই প্রকারে নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ত্বক্ এবং রসনাকে সমাশ্বস্ত ও প্রতিবুদ্ধ করিয়া অনন্তর আপনিই পরিম্লান হইয়া পড়িলেন। তখন যেন আর মনের অস্তিত্ব সম্পর্ক অনন্ত গহ্বরে অন্তর্হিত হইল। মনের যেন অনুতাপানলে আত্মদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। আবার যেন ক্ষণ কালের মধ্যে কি এক প্রকার বিষাদপূর্ণ বাক্যাবলীর পরিস্ফুর্ত্তি হইতে লাগিল। মন তখন হা হা করিয়া উঠিলেন। তদীয় হাহারবে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল বিকম্পিত, পরিমূর্চ্ছিত হইল। অচলাবলী হঠাৎ চঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন বিষাদ পরিতপ্যমান মন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন।

মানব! তোমরা একবার প্রতিবুদ্ধ হও। একবার অজ্ঞানান্ধ তামসে সমাবৃত নয়ন উন্মীলন কর। আমি আমাকেও বলিতেছি, মন! তুমি এখন সাবধান হও, নিজ কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ কর। তুমি চিরদিন যে ইন্দ্রিয়গণের কুহকে পড়িয়া সদসৎ বিবেচনা হারাইয়াছ, যাহাদের সেবার নিমিত্ত অনুগত ভৃত্যবৎ সতত অনুগামী হইয়া বিচরণ করিতেছ, যাহারা

তোমাকে অপার কলুষরাশি বিজড়িত করিয়া দুঃসহ নরকাবর্ত্তে ঘূর্ণিত করিতেছে, যাহাদের পরিতুষ্টির নিমিত্ত ক্ষণকাল ও আত্মবিশ্রান্তি সুখ উপলব্ধি করিতে পার নাই। অধিক কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া কর্দ্দমাক্ত বার্ষিক গঙ্গ নীরবৎ ঐন্দ্রিয়িক সত্তার অভেদে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ। যাহারা আপাত রমণীয় বিষয় সুখের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া তোমার সর্ব্বস্ব ধন মায়ের অনুধ্যানে বঞ্চিত করিয়াছে, যাহাদের পরিতৃপ্তি কামনায় বঞ্চনা, শঠতা, অসারল্য, দীনতা, ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য প্রভৃতি অতীব পাপানুবিগর্হিত কলুষাকর ক্রিয়ারাশী শতত সঞ্চিত করিতেছ, যে পাপরাশি প্রক্ষালনের নিমিত্ত অপার সপ্ত সাগরও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, নিখিল তীর্থবারির পূত অবগাহন ও তাহার তিলমাত্র আবিলতা নিষ্কর্ষণে সমর্থ নহে, যাহার ভীষণ গ্রাসে তোমাকে অনুদিন গ্রস্ত করিয়া ও অনন্ত কালে বিশ্রান্তি শান্তির মৃদুল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না, সেই ইন্দ্রিয়-শরে তুমি প্রতিক্ষণ সংবিদ্ধ হইয়া মৃগয়ু-শরশত বিত্রস্ত কুরঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান হইয়াও তোমার ক্ষণ কালের জন্য সংজ্ঞা লাভ হইল না। তুমি নিরন্তর ইহাদেরই পরিকর্ম্মে নিযুক্ত। মন! তোমায় ধিক্! আবার ধিক্! তুমি যে নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণের সান্ত্বনায় ব্যগ্র, তাহারা সকলেই সংপ্রবুদ্ধ হইল, সকলেই মাতৃ-দয়া বুঝিয়া সমাশ্বস্ত হইল, আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। রে হতভাগ্য মুগ্ধ মন! তুমি কি করিলে, তুমি কার দয়ালয়ে আত্মরক্ষা করিলে, কার স্নেহ-ধন সঞ্চয় করিয়া ধনী হইলে? তুমি ত নির্ধন, নিরাস্পদ। ঐ দেখ, সকলেই তোমাকে দাসবৎ সংজ্ঞা করিয়া মায়ের আকারে আশ্রয় লইল, মায়ের স্নেহ রসে পরিপ্লুত হইল, কতই আনন্দ, কতই মধুরতা উপভোগ করিল,—নয়ন মনোহর মায়ের রূপ-সাগরে ডুবিয়া গেল। কর্ণ মায়ের অমৃতময় গুণ গান শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া সেই খানেই নিমজ্জিত হইল। ত্বক্ মায়ের সুকুমার গাত্র স্পর্শের আশায় কণ্টকিত হইল। ঘ্রাণ মায়ের শ্রীঅঙ্গ সম্পৃক্ত মলয় পবনের সম্পর্ক আশায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং মায়ের শ্রীচরণ সরোরুহ সন্ন্যস্ত প্রসূন মালিকার সৌরভ লালসায় থাকিয়া থাকিয়া প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। রসনা "মা, মা, তারিণী, দুর্গে!" বলিতে বলিতে সমূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আহা! উহারা কি ভাগ্যবান! কি পবিত্র জীবন! দেখ একবার উহাদের আনন্দোচ্ছাস। মন! যাহারা তোমারই পরিতৃপ্তি কামনায় প্রথমত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা সকলেই শান্তিধামে সুখাসন সংস্থাপিত করিল, আর তুমি একবারও হৃদয় মন্দিরে শিব-হৃদি বিলাসিনী দীনতারিণী আনন্দময়ীকে ধারণ করিতে পারিলে না। যদি না পারিলে, তবে মা! জগদম্বে! বলিয়া ঐ রক্ত পদ-কোকনদে আত্ম প্রাণ সমর্পণ কর, চিত্তানুতাপ নিবেদন কর। হা মাত! হা শরণাগত বৎসলে! রক্ষা কর, বলিয়া হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অশ্রুবারির দ্বারা মায়ের চরণযুগল বিধৌত কর। হৃদয়ের আর্ত্তধ্বনি মায়ের কর্ণ কুহরকে প্রতিধ্বনিত করুক, তাহা হইলেই মা'র দয়া বিকাশ হইবে। মা তোমার ভালবাসা গ্রহণ করিবেন, তুমিও মাতৃ-স্নেহের অধিকারী হইবে। মায়ের চিদানন্দলহরী তোমার অভ্যন্তরের অজ্ঞান-তমোমালা বিদূরিত করিয়া বিরাজমানা থাকিবে। তুমি কৃতার্থ হইবে, ধন্য হইবে। আর যদি তুমি কেবল মাত্র নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণের সহচারী হইয়া বিচরণ কর, তবে তাহারা আনন্দ পাইবে বটে, মাতৃ-দয়া লাভ করিয়া পূতাত্মা হইবে সত্য, কিন্তু তুমি যাহা, তাহা থাকিবে, চির দিন তৈলকারের (কলুর) বৃষবৎ পরিভ্রান্ত হইয়া ও মাতৃ-দয়া রসের রসিক হইতে পারিবে না। তাই বলি মন! একাগ্র ভাবে ব্রহ্মাদি-সুর-বন্দিত মায়ের চরণ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে উহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পরম শান্তি লাভ কর, মাতৃ কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হও।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মা।

রাজধর্ম্ম। *

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

এই জগৎ অরাজক হইলে ভয় প্রযুক্ত লোক সকল ব্যাকুলিত হইবে, এই হেতু পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করণার্থ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ম-স ৭।৩।

নরেশে জীবলোকোঽয়ং নিমীলতি নিমীলতি।
উদেত্যুদীয়মানে চ রবাবিব সরোরুহং॥

যেমন রবির উদয় ও অনুদয়ে সরোরুহ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নরপতির আবির্ভাব ও তিরোভাবে জীবলোকের সৌভাগ্য আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে॥ হি-উ

পর্জ্জন্য ইব ভূতানামাধারঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিকলেঽপি হি পর্জ্জন্যে জীব্যতে ন তু ভূপতৌ॥

মেঘ ও রাজা উভয়ই সমস্ত জীবের জীবনাধার হয়, পর মেঘাভাবে প্রাণিগণ বিকল হইয়াও (কিছুকাল) জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজার অভাবে ক্ষণকাল ও থাকিতে পারে না। হি উ

নিয়তবিষয়বর্ত্তী প্রায়শো দণ্ডযোগা-
জ্জগতি পরবশেঽস্মিন্ দুর্লভঃ সাধুবৃত্তঃ।
কৃশমপি বিকলং বা ব্যাধিতং বাধনং বা
পতিমপি কুলনারী দণ্ডভীত্যাভ্যুপৈতি॥

প্রায় দণ্ডানুরোধেই লোক সকল নিয়ত স্ব স্ব কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, কারণ এই পরাধীন জগতে সচ্চরিত্র লোক অতি বিরল। দেখ, পতি কৃশই হউক বা বিকলেন্দ্রিয়ই হউক, অথবা ব্যাধিতই হউক, কিম্বা দুঃখিতই হউক, তাহাতে যে কুলনারী উপগতা হয়, সে কেবল দণ্ডভয়েই হইয়া থাকে (+)॥ ঐ।

---

* এই "রাজধর্ম্ম" দেখাইবার নিমিত্ত যে সকল উপদেশজনক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায় কি রাজা কি প্রজা উভয়েরই সমানরূপে দ্রষ্টব্য। কারণ রাজাদিগের ন্যায় প্রজামাত্রেরই পুত্র, কলত্র, মিত্র, ভৃত্য ও অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহাদিগের রক্ষণার্থ আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক যথোচিত নিয়মে উহাদিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতে হয়।

(+) রাজার দুর্বিসহ বাহুবলে প্রজা সকল প্রতিপালিত হইয়াই অকুতোভয়ে সুখভোগ করিয়া থাকে। পৃথিবীতে রাজা

রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততোভার্য্যাং ততোধনং।
রাজন্যসতি লোকেঽস্মিন্ কুতোভার্য্যা কুতোধনং॥

প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পশ্চাৎ দার পরিগ্রহ করিবে, তদনন্তর ধনোপার্জ্জন করিবে, কেননা এই জগতে রাজা না থাকিলে ভার্য্যাই বা কোথা, আর ধনই বা কোথা। (কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না)

ম ভা শান্তিপর্ব্ব।

প্রজাং সংরক্ষতি নৃপঃ সা বর্দ্ধয়তি পার্থিবং।
বর্দ্ধনাদ্রক্ষণং শ্রেয়স্তদভাবে সদপ্যসৎ॥

রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন এবং প্রজা রাজাকে বর্দ্ধিত করেন, কিন্তু বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষণ শ্রেয়স্কর হয়, যেহেতু রক্ষা না করিলে বিদ্যমান বস্তুরও সত্তা থাকিতে পারে না। হি-উ।

যস্য প্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥

যাহার প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমে বিজয় লাভ হয় এবং যাঁহার ক্রোধে মৃত্যু হয়, তিনি সর্ব্বতেজোময় নৃপতি বলিয়া প্রথিত হন॥ হি-উ।

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

নৃপতি বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না, যেহেতু তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা নররূপে অবস্থিত করেন॥ ঐ।

মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্ম্মিকোঽব্যসনশ্চৈব প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ॥
স্বরন্ধ্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥

মহা উৎসাহশালী, বহুবেদার্থদর্শী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের সেবক, বিনীত, সত্ত্বসম্পন্ন (সম্পদাপদে হর্ষবিষাদরহিত), সৎকুলোদ্ভব, সত্যবাদী, শুচি, অদীর্ঘসূত্রী, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, অক্ষুদ্র (নীচাশয়রহিত), অপরুষ (পরদোষভাষী নহে) ধার্ম্মিক, অব্যসনী, প্রাজ্ঞ, শূর (নির্ভয়), রহস্যবিৎ (গোপনীয়ার্থগোপনক্ষম), আত্মচ্ছিদ্র গোপনে সুচতুর, ন্যায় ও দণ্ডনীতি বিদ্যায় পারদর্শী, কৃষি ও বাণিজ্যাদি বার্ত্তা শাস্ত্রে সুনিপুণ ও বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এতাদৃশ ব্যক্তি রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র॥ যা সং ১।৩০৮ ৩১০।

না থাকিলে লোকে চৌর্য্য বৃত্তির প্রবলতা হইয়া উঠে, সুতরাং রক্ষকাভাবে তাহারা মেঘরাজির ন্যায় ক্ষণ পরেই নাশ পায়। তখন লোকে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে, একজন অন্যের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে এবং পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিতে থাকে। দস্যুদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যদিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায়ই বিনষ্ট হয়। তাহারা কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্য করিতে থাকে, ফলতঃ কেবল বর্ণসঙ্করই উৎপন্ন হইতে থাকে।

রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্বীত জনকোষাত্মগুপ্তয়ে॥

রাজা অতি মনোহর, পশুবৃদ্ধিকর প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ ও বৃক্ষ পর্ব্বতাদিবিশিষ্ট সজল প্রদেশে বাস করিবেন, এবং বাসস্থানের সন্নিকটে আত্মরক্ষা ও ধন জনাদি রক্ষার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন॥ ঐ ৭।৭০।

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং॥

ধন্বদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ জলশূন্য মরুভূমি থাকে), মহীদুর্গ (যাহা প্রস্তর বা ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত), জলদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক অগাধ জলাশয় দ্বারা পরিবৃত), বার্ক্ষদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষ, গুল্ম ও কণ্টকাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত), নৃদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক হস্তি, অশ্ব, রথাদি যুক্ত বহুসংখ্যক সেনা দ্বারা পরিরক্ষিত) ও গিরিদুর্গ (মনুষ্যাদির দুরারোহণীয় পর্ব্বতের উপরিভাগ, যাহা প্রস্রবণাদির জলযুক্ত বহু শস্যোৎপাদক ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদিতে অন্বিত), এই ষড়্‌বিধ দুর্গের মধ্যে কোন একটী দুর্গকে সমাশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন॥ ম-সং ৭।৭০।

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥

রাজা উক্ত ষড়্‌বিধ দুর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে গিরিদুর্গ আশ্রয় করিবেন, যেহেতু অন্যান্য দুর্গ অপেক্ষা গিরিদুর্গই বহু গুণে বিশিষ্ট হয়॥ ঐ ৭১।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে॥

যেহেতু প্রাকারস্থ এক জন ধনুর্দ্ধর এক শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে এবং এক শত ধনুর্দ্ধর দশ সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু যোদ্ধৃগণ দুর্গ আশ্রয় না করিয়া তাদৃশ যুদ্ধপটুতা দেখাইতে পারেন না, এই কারণে দুর্গ অতি প্রশস্ত হয়। ঐ ৭৪।

সুসন্ধানানি চাগারানি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
দুর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং শত্রুং নিপাতয়েৎ॥

রাজা আপন দুর্গমধ্যে সুসন্ধানে অস্ত্র ও অস্ত্র সকল নিবেশিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই তিনি সতত শত্রুনাশ করিতে পারিবেন॥ গ-প ১০৯।২২।

দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতং।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহং॥

রাজা স্বরাজ্য রক্ষার নিমিত্ত দুই, তিন, পাঁচ বা শত গ্রামের মধ্যে এক একটী গুল্ম, অর্থাৎ সেনা সন্নিবেশাগারে এক এক জন প্রধান পুরুষাধিষ্ঠিত স্থান নিরূপণ করিবেন, অর্থাৎ স্থানে স্থানে এক একটি নগর স্থাপন করিবেন॥ ম-সং ৭।১১৪।

নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।
উচ্চৈঃস্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহং॥

নক্ষত্রগণের মধ্যে ভয়ানক ভার্গব গ্রহের ন্যায় এক এক নগরে অতি ঘোরতর আড়ম্বরশালী সর্ব্বার্থচিন্তক এক এক জন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন॥ ঐ ১২১।

স তানমুপবিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ং।

তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ॥

উক্ত নগরাধিপতিগণ নিজ নিজ অধিকার মধ্যে গ্রামাধিপতিগণের কার্য্য সকল দর্শনার্থ স্বয়ং সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিবেন এবং তাহাদিগের আচরণ সকল চর দ্বারা সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন॥ ঐ ১২২।

স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।

পরস্পরোপকারী চ রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে॥

স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, ও বল, ইহারা যে রাজ্যে পরস্পর উপকারক ভাবে সম্মিলিত থাকে, তাহাকে সপ্তাঙ্গ সম্পন্ন রাজ্য বলা যায়। হি-উ।

অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।

বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং॥

দেখ, যে কর্ম্ম অনায়াসসাধ্য হয়, তাহাও কখন কখন এক জনের দ্বারা সম্পাদ্য হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, বিশেষতঃ মহাফলপ্রদ রাজকার্য্য অসহায়ে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে? অতএব রাজা সর্ব্বদাই সহায়বান্ হইয়া থাকিবেন)॥

ম-সং ৭।৫৫।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।

সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান॥

রাজা এইরূপ সাত আটটি সচিব রাখিবেন, যাহারা বংশানুক্রমে রাজকর্ম্মে সুদক্ষ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, শৌর্য্যশালী, আয়ুধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, সৎকুলোদ্ভব ও পরীক্ষিত হয়েন॥

ঐ ৫৪।

অম্ভাংসি জলজন্তূনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাং।

স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং মন্ত্রী পরং বলং॥

জলজন্তুদিগের জল, দুর্গবাসীদিগের দুর্গ, শ্বাপদদিগের স্বস্থান, যেমন আশ্রয়, তেমনি রাজাদিগের মন্ত্রীই পরম বল, মন্ত্রিকে আশ্রয় করিয়া রাজা বলীয়ান্ হন॥ উ হি।

রাজ্ঞো রাষ্ট্রে বিবেকেন যোজনীয়ঃ সুমন্ত্রিণা।

তেনার্থাতামুপযাতি যথা রাজা তথা প্রজাঃ॥

রাজার অগ্রে বিবেকসম্পন্ন মন্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত; কারণ, তাহা হইলে তিনি শ্রেয়স্ লাভ করিতে পারেন এবং প্রজাগণও রাজার ন্যায় অভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

যো বা বা উৎপত্তি প্রঃ ৭৮ অঃ।

প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বং রাজ্ঞঃ স্যাদ্রাজবিদ্যয়া।

তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী ন বা নৃপঃ॥

রাজবিদ্যার, অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে রাজার প্রভুত্ব ও সমদর্শীত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, যিনি রাজবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তিনি (মন্ত্রী হইলে) মন্ত্রী এবং (রাজা হইলেও) যথার্থ রাজা হইতে পারে[illegible]॥ ঐ

পরস্ত বা[illegible] বলঞ্চ বুদ্ধ্বা স্থানং ক্ষয়ঞ্চৈব তথৈব বৃদ্ধিম।

তথা[illegible] শুভাশুভ বুদ্ধ্যা বদেৎ ক্ষমং স্বামিহিতং স মন্ত্রী॥

যিনি[illegible] পরপক্ষের বলবীর্য্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার[illegible] হিতোপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হন, তিনিই[illegible]॥ বা-রা ৬।১৪।২২।

মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে।

কর্ম্মণি প্রেক্ষ্যতে প্রজ্ঞা সুস্থে কোবা ন পণ্ডিতঃ॥

মন্ত্রীদিগের ভিন্ন সন্ধানে ও ভিষকদিগের রোগ সন্নিপাতে কার্য্যদর্শনে বুদ্ধি জানা যায়; যেহেতু সুস্থাবস্থায় কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত না হয়?॥ হি উ।

ধূর্ত্তঃ স্ত্রী বা শিশুর্যস্য মন্ত্রিণঃ স্যুর্মহীপতেঃ।

অনীতিপবনাক্ষিপ্তঃ কার্য্যাব্ধৌ স নিমজ্জতি॥

ধূর্ত্তলোক, স্ত্রীলোক, অথবা বালক যে মহীপতির মন্ত্রী হয়, তিনি অনীতিরূপ বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কার্য্যরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হন॥ ঐ।

নির্ব্বর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতি কর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।

তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্॥

রাজা আপনার রাজ্য সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ যত সংখ্যক কর্ম্মচারী আবশ্যক হয়, তত সংখ্যক অনলস, দক্ষ ও বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করিবেন॥ ম-সং ৭।৬১।

গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ।

পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ॥

রাজা গুণবান্ ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং গুণহীন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেন, যেহেতু পণ্ডিতে সকল প্রকার গুণ এবং মূর্খেতে সকল প্রকার দোষ দেখা যায়॥

গ-পু ১।১১১।১৫

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।

যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ॥

বিজ্ঞ লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে, রাজার যশ, স্বর্গ ও বিপুল ধন এই তিনটি লাভ হয়॥ চাণক্য।

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।

অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা॥

মূর্খ লোক রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইলে রাজার অযশ, অর্থনাশ ও নরকপাত, এই তিনটি লাভ হয়॥ ঐ

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।

প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥

বহু সংখ্যক মূর্খ লোক একত্রিত হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং তাহারা মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় রাজার সকল গুণ ঢাকিয়া রাখে॥ ঐ।

ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।

নিযোক্তব্যা যথার্হেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥

উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নানা প্রকার ভৃত্য আছে তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন॥ গ পু ১।১১২।১।

যো যত্র কুশলঃ কার্য্যে তন্তত্র বিনিযোজয়েৎ।

কর্ম্মস্বদৃষ্টকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি॥

যে ব্যক্তি যে কার্য্যে দক্ষ হয়, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, কেন না অদৃষ্টকর্ম্মা লোক শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কার্য্যকালে মুগ্ধ হইয়া থাকে॥ হি উ।

মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্তৈঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিশ্রামান্ মূর্খান্ সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥
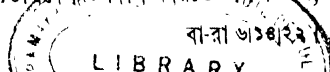
বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মসাধন এবং হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতিবিদ্যার আলোচনা করিবেন। কিন্তু মূর্খগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করিবেন।

ম-ভা বনপর্ব্ব ১৫০।৪৫।

ধার্ম্মিকান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্।

স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুঞ্জীত ক্রূরান্ ক্রূরেষু কর্ম্মসু।

ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের রক্ষাকার্য্যে ক্লীব এবং ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করিবেন।

ঐ ৪৬।

স্থান এব নিযোক্তব্যা ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।

নহি চূড়ামণিঃ পাদে নূপুরং শিরসাকৃতং॥

ভৃত্য ও আভরণ যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত হওয়াই কর্তব্য, কেন না পাদদেশে চূড়ামণি ও শিরোপরি নূপুর পরিধেয় হয় না।

হি-উ।

কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো যদি মণিস্ত্রপুণি প্রনিধীয়তে।

ন স বিরৌতি ন চাপি শোভতে ভবতি যোজয়িতুর্ব্বচনীয়তা॥

কনক ভূষণে খচিত হইবার উপযুক্ত মণি যদি সীসাতে যোজিত হয়; তাহা হইলে সে মণি রোদন করে না, কিন্তু তাহাতে তাহার শোভা না হওয়াতে যোজন কর্ত্তারই নিন্দা হয়।

ঐ।

মণির্লুঠতি পাদেন কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।

যথৈবাস্তু তথৈবাস্তু কাচো কাচো মণির্মণিঃ॥

যদি পদতলে মণি লুঠিত হয় ও মস্তকে কাচ রক্ষিত হয়, তথাপি যেখানেই থাকুক, কাচ সে কাচই থাকে এবং যে মণি সে মণিই থাকে, কাহারই গৌরবের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না।

ঐ।

অবংশপতিতো রাজা মূর্খপুত্রঃ পণ্ডিতঃ।

অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

নীচ বংশোদ্ভব লোক যদি রাজা হয়, মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, এবং নির্ধন ব্যক্তির যদি ধন প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে।

চাণক্য।

নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।

মূষিকো ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা॥

নীচ লোক প্রশংসনীয় (উচ্চ) পদ প্রাপ্ত হইলে স্বামীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করে, যেমন এক মূষিক এক মুনি কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে সেই মুনিকেই হত্যা করিতে গিয়াছিল॥

হি-উ।

ভৃত্যে পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যে গুণাঃ।

তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্যদা কথিতানি চ॥

অতএব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিবেন। যে যে ভৃত্যের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা এইক্ষণ বলিব॥

গ-পু ১১১২।৩।

কুলশীলগুণোপেতঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।

রূপবান্ সুপ্রসন্নশ্চ রাজাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

যে ব্যক্তি সৎকুলজাত, সৎস্বভাবান্বিত, গুণবান্, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, রূপবান্, ও প্রসন্নাত্মা, তাঁহাকে রাজা অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন॥

গ-পু ১১১২।৫।

মূল্যরূপপরীক্ষাকৃদ্ভবেদ্রত্নপরীক্ষকঃ।

বলাবলপরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

যিনি সকল দ্রব্যের মূল্য পরীক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই রত্নপরীক্ষক হইতে পারেন এবং যিনি সকল লোকের বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনিই সেনাধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত।

ঐ ৬

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।

অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি ইঙ্গিতজ্ঞ, বলবান্ সাবধান ও প্রমাথী, অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, তাহাকে দ্বারবানের উপযুক্ত বলা যায়।

ঐ ৭।

মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥

যিনি মেধাবী, বাক্যরচনাচতুর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকারী, সেই সাধু ব্যক্তি লেখকতা কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র॥

ঐ ৮।

বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ।

ক্রূরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে॥

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, পরচিত্তপরিজ্ঞাতা, ক্রূর ও উচিত্বক্তা, তিনি দৌত্যকর্ম্মের উচিত পাত্র।

গ-পু ১১১২।৯।

সমস্তকৃতশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোঽথ জিতেন্দ্রিয়ঃ।

শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥

যিনি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিবেন।

ঐ ১০।

পিতৃপৈতামহোদক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাচকঃ।

শুচিশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥

যিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতির অবগত আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি ও কঠিনহৃদয়, সেই ব্যক্তি পাচকতা কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র॥

ঐ ১১।

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।

আয়ুঃশীলগুণোপেতো বৈদ্য এষ বিধীয়তে॥

যিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সকলের সমক্ষে প্রিয়দর্শন এবং আয়ু ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই বৈদ্যকার্য্যের যোগ্য পাত্র॥

ঐ ১২।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।

আশীর্ব্বাদপরো নিত্যমেষ রাজপুরোহিতঃ॥

যিনি বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ এবং আশীর্ব্বাদতৎপর, অর্থাৎ সর্ব্বদা রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী, তিনিই রাজপুরোহিতত্ব পদের যোগ্য পাত্র।

গ-পু ১১১২।১৩।

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে

নির্ঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।

তথা চতুর্ভির্ভৃতকং পরীক্ষয়েৎ॥

ব্রতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা॥

যেমন ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়ন দ্বারা সুবর্ণের পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ম্মদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করিবেন॥

গ-পু ১১১২।১৪।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ॥

আকার, ইঙ্গিত, গমন, চেষ্টা, বাক্য ও মুখনেত্রাদির ভঙ্গী, এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনুষ্যের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে॥ গ-পু ১।১০৯।৫৩।

অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতোজনঃ
পরাঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ।
উদীরিতোঽর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতং॥

মনোগত ভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ না করিলেও পণ্ডিতগণ আকার ইঙ্গিত দ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন, যেহেতু পরের ইঙ্গিত পরিজ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ত বিষয়ও জানা যায়। যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছে, পশুগণও তাহা বুঝিয়া থাকে। হস্তী ও ঘোটকাদি পশুরাও প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য্য করে॥ গ-পু ১।১০৯।৫৪।

কেচিন্মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখা মৃগাঃ।
তৎস্বরূপপরিজ্ঞানে বিশ্বাসস্তু পদে পদে॥

কখন হরিণাকার ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রাকার হরিণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কে কোন পদার্থ, তাহা ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞানেই নির্ণয় করা যায়, অর্থাৎ কেবল আকার দ্বারা কোন বিষয় নিরূপণ করা যায় না। গ-পু ১।১১৪।৬২।

আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষিতং।
সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনং॥

আচার কুল প্রকাশ করে, অর্থাৎ লোকের আচার ব্যবহার দেখিলেই সেই ব্যক্তি সৎ কি অসৎ বংশোদ্ভব, তাহা জানা যায়, ভাষা দেশ ব্যক্ত করে, অর্থাৎ ভাষা শুনিলেই সেই ব্যক্তির কোন দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সম্ভ্রম স্নেহ প্রকাশ করে, অর্থাৎ সম্ভ্রম দেখিলেই স্নেহ প্রকাশ পায়, এবং শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন করে, অর্থাৎ শরীর দর্শন করিলেই সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে, তাহা বোধগম্য হয়॥ গ-পু ১।১১৫।৭৫।

সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥

লোকের অন্যান্য গুণের পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে স্বভাবের পরীক্ষা করা উচিত, যেহেতু একমাত্র স্বভাবই সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিয়া মস্তকে অবস্থিতি করে অর্থাৎ বলবান্ হয়॥ হি উ।

যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা তৎকিং নাশ্নাত্যুপানহং॥

যাহার যে স্বভাব তাহা চিরকালই অপরিহার্য্য, কারণ কুক্কুরকে যদি রাজা করা যায়, তাহা হইলে সে কি চর্ম্মপাদুকা আহার করে না?॥ হি-উ

দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোঽপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতং॥

প্রত্যহ সেব্যমান হইলেও দুর্জ্জন লোক সরল হয় না, যেমন অঞ্জন দ্বারা স্বেদিত হইলেও কুক্কুর পুচ্ছ নমিত হয় না॥ ঐ।

স্বেদিতো মর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তোদ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ শ্বপুচ্ছঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

কুক্কুরপুচ্ছ স্বেদিত, মর্দ্দিত ও রজ্জুদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দ্বাদশ বৎসরের পরে মুক্ত করিলেও তাহা পুনর্ব্বার তাহার প্রকৃত অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। ঐ।

কাকস্য চঞ্চু র্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা-
স্তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

দেখ, যদি কাকের চঞ্চু স্বর্ণযুক্ত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্যে মণ্ডিত হয়, এবং এক এক পক্ষ গজমুক্তা দ্বারা খচিত হয়, তথাপি কাক কখন রাজহংস হয় না। ক-বা।

ভিনত্তি সিংহঃ করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

আরও দেখ, সিংহ যদিও করিকুম্ভ ভেদ করিতে ক্ষমতাবান্ হয়, পবনের অপেক্ষা বেগবান্ হয় এবং গিরিরাজ শৃঙ্গোপরি বাস করে, তথাপি সেই সিংহ পশু ভিন্ন অন্য নহে। ক-বা।

কৃতরক্ষঃ সমুত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ং।
ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ॥

রাজা প্রত্যহ পুর ও আত্মা রক্ষার বিধান করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বয়ং আয় ব্যয়ের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অতঃপর ব্যবহার, অর্থাৎ অর্থী প্রত্যর্থীর বিবাদ শ্রবণ ও নিষ্পত্তির বিষয় পরিদর্শন করতঃ মধ্যাহ্নে স্নানাদি করিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন॥ যা-সং ১।৩২৬

হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততোদূতান্ প্রেষয়েন্মন্ত্রিসংযুতঃ॥

অনন্তর করাদি আহরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ হিরণ্যাদি আনয়ন করিলে, তাহা স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া ভাণ্ডাগারে নিক্ষেপ করিবেন। চর ও দূতগণ সমাগত হইলে, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবেন এবং তাহাদিগের কথিত সংবাদ সকল মন্ত্রীর সহিত একত্রে শ্রবণ করতঃ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিবেন॥ যা সং ১।৩২৭।

ততঃ স্বৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ॥

তদনন্তর অপরাহ্নে একাকী অন্তঃপুরে গমন, অথবা মন্ত্রীগণের সহিত উদ্যানাদিতে কিংবা যথোপযুক্ত প্রদেশে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিবেন। তৎপরে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া সেনাপতিগণের সহিত সেনাদিগের দেশ কালোচিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য বিষয় চিন্তা করিবেন॥ ঐ ৩২৮।

সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুয়াচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতং।
গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ॥

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সন্ধ্যা উপাসনা করণান্তর চার পুরুষদিগের নিকট গূঢ় বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবেন। পরে

নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণে ক্ষণকাল যাপন করিয়া ভোজন করিবেন এবং অবিস্মরণার্থ যথাশক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিবেন ॥ ঐ ১২৯।

সংবিশেত্তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ।
শাস্ত্রাণি চিন্তয়েদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ত্তব্যতাস্তথা॥

তূর্য্যাদি বিবিধ বাদ্য নিনাদ শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইবেন ও সেই প্রকারে জাগরিত হইবেন এবং জাগ্রত হইয়া শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিবেন॥ ঐ সং ১৩০।

সত্যের জয়।

(১)

সত্যের জয় চির দিন। মিথ্যার আবরণে সত্য যখন আচ্ছাদিত হয় তখন অপরিণামদর্শীর চক্ষে মিথ্যার আপাতঃ মনোরম মধুর হাসি অতীব তৃপ্তিকর বোধ হয় সন্দেহ নাই। মেঘাবরণে সূর্য্যালোক স্তিমিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কি সৌর শক্তির কোনরূপ হ্রাস ঘটিয়া থাকে? ক্ষণস্থায়ী জলদমালা অপসারিত হইলেই সঞ্জীবনী রশ্মিমালা আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া জগতকে আলোকিত করে। মেঘের শক্তি সূর্য্যদেবের প্রকাশ শক্তির কোনরূপ হ্রাস প্রতিপাদন করিতে পারে না। তাঁহার প্রকাশ শক্তি যেরূপ সকল অবস্থায় সমভাবে অপ্রতিহত রূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সত্যের শক্তি অনন্তকাল সনাতন ভাবে—অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা স্থূল চক্ষে মিথ্যার আবরণে সত্যের মহিমা যদি দেখিতে না পারি তবে সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আমাদের নেত্র মিথ্যার ঘন আবরণে আবৃত। সুতরাং স্বয়ং সত্য মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব কিরূপে? আমরা সত্যকে চিনি না, চিনিতেও চাহি না। কাজে কাজেই সত্যের যে কত বড় মহিমা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না এবং সত্যাবলম্বনের যে অবিনাশী সুখ তাহা অনুভব করিতে পারি না। আফিংখোরেরা যেমন নেশার ঝোঁকে একাদশ অঙ্গুলী পরিমিত ইষ্টক খণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া রাজসিংহাসন ভাবিয়া রাজমদে মত্ত হইয়া সংসারকে তুচ্ছজ্ঞান করেন, তদ্রূপ আমরা মিথ্যাসেবী, মিথ্যা মদে মত্ত হইয়া আপনাকে মিথ্যা রাজ্যের অধীশ্বর জ্ঞান করিয়া নিজেদের সত্য অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া আছি। সুতরাং আমাদের চক্ষের সম্মুখে মিথ্যার ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না, মিথ্যার ক্ষয় এবং সত্যের জয় প্রতিপদ বিক্ষেপে নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের মত্ততা ঘুচিল না, প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলাম না। আমরা যদি ক্ষণকালের জন্যও মিথ্যার আবরণ অপসারিত করিয়া প্রকৃত নেত্রে সত্য মিথ্যা উভয়ের পরিণাম পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে ক্ষণ মধ্যেই আমাদের বিকৃত বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বরূপ জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু আমরা এমনি মিথ্যা তিমিরাচ্ছন্ন যে সত্যের প্রজ্জ্বলিত বিকাশী আলোকও আমাদের নয়ন গোচর হয় না। প্রতিনিয়ত সত্যের মহিমাব্যঞ্জক কত শত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। আজ কয়েক মাস মাত্র অতীত হইল যশোহরের অন্তর্গত একটী সামান্য পল্লীতে এমন একটী বিস্ময়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—যাহা শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় আনন্দ সাগরে আপ্লুত হয়। আমরা সংক্ষেপে আজ সে অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণন করিব। ভদ্র বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা গ্রাম ও ব্যক্তির নাম গোপন রাখিয়া যথাযথ ঘটনা প্রকাশ করিব।

(২)

যশোহরের সন্নিকটে ব্রাহ্মণ কায়স্থ অধিবাসাপূর্ণ একটা গ্রাম আছে। আমরা গ্রামের নামটী গোপন করিয়া রামকৃষ্ণপুর নামে আখ্যাত করিব। গ্রামটী নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ। উক্ত গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কএক ঘর সম্পত্তিশালী মুসলমানের বাস। সেখ আমানুল্ল ইঁহাদের মধ্যে সমধিক বিষয় সম্পন্ন। বুদ্ধিবিবেচনা ও স্বজাতি প্রতিবাসী অপেক্ষা কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত। মোকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে আমানুল্লর বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও মোকদ্দমায় জেদ থাকায় প্রতিবাসীর নিকট বড়ই তাহার প্রতিপত্তি। বয়সে প্রৌঢ়; দেখিতে দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। স্বভাবে ধীর কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেহ বিপদে পড়িয়া আমানুল্লর সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিপদ যতই গুরুতর হউক না কেন আমানুল্ল প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বিপন্ন শরণাগতের সহায়তায় সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু স্বগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার চির বিবাদ। অথচ সে ব্রাহ্মণ যে নিতান্তই মন্দ প্রকৃতির লোক তাহা নহে। বরং ব্রাহ্মণ মিষ্টভাষী, পরোপকারী। সম্পদের সহিত বিদ্যার সংযোগ থাকায় ব্রাহ্মণকে দশজনে সম্মান করিয়া থাকে এবং সে কারণ ব্রাহ্মণও আপনাকে গ্রামের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বিবেচক ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মণের যৌবনমদগর্ব্বিতা, কামভোগাতৃপ্তলিপ্সা, বিভ্রমবিলাসকটাক্ষলোলা, বিশ্বমোহিনী এক ব্রাহ্মণী এবং সার্দ্ধদ্বিবর্ষ বয়স্ক চন্দ্র বিনিন্দিত আয়তানন কমনীয় কান্তি একটা বালক ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই। ব্রাহ্মণ সংসারের ভীষণ নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়া যখন মুহ্যমান হন, তখন সেই অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীর অঙ্কশোভন পুত্র বৎসকে তাঁহার ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়া আনন্দের বেগে বালকের মুখ-পদ্ম নিরীক্ষণ করেন এবং ঘন ঘন চুম্বনে সে কমনীয় মুখকমলনিঃসৃত অমৃত সদৃশ মধু পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সেই সময় ক্ষণকালের জন্য ব্রাহ্মণের বৈর নির্য্যাতন স্পৃহা একেবারে দমিত হয়। তখন অনুতপ্ত হইয়া মনে করেন কেন আমি আমার দেশের প্রতি এত নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ব্যবহার করি, কেন তাহাকে মকদ্দমা মামলায় জড়ীভূত করিয়া তাহাকে উৎসন্ন দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়। হায়! সে হতভাগাও হয়ত আমার ন্যায় এক দণ্ড ভাল করিয়া তাহার প্রিয়া এইরূপ পুত্র মুখ নিঃসৃত সুধা পান করিতে পায় না। আমি তাহাকে সর্ব্বদা বিব্রত ও বিশৃঙ্খল করিয়া তাহার সংসারের সমস্ত সুখ অপহরণ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু ভাগ্য দোষে আমার কপালেও ভোগ হইল না, তাহারও নাই। কি জানি কেন তাহার প্রতি আমার এরূপ বৈর নির্য্যাতন স্পৃহা জন্মে। মকদ্দমায়

মকদ্দমায় তাহাকেত ক্রমে এতই বিব্রত করিয়াছি যে, সে এখন পথের ভিখারী। ইহাতেও আমার শান্তি নাই। এখনও নির্য্যাতন স্পৃহার নিবৃত্তি হয় নাই। আবও যেন দ্বিগুণ তর বেগে আমার হৃদয়ের যাবতীয় হীনবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উহাকে একবারে গ্রাস করিতে উদ্যত! উঃ। একি ভীষণ শক্রতা, কি ভীষণ বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা। না, আর তাহার সহিত আমি শক্রতা করি না। তাহার সর্ব্বস্ব যখন লইয়াছি, তাহাকে পথের ভিখারী করিয়াছি, তখন বৃথা আর তাহাকে প্রাণে হত্যা করিয়া আমার এই প্রাণের পুত্তলীকে তাহার পরিবারবর্গের দীর্ঘ নিশ্বাসে কি দগ্ধ করিব? ওঃ! তাহা হইলে যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা হইলে যে আমি আপনার কাল আপনি ডাকিয়া আনিব! না। যথেষ্ট হইয়াছে, আর কায নাই। আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমি কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাই। তাহা হইলেও যদি প্রাণে শান্তি পাই। আমার এ ভীষণ কুপ্রবৃত্তির হ্রাস হয়।

এইরূপ একদিন ব্রাহ্মণ ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণীর ক্রোড়স্থ সেই অস্ফুটন্ত কোরক সদৃশ শিশু সন্তানের শতবার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! আমায় মাত্র তিন দিনের জন্য বিদায় দাও, আমি একবার মাতুলালয় যাইব। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সর্ব্বস্ব "খোকাধনকে" অতি সাবধানে অতি যতনে রাখিও। আমার প্রাণ তোমার নিকট রাখিয়া গেলাম। বলিতে বলিতে দরদরিত ধারায় ব্রাহ্মণের বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। অনেক কষ্টে চক্ষের জল মুছিয়া হৃদয়ের বেগ কোন প্রকারে সম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন, প্রিয়ে! অতি সাবধানে থাকিও। সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইও না। প্রতিবাসিনী সচ্চরিত্রা, সাধ্বী পরদুঃখকাতরা বামাদিদীকে রাত্রিতে তোমার নিকট থাকিবার জন্য বলিয়া যাইতেছি। তিনি তোমার নিকট থাকিলে আমার কোন চিন্তা বা ভয়ের কারণ থাকিবে না। মকদ্দমার চিন্তায় ও পরিশ্রমে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মনের শান্তি ও বল লাভাশায় তিন দিনের জন্য আমি মাতুলালয় যাইতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ ব্রাহ্মণী নিস্তব্ধে ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ এত যে কাতরোক্তি করিল, প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রেমভরে কত মুখ চুম্বন করিল, কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তর বা প্রতিদান দিবার জন্য ব্রাহ্মণী কোনরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন না। গৃহিণীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—

ব্রাহ্মণ। তোমার একি ভাব! আমার এত কাতরোক্তিতেও যে কোন উত্তর দিচ্ছ না! তুমি যেন কি ভাব্‌ছ। বলনা কি ভাব্‌ছ?

গৃহিণী। (অপ্রতিভ ভাব দেখাইয়া) এমন কিছু ভাবি নাই। তা তুমি যাবে? ক'বে আ'সবে? আমি একা কেমন করে থা'কব। তুমি যেন শীঘ্র এসো। আমার জন্য কিছুই ভেবো না। আমি সর্ব্বদা খোকাকে বুকে বুকে রা'খব। আর আমি একা থা'কব, তা'তে আর ভয় কি? আমিত আর কচি খুকি নই। আমায় বুঝি তোমার আর বিশ্বাস হয় না। তা বুঝেছি।

ব্রাহ্মণ। না না প্রিয়ে! তাহা বলি নাই। তোমায় যদি অবিশ্বাস কর্ব্বো তবে এ সংসারে আমার আর কে আছে যে তাহাকে বিশ্বাস কর্ব্বো? পাছে তোমার কোন কষ্ট হয় এই জন্য ভা'ব্‌ছিলাম। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সজল নেত্রে বারম্বার ব্রাহ্মণী ও সুকুমার শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন।

(৩)

আমানু সেখ ব্রাহ্মণের নিকট পরাস্ত হইলেন। ক্রমে সমস্ত মকদ্দমায় তাঁহার পরাভব হইল। তাঁহার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল ব্রাহ্মণ সমস্তই নিলামে বিক্রয় করাইয়া স্ব নামে খরিদ করিয়া লইলেন। আমানু এখন রাস্তার ফকির। এমন কোন সম্বল নাই যাহাতে স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহার দিনাতিপাত হয়। সমস্তই ব্রাহ্মণ আত্মসাৎ করিয়াছেন। সমস্ত সম্পত্তি যে গিয়াছে তাহাতে আমানুর তত দুঃখ বোধ নাই, অন্নাভাবে একটীর পর একটী করিয়া যদি সমগ্র পরিবার কালের করাল কবলে নিপতিত হইত তাহাতেও হয়ত তত মর্ম্মভেদী যাতনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিবে না; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট যে তিনি পরাস্ত হইলেন ইহাই তাঁহার পক্ষে ভীষণ মর্ম্মদাহকর। সহস্র বৃশ্চিক একত্রে দংশন করিলেও এ যাতনার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভব হইত। যতই তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল ততই আত্মগ্লানি আসিয়া তাঁহাকে শত ধিক্কার করিতে লাগিল। তাঁহার বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কেবল সুযোগ অনুসন্ধানে সচেষ্ট রহিলেন। এমন সময় এক দিন শুনিলেন যে ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া মাতুলালয় গমন করিয়াছে। আমানু যেন আনন্দে শতধা হইলেন। শত্রু নিষ্পেষণে দৃঢ় সংকল্পিত হৃদয় নাচিয়া উঠিল। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ এই শব্দ আপাদ মস্তক প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার সংকল্প সিদ্ধি কামনায় দুঃসোৎসুক হৃদয়ে রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বাসনা—ঘোর নিশিথে ব্রাহ্মণের গৃহ দাহ করিয়া সপুত্র ব্রাহ্মণী বধ করিবেন। মানব হৃদয়ে যখন শত্রু-নিপাতন-কামনা বলবতী হয় তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কার্য্যের ফলাফলের প্রতি কোনই লক্ষ্য থাকে না, নিজ প্রাণের পর্য্যন্ত মায়া থাকে না। তখন কেবল অন্তরে বাহিরে "যে কোন উপায়ে শত্রু দমন কর" এই ভাব সর্ব্বদা জাগিতে থাকে। আমানু সেখের অবস্থা ও ঠিক এইভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাতে যে সমস্ত সৎগুণাবলী ছিল তাহা সমস্তই যেন এই এক ভীষণ ভাবের প্রতাপে কোথায় চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল। কেবল প্রতিহিংসা-বিষ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া আমানু সেখ এক খণ্ড অতি বৃহৎ বংশদণ্ড ও অগ্নিশলাকা (দিয়াশেলাই) হস্তে লইয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরের সময় নিজ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। গভীর তমসাচ্ছন্ন নিশা, চারি দিক ঝাঁ ঝাঁ করি

তেছে। আকাশে মেঘাড়ম্বর। সুতরাং রাত্রি আরও ঘনান্ধ-তমোময়ী। গ্রাম,গৃহ,পথ, প্রান্তর কিছুই যেন লক্ষ্য হয় না। মধ্যে মধ্যে হস্বদীপ্তি সৌদামিনী চমকিতেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কেবল নবজলদসমাগমোন্মত্ত ভেককুল অস্পষ্ট ধ্বনি করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে তীব্র ঝিল্লিরব কর্ণকুহর ভেদ করিয়া জাগ্রত ব্যক্তিকে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই ঘোর নিশাকালে আমানুসেথ ব্রাহ্মণের বাটীর পশ্চিম দক্ষিণ কোনাংশে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি যেমন অগ্নিশলাকা প্রজ্বালিত করিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করিতে যাইবেন, এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইলেন। যেন তাঁহার মনে হইল দুই ব্যক্তিতে পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। তিনি তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনুমানে বুঝিলেন একজন স্ত্রী ও অপরটী পুরুষ। দ্বিগুণতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

পুরুষ। দেখ, আর এরূপ করিয়া ভয়ে ভয়ে কত দিন চলিবে। এই ত দুই দিন পরেই আবার ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবে। তখন কি আর এত আনন্দ ভোগ করিতে পাইব? এরকম করিয়া আর চলে না।

স্ত্রী। তুমি কি করিতে বল? কি করিলে তুমি সুখী হও? তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

পুরুষ। তবে চল আমরা বেরিয়ে চ'লে যাই। কাশীতে গিয়ে পরম সুখে দুই জনে বাস করিব। সেখানে আমাদের প্রণয়ে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না। দেশের লোকের গঞ্জনাও সহিতে হইবে না। কি বল?

স্ত্রী। তাই চল। আমি তোমার। তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেইখানেই যাইব।

পুরুষ। তবে আর বিলম্বে কায কি? শুভস্য শীঘ্রং। অদ্যই আমরা যাত্রা করিব। তোমার গহনা পাটি, টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে গুছাইয়া লও। কিন্তু এ ছেলেটাকে কি করিবে?

স্ত্রী। কেন আমাদের সঙ্গে যা'বে। আমি আর উহাকে কোথায় রে'খে যাব?

পুরুষ। তা হ'বে না। ওতো আর আমার ছেলে নয়। উহাকে লইয়া যাওয়ায় আমার কি ফল? বরং উহাকে সঙ্গে লইয়া গেলে রাস্তায় নানা বিপদ হওয়া সম্ভব। উহার আশা ত্যাগ কর। উহাকে এইখানে শেষ করিয়া যাওয়া যা'ক।

স্ত্রী। আহা! বৃথা কেন মারিবে? সঙ্গে ল'য়ে গেলে যদি কোন বিশেষ ক্ষতি না হয় তবে আমার অনুরোধ যে আমার ছেলেটীকে আমার সঙ্গে লয়ে যেতে দাও।

পুরুষ। না, তাহা কোনমতে হ'বে না। যদি এ ছেলের মায়া তুই ত্যাগ করিতে না পারিস্, তবে আমিও তোকে চাই না। যদি আমার ভালবাসা চাস্ তবে ছেলেটা এখনি মে'রে ফেল্। নচেৎ আমি এই চল্লাম্।

স্ত্রী। না না, তুমি যা বলবে আমি তাই কর্ব্বো। তোমার জন্য আমি সমস্ত কর্ম্মে প্রস্তুত। এই লও, ছেলে তোমার হাতে দিলাম। তোমার যাহাতে ভাল হয় তাই কর।

আমানুসেথ স্তম্ভিত। পিশাচিনী ব্রাহ্মণীর ব্যবহার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তিনি যে প্রবৃত্তি বশে আজ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ সাধনে আসিয়াছিলেন, সে বৃত্তি যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন পাষণ্ড উপপতি সুকুমার শিশুকে প্রাঙ্গন মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া ভীষণ পদাঘাতে তাহার মস্তক চর্ণিত করিয়া উহার জীবন লীলা শেষ করিতে উদ্যত, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। চকিতের ন্যায় প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া প্রাঙ্গনে আসিয়া পড়িলেন। যখন দেখিলেন নিমেষ মধ্যে শিশুর কমল প্রাণ পাষণ্ডের হস্তে শেষ হয়, তখন পূর্ব্বাপর আর না ভাবিয়া তীব্রবেগে হস্তস্থিত বংশদণ্ড সঞ্চালন পূর্ব্বক সেই কমল-শিশু-প্রাণ-পিপাসু পাষণ্ডের মস্তিষ্কে এরূপ ভাবে প্রহার করিলেন যে সেই এক আঘাতেই নরপিশাচ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পুনর্লম্ফে তিনি রাস্তায় পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে রাক্ষসী পিশাচিনী ব্রাহ্মণী অকস্মাৎ অন্য কর্ত্তৃক তাহার উপপতিকে হত হইতে দেখিয়া ভীষণ চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার চিৎকারে প্রতিবাসীগণ আসিয়া সমবেত হইলে, সকলকে বলিতে লাগিল যে আমার স্বামী অদ্য সন্ধ্যার পর তাঁহার মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া আসিলে এই ব্যক্তি তাঁহার নিকট ইহাঁর প্রাপ্য টাকা চাহিতে আইসে। কথায় ২ পরস্পর বচসা হওয়ায় তিনি ইহাঁকে হটাৎ হত্যা করিয়া পলাইয়া গেলেন। ওগো তোমরা আমার এ বিপদ হতে রক্ষা কর।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তৎপর যাহা হইল তাহা পাঠক ইহাতেই অনুমান করিতে পারেন।

(৪)

যশোহরের আদালত গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। আজ এক অদ্ভুতপূর্ব্ব খুন-মকদ্দমার বিচার হইবে। স্বামী খুনি-আসামী স্ত্রীই তাহার একমাত্র সাক্ষী। উকিল, মোক্তার সকলেই নিজ নিজ কার্য্য ফেলিয়া ম্যাজেষ্টার সাহেবের গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। গম্ভীর ভাবে বিচারক নিজাসনে উপবেশন করিয়া স্থির চিত্তে উপস্থিত মকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ আসামীর আসনে দণ্ডায়মান হইয়া নত মুখে দরদরিত ধারায় চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত বিকম্পিত করিতেছেন। আর সেই পাপীয়সী পিশাচিনী স্ত্রী স্বভাবসুলভ লজ্জা, ভয়, সরলতায় জলাঞ্জলি দিয়া অকুতোসাহসে তাহার স্বামীই যে হত্যাকারী তাহা বিচারকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অতি সাবধানে গুছাইয়া গুছাইয়া হত্যা কার্য্য বর্ণন করিতেছে। উকিলের জেরা, বিচারকের তীব্রদৃষ্টিসহ সুকঠিন প্রশ্নসমূহ তাহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিতেছে না। এইরূপে স্বামী-হননোদ্যতা নারকীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিচারক ধীরস্বরে আসামী ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

শুন। তোমার বিরুদ্ধে অন্য সাক্ষী না থাকিলেও তোমার নিজ স্ত্রী যেরূপ ভাবে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাতে তুমিই যে হত্যাকারী তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং সন্দেহ হইবার

কোন কারণ ও দেখিতে পাইতেছি না। এখন যদি তোমার এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে তবে বলিতে পার।

ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মাবতার! আমি নির্দোষী, কিন্তু যখন আমারই স্ত্রী আমারই সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অবলীলা ক্রমে আমার প্রাণনাশের জন্য আমার বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল, তখন আমার আর বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নির্ভয়ে বলিব যে আমি নির্দ্দোষী। আমি এ হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানি না। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট দোষে আজ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া আমায় নরহত্যা অপরাধে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল! উঃ! আমার স্ত্রীই আমার প্রাণবধে উদ্যতা! কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! এই বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের বাক্য রোধ হইয়া আসিল।

বিচারক। আমি বিশেষ বিবেচনানন্তর তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলাম। তুমিই এই হত্যাকার্য্য সাধন করিয়াছ। অতএব আইনানুসারে তুমি নরহত্যা পাপে পাপী। সুতরাং আমি তোমার প্রাণ বধ আজ্ঞা প্রদান করিলাম।

বিচারকের মুখ হইতে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা বাক্য নিসৃত হইতে না হইতে ব্রাহ্মণ থরথর কম্পিত কলেবরে, "ওঃ! আমার কপালে শেষে এই ছিল" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এমন সময় সমস্ত দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়া তীব্র বেগে অগ্রসর হইয়া মহানুভব আমানু সেখ বিচারক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল। ধর্ম্মাবতার! এই মকদ্দমা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদি অনুমতি করেন তবে আমি বলিতে সাহসী হই।

বিচারক। বিচার যখন নিষ্পত্তি হইয়াছে তখন আইনানুসারে তোমার কোন কথা শুনিতে আমি বাধ্য নহি তবে তোমার ভাবগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে তুমি এ মকদ্দমা সম্বন্ধে বেশী কিছু যান! আচ্ছা, আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তোমার কি বলিবার আছে বল।

তখন সাহস পাইয়া আমানু সেখ্ এই নরহত্যা সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা সর্ব্ব সমক্ষে নির্ভীক হৃদয়ে ব্যক্ত করিল। আমানু যখন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে পিশাচিনীর ব্যভিচার কাণ্ড, তৎপর তাহার শিশু হত্যায় উদ্যত উপপতির আমানু কর্ত্তৃক পরিণাম বলিতে লাগিল, তখন সোৎসুক হৃদয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া দর্শকবৃন্দ দেখিলেন স্বামী বধোন্মত্তা পাপচারিণীর মুখমণ্ডল পাংসু বর্ণ গ্রহণ করিল,সে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই খানে বসিয়া পড়িল। অমনি আমানু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমিই নরঘাতক। যদি শাস্তি দিতে হয়, প্রাণদণ্ড করিতে হয়, আমায় দণ্ড করুন। ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষী। উহাঁকে ছাড়িয়া দিন। ব্রাহ্মণ আমার চিরশত্রু। উহাঁর জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। তথাপি আমার পাপে উহাঁর প্রাণ দণ্ড হইবে ইহা আমি প্রাণ থাকিতে কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তখন সকলে প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইল। কুলকলঙ্কিনীও তখন বুঝিল যে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইল।

তৎপর পাপীয়সী মুক্তকণ্ঠে আপন পাপ স্বীকার করিল। উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই আমানু সেখকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আমানুর সহিত ব্রাহ্মণের যে চির শত্রুতা তাহা সকলেই জ্ঞাত ছিল। বিচারকগণ পর্য্যন্ত উহাদের পরস্পরের ভীষণ শত্রু ভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়াছেন। অদ্য আমানু সেখের দেবোপম ব্যবহারে সকলেই ভূয়োভূয় সাধুবাদ করিতে লাগিল। বিচারক মহোদয় অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে ব্রাহ্মণ এবং আমানু সেখ উভয়কে নিস্কৃতি দিয়া ব্যভিচারিণী পাপিষ্ঠাকে যাবজ্জীবন দিপান্তর নির্ব্বাসন করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া আমানু সেখকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং করযোড়ে নিজকৃত পাপের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি আমানুর যাহা কিছু ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে লোকে দেখিল ব্রাহ্মণ ও আমানু সেখ যেন হরিহর মূর্ত্তি,—অভেদাত্মা।

সত্যের বলে ব্রাহ্মণ-রক্ষা হইল। সত্যাবলম্বী আমানু নর হত্যা করিয়াও এই ভীষণ কালে প্রাণ রক্ষা পাইয়া চির শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া লইল। সত্যের জয় হইল।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম ও ধাম।

বার্ষিক, এককালীন

নাম ও ধাম	
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ নন্দী একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনার শ্রীহট্ট	২৲
" লোকনাথ শর্ম্মা জমিদার অনারারি মাজিষ্ট্রেইট ঐ	২৲
" সীতামোহন দাস উকীল মুনসেফি আদালত শ্রীহট্ট	১৲
" জয়চন্দ্র দাস কালেক্টরি মোহরের শ্রীহট্ট	১৲
" কুঞ্জলাল ধর মোক্তার ঐ	১৲
" রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মোক্তার ঐ	১৲
" কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কবিরাজ ঐ	১৲
" হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী মোক্তার ঐ	১৲
" গুরুচরণ দাস মোক্তার ঐ	১৲
" কালীকমল দাস উকীল জজ আদালত, শ্রীহট্ট	১৲
" রুক্মিণীকান্ত গুপ্ত সেরেস্তাদার কালেক্টরি ঐ	১৲

বেদব্যাস পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। বেদব্যাস প্রণপত্রিকা প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হয়।

২। বেদব্যাসের মূল্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সর্ব্বত্রই সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা ও অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা; স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগে না। মূল্য সকলকেই এক কালীন দিতে হয়। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য লওয়া হয় না।

৩। বেদব্যাস আফিস প্রত্যেক দিন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ে টাকা কড়ি জমা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার পরে আফিস বন্ধ থাকে।

৪। পত্রের উত্তর প্রার্থীগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন, অথবা টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় আপন আপন গ্রাহক নম্বরটী অবশ্য লিখিয়া দিবেন।

৫। বেদব্যাসের বিনিময় পত্র পত্রিকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বেদব্যাসে কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয়ক অথবা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা যদি সারবান্ বোধ হয়, তবে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধটী পরিষ্কার অক্ষরে লেখা হওয়া আবশ্যক।

৭। গ্রাহক গণের নিজ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদিগকে নূতন ঠিকানাটী জানাইবেন, নতুবা পূর্ব্ব ঠিকানায়ই পত্রিকা বরাবর পাঠান হইবে ;, সেই পত্রিকা পাইতে কোন গোলযোগ হইলে, আমরা আর সেই পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার পাঠাইতে পারিব না।

৮। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠী পত্রাদি লিখিতে হইবে; ইহার অন্যথা করিলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

তারাষ্টকস্তোত্রং।

মাতর্নীলসরস্বতি! প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে!
প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে! শিবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে!।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে! কর্ত্রীকপালোৎপলে!
খড়্গং চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥ ১॥

বাচামীশ্বরি! ভক্তকল্পলতিকে! সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদে!
গদ্যপ্রাকৃতপদ্যজাতরচনা সর্ব্বত্রসিদ্ধিপ্রদে!
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে! কারুণ্যবারান্নিধে!
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্॥ ২॥

সর্ব্বে গর্ব্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেষোজ্জ্বলে!
ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিবীতসুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে!।
সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ-
গ্রন্থিশ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিতে! ভীমে! ভয়ং নাশয়॥ ৩॥

মায়ানঙ্গবিকাররূপললনাবিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকে!
হুম্ফট্‌কারময়ি! ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে! মাদৃশঃ।
মূর্ত্তিস্তে জননি! ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতি সূক্ষ্মা পরা
বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে॥ ৪॥

ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং
তস্য স্ত্রী পরমেশ্বরী ত্রিনয়ণব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্
মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখো যো মন্দধীঃ সেবতে॥ ৫॥

মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণ-
স্তেদেবা জয় সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে
তত্তুল্যং নিয়তং যথাম্বুভিরমী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম॥ ৬॥

ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুং চ শক্তা ন তে
ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো-
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ! ক্ষণং ভূতলে॥ ৭॥

লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বারিণঃ
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গণে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিদ্ধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥ ৮॥

তারাষ্টকমিদং রম্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ॥ ৯॥

লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেঽপ্সিতান্॥ ১০

কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১১

ইতি নীলতন্ত্রে তারাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

মনুষ্য জাতির উৎপত্তির বিবরণ।

মনুষ্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুতর নিগূঢ় তত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা ভগবান আত্রেয় ঋষি এ সম্বন্ধে যে সকল গভীরতত্ত্ব মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই চরক সংহিতা হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদিগকে এক মাত্র সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদের পদ প্রান্তেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যথাঃ—

মহর্ষি অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! রজঃক্ষয়ের (ঋতু প্রবৃত্তির তিন দিবস পর, ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যে) অনন্তর ভিন্ন গোত্রীয় পুরুষ কর্ত্তৃক মৈথুন দ্বারা স্ত্রীতে পরিত্যক্ত ষড় রস হইতে উৎপন্ন চতুর্ভূতাত্মক যে বস্তু গর্ভরূপে পরিণত হয় তাহা কি?"

অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বসু বলিলেন। "যাহা হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়, সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণ তাহাকে শুক্র বলিয়া থাকেন। ইহাতে বায়ু, অগ্নি, ভূমি এবং জল এই চতুর্ব্বিধ ভূতের চারটি অংশ বিদ্যমান আছে। মধুরাদি ছয় প্রকার রস হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।"

অনন্তর অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! কি হেতু কি প্রকারে গর্ভের উৎপত্তি হয়? কিজন্য কোন কোন অবন্ধ্যা স্ত্রীও বিলম্বে গর্ভ ধারণ করে এবং কিজন্য কোন কোন গর্ভ উৎপন্ন হইয়াও নষ্ট হয়?"

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু উত্তর করিলেন যে, "যে গর্ভের শুক্র, রজ, আত্মা, আশয় (জরায়ুক্ষেত্র) এবং কাল এই সমুদায়ের কোন প্রকার দোষ না থাকে, পরন্তু যদি গর্ভিণীর আহার বিহারাদি হিতকারী হয়, তবে সেই গর্ভ পুষ্টদেহ হইয়া যথা সময়ে সুখে প্রসূত হয়। দুষ্ট আহার, দুষ্ট বিহার, যোনিদোষ, মনস্তাপ, দুষ্ট শুক্র, দুষ্ট রজ, অকাল যোগ এবং কোন কারণ বশতঃ বলক্ষয় এই সমুদায় কারণে স্ত্রীবন্ধ্যা হইলে বিলম্বে গর্ভ সঞ্চার হয়।"

তাহার পর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন? কি জন্য কন্যা, পুত্র, যমজ কন্যা, যমজ পুত্র, যমজ পুত্র কন্যা, এককালে অনেক সন্তান এবং কোন কোন গর্ভ বিলম্বে প্রসব হয়? কিজন্যই বা যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে কখন কখন একটী হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ এবং অপরটী ক্ষীণকায় হয়।"

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন যে, "বীজ (মিলিত শুক্র ও রক্ত) রক্তাধিক হইলে কন্যা, শুক্রাধিক হইলে পুত্র, রক্তাধিক বীজ বিভক্ত হইলে যমজকন্যা এবং শুক্রাধিক বীজ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ পুত্র জন্মে। এইরূপে বীজ বিভক্ত হইলে যদি এক ভাগে রক্তের আধিক্য অপর ভাগে শুক্রের আধিক্য থাকে, তবে যমজ, কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হয়। যখন বায়ু অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মিলিত শুক্র শোণিতকে নানা ভাগে বিভক্ত করে, তখনই উক্ত বিভাগানুসারে অদৃষ্ট বশতঃ কর্ম্মস্বরূপ অনেক অপত্য জন্ম গ্রহণ করে। গর্ভিণী যদি উৎকৃষ্ট আহারাদি প্রাপ্ত না হয়, অথচ যদি গর্ভিণীর কোন রূপে কোন ধাতুর অধিক স্রাব হয়, তবে গর্ভ শুষ্ক হয়, তাহার পর গর্ভ পুষ্ট হইলে সন্তান প্রসব হয়।"

অনন্তর অগ্নিবেশ কহিলেন "ভগবন! কিজন্য নপুংসক, পবনেন্দ্রিয়, সংস্কারবাহী, নরষণ্ড, নারীষণ্ড, বক্রী, বা বাতিকষণ্ড হইয়া থাকে।"

অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু কহিলেন, "বীজের রক্ত ও শুক্র এই উভয় অংশই যদি তুল্য হয়, তবে স্ত্রীচিহ্ন ও পুং চিহ্ন বিশিষ্ট নপুংসক জন্মে। শুক্রাশয় নষ্ট হইলে পবনেন্দ্রিয়, বায়ু শুক্রাশয় দ্বারা দূষিত হইলে পুরুষ সংস্কারবাহী হয়। যদি পিতা ও মাতা মন্দবীজ বা অল্পবীজ বিশিষ্ট আর দুর্ব্বল এবং অহর্ষ হয় তবে তাহাদের পুত্র নরষণ্ড এবং কন্যা নারীষণ্ড হয়। মাতার সংবাসে অনিচ্ছা ও, পিতার শুক্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ বক্রী সন্তান জন্মিয়াথাকে। পিতা ও মাতা ঈর্ষাভিভূত এবং সহবাস কালে মন্দ হর্ষ থাকিলে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, সেই সন্তান ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হয়। যে পুরুষের বৃষণ (কোষ) দ্বয় বায়ু ও অগ্নির দোষে নষ্ট হইয়া যায় সেই পুরুষের নাম বাতিকষণ্ড।"

অগ্নিবেশ ভগবান আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "গর্ভস্থ কন্যা, পুত্র ও নপুংসক ইহাদের পৃথক পৃথক কাহার কি লক্ষণ দৃষ্ট হয়? আর কিজন্যই বা অপত্য সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়?"

ভগবান আত্রেয় বলিলেন, অগ্নিবেশ! যে স্ত্রী পুরুষার্থিনী হইয়া বাম অঙ্গের দ্বারা ধারণাদি ক্রিয়ার আরম্ভ করে। আর গর্ভের সময় স্ত্রীলোকের ন্যায় নিদ্রা, ভোজন, ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়, যে স্ত্রীর বামপার্শ্বে গর্ভ ও বামস্তনে প্রথম দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় কন্যা প্রসব করিবে। আর ইহার বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষার্থিনী হইয়া দক্ষিণাঙ্গের দ্বারা ধারণ, আর গর্ভাবস্থায় পুরুষের ন্যায় নিদ্রা, পুরুষের ন্যায় ভোজন, পুরুষের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীর দক্ষিণ পার্শ্বে গর্ভ ও দক্ষিণ স্তনে প্রথম দুগ্ধ দৃষ্ট হইলে পুত্র সন্তান প্রসব করিবে। অপর এই উভয় প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে।

গর্ভের প্রথম উৎপত্তি সময়ে স্ত্রী মনে মনে যে জন্তু চিন্তা করিবে, গর্ভস্থ সন্তানের ও প্রায় তাহার আকৃতির ন্যায় আকৃতি হইয়া থাকে। * গর্ভের দেহে যে চতুর্ব্বিধ ভূত বিদ্যমান থাকে, সেই সমুদয় মাতা ও পিতার আহার এবং আত্মকৃত কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) এই সমুদয় হইতে উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যেগুলির বিশেষ বল থাকে, সেইগুলি সাদৃশ্য বিষয়ে হেতু হয়। কিন্তু গর্ভের প্রথমোৎপত্তি সময়ে পিতা ও মাতার মনের ভাব যেরূপ থাকে, গর্ভোৎপন্ন সন্তানেরও মনের ভাব সেইরূপ হইয়া থাকে।"

পুনর্ব্বার অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! আত্মা কি প্রকারে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে? এবং আত্মার সহিত সর্ব্বদা কোন্ কোন্ পদার্থের আনুগত্য থাকে?"

অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আত্রেয়

---

* পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও এই গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথাঃ—

"A Strong persistant impression upon the mind

উত্তর করিলেন, "জীবের কর্ম্মানুসারে মনে এক প্রকার সংস্কার জন্মে। মনের এই সংস্কার চারি প্রকার সূক্ষ্ম ভূতের সহিত এক দেহ হইতে দেহান্তরে অনু প্রবেশ করে। দিব্য জ্ঞান ভিন্ন তাহা কখনই দৃষ্ট হইতে পারে না। *

আত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব শরীরধারী, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ, চেতন, অতীন্দ্রিয়, নিত্যযুক্ (মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনের অনুসরণকারী) এবং সানুশয় (রাগ দ্বেষাদির অনুগত) এই আত্মা, রস, মাতা, পিতা হইতে সম্ভূত চারিটী ভূত আর আকাশ, দশ ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি পাঁচটী অর্থ এবং বিংশতিটী তত্ত্ব এই দেহে বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি চারিটী ভূত আত্মাতে আশ্রিত হইয়া আছে এবং আত্মাও ঐ চারিটী পৃথিব্যাদি ভূতে আশ্রিত হইয়া আছে। মাতা পিতা সম্ভূত চারিটী ভূত রজ ও শুক্র বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ শুক্র ও রজ যে সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা আবার রস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ চারিটী ভূত কর্ম্ম (অদৃষ্ট) হইতেও উৎপন্ন ও আত্মাতে লীন হইয়া গর্ভে নিবিষ্ট হয়। যেহেতু এই সূক্ষ্ম শরীরী আত্মা যখন অন্য দেহে গমন করে, তখন আত্মার সহিত গমন করিয়া থাকে। শুভাশুভ অদৃষ্টের ফল স্বরূপ পঞ্চ ভূতরূপ হইয়া গর্ভ রূপের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। পৌর্ব্বদেহিক মন হইতে গর্ভস্থ প্রাণীর মনের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেকেরই যে আকৃতি ও বুদ্ধির প্রভেদ দেখা যায়, রজঃ তমঃ এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম এই তিনই তাহার কারণ। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ভূতের সহিত আত্মা কখনও বিযুক্ত হয় না। পরন্তু কর্ম্ম, মন, মাত এবং আহঙ্কারিক দোষ হইতেও আত্মা বিযুক্ত থাকে না। রজঃ ও তমঃ এই দুইটী দোষের দ্বারা যদি মন আক্রান্ত থাকে অথচ জ্ঞান না থাকে তবে সেই মনে কেবল নিয়ত রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হইতে থাকে। দোষযুক্ত মন এবং বন্ধবৎ কর্ম্ম গতি ও প্রবৃত্তির নিমিত্ত জানিবে।"

অগ্নিবেশ কহিলেন ভগবন! কোন্ কোন্ কারণে রোগের উৎপত্তি এবং কি উপায়ে রোগসমূহের শান্তি হয়? কি নিমিত্ত হর্ষ ও শোক জন্মে, কি কি উপায় অবলম্বনে শারীরিক এবং মানসিক বিকার সমুদয় এককালে নিবৃত্তি হইয়া পুনরুৎপন্ন না হয়?"

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, "প্রজ্ঞাপরাধ, শব্দাদির বিষমযোগ (অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ) কাল পরিণাম এই সমুদয় কারণে রোগের উৎপত্তি হয়। সম্যক যোগযুক্ত বুদ্ধি, শব্দাদি বিষয় এবং কাল পরিণাম, বিকার শান্তির এই ত্রিবিধ উপায়। ধর্ম্মজনক ক্রিয়া হর্ষের নিমিত্ত এবং পাপজনক ক্রিয়া শোকের নিমিত্ত হয়।

শারীরিক (বাতপিত্তাদি) এবং মানসিক (রজঃ ও তমঃ) দোষের এককালে নিবৃত্তি হইলে আর কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক রোগের উৎপত্তি হয় না।

শরীর এবং মন এই উভয়েরই ধারাবাহিক উৎপত্তির কোন হেতু আছে, বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহাদের ধারাবাহিক উৎপত্তি অনাদি। বিশুদ্ধ ধৃতি, বিশুদ্ধ স্মৃতি, এবং পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা শরীর ও মনের ধারাবাহিক উৎপত্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা হিতজনক আহার ও বিহার এবং সর্ব্বদা বিবেচনা পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করেন, যিনি দানশীল, সমদর্শী, সত্যপর, ক্ষমাবান এবং যিনি সর্ব্বদা আপ্তজনের সেবা করেন, তিনি নিয়তই নিরোগ হইয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। পরন্তু যিনি সর্ব্বদা তত্ত্বানুশীলন, তপস্যা, এবং যোগে রত থাকেন, রোগে কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব যেরূপ মতি, যেরূপ বাক্য, যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ সত্ত্ব এবং যেরূপ বুদ্ধি পরিণামে সুখপ্রদ হয়, সেইরূপ মতি, সেইরূপ বাক্য, সেইরূপ কর্ম্ম, সেইরূপ সত্ত্ব এবং সেইরূপ বুদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।"

ভগবান আত্রেয় ঋষির এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজ পুত্র অগ্নিবেশ বলিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে না। দেখুন মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, অন্নপান, ভক্ষ্য এবং লেহ্য এই সমুদায়ের উপযোগে কখনই গর্ভের উৎপত্তি হয় না। এবং সত্ত্ব সংজ্ঞক মনও কখন পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ যদি মাতা পিতারই গর্ভ জন্মাইবার শক্তি থাকিত, তবে এমন অনেক স্ত্রী ও অনেক পুরুষ আছে যে তাহারা আপনার পুত্র ইচ্ছা করে। অতএব তাহারা ইচ্ছা করিলেই পুত্র কন্যা জন্মাইতে সমর্থ হইত। পরন্তু এমন কোন স্ত্রী পুরুষ থাকিত না, যাহাদের সন্তান না হইত। এবং অপত্যার্থী হইয়া কেহ কেহ কখনও বিলাপ করিত না। অতএব কেবল পিতা ও মাতা হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর যদি বলেন, আত্মাই আত্মাকে জন্মান, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, জাত আত্মাই কি আত্মাকে জন্মায়? না, অজাত আত্মাই আত্মাকে জন্মায়? যদি বলেন, জাত আত্মাই আত্মাকে জন্মায়, কিন্তু তাহাও নিতান্ত অসম্ভব। কেননা যে জাত অর্থাৎ জন্মিয়াছে, সে আবার কেমন করিয়া জন্মিবে? আর যদি বলেন, অজাত আত্মাই আত্মাকে জন্মায় কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কেননা যাহার সত্তা নাই, সে কখনই আপনাকে জন্মাইতে পারে না। অতএব উভয়ই অসঙ্গত। আরোও দেখুন, যদি আত্মার জন্মাইবার শক্তি থাকিত, তবে

---

of a mother, has appeared to produce a corresponding effect upon the development of the foetus in utro. (See Dr, Carpenter's Physiology. P 943.)

"What a mental impression made upon the female by a perticular male, will give the offspring a resemllance to him even though she has had no sexual intercourse with him (See Ditto P. 990.)

* ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্ম্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ। কর্ম্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপং॥ (চরক সংহিতা, শরীর স্থান, ২য় অধ্যায়।)

কে অভিমত যোনিতে আপনাকে না জন্মায়? যেহেতু প্রত্যেক আত্মাই আপনাকে বশী, অপ্রতিহতগতি, কামরূপী ও উৎকৃষ্ট তেজ, বল, বর্ণ, সত্ত্ব ও সংহনন বিশিষ্ট, অজর, নিরোগ এবং অমর বা ইহাপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর গুণশালী করিতে ইচ্ছা করেন।

তাহার পর যদি বালক গর্ভ হইতে সাত্ম্য দ্বারা জন্মিয়া থাকে, তবে কেবল সাত্ম্যসেবীদিগের সন্তান হইত এবং যাহারা নিয়ত অসাত্ম্যসেবী, তাহাদের কখনও সন্তান হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সাত্ম্যসেবীরও সন্তান হয়, অসাত্ম্যসেবীরও সন্তান হয়। আবার সাত্ম্যসেবীরও সন্তান হয় না। সুতরাং সাত্ম্য হইতে গর্ভ হয় ইহা বলা অসঙ্গত।

গর্ভ রসজও বলা যাইতে পারে না, কারণ যদি রস হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হইত, তবে জগতের কোন স্ত্রী পুরুষই নিঃসন্তান হইত না। যেহেতু এই জগতে এতাদৃশ কোন ব্যক্তিই নাই যে, কোন না কোন রস সেবন না করে। কিন্তু যদি বলেন, উৎকৃষ্ট রস হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে যাহারা নিয়ত ছাগ, মেষ, মৃগ ও ময়ূর মাংসের রস ও গোদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, তৈল, সৈন্ধব, ইক্ষু, মুগ এবং শালি তণ্ডুল ইত্যাদি রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা কখনই নিঃসন্তান হইত না! আর যাহারা নিয়ত শ্যামা ধান্য, বরধান্য, কেদোধান্য, কোদ্রব ধান্য, কন্দ, মূল, ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই নিঃসন্তান হইত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল রস হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয় না।

তাহার পর সত্ত্বসংজ্ঞক মন যে পরলোক হইতে আসিয়া গর্ভে প্রবেশ করে, ইহাও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কারণ যদি তাহাই হইত তবে অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মের দৃষ্ট বা শ্রুত কোন না কোন বিষয় স্মৃতি পথে আরূঢ় হইত। পরন্তু দেখা যায়, গর্ভস্থ শিশুর পূর্ব্ব জন্মের কোন কথাই স্মরণ থাকে না। এই জন্য আমরা এরূপ বলিতেছি যে, গর্ভ মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, বা রস হইতে উৎপন্ন হয় না। আর মনও ঐ সমস্ত পদার্থের উপপাদক অর্থাৎ সংযোজক নহে।" *

অগ্নিবেশের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বার কহিলেন "তুমি যাহা বলিলে ইহা সঙ্গত নহে। এই সমুদয় ভাব হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। দেখ উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণীর মধ্যে এমন কোন প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না, যে প্রাণী মাতা ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইয়াছে; অথচ স্বীকার করিতে হইবে যে, মাতা হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়। এই গর্ভের যে যে অংশ মাতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কহিতেছি। মাতা হইতে ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বস্তি, পুরীষাধান, আমাশয়, পক্কাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, বপা (হৃদয়স্থ মেদ) এবং বপাবহ এই সমুদয় অংশ উৎপন্ন হয়।

উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণী কখনও পিতা ব্যতিরেকে জন্ম লাভ করিতে পারে না। এমন কেহ কখন দেখে বা শুনে নাই যে, পিতা ব্যতিরেকে কোন উৎপত্তিশালী জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, গর্ভ পিতা হইতেও উৎপন্ন হয়। গর্ভের যে অংশ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি। যথাঃ—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, এবং শুক্র এই সমুদয় অংশ পিতা হইতে উৎপন্ন হয়।

আত্মা হইতেও গর্ভের উৎপত্তি হয়। গর্ভস্থ আত্মাই "জীব" বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ আত্মা নিত্য নিরোগ, অজর, অমর, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অলেহ্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মা, অব্যক্ত, অনাদি, অবিনশ্বর ও অক্ষয়। এই আত্মা গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক শুক্র ও শোণিতের সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভ ভাবে আপনাকে আপনি জন্মাইয়া থাকে, বস্তুতঃ এই পরমাত্মা অনাদি ও নিত্য। তাহার জন্ম হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব এই আত্মা অজ হইয়াও জাত গর্ভের উৎপাদন এবং জাত হইয়াও অজাত গর্ভের উৎপাদন করে। সেই গর্ভই কালান্তরে বাল্য, যৌবন, ও বৃদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়।

তাহার পর গর্ভোৎপত্তি সম্বন্ধে পিতা, মাতা এবং আত্মা ইহাদের প্রত্যেকের সমস্ত বিষয়ে যথেচ্ছচারিতা নাই। তাহারা কোন কোন কর্ম্ম আত্মবশে থাকিয়া, কোন কোন কর্ম্ম কর্ম্মের (অদৃষ্টের) বশে থাকিয়া, কোন কোন কর্ম্ম করণ শক্তির (বুদ্ধ্যাদির) অনুসারে এবং কোন কোন কর্ম্ম করণাদির নিরপেক্ষ হইয়াও সম্পাদন করে। যে স্থলে সম্বন্ধি করণের উৎকর্ষ, সেই স্থলেই বলানুসারে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর যদি তাহা না হয় তবে তাহার বিপরীত হয়। এবং কারণ সমুদয় দূষিত হইলে বা কারণ শূন্য আত্মা গর্ভ জননে সক্ষম হয় না।

যাঁহারা সম্যক রূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য এবং মোক্ষ আপনার আয়ত্তে রাখিয়াছেন। অতএব এই সমুদয় ব্যতিরেকে সুখ দুঃখের আর অন্য কোন কর্ত্তা নাই। এবং অন্য কোন কারণ হইতেও গর্ভের উৎপত্তি হয় না। কারণ বীজ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণ হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না।

এই গর্ভের যে যে অংশ আত্মা (জীব) হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই অংশ ব্যাখ্যা করিব। আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রেরণ, ধারণ, আকৃতি, স্বর, বর্ণ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রযত্ন এই সমুদয় আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়।

সাত্ম্য হইতেও গর্ভের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। অসাত্ম্য সেবী না হইলে কখন স্ত্রী ও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব সম্ভবে না এবং গর্ভের কোন প্রকার অনিষ্ট ভাব ঘটিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত না অসাত্ম্যসেবী স্ত্রী ও পুরুষের বাতাদি দোষত্রয় কুপিত

* মহর্ষি অগ্নিবেশ ভগবান আত্রেয় ঋষির নিকট মীমাংসার জন্যই যে সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। আজ কাল আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীরাও সেই তর্কই সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। যাহা হউক এই তর্কের মীমাংসার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

কর্ত্তব্য কার্য্য পরে করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে পশ্চাৎ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নয়ানয় কিছুই বোধ নাই॥ বা-রা ৬ ১২।৩২।

চপলস্য তু কৃত্যেষু প্রসমীক্ষ্যাধিকং বলম্।
ছিদ্রমন্যে প্রপদ্যন্তে ক্রৌঞ্চস্য খমিব দ্বিজাঃ॥

যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অলঙ্ঘ্য হইলেও হংসেরা আকাশমার্গ আশ্রয় করিয়া উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষিপ্রকারী চপল লোকের সমধিক বল থাকিলেও শত্রুগণ ছিদ্রানুসারে অনায়াসে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৩।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুঃকর্ণশ্চ ধার্য্যতে।
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে॥

কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণগত হইলে তাহা প্রকাশিত হয়, চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না॥ গ পু ১।১১৪।৫৫।

মন্ত্রবীজমিদং গুপ্তং রক্ষণীয়ং যথা তথা।
মনাগপি ন ভিদ্যেত তদ্ভিন্নং ন প্ররোহতি॥

মন্ত্ররূপ বীজকে সর্ব্বদা এমন গোপনভাবে রক্ষা করিবেন যে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যেন ভেদ না হয়, যেহেতু বীজ ভিন্ন হইলে অঙ্কুরিত হয় না॥ হি-উ।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্ত্তয়া।
ইতি মন্ত্রদ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভুজা॥

মন্ত্র ষট্‌কর্ণ গোচর হইলেও বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলে ভেদ হয়, এই কারণে মহীপাল কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিবেন॥ ঐ।

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যালক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মের চিন্তা মনেতেই করিবেন, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবেন না, যেহেতু সেই কার্য্য অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লক্ষিত হইলে সিদ্ধ হয় না॥ চাণক্য॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥

রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজ্যের সাম্বৎসরিক কর গ্রহণ করিবেন এবং তাহা শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিবেন এবং প্রজাগণের সহিত পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন॥ ম-সং ৭।৮০।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥

বাণিজ্য দ্রব্য কত মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে ও কত মূল্যে বিক্রয় হইবে ও কতদূর হইতে আনয়নার্থ পথের কত ব্যয় হয় ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ কত ব্যয় হয়, এই সমস্ত ব্যয়ের অতিরিক্ত যে নিশ্চয় লভ্য থাকিবে, তদনুসারে বণিকগণের নিকট হইতে রাজা কর গ্রহণ করিবেন॥ ঐ ১২৭।

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্‌পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥

যেমন অল্পে অল্পে দন্তহীন জলৌকা রুধির পান করে, বৎস দুগ্ধ পান করে ও ষট্‌পদ মধুপান করে, সেইরূপে রাজা অল্পে অল্পে স্বীয় রাজ্যের কর গ্রহণ করিবেন॥ ঐ ১২৯।

বল্মীকং মধুজালঞ্চ শুক্লপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ।
রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষঞ্চ স্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে॥

যেমন বল্মীক, মধুচক্র ও শুক্ল পক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রাজা ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়॥ গ-পু ১।১১৩।৮

ব্রহ্মস্বে মা মতিং কুর্য্যাৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
অগ্নিদগ্ধাঃ প্ররোহন্তি ব্রহ্মদগ্ধো ন রোহতি॥

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কদাপি ব্রহ্মস্বে (ব্রাহ্মণের ধনে) স্পৃহা করিবে না, কারণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেও পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় না॥ বৃ-সং ২৮।

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকং॥

বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু ব্রহ্মস্বকেই বিষ বলা যায়, যেহেতু বিষ কেবল এক ব্যক্তিকেই নষ্ট করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব রূপ বিষ পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে বিনাশ করে॥ ঐ ২৯।

ব্রহ্মস্বং ত্বননুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষং।
প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্॥

যদি রীতিমত অনুমতি না পাইয়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করা যায় তাহা হইলে উহা আপনা হইতে পৌত্রপর্য্যন্ত তিন পুরুষ নাশ করে। আর হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভুক্ত হইলে, পূর্ব্বের দশ ও পরের দশ পুরুষ ক্ষয় করে॥ ভা পু ১০।৬৪।৩৩।

রাজানো রাজকল্যাশ্চ নাত্মপাতং বিচক্ষতে।
নিরয়ং যেহভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধুবালিশাঃ॥

যাহারা ব্রহ্মস্বে স্পৃহা করে, তাহারা নরকে গমনের অভিলাষী হয়, (অতএব) অজ্ঞ রাজা সকল রাজকল্যার সহিত পতিত হইতেছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপে দেখিতে পায় না। ঐ ৩৩

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত যঃ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

যিনি, নিজের দত্তই হউক, আর অন্যের দত্তই হউক, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করেন, তিনি ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া থাকেন॥ ঐ ৩৫

অনাদেয়ং নাদদীত পরিক্ষীণোহপি পার্থিবঃ।
ন চাদেয়ং সমৃদ্ধোহপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ॥

রাজা বলক্ষীণ হইলেও যাহা গ্রহণ করিবার নহে, তাহা গ্রহণ করিবেন না এবং সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাহ্য অত্যল্পধনও পরিত্যাগ করিবেন না॥ ম-সং ৮।১৭০।

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্ উত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তরত্নঃ মুখে ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণং॥

হে রাজন্! অন্যান্য সকল দ্রব্য সংগ্রহাপেক্ষা ধান্য সংগ্রহই উত্তম সংগ্রহ, যেহেতু মুখে রত্ন নিক্ষেপ করিলে প্রাণ ধারণ করা যায় না, অর্থাৎ যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে ধান্য সংগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক॥ হি-উ

খ্যাতঃ সর্ব্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ।
গৃহীতঞ্চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়তে॥

আর, সকল রসের মধ্যে লবণ রস উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কারণ তদ্ব্যতিরেকে সমুদায় ব্যঞ্জনই গোময়ের তুল্য, অর্থাৎ বিস্বাদু বোধ হয়, অতএব লবণ সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ঐ।

কমণ্ডলূপমোমাত্যঃ তনুত্যাগো বহুগ্রহঃ।

নৃপতে! কিংক্ষণো মূর্খো দরিদ্র কিংবরাটকঃ॥

মন্ত্রী কমণ্ডলু (গাড়ু) ন্যায় বহু সঞ্চয় করিবেন এবং অল্প ব্যয় করিবেন। হে মহারাজ! ক্ষণকাল অধ্যয়ন না করিলে কি হইবে, এরূপ যিনি মনে করেন, তিনি মূর্খ হন এবং এক বরাটক সঞ্চয় না করিলে কি হইবে, এরূপ যিনি ভাবেন, তিনি দরিদ্র হন॥ ঐ

স হ্যমাত্যঃ সদা শ্রেয়ান্ কাকিনীঃ যঃ প্রবর্দ্ধয়েৎ।

কোষঃ কোষবতঃ প্রাণাঃ প্রাণাঃ প্রাণা ন ভূপতেঃ॥

যে মন্ত্রী এক কাকিনী, অর্থাৎ পাঁচ গণ্ডা কড়িকে বর্দ্ধিত করেন, তিনিই উত্তম মন্ত্রী, যেহেতু কোষাধিকারীর কোষই প্রাণ, রাজার প্রাণ প্রাণ নহে। হি-উ

অতিব্যয়োঽনবেক্ষা চ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ

পোষণং দূরসংস্থানাং কোষব্যসনমুচ্যতে।

ধনের অতিরিক্ত ব্যয় ও অনবেক্ষণ, অধর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জন এবং দূরস্থ (সম্বন্ধীয়) লোকের পোষণ, এই সকল কোষের ব্যসন বলিয়া উক্ত হয়॥ ঐ।

ক্ষিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্ছয়া।

পরিক্ষীয়ত এবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ॥

কারণ, ধনের আয় আয় না দেখিয়া আপন ইচ্ছামতে ব্যয় করিলে কুবের তুল্য ধনবান্ ব্যক্তিও দরিদ্র হয়। ঐ।

রাজকর্ম্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।

প্রত্যহং কল্পয়েদ্বৃত্তিং স্থানকর্ম্মানুরূপতঃ॥

রাজা, উপযুক্ত কর্ম্মকর ভৃত্যবর্গ ও সামান্য দাস দাসীগণের দৈনন্দিন বৃত্তি, তাহাদিগের স্থান ও কর্ম্ম অনুসারে অবধারিত করিবেন॥ ম-সং ৭।১২৫।

দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তো ভবেন্নরঃ॥

সেবাবৃত্ত্যবলম্বী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা কার্য্য-দক্ষ, বিশুদ্ধ আচারপরায়ণ, সত্যবাদী, নিদ্রার অবশীভূত, সাবহিত ও আলস্যশূন্য হইবে॥ ম নি ত ৮।১৪২।

প্রভুঃ বিষ্ণুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননীসমা।

মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ॥

যে সকল ভৃত্য ইহলোকে ও পরলোকে সুখ কামনা করে, তাহারা প্রভুকে বিষ্ণু সদৃশ জ্ঞান করিয়া সম্মান করিবে, তাঁহার পত্নীকে জননীতুল্য জ্ঞান করিবে এবং তাঁহার বান্ধবগণের সম্মান রক্ষা করিবে॥ ঐ ১৪৪।

ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্তদরীনরীন্।

সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্॥

প্রভুর মিত্রদিগকে মিত্র শত্রুদিগকে শত্রু জ্ঞান করিবে এবং সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া সভয়চিত্তে অবস্থান করিবে॥ ঐ ১৪৪।

অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্তার্থং কথিতঞ্চ যৎ।

ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ॥

প্রভুর অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গোপনীয় কথা, এবং যাহাতে প্রভুর গ্লানি হয় তাদৃশ বিষয় অতি যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিবে। ম-নি-ত ৮।১৪২।

অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ।

তৎসান্নিধ্যবিরুদ্ধাঞ্চ ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ॥

স্বামীধনে সর্ব্বদা লোভশূন্য হইবে, স্বামীর হিতসাধনে সতত অনুরক্ত থাকিবে এবং স্বামীর সন্নিধানে অসদ্বাক্য প্রয়োগ, ক্রীড়া ও হাস্য, এই সমুদয় পরিত্যাগ করিবে॥ ঐ ১৪৬

ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্গৃহকিঙ্করীঃ।

বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ॥

স্বামীর গৃহকিঙ্করীদিগকে পাপনয়নে দর্শন করিবে না এবং তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনে এক শয্যায় শয়ন করিবে না ও হাস্য পরিহাস করিবে না॥ ঐ ১৪৭।

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ।

উপানদ্ভূষণং শাস্ত্রং নাত্মার্থে বিনিয়োজয়েৎ।

প্রভুর শয্যা, আসন, যান, বসন, ভাজন, পাদুকা, ভূষণ, শাস্ত্র, এ সমুদয় স্বয়ং ব্যবহার করিবে না॥ ঐ ১৪৮

ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ।

প্রাগল্ভ্যং পৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ভৃত্য কোন অপরাধ করিলে প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ভৃত্য প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও সমতা প্রকাশ করিবে না। ম-নি-ত ৮।১৪৯

নানিবেদ্য প্রকুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ কিঞ্চিদপি স্বয়ং।

কার্য্যমাপৎপ্রতীকারাদন্যত্র জগতীপতেঃ॥

আপদের প্রতীকার ভিন্ন প্রভুকে নিবেদন না করিয়া ভৃত্য স্বয়ং কোন কার্য্য করিবে না॥ হি-উ।

ন চাপৃষ্টোঽভ্যবাদ্রাজানমপৃচ্ছন্ত্যং কদাচন।

তূষ্ণীমেনমুপাসীত কালে সমভিপূজয়ন্॥

রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।১২

বিদিতে চাস্য কুর্ব্বীত কার্য্যাণি সুলঘূন্যপি।

এবং বিচরতো রাজ্ঞো ন ক্ষতির্জায়তে ক্বচিৎ।

রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এইরূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না॥ ঐ ১১।

গচ্ছন্নপি পরাং ভূমিমপৃষ্টোহ্যনিয়োজিতঃ।

জাত্যন্ধ ইব মন্যেত মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্॥

উন্নত পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবে॥

ম-ভা বিরাটপর্ব্ব ৪।১০

সমর্থনাসু সর্ব্বাসু হিতঞ্চ প্রিয়মেব চ।

সম্বর্ত্তয়েত্তদেবাস্য প্রিয়াদপি হিতং বদেৎ॥

[বু]ঝিয়া দেখিবেন, কারণ একবার পীড়ন করিলে কি স্নান-বস্ত্র [শ]ীঘ্র জল ত্যাগ করে? হি-উ।

শৌর্য্যবীর্য্যযুক্তা মৃদুমন্দবাক্যা জিতেন্দ্রিয়াঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ।
প্রাগেব পশ্চাদ্বিপরীতরূপা যে তে তু ভৃত্যা ন হিতা ভবন্তি॥

যাহারা বীর্য্যযুক্ত, মৃদুমন্দবাক্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরে সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, সেই সকল ভৃত্য রাজার হিতকারী হয় না॥

গ-পু ১।১১২।১৯।

তুল্যার্থং তুল্যসামর্থ্যং মর্ম্মজ্ঞং ব্যবসায়িনং।
অর্দ্ধরাজ্যহরং ভৃত্যং যো হন্যাৎ স ন হন্যতে॥

যে সকল ভৃত্য রাজার সমান ধনশালী, তুল্য সামর্থ্যবান্, মর্ম্মজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও রাজার রাজ্যহরণকারী, তাহাদিগকে রাজা বিনাশ করিবেন। তাহা হইলে রাজা কখনও বিনষ্ট হয়েন না॥ ঐ ১৮।

যাবৎ স্বশক্তিং শক্তোঽপি ন দর্শয়তি কর্হিচিৎ।
তাবৎ ন লোকঃ সর্ব্বেষাং জ্বলনো দারুগো যথা॥

শক্তিমান্ পুরুষ যাবৎ স্বীয় শক্তি প্রদর্শন না করেন, তাবৎ লোকে তাঁহাকে কাষ্ঠনিহিত অগ্নির ন্যায় লঙ্ঘন করিয়া থাকে॥ কা-ধ ১৮৮।

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং।
ন তু স্বামিপদপ্রাপ্তিপাতকেচ্ছোরুপেক্ষণং॥

বরং প্রাণ পরিত্যাগ করাও ভাল, অথবা শির কর্ত্তন করাও ভাল, তথাপি স্বামির পদপ্রাপ্তিরূপ পাতককাঙ্ক্ষীকে উপেক্ষা করা ভাল নয়॥ হি-উ।

বিষাদিক্তস্ত চক্রস্য দন্তস্য চানিতস্য চ।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখং॥

বিষাক্ত অন্ন, চলিত দন্ত ও দুষ্ট অমাত্য, ইহাদিগের মূলোৎপাটন করাই সুখ॥ ঐ।

তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নৃপবল্লভাৎ।
নৃপতির্নিজলোভাচ্চ প্রজা রক্ষেৎ পিতেব হি॥

তস্কর, নিযুক্ত ব্যক্তি, শত্রু, রাজপ্রিয়-ব্যক্তি, ও নিজের লোভ, এই সকল হইতে প্রজাগণকে রাজা পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন॥ ঐ।

অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতং।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাং॥

যখন রাজা স্বয়ং বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতে অবকাশ না পাইবেন, তখন তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, দান্ত ও কুলবান প্রধান অমাত্যকে বিচারাসনে স্থাপন করিবেন॥

ম-সং ৮।১৪১।

অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকো বা যৎ কুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাত্তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥

যদি অমাত্য বা বিচারকগণ স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য (বিচারাদি) কার্য্যের অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে সেই কার্য্য রাজা স্বয়ং নিষ্পন্ন করিবেন এবং ঐ কর্ম্মচারীদিগের সহস্র পণ দণ্ড করিবেন॥ ম-সং ৯।২৩৪।

পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনং॥

রাজারা ন্যায়তঃ (শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে) প্রজা পালন করেন, এইজন্য তাঁহারা প্রজাগণের উপার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং সকল প্রকার দান অপেক্ষা ন্যায়পূর্ব্বক প্রজাপালনের ফল অধিক॥ যা-সং ১।৩৩৪।

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষা পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাং॥

দুর্জ্জনের দণ্ড, সজ্জনের পুরস্কার, ন্যায়ানুসারে ধন সঞ্চয়-দ্বারা কোষবর্দ্ধন, অর্থিপ্রত্যর্থিগণের প্রতি অপক্ষপাত বিচার এবং শত্রুহস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা, রাজাদিগের পক্ষে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ॥ অত্রি-সং।

রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ॥

যে নরেন্দ্র সজ্জনের রক্ষণ ও দুর্জ্জনের শাসন করিয়া প্রজাপালনে তৎপর হন, তিনি পরলোকে স্বর্গে গমন করেন॥

ম-সং ৯।২৫৩।

ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ।
তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো নৃপঃ প্রজাপ্রভুঃ॥

যে ব্যক্তির রক্ষক কেহই নাই, যে ব্যক্তি দীন, অথবা যে ব্যক্তি বিপদ্গ্রস্ত, তাহাকে রাজাই রক্ষা করিবেন, যেহেতু রাজাই প্রজাগণের প্রভু হয়েন॥ ম-নি-ত ১২।৬৯।

স্বাদানাদ্বর্ণসংসর্গাত্ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সঞ্জায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্দ্ধতে॥

ন্যায্য ধন গ্রহণ, সঙ্কর জাতি হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষা, এবং বলবান হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষণ জন্য রাজা ইহলোকে ও পরলোকে বর্দ্ধিত হয়েন॥ ম-সং ৮।১৭২।

তস্মাদ্যম ইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্ত্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

সেই কারণে রাজা যমের ন্যায় জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমের ন্যায় আচরণ করিবেন॥ ম-সং ৮।১৭৩।

যস্ত্বধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ॥

যে নরপতি মোহবশতঃ অধর্ম্মানুসারে কার্য্য সকল সম্পাদন করে, সেই দুরাত্মাকে শত্রু রাজারা অচিরাৎ বশীভূত করে॥ ঐ ১৭৪।

প্রজাপীড়নসন্তাপাৎ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে॥

প্রজাপীড়নরূপ সন্তাপ হইতে যে হুতাশন সমুদ্ভূত হয়, তাহা রাজার কুল, শ্রী, ও প্রাণ দগ্ধ না করিয়া নির্ব্বাপিত হয় না॥ যা-সং ১।৩৪০।

পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি॥

অধর্ম্মানুসারে বিচারজনিত পাপের এক পাদ মিথ্যাভিযোগী,

এক পাদ মিথ্যাসাক্ষী, এক পাদ সভাসদ্গণ এবং এক পাদ রাজা প্রাপ্ত হন ॥ ম সং ৮।১৮।

তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্ম্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা ॥

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ধর্ম্মকেই দণ্ডরূপে সৃজন করিয়াছেন, এই কারণে রাজারা এবম্বিধ দণ্ডকে ধারণ করিয়া তাহা কেবল দুর্বৃত্ত (বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্ত, পরদারী, পরদ্রব্যাপহারী, হিংসক প্রভৃতি) লোকদিগের উপরেই পাতিত করিবেন ॥

যা-সং ১।৩৫৩।

যথা শাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানবং।
জগদানন্দয়েৎ সর্ব্বমন্যথা তৎ প্রকোপয়েৎ ॥

ঐ দণ্ড যদি শাস্ত্রোক্তনিয়মানুসারে প্রযোজ্য হয়, তবেই তদ্দ্বারা দেবতা, অসুর ও মানব পরিপূর্ণ সমুদায় জগতের আনন্দ সমুদ্ভূত হয়, কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে সমুদায় জগতের প্রকোপ জন্মে ॥ ঐ ৩৫৫।

দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥

মহদপরাধে শারীরিক দণ্ড বিধানার্থ স্বায়ম্ভুব মনু দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করিবেন, পরন্তু ব্রাহ্মণকে অক্ষত শরীরে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ॥ ম-সং ৮।১২৪।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ ॥

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও দেহ এই দশটী দণ্ডের স্থান ॥ ঐ ১২৫ ॥

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥

অপরাধের অবস্থা ও তারতম্যানুসারে অপরাধ ঘটনের দেশ কালাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধি ব্যক্তির সামর্থ্যাদি, অর্থাৎ ধনাধন, বয়স, বিদ্যা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ড প্রয়োগ করিবেন ॥ ম-সং ৮।১২৬।

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরং।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরং ॥

কোন দস্যু লোক প্রথম বার অপরাধ করিলে তৎপ্রতি বাগ্দণ্ড, দ্বিতীয় বারে ধিগ্দণ্ড, তৃতীয়বারে ধন দণ্ড এবং চতুর্থ বারে বধদণ্ড প্রয়োগ করিবেন ॥ ঐ ১২৯।

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যিনি অধর্ম্ম দণ্ড করেন, তাঁহার ইহকালে যশোনাশ ও (মরণোত্তর) কীর্ত্তি লোপ হয় এবং পরলোকেও ঐ অধর্ম্ম তাঁহার স্বর্গের প্রতিবন্ধক হয়, অতএব রাজা ঈদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন ॥ ম-সং ৮।১২৭।

অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্গৃহ্ণাত্যসৌ করান্ ॥

রাজা যদি যথানিয়মে প্রজারক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ অরক্ষমাণ হইয়া যে সকল পাপ সঞ্চয় করে, রাজা সেই পাপরাশির অর্দ্ধাংশভাগী হয়েন, কেননা তিনি প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন বলিয়াই তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন ॥ যা সং ১।৩৩৬।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥

যে রাজা অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করেন এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড না করেন, তাহার অত্যন্ত অযশ হয় এবং তিনি পরলোকে নরকে গমন করেন ॥ ম-সং ৮।১২৮।

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ ॥

অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়াকে দ্যূত বলে এবং মেষ মহিষ কুক্কুট ও পারাবত প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা ক্রীড়াকে সমাহ্বয় বলে ॥ ম-সং ৯।২২৩।

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ ॥

উক্ত দ্যূত ও সমাহ্বয় ক্রীড়া যাহারা স্বয়ং করে কিম্বা অন্য দ্বারা করায়, তাহাদিগকে ও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় চিহ্নধারী শূদ্রকেও রাজা বধ করিবেন ॥ ঐ ২২৪।

দ্যূতমেতৎ পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥

দ্যূতক্রীড়া যে কেবল এই কল্পেই নিন্দনীয় এমত নহে, পূর্ব্ব কল্পেও ইহা অতি বৈরকর বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহাসার্থেও দ্যূতক্রীড়া করিবেন না। ঐ ২২৭।

প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্যথেষ্টং নৃপতেস্তথা ॥

যে ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহার প্রতি রাজা যে কোন দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিবেন ॥ ম-সং ৯।২২৮।

পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে ॥

রাজা চোরদিগের নিগ্রহ বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হইবেন। চৌরদিগের নিগ্রহ করিলে রাজার যশ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়।

ম-সং ৮।৩০২।

অধার্ম্মিকাংস্ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্ণীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ ॥

চৌরাদি অধার্ম্মিক লোকদিগকে তাহাদিগের অপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া কারাবাস [illegible] ও হস্তপাদাদি ছেদন বা বধ, এই তিন প্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া নিগ্রহ করিবেন ॥ ঐ ৩১০।

অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষং ॥

যাদৃশ ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, তাহাতে ঐ ভ্রূণহত্যাকারীর পাপ সংক্রামিত হয়; ব্যভিচারিণী ভার্য্যার ব্যভিচার জন্য পাপ পতি ক্ষমা করিলে, সেই পাপ পতিতে সংশ্লিষ্ট হয়; শিষ্যের সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য অকরণ জন্য পাপ গুরু সহ্য করিলে, সেই পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়, যাজ্যের

যথাবিহিত নিয়ম অতিক্রম করণ জন্য পাপ যাজক সহ্য করিলে, সেই পাপ যাজকে সমাক্রান্ত হয়, তাদৃশ চোরের চৌর্য্যজন্য পাপ রাজা উপেক্ষা করিলে, সেই চোরের পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়॥ ম-সং ৮।৩১৭।

রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥

যে ব্যক্তি স্বর্ণস্তেয়াদি পাতক করিয়া রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, সে নিষ্পাপ হইয়া পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের ন্যায় পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য বলে স্বর্গে গমন করে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় রাজ-দণ্ডেও পাপক্ষয় হয়॥ ঐ ৩১৮।

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিং পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ॥

চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র যদি চৌর্য্য কর্ম্ম করে, তবে চৌর্য্যাপরাধের যে দণ্ড শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহার আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে, এইরূপে বৈশ্যের ষোল গুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ, অথবা গুণবান্ ব্রাহ্মণের শত গুণ এবং তদপেক্ষা অধিক গুণবান্ ব্রাহ্মণের একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হইবে॥ ম-সং ৮।৩৩৭—৩৩৮।

ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ং।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরং॥

সর্ব্বাধিপত্য পদ ও অক্ষয় যশ আকাঙ্ক্ষী রাজা ক্ষণকালের নিমিত্তও সাহসিক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন না॥ ম-সং ৮।৩৪৪।

বাগ্দুষ্টাত্তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ॥

বাক্‌পারুষ্যকারী, অর্থাৎ অন্যের প্রতি কটূবাক্যাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক আক্রোশকারী, তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী, অর্থাৎ অন্যকে দণ্ডাদি দ্বারা প্রহারকারী, এই সমুদায় পাপিষ্ঠ হইতে সাহসিককে অতিশয় পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিবেন॥ ঐ ৩৪৫।

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি॥

যে রাজা সাহসকারী ব্যক্তিকে দণ্ড না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন এবং প্রজাগণের বিদ্বেষভাজনও হয়েন॥ ঐ ৩৪৬।

ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্॥

রাজা মৈত্রতা কারণবশতঃ অথবা বিপুল ধন প্রাপ্তির আশা প্রযুক্ত সর্ব্ব প্রাণীর অহিতকারী সাহসিক ব্যক্তিকে কদাচ ত্যাগ করিবেন না॥ ম সং ৮।৩৪৭।

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্নৄন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ॥

রাজা পরদার সম্ভোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নাসা ওষ্ঠ কর্ত্তনাদিরূপ নানাপ্রকার উদ্বেগজনক দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন॥ ঐ ৩৫২।

তৎসমুত্থো হি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে॥

যেহেতু পরদার হইতে সম্ভূত মনুষ্য বর্ণসঙ্কর হয় এবং বর্ণসঙ্করের যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার না থাকায় সূর্য্যাদেবের উপাসনার অভাবে বৃষ্টি না হইলে এই জগৎ উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব বর্ণসঙ্কর সর্ব্বনাশের মূল হয়॥ ঐ ৩৫৩।

আমার কৃষ্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্পণ প্রতিবিম্ব আকার।

বিগত ভাদ্র মাসে "আমার কৃষ্ণ" প্রসঙ্গের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের ইচ্ছাময় অবতারত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে; তদুপলক্ষ্যে ইচ্ছাময় অবতারের লক্ষণও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে ইচ্ছাময় অবতার দেহে কোনরূপ ভূত ও ভৌতিকাদি স্থূল জড় পদার্থের সম্পর্ক নাই, সুতরাং ভূতাদি নির্ম্মিত অস্থি, মাংস, মজ্জা, শুক্র এবং ইন্দ্রিয়াদি কিছুই তাহাতে নাই অথচ হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট আকারটিও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদৃশ অদ্ভুত দেহের উপাদান কি, কোন পদার্থের দ্বারা তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয় কিছুই বলা হয় নাই, সুতরাং সে বিষয় জানিবার জন্য শ্রোতৃবর্গের বিশেষ কুতূহল থাকিতে পারে। কেবল কুতূহল থাকা নহে, সে বিষয় না জানা পর্য্যন্ত তাদৃশ অদ্ভুত আকারে কোন রূপ বিশ্বাস স্থাপন করাও বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। অস্থিমজ্জাদি ভৌতিক পদার্থ নাই, অথচ হস্তপদাদি অবয়ববিশিষ্ট দেহ উহা বর্ত্তমান মানববৃন্দের প্রায় কেহই দেখিতে পান নাই। দেখিলেও সকলে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধান করে না। তাদৃশ ধারণাও রাখে না। আমাদের সচরাচর পরিদৃশ্যমান দেহগুলি ভৌতিক পদার্থে রচিত দেখিয়া দেহমাত্রই ভৌতিক পদার্থে গঠিত হইয়া থাকে এইরূপ ধারণা অনেকের আছে, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে তাহার বিশ্বাস হইবে কেন? প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিষয়। অতএব ইচ্ছাময় দেহ সম্বন্ধে আরো কিছু পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। প্রথমে আমাদের দৃশ্যরাজ্যে পরিদৃশ্যমান পঞ্চ ভূতের নির্ম্মাণ ব্যতীত হস্তপদাদি বিশিষ্ট আকার কেহ দেখিতে পান কি না তদ্বিষয় চিন্তা করা যাউক। পরে ইচ্ছাময় অবতারের দেহ বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইব।

পৃথিবীর আপামর সাধারণেই বোধ হয় অবগত আছে যে, দর্পণাদির মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রকার আকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল আকৃতির মধ্যে হস্তপদাদি অবয়বও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তবে অবশ্যই, ঐ সকল আকারগুলি কি পদার্থ তাহা অনেকেই অবগত নহে। সেই জন্য কেহ উহাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া মিথ্যা পদার্থ রূপেই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কেহ বা অন্য কিছু বলে। কিন্তু জ্ঞানবৎ সমাজে

উহা মিথ্যা পদার্থ বলিয়া পরিগণিত নহে। তাঁহারা তাদৃশ প্রতিবিম্বকে সত্য বস্তু বলিয়া জানেন। তাঁহারা বলেন উহা কতকগুলি বর্ণ সমষ্টির দ্বারা বিরচিত আকৃতি, কিন্তু শূন্য পদার্থ নহে। আমাদের দেহের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে যে পদার্থ নয়ন গোচর হয়, দর্পণেও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নানাবিশেষণ বিশিষ্ট নানাভাবাপন্ন তাহার পীত রক্তাদি বর্ণগুলি মাত্র আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। তদ্ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। সেই বর্ণগুলি এক একটী শক্তি পদার্থ বিশেষ। উহারা নদী প্রবাহের ন্যায় আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং নয়নের মধ্যেও যাইতেছে, তাই দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক হইলে আমরা তাহার উপলব্ধি করি। দর্পণ হইতে যাহার উপলব্ধি হয় তাহাও সেই দেহীয় বর্ণের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে। দেহীয় বর্ণাবলী দশ দিকেই বিক্ষুরিত হইতেছে, সুতরাং সন্নিহিত দর্পণের উপরিও প্রসৃত হয়। পরে দর্পণের পশ্চাৎ ভাগে যদি পারদাদি কোন বাধক পদার্থ না থাকে তবে সূর্য্যালোকের মত দর্পণ ভেদ করিয়া উহা চলিয়া যায়। আর যদি পারদাদি পদার্থ থাকে তবে তদ্দ্বারা উহার সম্প্রসারণ বাধিত হইয়া দর্পণের সম্মুখ পানে আবার প্রতিক্ষুরিত হইতে থাকে। আমাদের দেহের বর্ণাবলী যেমন বিকাশ হয়, এ দর্পণ সম্পৃক্ত বর্ণাবলীও তেমনই বিকাশ হয়। তাহাও সেইরূপ আমাদের নয়নের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নয়নেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব দর্পণের দৃশ্য আকার শূন্য বা মিথ্যা পদার্থ নহে। উহা সত্য, এবং বর্ণ সমষ্টি দ্বারা বিরচিত, কিন্তু পঞ্চ ভূত রচিত নহে। উহাতে দৃশ্যমান জন্তুবিশেষের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সম্ভব নাই, অথচ হস্ত পদাদি অবয়বের আকার প্রতিভাত হয়। কেবল প্রতিভাত হওয়া নহে, তাহা বাস্তবিক পক্ষেই সত্য। তৎপর উহার ক্রিয়া শক্তি নাই তাহাও নহে। পারদ না থাকিলে উহা দর্পণ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, আবার থাকিলে সম্মুখ পানে প্রতিফলিত হইয়া নয়ন পথে সমাগত হইয়া নয়নেন্দ্রিয়ে ক্রিয়া সাধন করে এবং উপলব্ধ হয়। অতএব উহার প্রসারণ ও প্রতিফলনাদি ক্রিয়া আছে কিন্তু ইতরজন্তু হস্তপদাদি অবয়বের যেমন বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট ক্রিয়া থাকে, তাহা উহার নাই। উহার দ্বারা গ্রহণ, গমন বা দর্শন, স্পর্শনাদি কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। উহাতে কেবল সেই বর্ণগুলির ক্রিয়ামাত্রই হয়। উহা সূর্য্যালোকের মত অচেতন পদার্থ।

কিন্তু তাহা হউক, উহা অচেতন পদার্থ হউক, কিম্বা হস্ত পদাদি অবয়ব নিষ্পন্ন কোন ক্রিয়া না করুক, তাহা আমরা এখানে দেখিব না। এখানে কেবল দেখিব যে উহা একটী দৃশ্যমান আকৃতি কিনা, উহাতে হস্ত পদাদির আকার প্রতিভাত হয় কি না, উহা সত্য একটী ক্রিয়াশীল বস্তু কি না। এই তিনটী বিষয় বোধ হয় এখানে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে। বাস্তবিক সেই টুকুই আমাদের এই প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। উহাতে আত্মা নাই, চৈতন্য নাই, তাহার কোন ক্রিয়াও নাই, ক্রিয়াশীল হস্তপদাদি অবয়বও নাই, সুতরাং দেহ বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, যাহার প্রতি দেহ কথা ব্যবহার করি, উহা তাহা নহে, কিন্তু দেহাকারে প্রতীয়মান একটী যথার্থ আকৃতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাদৃশ আকারে পঞ্চ ভূতের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক আছে কেবল এক একটী বর্ণাবলীর মাত্র। উহাতে বর্ণের হস্ত, বর্ণের পদ, বর্ণের উদর, বর্ণের মস্তক, বর্ণেরই মুখ, বর্ণেরই চক্ষু, বর্ণেরই কর্ণ এবং বর্ণের নাসিকা, বর্ণেরই জিহ্বা, সমস্তই কেবল বর্ণময় মাত্র। তাহা হইলে জানা গেল যে এ জগতে পঞ্চ ভূত ব্যতীত কেবল শক্তির দ্বারা রচিত আকৃতিও সকলের দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ আকারের দেহ সংজ্ঞা দান করা যায় না, সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক ব্যতীত আত্মবান্ এবং উপযুক্ত ক্রিয়াশীল দেহের সম্ভাব প্রতিপন্ন হয় নাই, অতএব এখন তাহার অন্বেষণ করা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেতাকার

দর্পণ প্রতিবিম্বিত বর্ণ-শক্তিময়ী আকৃতি সকলেরই নয়ন গোচর হয়, সুতরাং তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখন ইহার পর হইতে যে সকল আকৃতির বিষয় উত্থাপিত হইবে তাহা সাধারণের দৃষ্টির বিষয় নহে। তাহা দেখিতে পান কেবল বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তি, সুতরাং তাহা সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস যোগ্য হওয়ার আশা করা যায় না। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদের সমুত্থাপ্য বিষয় প্রেতের আকার। এ বিষয়টী সাধারণের সমক্ষে সংশয়ের আবর্ত্তগর্ত্তে নিমগ্ন। প্রথমে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না তাহাতেই সংশয়। তৎপর, যদি কিছু থাকে তবে তাহা কোন আকৃতি বিশিষ্ট কি না তাহা ততোধিক গাঢ়তর সন্দেহের স্থল। তৃতীয়তঃ সেই আকৃতি হস্তপদাদি অবয়ব সমবেত কি না তাহা আরও গুরুতর সংশয়ের বিষয়। ইত্যাদি আরও কত প্রকার সন্দেহ কত জনের আছে, তাহা গণনা করা যায় না। অথচ সেই প্রেতাকারই এবার আমাদের উপাস্য হইতেছে। হউক, তাই বলিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারিব না। লক্ষ মনীষাসম্পন্ন পুরুষগণ যাহার অসংশয়িত সত্যতা অবগত আছেন, তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত সমস্ত লোকে দেখে নাই বলিয়া মিথ্যা বা হাস্যাস্পদ হইতে পারে না, সুতরাং তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হওয়া সমুচিত নহে। তড়িৎ শক্তির প্রভাবে নিমেষ মধ্যে সহস্র যোজনান্তরের সংবাদ জানা যায়। এবিষয় কএকটি লোক ব্যতীত ভারতের কোটী কোটী লোকেই অবগত নহে, সুতরাং তাহারা তাহা মানেও না বিশ্বাসও করে না। কিন্তু তাই বলিয়া, সেই দ্রব্যের সত্যতা বিনষ্ট হইতে পারে না, এবং সেই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় সাধারণের হাস্যাস্পদ হইলেও যাঁহারা তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে।

ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেত রাজ্যের অনেক প্রকার তত্ত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আজ কালও করিতেছেন কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই, তাই বলিয়া যাঁহারা তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহা হৃদয় হইতে উঠাইয়া দিয়া ভুলিয়া যাইতে পারিবেন কি? কিম্বা পারাই উচিত কি? তাহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। তাই আমরা সেই বহুজন প্রত্যক্ষীকৃত প্রেতাকার বিষয় উত্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহা যাঁহারা অবিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন থাকুন, তাহাতে আমার কোন হানি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু যাঁহাদের এবিষয়ে প্রত্যক্ষ বা বিশ্বাস আছে, তাঁহারা বুঝিলেই আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।

সাধারণ প্রেত জাতি এবং মৃত্যুর পরে যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাদের এক প্রকার দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে দর্শন অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তবে কার্য্যের দ্বারা তাহা অনুমান করা, বোধ হয় প্রতিগ্রামের, অন্ততঃ, পঁচিশ জন লোকের ও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রেতাবিষ্টিত বহুতর ব্যক্তির দেহে প্রেত কৃত নানাবিধ দৈহিক ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তির বস্ত্রাঞ্চল এবং কেশাকর্ষণ হইতে দেখা গিয়া থাকে, নখ বিদারণের ন্যায়, সর্ব্ব শরীরে ক্ষত বিক্ষত হইতে দেখা গিয়া থাকে, দন্তাঘাতে চিহ্নিত হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার শরীরে ও অন্নাদির মধ্যে বিষ্ঠা লেপন এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নিক্ষেপাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঠক যদি এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে ফরিদপুর জেলার অধীন ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত কুমুরহাটী গ্রাম বাসী শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত শম্মার বাটীতে যাও, অথবা ঢাকা মানিকগঞ্জের অধীন কাঞ্চনপুর নামক গ্রামে যাও, না হয় বৰ্দ্ধমানের অধীন কাটোয়ার অন্তর্গত নলহাটী গ্রামে অন্বেষণ কর, তবেই শ্রবণ নয়নের বিবাদ মিটাইতে পারিবে। এইরূপ আরো সহস্র সহস্র স্থানে অন্বেষণ করিলেই ইহার প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। কেবল ইহা নহে, আরও শত শত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিতে পারিবে। এইবিধ ভূরি ভূরি কারণে প্রেতের দেহ সদ্ভাব অনুমিত হয়। আবার দর্শন কর্ত্তার তাদৃশ অবস্থা বিশেষ হইলে তাহা দৃষ্টি গোচর ও হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সচরাচর যে অবস্থায় যে রাজ্যে যে ভাবে থাকে তাহাতে প্রেত দেহ দৃষ্টিগোচর হয় না। এ অবস্থা এই বহিঃ দৃশ্যমান রাজ্যেতেই সন্নিহিত, বিলিপ্ত, বিশেষ রূপে অভিসম্বদ্ধ, এবং এই বাহ্য রাজ্য দেখিবার ভাবেই নিমগ্ন, বিলুপ্ত, সঙ্কীর্ণ এবং অভ্যস্ত। সুতরাং ঠিক এই অবস্থাতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ কেবল বাহ্য রাজ্যেরই বিষয়াবলীর উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই ধরিতে পারে না। কিন্তু কোন ঘটনা বিশেষের দ্বারা যখন ইহার একটু অবস্থান্তর হয়, একটু অন্যবিধ পরিবর্ত্তন হয়, যখন একটু অন্তর্ম্মুখীন হয়, বাহ্য রাজ্য হইতে একটু ভাবান্তরিত হয়, এবং বিশেষ একটু গুণ ও শক্তির দ্বারা সম্মার্জ্জিত হয়, তখনই সেই অধ্যাত্ম রাজ্যের অতি নিম্ন অতি স্থূল স্থানের প্রেত রাজ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখনই প্রেতগণের দেহ ও তদীয় ক্রিয়া কলাপ, বহীরাজ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে। সেই অবস্থাটা যথার্থ দিব্য চক্ষুর অবস্থা না হইলেও অতিনিকৃষ্ট শ্রেণীর দিব্য চক্ষু দশা বটে। এ ঘটনা নানা জনের নানা কারণে নানা মতে ঘটে, তাহা আমাদের প্রকৃত প্রসঙ্গের বিশেষ উপযোগী নহে তাই উপেক্ষা করিলাম।

তাদৃশ প্রেত দেহ আকারবান বটে, দেহও বটে, তাহাতে আত্মাও আছে, চৈতন্যও আছে, জ্ঞান ও আছে, দেহীয় ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ও ইন্দ্রিয়গণের তত্তৎ ক্রিয়াও আছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদিও আছে, মানব দেহের মত সমস্তই আছে, অথচ তাহাতে স্থূলভূতের সম্পর্কমাত্রও নাই। ঐ সকল দেহে অণিমা, মহিমা এবং লঘিমা, গরিমা শক্তি আছে। উহা ক্ষণকাল মধ্যে অণু হইতে অণুতর হইয়া থাকে, আবার মহান্ হইতেও মহত্তর হয়। উহা কাচাদি ভৌতিক স্তর ভেদ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করে, মনের ন্যায় গতিশীল হইয়া ক্ষণমধ্যে সপ্তবার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করিতে পারে। ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে উহাতে স্থূল পঞ্চভূতের লেশ মাত্র কল্পনা করা যায় না। অতএব এখন জানা গেল যে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ ব্যতীত ও ক্রিয়াশীল হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহ এবং আকৃতির সদ্ভাব এজগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রেতাকারে যখন স্থূলভূতের সম্পর্কই নাই তখন অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি বস্ত্র বা রক্ত, বসা, মজ্জাদি পদার্থও নাই এবিষয় বলা পুনরুক্তি ও বাহুল্যমাত্র।

এইত হইল প্রেত দেহের অবস্থা। কিন্তু ঐ দেহে যদি স্থূল পঞ্চভূতের নিম্মাণ না থাকে তবে উহা কিসের দ্বারা রচিত ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। উহা যখন শক্তি ক্ষমোদয় বিশিষ্ট বস্তু তখন অন্য পদার্থ এবং কিছু দ্বারা নির্ম্মিত ও বটে। কিন্তু সেই নিম্মাণের উপাদান স্থূলভূত না হইলে কোন্ বস্তু দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে? উহা নির্ম্মিত হয় ভূতের পূর্ব্বোপাদান তন্মাত্র পদার্থের দ্বারা। পঞ্চভূতের পাঁচটি তন্মাত্র আছে। তাহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রের স্থূলভূত সংজ্ঞা নাই বটে, কিন্তু ভূতের উপাদান বলিয়া উহাকে অনেক স্থলে সূক্ষ্মভূত বা ভূতের সারাংশ বলা গিয়া থাকে। তাহাতে কেবল অতিস্বল্পও অদৃশ্য রূপ রস, গন্ধ স্পর্শ ব্যতীত ভূতের গুণ আর কিছুই নাই এজন্য তাহাদিগকে রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র। গন্ধ তন্মাত্র এবং শব্দ তন্মাত্র বলা গিয়া থাকে। সেই পঞ্চবিধ তন্মাত্র পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একটু স্থূলাবস্থায় ঐ প্রেতদেহ নিম্মাণ করিয়া থাকে। তাহারাই প্রেতদেহের উপাদান কারণ বা মূলকারণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। "তন্মাত্রা নিয়মুদ্দেহাঙ্কুমবর্ণকৃতাত্মিবঃ" "তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকং" "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সংহিতা ও সাঙ্খ্য বেদান্তাদি দর্শনই ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তাহা হইলে এই প্রেত দেহের দৃষ্টান্তে স্থূল ভূত নিম্মাণ ব্যতীত রূপাদি গুণ ও ক্রিয়া যুক্ত সাকার দেহের সদ্ভাব সপ্রমাণ হইলেও একবারে ভূত সম্পর্ক রহিৎ তাদৃশ দেহাদির অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হইল না। উহার উপাদান পঞ্চ তন্মাত্রও একরূপ ভূত বিশেষই বটে। উহা সচরাচর লোকে যাহাকে ভূত পদার্থ

বলে তাহা ঠিক না হইলেও ভূতনাম অতিক্রম করে নাই, অতএব সূক্ষ্ম ভূতের বা তাদৃশ তন্মাত্রের ও অসদ্ভাব থাকিয়া তাদৃশ দেহের সদ্ভাব আছে কি না তাহা চিন্তা করা উচিত। কারণ তাহার সদ্ভাব দেখাইতে পারিলেই ইচ্ছাময় অবতার সম্বন্ধে মন্তব্য বিষয়ে অধিকতর অনুকূলতা হইবে। তাহা হউক, তাহা পর পরিচ্ছেদে চিন্তা করিব। পাঠক এখন এই দৃষ্টান্তের দ্বারা যে অংশ টুকু প্রদর্শিত হইল তাহা স্মরণ রাখিবেন।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আ'জ না কা'ল।

আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবে নিত্যানিত্য কথা দুইটীর অবতারণা করিয়াছি। কথা দুইটী একটু বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

যে পদার্থ জন্মবিনাশাদি বিকারাবচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য এবং যাহা অজ, শাশ্বত এবং নির্ব্বিকার তাহা নিত্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। যথা দেহ অনিত্য এবং আত্মা নিত্য। এতৎ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো-
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

পুনরপি—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

* * * *

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টী দ্বারা ইহাও স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইল যে দেহ বিকারাধীন ও অনিত্য, এবং আত্মা বিকারানধীন, অনিত্য। এই যে বিকার কথাটা উল্লিখিত হইল, উহা ষড় বিধ। যথা (১) জন্ম (২) বিনাশ (৩) জন্মান্তরীণ বিদ্যমানতা (৪) বৃদ্ধি (৫) অপক্ষয় (৬) পরিণাম। দেহ জন্মলাভ করে, উৎকর্ষাপকর্ষের ফলভাগী হয়,—কৌমার যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অন্তিমকালে অন্তকসদনের আতিথ্য স্বীকার করে, হর্ষবিষাদের বাজনকালে সুখদুঃখের অধিকারী হয়, ইন্দ্রিয়সকলের আনুকূল্যসাধনে তৎপর হয়, তাই দেহ অনিত্য। এবং আত্মা জন্মলাভ করে না, বিনাশাদি বিকারের বিষয়ীভূত হয় না, সুখ-দুঃখ ক্রিয়া বিহীন থাকে, বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রামের গোচরীভূত হয় না, বৃদ্ধিক্ষয়বিহীন, তাই আত্মা নিত্য। এস্থলে গীতা বলিতেছেন "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ যঃ পরতস্তু সঃ॥"

এই অনিত্য পদার্থ দেহের সুখ ও অনিত্য। সুললিত সঙ্গীত শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলে মন সুখী হয়, সুস্বাদু দ্রব্য রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে মন পরিতৃপ্তি লাভ করে, তুষার মণ্ডিত পদার্থবিশেষ করস্পৃষ্ট হইলে একরূপ ভাববিকাশ হয় এবং সুবাসিতদ্রব্যের পরমাণুগণ নাসিকারন্ধ্রগামী হইলে ভাবস্ফূর্ত্তি হয়। এ সমস্তই অনিত্য পদার্থের বিচিত্র বিলাস। এই আছে এই আর নাই। এই যে নিস্তব্ধ শীতল বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর দেখিতেছ, হে পাঠক! কিছুকাল পরে হয়ত দেখিবে উহা এক সঙ্গারিণী উর্ম্মিময়ী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কি এক অলৌকিকী ওজস্বিতার পরিচয় দিতেছে, এবং অনন্ত অন্তরীক্ষকে করায়ত্ত করিবার জন্য কত লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতেছে। কবি প্রবরের অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত কল্পনা রাজ্যের ভিতর দিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলে যে এক অপরূপ ভাবোল্লাস হয় তাহা নিত্য না হইলেও কতকটা যেন নিত্যবৎ। পারমার্থিক বটে। দেহ বিকারগ্রস্ত সুতরাং দৈহিক সুখও বিকারবশতঃ বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করে। বসন্তকালীন কিসলয়পরিপূর্ণ চূতশাখায় পিকবরের কুহু কুহু ধ্বনি শুনিলে হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত বিরহ বৈদ্যুত উত্তেজিত হয়, প্রাবৃট্কালীন নিশাথ সময়ে শালাবস্থান ব্যাঙ্গগণের চিত্তোন্মাদকর ঘেঁউ ঘেঁউ রব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং নিদাঘ কালীন প্রদোষ সময়ে কলকলায়মান স্রোতস্বতী তটে সুমন্দগামী সমীরণসেবনার্থ উন্মুখ হইলে হৃদয় কন্দরে যে এক অভূতপূর্ব্ব সুখ উৎস সৃষ্ট হয়, এ সমস্তই অনিত্য ঐহিক ঐরূপ সুখ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু চেষ্টা করিলে কিঞ্চিৎকাল চিরস্থায়ী হইতে পারে। সুখ-দুঃখ বোধ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের এই মানসিক জ্ঞানের সহায়তাকারী মাত্র, যে পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হয় মনের প্রত্যক্ষভূত না হয়, সে পদার্থ জ্ঞান [illegible] না। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত কঙ্কালসার [illegible] নেত্রগোচর হইতে পারে অথচ একপার্শ্বস্থ আমার হৃদয় হইতে শোকোচ্ছ্বাস নির্গত হইবে না। কিন্তু [illegible] আমার মন উক্ত দৃশ্য পটে [illegible] শোকোদ্দীপিকা মূর্ত্তির দিকে আকৃষ্ট হইলে [illegible] আমার মনে দয়ার উদয় হইবে, [illegible]।

এখন একবার অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আত্মা [illegible] ও পরমাত্মা অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা ও সর্ব্বব্যাপী [illegible] আত্মা। উভয়ই মূলতঃ সমধর্ম্মা বটে, কিন্তু [illegible] এক কিনা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন আত্মা এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আত্মা একাবধ কিনা সে বিষয় একটু সন্দেহাধীন। [illegible] আত্মা সেই পরমাত্মার অংশমাত্র তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যেমন মৃণ্ময়পাত্রস্থিত কূপজল, নদীজল এবং সাগরজল সবই জল বটে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জলের গুণ সমান নয়। কূপজলের এক গুণ, স্রোতোজলের অপর একপ্রকার গুণ এবং পাত্রস্থিত জলের এক গুণ এবং কলের জলের অন্য এক গুণ। আম্রবৃক্ষ বাঙ্গালাতেও জন্মে, উত্তর পশ্চিম বিভাগেও জন্মে, বোম্বেতেও হয় এবং মাদ্রাজেও হয় কিন্তু সকল স্থানের আম্রের একরূপ

আস্বাদন হয় না, আয়তনেও একরূপ হয় না। স্থান ভেদে গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধেও সেই কথা বুঝিতে হইবে। আজন্ম নরহন্তার আত্মা এবং আজন্ম ভগবদ্ভক্তের আত্মা যে একই দশাপন্ন একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে আত্মা সর্ব্বথা নির্লিপ্ত উদাসীন; কিন্তু তথাপি দেহ সম্বন্ধাবস্থায় তাহাতে, দেহ মনের দোষগুণাদি সংক্রামিত হয়। যদি আত্মার অবস্থা সেরূপই হইত অর্থাৎ জীবদেহের কলুষাদি হইতে চিরদিন নির্ম্মুক্ত থাকিত, তবেত সকল জীবই চিরকাল মুক্ত—দেহ মন সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও জীব সর্ব্বাবস্থায়ই মুক্ত থাকিত।

জড়পিণ্ড দেহের মুক্তি বা অমুক্তি কিছুই নাই তবে এ পর্য্যন্ত যে আত্মা পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলে পুনঃ জীবকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না—মানবদেহ ধারণ করিতে হয় না। আত্মার মুক্তিতেই দেহের মুক্তি—সে মুক্তির জন্য লোকে কত কি করিতেছে। ভগবদ্ভক্তগণ দিন রাত্রি মুক্তিকামনায় মুক্তিদাতার চরণারবিন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। আবার যাহারা মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না সেই সমস্ত ঘোর বিষয়ীগণ তখন তাহার বৈষয়িক চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্য অবসর গ্রহণপূর্ব্বক সারাদিনের ঘটনাবলী স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া বিষম পরিবেদনা সহ্য করিতেছে। আবার ব্যসনী দিবাভাগে নিভৃত স্থলে আপনার নৈশবিহারের কথা মনে করিয়া কত কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবার্চ্চনায় একটু মনোনিবেশ করিতেছে। যাহা হউক, এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য নহে। এখন একবার আত্মার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

আত্মা নিত্য—সুতরাং আত্মার সুখও নিত্য। আত্মার সুখ ঐহিক নয়, আত্মার সুখ পারত্রিক সুখ। আত্মা অর্থ চায় না আত্মা চায় পরমার্থ। এই পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে কিরূপ হইতে হয় তদ্বিষয়ে গীতা বলিতেছেন। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন আমাকে চতুর্ব্বিধ লোক ভজনা করে—আর্ত্ত অর্থাৎ পীড়িত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ও আমি (ঈশ্বর) উভয়েই উভয়ের প্রিয়। পুনরপি গীতা বলিতেছেন—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" অর্থাৎ অনেকবার জন্মগ্রহণের পর জ্ঞানী আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়েন। এই জ্ঞান বলিতে আজ কালের বি,এ, এম,এ পাস নয় "তর্কভূষণ", "শিরোভূষণ" ইত্যাদি উপাধি নয়। এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান; পরমার্থজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কিরূপ ক্রম করিতে হয় তৎসম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন "সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মর্ম্ম এই যে সমস্ত কামনাগুলি এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযত রাখিবে। মনকে স্ববশে আনিবে। তবেই মন ক্রমশঃ ব্রহ্মধ্যান পর হইবে এবং প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে থাকিবে। ভগবৎপ্রিয় হইতে হইলে কিরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে অন্যত্র গীতা বলিতেছেন। "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥" অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইলে দৈবী সম্পদ সম্পন্ন হইতে হইবে। ঈদৃশী রীতি নীতির পথাবলম্বন করিলে কিরূপ ফল দাঁড়ায় তদুপক্ষে গীতা বলিতেছেন "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তি পরযোগী হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়। এই মুক্তিই তত্ত্বজ্ঞানীর একমাত্র কামনা। তত্ত্বজ্ঞানী যত কিছু ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ করিয়া থাকেন সকলেরই অন্তিম লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার সহিত পরমাত্মার অভিন্নস্বরূপতা।

শ্রীকশ্চিদার্য্যতনয়ঃ

পরকাল তত্ত্ব।

প্রথম প্রস্তাব।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে মাত্রেই পরকাল নামক একটী কথা অবগত আছেন। বিশ্বাসে হউক আর অবিশ্বাসেই হউক পরকাল বিষয়ের অনেক প্রকার কথা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে। স্বল্প কিম্বা অধিক ব্যতীত একবারে কিছুই জানা নাই এমত লোক, বোধ হয়, একজনও নাই। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসবান্ সকলে নহেন! জড়বাদী নাস্তিকগণ পরকালে বিশ্বাস করেন না। সশক্তিক ভূতগ্রাম ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সুতরাং জড়াগত দেহাদি ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন না, সেইজন্য তাঁহারা পরকাল মানিতে পারেন না। মানিতে পারেন বা মানিতে বাধ্য আস্তিক মানবগণ, আর নাস্তিকের মধ্যেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণ। ইহাদের সকলের ধর্ম্ম গ্রন্থেই দেহাদি ব্যতীত আত্মার কথা আছে, দেহ বিনাশে তাহার সদ্ভাবের কথা আছে, তাহার

নানা প্রকার বর্ণনাও আছে কিন্তু তাই বলিয়া যে ঐ সকল সম্প্রদায় মাত্রেই তাহার সমস্ত কথা যথাযথ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা নহে। অনেকে উহার কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না, কেহবা কিছু কিছু বিশ্বাস করেন, কেহ সমস্তই বিশ্বাস করেন কিন্তু বিশ্বাস করিলেও তদনুরূপ ধারণা থাকা এবং তাহার চিন্তা করার লোক নিতান্তই বিরল। বিরল হইবারই কথাও বটে। যত দিন পর্য্যন্ত রুধিররাশি উত্তেজিত থাকে, প্রবল বেগশালী ইন্দ্রিয়গণ অনর্গল ভাবে দশদিকে বিচরণ করিয়া আত্মাকে আস্তব্ধ করিয়া রাখে, সদ্‌জ্ঞান অপহরণ করিয়া বিমূর্চ্ছিত করে, তত দিন পর্য্যন্ত এতৎকালেরই পরিণাম বা সোপান পর্যা জ্ঞান অপহৃত হয়। কাল বাদে পরশ কিম্বা আজ বাদে কাল কি হইবে তদ্বিষয়েও অনেকে জ্ঞান শূন্য হয়। এমন কি একটু ভাবিয়া দেখিলে গো মহিষাদি পশু অপেক্ষায় একটু উচ্চস্থানে তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা সংস্থাপিত করা যায় না। তাহারা যেমন দশটা ইন্দ্রিয়ের কোলে আপনার অস্তিত্ব ঢালিয়া দিয়া আত্মহারা রূপে অবস্থিতি করে, ইন্দ্রিয়গুলিও যেন স্থূল জড় দেহে মিশিয়া গিয়া দেহের মত জড়তা এবং আলস্য মান্দ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া যায়। সেই জন্য তাহাদের কোন কার্য্যের মধ্যেই কোন রূপ অভিসন্ধান বা অনুধ্যান চিন্তাদি নাই। সমস্ত কার্য্যই উপস্থিত মতে নিষ্পন্ন হয়, স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারা যত দূর সম্ভব তাহাই হয়। খাদ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই খাওয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, যথাস্থানে মল মূত্র সমিলেই তাহার রেচন হইতে থাকে, রজস্বলা উপস্থিত হইলেই কাম ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, মশক দংশক পড়িলেই পুচ্ছ এবং কর্ণাদির পরিচালন হয়, আবার না পড়িলেও অনেক সময়ে সেই সংস্কার বলে যান্ত্রিক শক্তির পরিপ্রেরণায় কর্ণ পুচ্ছাদি চালিত হইয়া থাকে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও এই ভাবেই পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহার কোন কার্য্যেরই কোন যোগাযোগ ও নাই, আগ পশ্চাৎও নাই, সম্ভবাসম্ভবও নাই, কোন ভাবনা ও নাই, কোন চিন্তাও নাই, কোন ধ্যান ও নাই, কোন জ্ঞান ও নাই। বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজেও আমাদের বাঙ্গালা দেশে অনেক প্রাণী আবির্ভূত হইতেছে, যাহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি উল্লিখিত পশুর প্রকৃতি অপেক্ষায় বড় অধিক বিসদৃশ বলিয়া বিবেচনা হয় না। এমন কি, তাহারা মানবোচিত ভদ্রোপানহ বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত কথা না বলিয়া, যদি চুপ চাপ ভাবে যেমন ক্রিয়া করিতেছে, তেমনই করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে মনুষ্য লোক-চক্ষুর মনুষ্যের মত প্রতীয়মান পশু সদৃশ এক প্রকার জন্তু বলিয়া বিশ্বাস হওয়া বোধ হয় নিতান্ত চমৎকারাবহ নহে। গো গর্দ্দভাদির মত, উহাদেরও আত্মা সমূহ ইন্দ্রিয়গণের কোলে কোলে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একভাবে মিলিয়া গিয়াছে। হানা, ঢালা, বা খাল গুলি অতি বৃহত্তর ও বলবদ্বেগবান্ হইলে যেমন তাহার উপাদান নদী গুলির আয়তন ও শক্ত্যাদির হ্রাস হইতে থাকে, অবশেষে তাহার পৃথক অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া খাল নালের অস্তিত্বেই একীভূত হয়, উহাদের আত্মাগুলি ও যেন সেইরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আত্মা হইতে প্রসারিত ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় প্রবলতা হইয়া আত্মার অস্তিত্ব প্রক্ষীণ হইয়াছে, আত্মার অস্তিত্ব এখন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের মধ্যেই পরিণত হইয়াছে, আত্মা নষ্ট হইয়া এখন ইন্দ্রিয়গুলিই আত্মার স্থানীয় হইয়াছে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি আবার দেহের সঙ্গে মিলিয়া যেন একতাবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের শক্তি এবং ক্রিয়াদি দৈহিক শক্তির ও ক্রিয়ার অধীন হইয়াছে। দেহের পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হয়। উহাদের দেহের পরিচালন হয় অগ্রে, ইন্দ্রিয়ের পরিচালন হয় শেষে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার অধীন ভাবে দেহের পরিচালনা হয় না। ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের পরিচালনা যেমন জীব মাত্রের পক্ষেও সর্ব্বদা আত্মার যত্ন সাপেক্ষ নহে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই আত্মার পরিচালনা হয়। উল্লিখিত জড় মানবগণের সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়াও প্রায় সেইরূপে নিষ্পন্ন হয়। উহাদের চক্ষু যন্ত্রের ক্রিয়ার অধীন দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিচালনা, এবং তাহার অধীন আত্মার পরিচালনা, শ্রবণ যন্ত্রের ক্রিয়ার অধীন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিচালনা এবং তাহার অধীন আত্মার পরিচালনা, শিশ্ন যন্ত্রের অধীন উপস্থেন্দ্রিয়ের পরিচালনা এবং তাহার অধীন আত্মার পরিচালনা, কিন্তু আত্মার অধীন উহাদের পরিচালনা নহে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ক্রিয়াতেও উহাদের এইরূপই নিয়ম। সেই জন্য উহারা সমস্ত ক্রিয়াই প্রায় গো গর্দ্দভাদির ন্যায় অজ্ঞান ভাবে করে। উহাদের যোগ্যাযোগ্য ও সময়াসময়াদি বিচারের ক্ষমতা নাই কিন্তু খাদ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই খায়, দেখিবার দ্রব্য উপস্থিত হইলেই দেখিয়া ফেলে, মল মূত্রের উদ্বেগ হইলেই রেচন ক্রিয়া করে, স্ত্রী পাইলেই বিবশ বা রত হইয়া থাকে। অন্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও উহাদের এই নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়। এজন্য উহারা এতৎকালেরই পরিণাম চিন্তা করিতে পারে না, এমন কি কল্য পরশ্বের ভবিতব্য ও লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য কত হতভাগ্য পিতা পুত্র, মাতা পুত্র, সহোদর সহোদরে, বন্ধু বান্ধবে, এবং জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিবাদ বিসংবাদ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, যাহার জন্য বিবাদ করিয়াছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও চাকরির অভাব হইলে তৎপর দিবস হইতেই কত জনকে উপবাস করিতে হয়, কত বড় বড় চাকুরের মৃত্যুর পরে দুই চারিটা চিনের বাসন আর পাঁচ সাত খানা ছেঁড়া চেয়ার ব্যতীত আর কিছুই ঘর হইতে বহির্গত হয় না, কত হতভাগ্য মাসিক ১০৲ টাকা বেতনের সেবা বৃত্তি করিয়া নবাবী চালে চলিবার চেষ্টায় কত বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে, ব্যভিচার সুরাপানাদির দ্বারা কত দুর্ভাগ্য কত যন্ত্রণা, কত দুর্ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং এরূপ লোকের কল্য পরশ্বের নিমিত্তও কোন চিন্তা নাই, একথা অবশ্যই বলিতে হইবে। যাঁহার ভবিতব্য বিষয়ে চিন্তা আছে, যিনি পরিণামদর্শী পুরুষ, তাঁহার দ্বারা কদাপি এই উল্লিখিত রূপের অদ্ভুত ব্যাপারাবলী অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ভেবেই ভাবুন দেখি ইহাদের পক্ষে সেই কত কালের পরবর্ত্তী অদৃশ্য পরকাল বিষয়ে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা উপস্থিত হইবে কিরূপে? যাহারা কল্যকার

অবস্থা বুঝিতে অক্ষম তাহারা সেই দূরবর্ত্তী বিশেষ বিজ্ঞান লভ; অদৃশ্য পরকালের বিষয়ে কদাপি কোন কল্পনা বা সন্ধান্ধাদি করিতে সমর্থ হয় না। তাই শ্রুতি ও বলিয়াছেন যে, "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।" যাহারা বিষয়াশক্তির দ্বারা বিমূঢ়, যাহারা পরিণাম চিন্তায় অসমর্থ, সুতরাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অবধান শূন্য, ঈদৃশ বালকবৎ মানবের পক্ষে পরকাল বিষয়ক বোধ থাকিতে পারে না।" অতএব ইহাদের নিকট পরকাল বিষয়ক কোন কথা বাত্তা বলা না বলা সমান, সুতরাং তাঁহাদের নিকটে আমার কোন বিষয় বলিবার নাই, সেইজন্য কোন প্রয়াসও করিতেছি না। কিন্তু আস্তিকই হউন আর নাস্তিকই হউন যাঁহারা প্রকৃত মানব তাঁহাদের নিকটে পরকাল বিষয়ে কিছু বলিবার আছে, এবং সেই জন্যই কিছু পরিশ্রম করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনস্বি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরকাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিশ্বাস থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বিশ্বাস গুলি পরস্পরে নিতান্তই বিরুদ্ধ অথবা বিপরীত। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ বলেন, মানবের পরকাল পুনর্জ্জন্মাদি সমস্তই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত মনঃকল্পনা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে তাহার কিছুরই সদ্ভাব থাকিতে পারে না। এই দেহের মধ্যে দেহাদি জড় বস্তু ব্যতীত আত্মা নামক অন্য কোন পদার্থের প্রমাণ পাওয়া যায় না। দেহই আমাদের আত্মা, দেহই দেহের কর্ত্তা ভর্ত্তা বিধাতা। উৎপত্তিবিনাশ ও দেহের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পরকাল পুনর্জ্জন্ম ও নাই।

আবার ক্রিষ্টিয়ানগণ বলেন, মৃত্যুর পরে সকলকেই সেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে কবরেস্থানের, মধ্যে থাকিতে হয়, থাকিবার শেষ সময় সৃষ্টির বিনাশ কাল। যত দিন পর্য্যন্ত সৃষ্টির শেষ সময় উপস্থিত না হইবে তত দিন উত্তম অধম সকলেই কারাগারে (হাজতে) থাকিতে হইবে। পরে সৃষ্টির নাশ হইলে এককালীন সকলেই কারাগার রূপ কবরেস্থান হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের বিচারালয়ে উপস্থাপিত হইবেন। তখন যাহারা ক্রিষ্টিয়ান তাঁহারা সকলেই অনন্ত কাল স্বর্গ ভোগ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ক্রিষ্টিয়ান নহেন তাহাদের বড়ই দুর্গতি। তাঁহারা অনন্ত কালের জন্য নরকে নিপাতিত হইবেন। কারণ যিসুক্রিষ্ট এক দিনেই সমস্ত ক্রিষ্টিয়ানদিগের যাবৎ পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট বলিয়া কহিয়া তাহার ক্ষমা করাইয়াছেন, সুতরাং ক্রিষ্টিয়ান হইলে আর তাহার কোন পাপকার্য্য হইতে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা ক্রাষ্টকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া মানেন না সুতরাং ক্রিষ্টিয়ান হইতে পারিলেন না তাহাদের পাপ ক্ষমা করাইতে যিসুক্রিষ্ট বাধ্য নহেন, সুতরাং তাহা করেন ও নাই, তাই তাদের এত দুর্গতি। তাহা হইলে এরূপ জানা গেল যে ক্রিষ্টিয়ান হওয়া আর না হওয়াই অনন্তের পুণ্য আর পাপ। এবং তাহাই সেই অনন্ত স্বর্গ আর নরকের কারণ। এক্ষণে যাঁহাদিগকে দাহ করিয়া ফেলান হয়, কিম্বা ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদির উদরসাৎ হইয়া যাঁহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদের পরকালের কোন ব্যবস্থাই নাই, সুতরাং এই মতে বোধ হয় তাঁহাদের আত্মাই নাই, সুতরাং পরকালের ব্যবস্থাও নাই।

এমতে ভূত প্রেত পিশাচাদি কিছুই নাই। তাহার কোন কথা বার্ত্তাও নাই। নরকে যাওয়ার অর্থই যদি ভূত প্রেত হওয়া বল, আর স্বর্গে যাওয়ার অর্থই দেবতা হওয়া বল তাহার সম্ভাবও এখন পর্য্যন্ত সম্ভাবিত নহে। কারণ সৃষ্টির শেষ হওয়ার পরে তবে বিচার হইবে, তবে আদেশ হইবে, তাহার পর স্বর্গ নরকে যাইবে। ভূতপ্রেত বা দেবতা হইলেও তখনই হইবে। কিন্তু সেত অনেক পরের কথা, এখনত কিছুই হয় নাই। এখন নূতন সৃষ্টিই বিরাজ করিতেছে।

এইত ক্রিষ্টিয়ানের কথা! প্রকৃত ক্রিষ্টিয়ানের বিশ্বাসও বোধ হয় এই রূপই হইবে। তৎপর মুসলমানগণ যাহা বলেন তাহাও প্রায় সর্ব্বাংশেই এই সিদ্ধান্তের সমান, প্রভেদ কেবল পাপ পুণ্যের ক্ষমা অক্ষমা বিষয়ে। তাঁহাদের মতে মহম্মদের মুশলমানায় পাপ ভার গ্রহণ করিবার কথা নাই, মুশলমান হইলেই অনন্ত স্বর্গে যাইবে আর না হইলে অনন্ত নরকে যাইবে, তাহা শুনিতে পাই না। কিন্তু মুশলমান হইলেও তাহার পাপ পুণ্য বিচার হইয়া অনন্ত নরক বা অনন্ত স্বর্গ হইবে। আর মুশলমান না হইলে তাহার ভাগ্যে কেবল অনন্ত নরকই নির্দ্দিষ্ট আছে। অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত সিদ্ধান্তই সমান।

বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস আবার ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার মধ্যে আবার সকলেও একপ্রকার নহে। বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ে পরকালের যম যন্ত্রণা প্রভৃতি স্বীকার করেন, কোন সম্প্রদায়ে ভূত প্রেত হওয়াও মানেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ে তৎসমস্তই অস্বীকার করেন। তাঁহারা পাপ পুণ্যের কোন বিচার বা দণ্ডাদি অঙ্গীকার করেন না, আত্মার অধোগতিও মানেন না। তাহাদের মতে আত্মা ক্রমেই উন্নতির রাজ্যে উত্থিত হইতেছে, সুতরাং চিরদিন পর্য্যন্ত কেবল উন্নতই হইবে, কোন কারণেও তাহাদের আর অধঃপতন বা নরকাদির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ইহাই বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস।

কিন্তু হিন্দুদিগের বিশ্বাস এবং শাস্ত্রের সহিত উল্লিখিত কোন মতেরই একতা বা কিছু মাত্র সংস্রব নাই। তাহা এই সকল মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। হিন্দুর পাপ পুণ্যও অন্যপ্রকার, পরকালও অন্যপ্রকার, আত্মাও অন্য প্রকার, বিচারও অন্য প্রকার, স্বর্গ নরকাদিও অন্য প্রকার, গতিবিধির ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুর মতের পাপপুণ্য আত্মার অবস্থাঘটিত, কিন্তু কেবল ক্রিয়াঘটিত বা কিছু মানা না মানা ঘটিত নহে। যিনি যে কোন প্রকারে ঈশ্বরকে মানিয়া সদাত্মা হইতে পারেন কিম্বা তাঁহাকে একবারে না মানিয়া ও যদি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় পুরুষ হইতে পারেন তবে তিনি হিন্দু মতে পাপাত্মা বলিয়া পরিগণিত নহেন। আবার তাহা মানিলেও যাঁহার আত্মা নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় নাই তিনি সৎপুরুষ বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিরূপে পরিগৃহীত হয়েন না। ক্রিষ্টিয়ান হও, মুসলমান

হও, বৌদ্ধ হও, আর চার্ব্বাক মতাবলম্বীই হও বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারিলে হিন্দুর নিকট পাপী পুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইবে না আর হিন্দু হইয়া কদাত্মা হইলেও পুণ্যবান্ বলিয়া আদৃত হইবে না। এইরূপ, হিন্দুর পরকালাদি বিষয়ও অন্য কাহারো সহিত মিলিত হয় না। এবিষয় পরেই প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

মরণ।

ভগবানের কৃত কোন নিয়মই আমাদের অহিতকর নহে। আমরা ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া, সংসারে যাতায়াত করিতেছি। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারায় তাঁহার প্রতি অযথাতথ্য দোষারোপ করিয়া থাকি। সেই পাপে অশেষ কষ্টের অনুভব করিতেছি। যে মরণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য প্রতিনিয়ত শরীরের পোষণাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকি, যে মরণের উপদ্রবে শোক গ্রস্ত হইয়া কর্ত্তব্য মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হই, যে মরণের তীব্র-যন্ত্রণায় প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যে মরণের গলগ্রহে পুত্র, কলত্র, ধন, জন-বিরহিত হইয়া অসহায়ের সহায় শ্মশানে শায়িত হই, তথাপি সে মরণও আমাদের মঙ্গলের তরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মরণ না থাকিলে সংসার পাপ-সাগরে প্লাবিত। অসংযত ইন্দ্রিয়াশ্ব কর্ত্তৃক আমরা ভীষণ হইতে ভীষণতর কান্তারে নীত হইতাম। মরণই সেই অশ্বের প্রধান প্রতিরোধক, পাপবৃত্তির বিঘাতক, মায়া বিজৃম্ভিত সংসারে একমাত্র ছেদকাস্ত্র। আমরা অতি নীচাশয়, পামর; তাই মরণে এত অনিষ্টাশঙ্কা করি। আবার প্রায়শঃ ঘোর বিষয় মদে মত্ত হইয়া মানুষের যে মরণ আছে, তাহাও বিস্মৃত হই। ভাবি, এইরূপেই আমোদ-প্রমোদে চিরদিন অতিবাহিত হইবে।

দন্ত বিগম হইলেও উপাদেয় চর্ব্ব্য বস্তু ভক্ষণে বিরতি নাই। অকৃত্রিম দন্তের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দন্তে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়। দন্তপতন যে চর্ব্ব্য বস্তুর জারণ-শক্তির নাশসূচক, তৎকালে চর্ব্ব্য যে শরীরের পোষক নহে, প্রত্যুত শোষক; উহা যে ঐশ্বরিক নিয়তির ইঙ্গিত—মরণের প্রত্যাসত্তিজ্ঞাপক, একবারও তাহা মনে ধারণা হয় না। অঙ্গ লুলিত, কেশ পলিত, করধৃত দণ্ডই চরণের সহকারী, তাহার উপর অদ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নির্গম, কল্য অবষ্টম্ভ-শক্তির বিগম, পরশ্বঃ অবশ্যম্ভাবী মরণের আগম—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তথাপি ধর্ম্মাচরণের প্রতি আস্থা নাই। আর মরিতে না হয়, আর অপরিমিত জঠরযাতনা সহ্য করিতে না হয়, সে বিষয়ে অবধান নাই, তখনও ভোগস্পৃহা বলবতী। রুগ্ন ব্যক্তির মুখে তত রুচি নাই, যথারুচি জীর্ণ করিবারও শক্তি নাই; অথচ ভোজনের রুচি যেমন দিন দিন বৃদ্ধ হয়, বয়োবৃদ্ধেরও ভোগস্পৃহা সেইরূপ প্রবল হইয়া থাকে। ভগবানের নিয়তির ইঙ্গিতানভিজ্ঞ হইলে এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে হয়।

সত্য বটে মানস-পটে সর্ব্বদা মরণ ভীতি চিত্রিত দেখিলে অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা যথাযথ বলবতী থাকে না, বিদ্যার আলোচনা ঘটে না, পরিজন প্রতিপালিত হয় না, সামাজিকতা রক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে নিজেই ভগবানের সৃষ্টি বিসর্জ্জনের কারণ হইতে হয়; তথাপি অন্ততঃ স্বয়ং প্রাতরুপাসনা সময়ে চিত্তে মরণের বিচিত্র চিত্র দর্শনান্তে ত্রস্ত হইয়া ধর্ম্মের উপার্জ্জন করা উচিত। অতএব কবি বলিয়াছেন,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

বিদ্যা এবং অর্থের উপার্জ্জন কালে চিন্তা করিবে, আমি চিরকাল জরামৃত্যু রহিত হইয়া বিদ্যার অনুশীলন এবং অর্থের উপভোগ করিব। কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জন কালে ইহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। তখন ভাবিবে, মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে, আর অবসর নাই। এই অবকাশে যথাসাধ্য ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া লই।

কালিদাস বলিয়াছেন—

শৈশবে ইভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥

রঘুবংশীয়েরা শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, যৌবনে ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতেন, বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতেন, চরমে যোগ আশ্রয় করিয়া জীবনের বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহারা অসময়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইতেন না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম সুসঙ্গত হইতে পারে। আমরা অনিয়ত মরণ—আমাদের এ নিয়মে চলিলে আত্মবঞ্চনা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আমাদের পক্ষে—

শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবাকৃতং।

আগামী কল্য কর্ত্তব্য কার্য্য অদ্য করাই উচিত, আপরাহ্ণিক কৃত্য পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তব্য, কেননা এই ব্যক্তির অমুক কার্য্য করা হয় নাই বলিয়া মৃত্যু অপেক্ষা করিবে না। নির্দ্ধারিত কালে মৃত্যুর প্রসর কেহই প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না।

সংসার ক্রয় বিক্রয়ের প্রশস্ত আপণ (বাজার)। ভৃত্য যেমন বাজার হইতে প্রভুর অভিপ্রেত বস্তু ক্রয় করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয়, সেই বস্তু অভিপ্রেত না হইলে প্রভু যেমন তিরস্কার করেন, অগত্যা ভৃত্যেরও প্রভুকৃত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। অবশেষে অভিমত বস্তুর তরে পুনর্ব্বার বাজারে প্রেরিত হয়, সেইরূপ আমরাও প্রভুর অভিপ্রেত অধর্ম্ম বিক্রয় এবং ধর্ম্ম ক্রয় করিতে সংসার বাজারে প্রেরিত হইয়াছি। জীবনরূপ চিন্তামণি বিক্রয় করিয়া অকিঞ্চিৎকর কাচ সদৃশ দুষ্কৃত রাশি ক্রয় করিয়া (মরণান্তে) তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে নিশ্চিত তাঁহার তিরস্কারের পাত্র হইব এবং তৎকৃত অশেষ যন্ত্রণা (নরক) ভোগ করিব। পরিশেষে আবার প্রভুর অভিপ্রেত বস্তুর তরে সংসার-বাজারে প্রেরিত হইব। পুনর্ব্বার যে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে পারিব, তাহারই বা স্থিরতা কি? সময় যেমন অহোরাত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পাপ জীবনও তদ্রূপ জন্ম, মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

মর্ত্যভূমি ভোগভূমি ও কর্ম্মভূমি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। প্রাক্তনদেহকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের পরিণাম সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে আমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রারব্ধ-ফল কর্ম্ম ভোগ করিতেই হইবে। অতএব স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

শতকোটি কল্পেও ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। * এই বিষয়ের অন্যান্য কথা পরে বলিব। ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম ও ধাম।

বার্ষিক,

" শশিভূষণ মজুমদার ১৲
নারায়ণ গঞ্জ, রেলিব্রাদার্স আফিস

" রাজমোহন ধর ১৲
ঐ

" কৃষ্ণচন্দ্র সেন ১৲
ঐ

" হরিচরণ সাহা ১৲
ঐ

" শ্যামসুন্দর শীল ১৲
ঐ

" ভুবনমোহন দাস ১৲
ঐ

" রাধামোহন সাহা ১৲
ঐ

" মহিমচন্দ্র সেন ১৲
ঐ

" নিশিকান্ত মিত্র ১৲
ঐ

" রাজমোহন বসু ১৲
সোমপাড়া, বজ্রযোগীনি ১৲
ঢাকা

" প্রসন্ন কুমার রক্ষিত ১৲

" মানিক গঞ্জ, মত্ত ১৲

" প্রাণনাথ রায় ১৲

বার্ষিক

বাঙ্গলাবাজার, ঢাকা।

" ক্ষেত্রমোহন দাস
ফিরিঙ্গি বাজার, মুনসিগঞ্জ
ঢাকা

" শ্রীনাথ গুণ ১৲
রাড়িখাল, মাইজ পাড়া ঢাকা

এককালীন

" গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৲
ফরিদাবাদ, ঢাকা

" ঈশান চন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭ নং নিমতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা ২৲

" জিতেন্দ্রনাথ কর ৩৲ ১০৲
মহানাদ, মহানাদ পো; হুগলি

" বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ১২৲
দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

আজ ১৩০০ সনের সাতমাস চলিয়া গেল, দুঃখের বিষয় যে, এখনও ১২৯৯ সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকি রাখিলে, ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা, এখন বেদব্যাস ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র; সুতরাং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া, নিজ নিজ দেয় ১২৯৯ সালের মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী বেদব্যাস অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান ১৩০০ সালের মূল্যও পাঠাইবেন। দুই বৎসরের টাকা একত্রে পাঠাইলে গ্রাহকগণের প্রেরণের ব্যয় সাহায্য আছে, আমাদেরও অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে না। এই উভয় দিকে সুবিধা জনক কার্য্যে কেহই শৈথিল্য না করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মণিঅর্ডার কুপনে নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন! যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরৎ দিলে আমরা গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম ধাম কর্ত্তন করিতে পারি না।

বেদব্যাসের বিনিময়ে সংবাদ পত্রাদি সম্পাদকের ঠিকানা ৭০ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য

বেদব্যাস-কার্য্যাধ্যক্ষ—

---

* কর্ম্ম বলিতে পাপ ও পুণ্য বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম সদ্যঃই নষ্ট হয়। যেদিন ব্রহ্মহত্যা করে, সেইদিন ব্রহ্মহত্যারূপ কর্ম্ম ক্ষীণ হয়। ক্ষীণ কর্ম্ম কখনই ফলোৎপাদন করে না; কেননা কার্য্যকারণের সমকালীনতা না হইলে ফল উৎপন্ন হয় না। অতএব কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট বা পাপ পুণ্য স্বীকার করিতে হয়। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ংবিনা।" চির নষ্ট কর্ম্ম অদৃষ্টকে মধ্যবর্ত্তী না করিয়া ফল প্রসব করিতে পারে না। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ধৃত বচন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮মবর্ষ।

১৮১৫ শক। পৌষ ও মাঘ।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৩নং ভীমঘোষের লেন,—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এখন হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠী পত্রাদি ৬৩ নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় না পাঠাইয়া, ৩ নং ভীমঘোষের লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী ও বেদব্যাস কার্য্যালয় ৩ নং ভীমঘোষের লেনে উঠিয়া আসিয়াছে।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, পৌষ ও মাঘ। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং।

বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম॥ ১॥

রাধেশং রাধিকাপ্রাণবল্লভং বল্লবীসুতম।
রাধাসেবিতপাদাব্জং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম॥ ২॥

রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃতমানসম।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম॥ ৩॥

রাধাহৃৎপদ্মমধ্যে চ বসন্তং সন্ততং শুভম।
রাধাসহচরং শশ্বদ্ রাধাজ্ঞাপরিপালকম্॥ ৪॥

ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ যম্।
তং ধ্যায়ে সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম॥ ৫॥

সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৬॥

নির্লিপ্তং চ নিরীহং চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিত্যং সত্যং চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম॥ ৭॥

যং সৃষ্টেরাদিভূতং চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৮॥

বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণকারণম।
বেদাবেদ্যং বেদবীজং বেদকারণকারণম
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম॥ ৯॥

ইত্যেবমুক্ত্বা গন্ধর্ব্বঃ পপাত ধরণীতলে।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ দেবদেবং পরাৎপরম॥ ১০॥

ইতি তেন কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরং যাতি পরাং গতিম্॥ ১১॥

হরিভক্তিং হরের্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্ষদপ্রবরত্বং চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

মরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অনারব্ধ-ফল কর্ম্ম সমূহের ক্ষয়ের দুই উপায়—প্রায়শ্চিত্ত ও ভোগ। কুপথ্যসেবীর রোগ নিয়ত। ভোগে অর্থাৎ কেবল উপবাসে সেই রোগের উপশম স্বাভাবিক। বিনা ঔষধে কেবল উপবাসে দু দশ দিন পরে জ্বরের উপশম হইবেই হইবে, সুতরাং কুপথ্যের পরিণতি সেই জ্বরের ভোগে ক্ষীণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি ঔষধ-সেবনরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র সে রোগের করাল গ্রাস হইতে নিস্তার পায়। পাপ কর্ম্মও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ক্ষীণ হয় নচেৎ, নতুবা আজ হউক, পরে হউক, সে পাপ ভোগ ব্যতীত উপায়ান্তরে ক্ষীণ হয় না।

সকল কুপথ্যের ফল সদাই পরিলক্ষিত হয় না। শরীর ধাতু যদি সেই কুপথ্যের সহকারী হয়, তবে সেই কুপথ্যের ফল সদ্যঃ সদ্যঃ প্রত্যক্ষগোচর হয়। পাপরূপ কুপথ্যের ফলও সেইরূপ,—অর্থাৎ পাপ যদি উৎকট হয়, যদি পাপান্তর তাহার সহকারী হয়, তবেই পাপের ফল সদ্যঃ প্রসূত হয়। নতুবা মাসান্তে, বৎসরান্তে বা জন্মান্তে সেই পাপের ফলে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

স্থূলদৃষ্টিতে বাহ্যজগতের বৈষম্য দর্শন করিয়া অর্থাৎ পাপীর ক্ষণিক ইহ জীবনের সুখভোগাদি দেখিয়া এবং পুণ্য জীবন যুধিষ্ঠিরাদির ঐহিক ভবযন্ত্রণার অনুধ্যান করিয়া স্থূলদর্শীর ধর্ম্মে বিরতি এবং অধর্ম্মে রতি হয়। সূক্ষ্মদর্শী মনীষিগণ একপ আপাততঃ প্রতীয়মান কার্য্য কারণের বৈষম্য দর্শন করিয়া এতাদৃশ বিসদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। তাহাদের ধারণা—

"ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখং।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্ব্বং ধর্ম্মসারমিদং জগৎ॥

অরণ্য রামায়ণ।

ধর্ম্ম হইতে ধন, জন প্রভৃতি সম্পৎ প্রসূত হয়। ধর্ম্ম ঐ সকল সম্পৎ দান করিয়া সুখ প্রদান করেন। ধর্ম্ম হইতে সকল বস্তুরই লাভ করা যাইতে পারে। অতএব পৃথিবীর সার ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মজীবনে তাদৃশ উৎকট দুঃখভোগের অবান্তর যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। যদি ধর্ম্ম ক্ষুদ্র হয়, অধর্ম্ম বৃহৎ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের ফল অগ্রে ফলে। প্রত্যুত যদি অধর্ম্ম ক্ষুদ্র, ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মের ফল অগ্রে ফলে। লোকতঃ দেখা যায়, অগ্রে ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল ধরে। আম্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ বিলম্বে ফলে। যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্মবৃক্ষ অতি বৃহত্তর, অধর্ম্ম অতি ক্ষুদ্রতর; সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অধর্ম্ম ইহ জীবনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাপ ইহজীবনে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাও পরকালে প্রথম সঞ্জাত নরক দর্শনে ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে অনন্ত কালের জন্য সুবৃহৎ পুণ্যফলে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। আবহমান কাল আমাদের মত যাতনা প্রতিনিয়ত ভোগ করিতে হয় নাই। যে যুধিষ্ঠির সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও পথের ভিখারী, যে যুধিষ্ঠির প্রবল পরাক্রান্ত ভীম, অর্জ্জুনের অগ্রজ হইয়া অপার দুঃখসাগরে নিয়তি-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দুঃখের অতিভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে যুধিষ্ঠির ভক্তবৎসল ভগবানকে সহায় পাইয়াও ধন, জন, মান, রাজ্য রহিত বনে পরিশ্রান্ত প্রাকৃতজনবৎ ছদ্মবেশে বিরাট রাজের পরিচর্য্যায় রত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির অপেক্ষা রোগ শোক পরিতাপগ্রস্ত, অভাবানলে জর্জ্জরিত অধর্ম্মের অবতার আমরাও ইহজীবনে সুখী। এ ঐহিক সুখেরও কারণ আমাদের পুণ্যের খর্ব্বতা, পাপের বৃহত্ত্ব। আমাদের পুণ্য অতি ক্ষুদ্রতর, সুতরাং তাহার অগ্রভাবী ফল ইহজীবনে প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। আমাদের পাপ অতি বৃহৎ সুতরাং তাহার বৃহৎ ফল পরকালের জন্য তোলা রহিয়াছে। পরকালেও হিমালয় সদৃশ পাপরাশি অশেষরূপ ভোগে নিঃশেষ করিয়া উঠিতে পারিব না, ইহা নিশ্চিত। জন্মে জন্মে কিছু কিছু ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারি, যদি সে পাপ নিঃশেষ হইতে না হইতে পাপ ফলের বীজ রোপণ না করি। আমরা একটী বৃক্ষের ফল ধরিতে না ধরিতে বৃক্ষান্তরের বীজ রোপণ করিয়া থাকি।

সাধারণ লোকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের পুরস্কার, অধর্ম্মের তিরস্কার দেখিতে না পাওয়ায় ধর্ম্মে অনাসক্ত, পাপে আসক্ত হয়; কিন্তু মনে মনে পাপের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে; নতুবা মরণে এত ভয় কেন? একটু শিরঃ পীড়া হইলে মৃত্যু দূর হইতে কটাক্ষপাত করে কেন? কেন [illegible] যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধর্ম্ম জীবন মনীষিগণ এতাদৃশ মরণের ভয়ে ভীত হইতেন না। ভীত হওয়া দূরের কথা — [illegible] স্বর্গারোহণে রত সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ — তাঁহার ধারণা ছিল এ সংসার পরিহার করিতে পারিলে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবেন। সকলেই অপকৃষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি অগ্রসর হয়। যুধিষ্ঠিরের ইহকাল অপকৃষ্ট—শোক তাপময় এবং নিত্য সুখের একমাত্র অন্তরায়। পরকাল উৎকৃষ্ট,—নিত্যধামে নিত্যানন্দ ভাব। তাই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ মানসে মহাপ্রস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের ইহকাল উৎকৃষ্ট—মেঘাবৃত সুখ জ্যোৎস্না ক্ষণিক আলোকে আলোকিত; কিন্তু পরকাল অতি নিকৃষ্ট—সুখের লেশ মাত্র শূন্য, ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন-নরকময় পাপ রঙ্গভূমি। তাই ইহজীবনের ত্যাগে এত কষ্ট, এত হৃৎকম্প, এত হা হুতাশ। দ্বিতীয় কারণ আমরা বড় মায়াবী। মহামায়ার মায়ার ঘোরে মত্ত আছি। মায়ার খাতিরেও সংসার পরিহার করিতে বড়ই কষ্ট অনুভূত হয়। মাতালে মদ খায়। মদের অনিষ্টকারিতাও উপলব্ধি করিয়া থাকে, তথাপি মদ্যপান পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেইরূপ আমরাও মায়ার অকিঞ্চিৎকারিত্ব বুঝিতে পারিয়াও তাহার সেবায় নিযুক্ত আছি। যুধিষ্ঠির মায়ার আশ্রয়ে বাস করিতেন না, মায়ারও ধার ধারিতেন না; সুতরাং মায়ার মোহে সংসার পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হন নাই। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

করিতে পারে না। মরণের প্রধান নেতা শ্বাস-কষ্ট তাঁহাকে কেশাগ্রেও স্পর্শ করিতে অক্ষম। তাদৃশ পুণ্যশালী নরোত্তম সচরাচর দর্শন গোচর হয় না, বলিয়াই আমরা সুকৃতের পুরস্কার চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে পাই না, তাই শাস্ত্রদৃষ্টির প্রয়োজন।

পাপীর মরণের তীব্রতা পদ্মপুরাণে অভিহিত হইয়াছে যথা

"যানি কানি চ পাপানি পূর্ব্বমেব কৃতানিচ।
আযান্তি কণ্ঠমূলং হি মহাপাপস্য নান্যথা॥
পীড়াভিঃ দারুণাভিশ্চ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে॥

পূর্ব্বে যে সব পাপ আচরণ করে, সেই সকল পাপ কন্মরূপে মহাপাপীর কণ্ঠস্থলে আগত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা করে। অবশেষে দারুণ যন্ত্রণার সহিত গলায় ঘড় ঘড়ানি জন্মায়।

মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তানাপি।
শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা নরঃ॥
মুহূর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্ঞানলবান্বিতঃ।
হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু॥
এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতীব মমতাকুলঃ।
মর্ম্মভিদ্ভিঃ মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ॥
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিবন্ধনঃ।
বিবর্ত্তমানতারাক্ষি হস্তপাদৌ মুহুঃ ক্ষিপন্॥
সংশুষ্যমানতাল্বোষ্ঠপুটো ঘুরঘুরায়তে।
নিরুদ্ধকণ্ঠদোষোঘৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ॥
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা চার্ত্তস্তথা ক্ষুধা।
ক্লেশাদুৎক্রান্তিমাপ্নোতি যাম্যকিঙ্করপীড়িতঃ।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ।

মাতৃতত্ত্ব।

আমরা নিরন্তর জাগতিক ব্যাপারে বিনিযুক্ত থাকিয়া তদ্দ্বারাই পরিতুষ্ট থাকি। জগৎ বিশ্বকেই অস্তিত্বের সত্তা রূপে আরূঢ় করিয়া তদ্দ্বারাই বিমুগ্ধ হই, জগন্মাতের সত্তায় সুদৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন করা আমাদের হতভাগ্যে সংঘটিত হয় না। যদিও কখন মনে মনে আন্দোলনের স্রোত কিঞ্চিৎ মাত্রায়ও প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাও তর্ক, বিতর্ক, জল্পনা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। তর্কই মায়ের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ মনে করিয়া তদনুসরণ করিতে করিতে তর্কেই এ ক্ষুদ্র জীবনের শেষ হইয়া যায়, সত্য নিশ্চয় অতি দূর পারে অক্ষুন্নরূপে অবস্থান করে। আমাদের এতাদৃশ তর্ক পিপাসার কারণ অন্বেষণ করিলে আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। বামদেব, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি জাগতিক প্রাণীই ছিলেন, তর্ক বিতর্কের প্রবাহ তখন ও ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহাদের প্রতিকূল ছিল না। তাই জগন্মায়ের নাম মাত্রেই মনের কপাট উদ্ঘাটিত হইল, মন প্রসন্ন হইল, জগন্মায়ের সত্তা বুঝিতে পারিলেন, সংশয় রাশি ছিন্ন হইল। একবার ও তর্কের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইবার অবকাস পাইল না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" মায়ের সত্তা অবধারণ করিতে হইলে অলীক তর্কের আশ্রয় না করিয়া বিবেক দৃষ্টির অবলম্বন করিতে হইবে। সদ্‌গুরুর পদারবিন্দে চিত্তমধুকরকে সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত আত্মোন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

তর্ক বিতর্ক ব্যতীত অন্য কোন সুবলভ্য প্রমাণের দ্বারা মাতৃ সত্তার উপলব্ধি করিতে পারা যায় কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাদের মুখ্য লক্ষ্য বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মনের চেষ্টার বিষয়ে কিছু চিন্তা করা আবশ্যক, নতুবা প্রকৃত লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেকের মনই অশান্ত—অতৃপ্ত। মনের নিকট যতই বিষয় উপস্থিত কর না কেন, মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। প্রথম ক্ষণে পরিতৃপ্ত হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে আর তাহার তাহাতে তৃপ্তি থাকে না। বিষয়ান্তরের গ্রহণের জন্য লালায়িত হয়। আবার প্রার্থনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য বিষয় তৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে, এই প্রকারে মনের উৎপত্তিকাল হইতে বিনাশ কাল পর্য্যন্ত এমন এক তিল সময়ও নাই যে, কোন নূতন বিষয়ে মন বিনিযুক্ত না হইয়া থাকে। যেমন মন মধুর রস গ্রহণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইল। মধুর রস গ্রহণ ও করিল। জিহ্বাগ্রে সম কালে মন ভাবিল ইহা পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। দ্বিতীয় ক্ষণে মধুর রস আর তৃপ্তিদায়ক হইল না। তখন উহা বিষের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন পুনরায় তিক্ত রস গ্রহণ করিল, উহাই বড় স্বাদু, বড়ই প্রীতিদায়ক বোধ হইল। কিন্তু উহাও শান্তিদায়ক হইল না; দ্বিতীয় ক্ষণে উহা পূর্ব্ববৎ শান্তি ভঙ্গ করিল, এই রূপে প্রতিক্ষণে কত শত শত বিষয়ের গ্রহণ, কত শত শত বিষয়ের পরিহার করিতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা করে কার সাধ্য? অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এই জিজ্ঞাসা হয় যে মনের এতাদৃশ বিষয় বিচরণশীলতার কারণ কি? এক বিষয়েই মনের চির শান্তি হয় না কেন? অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সুখই বিষয় বিচরণের একমাত্র লক্ষ্য। যাহাতে মন সুখানুভূত করিতে পারে, বা আশ্বস্ত হয়, মন সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। যদি মন সেই দিকেই প্রধাবিত হয়, যদি মন সুখই যায়, তবে সুখাস্পদ দ্রব্য উপেক্ষা করে কেন? যাহাতে একবার সুখ পাইল, চির জীবন তাহাতেই বিলিপ্ত হইয়া থাকে না কেন? ক্ষণ পরেই সুখাকর বস্তু বিষবৎ উপেক্ষিত হয় কেন? সংসারে এমন প্রাণী কেহই নাই যে কোন এক বিষয়েই চির জীবন মনকে সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছে, কদাচ নহে। যদি কেহ পারিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা আমরা এখন বলিব না। আমরা কত সময়ে কত সুখাস্পদ বিষয়ে মনকে সন্নিরুদ্ধ করি, মন তাহাতেই নিরুদ্ধ না থাকিয়া ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করে কেন? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মন যেখানে যাইতে চায়, যাহাকে পাইতে চায়, তাহাকে পায় না। মন যদি বিষয়কেই পাইতে চাহিত, বিষয়ই যদি মনের প্রকৃত লব্ধব্য হইত, তবে তাহা পাইয়া মন প্রত্যাবৃত্ত হইবে কেন? মন শত শত বিষয় পাইয়াও তাহাতে

কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” এই কথার দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এখানে পাঠকের একটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, আত্মাই উপাদান এবং গন্তব্য স্থান, ইহা স্বীকার করার মূল কারণ কি? আত্মা ব্যতীত অপর কোন বস্তুও মূল উপাদান হইতে পারে। এখানে বুঝা আবশ্যক যে, অনন্ত জগতের একটী মূল কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা জগতের মূল কারণ নির্ণীত হইতে পারে না। ধারাবাহিকরূপে কারণ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, মৃত্তিকার কারণ সূক্ষ্মভূত সমষ্টি, সূক্ষ্মভূত সমষ্টির কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণ মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বের কারণ প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতিরও কারণ কিছু স্বীকার করিলে তাহারও কারণের জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এইরূপে কোন বস্তুরই মূল কারণ নির্ণীত হইতে পারিবে না। কেহ কেহ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অনন্যগতি ভাবিয়া স্বভাবকেই কারণ রূপে অভিষিক্ত করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাও ভ্রান্তিমূল। কারণ স্বভাবও যখন কোন স্বাধীন বস্তু নহে, তখন স্বভাবকে কারণ বলিলে তৎকারণের জিজ্ঞাসা অনিবার্য্য। পরন্তু যাহারা নাম লইয়া বিবাদ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সহিত কোন বিবাদই নাই। কারণ আমরা যাহাকে মূল উপাদান বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহারা ও তজ্জাতীয় কোন পদার্থকেই মূল উপাদান স্বীকার করেন। আমরা মূল উপাদানের নাম পরমাত্মারূপিণী জগদম্বা বলিয়া স্বীকার করি। তাঁহারা তাহাদের নিজের কোন অভীপ্সিত নাম দিয়া থাকেন। সুতরাং বস্তুগত কোনই পার্থক্য নাই। যেমন আমরা যে পদার্থটীকে জল বলিয়া ব্যবহার করি, দেশ বিশেষে তাহাকে অন্য নামে ব্যবহার করিয়া থাকে, বস্তুতঃ জল পদার্থটী কাহারই অস্বীকারের বস্তু নহে। তেমনি জগতের মূল উপাদান সকলকারই স্বীকার করিতে হইবে, তবে অনেকে অনেক নামে সেই বস্তুকেই নাম দিয়া থাকেন মাত্র, সুতরাং বস্তুর সত্তা বিষয়ে কাহারই কোন বিবাদ নাই।

এখন একবার আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, এতাবৎ আলোচনার দ্বারাই জগন্ময়ীর সত্তা বিষয়ে কতকগুলি জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাহা বুঝিতে পারিলেই এই প্রবন্ধ উপসংহৃত হইবে। আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি—বিষয় বা বিষয়জনিত সুখ আমাদের লক্ষ্য নহে, সুতরাং তাহার অন্বেষণও আমরা করি না, আমরা নিরন্তর জগন্ময়ী জগদম্বারই অন্বেষণ করিয়া থাকি, তাঁহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। অতএব যাঁহা আমরা সতত অন্বেষণ করি, তাঁহা নাই এ কথা আমাদের বিশ্বসনীয় নহে। বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক আমরা সকলেই লুক্কায়িত ভাবে মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহার প্রাপ্তি বিরহে—তাঁহার সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা হইতে পারে না। অনেকে মাতৃসত্তা স্বীকার না করিয়া তাঁহাকেই মূল উপাদান বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রকৃত বস্তু স্বীকার করেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বিশেষ এই যে পুষ্পফলিনী লতাকে সর্প বোধে বিমূর্চ্ছিত হয়েন, অন্যথা-অবস্থিত বস্তুকে অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রকৃত মাধুর্য্য আহরণে বঞ্চিত হয়েন। এখন বুঝিতে পারিলাম যতদিন জীবের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন জীব মাতৃসত্তায় সম্মিলিত না হইবে, ততদিন জীব নিরন্তর জগন্ময়ীর প্রতিই ধাবিত হইতেছে, সুতরাং মানব যদি বলে আমি মাতৃসত্তায় বিশ্বাস করি না, তাহা তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আমি গুড়ের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতেছি, অথচ গুড়ের সত্তা মানি না। ইহা উন্মত্ত ব্যতীত আর কে স্বীকার করিবে? যদি কেহ মাতৃসত্তায় সম্মিলন চেষ্টাকেই ভ্রান্তি কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহাও বিচার সহ নহে, কারণ সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট চরম উপাদান স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়া আসিয়াছি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

রাজধর্ম্ম।

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্‌যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥

যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া নিজ পতিকে অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুজনসমাজে আনয়ন পূর্ব্বক কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন।

ঐ ৩৭১।

যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নো স রাজা শক্রলোকভাক্।

যে রাজার রাজ্যে চোর, পরদারগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী, সাহসিক ও দণ্ডপারুষ্যকারী, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি না থাকে সে রাজা ঐ পুণ্য বলে মরণোত্তর ইন্দ্রপুরে বাস করেন।

মনুঃ ৮।৩৮৬।

ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্নপতিতানেতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ইহারা অপতিত হইলে পোষণ ও শুশ্রূষাদি অকরণহেতুক ত্যাগযোগ্য হইবে না; যদি কেহ ইহাদিগের মধ্যে কোন এক জনকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন। ঐ ৮।৩৮৯।

বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং॥

রাজা বৈশ্যদিগকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি এবং কৃষি ও গবাদি পশুরক্ষণ কার্য্য করাইবেন এবং শূদ্রদিগকে দ্বিজাতিগণের দাস্য কর্ম্ম করাইবেন, অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব কার্য্য না করিলে রাজা উহাদিগকে দণ্ড করিবেন। ঐ ৮।৪১০।

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদংজগৎ॥

রাজা প্রযত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্য করাইবেন,

যেহেতু উক্ত জাতিত্রয় স্বকর্ম্মচ্যুত হইয়া অশাস্ত্রীয় ধনোপার্জ্জনে মত্ততাদ্বারা জগৎকে আকুল করিয়া থাকে।

ম সং ৮।৪১৮।

যে ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে অনুরক্ত ব্যক্তিকে যে রাজা শাস্তি প্রদান করেন তিনি স্বর্গগামী হয়েন।

অত্রি সং।

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি।

পিতা, আচার্য্য, সুহৃৎ, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র ও পুরোহিত ইহারা স্বধর্ম্মে না থাকিলে, রাজা ইহাদিগেরও দণ্ড বিধান করিতে ত্রুটি করিবেন না। ম সং ৮।৩৩৫।

কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥

যে অপরাধে ইতর সাধারণ লোকের এক কার্ষাপণ দণ্ড হইতে পারে, রাজা স্বয়ং সেই অপরাধ করিলে তাহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে। (রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ অথবা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে)। ম সং ৮।৩৩৬।

যদ্যহং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ॥

রাজা যদি এমন পাপ করেন যে তজ্জন্য আপনাকে আপনি মহাপাপী বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন। ম-নি-ত ১১।২১।

ধর্ম্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞো নৈকান্তকরুণো ভবেৎ।
নহি হস্তস্থমপ্যন্নং ক্ষমাবান্ ভক্ষিতুং ক্ষমঃ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ লোক নিতান্ত দয়ালু হইবেন না, কেন না ক্ষমাবান্ লোক হস্তস্থিত অন্নও ভক্ষণ করিতে সমর্থ হন না। হি-উ।

ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণং।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণং॥

শত্রু ও মিত্রের প্রতি ক্ষমাগুণ যতিগণেরই ভূষণ, কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা রাজাগণের পক্ষে দোষাবহ। ঐ

আজ্ঞাভঙ্গকরান্ রাজা ন ক্ষমেত স্বসুতানপি।
বিশেষঃ কোঽন্যরাগস্য রাজচিত্রগতস্য চ॥

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে রাজা আপনার পুত্রকেও ক্ষমা করিবেন না, অতএব রাজার মনোগত অনুরাগের বিশেষ আর কি আছে? হি-উ।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ॥

রাজা কার্য্য বিশেষে কোথাও তীক্ষ্ণভাবে কোথাও বা মৃদুভাবে কার্য্য সকল দর্শন করিবেন, কেন না তীক্ষ্ণ অথচ মৃদুভাবাপন্ন রাজাই সকলের প্রিয় হয়। ম-সং ৭।১৪০।

নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা।
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণং॥

অত্যন্ত মৃদু হইবেন না এবং অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মাও হইবেন না, কিন্তু মৃদু উপায়দ্বারা মৃদু ব্যক্তিকে এবং দারুণ উপায় দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে স্ববশে আনয়ন করিবেন। গ-পু ১।১১৪।৫০।

নাত্যন্তং সরলৈর্ভাব্যং নাত্যন্তং মৃদুনা তথা।
সরলাস্তত্র ছিদ্যন্তে কুব্জাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।

কোন ব্যক্তি অতিশয় সরল কিম্বা অতিশয় মৃদু হইবে না, কেন না সরল বৃক্ষকেই সকলে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ বিদ্যমান থাকে। গ পু ১।১১৪।৫১।

কারণেন বিনা ভৃত্যে যস্তু কুপ্যতি পার্থিবঃ।
স গৃহ্ণাতি বিষোন্মাদং কৃষ্ণসর্পং প্রদীপিতঃ॥

যে গর্ব্বিত রাজা অকারণে ভৃত্যবর্গের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন, তিনি বিষোন্মাদ কৃষ্ণসর্পকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিরপরাধ ভৃত্যের প্রতি কোপ রাজার নিতান্ত দোষাবহ।

গ-পু ১।১১১।২৬।

যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশং গতঃ।
স তথা তপ্যতে মূঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্‌যথা॥

যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হয়, তাহাকে অনুতাপগ্রস্ত হইতে হয়, যেমন এক মূর্খ ব্রাহ্মণ নকুলের জন্য হইয়াছিল। হি উ।

গুণদোষাবনিশ্চিত্য বিধির্ন গ্রহনিগ্রহে।
স্বনাশায় যথা ন্যস্তো দর্পাৎ সর্পমুখে করঃ॥

গুণ বা দোষ নির্ণয় না করিয়া অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করা সদর্প সর্পমুখে কর প্রদানের ন্যায় আপনার নাশের কারণ হয়। ঐ

হুঙ্কারং ভ্রূকুটীং নৈব সদা কুর্ব্বীত পার্থিবঃ।
বিনা দোষেণ যো ভৃত্যান্ রাজা ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥

রাজা সর্ব্বদা হুঙ্কার ও ভ্রূকুটী প্রকাশ করিবেন না, পরন্তু তিনি নিরপরাধী ভৃত্যদিগকে রাজধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন। গ-পু ১।১১১।১১।

পানং স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতমর্থদূষণমেব চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ব্যসনানি মহীভুজাং॥

মাদক দ্রব্য পান, স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অন্যায়রূপে ধন সঞ্চয়, বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য এই সকল রাজাদিগের ব্যসন। হি উ।

দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥

কামজ দশ প্রকার ও ক্রোধজ অষ্ট প্রকার দুরন্ত ব্যসন, রাজা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। ম সং ৭।৪৫।

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥

মহীপাল কামজ ব্যসনাসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিযুক্ত হন এবং ক্রোধজ ব্যসনাসক্ত হইলে স্বয়ং বিনষ্ট হন। ঐ ৪৬।

মৃগয়াক্ষো দিবা স্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥

মৃগয়া (পশুবধ), অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা,

প্রত্যেকই অনর্থমূলক হয়, কিন্তু যে স্থলে এই চারিটীই একাধারে বর্ত্তমান্ থাকে, সেস্থলে কি হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য।

হি-উ।

ন রাজ্যম্প্রাপ্তমিত্যেবং বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতং।
শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমং॥

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়া রাজা কাহারও সহিত অপ্রণয় করিবেন না, কেন না জরা যেমন মনুষ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, অবিনয়ও তদ্রূপ সৌভাগ্য নষ্ট করে। ঐ।

ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা॥

রাজা, ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্, মিত্রাদি স্নেহযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সরল, শত্রুর নিকট ক্রোধী এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

যা-সং ১৩৩৩।

জ্ঞানশ্রেষ্ঠো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বলবানপি।
ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥

জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজনীয়, বলবান্ ক্ষত্রিয় পূজনীয়, ধনধান্যসম্পন্ন বৈশ্য পূজনীয় এবং দ্বিজসেবার দ্বারা শূদ্রও পূজনীয় হন। হি-উ।

চাপল্যাদ্বারয়েদ্দৃষ্টিং মিথ্যাবাক্যং ন চাবদেৎ।
মানয়েৎ শ্রোত্রিয়াংশ্চৈব ভৃত্যবর্গং স্থাপয়েৎ॥

রাজা চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না। সর্ব্বদা প্রজা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকিবেন। গ-পু ১।১১১।২৯।

বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনং॥

বুদ্ধিমান লোক বালকেরও ন্যায়সঙ্গত বাক্য গ্রহণ করিবেন, কেন না রবির অদৃশ্য স্থলে প্রদীপ কি প্রকাশমান্ হয় না?

হি-উ।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে তাহাও আদর সহকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা কহেন, তাহা হইলে তাহাকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

যো-বা বা মুমুক্ষু প্রঃ।

অমিত্রাস্তৎকুলীনাশ্চ প্রাতিবেশ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥

রাজাদিগের শত্রু দুই প্রকার, আপন জ্ঞাতি ও নিকটবর্ত্তী অপর নরপতি। বা-রা ৬।১৮।১০।

অপাপাংস্তৎকুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্ হিতান্।
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ॥

জ্ঞাতি হইলেই যে শত্রু হইবে তাহা নহে, পরস্পর অনিষ্টসাধনে বিরত এবং পরস্পর হিতকামনা করিয়া থাকে, এরূপ জ্ঞাতিও অনেক আছে, কিন্তু রাজাগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। ঐ ১১।

অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
প্রমাদশ্চ মহানেষোঽন্যোঽন্যস্য ভয়মাগতম্॥

প্রথমতঃ ভ্রাতৃগণ নিরাকুল, সন্তুষ্ট ও একমতাবলম্বী হইয়া থাকে, কিন্তু রাজ্যাদি লোভে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাদিগের সৌভ্রাত্রের অবসান হইলেই যুদ্ধকোলাহল এবং পরস্পর হইতে পরস্পরের শঙ্কা উপস্থিত হয়।

বা-রা ৬।১৮।১৪।

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা॥

(রাক্ষসরাজ রাবণ কহিয়াছিলেন) দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই, এবং সর্ব্বকালে ও সর্ব্বলোকেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সতত হৃষ্ট হইয়া থাকে। বা-রা ৬।১৬।৩।

প্রধানং সাধকং বৈদ্যং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতয়োহ্যবমন্যন্তে শূরং পরিভবন্তি চ॥

জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, বিষয়রক্ষক, বিদ্বান্, অথবা ধর্ম্মশীল হয়, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি এতদপেক্ষা শূরও হয়, তাহা হইলে তাহারা সুযোগ পাইলে তাহাকে পরাভব করে। ঐ ৪।

নিত্যমন্যোন্যসংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ।
প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ॥

জ্ঞাতিগণ আততায়ী অতি ভয়ানক লোক, উহাদের হৃদয় নিতান্ত গুপ্ত, উহারা পরস্পর পরস্পরের বিপদে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বা-রা ৬।১৬।৫।

শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা।
পাশহস্তান্নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণু তান্ গদতো মম॥

পূর্ব্বে পদ্মবনে কতকগুলি হস্তী কয়েক জন মনুষ্যকে পাশহস্তে আসিতে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল, সেস্থলে আমি সেই কথা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ ৬।

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥

হস্তীরা কহিয়াছিল, আমরা অগ্নি, অস্ত্র ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বজাতি জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। ঐ ৮।

উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
কৃৎস্নাদ্ভয়াজ্জ্ঞাতিভয়ং সুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ॥

জ্ঞাতিগণই আমাদের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়, সন্দেহ নাই। অতএব সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতিভয়ই নিতান্ত কষ্টদায়ক। ঐ ৯।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥

ধেনুতে দুগ্ধ, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য, ব্রাহ্মণে তপস্যা এবং জ্ঞাতিতে ভয় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। ঐ ১০।

যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে॥

যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন, তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ ঘটিত হয় এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। বা-রা ৬।৬৩।২০।

বহূনামপ্যসারাণাং সমুদায়ো হি দারুণঃ।
তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তয়া নাগোপি বধ্যতে॥

দেখ, অনেক অসার বস্তুও যদি একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই অসার বস্তুরাশিও দারুণ হইয়া থাকে। তৃণদ্বারা রজ্জু নির্ম্মাণ করিলে সেই রজ্জুও হস্তীকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে। গ-পু ১।১১৩।৬৭।

সর্ব্বথা সংহতৈরেব দুর্ব্বলৈর্বলবানপি।
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব॥

যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগ্রাহীর প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকে ও শমন সদনে গমন করিতে হয়।

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩৫।৭০।

সুখচ্ছেদ্যো হি ভবতি সর্ব্বজ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ।
তে জ্ঞাতয়ো বিনিঘ্নন্তি জ্ঞাতয়স্ত্বিমিবাশ্রয়ঃ॥

সমুদায় জ্ঞাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি সুখচ্ছেদ্য হয়, কারণ জ্ঞাতিগণ সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে অনায়াসেই নষ্ট করে।

হি-উ।

সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

(পক্ষান্তরে) জ্ঞাতিগণ সামান্য লোক হইলেও যদি সকলে সংমিলিত হয়, তাহা হইলে তাহারা পুরুষের কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল এই যে, তণ্ডুল তুষবিহীন হইলে তাহাতে কদাচ অঙ্কুর হয় না। ঐ

বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি।
বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ॥
স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ॥

রাজা বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়া জিজ্ঞাসু, এবং বহু সম্মানভাজন হইয়াও দম্ভরহিত হইবেন। তিনি দণ্ড প্রদান কালে বা প্রসন্নতার সময় অধীর হইবেন না। তিনি স্বয়ং বা চারচক্ষুদ্বারা প্রজাদিগের ভাব অবলোকন করিবেন এবং ভৃত্য ও স্বজনগণের ভাবও প্রত্যক্ষ করিবেন।

ম-নি-ত ৮।১২৭-১২৮।

অনীচসঙ্গাবরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ মিতব্যয়ী॥
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎ শিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্॥

রাজগণ কদাপি নীচ সংসর্গে রত হইবেন না, পরন্তু সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের প্রিয় হইবেন। তাঁহারা বিপৎকালে ধীরপ্রকৃতি, সুশীল, দক্ষ, পরিমিতব্যয়ী এবং দুর্গসংস্কারে নিপুণ হইবেন। শস্ত্রশিক্ষায় তাঁহাদের বিলক্ষণ বিচক্ষণতা থাকিবে। তাঁহারা নিজ সৈন্যগণের মনের ভাব অনুসন্ধান করিবেন এবং সৈন্যগণকে রণ কৌশল শিক্ষা করাইবেন। ম-নি-ত ৮।১২১-১২২।

সুপ্রণীতো বলৌঘো হি কুরুতে কার্য্যমুত্তমম্।
অন্ধং বলং জড়ং প্রোক্তং প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ॥

সৈন্যগণ সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

ম-ভা সভাপর্ব্ব ২০।১৬।

শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৄণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ॥

রাজা যোদ্ধাদিগের শূরত্ব ও চরিত্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবগত হইবেন। যে রাজা আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কখনই এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের অধিপতি করিবেন না।

ম-নি-ত ৮।১২৫।

মনস্তাপং ন কুর্ব্বীত আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখদুঃখে সমো ভবেৎ॥

রাজা কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলেও কদাচ মনস্তাপ করিবেন না, পরন্তু তিনি সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে থাকিবেন, ইহাই রাজার উচিত কার্য্য। গ-পু ১।১১১।২৪।

ধীরাঃ কষ্টমনুপ্রাপ্য ন ভবন্তি বিষাদিনঃ।
প্রবিশ্য বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী॥

পণ্ডিতগণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাতে তাহারা বিষণ্ণ হবেন না, যেহেতু চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার কি সেই চন্দ্রের উদয় হয় না? অর্থাৎ সময়ে অবশ্যই বিপদের অবসান হয়। গ-পু ১।১১১।২৬

উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয়মুপস্থিতং।
মরণব্যাধিশোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি॥

পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া, অর্থাৎ সতত সাবধানে থাকিয়া উপস্থিত মহাভয় সকলের অনুধাবন করিবেন, যেহেতু মৃত্যু, রোগ ও শোক, ইহাদিগের মধ্যে কোন্টী অদ্য নিপতিত হইবে তাহা জানিতে পারা যায় না। হি-উ

তাবদ্ভয়াদ্ধি ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতন্তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ॥

যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবেন, কিন্তু ভয় আগত হইলে নির্ভয়ে প্রহারের চেষ্টা করিবেন।

ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৪০।৮০।

পরিচ্ছেদো হি পাণ্ডিত্যং যদাপন্না বিপত্তয়ঃ।
অপরিচ্ছেদকর্তৄণাং বিপদঃ স্যুঃ পদে পদে॥

বিপদাবস্থায় যে সদসৎ বিবেচনা তাহাই পাণ্ডিত্য, আর অবিবেচক ব্যক্তির পদে পদেই বিপদ। হি-উ।

পরাভবং পরিচ্ছেত্তুং যোগ্যাযোগ্যং ন বেত্তি যঃ।
অস্তীহ যস্য বিজ্ঞানং কৃচ্ছ্রেণাপি ন সীদতি॥

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি ভয়ের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না; আর যাহার বুদ্ধি আছে, সে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও অবসন্ন হয় না। ঐ।

সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥

রাজা আপনার সমতুল্য অথবা আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিম্বা হীনবল অন্য কোন রাজা কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইলে, তিনি নিজ প্রজাগণের রক্ষা বিধান করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবেন না। ম-সং ৭।৮৭

সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরং॥

সংগ্রামে নিবৃত্তি না হওয়া, সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করা এবং ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করা রাজাদিগের পরম কল্যাণদায়ক হয়। ম-সং ৭।৮৮।

যথোদ্ধরতি নিদ্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥

যেমন শস্যচ্ছেদক ধান্য রক্ষা করিয়া তৃণকে ছেদন করে, তদ্রূপ রাজা নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া শত্রুকে বিনাশ করিবেন। ঐ ১১০

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনং।
তদ্যুদ্ধং হস্তিনা সার্দ্ধং নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ॥

বলবানের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া কোন ব্যবস্থাই নাই, অর্থাৎ বলবানের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; কারণ, হস্তীর সহিত মনুষ্যগণের যে যুদ্ধ, তাহা কেবল মৃত্যুকেই আবাহন করে। হি-উ।

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্।
তয়োর্বিবাদো মৈত্রী চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥

যদি উভয়ের ধনসাম্য থাকে, এবং যদি উভয়ই তুল্যবল হয়, তাহা হইলে উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বা মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু প্রবলে ও দুর্ব্বলে বিবাদ বা বন্ধুতা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। ব্র বৈ-পু ৪।১১৫।২১।

সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যদি।
সুন্দোপসুন্দাবন্যোন্যং নষ্টৌ তুল্যবলৌ ন কিং।

রাজা আপনার সমতুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিবেন, কারণ যুদ্ধে বিজয় লাভ সন্দিগ্ধজনক হয়, দেখ, তুল্যবল সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করিয়া কি উভয়েই নষ্ট হয় নাই? হি-উ।

উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদো দণ্ডস্তথৈব চ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিদ্ধ্যেয়ুর্দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ॥

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্ব্বিধ উপায় সম্যক্‌রূপে প্রযোজিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। কিন্তু উক্ত উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে দণ্ডটী গত্যন্তর অভাব স্থলেই প্রয়োগ করা বিধেয় হয়। যা-সং ১৩৩৫।

সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
সাধিতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন॥

সাম, দান ও ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা, কিম্বা ইহার প্রত্যেকের দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন, কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। হি-উ।

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ॥

রাজা, সন্ধি (বাধ্যতা করণ), বিগ্রহ (অপকার করণ), যান (শত্রুর প্রতি যুদ্ধ-যাত্রা), আসন (উপেক্ষা করণ), সংশ্রয় (বলবানের আশ্রয় গ্রহণ) ও দ্বৈধীভাব এই সকল গুণ যথোপযুক্ত দেশ ও কালানুসারে কল্পনা করিবেন। যা সং ১৩৪৬।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং সন্ধিং সাধয়েচ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়জ্ঞস্য সদা জয়শ্চৈবাভিভূতয়ঃ॥

রাজা উপায় অর্থাৎ কৌশল দ্বারা কার্য্য সাধন করিবেন এবং উপায় দ্বারা শত্রুগণের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবেন। উপায় দ্বারা যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ম-নি-৮।১২০।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবর্ত্মনা॥

উপায়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধন হইতে পারে, তাহা পরাক্রমের দ্বারা হইতে পারে না, যেমন শৃগাল কর্ত্তৃক হস্তী পঙ্কপূর্ণ পথে আনীত হইয়া হত হইয়াছিল। হি-উ।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
কাক্যা কনকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পো নিপাতিতঃ॥

আপিচ, উপায়ের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা পরাক্রমের দ্বারা হয় না, যেমন এক কাকী কনকসূত্রের দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে নিপাতিত করিয়াছিল। হি-উ।

স্কন্ধেনাপি বহেৎ শত্রূন্ কার্য্যমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
যথা বৃদ্ধেন সর্পেণ মণ্ডূকা বিনিপাতিতাঃ॥

বুদ্ধিমান্ লোক স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুকে স্কন্ধে বহিয়া বহন করে, যেমন এক বৃদ্ধ সর্প মণ্ডূকদিগকে নিপাত করিয়াছিল। হি-উ।

একদা ন বিগৃহ্ণীয়াৎ বহূন্ রাজাভিঘাতিনঃ।
সদর্পোপ্যরগঃ কীটৈর্ব্বহুভির্নশ্যতি ধ্রুবং॥

রাজা এককালে অনেক শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না, কেন না বলবান্ সর্পও বহুসংখ্যক কীট কর্ত্তৃক অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। হি-উ।

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং॥

আপনার উপকারার্থ একজন শত্রুকে হস্তগত করিয়া তাহার সাহায্যে অন্য শত্রু হইতে উদ্ধার হইবেন, যেমন কর দ্বারা কণ্টক ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদবিদ্ধ কণ্টককে উদ্ধার করা যায়। গ-পু ১।১১০।২২।

বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোহি পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে॥

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত ভাবে থাকে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত হইয়া পতনের পর প্রবোধিত হয়। গ-পু ১।১১৪।৩৫।

নোপেক্ষিতব্যো দুর্ব্বুদ্ধিঃ শত্রুরল্পোপ্যবজ্ঞয়া।
বহ্নিরল্পোপ্যসংগ্রাহ্যঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ॥

দুষ্টাশয় অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু অল্পমাত্র অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে। ঐ ১৩।

শত্রোরপত্যানি প্রিয়ম্বদানি নাপেক্ষিতব্যানি বুধৈর্মনুষ্যৈঃ।
তান্যেব কালেষু বিপৎকরাণি বিষস্য পাত্রাণ্যপি দারুণানি॥

শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগের সেই প্রিয়বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত এবং তাহাদিগকে কখন বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাহারা সময় পাইলে অবশ্যই বিপৎপাতের চেষ্টা করে। যেমন বিষের পাত্রও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। গ-পু-১।১১০।২১।

যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভির্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুং।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে॥

যেরূপ দেহজাত রোগ রোগী কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে তাহার চিকিৎসা করা যায় না এবং যেরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ উপেক্ষিত হইলে আর তাহাদিগকে স্ববশীকৃত করা যায় না, সেইরূপ প্রবল শত্রু বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমুলোৎপাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভা-পু ১০।৪।২৪।

মিত্রামাত্যসুহৃদ্বর্গা যদা স্যুর্দৃঢ়ভক্তয়ঃ।
শত্রূণাং বিপরীতাশ্চ কর্ত্তব্যো বিগ্রহস্তদা॥

যখন মিত্র, অমাত্য, ও সুহৃদ্গণ অত্যন্ত অনুরক্ত থাকে এবং শত্রুপক্ষে তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ হয়, সেই কালেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। হি-উ।

স মর্খঃ কালমপ্রাপ্য যোঽপকর্ত্তরি বর্ত্ততে।
কলির্বলবতা সার্দ্ধং কীটপক্ষোদ্গমো যথা॥

উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত না হইয়া যে ব্যক্তি বলবান্ অপকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে নিতান্ত মূর্খ; যেহেতু বলবানের সহিত তাহাদের কলহ পিপীলিকাদি কীটের পক্ষোদ্গমের ন্যায় কেবল তাহার মরণাবহকর হয়। হি-উ।

দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ।
হীনকালং তদেবেহ ফলদং ন ভবত্যত॥

উপযুক্ত দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয়লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফল লাভ হয় না। ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৪৮।৩।

কালে সিংহঃ শৃগালঞ্চ শৃগালঃ সিংহমেব চ।
কালে ব্যাঘ্রং হন্তি মৃগো গজেন্দ্রং মক্ষিকা তথা।
সর্পং মক্ষিকা কালে গরুড়ঞ্চ তথোরগঃ॥

সময়ে সিংহ শৃগালকে এবং শৃগাল সিংহকে নিহত করে। কাল উপস্থিত হইলে মৃগ ব্যাঘ্র ও গজেন্দ্রকে, মক্ষিকা মহিষকে এবং সর্প গরুড়কে বিনাশ করে। ম-বৈ-পু ৩৪০।৪৩।

কৌর্ম্মং সঙ্কোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালে তু নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ॥

নীতিজ্ঞ লোক কচ্ছপের ন্যায় আপনার শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রহারও সহ্য করিবেন, পরে কাল প্রাপ্ত হইলে ক্রূর সর্পের ন্যায় উত্থিত হইবেন। হি-উ।

অযুদ্ধে হি যদা পশ্যেন্নকিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ॥

যৎকালে যুদ্ধ না করিলে আপনার মঙ্গল দেখিতে না পাওয়া যায়, সেই কালেই জ্ঞানীলোক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। হি-উ।

যাত্রাযুদ্ধে ধ্রুবোমৃত্যু র্যুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ।
তৎকালমেকং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

যৎকালে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু নিশ্চয় ও যুদ্ধ করিলে জীবন সংশয় বিবেচনা হয়, পণ্ডিতেরা সেই কালকেই যুদ্ধের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ।

ভূমির্মিত্রং হিরণ্যঞ্চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ং।
যদৈতন্নিশ্চিতং ভাতি কর্ত্তব্যো বিগ্রহস্তদা॥

ভূমি মিত্র ও হিরণ্য এই তিনটী বিগ্রহের ফল, যখন তাহা নিশ্চিত হয়, তখনই বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ।

পুরস্কৃত্য বলং রাজা যোধয়েদবলোকয়ন্।
স্বামিনাধিষ্ঠিতঃ শ্বাপি কিং ন সিংহায়তে ধ্রুবং॥

রাজা আপনার সৈন্যগণকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন, যেহেতু স্বাম্যধিষ্ঠিত কুক্কুর ও কি সিংহ তুল্য বীরতা প্রকাশ করে না?। ঐ।

কর্ষিতং ব্যাধিতং ক্লিন্নমপানীয়মঘাসকম্।
পরিবিশ্বস্তমন্দঞ্চ প্রহর্ত্তব্যমরের্ব্বলম॥

শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও তাহাদিগকে প্রহার করিবেন।

ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৪২।৭৬।

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥

রাজারা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরের হননেচ্ছায় যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে রাজ্যাদি ফল লাভ করেন, আর হত হইলে স্বর্গে গমন করেন। ম-সং ৭।৮৯।

যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে।

বীরপুরুষ যদি শত্রুগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এবং যদি সে সময় কাতরোক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় পুণ্যলোকে গমন করেন।

প-স ৩।১৮

জীবতো বাস্য ভোগঃ স্যাৎ মৃতস্য স্বর্গে প্রমোদিতে।
যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ॥

জীবিত থাকিলা রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলে অখণ্ড রাজ্যভোগ হয় এবং যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গে আনন্দ সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে জয়ই হউক বা মৃত্যুই হউক উভয়ই পরম সুখাবহ।

কা-পু ৩।৮।৭।

জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাং।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥

জয় হইলে লক্ষ্মী লাভ হয় এবং মৃত্যু হইলে সুরাঙ্গনা লাভ হয়; কিন্তু দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব মরণে ও রণে চিন্তা কি? প-সং ৩।৩৯।

ন সমুদ্রে চ ম্রিয়তে নাগ্নিনাশো বিষানলে।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ আযুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষাগ্নিতে, অস্ত্রে ও শস্ত্রেও কাহার মৃত্যু হয় না, যেহেতু আয়ুই মর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকে। না-প ১।৩।১১।

নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হইলে সহস্র শরে বিদ্ধ হইলেও কাহার মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্রভাগে স্পৃষ্ট হইয়াও মানবলীলা সম্বরণ করে। ঐ ২০।

যস্মিংশ্চ যস্য নির্ব্বাণং বিধাত্রা লিখিতং পুরা।
তদেব নিত্যং সত্যঞ্চ নিষেধঃ কেন বাধ্যতে॥

বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবার নহে, সে ঘটনা অবশ্যই হইবে, কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্র বৈ-পু ৪।১১৫।৩৬।

সংগ্রামে [illegible] তস্য জীবনং।
জীবিতং [illegible] মৃতঃ স্বর্গং [illegible]॥

যে ব্যক্তি সংগ্রামের [illegible] শাস্তি হয়, তাহার জীবন [illegible] মাত্র। [illegible] নিশ্চিত ফল। বিশেষতঃ সম্মুখে স্বর্গের সোপান। ঐ ৩১।

[illegible] মৃত্যু [illegible] প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কুত্র।
[illegible] মৃত্যুং ন [illegible] মৃত্যুং॥

যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে যাহারই হউক, মৃত্যু তাহার [illegible] আছে। এই সংসারে মৃত্যুর কোন প্রতিক্রিয়াও [illegible] নাই। মৃত্যু [illegible] করিতে [illegible], তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি [illegible] মৃত্যু উপস্থিত [illegible] মৃত্যুকে [illegible]? ভা-পু ১০।২৫।

[illegible]
[illegible]॥

[illegible] সে [illegible] মৃত্যু [illegible] যোগে [illegible] বিশ্বাস [illegible]। [illegible] ১০।৩৬।

ন নিবর্ত্তি [illegible]।
[illegible]।

(অতএব) যে ব্যক্তি [illegible] এবং যে ব্যক্তি [illegible] সেই [illegible] বধ করে। [illegible] ৩।৫৪।

যস্য [illegible]।
দেবকন্যা [illegible]॥

সংগ্রামে যাহার শরীর শর, শক্তি, গদা ও মুদগরাদি দ্বারা ক্ষত ও ক্ষতবিক্ষত [illegible], দেবকন্যারা তাহাতে [illegible] হন এবং তাহার যশোগান করিতে থাকেন। গ-সং ৩।৬১।

বরাঙ্গনাসহস্রাণি [illegible] শূরমায়োধনে হতং।
নাগকন্যা [illegible]॥

যে বীর সংগ্রাম স্থলে নিহত হন, তাঁহাকে [illegible] সহস্র সহস্র দেবকন্যা ও নাগকন্যা [illegible] এবং সকলেই প্রার্থনা করে যে, ইনি আমার স্বামী হউন। ম-সং ৩৪২।

ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য তপ্তস্য জন্তোঃ প্রাবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তং সোমপানেন হি তস্য তুল্যং সংগ্রামযজ্ঞে বিবিধঞ্চ দৃষ্টম্॥

যে বীরপুরুষ শত্রুবাণে পরিতপ্ত হইবেন এবং যাঁহার ললাট নিঃসৃত রুধিরধারা মুখবিবরে প্রবেশ করিবে, সংগ্রাম যজ্ঞে যথাবিধানে তাঁহার সোমরস পানের তুল্য ফল দৃষ্ট হইবে। ঐ ৪৩।

যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণো যত্র যথৈব যান্তি।
তত্রৈব যান্তি হি তথা বীরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ॥

স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসমূহ দ্বারা, তপস্যা দ্বারাও [illegible] দ্বারা যে সকল লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বীর পুরুষেরাও সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন। ঐ ৪৫।

মায়া হি বহবঃ সন্তি শাস্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ।
তেষাং বক্তৃং সাম্প্রতং বেদযন্তি পুরাবিদঃ॥

শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, [illegible] পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন [illegible] ছেন। ম-ভা বিরাট পর্ব্ব ৩৮।

য আহবেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥

যাঁহারা ভূমির জন্য যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা যদি কূটযুদ্ধ বা কূটাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যোগীগণের মত স্বর্গে গমন করেন। যা-সং ১৩২০।

[illegible] বাদিনং ক্লীবং নিহেতিং পরসঙ্গতং।
ন হন্যাদ্বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকং॥

"আমি তোমার" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শরণাগত, ক্লীব, নিরস্ত্র, অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যুদ্ধ দর্শক, অশ্ব, সারথি প্রভৃতিকে কদাচ বধ করিবেন না। যা-সং ১৩২৫।

নাহং [illegible] ন স্বর্গং সুবমানিনাং।

যাঁহারা আপনাদিগকে বীর বলিয়া অভিমান করেন, ভীত ব্যক্তিকে সংহার করিলে তাঁহারা প্রশংসা বা স্বর্গ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। ভা-পু ৬।১১।৪ শ্লোকার্দ্ধ।

[illegible] ভবেদ্বিনিবর্ত্তিনাং।
রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাং॥

স্বপক্ষ ভয় ও পলায়নপর হইলেও যে রাজা যুদ্ধে প্রাণপণ না হইয়া পরান্মুখ অগ্রসর হন, তিনি যত পদ অগ্রবর্ত্তী হন, তত সংখ্যক যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন এবং হত ও পলায়িত যোদ্ধাদিগের সুকৃত বা পুণ্য ফল লাভ করেন। যা-সং ১৩২৪।

য এব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন॥

রাজা ন্যায়তঃ স্বরাষ্ট্র পরিপালন দ্বারা যে সকল ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, ন্যায়ানুসারে পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিলেও সেই সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করেন। ঐ ৩৪১।

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥

রাজা পরদেশ আত্মসাৎ করিয়া সে দেশের যেরূপ আচার,

ব্যবহার ও কুলধর্ম্ম প্রচলিত থাকে, সে সমুদায়ই রক্ষা করিবেন, কোন মতে তাহার অন্যথা করিবেন না। বা-রং ১৩৪২।

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ॥

এইরূপে রাজা (অর্জ্জিত ভূমিও হিরণ্যাদি) অলব্ধ ধন লাভ করিবেন, জবলব্ধ ধন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধন (কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা) বর্দ্ধন করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন সৎপাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। ম সং ৭।৯৯।

এবাং সর্ব্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥

এইরূপে রাজা সকল ব্যবহার সমাপন করতঃ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মরণান্তে স্বর্গাদি পরমগতি লাভ করেন।

ম-সং ৮।৪২০।

উন্নতি চিন্তা।

যাহা মনের অনুকূল, তাহাই বিশ্বাসের বিষয়। যাহা মনের প্রতিকূল তাহা অবিশ্বাসের আকর। যুক্তি বিশ্বাসের আশ্রয়ে প্রতিপালিত,—বিশ্বাসের ক্রোড়ে শয়ান থাকিতেই ভাল বাসে। বিশ্বাসের অনধিকৃত স্থানে পদার্পণ করিলেই প্রায় যুক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া আত্মহারা হয়। যুক্তি সর্ব্বদা বিশ্বাসের নিকট থাকিয়া বিশ্বাসেরই সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং লোকের যেরূপ মন সেইরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ যুক্তি।

অনেকের বিশ্বাস,—আজকাল অধঃপতিত হিন্দু সমাজে যুগ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া সমাজ দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। এতদিন মৃতবৎ অবস্থিত ছিল, কয়েক বৎসর যাবৎ কে যেন মৃত সঞ্জীবনী বলে মুমূর্ষু হিন্দু সমাজকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, অকস্মাৎ কে যেন হিন্দু শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবরণ উন্মোচিত করায় শাস্ত্র জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জ্যোতিতে পাশ্চাত্য সভ্যমণ্ডলী চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জ্যোতিতে অনেক ভারতবাসীর ও দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছে। আমরা ও দেখিতে পাই, সহরে সহরে সভা, ধ্বজা স্বরূপ হরিনামের পতাকা, কথায় কথায় ধর্ম্মের অবতারণা, পদে পদে তীব্র আলোচনা। এই সকল কার্য্যে হিন্দুতেজ দিন দিন বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। এ তেজ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের কি জ্বলনোন্মুখ প্রদীপের তাহা স্বধর্ম্মহিতৈষীর চিন্তার বিষয়। আমার কিন্তু বিশ্বাস বিপরীত।

হিন্দু সমাজ স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতেছে। এ স্রোত সমুদ্রগামী। এ সমুদ্র সুধা সমুদ্র নয়—লবণ-সমুদ্র। একবার পড়িলে প্রাণ রক্ষা ভার, অতএব সমুদ্রে না পড়িতে পড়িতে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। তাই আজ হিন্দুর ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখ পত্র বেদব্যাসে এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী হিন্দু সমাজের রক্ষক। অধুনা তাঁহারা বিকৃত অতএব শক্তিশূন্য, উৎসাহ বিহীন, একতা বর্জ্জিত ও দৃঢ়তারহিত হইয়া রক্ষাকার্য্যে নিতান্ত অপটু হইতেছেন। তাঁহারা অবনতি সমুদ্রের কূলে বসিয়া আছেন, পদমাত্রস্খলনে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। কি নৈতিক, কি আর্থিক, কি আধ্যাত্মিক—সমস্ত বিষয়ে অবনত হইয়া পড়িতেছেন। দোষ তাঁহাদের নয়,—সমাজের নেতা ধনকুবের গণের মাত গতির আর কলি সুলভ হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় অদৃষ্টের।

সম্প্রতি প্রায় দেখা যায়, অর্থবান্ হইলে বিলাসিতার মহিমা প্রকাশ করিতে হয়, বুদ্ধিমান্ হইলে বিষকুম্ভ পয়োমুখ হইতে হয়, শক্তিশালী হইলে খ্যাতির দিকে কটাক্ষক্ষেপ করিতে হয়, কৃত বিদ্য হইলে বাঙ্মাত্র সার হইতে হয়, সেইরূপ করচরণাদিমান্ মনুষ্য হইলে বাবু হইতে হয়। মনুষ্য মাত্রই দুর্ব্বল হৃদয়; দুর্ব্বলতা পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি ও অনুকরণ প্রিয়তা উৎপাদন করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সে দুর্ব্বলতার হাত হইতে নিস্তার পাইবেন কেন? তাঁহারা বাবুর সংসর্গে বাবুরূপে পরিণত হইতেছেন। বাহ্যাকারে সেই প্রাচীন অধ্যাপকের ন্যায় চটি জুতা ধারণ, শিখা শিরো ভূষণ, যথাশক্তি অধ্যাপনা ও যাজনা; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সময় সুলভ ঘোর বাবু। পুত্র, কলত্র, পাত্র, মিত্র সকলেই বাবু। অহরহঃ সেই বাবু সংসর্গ করিতে হয়। রক্ত জবার সংসর্গে বিশদ স্ফটিক যেমন অনুরঞ্জিত হয় অর্থাৎ তাহার ভিতরে ভিতরে রক্ত জবার বর্ণ সংক্রান্ত হয়, বাহিরে স্ফটিকের চাকচিক্য মাত্র থাকে; সেইরূপ সংসর্গ জাত বাবুভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হৃদয় প্লাবিত হইতেছে। বাহিরে কেবল প্রাচীন ভাবের ক্ষীণালোক চক্ চক্ করিতেছে। যাহা হউক, আর কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবু। বাবুদের সহচর অভাব এবং অর্থপিপাসা তাঁহাদের নিকটে পালিত, লালিত, পরিবর্দ্ধিত এবং সর্ব্বদা আদরণীয়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তাঁহাদের অভাব ও অর্থ পিপাসার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। তাঁহারাও কৃতজ্ঞতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করিতেছে। সৎ কার্য্যানুষ্ঠান কালে তাহাদের কেশাগ্র মাত্র পরিলক্ষিত হয়। সৎকার্য্যের সময় বাধা দিতে বিলক্ষণ পটু। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অসৎকার্য্যে অগ্রসর হইতেছে।

আহার ব্যবহারে, অধ্যয়ন অধ্যাপনে, যজন যাজনে ও আদান-প্রদানে যে প্রাচীন ভাবে লৌকিকতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সে কুলক্রমাগত স্বার্থ শূন্যতা, পরার্থ পরতা, ধর্ম্ম প্রবণতা, স্বজাতি প্রিয়তা, স্বদেশ হিতৈষিতা, ছাত্র পালকতা, জিতেন্দ্রিয়তা, আড়ম্বর শূন্যতা ও বাৎসল্যতা কি জানি—কাল বশে কোথায় চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সে অমায়িকতা আর নাই, সে বেদাভ্যাস জড় বিষয় বিমুক্ত বৃত্তি আর নাই,—সে ভ্রান্ত আশুতোষ স্বভাব আর নাই। আছে কেবল পল্লব গ্রাহিতা আর স্বভাব শঠতা মিশ্রিত বাচালতা। যে দিন হইতে সভায় বিচার পদ্ধতির আদর হইয়াছে, সেই দিন হইতে এ নৈতিক অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি এ যাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভূয়োগুণে মণ্ডিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে পাশ্চাত্য বাতাসে সে গুণগ্রাম উড্ডীন হইতে আরব্ধ হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে সেই বায়ুসহাগত অপগুণ আশ্রয় করিতেছে। এই আমদানি রপ্তানি ভারতের মৌলি-

কুর্ব্বতোঽশুদ্ধবুদ্ধেঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসোন ভবতীতি ন সন্ন্যাসনিবন্ধনা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ (মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা)

"যাহাদের চিত্ত কর্ম্ম জনিত শুদ্ধি সম্পন্ন নহে, সে সমস্ত অজিতেন্দ্রিয় লোকেরা কখনই ক্রিয়াশূন্য না হইয়া থাকিতে পারেনা, তাহারা হয় বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া, না হয় লৌকিক কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেই করিবে, সুতরাং যে পর্য্যন্ত চিত্ত পরিশুদ্ধ না হয়, তাবৎ কর্ম্ম সন্ন্যাস কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কারণ অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি স্বতন্ত্র নহে; তাহারা প্রকৃতি সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অথবা রাগ দ্বেষাদির অধীন, অতএব গুণ প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে অবশ্যই কার্য্য করিতে হইবে, সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত মানবের সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস অথবা সন্ন্যাসজনিত জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না।"

ইহার দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্ম সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে, যে কোন প্রকারে কর্ম্ম করিতেই হইবে। এই কর্ম্ম অধিকারী ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। আবার অধিকারীও তিন ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সাত্ত্বিক কর্ম্ম, দ্বিতীয় রাজস কর্ম্ম, তৃতীয় তামস কর্ম্ম। ১ম সাত্ত্বিক অধিকারী, ২য় রাজস অধিকারী, ৩য় তামস অধিকারী। সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে সাত্ত্বিক কর্ম্ম, রাজস অধিকারীর পক্ষে রাজস কর্ম্ম, এবং তামস অধিকারীর পক্ষে তামস কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। যথা—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ (গীতা)

আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগ, দ্বেষ এবং অভিমান বিবর্জ্জিত ভাবে যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এই কর্ম্মে কোন প্রকার গর্ব্ব এবং এই কর্ম্মের দ্বারা আমি রাজসম্মানাদি লাভ করিব এই প্রকার রাগ অথবা ইহার দ্বারা আমি শত্রুদিগকে জয় করিব এইরূপ দ্বেষ এবং কোনরূপ লৌকিক বা স্বর্গীয় ফলের আশা কিছুই থাকিবে না। এতাদৃশ সাত্ত্বিক কর্ম্মই চিত্ত পরিশুদ্ধি বিষয়ে সমর্থ। এখন রাজস কর্ম্মের লক্ষণ শুনুন। যথা—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥ (গীতা)

কর্ম্মফল ইচ্ছু ব্যক্তি সাহঙ্কার ভাবে অতি কষ্ট বোধে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম রাজস কর্ম্ম। এই কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন তামস কর্ম্মের লক্ষণ শুনুন।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তৎ তামসমুচ্যতে ॥

ভাবি শুভাশুভ, ধনক্ষয়, প্রাণিহিংসা এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল অবিবেক বশতঃ যে ক্রিয়ার আরম্ভ করে, সেই ক্রিয়ার নাম তামস ক্রিয়া।

এই পর্য্যন্ত ক্রিয়ার ত্রিবিধ বিভাগ দেখান হইল। এখন সাত্ত্বিকাদি অনুষ্ঠাতার লক্ষণ শুনুন।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

যাঁহার ক্রিয়াফল প্রাপ্তি বিষয়ে কিছুমাত্র আসক্তি নাই, যিনি অহঙ্কার পরিশূন্য, ধৃতি ও উদ্যম সম্পন্ন এবং ক্রিয়াফলের লাভ ও অলাভে হর্ষ বিষাদ রহিত, তাঁহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

যিনি কামনাদি দ্বারা আকুলান্তঃকরণ, কর্ম্মফল লিপ্সু, পরদ্রব্যাভিলাষী এবং ধর্ম্মার্থে স্বকীয় দ্রব্য ত্যাগে অসমর্থ, যিনি হিংসাত্মক, শাস্ত্রোক্ত শৌচ বিবর্জ্জিত এবং কর্ম্মফলের সিদ্ধি অসিদ্ধি নিবন্ধন হর্ষ বিষাদ সম্পন্ন, তাঁহাকে রাজস কর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয় বিমুগ্ধতা নিবন্ধন কর্ত্তব্য কার্য্যে অসমাহিত, যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জ্জিত নহে, অর্থাৎ বিবেক পূর্ব্বক কার্য্যের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া বালকবৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, যে গুরু দেবতাদির নিকট বিনম্র নহে, যে পরবঞ্চনার নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, এবং আপনাকে পরোপকারী জানাইয়া পরবৃত্তি উচ্ছেদে তৎপর, অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য রহিত এবং সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট চিত্ত এবং নানা প্রকার শঙ্কা নিবন্ধন দীর্ঘসূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তাকে তামস কর্ত্তা কহে।

এখন ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় বুঝিতে পারিলাম। এখন একবার দেখা আবশ্যক যে তাদৃশ কর্ত্তার মধ্যে কে কোন প্রকার বুদ্ধি সম্পন্ন, তবেই কর্ত্তব্য বিষয় পরিষ্কৃত রূপে বুঝিতে পারিব।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ বন্ধ কারণ কর্ম্মমার্গ, নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষহেতু সন্ন্যাসমার্গ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ভয়, অভয়, বন্ধ মোক্ষনাদি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥

যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি প্রকৃত রূপে না বুঝিয়া অন্যথা প্রকারে জানা যায়, তাহার নাম রাজসী বুদ্ধি। এখন তামসী বুদ্ধির লক্ষণ শুনুন।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী ॥

যে বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে, এমন কি সমস্ত পদার্থই যেন বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে।

এই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিভাগ অনুসারে বুঝিতে পারিলাম যে, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি সম্পন্ন, সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন, রাজসী বুদ্ধি সম্পন্ন রাজস কর্ত্তা, রাজস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন আর তামসী বুদ্ধি সম্পন্ন তামস কর্ত্তা তামসী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। এই পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা ক্রিয়ার [illegible] করেন, তাহাদের প্রকৃত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। [illegible] লাভ ইচ্ছু ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ না

অপর সম্প্রদায়ের আপত্তি গায়ত্রী দ্বারা মোক্ষ সাধন হয় না। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বঞ্চনা জনক। উহা গায়ত্রী প্রবন্ধে শ্রুতি স্মৃতি ও শিষ্টাচার বর্ণনা দ্বারা প্রতিপাদন করা গিয়াছে। পিষ্ট পেষণ নিষ্প্রয়োজন। আর “কলাবাগমসম্মতম, এই বচনাংশ না বলিয়া বচনের উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি বলিয়া “আগমসম্মতম, বলা উচিত। এবং ঐ বচন কাহার? কোন অধিকারী অভিলক্ষ্য করিয়া এই বচন-রচনা হইয়াছে। আমূল বর্ণনা পূর্ব্বক বিচার করিলে এই আগমোক্ত ক্রিয়া, শ্রুতি স্মৃতিভ্রষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখ অধিকারীর লক্ষ্য; তাহা শ্রৌত ধর্ম্ম লাভের জন্য এবং বেদের অবরোধভাবে। কেহ কেহ বলেন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে যে দীক্ষার আদেশ আছে তাহা গ্রাহ্য, কারণ ঐ আদেশ শ্রুতির অনুমাপক। বিরুদ্ধ না হইলে জৈমিনির মীমাংসামতে উহা অনুমান ও গ্রাহ্য। প্রত্যাপত্তিতে এই বলা যায় যে, জৈমিনি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন, আগম সম্বন্ধে ঐ মীমাংসার প্রমাণ কি? যদি বা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও দেখিতে হইবে। উহা উপাসনা কিনা? যদি উপাসনা হয় তবে কেমন উপাসনা—অহংগ্রহ, কি তটস্থ, অথবা অঙ্গগ্রহ। উপাসনার ত্রৈবিধ্য ব্যতীত অন্য নাই। ‘উপাসাদৈর্বিধ্যাৎ, পরমার্ষ সূত্রম্—অঙ্গগ্রহ উপাসনায় কর্ম্মের সঙ্গে উপাসিত হয় তাহা হইলে তৎকর্ম্ম ফলানুরূপ ফল হয়, মুক্তি নহে। তটস্থ উপাসনায় কাম্য ফল লাভ স্বর্গাদি অভ্যুদয়। অহংগ্রহে মুক্তি। বেদেও বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এস্থলে ভগবান বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন। যাবৎ অহংগ্রহ উপাসনা থাকিলেও সাধক সমুচ্চয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। করিলে শ্রুতিলঙ্ঘন এবং চিত্ত বিক্ষেপ অন্যথা কোন ফলসাধন হইবে না এই জন্য নিম্নলিখিত সূত্র প্রণীত হইয়াছে।

“বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥ ৩অ ৩পা

অহংগ্রহ উপাসনার সমুচ্চয় নাই, বিকল্প। অতএব পুরাণাদির অহংগ্রহ সাধনা অনুষ্ঠান বেদাধিকারীর নিমিত্ত নহে। আর যদি আগম স্বতন্ত্র শাস্ত্র হয় তবে বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎশাসন শিরোধারণ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত নহে। এবম্বিধ বিচার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বেদে কিছু হইবে না, এই কথা বলা একান্ত অসঙ্গত।

“উপায় আছে” বলিবার পূর্ব্বে আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপে সংস্কৃত হইতে হয় তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতেছে, আশ্রম চতুষ্টয়ের কথা ও সাধারণ রীতি অনেকেই জানেন। সাধককে ৪৮ টী সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। গর্ভাধান হইতে পত্র্যভিগম পর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম ১৪, মহাযজ্ঞ ৫, ৭টী সোমযজ্ঞ, ৭ হবির্যজ্ঞ, ৭ পাক যজ্ঞ, অভুক্ত থাকিয়া বেদ সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণ কর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ দৈহিক কর্ম্ম, ভস্ম সমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ এই ৮, সমুদায়ে ৪৮। ১৪+৫+৭+৭+৭+৮=৪৮। জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক অথবা আশ্রমীর করণীয় বলিয়াই হউক বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক, ইহা শ্রুতি স্মৃতির সাধারণ নির্দ্দেশ। যে এইরূপ সংস্কারে সংস্কৃত তাহারই জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া সুসম্ভব। সংস্কার বলে অনুষ্ঠাতার চিত্তমল নির্ম্মূল হয় সুতরাং পরিমার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব হয় এই বিধি উৎসর্গ (সাধারণ)। অপবাদ (বিশেষবিধি) এত যে ব্রহ্মচর্য্য সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি উক্তবিধ সংস্কারে সংস্কৃত না হইলেও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্ম দ্বারাও বিদ্যাফল হয়। কারণ শ্রুতিই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সম্পন্ন জীব রাগ দ্বেষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না। অভিভূত না হওয়াতে অপ্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়।

“এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। শ্রুতিঃ।

যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা অনুভবারূঢ় হন সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শন গত হন না।” অতএব

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥ ৩অ ৪পা পরমার্ষসূত্রং

উৎসর্গ বিধানে যজ্ঞাদি আশ্রমীর কর্ত্তব্য এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্যকারী। অপবাদ বিধানে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে। এই উভয় হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি অনাশ্রমী বিধুর, তাহার উপায় কি? উপায় আছে। বেদ সকলেরই উপায় দেখাইয়াছেন অথচ তৎসম্বন্ধে দোষ প্রদর্শন দ্বারা পাপক্ষালন ভিন্ন আর কিছু হয় না। বেদ অধিকারিভেদে সকলেরই উপায় করিয়াছেন। অধিকারানুরূপ বেদধর্ম্মাবলম্বী বহুলোক ভবব্যাধির পরপারে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা পুরাণেতিহাসে বর্ণিত আছে। তাহার বিচার ও মীমাংসা ব্রহ্মসূত্র হইতে নিম্নে লিখিত হইল। পাঠকগণ অবগত হইবেন।

ব্যাসাধিকরণ

“নাস্ত্যনাশ্রমিণো জ্ঞানমাস্থ বা নৈব বিদ্যতে।

ধীশুদ্ধ্যাশ্রমধর্ম্ম্য জ্ঞানহেতো বভাবতঃ ॥

অস্ত্যেব, সম্বন্ধ্যাক্ষজপাদেশ্চিত্তশুদ্ধিতঃ।

শ্রুতা হি বিদ্যা রৈক্কাদেরাশ্রমে ত্বতিশুদ্ধতা ॥

অনাশ্রমীদিগের বিদ্যা হইবে কিনা এইরূপ সংশয়ানন্তর এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আবির্ভাব হইল যে, জ্ঞান বিকাশের হেতু আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে বিদ্যা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না বিচারে মীমাংসিত হইল জপাদি দ্বারাও বিদ্যালাভ হইবে। এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সমাবর্ত্তনান্তে বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই, বনপ্রস্থ্যা (তৃতীয় আশ্রম) করে নাই, পত্নী বিয়োগানন্তর আর দার পরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই এইরূপ লোককে বিধুর বলে। দারিদ্র্য বশতঃ দ্রব্যাদি সংগ্রহের ক্ষমতা নাই অথবা দ্রব্যাদি অপ্রাপ্য বলিয়া সংগৃহীত হয় না এরূপ লোকও দরিদ্র। বিধুর ও দরিদ্রদিগের উপায় ধর্ম্ম মীমাংসার জন্য পূর্ব্বোক্ত অধিকরণ নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্র চতুষ্টয় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩৬

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যোৎপত্তির কারণ ইহা সাধারণ বিধি। অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান করিলেও বিধুরদিগের ধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব। রৈক্ক বাচক্নবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত।

এইরূপে শ্রুতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য আর এক সূত্র গ্রথিত হইল।

অপি চ স্মর্য্যতে॥৩৭

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্ন চর্য্যায় থাকিয়া কোনও আশ্রম বিহিত কর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস স্মৃতিতে বর্ণিত আছে তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে—পূর্ব্ব সূত্রস্থ শ্রুতিও এতৎসূত্রস্থ স্মৃতির উদাহরণ কেবল জ্ঞাপকমাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শ্রুতি স্মৃতি কোথায়? বিধায়ক শাস্ত্রব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তির জন্য ভগবান বাদরায়ণাচার্য্য আরও দুইটী সূত্র সঙ্কলন করিয়া আব-রুরণ সম্পন্ন করিলেন।

"বিশেষানুগ্রহশ্চ," ৩৮

জ্ঞানের অবিরোধী কেবল পুরুষমাত্র কর্ত্তব্য জপ, উপবাস, ও দেব সেবা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশেষ দ্বারা বিধুরও দরিদ্র-দিগের প্রতি ও বিদ্যার অনুগ্রহ (উৎপত্তি) হইতে পারে। মনু, আপস্তম্ব, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণ সাধারণ জপ কর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রম ধর্ম্ম করুন বা না করুন তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ। মৈত্র সর্ব্বত্র অবস্থানকারী। অহিংসক বা দয়াবান। এই শ্রুতি বিধুর ও দরিদ্রদিগের আশ্রম কর্ম্ম সম্ভাবনা হইলেও দরিদ্রদিগের আশ্রম কর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার দিয়াছেন এবং সেইরূপে মুক্ত বলিয়াছেন এবং মন্বাদি-স্মৃতি সুস্পষ্ট বিধায়ক এবং উহা শ্রৌত। এখন এই আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে যে, তাহা হইলে আশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজন প্রায় নাই বলিলেও হয়। এই জন্য নিম্ন সূত্রে সমাধান হইল।

"অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ॥ ৩৯॥

বিধুর প্রভৃতি অনাশ্রমী থাকা শ্রেষ্ঠ। কারণ আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রম বিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে পারে, আশ্রমানুষ্ঠানে। জ্ঞান সাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ, অর্থাৎ নিকট সাধন। আশ্রমিত্ব ও অনাশ্রমিত্ব এই উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্ব শ্রেষ্ঠ ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি সমস্বরে বলিয়াছেন। অধিকন্তু অনাশ্রমীকে স্মৃতি নিন্দাও করিয়াছেন "তৈর্ন্নৈতৈ ব্রহ্মবর্চ্চ-স্বাকৃৎ তৈজসশ্চ" আশ্রম ধর্ম্মে নিরত থাকিলে ক্রমে ব্রহ্মবর্চ্চ, স্বাকৃৎ ও তেজঃ সম্পন্ন হয়। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একদিন ও অনাশ্রমী থাকিবে না। বিধুরের বিধান সাধারণ বিধি নহে। এই বিচারে শ্রুতি স্মৃতির অনুবলে স্থির হইল যাহারা বেদের স্কন্ধে দোষ প্রদর্শন করিয়া অভিনব প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান, তাহাদের তাদৃশ বাক্য শাস্ত্র ও শিষ্ট জনানুমোদিত নহে। তৎপক্ষে কি হইবে? গুরূপদেশ সংযোগে একবার পরিত্রাণের তরণী মূল বেদ অনুসারে নিরন্তর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঐ দেখ ভাগবতপুরাণে বেদে অনধিকারীর জন্য পুরাণাদির অবতারণা বলিয়াছেন। তাহা বলিয়া ব্রাহ্মণাদি বেদাধিকারিগণ পুরাণ-ইতিহাস হইতে বেদাদিবোধিত তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না এমত নহে। কিন্তু পুরাণাদি প্রধান নহে। বেদই হৃদয়ে রাখিয়া অধিকার অনুরূপ পুরাণ ইতিহাসের সঙ্কলন করিলে বেশ ঠিক হয়। অধুনা মুদ্রাযন্ত্র প্রভাবে গ্রন্থ প্রাপ্তি অতি সুলভ। অনেকে তাহার ভাষা অনুবাদাদি দেখিয়া সম্প্রতি বোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন। সাধারণের সেবা না করিয়া অর্থবাদ ও পোচবাদে বিমুগ্ধ হইয়া যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কাজেই উপায় থাকিতেও অনুপায় হইয়া উঠিয়াছে। উপায় আছে।

উপায়ের অনুসন্ধান না করিলে উপায় নিজে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। যদি মন্ত্র তাহা নিজে আসিয়া কাহাকেও দেখা দিয়া সম্পন্ন ও নিবারণ করিয়া থাকে কি? অনুসন্ধান করিয়া তাহা লাভ করিতে হয়। শাস্ত্রকারেরা উপায় বর্ণনা করিয়াছেন, আর শাস্ত্র বৈদিক উপায়গুলি বিস্তৃতরূপে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহারা স্বতন্ত্রোপায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহার ফল ও স্বতন্ত্র। যাহাতে পুনরাবর্ত্তন হয় না এইরূপ মোক্ষামৃত লাভের উপায়, বৈদিক উপায়ই প্রকৃত উপায়। যিনি যথার্থ উপায় প্রদর্শক বেদবিদ্যা। বিকল্পে বিতণ্ডা বিস্তার করেন, তাঁহাদের বাসনা ভারত বিনাশ। সুতরাং উহারাও একরূপ অবৈদিক বিশেষ। সুতরাং মনে ভাবিয়া করিয়া শিষ্টাচারে লোকসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। শিষ্টাচার বেদ সেবা ভিন্ন হইতে পারে না। বেদে উপায় নাই, বেদে কিছু হয় না এরূপ উপদেশ একান্ত হেয়। বেদে যাহার উপায় নাই, তাহার উপায় বিশ্বেও নাই। এই জন্যই ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥

বেদে উপায় আছে, পুরাণে আছে, স্মৃতিতে আছে, ইতিহাসে আছে। উপায়ের বর্ণনও হইল। এক্ষণে যথাযথ করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত উপদেশ। অন্ধকারোদ্ধার করাই মানবের কর্ত্তব্য। অন্ধোদ্ধার না করাই মূর্খতা। কার্য্য আদায়ের চেষ্টা না করিয়া শাস্ত্রস্কন্ধে দোষ প্রদান কর্ত্তব্য নহে। বেদে দোষ ও ভগবানে দোষ দেওয়া তুল্যাপরাধ। অনর্থক অপরাধ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? বেদেও উপায় আছে, ইহা আস্তিক জন সম্মত। অন্যান্য উপায়ের অনুবাদ মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকামিনী মোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

আমার কৃষ্ণ।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লিঙ্গদেহ।

কৃষ্ণের ইচ্ছাময় দেহপ্রদর্শন প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে বিম্বদেহ এবং প্রেতদেহের অবতারণা করা হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা ইচ্ছাময় দেহের সম্ভাব সপ্রমাণ হয় নাই। প্রমাণ হইয়াছে বর্ণময়

অচেতন দেহের, আর সূক্ষ্মভূতময় দেহের। দর্পণের বিম্ব দেহ দর্শনে জানা গিয়াছে যে, মৃত্তিকাদি ভূত পদার্থ ব্যতীত কেবল শক্তি পদার্থের দ্বারা ও রূপযুক্ত দেহাকার বিনির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাতে দেহের উপযুক্ত কোন ক্রিয়াও নাই, সংজ্ঞা চৈতন্যও নাই, আত্মাও নাই, তাহার স্থায়িত্বও নাই। তৎপর প্রেত-দেহের দ্বারা আর একটু অধিক দূরে যাওয়া গিয়াছে। সেখানে দেখা গিয়াছে যে, স্থূলভূত এবং তদ্দ্বারা গঠিত রক্ত, মাংস, অস্থি-মজ্জাদি রহিত রীতিমত ক্রিয়াশীল চেতন দেহেরও সদ্ভাব আছে। কিন্তু ঐরূপ দেহে ভূক্ষ্মভূতের সংস্রব থাকে। সুতরাং সেই দৃষ্টান্তের দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধির শেষ হইতে পারে না। আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ইচ্ছাময় দেহের মত একটি দেহ দেখিতে পাইলে—যে দেহের মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকার ভূত ভৌতিক পদার্থেরই সম্পর্ক থাকিবে না, অথচ তাহা কার্য্য কারক একটি দেহ হইবে, তাহাতে সংজ্ঞা থাকিবে, চৈতন্য থাকিবে, আত্মা থাকিবে, কার্য্যনিষ্পাদনের উপযুক্ত হস্তপদাদি অবয়ব-গুলিও থাকিবে, এইরূপ একটি দেহ বুঝিতে পাইলে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ করা হয় নাই। কারণ উল্লিখিত। প্রেতদেহে অন্যান্য সমস্তই থাকিলেও সূক্ষ্মভূতের সম্পর্ক আছে এজন্য উহা প্রকৃত বিষয়ের পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থলে উপনীত হইতে পারে না। অতএব সূক্ষ্মভূত পদার্থের সম্বন্ধ না থাকে এবম্বিধ উল্লিখিত মতের একটি দেহ প্রদর্শন করান আবশ্যক। তাহা হইলে, বোধ হয়, পাঠকগণ, ইচ্ছাময় দেহের অস্তিত্ব বিষয়ে কতকটা ভরসা করিতে পারিবেন। এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাহাই আমাদের প্রদর্শনীয় বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থলে যাহা উত্থাপিত হইবে তাহা সাধারণ পাঠক বর্গের কিরূপ সমাদৃত হয় বলিতে পারি না, কারণ তাহা এই চর্ম্মচক্ষের একবারেই অগোচর বস্তু। তাহার প্রসিদ্ধ নাম লিঙ্গশরীর। লিঙ্গশরীর বহির্নয়নের সম্পূর্ণ অবিষয় দ্রব্য। সুতরাং বর্ত্তমান কালের পাঠকদের মধ্যে এইরূপ বস্তুতে আস্থাবান্ হওয়া বোধ হয় নিতান্ত সুকঠিন ব্যাপার। যাহা প্রতি গ্রামের পচিশজন লোকের অন্ততঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, নয়নের জড়তা একটু কমিলে এবং একটু অন্তর্নয়ন হইলেই যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রেত দেহের প্রতিই যখন প্রায় সকলে সন্দিহান হয়েন তখন তদপেক্ষায় সূক্ষ্মতর এবং কেবল যোগীজন দৃশ্য লিঙ্গ শরীরে যে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে সাহসী হইবেন এমত ভরসা করা যায় না। কিন্তু তথাপি তাহা না বলিলে চলিবে না। তোমার বিশ্বাস বা প্রত্যক্ষ হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যক্ষ মূলক বিশ্বাসকে মিথ্যা বলিয়া তুলিয়া লইতে পারা যায় না। সুতরাং তাহা বলিতেই হইবে। প্রথমে লিঙ্গশরীরের অবস্থা বলা যাইতেছে, তৎপরে ইহার উপাদান এবং সদ্ভাবের প্রমাণাদির অন্বেষণ করিব।

শাস্ত্র বলেন,—"সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। অবয়বাস্তু, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি" (বেদান্তসার)। ইহার অর্থ এই,—সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে। ইহার মধ্যে সপ্তদশটি বস্তু আছে, অর্থাৎ সপ্তদশটি অবয়বের দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন, এবং পঞ্চ-প্রাণ ইহারাই সেই সপ্তদশ অবয়ব।" তাহা হইলে জানা গেল যে লিঙ্গশরীরের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য আছে, চিন্তা অধ্যবসাদি ক্রিয়াও আছে, এবং হস্ত, পদ, বাক্, বায়ু, উপস্থ, নয়ন, শ্রবণ, রসনা, ত্বক্, ঘ্রাণ, আর প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, এই পাঁচ প্রকার প্রাণশক্তিও আছে। কিন্তু ইহাতে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকার ভূত ভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক নাই। সুতরাং মজ্জা, বসা, রুধির বা অস্থি, পেশী, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ফুস ফুসাদি যন্ত্রও নাই অথচ একটী দেহও বটে, দেহের অবয়বাদি সমস্তই ইহাতে রহিয়াছে।

এখন এস্থানে চারিটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম,—এরূপ দেহ কোথা আছে। দ্বিতীয়,—এরূপ শরীর স্থূলদেহের মত ক্রিয়াশীল বস্তু কি না। তৃতীয় লিঙ্গ শরীরের স্থূল দেহের মত আকৃতি ও রূপ আছে কিনা। চতুর্থ বিদ্যমান দেহ থাকার প্রমাণ কি। এই চারিটি বিষয় নির্দ্দিষ্ট না হইলে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। অতএব নিম্নে ইহার একএকটি করিয়া যথাক্রমে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

লিঙ্গদেহের অন্বেষণের নিমিত্ত প্রেতান্বেষণের ন্যায় দেশে দেশে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হয় না। উহা প্রতিমানবের নিজ দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীতে এমত কোন মানবই নাই, যাহার দেহের মধ্যে উল্লিখিত লিঙ্গশরীর বিদ্যমান নাই। সুতরাং তোমার দেহের মধ্যেই ইহা বিরাজ করিতেছে, এজন্য ইহার প্রমাণ সন্ধানের নিমিত্ত অন্যত্র যাইতে হয় না। নিজের মধ্যে একটু মগ্ন হইতে পারিলেই লিঙ্গশরীরের জলন্ত সত্তা অনুভূত হয়। চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় সমভিব্যাহারে আপন মনটাকে বাহ্য বিষয় রাজ্য হইতে ফিরাইয়া তাহার বহির্গতি অবরুদ্ধ করিয়া, যদি তাহাকে অন্তর্মুখীন করা যায়, আন্তর রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত করা যায়, এবং আন্তর রাজ্যেই সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, যখন কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কোন রূপ ক্রিয়া হইবে না, বাহ্য বিষয় মাত্রেরই কোনরূপ জ্ঞানও থাকিবে না, সম্পর্ক ও থাকিবে না, মনেরও কোনরূপ ভাবনা চিন্তা ধ্যানাদি থাকিবে না, সে আন্তর রাজ্য এবং বহীরাজ্যের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে—আপনার অস্তিত্বের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া অবস্থিতি করিবে, তখনই তাহার কেবল আপনার উপলব্ধি হইতে থাকে। অন্তঃকরণ চেতন বস্তু, সে কখনো অজ্ঞান, অচেতন, অপ্রকাশ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবে অব-স্থিতি করে না, সর্ব্বদা সচেতন এবং প্রকাশমান ভাবেই থাকে, সুতরাং অন্যকোন বিষয়ের সহিত যখন কোন সংস্রব থাকে না, তখন অন্যজ্ঞানও থাকে না। অতএব কেবল নিজে নিজে নিজের উপলব্ধি করে। তাহা হইলেই লিঙ্গদেহের উপলব্ধি হইল। কারণ ইন্দ্রিয়াদির সহিত অন্তঃকরণের নামই লিঙ্গশরীর ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্য কিম্বা আন্তরিক অন্য কোন বিষয়ের কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কোন মতেও লিঙ্গশরীরের অনুভূতি হইতে পারে না। তখন সেই সকল বিষয়েরই

উপলব্ধি হয়। যাহার সহিত সম্পর্ক থাকে তাহারই জ্ঞান হইতে থাকে। তবে বিশুদ্ধ নিজের সত্তা কিপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইবে? অতএব উপলব্ধি করিয়া লিঙ্গশরীরের প্রামাণ্য বুঝিতে হইলে তৎকালের জন্য বাহ্য বিষয়াদি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আন্তর রাজ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ হইলে লিঙ্গদেহের অবিতর্কিত এবং নিসংশয় প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম হয়। আর যাহারা তাহা পারে না তাহাদের জন্য অন্য প্রমাণের অন্বেষণ করা আবশ্যক, এজন্য তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

লিঙ্গদেহের অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ আমাদের নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি। লিঙ্গশরীর না থাকলে নিদ্রাবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু ঘটনা হইত। লিঙ্গ দেহ আছে বলিয়া তাহা ঘটে না। এবিষয় বোধ হয় সকলেই অবগত আছ যে, নিদ্রাবস্থাতে আমাদের বাহ্য দেহের সহিত কোনরূপ সংস্রব থাকে না। তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় কাহারোই কোনরূপ ক্রিয়া সাধন হয় না, কিছু দেখাও যায় না শুনাও যায় না, আঘ্রাতও হয় না, স্পৃষ্টও হয় না, আস্বাদিতও হয় না, অথবা কর চরণাদির দ্বারা গ্রহণ গমনাদিও হয় না, কোনরূপ ভাবনা চিন্তা বা স্মরণ সপ্নাদিও একবারেই তিরোহিত হয়, দেহের সুখ দুঃখ যন্ত্রণাদিও অনুভূত হয় না, সুতরাং দেহের সত্তা বা কোন দেহাবয়বের অবস্থা ক্রিয়াদিও সম্পূর্ণরূপ অপরিজ্ঞাত হয়। দেহের মধ্যে কোন রূপ নিয়োগ প্রয়োগাদিও থাকে না। কিন্তু "আমার" অস্তিত্বটী বিলক্ষণই থাকে, তাহা পরমানন্দ—পরমামোদের সহিত আত্মগুহ্য আন্তর রাজ্যে অবস্থিতি করে। তাহা না হইলে নিদ্রার নিমিত্ত কেহ এত প্রার্থনা করিত না, এত লালায়িত হইত না, নিদ্রা ভঙ্গ হইলেও এত প্রত্যাখ্যত হইত না। তবেই জানা গেল যে, নিদ্রাবস্থাতে "আমি" থাকি, এবং তখন এইস্থূল দেহের সহিত "আমার" কোনরূপ সম্পর্কই থাকে না। "আমি" ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত ও পৃথকভাবে অবস্থিতি করি। এখন তুমি যদি একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তাহা হইলেই লিঙ্গ শরীরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। নিদ্রাবস্থায় স্থূল শরীর হইতে পৃথক রূপে যাহা অবস্থিতি করে, তাহাই সেই লিঙ্গশরীর, অথবা ইন্দ্রিয়গণ সমভিব্যাহৃত অন্তঃকরণের সমষ্টি। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ অন্তঃকরণবর্গের মধ্যে মিলিয়া গিয়া একীভাব প্রাপ্ত হয় ("পরে দেবে মনস্যেকীভবন্তি" শ্রুতি) অন্তঃকরণ গুলিও সকলে একত্র হইয়া পরমানন্দে বিরাজ করিতে থাকে। "সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ" (শ্রুতি) সেই বস্তুর নামই লিঙ্গশরীর। সুতরাং নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতির দ্বারা লিঙ্গশরীরের সত্তা সপ্রমাণ হইতেছে।

পাঠক! যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া থাক তবে আর এক প্রকার প্রমাণের কথা শুন। পরপুর প্রবেশ নামে যে ভারতের আপামর সাধারণ একটী কথা প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় তুমিও অবগত থাকিবে। যদি তাহাতে বিশ্বাস থাকে তবে তাহাও লিঙ্গশরীর সদ্ভাবের একটা প্রবলতম প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই দেহটা সবাকারে সংস্থাপিত করিয়া অন্যের মৃত শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তদাকারে জীবিত হইয়া উঠার নাম পরপুর প্রবেশ। ইহা যে প্রকারে সংসাধিত হয়, পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে তাহা বর্ণিত আছে। "বন্ধকারণ শৈথিল্যাৎ প্রচারসম্বেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ" (৩৮সূ) ইহার অর্থ এই,—লিঙ্গ শরীর এই স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেহ হইলেও অনেক দিনের বদ্ধমূল সংস্কারানুসারে উভয়ের অভেদ ভাব ঘটিয়া গিয়াছে, সেই জন্য সকলেই এই স্থূল দেহটাকে "আমি"র মধ্যে মিশাইয়া লইয়া সর্ব্বদা "আমি" বলিয়া অনুভব করিতেছে। এই অভেদ ভাব হওয়ার নাম লিঙ্গ দেহের সহিত স্থূল দেহের বন্ধন। সেই চিরাভ্যস্ত বদ্ধমূল সংস্কার রাশিই ইহার কারণ। যাঁহারা সমাধিবলে সেই সংস্কার সমষ্টিকে ছিন্ন ভিন্ন রূপে শিথিল করিয়া ফেলিতে পারেন, এবং নিজ স্থূল দেহের মধ্যে যে সর্ব্বদা লিঙ্গশরীরের প্রচার হইতেছে, মস্তক হইতে হস্ততল পদতল পর্য্যন্ত গতিবিধি বা আকুঞ্চন প্রসারণ হইতেছে তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই দেহটি ফেলিয়া অনায়াসে লিঙ্গশরীরটি লইয়া অপরের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলেই সেই দেহটা পরিত্যাগ করিয়া এই স্থূল দেহে প্রত্যুপস্থিত হইতে সমর্থ হয়েন।

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের জৈবনিক ইতিহাসে (শঙ্করদিগ্বিজয়ে) যে তাহার রাজকায় শবদেহে প্রবেশের বিষয় জানা হইয়াছে, তাহাই এই ঘটনার ফল। আবার অন্যান্য মহাত্মগণের যে সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণের বিষয় শুনা যায় তাহাও এই ঘটনারই ফল। অতএব ইহার দ্বারাও লিঙ্গশরীরের সদ্ভাব সপ্রমাণ হইল।

এতদ্ব্যতীত, আমাদের সচরাচর মৃত্যুও এই লিঙ্গশরীর আর স্থূল শরীরের বিয়োগ ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লিঙ্গশরীরটি যখন এই দেহটা পরিত্যাগ করিয়া "কালবশে" বহির্গমন করে তখনই মৃত্যু হইল বলিয়া ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্র সমূহ এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "স সর্বাত নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং" (সাঙ্খ্যকারিকা) "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" (বেদান্ত দঃ)। সুতরাং ইহাও লিঙ্গ শরীর সদ্ভাবেরই প্রমাণ।

সর্ব্বশেষে আর একটি প্রমাণের বিষয় বলিতেছি, ইহার দ্বারাই বোধহয় পাঠকবর্গের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইবে। ঠিক! তোমার জীবনের মধ্যে এমত ঘটনা কখন ঘটিয়াছে কি, যে, তুমি বাস্তবিক অদৃষ্ট পূর্ব্বক কোন স্থান বা কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছ বলিয়া মনে হইয়াছে কিম্বা কোন দিন স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ দর্শন হওয়ার স্মরণ হইয়াছে? তুমি একটু অভিনিবিষ্ট ভাবে স্মরণ করিয়া দেখ। আমার বিশ্বাস এরূপ ঘটনা তোমার, অনেক সময় ঘটিয়া থাকিবে। যদি নিতান্তই না হইয়া থাকে, তবে অন্য মনস্বী মানবদিগকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে তাঁহারা নিজের মধ্যে এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলেই লিঙ্গ শরীরের জাগ্রত অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতেছি,—কোন আশ্চর্য্যাবহ অথবা বিশেষ কোন রূপ দোষ বা গুণ সম্পন্ন

অর্থাৎ যে কোন রকমে মনের বিশেষ উদ্বোধনকারি কোন স্থানাদির কথা শ্রবণ করিলে, সম্ভব হইলে, তাহার সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত মনের ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এই ঔৎসুক্য যদি অতি প্রবল ভাবে সমুদিত হয় তবে সর্বাবস্থায়ই তাহা মনোরাজ্য অধিকার করিয়া থাকে। অন্য কোন ঘটনা আসিয়া যতক্ষণ তাহা বিস্মৃত না করিতে পারে তত দিনই মনের মধ্যে আধিপত্য করিবে সুতরাং স্বপ্নাবস্থায়ও তাহার সংস্কারের ক্রিয়া হইতে থাকে অর্থাৎ সেইখানে গিয়া তাহা দেখিবার নিমিত্ত মনের মধ্যে এক প্রকার আবেগ হইতে থাকে। উক্ত আবেগ যদি তেমন বলবান না হয় তবে মন আপনার স্থানে থাকিয়াই সেই বস্তুর যথাশ্রুত স্মরণ করিতে থাকে। ইহারই নামান্তর স্বপ্ন। এই স্বপ্নাবস্থার পর বাস্তবিক যদি কখনও ঐ বস্তুর সন্দর্শন ঘটে তাহা হইলেও অনেক সময়ে এমত মনে হয় যে, "ঐ বস্তুটি যেন অন্য কোন সময়ে দেখিয়াছিলাম" ইহাকে স্বাপ্নপ্রত্যভিজ্ঞা বলে, আবার স্বপ্ন দর্শন না হইয়া সেই গল্পের শ্রবণ কালে যে মনের মধ্যে উহার একটা কাল্পনিক চিত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার স্মরণ হইয়াও ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা উপস্থিত হইতে পারে। তাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞাকে স্মৃতি প্রত্যভিজ্ঞা বলা যায়। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ প্রত্যভিজ্ঞাই ভ্রম সঙ্কলিত, সুতরাং নিতান্ত অসম্পূর্ণ, কারণ এই প্রত্যভিজ্ঞা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ মূলক নহে। ইহা কেবল পূর্ব্বকল্পনা মূলক। লোকের মুখে বর্ণনা শুনিয়া সেই স্থান বা ব্যক্তিটার যেরূপ অবস্থাদি মনের কল্পনার দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রত্যভিজ্ঞায় স্ফুরিত হইতেছে। অবশ্যই সেই মনঃ কল্পিত চিত্রের সঙ্গে শেষের দৃষ্ট বিষয়ের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভব বটে, কেন না অন্য লোকের নিকট ইহার অবস্থাদি শুনিয়াই মনের চিত্র গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই চিত্র আর ঐ দৃশ্য সর্ব্বতোভাবে কদাপি এক বা সমান হইতে পারে না, সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি এমত্ মনে হয় যে "এই বস্তুটি পূর্ব্বে কখনো দেখিয়া থাকিব" তাহা হইলে ইহার মধ্যে ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা এতদুভয়ই বিমিশ্রিত থাকিল। কারণ লোকের মুখে শুনিয়া বা চিত্রপটে দেখিয়া উহার যে চিত্র মনের মধ্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই ইহার সম্পূর্ণ আদর্শও নহে, অথবা সর্ব্বতোভাবে যথার্থও নহে, এজন্য এই প্রত্যভিজ্ঞা সংশয়ের আকারে সমুত্থিত হয়, অর্থাৎ "ইহা হয়ত কোনখানে দেখিয়া থাকিব, বোধ হয় কোন দিন দেখিয়াছি" এইরূপ আকারে পরিণত হয় কিন্তু ঠিক ইহাই দেখিয়াছি এইরূপ নিশ্চয় ধারণা রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় কেবল সত্য দর্শনের পরে। যদি যথার্থই কোন বস্তুর দর্শন করিয়া কালান্তরে তাহার পুনর্দর্শন ঘটে, তবেই এরূপ অবধারিত প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিত হয়। বাস্তবিক এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা লইয়াই আমাদিগের কথা, এবং প্রকৃত প্রসঙ্গের উপযোগিতা। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্যভিজ্ঞা লইয়া নহে। এশরীরের দ্বারা বাস্তবিক পূর্ব্ব দর্শন না ঘটিলেও যে মধ্যে মধ্যে নিশ্চয় ধারণারূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাই আমাদের লিঙ্গশরীরের অক্ষুণ্ণ প্রমাণ। ফলতঃ, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও তোমার অনেক বার ঘটিয়াছে। তুমি একটু নিপুণভাবে দেখিলেই তাহা স্মরণ করিতে পারিবে। এই নিশ্চয় ধারণারূপ প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা ভ্রান্তির চিহ্ন থাকে না। ইহা কল্পনামূলক মনের চিত্র ঘটিত নহে কিন্তু সাক্ষাৎ সন্দর্শন মূলক। তুমি ক্ষণকালের জন্য লিঙ্গশরীরের সহিত নির্গত হইয়া সেই স্থানে গিয়া কখনো উহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে, সেই জন্য নিশ্চয় ধারণারূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আর কোন মতেই এই প্রত্যভিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না।

এরূপ ঘটনার কারণ সেই মনের আবেগ। পূর্ব্বোল্লিখিত মতে সেই স্বপ্ন বর্ণিত বস্তুর সন্দর্শনের নিমিত্ত হৃদয়ের প্রবলতর আবেগ জন্মিলে তোমার নিদ্রাবস্থাতে তুমি লিঙ্গশরীর লইয়া সেই স্থানে গিয়া তাহার দর্শন করিয়াছিলে। উক্ত অতিপ্রবল আবেগই তোমার লিঙ্গশরীরকে এদেহ হইতে পৃথক করিয়া বাহিরে নিষ্ক্রান্ত করাইয়াছিল। পরে সেই সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই আবার সেই পূর্ব্বোল্লিখিত বদ্ধকারণসংস্কারের দ্বারা এই দেহের মধ্যে প্রত্যাকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান সম্পাদিত হইল। তখন প্রকৃত নিদ্রা হইল। ঐ সময়ে যে ক্ষণকালের জন্য তুমি স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলে, তখন সংস্কার নিবদ্ধ সম্বেগের বলে শরীরের শ্বাস প্রশ্বাসাদি হইয়াছিল, সেই জন্য তোমার মৃত্যু হইতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ ঘটনা অধিক সময় স্থায়ী হইলে শরীরের তাদৃশ ক্রিয়া হইতে পারে না, সুতরাং মৃত্যু ঘটিতে পারে। ফলতঃ তাহা হয় না। লিঙ্গশরীর অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আবার প্রত্যাগত হয়। এইরূপে উক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা লিঙ্গশরীরের সদ্ভাব সপ্রমাণ হয়। লিঙ্গশরীর না থাকিলে এরূপ ঘটনা কস্মিন্ কালেও সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে যতটুকু বলা হইল তদ্দ্বারাই বোধ হয়, উহার ক্রিয়া বিষয়ে সন্দেহও নিরাকৃত হইয়াছে। কারণ যাহা অন্যত্র চলিয়া গিয়া দর্শনাদি কার্য্য সাধন করিতে পারে, অন্যের দেহে প্রবেশ করিতে পারে তাহাতে যে স্থূল দেহের মত ক্রিয়া কলাপের সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাহা না থাকিলে উক্তরূপ ব্যাপারাবলী কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব এবিষয় লইয়া আর আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করি না।

এখন লিঙ্গদেহের রূপের কথাটি বলিতে অবশিষ্ট থাকিল, পর পরিচ্ছেদে তাহা বলিব।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

পরকাল তত্ত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গতবারে অন্যান্য আস্তিক এবং নাস্তিক সম্প্রদায়ের পারলৌকিক বিশ্বাসের বিষয় আখ্যাত হইয়াছে। এবার আর্য্যজাতির দৃষ্টির বিষয় উত্থাপিত করিব। পরন্তু এব্যাপারটি বড় সহজ নহে, ইহা অতি দুরূহ বিষয়, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাও

যেমন অতীব কৃচ্ছ্র সাধ্য বিষয়, আবার ইহা বুঝাইয়া দেওয়া মাদৃশ স্বল্পজ্ঞ লোকের পক্ষে ততোধিক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাঁহারা নির্ম্মল মনীষাসম্পন্ন পুরুষ, ধীশক্তির গতি যাহাদিগের অব্যাহত, যাঁহারা আন্তর রাজ্যে অভিনিবেশে সামর্থ্যবান্, তাঁহারাই আর্য্যজাতির পারলৌকিক তত্ত্ব উপলব্ধির উপযুক্ত পাত্র, অন্যকে বলিবার পাত্রও তাঁহারাই। কারণ আর্য্যদিগের পারলৌকিক বিশ্বাসের বিষয়টী অতীব বৃহৎ, অতীব ব্যাপক, এবং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম তত্ত্ব।

আর্য্য মহাপুরুষগন, জীবের পার্থিব রাজ্য পরিত্যাগের পরে কেবল অনন্ত স্বর্গে যাওয়া বা নরকে যাওয়া এরূপ দুটি কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই, সন্তুষ্টও হয়েন নাই, সুতরাং তাহা বলিতেই পারেন নাই। তাহাদের এসম্বন্ধে অসংখ্য প্রকার উপলব্ধি, অসংখ্য প্রকার চিন্তা এবং অপারসংখ্যের সিদ্ধান্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এজন্য তাঁহাদের পরকালতত্ত্ব একটা অপরিসীম বিষয়, ইহার আদি অন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারা এই জগতের মধ্যে এই পার্থিব রাজ্যের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ অন্যরূপ আরো ছয়টা রাজ্য বিশেষ বিদিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই অসীম অনন্ত এবং এই রাজ্যের মত অপরিসংখ্য প্রকার স্থাবর জঙ্গম প্রাণিপুঞ্জ ও নদ নদী পর্ব্বতাদি অনন্তবিধ বস্তু জাতের দ্বারা চিত্র বিচিত্রিত রাজ্য বলিয়া জানিতেন। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম লক্ষণাদিও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথা, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। আবার ইহার পরেও আর একটা রাজ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম করিয়াছেন "লোকাতীত লোক" "গুণাতীত লোক" "চিতধাম" "আত্মধাম" "ব্রহ্মধাম" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত এই সকল রাজ্যের অন্তর্গত আবার বহুসংখ্যক অবান্তর রাজ্যের চিত্র করিয়াছেন, তাহারাও ইহাদের ন্যায়ই অনন্ত, অসীম এবং অনন্ত প্রকার বস্তু পুঞ্জের দ্বারা পরিশোভিত; এই সমস্ত লোকগুলিই আর্য্যজাতির পরলোক। অতএব এই অত্যদ্ভুত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন পর্য্যালোচনা করা কাহার সাধ্যায়ত্ত বিষয়? কে ইহার ইয়ত্তা করিতে পারিবেন, কে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন? ইদানীং তাদৃশ পুরুষ বোধ হয় একবারেই বিরল। আমরা এই পরিদৃশ্যমান পার্থিব রাজ্যের তত্ত্ব বিষয়েই একরূপ সদ্যোজাত বালক বিশেষ বলিলেই হয়, তাহাতে আবার সেই লোকাতীত অদৃশ্য রাজ্যের সম্পূর্ণ অবস্থাদি সকলকে বুঝাইয়া দেব ইহা কিরূপে আশায় হইবে? হইলেও তাহা ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে, মনুষ্য মাত্রই নাকি জ্ঞান বিস্তার স্বভাব, নিজের জ্ঞান টুকু প্রকাশ করিয়া ফেলান মানুষের প্রকৃতি সিদ্ধ বিষয়। অল্পই জানুক আর অধিকই জানুক, কিম্বা ভ্রান্ত সংশয়িত হইয়াই জানুক, যে কোনরূপে কিছু জানিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেই আর তাহা গোপনভাবে রাখিতে পারে না, অন্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, বাক্যের দ্বারা, ইঙ্গিতের দ্বারা, লেখার দ্বারা, বা গ্রন্থ প্রণয়নাদির দ্বারা কোন মতে তাহা অন্য পাত্রস্থ করিবেই করিবে। এ সংসারে নীচেরও অভাব নাই, উচ্চের ও অভাব নাই, ইন্দ্র হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেরই সর্ব্বাংশে উচ্চও আছে আবার নীচও আছে, সকলের অপেক্ষায়ই জ্ঞানীও আছে, অজ্ঞানীও আছে, পণ্ডিতও আছে, মূর্খও আছে। তন্মধ্যে যাঁহারা যদপেক্ষায় স্বল্পজ্ঞ, অথবা স্বল্পজ্ঞ বলিয়া বিশ্বস্ত তাঁহাদের নিকটেই সেই পণ্ডিতম্মন্যদিগের ঐ স্বভাবটা ক্রিয়াশীল হয়, তাঁহাদের নিকটেই আপনার জ্ঞান বিস্তার না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। এজন্য আমিও আমার অপেক্ষায় অল্পজ্ঞ যদি কেহ থাকেন তবে তাঁহাদিগকে আমার যাহা কিছু থাকে তাহা না দিয়া স্থির থাকিতে পারি না। তাহা পর্য্যাপ্তপ্রমাণ হউক, আর নাই হউক, সত্য হউক, বা ভ্রান্তিই হউক প্রকাশ করিতেই হইবে। তাই আজ আর্য্যদিগের পারলৌকিক বিশ্বাসের বিষয়েও যথাশক্তি পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

প্রথমে মৃত্যুর বিষয়টা চিন্তা করা যাউক। মৃত্যু না হইলে যেমন পরকাল হয় না, তেমন মৃত্যু না বুঝিলেও পরকাল বুঝিতে পারা যায় না। মৃত্যুই পরলোক গমনের প্রথম সোপান, মৃত্যুজ্ঞানও পরলোক জ্ঞানের তাদৃশ পথ, অতএব মৃত্যু ঘটনা বিষয়ে আর্য্যজাতির কি মত, তাহা প্রথমেই অবগত হওয়া আবশ্যক।

মৃঙ্ ধাতুর পরে ভাব বাচ্যে ত্যক্ প্রত্যয়ের দ্বারা মৃত্যু কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্তধাতু আর প্রত্যয়ের দ্বারা যে অর্থ প্রতিপাদিত হয় মৃত্যু ঘটনাও আর্য্যজাতির মতে তাহাই হইবে। কারণ যোগার্থ যুক্ত নাম হইলে তাহার সহিত বাচ্য বস্তুর অভেদ থাকা নিশ্চিত বিষয়, তাহা না থাকিলে সেই বস্তুর সেই নামই হইতে পারে না। বস্তুর মর্ম্ম অনুভব করিয়া তদর্থ প্রকাশক নাম রাখাই আর্য্যজাতির নিয়ম। অতএব "মৃত্যুর" অর্থ চিন্তা করিলেই তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়টার মর্ম্ম অবগত হইবে।

আমাদের "মৃ" ধাতুর অর্থ প্রাণত্যাগ (মৃঙ প্রাণত্যাগে) অর্থাৎ দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ ত্যাগ—কোন রূপ সম্বন্ধ না থাকা। ত্যক্ প্রত্যয়ের দ্বারা ও ঐ ধাতুর অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কারণ উহা ভাববাচ্য প্রত্যয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাণগণের সহিত দেহের সম্বন্ধ বিয়োগই আর্য্যজাতির মতের মৃত্যু।

মৃত্যুর আর একটি নাম আছে "প্রাণাত্যয়" অর্থাৎ প্রাণের অত্যয়। সুতরাং ইহার দ্বারা ও উক্ত অর্থই প্রতিপাদিত হয়। অতএব উল্লিখিত ঘটনাই জানিবে মৃত্যু।

মৃত্যু কথার অর্থ জানা গেল কিন্তু ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে এখনও পারা যায় না। কারণ প্রাণশব্দের অর্থটা সাধারণের বিদিত নাই। প্রাণ কাহাকে বলে তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রাণ বিয়োগ কথার সম্পূর্ণার্থ পরিজ্ঞাত হয় না, এজন্য তাহা বলা যাইতেছে!

ব্যাপ্য আর ব্যাপক অথবা মুখ্য আর গৌণ ভেদে "প্রাণ" কথাটির দুই প্রকার অর্থ আছে। তাহার একটীকে মুখ্য বা

ব্যাপ্য,আর একটীকে গৌণ বা ব্যাপক অর্থ বলে। মুখ্যার্থ বুঝিলে প্রাণ শব্দে কেবল পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপাণ, সমান, ব্যান, আর উদান এই পাঁচ প্রকার শক্তিমাত্র বুঝিতে হয়। আর গৌণার্থ হইলে এই পাঁচটি এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অভিমান, চিত্ত, আর বুদ্ধি এই উনবিংশতি প্রকার বস্তু বুঝিতে হয়। চৈতন্যের সহিত বিমিশ্রণে ইহারা সকলেই চেতন ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে, সুতরাং সচেতন উল্লিখিত উনবিংশতি পদার্থের নামই গৌণ প্রাণ ইহা বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্রসমূহ এই গৌণ আর মুখ্য দুই ভাবেই প্রাণ কথার ব্যবহার করিয়া থাকেন। "প্রাণাংস্তে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে" ইত্যাদি শ্রৌত বাক্যে উল্লিখিত গৌণ অর্থ লক্ষ্য করা হইয়াছে, আর "প্রাণাগ্নয় এব তস্মিন্ পুরে জাগ্রতি" ইত্যাদি শ্রৌত বাক্যে মুখ্য প্রাণ লক্ষিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গৌণ প্রাণগণের অন্য নাম সূক্ষ্ম শরীর এবং লিঙ্গশরীর। ইহা শাস্ত্রেই বলিয়াছেন,—সূক্ষ্মশরীরাণি, সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি। অবয়বাস্তু, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। বুদ্ধি নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ। মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকান্তঃকরণবৃত্তিঃ। অনয়োরেব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ। অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিশ্চিত্তং। অভিমানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরহঙ্কারঃ। * * কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি। * * বায়বঃ, প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণোনাম প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানোনাম অবাগ্‌গমনবান্ পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী। ব্যানোনাম, বিশ্বগ্‌গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী। উদানঃ কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ। শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীরণকরঃ। সমীরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং। (বেদান্তসার)। ইহার অর্থ এই,—গৌণ প্রাণরূপ সপ্তদশাবয়ব যুক্ত লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। সপ্তদশাবয়ব এই,—জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, বুদ্ধি, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক, আর বায়ু পঞ্চক। শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। বাগিন্দ্রিয়, গ্রহণেন্দ্রিয়, গমনেন্দ্রিয়, পায়ু ইন্দ্রিয় আর উপস্থেন্দ্রিয় এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। অধ্যবসায় করার বৃত্তিবিশেষকে বুদ্ধি বলে, সঙ্কল্প বা বিকল্পাদি করার বৃত্তিকে মন বলে। এই বুদ্ধি আর মনের আরো দুইটি বৃত্তি আছে তাহার একটি অনুসন্ধান করার বৃত্তি, অপরটি অভিমান করার বৃত্তি। ইহাদিগকে বুদ্ধি আর মন হইতে পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখিলে পৃথক্ আর দুইটি নাম দেওয়া হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্তটির নাম চিত্ত আর দ্বিতীয়টির নাম অহঙ্কার। কিন্তু পৃথক ভাবে লক্ষ্য না করিলে ইহাদিগকে বুদ্ধি আর মন মাত্রই বলা গিয়া থাকে। এজন্য পৃথক্ ব্যবহারানুসারে লিঙ্গশরীরের মধ্যে উনবিংশতিটি বস্তু পরিসঙ্খ্যাত হয়, নতুবা সপ্তদশটি মাত্র। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচকে পঞ্চ বায়ু বলে বাস্তবিক পক্ষে ইহারা বায়ু পদার্থ নহে, কিন্তু এক একটি শক্তি বিশেষ। তথাপি বায়ুর দ্বারা ইহাদের ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া বায়ু নামেই ইহারা ব্যবহৃত হয়। নাসাভ্যন্তরবর্ত্তী বায়ুর দ্বারা যে হৃদয়স্থ শক্তি বিশেষের পরিচয় পওয়া যায় তাহার নাম প্রাণ। ইহার গতি কিছু ঊর্দ্ধমুখী। মলমূত্রাদিকে স্ব স্ব আশয়ে অবস্থাপিত করার শক্তি বিশেষের নাম অপান। ইহার গতি অধোমুখী। • সর্ব্বশরীরবর্ত্তী মাংসপেশী প্রভৃতির পরিচালনার দ্বারা রুধির পরিচালনাদি করার শক্তির নাম ব্যান। ব্যান শক্তি সর্ব্বশরীর ব্যাপিনী। যাবৎ শক্তিকে শরীরের ঊর্দ্ধভাগে উৎক্রমণ করার শক্তিবিশেষের নাম উদান। উদানের নির্দ্দিষ্ট স্থান কণ্ঠদেশ। আর ভুক্ত ও পীত দ্রব্যসমূহকে সমীরণ করার শক্তি বিশেষকে সমান বলে। ভুক্তপীতকে রস রুধির শুক্রপুরীষাদিরূপে পরিণত করার নাম সমীরণ করা। এই শক্তির মুখ্য স্থান পাকস্থলী। এই সপ্তদশ বা উনবিংশবিধ পদার্থের নাম লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মশরীর।" ইহারাই প্রাণ শব্দের ব্যাপক বা গৌণ অর্থ। আর মুখ্য অর্থ কেবল উল্লিখিত প্রাণাদি পঞ্চক মাত্র।

উক্ত উভয় বিধ অর্থের মধ্যে মৃত্যু কথার অর্থ বুঝিবার সময়ে উল্লিখিত গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু কেবল পাঁচটি প্রাণরূপ মুখ্য অর্থ নহে। কারণ মৃত্যুর সময়ে উল্লিখিত সপ্তদশ বা উনবিংশতি পদার্থের সমষ্টিরূপ লিঙ্গশরীরেরই স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ বিযুক্ত হয়। শাস্ত্র তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,— সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং"। তাহা হইলে জানা গেল যে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, আর ইহাদের সহিত স্থূলদেহের সম্বন্ধ না থাকা বা বিয়োগের নামই মৃত্যু, তাহারই নাম প্রাণত্যাগ, ফলতঃ উল্লিখিত উনবিংশ বস্তুর সমষ্টিরই অন্যনাম যেন লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর হইল তখন সোজাভাবে লিঙ্গশরীর আর স্থূল শরীরের সম্বন্ধ বিনাশকেই মৃত্যু কথার স্পষ্ট অর্থ বলা যাইতে পারে। ইহাই আর্য্য মতে মৃত্যু কথার অর্থ ব্যবস্থা।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

বিবেকীর চিন্তা।

অশেষ যাতনানল-পরিদহ্যমান মানব সতত স্বকীয় দুষ্কৃতিরাশি স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া ব্যাধাভিহত মৃগশাবকের ন্যায় ভীত বিহ্বলচিত্তে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। নিজ অনুষ্ঠিত অগণিত দুরিতাবলী পাপী হৃদয়কে সতত ব্যথিত, উদ্বেজিত ও পরিতাপিত করিতেছে। পাপীর হৃদয় নিরন্তর অন্তকের তীব্র অশনি সদৃশ দণ্ড প্রপীড়ন সমুদ্যত দেখিয়া শুষ্ক কণ্ঠে "হা হতোস্মি" বলিয়া ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি দ্বারা অনন্ত আকাশ পরিপূরিত করিতেছে। পাপীর শান্তি নাই সন্তোষ নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল মাত্র যাম্য যাতনার্তিগ্রস্ত হইয়া তাহার হৃদয়-কন্দর পরিব্যাপ্ত করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তারের দ্বারা বিরাজ করিতেছে। পাপী ভাবিতেছে, আমার উপায় কি হইবে? এ অনন্ত পাপাক্রান্ত চিত্তরঙ্গের গতি কে অবরুদ্ধ করিবে? কুক্রিয়া-তটিনীর অন্ত কোন সাগরে হইবে? কে মাভৈঃ বলিয়া সুকুমার ক্রোড়ে স্বতনয়বৎ লালিত পালিত করিয়া ভাবণ সন্তাপ-দবদহন জ্বালা অন্তর্হিত করিয়া

সুদগ্ধ ও পরিশ্রান্ত করিবে? ওঃ কি যাতনা, কি পরিতাপ! দূষিত ক্রিয়াবলী আজ যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাকে গ্রাস করিতে সহস্র বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার ভয়ানক দন্তাবলীর কড় মড় শব্দে যেন আমার পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধূর্ত্ততা, খলতা, চৌর্য্য, পরস্বাপহরণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, অসূয়া, কামুকতা, পরনিন্দা, প্রভৃতি ভয়ঙ্করী পাপমূর্ত্তি গুলি আমার নয়নোপরি বিকট ভাবে কতই আনন্দ নৃত্য করিতেছে, কতই "জিতং জিতং" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে। উহাদের উদ্দমনীয় দণ্ডনিষ্পেষণে দেহীর শোণিত তরঙ্গ লহরী মন্দীভূত বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে রুদ্ধগতি হইয়া বিচেতন করিতেছে। অপর দিকে কাল দোর্দণ্ড বিস্ফুরিত হুতাশন জ্বালা নয়ন দ্বয়কে সন্দগ্ধ করিতেছে। মৃত্যুরাজের অনুচরবর্গ ভীষণ কোলাহল বিস্তার পূর্ব্বক আমার কেশাকর্ষণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। যাহাদের সুকুমার ক্রোড় পালিত হইয়া কতই আনন্দ, কতই সুখে দিন যামিনী অতিবাহিত করিয়াছিলাম, সেই পিতা মাতা আজ অপ্রতিহত কাল দণ্ডের সম্পাত মনে করিয়া হতসংজ্ঞ হইয়া পড়িতেছেন। যে পুত্র কলত্রের পরিরক্ষণের জন্য আজীবন কত যাতনা অক্লেশে সহ্য করিয়াছিলাম, আজ তাহারা ও স্বীয় ভাবি অমঙ্গল স্মরণ করিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছে। কৈ কেহত এ হতভাগ্যের শরণ হইল না, যাহাদিগকে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, উপবেশনে আমার সহায় রূপে গণ্য করিতাম, আজ তাহারাও কেহই এ যম বাড়বের উচ্ছ্বল জ্বালাবলী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। কোটি কোটি ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কতই কি বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম এই অসংখ্যেয় ধনরাশি সঙ্কাপন্ন হইতে আমাকে সংরক্ষা করিবে। সে ভাবনা নিশীথ স্বপ্নবৎ প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, প্রত্যুত আমার চতুর্দ্দিক বিস্তৃত অর্থরাশি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় নিতান্ত অভিতপ্ত কিরণাবলীর বিকিরণ করিতেছে। যাহারা মোহ-তিমিরাবৃত চিত্ত কন্দরে কদাপি সাধুবাক্য বিবস্বানের প্রভা প্রভাসিত হইতে পায় নাই, যাহার মুগ্ধতা-কালকূটে নিজপ্রাণ পরিতাপিত করিয়াছে, যাহার জন্য অক্ষুদ্ধ হৃদয়ে শত শত কুক্রিয়া নির্ব্বাহিত করিয়াছি, সেই অর্থ রাশি আমার চতুর্দ্দিকে অনাপৎবৎ বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এখন তাহার মুগ্ধতা কোথায়? কৈ তাহার ত্রিলোক-জয়িতা, কৈ তাহার মহার্ঘ্যতা? আজ আমার নিকট উহা ধূলি কণা অপেক্ষায় ও তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ওঃ কি পরিতাপ! কি ভয়াবহ যাতনা-বেগ! আর ভাবিতে পারিতেছি না। দৈহিক শক্তি ক্রমে অবরুদ্ধ ও স্থগিত হইল। দেখিতে দেখিতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বেগ সন্নিরুদ্ধ হইল। হায় চতুর্দ্দিকে যেন কি এক অপূর্ব্ব বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি বিকট দশনা বিকাশ করিয়া কোলাহল করিতেছে। ইতস্ততঃ যেন অনুতাপানলের প্রচণ্ড জ্বালা আমার দৈহিক প্রত্যেক অণু পরমাণুকে বিশ্লথ ও নিতান্ত পরিম্লান করিতেছে। ওঃ কি পরিতাপ! আমি যতই একটু অভ্যন্তর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিতেছি, ততই যেন যাতনানল অন্তঃস্তল হইতে বহিঃ প্রকাশিত হইতেছে। যাহা আমার বড়ই আমোদের দ্রব্য, যাহার বিয়োগ ভয়াবহ ক্লেশকর মনে করিতাম, আজ সেই সাংসারিক দ্রব্যগুলি যেন এক একটী মূর্ত্তিময় ক্লেশ রূপে বিরাজ করিতেছে। হায় বিষয়ের কি এই পরিণাম, যাহাকে এত যত্নে, এত ক্লেশে চিরকাল পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছি, সেই বিষয়-বিষবৃক্ষের কি এই শেষ ফল। এই জন্যই কি ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

> মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
> কুরু তনুবুদ্ধে! মনসি বিতৃষ্ণাং।
> যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
> বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥

রে মূঢ় স্থূলবুদ্ধি মানব! ধনাগমের তৃষ্ণাপরিত্যাগ কর, মনকে একবার বিতৃষ্ণা রসের আস্বাদ করাও। যাহা তোমার নিজ কর্ম্ম সংলব্ধ বিত্ত, তদ্দ্বারাই বিনোদিত কর।

> দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
> শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতৌ।
> কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
> তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥

রে মূঢ় প্রাণিন্! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। আর বিষয়াসক্তির কোমল সুখ শয্যা বিস্তৃত করিওনা, আর মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইও না। বহুকাল অতীত হইল, এখন ও কি তোমার প্রগাঢ় ঘুম ভাঙ্গিবে না, এখন উঠ, একবার আত্মরাজ্যের—তোমার স্বধামের অন্বেষণে যাও। ঐ চাহিয়া দেখ, তুমি ঘোর শ্বাপদ কুলাকুল কলিল গহনে সমানীত হইয়াছ, তুমি দেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে উপস্থিত হইয়াছ, তোমার পথ অতীব দুর্গম, সে পথ ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম। অতএব সময় থাকিতে একবার স্বাবাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। ঐ দেখ কাল বিচিত্র বেশে কত ক্রীড়া করিতেছেন, একবার দিন বেশে তোমাকে দেখা দিলেন, বলিলেন, এস, আর সময় নাই, আমাকে আর এবেশে দেখিতে পাইবে না। এই বলিতে বলিতে আবার যামিনী বেশে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ও তুমি সচেতন হইলে না, দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, শিশির বসন্তাদি কত ঋতু, কত মাস চলিয়া গেল, কত ভাবে কত বেশে কাল তোমাকে কত বিভীষিকা মাত্র দেখাইলেন, কিন্তু তাতেই তুমি জাগ্রত হইলে না। তোমার আয়ুঃশলাকা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িল। তথাপি তোমাকে ক্ষণকালের জন্য ও আশা-সমিরণ পরিত্যাগ করিল না। ঐ দেখ ক্ষীণ আশা সমীরণ এখন মহাশ্বাস সমিরে সাম্মিলিত হইয়া তোমার আয়ুঃ আলোক নিৰ্ব্বাপিত করিয়া দিল। এখন তুমি নিরাশ্রয় নিরালম্ব হইলে। তোমার সেই প্রোত্তুঙ্গ মন্দির শিখরাস্পদ্ধি-সৌধাবলী আজ পরিশূন্য হইল, যাহা তুমি বড় আদরে সম্মাজ্জিত, পরিষ্কৃত, সুসজ্জিত এবং সংরক্ষিত করিয়াছিলে, তাহা আজ তোমা বিহীন হইয়া ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তুমি কোথায়? তোমার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে কি? যে কোষ সমৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ সুখে ও জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়া ছিলে, যে ধন রত্নাদ

সঞ্চয়ের নিমিত্ত আপনার নামটী পর্য্যন্ত ও মানবগণের অমঙ্গল জনক সুতরাং অস্মরণীয় করিয়াছিলে, যাহা তোমার কোন সৎকার্য্যের পর্য্যন্ত ও সহায় হয় নাই, ঐ দেখ সেই রত্নাগার আজ উন্মুক্ত। উহা এখন ক্ষুদ্রাগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। তোমার পুত্র দারাদি আপন আপন অভিমত স্বেচ্ছা ব্যয়ে বিক্রীকৃত করিতেছে। তুমি যে নগরী শত শত দৌবারিকগণে পরিরক্ষিত করিয়াছিলে, তাহা আজ ও সুরক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু তুমি এখন যম দৌবারিকগণে নিরুদ্ধ ও বন্দীভূত হইয়া অশেষ যাতনা সম্ভোগ করিতেছ। এখন যাতনা শত সমাকুল বিণ্মূত্র পূয গন্ধ সমাপূরিত, পাপী শত আর্ত্তনাদে নিনাদিত ঘোর নরকই তোমার আবাস ভূমি। দণ্ডপাণি, শূলপাণি, গদাপাণি, শক্তিপাণি, মদ মত্ত ভয়ঙ্কর যম কিঙ্করগণই তোমার আবাস পরিরক্ষক। মহাপাপী, অতিপাপী, উপপাপীগণই তোমার সহচর। পাপীগণের আর্ত্তনাদই প্রাত্যহিক পটহনাদ। কশাঘাত, মুশলাঘাত, গদাঘাত, দণ্ডাঘাতাদি তোমার আবাসোপচার। চিত্রগুপ্তই তোমার কোষাধ্যক্ষ। তোমার কোষে আছে কি, একবার দেখ। উহাতে মহাজ্বর, শূল, লূতা বিস্ফোট, অজীর্ণ, অরুচি, বিসূচিকা, বৈশরাজি, মূর্চ্ছা, অতীসার, দাহ, ইত্যাদি ব্যাধি নিহিত আছে। (১) আবার রৌরব, মহারৌরবাদিই তোমার বিহার ভূমি। ওঃ কি পরিতাপ! অনন্ত অপরিসীম ভাবি অমঙ্গলাবলী স্মরণ করিয়াও তুমি কিছুমাত্র ভীত পরিতপ্ত ও উদ্বিগ্ন হইতেছ না। রে মঢ় তোমায় শত সহস্র ধিক্। অজ্ঞানান্ধকার সমাচ্ছন্ন হইও না, একবার জাগ। একবার আপন রাজ্যে দৃষ্টি প্রসারণ কর। মোহ নিদ্রা পরিহার কর আর সময় নাই, আর বিশ্রামের অবসর নাই।

(১) চিত্রগুপ্ত গৃহাৎ প্রাচ্যাং জ্বরস্তাস্তি মহাগৃহং।
দক্ষিণে চাপি শূলস্য লূতাবিস্ফোটকস্যচ।
পশ্চিমে কালপাশস্য অজীর্ণস্যারুচেস্তথা।
মধ্য পীঠাস্তরে জ্ঞেয়া তথাবান্যা বিসূচিকা।
ঐশন্যাং বৈশরাজিঃ স্যাদাগ্নেয্যাং চৈবমূর্চ্ছনা।
অতিসারস্ত নৈঋত্যাং বায়ব্যাং দাহসংজ্ঞকঃ।
এভিঃ পরিবৃতো নিত্যং চিত্রগুপ্তঃ স তিষ্ঠতি॥
গরুড় পুরাণ।
শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

শৌচাচার।

শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, যেহেতু শৌচই দ্বিজত্বের মূল, শৌচাচারবিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল।
দ সং ৫।২।

শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং॥

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ,—মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যে শৌচ তাহাকে বাহ্য শৌচ বলে এবং ভাব শুদ্ধিরূপ যে শৌচ তাহাকে আন্তর শৌচ বলে। ঐ ৩।

অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরং।
উভাভ্যাঞ্চ শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ॥

অশুচি অপেক্ষা বাহ্য শুচি ভাল, বাহ্য শুচি অপেক্ষা আন্তর শুচি ভাল; কিন্তু উভয়বিধ শৌচাচারী ব্যক্তিই যথার্থ শুচি, নচেৎ শুচি মধ্যে গণ্য নহে। দ-সং ৫।৪।

বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণ বিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥

বসা (মাংস-তৈল) শুক্র (রেতঃ) অসৃক (রক্ত) মজ্জা (অস্থির মধ্যগত ধাতু) মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখমল, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল ও ঘর্ম্ম, মনুষ্যের এই দ্বাদশবিধ শারীরিক মল আছে। অত্রি-সং।

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃ স্নানং বিশোধনং।

নব ছিদ্র বিশিষ্ট মানব দেহ অত্যন্ত মলিন। দিবসে, বিশেষতঃ রাত্রি কালে ঐ সকল মল নিঃসৃত হয়, তৎসমুদায় প্রাতঃস্নান দ্বারা শোধন হয়। দ সং ২।৮।

প্রাতঃ স্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং॥

প্রাতঃস্নান প্রশংসনীয় হয়, যেহেতু ইহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল প্রদান করে। প্রাতঃস্নায়ী শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি জপাদি সমস্ত কর্ম্মেই অধিকারী হয়েন। ঐ ১১।

গুণা দশ স্নানপরস্য সাধো রূপঞ্চ পুষ্টিশ্চ বলঞ্চ তেজঃ।
আরোগ্যমায়ুশ্চ মনো বিরুদ্ধং দুঃস্বপ্নঘাতশ্চ তপশ্চ মেধা।

হে সাধো! স্নান বিষয়ে তৎপর ব্যক্তির রূপ, পুষ্টি, বল, তেজঃ, আরোগ্য, আয়ুঃ, মনঃ স্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপস্যা ও মেধা, এই দশটী গুণ লাভ হয়।
দ-সং ২।১৪

উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনং॥

প্রতিদিন উষাকালে সন্ধ্যাসময়ে ও সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিলে প্রাজাপত্যব্রতের তুল্য ফল হয় এবং মহাপাতক বিনাশ পায়। গ পু ১।২০৫।১১৮।

যৎফলং দ্বাদশাব্দানি প্রাজাপত্যে কৃতে ভবেৎ।
প্রাতঃস্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥

দ্বাদশ বৎসর প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে যে ফল হয়, এক বৎসর প্রতিদিন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। ঐ ১১৯।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।
মার্জ্জনাচমনাবগাহশ্চাষ্টস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়াঙ্গ, মলাপকর্ষণ, মার্জ্জন, আচমন, এবং অবগাহন, এই অষ্টপ্রকার স্নান কথিত আছে।
গ-পু ১।২০৫।১০৭।

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাগ্নিহবনাদিষু।
প্রাতঃস্নানং তদর্থস্তু নিত্যস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

অস্নাত ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্যে অনধিকারী, অতএব অবশ্য প্রাতঃস্নান করিবে। ইহাকেই নিত্যস্নান বলা যায়।

গ-পু ১।২০৫।১০৭।

চাণ্ডালশববিষ্ঠাদ্যান্ স্পৃষ্ট্বা স্নানং রজস্বলাং।

স্নানার্হস্তু যদা স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ॥

চণ্ডাল, শব, বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্য ও রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই স্নানকে নৈমিত্তিক স্নান বলা যায়।

ঐ ১০৮।

পুষ্যস্নানাদিকং স্নানং দৈবজ্ঞবিধিচোদিতং।

তদ্ধি কাম্যং সমুদ্দিষ্টং নাকামস্তৎ প্রযোজয়েৎ॥

দৈবজ্ঞেরা যে নক্ষত্রযোগে ফলাবিকাপ্রযুক্ত স্নানের বিধি দিয়া থাকেন, সেই সকল যোগস্নানকে কাম্যস্নান বলে; নিষ্কামা ব্যক্তি এই কাম্য স্নান করিবেন না।

ঐ ১০৯।

জপ্তুকামঃ পবিত্রাণি আর্চ্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।

স্নানং সমাচরেদ্যত্তু ক্রিয়াঙ্গং তচ্চ কীর্ত্তিতং॥

জপহোমাদি করিবার মানসে কিম্বা দেবতা অতিথিপূজনার্থ যে শুদ্ধিস্নান করে, তাহাকেই ক্রিয়াঙ্গ স্নান কহে।

ঐ ১১০।

মলাপকর্ষণার্থায় প্রবৃত্তিস্তত্র নান্যথা।

সরঃসু দেবখাতেষু তীর্থেষু চ নদীষু চ॥

শারীরিক মলাপনয়নার্থ নদী, সরোবর, দেবখাত ও তীর্থাদিতে স্নান করিতে হয়, এই স্নানকে মলাপকর্ষণ স্নান কহে।

ঐ ১১১।

স্নানমেব ক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়াস্নান মতঃ পরং।

অদ্ভিস্মাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি তীর্থস্নানাৎ ফলং লভেৎ॥

যে স্থলে কেবল স্নান করা মাত্রই উদ্দেশ্য, তাহাই ক্রিয়া-স্নান বলে। কেবল জলাবগাহনে শুদ্ধি বোধ হইলে, তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

গ-পু ১।২০৫।১১২।

মার্জ্জনান্মজ্জনৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পাপমাশু প্রণশ্যতি।

নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চাপি ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।

তীর্থাভাবে তু কর্ত্তব্যমুষ্ণোদকপরোদকৈঃ॥

স্নানকালে মার্জ্জন, মজ্জন ও মন্ত্রপাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্রিয়াঙ্গ ও মলাপকর্ষণ, এই সকল স্নানকালে তীর্থাদির অভাবে উষ্ণোদক দ্বারা অথবা অপর কোনরূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির জল দ্বারা স্নান করিতে হইবে।

ঐ ১১৩।

পঞ্চপিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।

স্নায়ান্নদীদেবখাতহ্রদপ্রস্রবণেষু চ।

যে জলাশয় সর্ব্বপ্রাণীর উদ্দেশে প্রদত্ত নহে, তাহাতে স্নান করিতে হইলে পঞ্চপিণ্ড মৃত্তিকা উদ্ধার না করিয়া স্নান করিবে না। নদী, দেবখাত (অর্থাৎ পুষ্করাদি দেবনির্ম্মিত জলাশয়) হ্রদ (অর্থাৎ জলপ্রবাহের অভিঘাতে অতলস্পর্শ জলাশয়) ও পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ, এই সকলের জলে মৃত্তিকা উদ্ধার না করিয়াই স্নান করিবে।

যা সং ১।১৫৮।

ভূমিষ্ঠাদুদ্ধৃতং পুণ্যং ততঃ প্রস্রবণাদিকং।

ততোপি সারসং পুণ্যং তস্মান্নাদেয়মুচ্যতে॥

তীর্থতোয়ং ততঃ পুণ্যং গাঙ্গং পুণ্যন্তু সর্ব্বতঃ।

গাঙ্গং পয়ঃ পুনাত্যাশু পাপমামরণান্তিকং॥

ভূমিগত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র, উদ্ধৃত জল হইতে প্রস্রবণ জল, প্রস্রবণ জল হইতে সরোবরগত জল, সরোবরজল হইতে নদীজল, নদীজল হইতে তীর্থজল, এবং সর্ব্বপ্রকার তীর্থ-জলের মধ্যে গঙ্গাজলই পবিত্র। গঙ্গাজল মরণান্তিক পাপ বিনাশ করে।

গ-পু ১।২০৫।১১৪-১১৫।

গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে যত্তোয়ং সমুপস্থিতং।

তস্মাত্তু গাঙ্গমপরং জানীয়াত্তোয়মুত্তমং॥

গয়া এবং কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেও গঙ্গাজল উত্তম বলিয়া জানিবে।

গ-পু ১।২০৫।১১৬।

পুত্রজন্মনি যোগেষু তথা সংক্রমণে রবেঃ।

রাহোশ্চ দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিশি নান্যথা॥

পুত্র জন্ম কালে, যোগ সময়ে রবিসংক্রমণ কালে, রাহু দর্শনে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে রাত্রি স্নান প্রশস্ত, অন্য কালে রাত্রি স্নান প্রশস্ত নহে।

ঐ ১১৭।

সত্যং শৌচং মনঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমং॥

সত্যব্রত পালন, মনঃ শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ ও জল, এই পঞ্চবিধ শৌচ শাস্ত্রে উক্ত আছে।

গ পু ১।১১১।১৮।

মৃত্তিকানাং সহস্রেণ চোদকুম্ভশতেন চ।

ন শুধ্যন্তি দুরাত্মানো যেষাং ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥

যাহাদিগের ভাব বা অন্তর নির্ম্মল নহে, সেই দুরাত্মারা সহস্র ভার মৃত্তিকা ও শতকুম্ভ জলেও শুদ্ধ হয় না।

দ-সং ৫।৯।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

অবগাহন দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যবাক্য দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

ম-সং ৫।১০৯।

আত্মানদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।

তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

আত্মা নদী স্বরূপ, ইন্দ্রিয় সংযম পুণ্যতীর্থ স্বরূপ, সত্য উদক স্বরূপ, শীল তট স্বরূপ এবং দয়া উর্ম্মি স্বরূপ, হে পাণ্ডুপুত্র! সেই নদীতেই অভিষেক কর, জলেতে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না।

হি উ।

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।

রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সংন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥

মলিন বস্ত্র সকল মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়, নদী স্রোতের দ্বারা শুদ্ধ হয়, স্ত্রীলোক মনে মনে পর পুরুষকামুকা হইলে ঋতুস্নান দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ পাপাচরণ করিলে সংন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হয়।

ম-সং ৫।১০৮।

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনং।

গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে॥

আসন, বস্ত্র, পাত্র, শয্যা, যান, গৃহ, গৃহসামগ্রী, এই সমুদায় যত পরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত।

ম নি-ত ৮।৯১।

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।

শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারামোদকবারিভিঃ॥

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসা, ইহারা ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাম্র ও পিত্তল অম্ল দ্বারা, লৌহ জল দ্বারা এবং কাংস্য, রঙ্গ ও সীসা ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়। ম-সং ৫।১১৪।

প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।

মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃপাকেন মৃণ্ময়ং॥

তৃণ, কাষ্ঠ ও পলাল (খড়) প্রোক্ষণ (জল সেচন) দ্বারা, গৃহ মার্জ্জন ও গোময়াদি বিলেপন দ্বারা এবং মৃণ্ময় পাত্র পুনঃপাক দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। ঐ ১২২।

ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ গোময়েন গৃহন্তথা।

ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥

ফল প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, গৃহ গোময়ের দ্বারা শুদ্ধ হয়, বস্ত্র ক্ষারযোগে শুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য দ্রব্য সকল মূল্য দানেই শুদ্ধ হয়। স্মৃতিঃ।

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাং।

প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে॥

বহু ধান্য বা বহু বস্ত্র উচ্ছিষ্ট দ্বারা অপবিত্র হইলে, তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া লইলেই তাহা শুদ্ধ হইবে। প-সং ৭।২৯।

মার্জ্জারমক্ষিকাকীটপতঙ্গকৃমিদর্দ্দুরাঃ।

মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্তোব নোচ্ছিষ্টান্ মনুরব্রবীৎ॥

মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ, কৃমি ও ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র ও অপবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহাদের দ্বারা কোন বস্তুই উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনুও স্বীকার করেন। ঐ ৬৩।

অদুষ্টাঃ সন্ততাধারাঃ বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন।

অবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদ্ধূত ধূলি সকল অদুষ্ট বলিয়া জানিবে, আর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয় না। গ-পু ১।২১৪।২৩।

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদাদাতৃগণের নাম ধামাদি।

	বার্ষিক
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার্স আফিস, সেয়ালদহ।	১৲
„ চন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ	১৲
„ তুলসীদাস দে ঐ	১৲
„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ঐ	১৲
„ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ইনকমটেক্স আফিস কলিকাতা।	১৲
„ জহরলাল হাজরা জয়নারায়ণ সাঁতরার গলি, দক্ষিণ ব্যাটরা হাবড়া।	
„ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার বেঙ্গল সেক্রেটরিয়ট্, পবলিক-ডিপারমেণ্ট কলিকাতা।	৩৲
„ চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এঁড়িদহ।	৩৲
„ মাণিকচন্দ্র বড়াল ইসমলকজ কোর্ট কলিকাতা।	২৲
„ ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ম্যানেজার্স অফিস, সেয়ালদহ।	১৷৹
„ চিন্তামণি বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	১৷৹
„ চন্দ্রলাল দে ঐ	১॥৹
„ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় একজামিনার্স আফিস, সেয়ালদহ।	১৲
„ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	১৲
„ হরিপদ মুখোপাধ্যায় ঐ	১
„ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ	১৲
„ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোলা।	৬
„ চণ্ডীচরণ নিয়োগী একজামিনার্স আফিস সেয়ালদহ।	১॥৹
„ সত্যলাল চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটরিয়ট, পবলিক ডিপারমেণ্ট।	৩৲
„ রামতারণ চট্টোপাধ্যায় ৬৬নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১২৲
„ কালী প্রসন্ন মজুমদার শিবপুর মন্দির তলা, হাবড়া।	১২৲
„ চণ্ডীচরণ বসু মোক্তার ১৬নং গঙ্গাধর বাবুর গলি বহুবাজার, কলিকাতা।	১৲
„ ভূতনাথ নানসি বাদলা, বৈদ্যপুর বৈচি ষ্টেসন।	১২৲
„ লালবিহারী মুখোপাধ্যায় শিবপুর, কৈপুকুরলেন, হাবড়া।	১২৲
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজামিনার্স আফিস, সেয়ালদহ	১৲
„ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজামিনার্স আফিস্ সেয়ালদহ।	১৲

নাম ধাম		বার্ষিক
„ অক্ষয়কুমার মজুমদার গ্রাম বাধুঁনি, থালকুলা পোঃ, মাতলাথালি,		৩৲
„ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় শিলং, আসাম, ফরেষ্ট আফিস।		৩৲
„ নবকুমার দত্ত রঙ্গপুর।		১৲
„ কৈলাস নাথ চৌধুরী হালসাবাদ।		৩৲
„ ধর্ম্মরক্ষিণীসভার সম্পাদক এককালীন হালসাবাদ।	২৲	১৲
„ কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খুলনা।	২৲	১৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র খুলনা।	১০৲	
„ গয়ানাথ ঘোষ রঙ্গপুর।		১৲
„ দীননাথ দাস মোক্তার শ্রীহট্ট।		১৲
„ ভারত চন্দ্র মজুমদার হেড মোহরের জৈন্তা তহবিল, শ্রীহট্ট।		১৲
„ বৈদ্যনাথ দে ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টার শ্রীহট্ট।		১৲
„ গোলকচন্দ্র ধর কালেক্টরি নাজির		১৲
ঐ		১৲
„ জগন্নাথ দাস মোক্তার, ঐ		১৲
„ রাধাগোবিন্দ পাল জিলাদার ঐ		১৲
„ ঈশ্বর চন্দ্র উম তহশিলদার। ঐ		১৲
„ ললিত মোহন সরকার খুলনা।	১০৲	
„ কেদারনাথ বসু ঐ	১৲	
„ দেবনাথ রায় ঐ		১৲
„ বিধুভূষণ হাজরা এককালীন ঐ		১৲
„ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ কাঞ্চনতলা, ধুলিয়ান পাকুর।	২৲	

নাম ধাম		বার্ষিক
„ হরিশ্চন্দ্র সেন সাঁতগাও পোঃ, পাচদানা, ঢাকা	৫৲	১৲
„ কৈলাসচন্দ্র রায় দেহুরদা, ভোগরাই পোঃ, বালেশ্বর।	১০৲	
„ তারকচন্দ্র ঘোষ চান্নিঘাট, ঢাকা।		৩৲
„ পার্ব্বতীচরণ বসু মোক্তার ঢাকা		২৲
„ বিপিন বিহারি মিত্র মোক্তার ঐ		১৲
„ কৃষ্ণগতি রায় মোক্তার ঐ		১.
„ অমৃতলাল বসু মোক্তার ঐ		১৲
„ উমানাথ চাকলাদার মোক্তার ঐ		১৲
„ হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার ঐ		১৲
„ রজনীকান্ত মিত্র। মোক্তার ঐ		১৲
„ মদন মোহন দাস। মোক্তার ঐ		১৲
„ বঙ্গচন্দ্র রায়। মোক্তার ঐ		১৲
„ হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মোক্তার ঐ		১
„ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীহট্ট।		৫০
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল, বর্দ্ধমান।		১৩২৲
„ সেয়ালদহ একজামিনার্স আফিসের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কায়স্থ	২৲	
„ পরেশনাথ সোম কলিকাতা।		১২৲
„ বলাইচাঁদ বর্দ্ধন ঐ		৬৲
„ জীতেন্দ্র মোহন গুপ্ত ঐ		৬৲

ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধি ব্যবস্থা।

মফস্বলের যে সমস্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম মণ্ডলীর সাহায্য দান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নলিখিত স্থানের নিম্ন লিখিত মহাত্মাগণকে ধর্ম্মমণ্ডলীর দান সংগ্রহের প্রতিনিধি ভার সমর্পিত হইল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মমণ্ডলীর সাহায্যের নিমিত্ত যাঁহার যাহা কিছু দিতে অভিলাষ হয়, তাঁহারা, সেই সকল সাহায্য নির্দ্দিষ্ট মহাত্মাগণেরর নিকটে প্রদান করিলেই ধর্ম্মমণ্ডলী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সাহায্য দাতাগণের নাম ধাম সহ প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গবাসী ও বেদব্যাস পত্রে প্রকাশ করা হইবে। দাতাগণ অর্থ দানের সঙ্গে তাহার মাসিক, বার্ষিক, এবং এককালীনাদি বিবরণ ও নিজের নাম ধাম প্রতিনিধি মহাশয়দিগের নিকট লিখিয়া দিবেন। এখন হইতে নিম্ন লিখিত স্থান সমূহের দাতাগণের মণিঅর্ডার ব্যয় এবং পোষ্ট আফিসে গতায়াতাদি কোন প্রকার ঝঞ্ঝাটই থাকিল না। চারটী পয়সা দিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই দিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি মহাত্মাগণের নাম ও ঠিকানা,—

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—এক্‌জিকিউটিভ ইনজিনিয়ার। শ্রীহট্ট।

" ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,—উকিল, জজ্ কোর্ট—শ্রীহট্ট।

" চন্দ্রনাথ নন্দী, একষ্ট্রা এসিস্‌ট্যাণ্ট কমিসনার শ্রীহট্ট।

" কালীচরণ সেন, উকিল জজ্ কোর্ট—এবং

" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—পোষ্টমাষ্টার, গৌহাটী।

" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—মোক্তার, বরিশাল।

" অবিনাশচন্দ্র মৈত্র, জজ্ কোট উকীল, ফরিদপুর।

" বরদাশঙ্কর দাস গুপ্ত,—উকীল, ভাঙ্গা।

" তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত চট্টগ্রাম।

" উমাচরণ চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন পটিয়া সুচক্রদণ্ডী।

" ভারতচন্দ্র বিদ্যানিধি,—উকীল, ব্রাহ্মণ বেড়িয়া।

" জয়কুমার দত্ত, কাঁছাড়—

" মদনমোহন দত্ত, মোক্তার

" চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, অধ্যাপক গবর্ণমেণ্ট কলেজ এবং

" প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক গবর্ণমেণ্ট কলেজ, ঢাকা।

" দীননাথ লাহিড়ী—,রেজিষ্ট্রারস আপিস্, নারায়ণ গঞ্জ।

" আশুতোষ লাহিড়ী, ইনজিনিয়ার— রঙ্গপুর।

" মোহিনীমোহন লাহিড়ী বিদ্যারত্ন এবং

" প্যারীমোহন দত্ত ধুবড়ি—

" শশিকুমার নিয়োগী উকীল, এবং

" জয়চন্দ্র সান্ন্যাল উকীল জলপাইগুড়ি।

" মোহিনীমোহন গুহরায়—প্রফেসর, কোচবেহার।

" ভবানীচরণ দত্ত, উকীল, খুলনা।

" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—উকীল, বর্দ্ধমান।

" হরিবোলদাস গুপ্ত, বীরভূম, কালেক্টরী আফিস্।

" নবীনচন্দ্র সরকার, মুঙ্গের, আফিঙ আপিস্।

" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বি, এ, ভাগলপুর।

" কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার,—অডিট অফিস্, জামালপুর।

" লালবিহারী মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। শিবপুর।

" নুটবিহারী পাল ও অধরচন্দ্র দে, ব্যাটরা।

" দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, একজামিনার্স আফিস্ কলিকাতা।

" অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া, কদমতলা।

" ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী, মেদিনীপুর দক্ষিণ ময়না।

" বানেশ্বর পত্রনবিশ, জজকোর্ট উকীল ও

" শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার— ময়মন সিংহ।

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চৌধুরী, উকীল,

" হরচরণ নিয়োগী

" বিহঙ্গ প্রসাদ দাস সেরাজগঞ্জ

সমালোচনা।

—:০:—

আর্য্য কাহিনী। প্রথম খণ্ড। শ্রীরাজেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য।০ আনা। আর্য্য কাহিনী চণ্ড প্রভৃতি কএকটী প্রধান বীর নর নারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মূলক। ইহার পুস্তক খানি পড়িয়া প্রীত হইলাম।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৮মবর্ষ।

১৮১৫ শক। ফাল্গুন ও চৈত্র।

ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।
৫ নং ভীমঘোষের লেন,—কলিকাতা।

অধ্যক্ষ—শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এখন হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি ও চিঠী পত্রাদি ৬৩ নং আমর্হার্ষ্টস্ট্রীটের ঠিকানায় না পাঠাইয়া, ৩ নং ভীমঘোষের লেন, কলিকাতা. এই ঠিকানায় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী ও বেদব্যাস কার্য্যালয় ৩ নং ভীমঘোষের লেনে উঠিয়া আসিয়াছে।

বেদব্যাস।

৮ম বর্ষ।

৮ম ভাগ। | কলিকাতা, ১৩০০ সন, ফাল্গুন ও চৈত্র। | ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিমনুজপশূনাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি! দুর্গে! প্রসীদ ॥

শ্রীলক্ষ্মী স্তোত্রং।

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব! ক্ষমাশীলে! পরাৎপরে!।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে! চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে! ॥ ১
উপমে! সর্ব্বসাধ্বীনাং দেবীনাং দেবপূজিতে!।
ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মৃততুল্যং চ নিষ্ফলম্ ॥ ২
সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী।
রাসেশ্বর্য্যধিদেবি! ত্বং ত্বৎকলাঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৩
কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বং চ ক্ষিরোদে সিন্ধুকন্যকা।
স্বর্গে চ স্বর্গ-লক্ষ্মীস্ত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে ॥ ৪
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মী র্দেবদেবী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসী ত্বং চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ ॥ ৫
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলকে রাধিকা স্বয়ম্।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বং চ বৃন্দাবনবনে বনে ॥ ৬
কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডিরে চন্দ্রা চন্দনকাননে।
বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ সুন্দরী ॥ ৭
পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকীবনে ॥ ৮
কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ।
রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহে ॥ ৯
ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ মনবস্তথা।
রুরুদুর্নম্রবদনাঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥ ১০
ইতি লক্ষ্মীস্তবং পুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতং শুভম।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স বৈ সর্ব্বং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১
অভার্য্যঃ লভতে ভার্য্যাং বিনীতাং চ সুতাং সতীম।
সুশীলাং সুন্দরীং রূপামতিসুপ্রিয়বাদিনীম্ ॥ ১২
পুত্রপৌত্রবতীং শুদ্ধাং কুলজাং কোমলাং বরাম।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বৈষ্ণবং চিরজীবিনম্ ॥ ১৩
পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঞ্চ বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
ভ্রষ্টোরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ভ্রষ্টশ্রী র্লভতে শ্রিয়ম ॥ ১৪
হতবন্ধু র্লভেদ্বন্ধুং ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ।
কীর্ত্তিহীনো লভেৎ কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাং চ লভেৎ ধ্রুবম ॥ ১৫
সর্ব্বমঙ্গলদং স্তোত্রং শোকসন্তাপনাশনম।
হর্ষানন্দকরং শশ্বৎ ধর্ম্মমোক্ষসুহৃৎপ্রদম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীদেবতাকৃত শ্রীলক্ষ্মীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শৌচাচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলং।
প্রস্রবে চ শুচির্ব্বৎসশ্বামৃগঃ গ্রহণে শুচি॥

স্ত্রীর মুখ সর্ব্বদা শুচি, আর পক্ষীগণ যে সকল ফল পতিত করে, সেই সকল ফলও শুদ্ধ। আর বৎসগণ মুখ দ্বারা দুগ্ধস্রাবিত করে বলিয়া সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না এবং মৃগ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত হয়।

গ পু ১।২১৪।২৪।

উদকে চোদকস্থস্ত স্থলেষু স্থলজঃ শুচিঃ।
পাদৌ স্থাপ্যৌ চ তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ॥

জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলে সেই জল অশুদ্ধ হয় না এবং স্থলেতে কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অন্য স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হইতে পারে না। সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ঐ ২৫।

আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহশ্চ কালসম্ভবাঃ॥
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতাঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥

অপক্ক মাংস, ঘৃত, মধু, দ্রব দ্রব্য অন্ত্যজাতির ভাণ্ডে যাবৎ অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহারা অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেই উহারা শুদ্ধ হয়। ঐ ৬০।

কালোঽগ্নিকর্ম্মমৃদ্বায়ুমনোজ্ঞানস্তপোজপঃ।
পশ্চাত্তাপোনিরাহারঃ সর্ব্বেষাং শুদ্ধিহেতবঃ।
অকার্য্যকারিণাং দানং বেগোনদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ॥

কাল, অগ্নি, কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মনঃ, জ্ঞান, তপঃ, জপ, অনুতাপ ও নিরাহার, এই সকল সর্ব্ব প্রকার শুদ্ধির কারণ এবং পাপী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ও বেগ নদীর শুদ্ধির কারণ হয়।

গ-পু ১।১০৬।২০-২১।

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্‌শূদ্রাঃ কুৎসিতাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ।
জন্ম তেষাং ম্লেচ্ছযোনৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকং॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে যাহারা কুৎসিতাচারী ও শৌচবর্জ্জিত হয়, তাহারা সহস্র বর্ষ ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ব্র বৈ পু ৪।৮৫।১৯০।

অশৌচস্ত প্রবক্ষ্যামি জন্মমৃত্যুনিমিত্তকম্।
যাবজ্জীবং তৃতীয়ন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥

জন্ম মৃত্যু নিমিত্ত যে এক প্রকার অশৌচ হয়, তাহা দ্বিতীয় বিধ। তৃতীয়, যাবজ্জীবন অশৌচ। এক্ষণে এই সকল অশৌচের বিষয় যথাক্রমে বলিতেছি। দ-সং ৬।১।

গ্রন্থার্থং যো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকী॥

যিনি সাঙ্গ, সকল্প ও সরহস্য বেদের পাঠ ও অর্থ অবগত আছেন, এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ, তিনি জননাশৌচভাগী হন না। ঐ ৮।

রাজর্ত্বিগ্‌দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

রাজা, যজ্ঞাদি কর্ম্মে দীক্ষিত ঋত্বিক্, বালক, দেশান্তরস্থ, ব্রতী ও যজ্ঞে প্রবৃত্ত, ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচের বিধি আছে।

দ-সং-৬।৫।

একাহস্তু সমাখ্যাতোযোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বিত্রিচতুরহস্তথা॥

সাগ্নিক অথচ বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যাঁহারা তদপেক্ষা হীন ও হীনতর, তাঁহাদিগেয় ক্রমান্বয়ে দুই, তিন ও চারি দিনে অশৌচান্ত হয়। ঐ ৭।

শুদ্ধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥

বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে, এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়েন। ঐ ৮।

রাজ্ঞাং যুদ্ধেষু যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু চ।
বালে প্রেতে চ ষণ্মাসে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

ক্ষত্রিয় যুদ্ধে ও যজ্ঞাদিতে এবং দেশান্তরগমনে প্রাণত্যাগ করিলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। আর ষণ্মাসের বালক মরিলেও জ্ঞাতিগণ সদ্যঃ শুদ্ধ হইয়া থাকেন।

গ পু ১।২১৪।৩৫।

অবিবাহা চ যা কন্যা দ্বিজো যো মৌঞ্জিবর্জ্জিতঃ।
জাতদন্তস্য বালস্য কুমারী চ ত্রিবর্ষিকা॥
তেষাং শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ গর্ভস্রাবে চ রাত্রিভিঃ।
সুতায়াং মাসতুল্যাশ্চ চতুর্থেঽহ্নি রজস্বলা॥

অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষা বালিকা, ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা উক্ত আছে। কন্যাজননে সর্ব্ববর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। গ-পু ১।২১৪।২৬-৩১।

দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসংপাতে সূতকে মৃতকেপি বা।
নিয়মাশ্চ ন দুষ্যন্তি দানধর্ম্মপরাস্তথা॥

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচে দানধর্ম্মাদি পূর্ব্বাচরিত নিয়মভঙ্গ হইলেও কোন দোষ হইতে পারে না।

ঐ ৩৮।

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজ নিমন্ত্রিতে।
পূর্ব্বসংকল্পিতে বাপি নাশৌচং মৃতসূতকে॥

দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে শ্রাদ্ধের দেবব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃতসূতকাশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। ঐ ৩৯।

ভৃগ্বগ্নিপাশকাম্বোভির্ম্মৃতানামাত্মঘাতিনাং।
পতিতানাঞ্চ নাশৌচং বিদ্যুচ্ছস্ত্রহতাশ্চ যে॥

যাহারা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, অথবা যাহারা গলপাশে কিম্বা জলে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে, সেই সকল আত্মঘাতী ও পতিতদিগের অশৌচ গ্রহণ করিবে না। আর যাহারা বিদ্যুৎপাত ও অস্ত্রাঘাতে মরে তাহাদিগেরও অশৌচ গ্রহণ করা অবিধেয়। অ-পু [illegible]৫৭।৩২।

অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চ ভুঙ্‌ক্তেঽদত্বাথ যঃ পুনঃ
এবং বিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতং॥

যে ব্যক্তি স্নান করে না, জপ করে না, হোম করে না, দান করে না, কেবল ভোজনই করে, এবম্বিধ লোকের সর্ব্বদাই অশৌচ। দ-সং ৬।৯।

ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ॥

বিশেষতঃ যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত, কদাচারী, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, বৈদিক ক্রিয়াহীন, মূর্খ (গায়ত্রী রহিত) ব্যসনাসক্ত, নিত্য পরাধীন, শ্রদ্ধা (গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস) রহিত ও দান বিহীন, এই সকল ব্যক্তি যাবৎ ভস্মসাৎ না হয় তাবৎ অশুচি।

ঐ ১০।১১।

দানং প্রতিগ্রহোহোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে।
দশাহাত্তু পরং শৌচং বিপ্রোহর্হতি চ ধর্ম্মবিৎ॥

অশৌচ হইলে দান, প্রতিগ্রহ, হোম, বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মে বিরত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশাহের পর শুদ্ধ হইবেন, তখন তিনি দেবার্চ্চনাদি বৈদিক কার্য্যে অধিকারী হইবেন। দ সং ৬।১৫।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নাস্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা॥

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, এই তিনটী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, এতদাতিরিক্ত আর চতুর্থ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে নাই। কিন্তু আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে অন্য ধর্ম্মেরও আশ্রয় লইতে পারে।

যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূতপরিগ্রহঃ।
এষা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, এই শ্লোকের দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তিত হইতেছে, যাজন (সাধু ব্যক্তির পৌরহিত্য) অধ্যাপন, এবং পবিত্র প্রতিগ্রহ (যাচনাদি রহিত ভাবে সৎব্যক্তির নিকট হইতে সাধুভাবে দান গ্রহণ) এই তিনটীই ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়স্যাপ্যয়ং ত্রিধা।
ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ ক্ষিতে রক্ষা শস্ত্রাজীবশ্চ জীবিকা॥

ক্ষত্রিয়ের দান, অধ্যয়ন, এবং যজ্ঞ এই তিনটীই ধর্ম্ম এবং পৃথিবী রক্ষা, ও অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনাই জীবিকা।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিধৈব সঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্য জীবিকা॥

দান, অধ্যয়ন, এবং যজ্ঞ এই তিনটী বৈশ্যের ধর্ম্ম, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কৃষিকর্ম্ম এই তিনটী জীবিকা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দানং যজ্ঞোঽথ শুশ্রূষা দ্বিজাতীনাং ত্রিধাময়া।
ব্যাখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মোঽপি জীবিকা কারুকর্ম্ম চ।

দান, যজ্ঞ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা, এই তিনটী শূদ্রের ধর্ম্ম, এবং শিল্প কর্ম্ম ইহাদের জীবিকা।

তদ্বদ্দ্বিজাতিশুশ্রূষা পোষণং ক্রয়বিক্রয়ৌ।
বর্ণধর্ম্মাস্ত্বিমে প্রোক্তাঃ শ্রূয়তাং চাশ্রমাশ্রয়াঃ॥

শূদ্রগণের দ্বিজাতিশুশ্রূষা, পশু রক্ষা, এবং ক্রয় বিক্রয়ও জীবিকা বলিয়া পরিগণিত। ইহাই বর্ণধর্ম্ম বলা হইল, এখন আশ্রমের ধর্ম্ম বলা হইতেছে।

স্ববর্ণধর্ম্মাৎ সংসিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্নোতি নচ্যুতঃ।
প্রয়াতি নরকং প্রেত্য প্রতিষিদ্ধনিষেবণাৎ॥

স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরায়ণ ব্যক্তি সম্যকরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে মৃত্যুর পরে ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে।

যাবত্তু নোপনয়নং ক্রিয়তে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কামচেষ্টোক্তভক্ষশ্চ তাবদ্ভবতি পুত্রক॥

বৎস! ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যাবৎ পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাবৎ ইচ্ছানুসারে ব্যবহার, সংলাপ ও ভক্ষণাদি করিতে পারে। ব্রাহ্মণাদি উপনয়নের পূর্ব্বে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অভক্ষ্য ভক্ষণাদি করিতে পারিবে, ইহা যেন কেহ না বুঝেন। যথেচ্ছ ব্যবহার—যেমন, ব্রাহ্মণে দিন রাত্রিতে দুইবারের অতিরিক্ত ভোজন করিতে নিষেধ আছে, কিন্তু অনুপনীত ব্রাহ্মণ তিনবার ও খাইতে পারিবে ইত্যাদি।

কৃতোপনয়নঃ সম্যক্ ব্রহ্মচারী গুরোর্গৃহে।
বসেৎ তত্র চ ধর্ম্মোঽস্য উচ্যতে তং নিবোধ মে॥

দ্বিজাতিগণ উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু গৃহে বাস করিবেন। গুরু গৃহে বসতি কালে যাদৃশ ধর্ম্মের অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বাধ্যায়োঽথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা।
গুরোর্নিবেদ্য তচ্চান্নমনুজ্ঞাতেন সর্ব্বদা।
গুরোঃ কর্ম্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্ প্রীত্যুপপাদনং॥

ব্রহ্মচারী নিত্য স্বাধ্যায় পাঠ, অগ্নিসেবন, স্নান, ভিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যটন, গুরুকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা অন্ন ভক্ষণ, গুরুর কার্য্যে উদ্যোগ, তাঁহার প্রীতিসমুদ্ভাবন এই সমস্ত কার্য্য করিবে।

তেনাহূতঃ পঠেচ্চৈব তৎপরোনান্যমানসঃ।
একং দ্বৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গুরোর্মুখাৎ।
অনুজ্ঞাতোঽথ বন্দিত্বা দক্ষিণাং গুরবে ততঃ।
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থং স্বেচ্ছয়াত্মনঃ॥

গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অনন্যমনে একাগ্রভাবে পাঠ করিবে। এইরূপে গুরুর মুখ হইতে যথাসম্ভব এক, দ্বি, বা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করতঃ গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বন্দনাপুরঃসর দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর যদি গৃহস্থাশ্রমে অভিলাষ থাকে, তবে গৃহস্থাশ্রমই অবলম্বন করিবে,

আর যদি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা বাসনা ও আসক্তি ক্ষীণ হইয়া উহাতে অনুরক্তি না থাকে, তবে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে, যদি তাহাতেও চিত্ত বিরক্ত হইয়া থাকে, তবে চতুর্থ ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিবে। এই যে আশ্রমের বিভাগ করা হইল, ইহা নিজের অধিকারানুসারে গ্রহণ করিতে হয়, ইচ্ছা হইলেই এক আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তরের গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

অত্রৈব বা গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ।
গুরোরভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎসুতং বিনা।
শুশ্রূষুর্নিরভিমানো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং বসেৎ॥

যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে, তাঁহারা গুরুগৃহেই বাস করিতে পারেন। যদি গুরুর অভাব হয়, তবে গুরুপুত্রে, গুরুপুত্রের অভাবে গুরুর প্রধান শিষ্যের শুশ্রূষাকামী হইয়া নিরভিমান চিত্তে সেই আশ্রমেই বাস করিবেন।

উপাবৃত্তস্ততস্তস্মাৎ গৃহস্থাশ্রমকাময়া।
ততোঽসমানর্ষিকুলাং তুল্যাং ভার্য্যামরোগিণীং।
উদ্বহেৎ ন্যায়তোঽব্যঙ্গাং গৃহস্থাশ্রমকারণাৎ॥

আর যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহী হইতে ইচ্ছু, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহের নিমিত্ত অসমান গোত্র প্রবর, ব্যাধিরহিতা, আত্মতুল্যা, অব্যঙ্গা স্ত্রীকে ন্যায় অনুসারে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে।

স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধা পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
সম্যক্‌সম্প্রীণয়ন্ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চাশ্রিতাংস্তথা॥
ভৃত্যাত্মজান্ জাময়োথ দীনান্ধপতিতানপি।
যথা শক্ত্যান্নদানেন বয়াংসি পশবস্তথা॥

নানাপ্রকার নিষিদ্ধ বৃত্তির অবলম্বন না করিয়া নিজ কর্ম্মোপাত্ত ধনের দ্বারা পিতৃ, দেব, এবং অতিথিগণকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্প্রীণিত করিবে এবং আশ্রিতগণকে পোষণ করিবে। আর ভৃত্য, পুত্র, দীন, অন্ধ, পতিত, পক্ষী, এবং পশুদিগকে যথাশক্তি অন্নদানের দ্বারা পোষণ করিবে।

এষ ধর্ম্মোগৃহস্থস্য স্বদারাভিগমস্তথা।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু যথাশক্ত্যা ন হাপয়েৎ॥

ঋতুকালে পত্নীতে অভিগমন করাও গৃহস্থের একটী ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং পঞ্চযজ্ঞ ও গৃহস্থের ধর্ম্ম জানিবে।

পিতৃদেবাতিথিজ্ঞাতিভুক্তশেষং স্বয়ং নরঃ।
ভুঞ্জীত চ সমং ভৃত্যৈর্যথা বিভবমাদৃতঃ॥

পিতৃ, দেব, অতিথি এবং জ্ঞাতিগণের ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট দ্রব্য ভৃত্যবর্গের সহিত অতি আদর পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো গৃহস্থস্যাশ্রমোময়া,
বানপ্রস্থস্য ধর্ম্মাংস্তে কথয়াম্যবধার্য্যতাং॥

বৎস! সামান্যভাবে গৃহস্থাশ্রমের ইতি কর্ত্তব্যতা তোমায় বলিলাম, এখন বানপ্রস্থাশ্রমের বিষয় অবধারণ কর।

অপত্যস[illegible]দ[illegible]পাক্কোদেহস্য চানতিং।
বানপ্রস্থাশ্রমং গ[illegible] গ্লনঃ শুদ্ধিকারণাৎ॥

প্রোক্ত ব্যক্তি [illegible] হইয়া দেহের অবনতি হইলে অর্থাৎ দেহ যখন ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন আত্মার শুদ্ধির নিমিত্ত বানপ্রস্থ আশ্রমে গমন করিবেন।

তত্রারণ্যোপভোগশ্চ তপোভিশ্চাত্মকর্ষণং।
ভূমৌ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়া॥

বনবাসী হইয়া আরণ্য ফলাদি উপভোগ, তপস্যা দ্বারা শরীরের অনুকর্ষণ, ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, পিতৃগণ দেবগণ, ও অতিথিগণের সেবা করিবে।

হোমস্ত্রিসবন স্নানং জটাবল্কলধারণং।
যোগাভ্যাসঃ সদা চৈব বন্যস্নেহনিষেবণং॥

হোম, ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, জটাবল্কল ধারণ, যোগাভ্যাস এবং বন্য স্নেহের (ইঙ্গুদীতৈল) নিষেবণ করিবে।

ইত্যেষ পাপশুদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চোপকারকঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমস্তস্মাৎ ভিক্ষোস্থ চরমোপরঃ॥

পাপশুদ্ধির কারণ আত্মোপকারক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কথিত হইল, অতঃপর চরম ভৈক্ষ আশ্রম কথিত হইতেছে।

চতুর্থস্য স্বরূপন্তু শ্রূয়তামাশ্রমস্য মে।
যঃ স্বধর্ম্মোঽস্য ধর্ম্মজ্ঞৈঃ প্রোক্তস্তাত! মহাত্মভিঃ॥

হে তাত! চতুর্থ আশ্রমের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর, ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাগণ ইহার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমকোপিতা।
যতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরং॥

ভিক্ষু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস করিবেন। এক আবাসে অনেক দিন বসতি করিবেন না।

অনারম্ভস্তথাহারো ভৈক্ষান্নেনৈককালিনা।
আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা তথাচাত্মাবলোকনং॥

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা এক কালে আহার করিবেন। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্ম প্রত্যক্ষ করিবেন।

চতুর্থেত্বাশ্রমে ধর্ম্মো ময়ায়ং তে নিবেদিতঃ।
সামান্যমন্যবর্ণানাং আশ্রমাণাঞ্চ মে শৃণু॥

চতুর্থ আশ্রমের ধর্ম্ম তোমায় বলা হইল, সমস্ত আশ্রম এবং সমস্ত বর্ণের যাহা সামান্য ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যং শৌচং অহিংসা চ অনসূয়া তথাক্ষমা।
আনৃশংস্যমকার্পণ্যং সন্তোষ শ্চাষ্টমোগণঃ॥

সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, পরপীড়া রাহিত্য, অকৃপণতা, সন্তোষ, এই আটটী সকল আশ্রমী ও বর্ণের সামান্য ধর্ম্ম।

এতে সংক্ষেপতঃ প্রোক্তাধর্ম্মা বর্ণাশ্রমেষু তে।
এতেষু চ স্বধর্ম্মেষু স্বেষু তিষ্ঠেৎ সমস্ততঃ॥

তোমাকে বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিলাম, এই সমস্ত স্বকীয় ধর্ম্মে সর্ব্বদাই অবস্থিত থাকিবে।

যশ্চোল্লঙ্ঘ্য স্বকং ধর্ম্মং স্ববর্ণাশ্রমসংজ্ঞিতং।
নরোঽন্যথা প্রবর্ত্তেত সদণ্ড্যোভূভৃতোভবেৎ॥

যিনি স্বীয় বর্ণও আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্য-ভাবে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে রাজা দণ্ড করিবেন।

যে চ স্বধর্ম্মস্যত্যাগাৎ পাপং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
উপেক্ষতস্তান্ নৃপতে বিষ্টাপূর্ত্তং প্রণশ্যতি॥

যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে, তাহা-দিগকে রাজা উপেক্ষা না করিয়া দণ্ড করিবেন। যে রাজা ইহাদিগকে উপেক্ষা করেন, তাঁহার ইষ্টাপূর্ত্ত জনিত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

যৎ কার্য্যং পুরুষাণাঞ্চ গার্হস্থ্যমনুবর্ত্ততাং।
বন্ধশ্চ স্যাদকরণে ক্রিয়ায়া যচ্চ চোদ্ধৃতিঃ॥
উপকারায় যন্নৃণাং যচ্চ বর্জ্জ্যং গৃহে সতা।
যথাচ ক্রিয়তে তন্মে যথাবৎ পৃচ্ছতোবদ॥

ইদানীং গৃহস্থাশ্রমী পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা না করিলে আত্মার বন্ধনই হইয়া থাকে, যাহা মানবের উপকারক, এবং বর্জ্জনীয়, সেই সমস্ত আমার প্রশ্ন অনুসারে আপনি বলুন।

বৎস! গার্হস্থ্যমাদায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতং॥

বৎস! মানব গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত জগৎ রক্ষা করেন, সেই কারণে প্রকৃত গৃহস্থ আপন অভীপ্সিত লোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন।

মনোজয়।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা।

কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ, এবং পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (স্ত্রী বা পুং চিহ্ন) হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচ, একুনে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। ম সং ২।৯০।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে॥

পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপূর্ব্বক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। ঐ ৯১।

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়; মন বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক হয়। চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয়ের একমাত্র মনই নিয়ন্তা হয়েন। সেই মন হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থিত হয়েন এবং তাঁহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়, যেহেতু ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আন্তরিক কার্য্যে তিনি স্বাধীন এবং বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়পরাধীন হয়েন। আর রূপ, রস প্রভৃতি যে সকল পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হয়, অথবা যাহা-দিগকে লইয়া কার্য্য করা যায়, তৎসমূহের নাম বিষয়। ঐ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণেতে অর্পিত হইলে সেই পূর্ব্বোক্ত সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন তাহাদিগের দোষ ও গুণ বিচার করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই মনের সত্ত্ব, রজঃ এবং তম এই তিন প্রকার গুণ আছে, সেই সকল গুণদ্বারা মন বিকৃত হয়েন। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য ইত্যাদি মনের সত্ত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বৈষয়িক প্রযত্ন ইত্যাদি মনের রজোগুণের বিকার। আলস্য, ভ্রান্তি এবং তন্দ্রা ইত্যাদি মনের তমোগুণের বিকার। কাম ক্রোধাদি দোষবশংগত মনই পাপকার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয় এবং মনই উন্মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপদ্বারা লিপ্ত হয় না। যথা,—মনঃ করোতি পাপানি মনোলিপ্যেত পাতকৈঃ। মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ॥ জ্ঞা-স-ত ৪৫। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলে সেই প্রোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। ম সং ২।৯২

ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ॥

ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে।

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১১।১৯।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ॥

ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে রাগ দ্বেষাদিরূপ দোষ সকল প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ঐ ২১।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥

যেমন সারথি অশ্বগণের নিয়ামক হয়, সেইরূপ বিদ্বান ব্যক্তিরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয় সমূহে ভ্রাম্যমাণ ইন্দ্রিয়গণের সংযমে (দমনে) যত্নবান্ হইবেন। ম-স° ২।৮৮।

রথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্টমাত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলৈঃ সদশ্বৈর্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব-স্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত (বশীকৃত) ও সদশ্ব সংযোজিত রথারূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন। ম ভা-বনপর্ব্ব ২১১।২৩।

যন্নমাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাম।
যো ধীরো ধারয়েদ্রশ্মীন্ স স্যাৎ পরমসারথিঃ॥

যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, এবং যিনি একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনই উৎকৃষ্ট সারথি। ঐ ২৪।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্ব্বীত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ধ্রুবং॥

যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথি মধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ ২৫।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥

বিষয়ে ঐকান্তিক আসক্তি প্রযুক্ত দুষ্টভাবাপন্ন বিপ্রের বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না। ম-সং ২।৯৭।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥

কামবশতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি পঞ্চবিধ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত একান্ত আসক্ত হইবে না; বিষয় সকল অস্থির এবং স্বর্গ ও মোক্ষের বিরোধী হয়, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। ম-সং ৪।১৬।

আত্মবান্ পুমান্ লোকে সুখী ভবতি নিশ্চিতং।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ।
তথা চ বিষয়াধীনো দুঃখী ভবতি নিশ্চিতং॥

আত্মবান পুরুষ নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখভোগ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সকল আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ। সেই শব্দস্পর্শাদি বিষয়াধীন মনুষ্য নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করে, গ-পু ২।২।১৭।

জ্ঞাতুমিচ্ছতি শব্দাদীন্ রাগদ্বেষৌ হি জায়তে।
লোভোমোহঃ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং নরশ্চরেৎ॥

যাহারা শব্দাদি বিষয় সকল জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের রাগদ্বেষাদি জন্মে, তখন তাহারা লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে। গ-পু ১।২২৭।৬।

হস্তাবুপস্থমুদরং বাক্চতুর্থী চতুষ্টয়ং।
এতৎ সুসংযতং যস্য স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

যাহার হস্ত, উপস্থ, উদর ও জিহ্বা এই চারিটী ইন্দ্রিয় সংযত থাকে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। ঐ ৭।

পরস্বং ন গৃহ্ণাতি ন হিংসাং কুরুতে তথা।
নাক্ষক্রীড়ারতো যস্য হস্তৌ তস্য সুসংযতৌ॥

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য গ্রহণ করেন না, কোন প্রকার হিংসাব্যাপারে লিপ্ত হন না এবং অক্ষক্রীড়াতে আসক্ত হন না, তাহার হস্তদ্বয়ই সুসংযত বলা যায়। ঐ ৮।

পরস্ত্রীবর্জ্জনরত উপস্থং সুসংযত।
অলোলুপোমিতং ভুঙ্ক্তে জঠরং তস্য সংযতং॥

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে বিরত থাকে, তাহারই উপস্থ সুসংযত বলা যায়। আর যে ব্যক্তি অলোলুপ হইয়া ভোজন করে, তাহার উদরকেই সংযত বলা যায়। ঐ ৯।

সত্যং হিতং মিতং ব্রূতে যস্মাদ্বাক্ তস্য সংযতা।
যস্য সংযতান্যেতানি তস্য কিং তপসাধ্বরৈঃ॥

যিনি হিত, পরিমিত ও সত্য বাক্য বলেন, তাহার জিহ্বাই সংযত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ফলতঃ যে ব্যক্তির উক্ত হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়াছে, তাহার তপস্যা ও যাগ-যজ্ঞাদিতে কোন প্রয়োজন নাই। গ-পু-১।২২৭।১০।

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥

যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া গৃহ মধ্যে বাস করে, তাহার সেই গৃহে কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদায় তীর্থই বিরাজমান্ থাকেন। ব্যা-সং ৪।১৩।

বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥

বিষয়ানুরাগী লোকদিগের বনেতেও দোষের প্রভুত্ব হয়, অতএব গৃহবাসী হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করাই তপস্যা। যে ব্যক্তি অকুৎসিত অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই বিরাগী লোকের গৃহই তপোবন। গ-পু ১।১১৩।১০।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কখনই কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতার্পণের ন্যায় তাহা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দেখ, যদি এক জনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট, অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কল্প। ম-সং ২।৯৪।

সর্ব্ব এব হি সৌখ্যেন সর্ব্বচাপ্যবগাহতে।
এষ এব হি লোভস্য কার্য্যোহর্থো ভবেদতঃ॥

সকল লোকই সুখের লালসায় দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় একটা লোভের কার্য্য। মনুষ্য লোভপরতন্ত্র হইলেই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে।

গ-পু ১।২১৩।১১।

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ দ্রোহঃ প্রবর্ত্ততে
লোভাম্মোহশ্চ মায়া চ মানো মৎসর এব চ॥
রাগদ্বেষানৃতক্রোধা লোভমোহমদোজ্ঝিতঃ।
স শান্তঃ পরং লোকং যাতি পাপাবর্জ্জিতঃ॥

মনুষ্যের অন্তঃকরণে লোভ উপস্থিত হইলেই ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে। লোভ বশতঃ মনুষ্য হিংসাদি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মোহ, মায়া, অভিমান, মাৎসর্য্য, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা আচরণ, এই সমস্তই লোভ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে শান্ত ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্ব প্রকার পাপবিহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অজ্ঞানতাকে মোহ এবং পরবঞ্চনেচ্ছাকে মায়া কহে। অহঙ্কারকে অভিমান বলে। অহঙ্কার দ্বারাই "আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমা হইতে ধনী বা বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ নাই, আমাকে সকলেই মান্য করে, ইত্যাদি অভিমান হইয়া থাকে, এজন্য অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম। ইহাতেই অভিমান ও অহঙ্কারের অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকে পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর কহে, যেমন জলপানার্থ রাজকীয় পুষ্করিণীর অভিমুখে গমনোদ্যত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উদাসীন ব্যক্তির নিবারণেচ্ছা। সুখকর বিষয়ে অন্তঃকরণের অভিলাষকে রাগ কহে। দুঃখজনক

বিষয়ে যে বিদ্বেষ ভাব তাহাকে দ্বেষ কহে এবং অসত্য ব্যবহারের নাম মিথ্যা আচরণ।

গ-পু ১।২১৩।১২-১৩।

সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।
ছেত্তারঃ সংশয়ানাঞ্চ ক্লিশ্যন্তে লোভমোহিতাঃ॥

মহা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বহু-শ্রুত ও সমস্ত সংশয়-ছেদনক্ষম ব্যক্তিও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করে এই বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি রহস্যজনক জ্ঞানপ্রদ উপন্যাস কথিত হইতেছে। কোন সময়ে এক সুপণ্ডিত ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার তীর্থ পর্য্যটনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে নানা তীর্থ ও দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন কালে এক দিন পথ-মধ্যে এক প্রাচীন নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নগরটী অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য অট্টালিকা সকল জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে; কোন বাড়ীতেই মনুষ্যের সমাগম নাই এবং কোথাও কোন মনুষ্যের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ পথশ্রান্তি প্রযুক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারে যে কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল, তাহা বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপরিভাগে একটী পতাকা দেখিতে পাইলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি মনুষ্যের মুখ দেখিতে পান নাই; ঐ পতাকাটী অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র, তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া আহারাদি সমাপন করিয়া সেই দিকেই ধাবমান হইলেন। ক্রমে সেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অট্টালিকাটী অতিশয় উচ্চ এবং পরম রমণীয়; ইহার চতুর্দ্দিক বিচিত্র ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রাচীরের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে এক একটী সুসজ্জিত বৃহৎ দ্বার, চারিদিকে সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কৃত পথ এবং পথের দুই পার্শ্বে মনোহর পুষ্পোদ্যান রোপিত ও শোভা বিস্তার করিতেছে। যে গৃহের বাহিরে এত শোভা, না জানি তাহার অভ্যন্তরে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তখন তিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে তথাকার দ্বাররক্ষক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, "মহাশয়! কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন," এই বলিয়া একটী সুরাপূর্ণ কাচপাত্র হস্তে করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া কহিল, "ইহাতে কি আছে, দেখিতে পান?" ব্রাহ্মণ সেই সুরাপাত্র দর্শন করিবামাত্র, পাছে সুরার ঘ্রাণ শরীরে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আপনার নাসারন্ধ্র গাত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি, উহা সুরা।" দ্বারপাল কহিল, "মহাশয় এই বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে এক পাত্র সুরা পান করিতে হয়। দেখুন, ইহা সামান্য লোকের বাটী নহে, ইহাতে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, ইহার অবারিত দ্বার, ইহার মধ্যে কাহারও যাইবার নিষেধ নাই এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে লোকের এত আনন্দ লাভ হয়, যে তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, অধিক কি বলিব, যে সকল মহাত্মা ইহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই প্রাণান্তেও ইহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমাদের প্রভুর এমন আজ্ঞা আছে যে, এক পাত্র সুরাপান না করিলে কেহই এই দ্বার দিয়া বাটীর ভিতরে যাইতে পারিবে না।" সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সুরাপান করা দূরে থাকুক, কখন স্পর্শও করেন নাই। সুতরাং তিনি নিরাশ হইয়া বিষণ্ণভাবে সেই দ্বার হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্য দ্বার দিয়া যাইবার মানস করিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, এক জন আরক্ত চক্ষু, কাল ঘন শ্মশ্রু, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল ও দীর্ঘাকার কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারী যবন একখান সুশাণিত ছুরিকা হস্তে লইয়া গোমাংস ছেদন করিতেছে। এই ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র দ্বিজকুমার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যবন তাঁহাকে দেখিয়া অতি সত্বরে দ্বারের বাহিরে গিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আসুন, এখানে আসিতে আজ্ঞা হয়; বোধ করি আপনি এই বাটীমধ্যে যাইবার অভিলাষ করেন, আপনার ভয় নাই, আপনি অনায়াসে যাইতে পারিবেন।" এই বলিয়া যবন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরাইল এবং সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিল। তখন ব্রাহ্মণ সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনে মনে আহ্লাদযুক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, এবার বাটীর মধ্যে যাইবার সুবিধা হইল।" কিন্তু যবন সেই সময়ে এক পাত্র সুপক্ব গোমাংস তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিল, "মহাশয়! এই টুকু আহার করিয়া বাটীর ভিতর গমন করুন।" তাহা দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ অমনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওহো! আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কোন্ সাহসে গোমাংস ভক্ষণ করিব? এমন কুকর্ম্ম আমি কখনই করিতে পারিব না।" যবন উত্তর করিল "ইহা ভক্ষণ না করিলে এই দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিতে কাহারও প্রতি আমার প্রভুর আদেশ নাই।" তখন ব্রাহ্মণ এ দিকেও নিরাশ হইয়া উত্তর দ্বারে চলিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অপর একটী অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। এক পরমাসুন্দরী তরুণী রমণী মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় অবনত মস্তকে সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সেই রমণী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! এ বাটীর অবারিত দ্বার, ইহার ভিতরে যাইতে কাহারও বাধা নাই; কিন্তু আমার প্রভুর আদেশ আছে যে, আমাকে সহচরী না করিলে কেহই এ দ্বার দিয়া বাটী প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি আমাকে সহচরী করিয়া স্বচ্ছন্দে এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করুন। আমি আপনার সমভিব্যাহারে থাকিয়া আপনাকে ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী বিচিত্র কার্য্যসকল প্রদর্শন করিব।" যুবক ব্রাহ্মণের চরিত্র অত্যন্ত সৎ ছিল; পরস্ত্রী গমন করা দূরে থাকুক, তিনি কখন পরস্ত্রীর মুখও

দর্শন করিতেন না। তিনি ঐ স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, 'আমার একবার বিবাহ হইয়াছে; সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমানে অন্য দার পরিগ্রহ করিলে গুরুতর পাপাচরণ করা হয়, অতএব এমন অসৎকর্ম্মে যেন কখন আমার প্রবৃত্তি না হয়।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্বার পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহার সেই বাহাড়ম্বরশালী আপাত মনোহর ভবনের আভ্যন্তরিক শোভা দর্শনের লালসা ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে, তিনি তাহাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গমন করিতে করিতে পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, ভদ্রলোকের ন্যায় এক ব্যক্তি উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি শয়ান রহিয়াছে। সে ব্যক্তি ঐ বিদেশী যুবক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়। আপনি কি পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন?" ব্রাহ্মণ তাঁহার ভদ্রতা দেখিয়া ভাবিলেন, "বুঝি এইবার আমার আশা পূর্ণ হইল" এবং ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমি এই বয়সে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক উত্তম উত্তম পুরী দেখিয়াছি কিন্তু এমন মনোহর পুরী কোথাও দেখি নাই! আবার শুনিতে পাই যে, ইহার বাহ্য শোভা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক শোভা শতগুণে উৎকৃষ্ট, আরও শুনিতে পাই যে, ইহার ভিতরে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে মনুষ্যের চতুর্ব্বর্গলাভ হয়।" সেই ভদ্রলোকটী ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়! আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে, সকলই সত্য; আর ইহাতে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য নহে, আপনি অনায়াসেই যাইতে পারিবেন, কেহ নিবারণ করিবে না; কিন্তু আপনি এক কার্য্য করুন। এই যে তরবারিটী দেখিতেছেন, আপনি ইহা গ্রহণপূর্ব্বক ইহা দ্বারা অগ্রে আমার মস্তকটী ছেদন করুন, তাহা হইলে আপনি এই বাটীতে প্রবেশ করিতে পাইবেন। দেখুন যখন আমাদের রাজারই এইরূপ আদেশ, তখন ইহা পাপাচরণ বলিয়া অণুমাত্রও আশঙ্কা করিবেন না।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন এবং এখানে থাকা আর কর্ত্তব্য নহে, এই ভাবিয়া ত্বরায় সেই দ্বার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতে তাঁহার অন্তঃকরণ এত বিচলিত হইয়া পড়িল যে, তিনি তখন কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া এক প্রকার উন্মত্তের ন্যায় হইলেন এবং আপনার মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা,—সুরাপান, গোমাংসভক্ষণ, পরদার গমন এবং নরহত্যা, এই চতুর্ব্বিধ পাপের মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর পাপ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আমাদের এই দেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বদেশেই সুরাপান প্রচলিত আছে। আর পুরাণাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে এদেশেও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যজ্ঞাদিতে সুরাপানের রীতি বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। পরন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করিয়াছিলেন যে, "যোব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ"। অর্থাৎ অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। তদবধি এ দেশীয় লোকেরা সেই শাপানুসারে মহাপাতক জন্মিবার ভয়ে সুরাপানে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এ দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়াই সুরাপান দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে এবং মত্ততা প্রযুক্ত সুরাপায়ী ব্যক্তির অশেষ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণ বশতই পূর্ব্বকালীন শাস্ত্রকারেরা পঞ্চবিধ মহাপাতকের মধ্যে সুরাপানকেও একটি মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা কেবল তাঁহাদিগের শাসন বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা একবার মাত্র অল্প পরিমাণে সুরাপান করিলেই যে মহাপাতক হয়, এ কথা নিতান্ত অমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, এই সুরা অমৃত তুল্য ও পরম স্বাস্থ্যকর। যেহেতু নিদানে লিখিত আছে,—"কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং। অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং॥ প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্। বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং॥ বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলং। প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমং॥ * * * বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ, পানান্নিদ্রারতিবর্দ্ধনশ্চ। সম্পাঠগীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোঽতিরম্যঃ প্রথমো মদোঽয়ং॥ অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্বিচেষ্টঃ, সোন্মত্তলীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ। আলস্যনিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥ গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ, খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ। ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি, মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥ চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ। কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃতঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যের পক্ষে অন্ন পানাদি যেরূপ উপকারী, সুরাও তদ্রূপ উপকারী। কিন্তু উপকারী হইলেও উহা বিধিপূর্ব্বক সেবিত না হইলে রোগ উৎপাদন করে এবং বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়, যেমন প্রাণনাশক বিষ অবস্থানুসারেও মাত্রানুসারে সেবন করিলে শরীরের রোগকে বিনষ্ট করিয়া পুষ্টি সম্পাদন করে। এমন কি, যে অন্ন প্রাণীদের জীবন, তাহাও অধিক পরিমাণে ভক্ষিত হইলে জীবন নাশ করে। যথাকালে পরিমাণানুসারে এবং বিধিপূর্ব্বক হিতকারী (স্বাস্থ্যকর) দ্রব্যের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সুরাপান করিলে ঐ সুরা অমৃতের ন্যায় বলকারক হয়। সুরা প্রথম মাত্রা সেবনে বুদ্ধি, স্মৃতি, সন্তোষ, ক্ষুধা, নিদ্রা ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধ্যয়ন ও গান করিবার শক্তি জন্মায়; দ্বিতীয় মাত্রা সেবনে—বুদ্ধি, স্মৃতি ও বাক্‌শক্তির অস্পষ্টতা জন্মায় এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; তৃতীয় মাত্রা সেবনে সুরাপায়ী ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অগম্যাস্ত্রীতে গমন, অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন এবং গুপ্তকথা প্রকাশ করে, গুরুজনদিগকে মান্য করে

না এবং শরীর রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়; চতুর্থ মাত্রা সেবনে মদ্যপায়ী ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া মৃত ব্যক্তির ন্যায় পতিত থাকে। এই প্রকারে লোভোপহতবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ মনে মনে নিদানোক্ত মদ্যের গুণাগুণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে এই মীমাংসা করিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম মাত্রার অর্থাৎ অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিলে কোন দোষ বা পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি আপনার মনকে এই রূপে প্রবোধিত করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিলেন এবং একেবারে দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, "ওহে বাপু! আমাকে কিঞ্চিৎ মদ্য দাও, আমি তাহা খাইয়া এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিব।" এই কথা শুনিয়া দ্বারপাল অতিশয় আনন্দিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া একপাত্র সুরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং তিনিও তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লানবদনে পান করিয়া পরমানন্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে না করিতেই তাঁহার বিলক্ষণ মত্ততা জন্মিল। তখন তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে গোমাংস ভক্ষণ, পরদার গমন ও নরহত্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিলেন। আর তিনি প্রাণান্তেও সেই বাটীর বাহির হইতে চাহিলেন না। আপনার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সকলকেই ভুলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বে যাহাকে দেখিবামাত্র বস্ত্রদ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়াছিলেন এবং পরেও যাহাকে আপনার বিচারে লঘু পাপ বা পাপ নহে অথচ পরম হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই প্রভাবে—সেই একবিন্দু সুরার প্রভাবে—জগতের কোন পাপের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

অতএব একমাত্র লোভই মনুষ্যের যাবতীয় অনিষ্ট সাধন করে। মহাভারতে কথিত আছে, যে, "লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আসক্তি ও লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, মদ, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা-শ্রবণ-প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য কি কৌমার কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যেরা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচ জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিলসম্পন্ন অনবরত স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশান্ত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ, ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন।" শান্তিপর্ব্ব ১৫৮ অধ্যায়।

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

লোভে বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং লোভে তৃষ্ণা (আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে) জন্মে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ইহ ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে। হি-উ।

তৃষ্ণয়া চাভিভূতস্য নরকং প্রাপ্যতে।
তৃষ্ণামুক্তাস্তু যে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে॥

যে সকল মনুষ্য তৃষ্ণাতে অভিভূত, তাহারা নরক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত, তাহারা স্বর্গবাস লাভ করে। পদ্মপু ২।২।১৬।

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥

মূঢ় ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদৃশ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন। বি পু ৪।১০।২৯।

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি॥

মনুষ্য জীর্ণ হইলে মনুষ্যের কেশ জীর্ণ (পক্ক) হয়, আর মনুষ্য জীর্ণ হইলে দন্ত জীর্ণ হয়, পরন্তু মনুষ্য জীর্ণ হইলেও ধনাশা ও জীবিতাশা কখনই জীর্ণ হয় না। ঐ ১৭।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং নাশা তৃপ্যতি সম্পদা॥

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে তৃপ্ত হয় না, সমুদ্র যেমন নদীতে পরিতোষ হয় না এবং যম যেমন সমস্ত প্রাণীতেও পরিতৃপ্ত হয় না, আশারও সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তিতেও সন্তোষ জন্মে না। না প ১।১৪।৯।

তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্॥

সেই ব্যক্তিই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছে ও সেই ব্যক্তিই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, যে ব্যক্তি আশাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া নৈরাশ্যকে অবলম্বন করিয়াছে। হি-উ।

ন যোজনশতং দূরং বাধ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ॥

যাহার মানস তৃষ্ণার বশীভূত, তাহার পক্ষে শত যোজনও দূর নহে, কিন্তু সন্তুষ্ট ব্যক্তির করাগত অর্থেও আদর নাই। ঐ।

বিপাকে দুঃখকামস্য নাধুনা মনমোহনাম।
বিপাকেঽপ্যাধুনা ক্রোধঃ সর্ব্বদা দুঃখদঃ স্মৃতঃ॥

জীবের চিত্তক্ষেত্রে যখন কাম সমুদ্ভূত হয়, তখন সে কষ্টকর হয় না; কিন্তু ক্রোধ রিপু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই দুঃখদ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ রসাদি বিষয় লাভার্থ অন্তঃকরণের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে কাম কহে। ইহা ইচ্ছা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, আশা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নানাবিধ শব্দে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অভিলষিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়

লাভে বঞ্চিত বা অসমর্থ হইলে অন্তঃকরণে যে তাপ সমুদ্ভূত হয় তাহাকে ক্রোধ বলে। আগ্নি-পু ২।১৭১।

জায়তে যত্র স ক্রোধস্তং দহেদেষ সর্ব্বতঃ।
বিষয়ং চ কচিৎ ক্রোধঃ সফলো নির্দ্দহেদয়ম্॥

যে ব্যক্তির কামের উদয় হয়, কাম তাহাকেই পরিণামে দগ্ধ করিয়া থাকে, পরন্তু যে ব্যক্তিতে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ তাহাকে এবং তাহার বিষয় পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তিকে বিপক্ষের তাড়না প্রভৃতিও সহ্য করিতে হয়। ঐ ১৭২।

চতুর্বিধানাং ভূতানাং ক্রোধাদ্ভবতি হিংসনম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কস্তং ক্রোধং সমাশ্রয়েৎ।
নাশয়ত্যেষ বৈ কান্তিং ক্ষান্তিং রোগ ইবাক্ষিণম্॥

ক্রোধের উদয় হইলে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা এই চতুর্বিধ জীবেরই হিংসা করা হইতে পারে; ঈদৃশ ক্রোধের বশীভূত হওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যিনি (বিনা) রোগ হইলে যেরূপ মনুষ্যের চক্ষু নষ্ট হয়, ক্রোধের উদয় হইলে সেইরূপ কান্তিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্বিধ জীব যথা,—অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি জীব অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মশক ও মক্ষিকাদি জীব স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্বেদজ কহে। বৃক্ষ, গুল্ম, ও লতা প্রভৃতি ভেদ করিয়া উদ্ভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে। এই উদ্ভিদ পদার্থদিগের জীবন আছে বটে, কিন্তু ইহাদিগের চেতনা শক্তি অত্যন্ত অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবগণকে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয় বা গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে জরায়ুজ বলে। ফলতঃ শুক্র ও শোণিত সংযোগে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয় তাহারাই জরায়ুজ। এই জরায়ুজ দেহ তিন প্রকার; পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব। আগ্নি-পু ২।১৭৩।

যথারিঃ দারিদ্র্যোভাণ্ডে সংক্রান্তঃ বরদো ভূনাম্।
সফলো দুর্জনো যদ্বৎ ফলদো রাজ্যনাশনাৎ॥

যেমন কোন দুর্জন ব্যক্তি যদি রাজদ্বারে প্রতিপন্ন হইয়া পরিশেষে সেই দারিদ্রকেই রাজভবন হইতে নির্বাসিত করে, ক্রোধও সেইরূপ মনুষ্যদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সবল হইয়া নিজের আশ্রয় ব্যক্তিকেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে। ঐ ১৭৪।

অশ্ববারং যথাদুষ্টো বাজী গর্ত্তে নিপাতয়েৎ।
এবং ক্রোধোঽপি নরকে নরমাশু নিপাতয়েৎ॥

দুষ্ট তুরঙ্গ যেরূপ আরোহীকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করে, ক্রোধও সেইরূপ আপনার অবলম্বিত ব্যক্তিকেই অবশেষে নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে। আগ্নি-পু ২।১৭৫।

সুখার্থিনস্ততঃ পুংসো নাস্তি কোপসমো রিপুঃ।
ততঃ কোপো নিয়ন্তব্যঃ কামাদপ্যধিকস্ততঃ॥

ক্রোধের সদৃশ শত্রু এ জগতে আর কিছুই নাই। যিনি শুভ কামনা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে ক্রোধ দমন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হবেন, কারণ ক্রোধ কাম হইতেও কষ্টদায়ক। ঐ ১৭৬।

যথা বহ্নির্মহান্ দীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রং চ নির্দ্দহেৎ।
এবং কোপোঽত্র সঞ্জাতো বিশ্বমেতদ্বি নির্দ্দহেৎ॥

অতএব প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ শুষ্ক ও আর্দ্র সমুদায় কাষ্ঠই দগ্ধ করে, সেইরূপ মনুষ্যদেহে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া অভ্যুদয় (কল্যাণ) ও নিঃশ্রেয়সের (সুখের) কারণ সমুদায় পুরুষার্থ দগ্ধ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু এই চারিটী লাভ করাই পুরুষমাত্রের উদ্দেশ্য। যথা,—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ। বি পু। ঐ ১৭৭।

ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে।
আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি॥

সর্ব্বভূতান্তক যমরাজকে যম বলা যায় না, কিন্তু আত্মাকেই যম বলিতে হয়, কেননা যে ব্যক্তি আত্মাকে সংযম অর্থাৎ আপনাকে দমন করিয়াছে, তাহার প্রতি যমরাজ কি করিতে পারেন? যাহার আত্মা বশীভূত নহে, এই সংসারে তাহার অপেক্ষা অসভ্য নাই, সে স্বয়ংই আত্মশত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন প্রকারে আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, যমও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে। আ সং ১০।১।

ন তথা শস্ত্রং তীক্ষ্ণং সর্পো বা দুরধিষ্ঠিতঃ।
যথা ক্রোধো হি জন্তূনাং শরীরস্থো বিনাশকঃ॥

জীবের শরীরাবস্থিত ক্রোধ যেমন শরীর বিনাশক শত্রু, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, সুক্রুদ্ধ সর্প অথবা বিষাক্ত দ্রব্য তদ্রূপ নহে। ঐ [illegible]

ক্ষমা গুণো হি জন্তূনামিহামুত্র সুখপ্রদঃ।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে॥

জীবের ক্ষমা (ক্রোধ নিগ্রহ) গুণ ইহ ও পরলোকে সুখপ্রদ হয়, কেননা ক্ষমাশীলের দোষ অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর নাই। ঐ [illegible]

একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ॥

ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটী মাত্র দোষ আছে, তাহার দ্বিতীয় দোষ লক্ষিত হয় না। ক্ষমাবান ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে। গ পু ১১০।[illegible]

রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিদ্ দ্বিজ!।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥

হে বিপ্র! যাহারা রাগ দ্বেষাদিদ্বারা আক্রান্ত, কোনকালেও তাহাদিগের সুখ হয় না। আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, যাহার অন্তঃকরণ শান্তিগুণে বিভূষিত, তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে। ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে এবং অক্রোধই মনুষ্যের মঙ্গলের কারণ হয়, অতএব সমস্ত অশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল, কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। একমাত্র ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে। মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগেরও প্রাণবিনাশ করিতে পারে। অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষপরবশ

ব্রাহ্মণ রক্ষা।

হায়! আজ কিনা দুর্ব্বহ সংসার ভারের নিদারুণ ও নিরন্তর নিষ্পেষণে সেই সংসার রাজ্যে প্রাকৃতিক পরিচারক সেবক ও চির রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অন্তরাত্মার ভাবনা শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে! কেবল গৃহস্থ জীবনে ভরণ পোষণের অসদ্ভাবে আধ্যাত্মিক ভরণ পোষণের শোচনীয় অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় হিন্দু সমাজ একূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিশ্চিন্ত ও শান্ত করিতে না পারিলে কদাচ হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ নাই। পুরাকালে ভারতীয় রাজগণ বিশেষ ভাবে এবং হিন্দু সমাজ সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণের সংসার চিন্তার ভার গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিক হিন্দু সমাজ তদর্থে দায়িত্ব অনুভব করিতেন, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ ও সোৎসাহে তাঁহাদের সমস্ত অন্তর্জগৎ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত অবকাশই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংস্কৃত শাস্ত্র সেবায় নিয়োগ করিতেন। তাহারই ফলে এক দিন জগতের ভাগ্যে—বিশেষতঃ ভারতের ভাগ্যে বর ঘটিয়াছিল। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অশ্রু অসম্বরণীয় হয়, আজ কিনা সংসার দায়ে আমাদের সমস্ত আশা, উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন, নিত্য প্রীতি পূজাস্পদ সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অসৎ প্রতিগ্রহ, নিষিদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উপেক্ষা প্রভৃতি দীনজন-সুলভ বর্ত্তাবর হীন কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছেন।

তাই বলি, ভাই হিন্দু! আমাদের প্রাণ পূজ্য ইহ পরকালের পরম বন্ধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজ শুষ্ক পেটের দায়ে কেবল মাত্র পোষ্য পোষণের দায়ে পড়িয়া এমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে—আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন, এ অপেক্ষায় আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে? ব্রাহ্মণের এই হত্যা কি আরও দেখিতে চাও? চক্ষু উৎপাটিত হউক, এ দৃশ্য দর্শন হিন্দুর সাধ্যাতীত। যাহার শিরায় একবিন্দুও পবিত্র আর্য্য শোণিত বহমান, এ দৃশ্য দর্শন তাহার পক্ষে মহাপাপ।

ভারত প্রকৃতই জগৎ প্রকৃতির আদর্শ, ভারতীয় মানবই সমগ্র মানব জাতির আদর্শ, ভারতের ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের আদর্শ, ভারতের জ্ঞান নিখিল জ্ঞানের আদর্শ, ভারতের সমাজনীতি সকল সমাজের আদর্শ। "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে" এ মহাবাক্য, এ প্রাচীন উক্তি স্থূলতঃ অত্যুক্তি নহে। তাই প্রকৃত ভাবুক জ্ঞানী হর্ষস্ফীত বক্ষে, প্রেমাশ্রু বিগলিত চক্ষে, অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া থাকেন "ভারত জগতের আদর্শ"। ভারত যে জগতের আদর্শ ইহা এখন ও অবিতর্কিতভাবে সিদ্ধান্তিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত। ভারতের আদর্শ মুখ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যাবর্ত্তের আদর্শ যাঁহাদের লইয়া আর্য্যাবর্ত্ত সেই ভগবানের সাধের সৃষ্ট আর্য্যজাতি। আর্য্যজাতির আদর্শ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পরমার্থ তত্ত্ববিধায়িনী শুদ্ধ সত্য জ্ঞানই "পণ্ডা" শব্দের বাচ্য; তাহাতে অধিকারী সার্থকজন্মা মহাত্মাই যথার্থ "পণ্ডিত"। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর্শ ধর্ম্ম বা মানবাত্মার যথার্থ স্বরূপ, সুতরাং একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সমস্ত জগতের আদর্শ। কিন্তু হায়! আজ আমাদের সেই আদর্শের কি শোচনীয় অবস্থা! যেমন গুরুর দোষে শিষ্য নষ্ট, প্রভুর দোষে ভৃত্য নষ্ট, রাজার দোষে প্রজা নষ্ট হয়, তেমনি আদর্শ-ব্রাহ্মণের দোষে হিন্দু জাতির নষ্ট হওয়ায় আমাদের এ শোচনীয় পরিণাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুষ্ট তাই আমরা অধঃপতিত। আমরা কি ছিলাম কি হইলাম! স্বাধীন ছিলাম, অধীন হইলাম, বলী ছিলাম দুর্ব্বল হইলাম; দীর্ঘায়ু ছিলাম অল্পায়ু হইলাম, সুস্থ ছিলাম, রুগ্ন হইলাম, মানী ছিলাম, অপমানিত হইলাম, চূড়ায় বিরাজিত ছিলাম, পদতলে দলিত হইলাম। পদে পদে কত মতে বিড়ম্বিত প্রতারিত ও অধঃপতিত হইতেছি। এ ঘোর বিপদে ঐহিক জ্ঞানধর্ম্ম, সংসার শান্তি ও পারত্রিক স্বর্গাপবর্গ লাভ করিবার সাধক আর্য্য সন্তানগণের উপায় কি? কাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সমাজ প্রকৃতিস্থ হইবে? যাহার ব্রাহ্মণ শক্তিই একমাত্র পথ প্রদর্শিকা, যে সমাজে ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের কল্প বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমান অধীন, দুর্ব্বল, অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ জাতির সাহায্যে সেই সমাজ, সেই কালকালতামসাচ্ছন্ন সমাজ অবশ্য গন্তব্য পথে কিরূপে অগ্রসর হইবে? যিনি প্রকৃত হিন্দু তিনিই জানেন যে সংসার-সাগরে ব্রাহ্মণই হিন্দু সমাজ-তরীর কর্ণধার, ব্রাহ্মণই বিরাট হিন্দু সমাজ শরীরের শীর্ষদেশ; ব্রাহ্মণই সঙ্গত হিন্দু সমাজের বন্ধন, রক্ষণ, পোষণ ও পরিবর্দ্ধনের মজ্জাগত শক্তি স্বরূপ। হিন্দু রত্নখচিত সিংহাসনে ক্ষত্রিয় রাজা; কিন্তু হিন্দুর হৃদয় সিংহাসনে ব্রাহ্মণই একমাত্র অধীশ্বর। বহুৈশ্বর্য্য, রাজবেশ ও রাজদণ্ড লইয়া ক্ষত্রিয় হিন্দুর বাহ্য জগৎ শাসনে নিযুক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণেরই অন্তর্জগৎ রাজ্যে সেই জটাবল্কলধারী ফলমূলাহারী, বিজন বন-গিরিকন্দর বিহারী, নিস্পৃহ—নিরীহ ব্রাহ্মণই চির পূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর। ব্রাহ্মণ ব্যতীত হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব কোথায়? হিন্দু সমাজ যন্ত্রের চক্র এখনও সেই ব্রাহ্মণ শক্তির খেলা। তোমার গুরু ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ, সামাজিক ব্যবস্থা দাতা ব্রাহ্মণ, সংক্ষেপতঃ, হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার যাহা কিছু সামাজিক সুখ শান্তি বা মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান তাহার প্রত্যেকটীতেই ব্রাহ্মণ শক্তির অপ্রতিহত প্রভাব দেদীপ্যমান। তোমার সংস্কৃত শাস্ত্র, যাহা পাঠে এখন-ইউরোপ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত, সেই মহামূল্য রত্ন এক মাত্র ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া আজ তুমি তাহার নাম শুনিতে পাইতেছ। অন্য কোন কারণেও যদি ব্রাহ্মণের পূজা করিতে না চাও এই কেবল অমূল্য, অতুলনীয় অপূর্ব্ব সংস্কৃত শাস্ত্রের রক্ষক বলিয়া তাঁহারা যে সম্মানের আস্পদ তাহার শতাংশের একাংশ ও সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি লাভের যোগ্য নহেন। অতএব এরূপ সর্ব্বাদর্শ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ রক্ষায় যাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে না, তিনি কদাচ হিন্দু নামের যোগ্য হইতে পারেন না।

ব্রাহ্মণ শক্তি, ব্রাহ্মণ প্রকৃতির অভ্যুত্থান হইলেই মানব সমাজের কল্যাণ, ব্রাহ্মণই জগতের আদর্শ, ব্রাহ্মণই যখন জগতের

একমাত্র আশ্রয়স্থল তবে কেন তাঁহার এত দুরবস্থা! যে প্রকৃতির অভ্যুত্থানে জগতে সত্যযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, যে প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলে মানবসমাজ কোন শোক, পাপ, তাপ, বিবাদ, বিসম্বাদ ও দুঃখ দারিদ্র্যকে সংহত করিয়া গভীর অপার আনন্দের বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তির আধার হইয়া থাকে, যে প্রকৃতির সারূপ্য কামনা করিয়া আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই স্ব স্ব অধিকারে থাকিয়া প্রতিদিন তপশ্চর্য্যা করিতেছেন; কোথায় শ্রদ্ধা ও স্পৃহাবলে অবনত হৃদয়ে আর্য্য সমাজে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতির অভ্যুদয় কামনা করিবে, কোথায় যাহাতে আসুরিক প্রকৃতির তিরোধান কামনা করিয়া এবং ব্রহ্ম প্রকৃতির জয় ও উন্নতি ঘোষণা করিয়া পৃথিবীতে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করিবে; কোথায় ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে ধর্ম্মপ্রভাব কামনা করিয়া জগতকে পুনরায় স্বাধীন পারমার্থিক আদর্শ সমাজের ছবি দেখাইতে থাকিবে; না কলির সহচর হইয়া বিদেশীয়ের ন্যায় আর্য্য সমাজে বাস করিয়া বিজাতীয় আসুরিক ভাবে চীৎকার করিতেছ যে "ব্রাহ্মণ প্রভুত্বেই আর্য্যসমাজের এত অধঃপতন ও এত দুর্দ্দশা। ধর্ম্মবলে নয়, পরন্তু প্রতারণা বলেই ব্রাহ্মণগণ এযাবৎ কাল আর্য্যগণের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন উদ্দেশে সমুদায় ভারতকে দুঃখ দারিদ্র্যে ও অজ্ঞান তিমিরে ভাসমান রাখিয়াছে।" আজও তো স্মৃতি সকল লোপ পায় নাই—আজও তো পুরাণ ও তন্ত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, কে বল দেখি, ধন, মান ও যশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখ সাধন জন্য ব্রাহ্মণগণ কি কোন কালে আর্য্য সমাজের উপর প্রভুত্ব বাসনা করিয়াছেন, না সাংসারিক ঐশ্বর্য্য কামনা ব্রাহ্মণ প্রকৃতিতে কখন অধিষ্ঠান করিয়াছিল? আজও তো আর্য্য সমাজ জগৎ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই; প্রাচীনের সহিত তুলনা করিয়া কে বল দেখি, ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে আর্য্য সমাজে যে প্রকার ক্ষমা, দান, দম, সত্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইয়াছিল; ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব কালে যে প্রকার স্বচ্ছল জীবিকায় সদাচার প্রতিপালনে দীর্ঘায়ু হইয়া লোকে আনন্দে জীবন যাপন করিয়াছে, এক্ষণে আসুরিক প্রভাব বলে তাহার শতাংশের একাংশও, ধর্ম্মভাব কি আনন্দভাব আর্য্য সমাজে বিরাজ করিতেছে? যদি বীর পুরুষ সকল কোন সমাজে কখন জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, যদি অলৌকিক শক্তিমান্ তপস্বীর অভ্যুদয় জগতে কখন হইয়া থাকে; যদি এই পৃথিবী কোন কালে দেব লোকের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া থাকে, যদি শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্য চরমসীমা কখন দেখিয়া থাকে; যদি জীবিকা স্বচ্ছলে প্রজাবৃন্দের মুখ শ্রীতে ধরিত্রী কখন শোভমানা হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব কালে আর্য্য সমাজেই তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে যে সমুদয় আর্য্য সমাজ ইন্দ্রিয় সুখে ভাসমান থাকিয়া কেবল মাত্র বিষয়-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মুখ ব্যাদান করিতেছে; রাজভয় ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম ভয় যে এক্ষণে কাহারও নিরঙ্কুশ বিষয় চেষ্টার পরিপন্থী হইতে পারিতেছে না; বিষয় চর্চ্চা, বিষয়ালাপ, বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতীত এক্ষণে যে আর্য্য সমাজে অপর কোন কার্য্যই বিদ্যমান দেখিতেছ না, আর্য্য সমাজ যে এক্ষণে ধর্ম্মতঃ চৈতন্য বিহীন হইয়া রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে, ধর্ম্মপ্রভু ব্রাহ্মণ শক্তির খর্ব্বতা যদি কালক্রমে সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে আর্য্য সমাজকে কি এইরূপ শোচনীয় পরাধীন দশায় উপনীত দেখিতে পাইতে? যাহাতে নাম বা অহং দৃষ্টি নাই এরূপ বিষয় সহস্রগুণে সৎকার্য্য হইলেও আজ যে ধনীর নিকট তজ্জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে অর্থ বা স্বার্থ সাধন নাই, ঈশ্বরের ধর্ম্ম্য হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে যে লোকের বাহু বলের প্রত্যাশা আজ কাল সুদূর পরাহত হইয়াছে, যাহাতে চরমে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ নাই, এরূপ বিদ্যার্জ্জনে আজ কাল লোককে প্রবৃত্ত করা যে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; এক কথায় ধনীর ধন, বীরের বাহুবল, শিল্পীর শিল্প ও শ্রমীর শ্রম, স্বার্থ সাধন ব্যতীত অপর কোন মহান্ পুণ্যকার্য্যে প্রয়োগ করা আজ কাল যে রাজশক্তিরও অধীনতাতীত হইয়াছে, ধর্ম্ম-প্রভুত্বে ব্রাহ্মণ শক্তির হ্রাস হওয়াই ইহার এক মাত্র কারণ। পরন্তু রোগের সময় সে প্রভুত্ব হইতে তৎপ্রতীকার স্বরূপ ঔষধ সকল পাওয়া যাইত; দুর্ভিক্ষের সময় সে প্রভুত্বের তপোবলে অনাবৃষ্টি দূরে যাইত, সমাজে অরাজক হইলে সে প্রভুত্ব রাজাকে শাসন করিত; রাজ্যমধ্যে অবশ্য দোষবলে সে প্রভুত্ব ঘৃণাবলে তাহাকে দমন করিত। প্রজার রুধির পানে উন্মত্ত হওয়া সে প্রভুত্বের মাদক ছিল না; বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া সে প্রভুত্বের শরণাগত হইলে রাগান্ধ জানিয়া সে প্রভুত্ব প্রজার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিতে কামনা করিত না; বাহুবল বা ধনবলের বিভীষিকা দেখাইয়া প্রজাবৃন্দকে বশীভূত করাও সে ঐশ্বর্য্যের অঙ্গ নয়; পরন্তু সেই ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের মহিমাই এরূপ ছিল যে, তৎ প্রভাবে রোগ, শোক, দারিদ্র্য সকলই দূরে পলায়ন করিত, সেই ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণই এইরূপ ছিল যে, সম্পদে বিপদে সকল সময়েই কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্দ্ধন সকলেই স্বতঃ প্রেরিত হইয়া সেই ঐশ্বর্য্যের সমীপস্থ হইতে আনন্দ বোধ করিত। জ্ঞান পিপাসায় কাতর হইয়া ব্রহ্ম প্রকৃতির শরণাগত হও, ধ্যান যোগে সেই প্রকৃতি জ্ঞান প্রদানে চেষ্টিত থাকিবে, রাজায় রাজায় বিবাদ হইয়াছে সেই প্রভুত্বকে মধ্যস্থ মান, বিবাদ সকল ভঞ্জন হইয়া যাইবে, বিজয় লোলুপ দুর্দ্ধর্ষ রাজভয়ে ভীত হইয়াছ, ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের নিকট অবনত হও, তপোবলে সেই প্রকৃতি হইতে দিব্যাস্ত্র সকল উদ্ভূত হইবে। ধনীর নিকট হইতে ধন লইয়া সেই প্রভুত্ব দারিদ্র্যের অন্নকষ্ট মোচন করিত। স্বয়ং ভিক্ষুক হইয়া সেই প্রভুত্ব রাজাকে রাজত্ব প্রদান করিত; বিষয়বিরাগী হইয়া সেই প্রভুত্ব বিষয়ী লোকের বাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিত। রোগে, শোকে, পাপে তাপে, মনের বিষম সন্দেহে যে অবস্থায় সে প্রভুত্বে শরণাগত হও না কেন, কল্পতরু হইয়া সাংসারিক জনগণকে সকলাবস্থায় সুশীতল ছায়া প্রদান করিবার কারণ সেই প্রভুত্ব সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাপস বেশে ধ্যান মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিত। মনুষ্য সমাজের অভিভাবক দেবতা স্বরূপ বা পিতৃস্বরূপে অবস্থান করিয়া সেই দেবত্ব যেন মনুষ্য সমাজের দেহ মনের উপর দিব্যভাব সঞ্চারিত করিত।

এই কারণই আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভুর এত মান্য। এই কারণই শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণকে পিতৃবৎ পূজ্য ও প্রতিপাল্য বলিয়া গিয়াছেন। 'যদি মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রেরিত হইয়া এক দিন দেবত্ব বা পিতৃত্বের উপর অভিসম্পাৎ করা সম্ভব হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের উপর সে অভিসম্পাৎ সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মনুষ্য সমাজে সর্ব্বত্রই দান করিয়া গিয়াছেন। "অমৃতং স্যাৎ অযাচিতং" অযাচিত ভাবে যাহা উপস্থিত হইত, তাহাই কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণ অমৃত বোধে মনুষ্য সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন প্রভুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কোন্ মনুষ্যের প্রবৃত্তি না হয়? যিনি বাহুবলে জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে জগৎকে বশীভূত করিয়াছেন সেই ধর্ম্ম প্রভুর প্রভুত্ব জগতে যে চিরকাল বিরাজ করিবে, এ কথার প্রতি কে সন্দিহান হইতে পারে?

ধর্ম্ম অনুসারে লোকে লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে এ কথা জগতের সকল জাতিই অবগত আছেন। ধার্ম্মিক লোকগণ যে ধর্ম্মোন্নতি অনুসারে দেব লোকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, এ কথা সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে কহে। পরন্তু ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় ইহার প্রয়োগগত দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোন সমাজে কোন্ কালে দেখাইতে পারিবে না। কেবলমাত্র আর্য্যগণ ব্রাহ্মণকে ঈশ্বরত্বে বরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ গত দৃষ্টান্ত আর্য্য সমাজের প্রতি কার্য্যেই দেখাইয়া গিয়াছেন। যিনি আপনি আপনার প্রভু, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি যে সকলের প্রভুত্ব ধারণে সক্ষম, ধর্ম্ম-প্রাণ ব্রাহ্মণগণও এই নীতির প্রয়োগ গত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আজও আর্য্যসমাজে অবস্থান করিতেছেন। অপরাপর সমাজের কর্ম্মকাণ্ড ঐহিক ও পারত্রিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে ঐহিক কর্ম্মকাণ্ড-সকল কেবল মাত্র রাজশক্তির শাসনে নিয়মিত হইতেছে, ঐহিক কার্য্য সমূহে ধর্ম্ম শাসন তাহারা অল্পই অনুভব করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র পারত্রিক কার্য্যে তাহারা ধর্ম্ম প্রভাব স্বীকার করেন। কিন্তু আর্য্যগণের মধ্যে এরূপ বিভাগ বা কল্পনা নাই। কি ঐহিক, কি পারত্রিক সকল কার্য্যেই তাঁহারা ধর্ম্ম প্রভাব অনুভব করেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সর্ব্বময় প্রভু। এ কারণ আর্য্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও তাঁহাদের সমাজকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বলিয়া থাকেন।

নিস্পৃহ ব্যক্তির পক্ষে জগৎ তৃণ সমান; অর্থ কামে অনাসক্ত না হইলে ধর্ম্মজ্ঞান কোন মতেই উদয় হইতে পারে না। নিস্পৃহ বিরাগীর পদ রাজরাজেশ্বর হইতেও শ্রেষ্ঠ। নিস্পৃহ বিরাগীই সদা তন্মনস্ক ও শুচি থাকিয়া দেব পিতৃযাজন ও জ্ঞান ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে পারেন। বিরাগীই সত্য কথায় রাজাকে শাসন করিয়া থাকেন, বৈরাগ্য যুক্তেই আত্মাত্মার যথার্থ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, বিরাগী সর্ব্ববিষয়ে মধ্যস্থ থাকিয়া সংসারের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিয়া দেন। সেই বৈরাগ্যবান্ প্রকৃতিই ব্রহ্ম প্রকৃতি। ব্রাহ্মণগণ কিসে সেই প্রকৃতি ধারণ করিতে পারেন আর্য্য শাস্ত্রের সমুদায় বিধিই সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। বিরাগীর রাজত্ব যে অমোঘ ও অক্ষয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাচীনতাই আজও তাহা প্রমাণ করিতেছে এবং চির কালই জগতে এই বৈরাগ্য মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবে। ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে যদি স্বার্থপরতা ও বিষয় লোভ থাকিত, ব্রাহ্মণত্বের মূলে যদি সত্য ধর্ম্মাদি দেবী সম্পদ সকল বিরাজ না করিত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নামই জগৎ হইতে এত দিন কবে লোপ পাইয়া যাইত।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"
"বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যাৎ নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥"

ব্রাহ্মণ প্রভুত্বে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এইরূপ যে ব্রাহ্মণের প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ অগ্রজ ও জ্যেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে ধারণ করেন, এ কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বলোক ধর্ম্মত প্রভু। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বৌধায়ন, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গোতমাদি সমুদায় ঋষিগণ, এবং বেদ, স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি সমুদায় শাস্ত্র এক বাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা এই ব্রহ্ম প্রকৃতিকে পূজা করিয়াছেন; ভগবান্ এই ব্রহ্ম প্রকৃতিকে সাদৃশ্য বোধে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন, এই ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করিবার জন্য পুরা কালে কতশত মহামুনি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। বিষয় দুষ্ট মলিন চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিচার কর এই ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করা জগতে একমাত্র স্পৃহনীয় পদার্থ কিনা, সমুদায় ঋষিগণ, সমুদায় শাস্ত্র সবর্ণের মর্য্যাদা রক্ষার কারণ ব্রাহ্মণকে প্রকৃতি গত শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন কিনা, তাহা বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা স্বর্গ ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত কামনার বিষয় নয় বলিয়া তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া সেই পরম সত্যের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারা কি সত্য সত্যই মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার প্রত্যাশায় এত প্রতারণা জাল বিস্তার করিয়াছেন, এ কথাও কি মনে হয়? শাস্ত্রের বিধান ব্রাহ্মণই করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্র বিধির ভয়ে ব্রাহ্মণত্বের উদ্ভাবনা হয় নাই, ব্রাহ্মণের বিধিতে ক্ষত্রিয় রাজপদে ব্রতী; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের প্রেরণায় জগতের আদি কাল হইতে ব্রাহ্মণ সত্যাগব্রত গ্রহণ করেন নাই; শূদ্র প্রতিগ্রহ গ্রাহ্যতার কারণ, সুতরাং শূদ্রের নিকট প্রচুর অর্থাদি লাভের প্রত্যাশায় ও ব্রাহ্মণ তাহার সেবক নয়; আহার্য্যের অভাব হইবে বলিয়াও ব্রাহ্মণ বাধ্য [illegible] ব্রত গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু শান্তি, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, তপস্যা তাঁহার প্রকৃতির আকর্ষণ [illegible] করায় [illegible] এই ব্রাহ্মণ্য ব্রত গ্রহণে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরম্পরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া [illegible] এ কথাও বলিবার সুযোগ নাই, কারণ যাঁহারাই আদি শিক্ষকরূপে জগতে প্রথম প্রাদুর্ভূত, শাস্ত্র মানিতে গেলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর শিক্ষাতে যে লোকের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত বা সম্যক্ গঠিত হইতে পারে এ কথা পণ্ডিত সমাজে স্বীকার করেন না। যদি শিক্ষা বা প্রলোভন অথবা সাংসারিক অবস্থা ব্রাহ্মণের হেতু না হয় তবে প্রকৃতিকেই সুতরাং ব্রাহ্মণের হেতু মানিতে হইবে।

আর্য্য সমাজের দ্বিজাতিগণ ইহলৌকিক জীবনের আশা

ভরসা আমোদ প্রমোদকে তুচ্ছ করিয়া, লৌকিক জীবনের সমুদয় কর্ম্ম স্রোতের বেগ পারমার্থিকের দিকে ফিরাইয়া দিয়া যে বালক কালাবধি অভিনব জীবন ধারণ করিবার জন্য দ্বিজত্বে ব্রতী হইল, লৌকিক জীবনে প্রাণ বিসর্জ্জন অপেক্ষা কি তৎপরিবর্ত্তে নবজীবন ধারণ করা অধিকতর অমানুষিক প্রকৃতির কার্য্য নহে? এমন দেব দুর্লভ প্রকৃতি মানবের প্রতি যদি চিত্ত প্রবণ না হয়, এমন উচ্চ আদর্শসকল সমাজের মুখ পাত্ররূপে বিরাজ করিতেছে দেখিয়া যদি শ্রদ্ধা ও স্পৃহা বলে আপনাকে তদনুরূপ চরিত্রে গঠিত করিতে না পারি; তবে আর কোন দৃষ্টান্তে আপনাকে উন্নত ও সংযত করিতে পারিব? আর্য্য সমাজ ব্যতীত আর কোন সমাজে বাস করিয়া এরূপ উচ্চ আদর্শে আপনার চরিত্র গঠন করিতে লোকে সক্ষম হইয়া থাকে কি? বিধাতা বিহিত প্রকৃতি বিশিষ্ট না হইলে কি শুদ্ধ শিক্ষা বলে এরূপ আদর্শ-প্রকৃতি লাভ করিতে পারা যায়? যথায় কিছু মাত্র প্রলোভন নাই, অথচ লোকে স্বতঃপ্রেরিত হইয়া জ্ঞান ও পুণ্য ব্রত গ্রহণ করে তথায় প্রকৃতির প্রেরণা ব্যতীত আর কি বলিবে? বৈদিক কালের সেই আদি সমাজই প্রকৃতি প্রেরণায় এরূপ স্ব স্ব কর্ম্ম নিরূপিত করিয়া বর্ণভেদ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। স্ব স্ব প্রকৃতি গত প্রবৃত্তিই লোককে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণকার সমাজে রাজ ভয়, সমাজ শাসনাদি অনেক গুলি অবস্থা প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হওয়াতে লোকের প্রকৃতি গত প্রবৃত্তির সম্যক স্ফুরণ হয় না। পরন্তু আদি সমাজে লোকের প্রকৃতি গত প্রবৃত্তি কিরূপ হইতে পারে তাহা জানিবার সুবিধা ছিল। তখন যথার্থই বুঝা গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ, ও শূদ্রবর্ণ প্রকৃতি অনুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্ণগত প্রবৃত্তি ব্যতীত কে তাহাদিগকে তৎকালে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল? কেনই বা তাহারা সমান জ্ঞান ও সমান বাসনা সমন্বিত হইয়া সমকার্য্যে ব্রতী হন নাই? চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি দেহাবয়ব পরস্পরের সমান হইলেও যে, মনুষ্য মধ্যে মধ্যে কেহ বা দেব প্রকৃতি কেহ বা পশু প্রকৃতি, কেহ বা মলিন বাসনা কেহ বা শুদ্ধ বাসনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, আদিম সমাজের লোকেরা একথা তৎকালে জানিতে পারিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ বর্ণভেদকে যে প্রকৃতি গত বলিয়া গিয়াছেন তাহারও মর্ম্ম এই। এবং বর্ণ ভেদ কিসে রক্ষিত হইয়া পৃথিবী উচ্চ প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যের আদর্শ হইতে বঞ্চিত না হয়, সংসর্গ দোষে পাছে সকলে সমতা প্রাপ্ত হইয়া উত্তমতা হইতে ভ্রষ্ট না হয় একারণ শাস্ত্রকারগণ সবর্ণা বিবাহ, সতী প্রথা এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচার ব্যবহারাদি নিরূপিত করিয়া সৃষ্টি স্রোত যথাযথ ভাবে সেই আদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। এমন কি উন্নতগণ পাছে সংসর্গ দোষে পতিত হন, পাছে আদর্শ রূপী মনুষ্যগণ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট হন, একারণ শীল ও বৃত্তি বিরহিত ব্রাহ্মণগণকেও তাঁহারা শূদ্রত্বে পাতিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্রহ্ম প্রকৃতির উদ্বোধন জন্য আজও ব্রাহ্মণগণ শৌচাচার, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও ত্রিসন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। যাহাতে এই উচ্চ প্রকৃতি একেবারে বিকৃত না হয় এ কারণ আজও ব্রাহ্মণগণ মদ্য মাংসাদি নিষিদ্ধ বর্জ্জন ও বিহিত দ্রব্য সকল সেবন করিয়া থাকেন। যুগানুসারে সকলের প্রকৃতি হ্রাস হইলেও তথাপি এই সমস্ত কারণে আজও আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ না হইলে কে সেই আদি কালে ব্রাহ্মণগণকে এরূপ সংযম ব্রত গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল? কি প্রকারেই বা এ প্রকার অমানুষিক জ্ঞানের ইঙ্গিত তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছিল? মলিন বাসনাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে কি কখন ব্রাহ্মণগণ লোক সমাজের সহস্র প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র জ্ঞান ও পুণ্যার্জ্জনে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন? সহস্র অর্থের প্রলোভন দেখাইলেও কি লোকে এত কষ্ট ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে? আমরাতো এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে তুচ্ছ সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিৎ ভাগ মাত্রও যদি কিয়ৎ সংখ্যক লোক নিঃস্বার্থ ও বৈরাগ্য ভাবে দেশ হিতকর কার্য্যে ক্ষেপণ করেন, তবে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কিন্তু এক্ষণে কয়জন লোক সম্পূর্ণ বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? আমরাতো বুঝিতে পারিয়াছি যে যদি এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া জ্ঞান ও তপস্যায় জীবনাতিপাত করেন তবে ভারতের মুখশ্রী পূর্ব্বের ন্যায় আবার উজ্জ্বল হইতে থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতি কাল দোষে এতদূর মলিন ভাবাপন্ন যে দারিদ্র্য কর্ত্তৃক যে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করা এক্ষণে সহজ ও অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে তথাপি মলিন বাসনা প্রেরিত হইয়া তাহারা সেই বৈরাগ্য গ্রহণে কখনই সম্মত নহেন। ইহ সংসারে বাস করিয়া অর্থকামে আসক্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হওয়া কি সহজ ব্যাপার?

প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ না হইলে অন্য কোন উপায়ে কি এই বৈরাগ্যভাব লোকে ধারণ করিতে পারে। যে আনন্দে বাদ বিসম্বাদ নাই, যে মঙ্গলে জগৎ সাধারণের মঙ্গল, যে শক্তির নিকট লৌকিক শক্তি সকল তুচ্ছ; যে জ্ঞানের নিকট অপরাপর সমুদয় জ্ঞানই মলিন বলিয়া বোধ হয়, সেই আনন্দ, সেই শক্তি, সেই মঙ্গল, যে চিত্তে সহজ ভাবে বিধৃত থাকে তাহাকে কি সাধারণ মনুষ্য বলিবে, না অপর কোন শ্রেষ্ঠ জীবের প্রকৃতি বলিয়া গণনা করিবে? ধর্ম্মমত সংস্থাপনের জন্য দু একটি লোককে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদের দেব প্রকৃতির কথা জগতে উদ্‌ঘোষণ করিতে থাক; ধর্ম্মবীর বলিয়া যে লোক-সমাজ অদ্যাপি ও তাহাদের পূজা করিতেছে; কিন্তু আর্য্য সমাজের সমুদায় দ্বিজাতিগণ যে দেব প্রকৃতি বিশিষ্ট ও এক একটি ধর্ম্ম বীর ইহা কি দেখিতে পাওনা? এরূপ দেব প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক সকল কি আমাদের শ্রদ্ধাও সম্মানের পাত্র নয়? নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য যে জন অভিমানে প্রাণ ত্যাগ করিল, তদপেক্ষা দেবভাব প্রণোদিত হইয়া যে জন সাংসারিক সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্বের হিত কামনায় জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্তও অতিবাহিত করিল তাঁহার বীরত্ব কতদূর তাহা একবার অনুভব

করিয়া দেখ। কিন্তু তাহা দেখিবার শক্তি আমাদের কোথায় ? হৃদয় মলিন, আবর্জ্জনময়, চিত্ত কুবাসনায় আচ্ছাদিত ; ব্রাহ্মণ শক্তি-ব্রাহ্মণ মহিমা বুঝিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন ? তাই আমরা সর্ব্ব বৈরাগ্যের মূর্ত্তি স্বরূপ সেই মহাভাগ ঈশ্বর-রূপ ব্রাহ্মণ মহিমা হৃদয়ঙ্গমে এতদূর অসক্ত। ব্রাহ্মণ ক্ষয়ে হিন্দু সমাজ ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী হইলেও ব্রাহ্মণ রক্ষায় আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। ঐ দেখ, সেই মহান্ হইতে ও মহীয়ান ব্রাহ্মণ আজ সমাজের অবহেলায় কি ভীষণ দুরবস্থায় নিপতিত !

আমাদের চাই কি ?

আমরা যে সময় আমাদের চাই কি, বা আমাদের কোন বস্তুর অভাব এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের অভাব অন্বেষণ করিতে থাকি, সে সময় ধন, মান, অর্থ, যশঃ উপাধি, গাড়ী, ঘোড়া, রাজসিংহাসন প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থেরই অভাব দেখিতে পাই, এবং তাহাদেরই পূরণ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা এত অভাব অনুসন্ধান করিয়াও বাস্তবিক অভাব বুঝিতে পারি না। যে সকল বস্তু কিছুদিন পূর্ব্বে অপরের নিকট ছিল, এখন আমার নিকট আসিয়াছে, আগামী কল্য, বা পরমুহূর্ত্তেই অপর কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে, এই প্রকার বস্তুর কখনও বাস্তবিক অভাব হইতে পারে না, অথবা তাহাদের অভাবকে অভাব বলিয়া পরিগণিত করা উচিত নহে।

যাহা আমি সংগ্রহ করিলে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না, মৃত্যুর পরেও জন্মজন্মান্তর আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিবে, কোন ক্রমেই আমাকে দুঃখ ভোগ করাইবে না, তাহাই বাস্তবিক আমার। এবং এইরূপ বস্তুর অভাবই বাস্তবিক অভাব। এমন প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী পদার্থ 'ধর্ম্ম' ব্যতীত অপর কিছুই নাই।

অদ্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করিয়া আনিলে, যে গাড়ীতে একটু মাত্র বালুকা দেখিলে "সহিস্" "কোচ ম্যানের" রক্ষা থাকিবে না, ভাবিয়া দেখ উহা তোমার নহে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হয়ত উহা যাহার নিকট ছিল তিনিও তোমার ন্যায় যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু যেমন তাঁহার দুরবস্থা ঘটিল অমনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া আসিল, একটি বারও তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তোমার দুরবস্থা উপস্থিত হইলেও ঐ প্রকার অপরের নিকট চলিয়া যাইবে, কিছুমাত্র মায়া দেখাইবে না। উহা বস্তু স্বভাব, কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। দধিচী মুনি দয়া পরবশ হইয়া পরোপকারার্থে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অস্থিনির্ম্মিত বজ্র পরপ্রাণ হরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ করে নাই।

অন্য বস্তু ছাড়িয়া দেও, যশঃ যাহা একমাত্র প্রার্থনার পদার্থ বলিয়া পরিচিত, যাহার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পার, যে জন্য তোমার আহার নাই ; নিদ্রা নাই, দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছ, যে জন্য কতশত প্রাতঃ স্মরণীয় মহাত্মা আপনার স্ত্রীপুত্র রাজ্য ভোগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম যশঃ ও পড়িয়া থাকিবে। তোমার সঙ্গে যাইবে না। তোমার সঙ্গে যাইবে ধর্ম্ম। তোমাকে অনুরোধ করিতে হইবে না, সে আপনিই সঙ্গে যাইবে। কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। ধর্ম্মের ন্যায় কৃতজ্ঞ ও পরোপকারী বস্তু দ্বিতীয়টি দেখিতে পাইবে না। তুমি হয়ত ভ্রম বশতঃ শিবের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া দৈবাৎ তোমাতে ধর্ম্মকে একটু স্থান দান করিয়াছ ; ধর্ম্ম তাহাতেই সন্তুষ্ট। ধর্ম্ম ভাবিবে না যে, তুমি তাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক যত্ন করিয়া তোমাতে আশ্রয় দিয়াছ, অথবা দৈবাৎ ঐরূপ করিয়াছ তোমার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট। তোমার প্রত্যুপকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। তোমার সর্ব্বপ্রকার আপৎকালে ধর্ম্মই তোমার সহায়, তোমাকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র পরম-মিত্র সেই ধর্ম্মই সক্ষম, পরম শত্রু-অধর্ম্মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র শস্ত্র সেই ধর্ম্ম। এই প্রকার প্রিয়তম পরম হিতৈষী ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অন্বেষ্টব্য, এবং তাহার অভাবই বাস্তবিক অভাব। এতদ্ব্যতীত আমরা যে কোন অভাব অনুভব করি, তাহা ভ্রম মাত্র। মহর্ষি কণাদ দিব্য জ্ঞানে ধর্ম্ম মাহাত্ম্য যথার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ স ধর্ম্ম ইতি।" মহর্ষি বাক্য বলিয়া ইহার সম্মান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না। মহর্ষির প্রতি তোমার ভক্তি থাকে সম্মান কর, না হয় না কর, সে বিষয়ে কাহারও অনুরোধ থাকিবে কেন ? দুইটিমাত্র অক্ষর রচিত ধর্ম্ম শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থটি কতদূর বিস্তীর্ণ, ও বাস্তবিকই ধর্ম্ম হইতে অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়সের অধিগম হয় কিনা তাহাই চিন্তনীয়।

তুমি অবশ্যই বলিতে পার আমাদের অভাব কেন ? তোমাদের ধর্ম্ম, কখনও ছিল না কি ? ধর্ম্ম এ প্রকার পদার্থ নহে যে কেহ অপহরণ করিয়া লইতে পারে বা এক রাজার রাজ্য অপর রাজার ন্যায় অন্য লোকে অধিকার করিয়া লইতে পারে। এরূপ বস্তুর অভাব হইল কেন ?

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম থাকা যদি সম্ভবে তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল, এখনও তাহাই আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাহার মধুর স্বাদ আস্বাদন করিতে পারিতেছি না। না পারিবার কারণও আমাদের বুদ্ধিমাহাত্ম্য। ধর্ম্ম রক্ষার উপাদান বহুবিধ হইতেছে। প্রধান উপাদান দুইটি। একটি রাজা, অপরটি স্বাস্থ্য। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাবর্গের ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পরে, রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাবর্গকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপন, আপন, ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়। এপ্রকার অত্যাচার যে ভারত বর্ষের অদৃষ্টে ঘটে নাই তাহা নহে। বৌদ্ধরাজ ও মুসলমান রাজগণ কর্তৃক অনেক বারই এ ব্যাপার এদেশে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান রাজার শাসনে

আমরা সে ভয়ের আশঙ্কা করিতে পারি না। আমাদের রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার প্রজাবর্গের ধর্ম্মের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই, তোমরা যাহা ইচ্ছা কর ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কোন মতামত নাই।

দ্বিতীয় উপাদান স্বাস্থ্য। আমাদের স্বাস্থ্যের অভাব অতিশয় হইয়া পড়িয়াছে ও ক্রমশঃ হইতেছে, আমরা কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। তাই বলিতে ছিলাম এইটিই আমাদের বুদ্ধি মাহাত্ম্য। অন্য জিনিষ ছাড়িয়া দেও, আমাদের আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেই আমরা অসমর্থ। বুদ্ধি মাহাত্ম্য আমাদের নহে তো কাহাদের?

চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইবার একমাত্র কারণ তাৎকালিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ জনিত ধর্ম্মবিঘ্ন। আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং। রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥ প্রাদুর্ভূতো মনুষ্যানামন্তরায়ো মহানয়ং। কঃ স্যাৎ তেষাং শমোপায়ঃ" এই চিন্তায় অধীর হইয়াই হিমালয় পর্ব্বতের পবিত্র পার্শ্বস্থ মহর্ষিগণের মহাসমিতি হইতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করেন। ভরদ্বাজ উপদিষ্ট কথানুসারে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা মানবগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা ধর্ম্ম মাহাত্ম্য বুঝিতেন, ধর্ম্ম না থাকিলে জগতের কি পরিমাণ অনিষ্ট হইতে পারে সে বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল, ধর্ম্মও স্বাস্থ্যের নৈকট্য কতটুকু তাহা তাঁহারা বুঝিতেন, তাই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে এ মহাবাক্যের মহান্ অর্থ গ্রহণ করে বা করিতে চেষ্টা করে এরূপ লোকের অস্তিত্ব অতিশয় বিরল। কার্য্যতঃ স্বাস্থ্য বা ধর্ম্ম যে আমাদের কোন প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ, সে বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। দিন দিন এই প্রকার বীজাভাবে অঙ্কুরের ও অঙ্কুরাভাবে বীজের অভাবের ন্যায় ধর্ম্ম চিন্তার অভাবে স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যাভাবে ধর্ম্ম চিন্তার লোপাপত্তি হইয়া উঠিতেছে।

ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে যে স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, ইহা কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ বা যুক্তি সিদ্ধ নহে। প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে। একদিনের পরে আর একদিন সামান্য জ্বর হইলেই সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না। যদিও বলপূর্ব্বক করিতে যাও তাহাতে যথার্থ মনোনিবেশ হয় না। শিরঃপীড়ার যন্ত্রনাতে মন্ত্র জপে মন স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠে। পিপাসায় অন্তরাত্মা অবধি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কতক্ষণে দ্বাদশবার মাত্র গায়ত্রী জপ শেষ হইবে, একটু জল পান করিয়া শরীরটা শীতল করিতে পারিব, তজ্জন্য মনঃ ব্যাকুল হইয়া থাকে। সুতরাং শীঘ্রই গায়ত্রীটা শেষ করিয়া জল পান করিতে হয়। ক্রমাগত এই প্রকার পীড়া ভোগ করিতে করিতে ধর্ম্ম ভাব শিথিল হইতে থাকে এবং শেষ কালে ঐ সকল কার্য্যে বিরক্তি হয়। ক্রমে আহারাদির সময় নির্ণয় ও পাত্রাপাত্র বিচার তিরোহিত হইতে থাকে। অসময়ে অপাত্রে পানাহার করার নিমিত্ত নানাবিধ রোগ আসিয়া শরীরটিকে আপনাদের বাসস্থান করিয়া তুলে। অনেক রোগ আবার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলি ক্রমে আপন আপন অধিকার বিস্তার করিতে ও যত্নের ত্রুটি করে না। এইরূপে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের অভাবে ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মভাবের অভাবে স্বাস্থ্য অন্তর্দ্ধান করিতে থাকে।

এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নীচ শ্রেণীয় লোকের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ ও তাহাদের স্পৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ পর্য্যন্ত অত করিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যও এক জাতীয় পীড়া বিশেষ। ইহারা বসন্ত প্রভৃতি রোগাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

স্বাস্থ্য ভঙ্গের এতাদৃশ বহুবিধ কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও বিদেশজাত ঔষধের ন্যায় বোধ হয় কোনটি ভয়ঙ্কর নহে। যে দেশোৎপন্ন ওষধিজাত শুক্র শোণিত হইতে যে জাতীয় মানবের উৎপত্তি, সেই দেশজাত ওষধিই সেই জাতীয় মানবের পক্ষে যথার্থ উপযোগী। ওষধি কেন, আচার ব্যবহার বাক্য কথন প্রভৃতি ভিন্ন দেশজাত কোন বস্তুই ভিন্ন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকর নহে। হয় ত অনেকেই এ কথা শুনিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবেন। কিন্তু একটু মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথার গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন।

চিকিৎসা কার্য্যটি অতীব গুরুতর হইলেও ইহার উদ্দেশ্য একমাত্র ধাতুসাম্য। অতএব ধাতু বৈষম্যই যে পীড়া তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

ধাতু বৈষম্য শারীর ধাতুর হ্রাস ও বৃদ্ধি এই উভয়বিধ ব্যাপার হইতেই সংঘটিত হয়। কাজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস করিয়া সমান অবস্থায় স্থাপন করা ও হ্রাসপ্রাপ্ত ধাতুর বর্দ্ধন করিয়া সাম্য স্থাপন চিকিৎসা কার্য্যের ফল। এই সমীকরণ ব্যাপার বিকৃত ধাতুর সমান ও বিপরীত বস্তু দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুকে তাহার বিপরীত দ্রব্যাদির প্রয়োগ দ্বারা সমান করিতে হয় এবং হ্রাস প্রাপ্ত ধাতুকে তাহার সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হয়। এ কার্য্যটি স্বদেশীয় বস্তু ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। বস্তু মাত্রেরই ভৌতিক গুণের ন্যায় দেশ ও কাল অপরিহার্য্য। বিদেশীয় বস্তু দেশীয় বস্তুর অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয় না। অনেকেই বলিবেন যে, এ প্রকার যুক্তি তর্ক বাল-প্রলপন মাত্র। বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহারে প্রত্যক্ষত যে ফল দর্শন করিয়া থাকি, তাহা আমাদের দেশজাত ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নূতন নূতন পীড়ার আমদানি হইতেছে, সে সকল পীড়ার ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে নাই। এরূপ অবস্থাতে বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করা অসঙ্গত বলিতে পারি না। বরং শীঘ্র যাহাতে রোগ-মুক্ত হইতে পারা যায় তাহাই ব্যবহার করা বিধেয়।

আমরা ঐরূপ যুক্তির আদর করিতে পারি না। দেশীয় ঔষধ অপেক্ষা বিলাতী ঔষধের কার্য্যকারিতার আধিক্য আদৌ নাই। আমাদের দেশীয় ঔষধের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য জনক ক্ষমতা দৃষ্ট হয় বিদেশীয় ঔষধে যে তাহার আংশিক কার্য্যকারি-

তাও আছে তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আজ কাল যে সকল ঔষধ ব্যবহার হয় তন্মধ্যে "কুইনাইন" ও "মরফিয়া" প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র জিনিষেরই অধিক সমাদর। কুইনাইন অপেক্ষা আশু জ্বর নিবারক ঔষধ কবিরাজদের নিকট অনেক ছিল। এইরূপ ঔষধও দৃষ্ট হয় যে ইচ্ছানুরূপ শরীরের অর্দ্ধাঙ্গের জ্বর দূর করিয়া অপর অর্দ্ধাঙ্গে জ্বর রাখিতে পারা যায়। এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা দূরে থাকুক নাম শ্রবণও বোধ হয় এখনও বৈদেশিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। উগ্রাবিষ্ট প্রভৃতি মাদক ও অবসাদক ঔষধ ও পূর্ব্বকালে যথেষ্ট ব্যবহার হইত। শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে ভীরুদিগকে মাদক সেবন করাইবার নিয়ম পূর্ব্বকালেও ছিল।

এই ত গেল মোটা মোটি ঔষধের কথা। নূতন পীড়ার বিষয়েও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। "ইনফ্লুয়েঞ্জা" "হিষ্টিরিয়া" প্রভৃতি রোগ যাহা বিদেশাগত নূতন পীড়া বলিয়া আমাদের বিশ্বাস তাহার একটিও নূতন নহে। ইহাদের যদি নূতনত্ব সম্ভবে তাহা হইলে কোন পীড়াকেই আমরা পুরাতন বলিতে পারি না। কারণ রোগ ধাতু বৈষম্য ব্যতীত কিছুই নহে, উহা প্রতি শরীরে এক নহে। তোমার পিতার কাস রোগ ছিল, তোমার ও কাস রোগ হইয়াছে, দুইটি কাস রোগ এক নহে। যেহেতু তোমার পিতাও তুমি পৃথক। এইরূপে এক শরীরেও প্রতিক্ষণ শরীরের পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এখন বুঝিয়া দেখুন পীড়া কোনটিই নূতন নহে অথবা সমস্তই নূতন। মহর্ষি চরক প্রভৃতি এ সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পীড়া দেখিবাই জ্ঞানবান ভিষক রোগীর কোন ধাতু বা যন্ত্র বিকৃত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সেই বিকৃতি নাশের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। আমাদের বিবেচনায় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশীয় ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। বিদেশীয় ঔষধে উপকার না হইলে অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা। দেশীয় ঔষধে যদিও দৈবাৎ পীড়ার উপশম না হয় তথাপি অনিষ্টাশঙ্কা নাই প্রত্যুত অন্য ধাতুর পুষ্টির সম্ভাবনাই অধিক। কারণ আমাদের শরীরে ধাতুর উপাদান ঐ সকল বস্তুতেই অত্যধিক পরিমাণে রহিয়াছে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমাদের ঔষধের এতদূর মাহাত্ম্য থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে দেখাও না কেন? আমার অমুক ছিল, বা আছে বলিয়া চীৎকার করিলে কি ফল হইবে, এই কথা অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু হইলে কি হইবে, গোড়াতেই বলিয়াছি আমাদের বুদ্ধি মাহাত্ম্য অতুলনীয়। আমরা জ্বরের একটু পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিলেই ডাক্তার ডাকিব, কুইনাইন খাইব, কবিরাজদের ঔষধই বা কি করিবে, কবিরাজ মহাশয়েরাই বা কি করিবেন। ঔষধ প্রস্তুতই বা হইবে কি জন্য?

আজকাল যে কোন কারণ বশতই হউক একটু আধটু কবিরাজি ঔষধের আদর দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবটুকু আদরই পুরাতন পীড়া সম্বন্ধে, নূতন পীড়াতে কবিরাজি ঔষধ কোন কার্য্য করিতে পারে না, সংপ্রতি একটা সুর উঠিয়াছে। আমরা সাধ করিয়া আমাদের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দেই। নূতন পীড়া অপেক্ষা পুরাতন পীড়া সুখ সাধ্য হইল কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই। পীড়া প্রথমতঃ অল্প স্থান ও অল্প ধাতু আশ্রয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, পরে ক্রমশঃ অধিক স্থান ও অধিক ধাতু আক্রমণ করে। ব্যাধি যত অধিক স্থান ও ধাতু অধিকার করিবে ততই দুঃখ সাধ্য হইবে এই যুক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের মূল হয় তাহা হইলে আমরা বুঝিয়াছি, কথাও সত্য। যদ্যপি বৃক্ষের ন্যায় পীড়াও তরুণ অবস্থায় অনায়াসে উৎপাটিত হয় এবং বদ্ধমূল হইলে উৎপাটন করা কষ্ট সাধ্য হয় এই যুক্তি স্থির হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তি দুই মণ বোঝা অনায়াসে বহন করিতে পারে, সে দুই সের একটি জিনিষ তুলিতে পারিবে না কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ফলতঃ যে সকল চিকিৎসক আশু কোন পীড়ার লাঘব করিয়া দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার ব্যাধি উপস্থিত করে, তাহা চিকিৎসাই নহে। এই মর্ম্মে, সুশ্রুত বলিয়াছেন,"

"যা হ্যুদীর্ণং শময়তি ব্যাধিং নান্যং
করোতি চ, সা ক্রিয়া নৈব যা ব্যাধিং হরত্যন্যং
করোতি চ॥"

কুইনাইন প্রভৃতি ইংরাজি ঔষধের অপকারিতা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কুইনাইন সেবনের যন্ত্রণা দূর হইতে যে ১৫ দিন সময় দরকার হয় তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান চিকিৎসা প্রণালীর ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির আপন বাস গৃহে অগ্নি দান করিয়া তামাক সেবনে প্রবৃত্ত অগ্নি সংগ্রহের ন্যায় জানিতেছে। পরস্পর ভিন্ন দেশীয় বস্তু সকল ভিন্ন দেশীয় মানবের পক্ষে আংশিক উপকার হইলেও সম্যক নির্দ্দোষ হইতে পারে না। আকৃতি প্রকৃতি বিষয়েও শীত ও উষ্ণ প্রধান দেশের বস্তুগত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা যব, ও বার্লি। অনেকে বলেন যে আমাদের দেশের যব ও বৈদেশিক বার্লি একই বস্তু। এই উভয়বিধ বস্তুর আকৃতিগত পার্থক্য একটু মাত্র অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্য কারিতা বিষয়েও অনেক সময় বিশেষ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। যবের উপকারিতা, বার্লি নামক শস্যের নিকট আমরা পাই না। অথচ আমাদের অনবধানতার জন্য সামান্য একটু পীড়া হইলেই বাজার হইতে বার্লি আনিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

অনেক সময়ই হয়ত আমরা উহার অপকারিতা ও অপ্রাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি না সত্য কিন্তু যুক্তি ও অনুমান দ্বারা আমরা অবশ্যই স্থির করিতে পারি যে, বার্লি দ্বারা আমাদের যবের অভাব পূরণ হইতে পারে না। যুক্তি যাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠকদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আকৃতি গত পার্থক্য কার্য্যগত পার্থক্য উৎপাদন করিবেই ইহা এক প্রকার স্বতঃ সিদ্ধ। এক গাছি সূক্ষ্ম সূত্র যেরূপ ভার সহ হইবে, দুই গাছি একত্রিত করিলে অবশ্যই অধিকতর ভার সহ হইবে। ৫।৭ টি একত্রিত করিলে হয়ত একটি অশ্ববন্ধন রজ্জু হইয়া উঠিবে।

এখন একবার অনুমানের দ্বারা এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করা যাইতেছে। ত্রিবিধ অনুমান মধ্যে বোধ হয় দেশ কাল অনুসারে কার্য্যালিঙ্গকানুমানই অনেক পরিমাণে আমাদের সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।

সংপ্রতি, বৈদেশিক তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও পাথর-কয়লার পাকই আমাদের অম্লপিত্ত, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের প্রধান কারণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসকের ধারণা হইয়াছে, এই প্রকার ধারণা যে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পূর্ব্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু মাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই উক্ত রোগ সকলের আধিপত্য যে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হইতেই হইয়াছে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যে শ্রেণীর লোক যে পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত কারণ সেবন করেন, সেই শ্রেণীর লোক সে পরিমাণে অম্ল প্রভৃতি রোগের বশতাপন্ন হইয়া থাকেন। ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহাদের প্রবলতা বশতঃ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও অনেকের ভাগ্যে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন পরিপাক করা ঘটিয়া উঠে না ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। যাহা হউক অম্ল প্রভৃতির কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের আংশিক উদ্দেশ্য হইলেও এক দেশীয় বস্তু দ্বারা অপর দেশীয় বস্তুর অভাব পূরণ হইতে পারে কি না ইহা দেখানই প্রধান উদ্দেশ্য। কাজে কাজেই আবার সেই বার্লি'র কথা তুলিতে হইবে। অম্ল রোগের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, অনায়াস লভ্য ও অম্লপিত্ত নাশক যবের ন্যায় উপকারক বলিয়া যবের পরিবর্ত্তে অনেকেই বার্লির আশ্রয় লইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময়ই বিফল মনোরথ হইতে দেখা যায়। আবার যাহারা বার্লি'র আশ্রয় লইয়া পীড়া ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহারাই দেশী যবের ময়দার গোটা ভক্ষণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এমন কি অনেককে চিরজীবনের মত অম্ল যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখা গিয়াছে।

এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, এই প্রকার কার্য্য দর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশজাত এক জাতীয় বস্তু দ্বয়ের আংশিক অর্থাৎ আকৃতি গত সাম্য থাকিলেও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি প্রকৃতি গত সাম্যের অভাব অনুমান করিতে পারি কি না। বিভিন্ন দেশ জাত বস্তু গত সর্ব্বাঙ্গীন সাম্যাভাব প্রতিপাদন বিষয়ক একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। বুদ্ধিমান পাঠক বোধ হয় একটু মাত্র অনুধাবন করিলেই এ প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

একমাত্র আহার্য্য বস্তুর পরিবর্ত্তন হইতে যে কত দূর অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করাই দুরূহ ব্যাপার, তাহার উপর আবার ঔষধাদির অত্যাচার। কেমন সুন্দর কাল মাহাত্ম্য যে, সামান্য রকম মাথা ধরিলেও আমাদের বিদেশীয় ঔষধ ব্যতীত মনস্তৃপ্তি হইবে না।

ব্যাধি, ও আরোগ্য কি জিনিস তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন শীত প্রধান দেশজাত ঔষধ দ্বারা উষ্ণ প্রধান দেশ জাত ব্যাধির বাস্তবিক নিবৃত্তি হইতে পারে কি না! অনেকে বলিতে পারেন ঔষধ যে দেশাগতই হউক না কেন বুদ্ধিমান চিকিৎসক একটু বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া দিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি না।' মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিলে বস্তু গত প্রভাব কখনই দূর হইবার নহে। এই জন্যই মহর্ষিগণ প্রথমতঃ রোগীর স্বাস্থ্য প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া ঔষধের প্রকৃতি প্রভৃতির চিন্তা করতঃ ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুসারে হিমালয়ের ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যুক্তি অনুসারে হিমালয়ের ঔষধ কলিকাতায় প্রয়োগ করা উচিত কি না, এ বিষয়েও অবশ্যই কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন এবিষয়ে আপাততঃ আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগের ফলাফল দেখিয়া পাঠকবর্গই সন্দেহের নিবৃত্তি করিতে পারিবেন।

সংপ্রতি আমাদের বল, বীর্য্য, আহার, স্মৃতি, সামর্থ, ধর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের এতাদৃশ হ্রাস হইবার প্রধান কারণ অযথার্থ ঔষধ প্রয়োগ। যথার্থরূপে শারীরিক বৃত্তির রক্ষণের ও পরিচালনের এক মাত্র প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য, অসম্যক প্রযুক্ত ঔষধ দ্বারা কখনও স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না, ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সকলের হ্রাস হইয়া থাকে। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, কাল বিশেষেও বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানবের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লইয়া পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে জগতীয় অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মানব দেহের উপর ও কালের একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে। এবং সাধারণ মানব মাত্রই সেই ক্ষমতার অধীন। আমাদের বর্ত্তমান অবনতি কালকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এখনও আমরা আচারশীল ও ভ্রষ্টাচার এই উভয়বিধ লোকের অবস্থার তারতম্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কাল কৃত উন্নতি বা অবনতি যুগপৎ সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিই আপন অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক বা রাত্রি কালের অন্ধকার সকলের পক্ষেই তুল্য। কাল, কোন ব্যক্তিকেই ছাড়িয়া কথা বলিবার মত পাত্র নহে, সে যাহা কিছু করিবে সকলের জন্যই সমান ভাবে করিবে। আমাদের দেশের জন্য যে সকল আহার আচার বিধি বদ্ধ হইয়াছে। সে সকল আহার আচারই আমাদের পক্ষে সম্যক্ হিতকর। যিনি যে পরিমাণে বিভিন্ন দেশীয় আহারাদি করিয়া থাকেন তিনি সেই পরিমাণে আয়ুঃ ও স্বাস্থ্যের অল্পতা লাভ করিয়া থাকেন ও করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এবিষয়ের যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করিতে হইলে, একটি ব্রাহ্মণ, বা অন্য কোন হিন্দু,—যে ব্যক্তি ভিন্ন দেশীয় আহারাদির অনুকরণ ব্যতীত বিষমাশন প্রভৃতি স্বাস্থ্য ভঙ্গের অন্যান্য কারণ সেবন করিয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে তাহার সমবয়স্ক কোন একটি ভিন্নাচারমাত্র সেবীর অর্থাৎ যাহার অন্য কোন প্রকার স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ নাই, তাহার সহিত স্বাস্থ্যের তুলনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা ঔষধ বা আচার হইতে যে আমাদের অনিষ্টোৎপাত্ত হয় তাহাই দেখাইলাম মাত্র। এই প্রকার বিদেশীয় সকল বস্তুই আমাদের পক্ষে অহিতকর এই যুক্তি যে কেবল মাত্র আমাদের জন্য তাহা নহে একজন ইংরেজ বা মুসলমান ও যদি আমাদের আতপ চাউল কাঁচা কলা সিদ্ধ করিয়া কিছু দিন ধরিয়া আহার করেন, তাহা হইলে,সে ব্যক্তির অবশ্যই একটু মতি গতির পরিবর্ত্তন হইবে সন্দেহ নাই। মহামতি কর্ণেল অল কট প্রভৃতিই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান সময়ে স্বতঃ ও পরতঃ ভিন্ন দেশীয় আচারের অনুকরণ শীতোষ্ণাদির ন্যায়, আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের বিবেচনায় বাস্তবিক অভাব আমাদের ধর্ম্মের, আমরা চাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য আপনা হইতেই রক্ষিত হইবে। বীজের উন্নতি হইলে অঙ্কুরের, অঙ্কুরের উন্নতি হইলে বীজের স্থায়িত্বের ন্যায়, ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য যাহা কিছু অভাব সমস্তই পূরণ হইবে। এই জন্যই এ মহাবাক্যের অবতরণ হইয়াছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

কবিরাজ

শ্রীমণিমোহন সেন

ব্রাহ্মণ রক্ষার আবশ্যকতা।

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই, বোধ হয়, একথা বিদিত আছেন যে, একমাত্র দেশীয় শাস্ত্রাবলীই হিন্দু জাতির অস্তিত্বের মূলমজ্জা স্বরূপ, আর সেই শাস্ত্রানুযায়ী নিষ্ঠাবান্ পুরুষগণই ইহার প্রাণ। সুতরাং শাস্ত্রের অভাব হইলেই হিন্দুজাতির অস্তিত্বের মজ্জার অভাব আর নিষ্ঠাবানের অভাবে প্রাণের অভাব। তাহা হইলেই স্বর্গধামের আদর্শ—আর্য্যধাম ভূতপ্রেতে পরিপূর্ণ মহাশ্মশান হইতে পারে।

মুসলমান খৃষ্টিয়ানাদি হইতে, হিন্দুজাতিকে পৃথক ভাবে রক্ষিত ও পরিচিত করার একমাত্র কারণই সংস্কৃত শাস্ত্র এবং তদীয় ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান। মুসলমানাদি জাতির কোরাণ বাইবেলাদি আর হিন্দুজাতির বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। সেজন্য বেদ পুরাণাদি যাঁহাদিগের শাস্ত্র তাঁহারাই হিন্দুজাতি এরূপ পরিচয় দেওয়া যায়। আর মুসলমানাদি শাস্ত্রে "মুসলমানী" সংস্কার, গবাদি ভক্ষণ মক্কাদি তীর্থ, ইদ্ বকরিদাদি ক্রিয়া এবং নমাজ রোজাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে, সুতরাং ঐ সকল ক্রিয়াই তাঁহাদিগের জাতীয় চিহ্ন। আর হিন্দুর শাস্ত্রে দশবিধ সংস্কার, যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠান, নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ, সন্ধ্যা, পূজা এবং যোগ সমাধি প্রভৃতি বিষয় বিহিত আছে; দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, কাশী কাঞ্চ্যাদি তীর্থ, ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ, অশৌচ, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং গো-মাংসাদি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ আছে সুতরাং এই সকল নিষেধ বিধির পালন করাই হিন্দুজাতির চিহ্ন এবং হিন্দুর জাতীয় ভিত্তি। এতৎ সমস্ত অদৃশ্য হইয়া গেলে, সে জাতিকে হিন্দু জাতি বলা যায় না, আবার কোরাণাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা পর্য্যন্ত মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান ও নহে। সুতরাং তাহা অন্যতর জাতির মত নূতন এক জাতিতে পরিণত হয়। অতএব বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র আর তদীয় অনুষ্ঠানাবলীই হিন্দুজাতির প্রাণ স্বরূপ ইহা নিশ্চিত কথা।

এইত হইল সামাজিক দৃষ্টির কথা; আবার পরমার্থতঃ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গলের দৃষ্টিতেও আমাদের শাস্ত্র এবং তদীয় অনুষ্ঠানাদিকে অতীব গৌরবের বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। কারণ হিন্দুজাতির শাস্ত্রের মত সুগভীর অনন্ত জ্ঞানরত্নাকর শাস্ত্র সমুদ্র আর কোন জাতির নাই এবং এইরূপ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই দুইকালের পরম মঙ্গল বিধান ধর্ম্ম ও, বোধ হয়, অন্য দেশের শাস্ত্রে নাই। তাই আজ, আমা, শাস্ত্রের গৌরবে মুগ্ধ হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী ভারতের গুণ গান করিতেছেন।

উক্ত শাস্ত্ররাশি আর তদীয় অনুষ্ঠানের অক্ষয় ভাণ্ডার একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পণ্ডিতগণই সেই শাস্ত্রের রক্ষিতা, পালয়িতা, লালয়িতা, ও ব্যাখ্যাতা। সেই অনন্ত শাখা প্রশাখায় সুবিস্তীর্ণ বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস দর্শনাদি সমস্তই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হৃদয় ও কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মর্ম্মার্থও ইহাদেরই সুগভীর আত্মকন্দরে নিহিত, সুতরাং ইহারা ব্যতীত আর কেহই শাস্ত্রের দুর্লক্ষ্য নিগূঢ় রহস্য সংস্পর্শে অধিকারী নহেন। তাই ইহারা আছেন বলিয়াই আজও সেই পবিত্র বেদধ্বনি অনুধ্বনিত হইয়া ভারত ক্ষেত্র পবিত্র করিতেছে, উপনিষদাবলী উদ্ঘোষিতা হইয়া অলৌকিক ব্রহ্মবিদ্যাদির জ্যোতির্বিকাশের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর মোহব্যাপ্ত চক্ষু উন্মীলিত করিতেছে, ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি দর্শন-সমূহ, অমোঘ শরজালের মত, বিকীর্ণ হইয়া চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির সম্মোহন অস্ত্রগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুর প্রাণ স্বরূপ ধর্ম্মধনের রক্ষা করিতেছে, সংহিতা-গণ যাবৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দর্পণ-স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুজাতিকে প্রকৃতিস্থ করিতেছে, পুরাণেতিহাসাবলী ধর্ম্মাধর্ম্মের চিত্রাবলী হস্তে লইয়া হিন্দুর প্রাণ আশ্বস্ত করিতেছে, এবং অসংখ্য প্রকার ভক্তির নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া সমস্ত পৃথিবী আপ্লাবিত করিতেছে। কেবল

ইহাও নহে, হিন্দুজাতির প্রকৃত আদর্শ স্থানও একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ধরিয়াই অন্যান্য যাবং বর্ণ যাবৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই হিন্দুজাতির অস্তিত্বের প্রাণ স্বরূপ ইহা ফলায়ত্ত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু তাহা আর থাকিতেছে না, আজ সেই পণ্ডিতগণ একবারেই লুপ্ত হইতে বসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, পণ্ডিত সঙ্খ্যার ৸৵০ আনা অংশ কমিয়া গিয়াছে, এখন ৴০ আনা মাত্র অবশিষ্ট, সুতরাং এই অনুপাতে কমিতে থাকিলে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দু সমাজ একবারেই পণ্ডিত শূন্য হইবে। আবার এখন যাঁহারা আছেন তাঁহারাও অধিকাংশই প্রকৃত ধর্ম্মের আদর্শভাবে থাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা নানাবিধ অনুপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং এ অবস্থায় হিন্দুসমাজের যাহা হওয়া উচিত তৎসমস্তই ঘটিয়া উঠিয়াছে। আজ সমাজকে আর প্রকৃত হিন্দুসমাজ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। ইহা সর্ব্বাংশেই সেই পৃথিবী পূজ্য আর্য্যজাতির কলঙ্ক-স্বরূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ইহার পরিণামে আরো কি দশা হইবে তাহা ভাবিতেও হিন্দুর হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

এইরূপ সর্ব্বনাশাবহ পণ্ডিত-ব্যসনের একমাত্র কারণ ইহাদের অন্নাচ্ছাদনাদির অভাব। আজকাল ইহাদের জীবন যাত্রার অতি দুর্গতি ঘটিয়াছে। এমন কি, প্রতিদিন সকলের আহারও ঘটিতেছে না। তাই প্রায় সকলেই অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং উদরান্নের সংস্থার নিমিত্ত নানাবিধ নিষিদ্ধ কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকগণও এই শোচনীয় চিত্র সন্দর্শন করিয়াই শাস্ত্রাধ্যয়ন উপেক্ষা পূর্ব্বক ইংরাজী শিক্ষায় নিযুক্ত হইতেছেন। অতএব হিন্দুসমাজের মঙ্গল কামনা করিলে, অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠান উপেক্ষা করিয়া এখন একমাত্র পণ্ডিতগণের জীবিকা সংস্থার চেষ্টা করাই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা, অন্য প্রকারের সহস্র যত্ন, সহস্র চেষ্টা করিলেও হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা হওয়ার আশা করা যায় না। পণ্ডিতগণ বৃত্তিস্থ হইলেই স্বাধীনভাবে অধ্যাপনাদি করিতে পারিবেন, প্রকৃতিস্থও হইবেন, এবং তাহা দেখিতে পাইলে অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকগণও শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে, কিছুদিন পরে, আবার হিন্দুজাতির অস্তিত্ব উজ্জীবিত হইতে পারে এমত ভরসা করা যায়। যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন, সমাজ বন্ধুও নহেন, তাঁহাদেরও এই পণ্ডিতরক্ষা কার্য্যটি উপেক্ষণীয় নহে। কারণ আজ কাল ভারতবর্ষ, আমেরিকাদি সমস্ত দেশে, যাহার দ্বারা পরিচিত হইতেছেন সেই, ভারতের "আমার" বলিবার একমাত্র সম্বল পৃথিবীর চূড়ামণি সংস্কৃত ভাষা-রত্ন এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানাদি মহার্ঘ মরকত মণিগুলি পণ্ডিতগণই মস্তকে করিয়া বহন করিতেছেন, তাহারাই তাহার রক্ষক অতএব অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিলে, কেবল এই কারণেও "এ দেশের" প্রত্যেক ব্যক্তি পণ্ডিতগণের আনুকূল্যের নিমিত্ত দায়ী, সুতরাং তাহা না করিলেই কৃতঘ্নের কার্য্য করা হয়। অতএব হিন্দু অহিন্দু সকলের পক্ষেই পণ্ডিত রক্ষার আবশ্যকতা আছে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা—

এ কি ভারত ? না শ্মশান।

আমরা আজ চতুর্দ্দিকে এ কি অদ্ভুত, বিকট ; ভয়াবহ প্রেত নৃত্য অবলোকন করিতেছি। ইতস্ততঃ ভীষণ শিবাগণের চিৎকার, কবন্ধ সমূহের উদ্ধত নর্ত্তন, আর্ত্তগণের আর্ত্তনাদ, যেন অনন্ত গগনমণ্ডল সমাপূরিত করিয়া উদ্ঘোষিত হইতেছে। সেই শান্তিময়ী, পবিত্রা আর্য্যভূমি আজ পাপ-রাক্ষসময়ী হইয়াছেন। বহু-প্রসূ ভারতভূমি আজ দুর্ভিক্ষ যাতনায় উৎপীড়িত, উদর জ্বালায় জর্জ্জরিত, হা অন্ন, হা অন্ন শব্দে পরিপূরিত। আর এ স্বগবাসে শান্তি নাই, সন্তোষ নাই, বিবেকের উচ্চ সোপান বিধ্বস্ত, ভক্তির উত্তালতরঙ্গ স্তম্ভিত, সদবৃত্তির প্রবল স্রোতস্বিনী আজ পরিবাধিত। আছে, কি ? কিছুই নাই, সকল দিকই শূন্য, কেবল অভাবের তীব্র নিষ্পেষণ। আর পাপ বৃত্তির তাণ্ডব প্রবহণ। ভারতের পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, ভারতের সে অধ্যাত্ম জ্ঞান-শান্তি চিরকালের জন্য অতল অগাধ জলে অবগাহন করিয়াছে, সোজন্য প্রসূন বিধাতার খর দৃষ্টিতে একেবারেই ম্লানায়মান হইয়াছে, সে বেদধ্বনি-ওঙ্কার দিকভেদী নিনাদ আর ভারত ক্ষেত্রকে পবিত্রীকৃত করে না। সাধু, সজ্জন, ঋষি, তপস্বী, আজ অতীতের কাল্পনিক কবিত্ব মূলক বাক্য বলিয়া ভারত সন্তানের বিশ্বাস। হায় ! এ দুর্দ্দশা কাহাকে বলিব, এ মনো বেদনা কাহার নিকট নিবেদন করিব, এ গাত্র দাহ কোন পবিত্র সলিলে বিধৌত করিব, এ মনস্তাপ দাবানলকে কোথায় প্রশমিত করিব। কে এ মর্ম্মস্পৃক্ বেদনাকে বিদূরিত করিয়া শান্তিদান করিবে ? কৈ কেহই ত নাই, কিছুই ত নাই, ভারত আজ শূন্য, মহাশ্মশান। শ্মশানে কি মানুষ থাকে, শ্মশানে কি সাধু সজ্জন মহাত্মা থাকেন, যে আমার উত্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবেন ? এখানে থাকে, ভূত, প্রেত,

পিশাচ, রাক্ষস, আর থাকে, শিবা, শকুনগণ। ঐ দেখ উহারা কতই উচ্চরব করিতেছে, কতই হাস্য পরিহাস করিতেছে, আমোদ প্রমোদ, আহ্লাদ কৌতুক করিতেছে। উহারা নিজের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া পরমানন্দে বসতি করিতেছে। কতই আনন্দাভিনয় করিতেছে। কেহ ইহার উদ্ধার করিতেছে, কেহ বা উন্নতি সাধন করিতেছে। ওঃ! এ দৃশ্য কি দ্রষ্টব্য, মানুষে কি এ ভীষণ ক্রীড়া দেখিতে পারে? যে ভারত ভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী; যাহাকে দেবভূমি বলিয়া আদর করিত, পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া যাহার বসতি, যাহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, তপস্যা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়। সমস্ত পৃথিবী যাহার জ্ঞান মহিমার কিঞ্চিন্মাত্র তত্ত্ব অনুভব করিয়া অবনত হইয়াছে, যাহার তপঃ প্রভাবে দেবগণ পর্য্যন্ত ভীত, কম্পিত, ও অনুকরণে লালায়িত, আজ কিনা অধম, নিকৃষ্টাৎ নিকৃষ্টতম, পতিতাদপি পতিততম, দীন, দুঃখী রোগী, শোকী, পরিতাপী পাপী নরক কীট তদীয় তনয়গণ আপনাকে "ভারত সন্তান" বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, বামদেব, পতঞ্জলি, দত্তাত্রেয়, ভৃগু, ভার্গব, মনু অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, জামদগ্ন্য প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্রহ্মর্ষিগণ যে স্থানকে অলংকৃত করিয়াছেন, যে ভারত মাতার পুণ্য উৎসঙ্গ ব্যাসাদির গাত্র সংলগ্ন ধূলিকণার দ্বারা পরিধূসরিত হইয়াছিল, ইহারা যাহাকে মাতৃসম্বোধনে সম্বোধিত করিয়াছেন, যিনি ইহাদের পবিত্র মাতৃ আহ্বানে আহূত হইয়াছেন, সেই পুণ্যশীলা ভারতজননী কি এই প্রেতগণের মাতৃ সম্বোধনের যোগ্য? না ইহারা তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে উপযুক্ত? নয়, নয়, কখনই নয়। নয় বলিয়াই উহারা এখানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ও ভারতবাসী বলিতে আপনা হইতেই কুণ্ঠিত হয়। ভারতের আচারাদি হইতে বঞ্চিত থাকে, এখানকার ভাষা, এখানকার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টা তাহাদের ইচ্ছায়ও নয়, ইহা ভারত মাতারই ইচ্ছার ফল। তাঁহার ইচ্ছা যে, উহারা যেন আমাকে মা বলে না, উহাদের যেন আমার বলিয়া পরিচয় দিতে কিছু থাকে না। তাই উহারা সকল বিষয়েই পৃথক্ হইয়া থাকে। অনেকে আবার উহাদিগকেই ভারতের সুযোগ্য সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তির ফল। যাহাদের সম্বন্ধে মাতার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না, যাহারা মাতা পিতা দূরে থাকুক, তাহাদের কোন ব্যবহারাদি পর্য্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহাতে মাতা পিতার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পরিচ্ছদ, কথা বার্ত্তা, খাদ্যাদি কিছুরই সাদৃশ্য নাই, প্রত্যুত সমস্তই বৈপরীত্য ধারণ করিয়াছে, তাহারাই যদি ভারতের সুযোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তবে শৃগাল কুক্কুরাদি কোন অপরাধে সুযোগ্য পুত্র হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস যাহারা যত পিতা মাতার অনুকরণে প্রস্তুত, যাহারা যত পিতৃ-সম্পত্তি রক্ষিত করিতে সমর্থ, যাহারা যে পরিমাণে পিতৃ ক্রিয়া কলাপ রক্ষিত করিয়া তদনুসারে রক্ষন করিতে সামর্থ্যবান্, তাহারাই সেই পরিমাণে পিতা মাতার সুযোগ্য সন্তান। যাহারা আজ পৈত্রিক আচার হইতে বঞ্চিত, কাল ভাষা হইতে, ক্রমে ব্যবহার, রীতি, নীতি সমস্ত হইতেই অপসৃত হইয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার হইতে পারে, যাহাদিগকে দেখিলে সেই পিতা মাতার সন্তান বলিয়া অবধারণ করাও সুকঠিন হয়, তাহারা কোন প্রমাণ—কোন যুক্তিতে সুযোগ্য পুত্র হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহারা জন্মগ্রহণ মাত্রেই পৈত্রিক আচারাদি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পৈত্রিক ক্রিয়া কলাপ অসভ্যের কুসংস্কার বলিয়া উৎসন্ন করিতে বদ্ধপরিকর, যাহারা পৈত্রিক অপূর্ব্ব, অনুপম ভাষাকে অসভ্যের চিৎকার বলিয়া অবমানিত করিতে অসংকুচিত, যাহারা পৈত্রিক অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডারকে মূর্খের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিতে নিরঙ্কুশ, তাহারা যে কোন বলে ভারতের সুসন্তান তাহা আমাদের চিন্তার অবিষয়।

আবার আজ কাল অনেকেই প্রোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া থাকেন যে, আমরা দিন দিনই উন্নতি পথে ধাবিত হইতেছি। কিন্তু এসংস্কার ও আমাদের বিশ্বাসে সম্পূর্ণ শাস্ত্র পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। দেশের লোক, কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি আয়ুর্ব্বেদ, কি অন্যান্য বিদ্যা, কি রাজনীতি, কি সভ্যতা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই দেশীয় উন্নতি দেখিতে পান, কিন্তু আমাদের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেক বিষয়েই আমাদের অবনতি, অধঃপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। উন্নতির লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহারা উন্নতি উন্নতি বলিয়া উদ্ঘোষণা করেন, তাঁহারা একবার যদি অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইয়া অনুধাবন করেন, তবে তাঁহাদিগকে ও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের আজ কাল কিছুমাত্র কোন বিষয়ের উন্নতি নাই, প্রত্যুত সমস্তই অবনতি সঙ্ঘটিত হইতেছে। বাহিরের আপাত দৃষ্টিতে উন্নতি বলিয়া প্রতীতি হয়, সত্য, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাকে উন্নতি নামে অভিহিত করা যায় না। দেশের উন্নতি বলিলে দেশীয় দ্রব্যাদির পারিপাট্য বুঝিতে হয়। দেশীয় দ্রব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার সংস্কার করার নামই দেশীয় উন্নতি। আপন দেশের জিনিষের যদি কোন দোষ থাকে, তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মাণ করা অথবা দেশের কোন ব্যবহারোপযোগী বস্তু না

থাকিলে তাহা শিক্ষা করিয়া দেশের অভাব বিমোচন করাও দেশীয় উন্নতি বলা যায়। কিন্তু দেশীয় দ্রব্যাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া অন্য দেশাগত দ্রব্য দেশীয় ব্যবহারোপযোগী করাকে দেশীয় উন্নতি বলা যায় না। প্রত্যুত যে দেশের দ্রব্য তাদৃশ আধিপত্য লাভে সমর্থ, সেই দেশীয় উন্নতি বলিয়াই নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। কারণ তত্তৎ দেশীয় দ্রব্য এত উপাদেয় যে, ভিন্ন দেশীয় দ্রব্যের চিরাক্ষুণ্ণ সিংহাসনকে ও বিলোড়িত ও স্থান ভ্রষ্ট করিয়াছে। সুতরাং তাদৃশ দ্রব্যেরই বলবত্তা, তাহারই অক্ষুণ্ণ স্থায়িতা। আমরা যদি অভিনিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাই, আমরা এই দেশীয় লোক হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে পরমুখাপেক্ষী, আমাদের যাহা কিছু দেশের সম্বল ছিল, তাহা দিন দিন সমস্তই বিধ্বংশ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আমরা বিদেশের দিকে দৃষ্টি করিয়া আছি। সামান্য কোন ব্যবহারের দ্রব্য ও দেশান্তর হইতে না আসিলে আমরা ব্যবহার কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাকি, সুতরাং বিদেশই আমাদের অস্তিত্বের অবলম্বন রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্রব্যের কোন নাম করার প্রয়োজন নাই, এক কথায় বলিতে হইলে, এই বলিতে হয়, আমরা প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এখন পরাপেক্ষী হইয়া আছি। ইহা অবশ্যই আমাদের ভাবি দুঃখের নিদান তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এতাদৃশ সুযোগ্য রাজার রাজ্যে বাস করিয়াও, বহুল দ্রব্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও কিছুই, আমার করিয়া লইতে পারিলাম না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়, অনুতাপের চরম মাত্রা তাহাতে আর অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই। আমরা দেশের দ্রব্য সমস্তই হারাইয়াছি ইহা আমাদের শোচনীয় অবস্থা অবশ্যই সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যদি আমাদের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই, ভারত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে বাসনা করি, তবে ধর্ম্ম রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আচারাদি সমস্তই দেশীয় ভাবে শিক্ষা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, নতুবা ফাঁকা কথায় কোনই ফল ফলিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গত ১৮১৪ শকের (১২৯৯ সনের) বৈশাখ মাসে ধর্ম্মমণ্ডলী, এই বেদব্যাস পত্রের স্বত্ব এবং কার্য্য নির্ব্বাহাদির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া, তদনুসারে ১৮১৪ এবং ১৮১৫ শক (১২৯৯ এবং ১৩০০ সন) এই দুই বৎসর পর্য্যন্ত বেদব্যাসকে মুখপত্ররূপে পরিগণিত করিয়া যথা সম্ভব ইহার প্রকাশাদি করিয়াছেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইহার আয় ব্যয়ের ভারও ধর্ম্মমণ্ডলীর হস্তেই নিহিত ছিল, এবং ইহার লিখিত বিষয় ও অন্যান্য ব্যবহারাদির নিমিত্ত দায়িত্ব ও ধর্ম্মমণ্ডলীর শিরেই বিন্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন সে ভার বহন করা কিছু কষ্টকর হইয়াছে। কারণ এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর অন্যান্য কার্য্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই জন্য ধর্ম্মমণ্ডলীর অভিভাবকগণের, বেদব্যাস পর্য্যবেক্ষণে, অতি অল্প অবকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ, বেদব্যাসের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার যাঁহার প্রতি বিন্যস্ত ছিল, সেই প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্রাধ্যাপন কার্য্যে সর্ব্বদা বিলিপ্ত থাকায় তিনিও ইহার অধ্যক্ষতাভার রাখিতে পারিতেছেন না, সুতরাং বেদব্যাস এ দুই বৎসরে সমাজের নিকট যেরূপ গৌরবে সমাদৃত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহা না হইতে পারেন। এজন্য ধর্ম্মমণ্ডলী বেদব্যাসের ভার অবতরণ করাই স্থির করিলেন, এবং তদনুসারে, ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার কার্য্যভার, সম্পাদকতা, স্বত্ব, দায়িত্ব এবং আয় ব্যয়াদির সমস্ত ভার প্রত্যর্পণ করিলেন। আগামী ১৮১৬ শক(১৩০১ সন) হইতে বেদব্যাসের উল্লিখিত কোন বিষয়ের সহিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কোনরূপ সংস্রবই থাকিল না, সুতরাং ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখপত্র নামে রহিল না, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ রহিলেন না, এবং শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত ইহার যে সম্পর্ক ছিল তাহাও থাকিল না।

এখন হইতে বেদব্যাস ৭০ নং সুকীয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহারই অধ্যক্ষতায় এবং সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইবে। সুতরাং তিনিই ইহার সমস্ত বিষয়ের দায়ী এবং সত্বাধিকারী হইলেন। অতএব আগামী বৎসরের (১৩০১ সনের) বেদব্যাসের জন্য যে কোন বিষয়ের কোন পত্রাদি লিখিতে হয়, কিম্বা মূল্যাদি পাঠাইতে হয় তৎসমস্তই সকলে উল্লিখিত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর (১৩০০) বা গতবৎসরের (১২৯৯ সালের) মূল্য যাঁহাদের নিকট বাকী আছে তাঁহারা উক্ত মূল্যের

টাকা ৩নং ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেই পাঠাইবেন, তৎসম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিলেও এই খানেই লিখিবেন কিন্তু অন্যত্র টাকা পাঠাইলে তাহা এখানে ওয়াশীল পড়িবে না, সুতরাং তজ্জন্য গ্রাহকগণই দায়ী থাকিবেন। যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৩০১ সনের) জন্য অগ্রিম টাকা দিয়াছেন তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই করা যাইবে। যদি শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিতে বলেন তবে তাহাদের নামে জমা করাইয়া দেওয়া হইবে, আর যদি তাঁহাদিগের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বলেন তবে তাহাও করা হইবে। কিন্তু তাঁহারা কিছু না লেখা পর্য্যন্ত সে টাকা আমাদের নিকটই থাকিবে।

এখন হইতে, ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত বিবরণ ও বক্তব্য বিষয়াদি যথা সম্ভব এবং সুবিধা মতে বঙ্গবাসী, জন্মভূমি এবং বেদব্যাস এই তিন পত্রেই প্রকাশিত হইবে, আবশ্যক বোধ করিলে অন্যান্য হিন্দু পত্রিকায় ও প্রকাশ করা হইবে কিন্তু বেদব্যাসকে প্রকাশ করিতেই হইবে এমত কোন নিয়ম রহিল না। এবং ধর্ম্মমণ্ডলী, বেদব্যাসের দ্বারা বিবিধ ধর্ম্মসভা, হরি সভাদির সহিত যেরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন তাহাও থাকিল না। বেদব্যাস ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে একবারে পৃথগ্ভূত হইলেন। ইতি—

ধর্ম্মমণ্ডলীর চাঁদা দাতাগণের নাম ও ধামাদি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বার্ষিক,

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপুর ধর্ম্মতলা ১৲

" কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
শিবপুর ধর্ম্মতলা। ১৲

" সুরেন্দ্রকুমার বসু
২২৫ নং সদররাস্তা, শিবপুর ১৲

" গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপুর, আমলকীতলা লেন ১৲

বার্ষিক,

" শ্রীমতী সুলোচনা দেবী
২৫ কালী কুমার মুখোপাধ্যায়ের গলি, শিবপুর ১৲

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দে
হাবড়া কয়লাডিপো ১৲

" নন্দবচন্দ্র বসু
হাবড়া নীলমণি মল্লিকের লেন ১৲

" ভূতনাথ দাস
হাবড়া, কয়লার ডিপো ১৲

" নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫ নং কাসারুণ্ডের গলি হাবড়া ১৲

" নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
হাড়কাটা গলি, হাবড়া। ১৲

" যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
সাতঘরা, পোঃ বেতর, হাবড়া ১৲

" যদুনাথ ভট্টাচার্য্য
হাবড়া বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানির কয়লা ডিপো ১৲

" গোপালচন্দ্র সরকার
শালিখা, পিলখানা ১৲

" পূর্ণচন্দ্র সাতরা ১৲
৪৬ নং স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী এককালীন
বড়চারা, পোঃ এবং মেদিনীপুর। ১৲

" সারদাচরণ শর্ম্মা
পোঃ ডমডমা, ডিব্রুগড় ১৷৷

" হরিলীলা সম্বোধিনী সভা ও বাল্যাশ্রম
থকট, ব্যাটরা, হাবড়া ১০৲

" দীননাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার
ঢাকা ১৲

" হরলাল চক্রবর্ত্তী হেডকনষ্টেবল
লাল বাগ, ঢাকা ১৲

" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মোক্তার
ঢাকা। ১৲

" রাজা সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র
ময়নাগড়, মেদিনীপুর ১

" রাজা প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র
ঐ ২৲

শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র দাস
ঐ ১

" গরীব ব্রাহ্মণ ৫৲

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মহেশপুর পোষ্ট বাদু, বারাশত ১৲

" রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়
পানিহাটি, পোষ্ট শোদপুর ১৲

বার্ষিক, এককালীন,

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩৲
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, মন্দিরতলা, হাবড়া ১৲
„ মথুরানাথ সেন
নীলখি ফরিদপুর ১৲
„ যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভাঙ্গা, ফরিদপুর ১৲
„ অধরচন্দ্র দে
ব্যাটরা, হাবড়া ১৲
„ মতিলাল বসু
শিবপুর লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি ১
„ শম্ভুচরণ দে
শিবপুর, চটের কল, কাওড়া পাড়া লেন ১
„ প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত
ভাঙ্গা, ফরিদপুর ১৲
„ গুরুচরণ বসু
ঐ ১৲
„ গঙ্গাচরণ ঘোষ
ঐ ১৲
„ বনবিহারি মজুমদার ১৲
ঐ ১৲
„ প্রসন্নকুমার রায়
ঐ ১
„ পরমেশ্বর চন্দ্র দাস ও গোপাল চন্দ্র দাস
দক্ষিণ ময়না, মেদিনীপুর। ৪৲
„ প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস
ঐ ১৲
„ গিরিশ চন্দ্র দাস
ঐ ৩৲ ১৲
„ অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপুর, ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৩৲
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ঈশ্বর গঙ্গোর গলি,
কালীঘাট ৩৲
„ তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপুর, মন্দিরতলা ১৲
কেদারনাথ সরকার দক্ষিণেশ্বর,
কামারহাটি ১৷৷০
„ কানাইলাল ঘোষ উকীল
বর্দ্ধমান ৩৸১০
„ অবিনাশচন্দ্র দাস মুদিয়ালি,
গার্ডেন রিচ পোঃ ১৲
জগমোহন দে
দক্ষিণ ব্যাটরা, হাবড়া ১৲

বার্ষিক, এককালীন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ হালদার
শিবপুর হালদার পাড়া
লেন, হাবড়া ১২৲
„ জাহ্নবীচরণ মুখোপাধ্যায় ক্রমে
চুঁচুড়া, বড়বাজার ১৲
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মীর হাট, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা ১৲
বর্দ্ধমান
„ বনোয়ারী মল্লিক
আনন্দচন্দ্র দত্ত ও জগনারায়ণ
সাতরার গলি, দক্ষিণ বাটরা
হাবড়া [illegible]
„ কালীচরণ সেন উকীল
গৌহাটি, আসাম [illegible]
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮১ নং চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর ৩৲
„ বসন্তকুমার দত্ত
৮১ নং শাঁখারিয়া মেথরদিগের গলি ১
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি,
শিবপুর [illegible]
„ [illegible]চন্দ্র দাস
দক্ষিণ ময়না মেদিনীপুর ১
„ [illegible] দাস
ঐ [illegible]
„ [illegible]
[illegible], মেদিনীপুর ১৲
„ [illegible] দাস
[illegible], মেদিনীপুর

ধর্ম্মমণ্ডলার প্রতিনিধি-ব্যবস্থা।

মফস্বলের যে সমস্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম মণ্ডলীর সাহায্য দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নলিখিত স্থানের নিম্ন লিখিত মহাত্মগণকে ধর্ম্মমণ্ডলীর দান সংগ্রহের প্রতিনিধি ভার সমর্পিত হইল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মমণ্ডলীর সাহায্যের নিমিত্ত যাঁহার যাহা কিছু দিতে অভিলাষ হয়, তাঁহারা, সেই সকল সাহায্য নির্দ্দিষ্ট মহাত্মাগণের নিকটে প্রদান করিলেই ধর্ম্মমণ্ডলী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সাহায্য দাতাগণের নাম ধাম সহ প্রাপ্তি স্বীকার বঙ্গবাসী ও বেদব্যাস পত্রে প্রকাশ করা হইবে। দাতাগণ অর্থ দানের সঙ্গে তাঁহার মাসিক, বার্ষিক, এবং এককালীনাদি বিবরণ ও নিজের নাম ধাম প্রতিনিধি মহাশয়দিগের নিকট লিখিয়া দিবেন। এখন হইতে নিম্ন লিখিত স্থান সমূহের দাতাগণের মনিঅর্ডার ব্যয় এবং পোষ্ট আফিসে গতায়াতাদি কোন প্রকার ঝঞ্ঝাট থাকিল না। চারিটী পয়সা দিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই দিতে পারিবেন।

নিকট এখন ও ১২৯৯ সালের বেদব্যাস পত্রের মূল্য বাকী আছে। আমরা বার বার জানাইয়াছি যে, আপনারা বেদব্যাসের মূল্য আর বাকী রাখিবেন না। কারণ এখন পর্য্যন্ত বেদব্যাস অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে, ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি, ইহা আপনাদের আদরের দ্রব্য-ধর্ম্মমণ্ডলীর বস্তু, ইহার কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধিতে ধর্ম্মমণ্ডলীরই ক্ষতি বৃদ্ধি, সুতরাং নিজের প্রিয়বস্তুর ক্ষতি জনক কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত না হন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা, আপনাদিগকে আবার অতিনির্ব্বন্ধের সহিত বলিতেছি, যাঁহাদের নিকট ১২৯৯ এবং বর্ত্তমান (১৩০০) সনের মূল্য বাকী আছে, তাহা আর কাল বিলম্ব না করিয়া অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৩ নং ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। বার্ষিক মূল্য অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে না পাইলে কাগজ চালান নিতান্তই কষ্টকর ব্যাপার। গ্রাহক মহোদয়গণ! আপনারা কেহই টাকা পাঠাইতে আর বিলম্ব করিবেন না। আপনাদিগকে যেন আর পুনঃপুনঃ বিরক্ত করিতে না হয়। টাকা পাঠানের সময় সকলেই কুপনে নিজ নাম ধাম ও গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ একবার পাঠ করুন।

বেদব্যাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে হিন্দু সন্তানকে শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান করাই বেদব্যাসের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য ভার বহন করিয়া, বেদব্যাস আট বৎসর কাল বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া হিন্দু সাধারণকে নানা বিধানে উপদেশাদি দিতেছেন, এই আট বৎসরের মধ্যে হিন্দুকে শাস্ত্র চর্চ্চায় যদি কথঞ্চিৎও মনযোগী করিতে পারিয়া থাকেন তবেই যে বেদব্যাসের উদ্দেশ্য কতকাংশও সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদে নানা প্রকার শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও অল্পাকিষ্ট বাঙ্গালির সামর্থ্যে তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা সম্ভব পর নহে—বিশেষতঃ যে জাতির মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ কোন রূপ ক্রিয়া করিতে সম্পূর্ণ রূপ অনভ্যস্ত। সেই জন্য আমরা সংকল্প করিয়াছি যে মধ্যে ২ যতদূর আমাদের শক্তিতে কুলাইবে আমরা বেদব্যাসের পাঠকগণকে শাস্ত্রগ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরণ করিব। কিন্তু প্রকৃত গ্রাহক নির্ব্বাচন জন্য কএকটী নিয়মে বাধ্য করিয়া গ্রন্থাদি বিতরিত হইবে। কারণ, বেদব্যাস পরিচালন ব্যয় সৌকার্য্যার্থে যে বার্ষিক সামান্য সাহায্য গ্রাহকগণ কৃপা করিয়া বেদব্যাসকে দিয়া থাকেন তাহাও লাভে বঞ্চিত করিলে তাঁহাকে কি করিয়া বেদব্যাসের গ্রাহক মধ্যে গণ্য করিব? সেই জন্য নিম্নলিখিত রূপ নিয়ম স্থির করা হইল। যাঁহারা বেদব্যাসের বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা দিয়া থাকেন তাঁহারা বেদব্যাসের উপহার প্রেরণের ডাক ব্যয়াদির খরচ জন্য ।০ আনা মোট ৪।০ টাকা আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে পাঠাইলে—

উপহার।

১ম। ঈষোপনিষৎ, মূল, টীকা, ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।
২য়। কেনোপনিষৎ, „ ঐ ঐ ঐ
৩য়। শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ।
৪র্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, অন্বয় ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।

এই ৪ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাইবেন। যাঁহারা বেদব্যাসের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা দিয়া থাকেন তাঁহারা ২৵০ আনা আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে পাঠাইলে—

উপহার।

১ম। ঈষোপনিষৎ, মূল, টীকা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।
২য়। কেনোপনিষৎ, ঐ ঐ ঐ ঐ
৩য়। শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ।—

এই তিন খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাইবেন।

আরও দ্রষ্টব্য।

আবার যদি বেদব্যাসের ২৲ টাকার গ্রাহকগণও "৩০শে বৈশাখের" মধ্যে "দুই টাকা চার আনা" পাঠান তাহা হইলে ৪৲ টাকার গ্রাহকের ন্যায় তিনিও উক্ত তিনখণ্ড পুস্তক ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক খণ্ড পাইবেন। অতএব এ সুযোগ যেন কেহই পরিত্যাগ না করেন। ইহাও এস্থলে বলিয়া রাখি যে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে কাহাকেও উক্ত নিয়মে গ্রন্থ দিতে সমর্থ হইব না। অতএব গ্রাহকগণ সত্বর টাকা প্রেরণ করুন। বেদব্যাসসত্ব ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রত্যর্পিত হওয়ায় সম্পাদক কর্ত্তৃক আমি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া গ্রাহকগণকে জানাইতেছি যে এখন হইতে (১৩০১ সন) বেদব্যাস সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি সমস্তই সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ৭০ নং সুকীয়াষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীপরমেশ্বর মুখোপাধ্যায়।